রাজা সর্ব্বোপরি প্রধান হইয়া যদি প্রজা সকলকে রক্ষা না করেন তাহা হইলে মনুষ্য সকলে আপনারা সুরক্ষিত হইতে পারে না, অতএব মনুষ্য সমাজ মধ্যে স্বাধীন ও অধীন উভয়েরই আবশ্যক তাহার অভাব হইলে সকল জীব সমানরূপ প্রতীয়মান হইবেক মনুষ্যের সহিত অপর জীবের আর ভেদাভেদ থাকিবে না। যে নিয়মের দ্বারা আমরা দেখিতে পাই যে সংসারের কার্য্য সু নির্ব্বাহ হয় আর যাহার অভাবে সমুদয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে এবং সৃষ্টির প্রথমকাল হইতে যাহা প্রচলিত রহিয়াছে তাহাকে স্বাভাবিক অপরিবর্ত্তনীয় বলি তাহা পরিবর্ত্ত করিতে চেষ্টা করিলে লোকের অমঙ্গল হইবেক সন্দেহ নাই।

বিভাবতী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সমর তরঙ্গে।

"কে নাচিছে রণমাঝে অপূর্ব্ব সুন্দরী রে
অপূর্ব্ব সুন্দরী।
পরা রক্তমাখা বাস, করে শোভে চন্দ্রহাস
থাকি থাকি হুঙ্কারিছে, বাজাইয়া ভেরী রে
বাজাইয়া ভেরী।"

যে সময়ে বিভাবতী মনোমত লৌহ বর্ম্মে সুকোমল দেহ আচ্ছাদিত করিয়া মনোরমার সহিত সমর তরঙ্গে ঝাঁপ দিলেন সেই সময় বিজয়সিংহ ও "মোহনীয়া" ছদ্মবেশে বিভূষিত হইয়া তাঁহার জননো-দ্দেশে যাত্রা করিলেন। মনোরমা কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াই একেবারে পোর্ত্তুগীজ দস্যুদিগের মধ্যস্থলে গিয়া পড়িলেন। বিভাবতীও বীরদর্পে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

মনোরমা অস্ত্র গৃহ হইতে যে দুইটী শিরস্ত্রাণ লইয়া আসিয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটী স্বকরে বিভাবতীকে পরাইয়া দেন, অপরটী স্বয়ং পরেন। পরে উভয়েই মস্তকে একটী একটী শিরস্ত্রাণ পরিয়া সুকোমল চর্ম্মপাদুকায় পাদাবরণ করিলেন। তাঁহাদিগের উভয়েরই অঙ্গে গুড়না শোভা পাইতেছিল। যে বেণী পৃষ্ঠ দেশে পতিত হইয়া ফণিনীর অঙ্গ ভঙ্গীকে চিরকাল উপহাস করিত আজ সেই বেণী এলুলায়িত; কেশপাশ মুক্ত এবং অলকাদাম স্থানচ্যুত হইয়াছিল। উভয়েরই কটিদেশ দৃঢ়বদ্ধ এবং উভয়েরই "পিঙ্কনবাস" পুষ্পডোরে পিহিত। দুইখানি সুতীক্ষ্ণ তরবার বিভাবতীর দুইহস্তে শোভা পাইতেছিল। মনোরমা এক হস্তে একখানি সুতীক্ষ্ণ খড়্গ এবং অপর হস্তে একটী চন্দ্রহাস লইয়াছিলেন।

পাঠক! বলিতে পারি না তুমি তাঁহাদিগের তৎকালিক সেই মনোহর বেশ ভূষা দেখিলে "অবাক্" হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি চাহিয়া থাকিতে কি না। বীরবেশ যদি তোমার মনোমত হয়, যদি তোমার নয়নদ্বয় বীরবেশ দেখিতে কিছুমাত্রও আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহা হইলেই ত আমার রক্ষা, নতুবা আমার অদৃষ্ট অতি অপ্রসন্ন বলিতে হইবেক। কারণ তোমার অপ্রিয় হইয়া পড়িলাম। পাঠকের অপ্রিয় হওয়া গ্রন্থকারের পক্ষে কতদূর অপরাধ তাহা

তুমি জান। সেইজন্যেই বলিয়েছি যে তোমার মনোনীত না হইলে আমি মারা যাইব।

পাঠক! গ্রন্থকার হইতে ইচ্ছা হয় কি? তুমি বলিতে পার যে আমি এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি কেন। আমার জি[illegible] করিবার কারণ এই যে গ্রন্থকার [illegible] লোকের মন যোগাইতে কিরূপ ক্লেশকর সেইটী তোমাকে জানাইতে ইচ্ছা করি।

এক্ষণে চতুর্দ্দিকে গ্রন্থকার এবং সম্পাদকের হুড়াহুড়ি। যে দিকে যাও, সেইদিকেই দেখিতে পাইবে কত শত গ্রন্থকার এবং সম্পাদক লোকের পদতলে দলিত হইতেছে।

"আহা শায় ব্যাঙ যায় খলসে বলেন আমিও যাই" এ কথাটী বাঙ্গালীরা বিলক্ষণ বুঝে। তাহাতেই অনেকেই তাড়াতাড়ী "পুঁথী" লিখিতে যান। "পুঁথী" লেখা হইল। মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত হইল। মুদ্রিত হইল। কোন গোলযোগ নাই। কিন্তু প্রকাশ হইতেই পরাধবি। কোন মহাত্মাকে "গালি" দেওয়া হইয়াছে———তিনি "ইনডাইট" করিলেন। কোন ব্যক্তিকে উপহাস করা হইয়াছে———তিনি সুবিধামত "উত্তম মধ্যম" দিলেন। এইরূপেই গ্রন্থকারেরা প্রায় মারা যান। কিছু দিন এইরূপে যাইতেই শেষে পৃষ্ঠে "কড়া পড়িল।" গ্রন্থকারও "ধর্ম্মের ষাঁড়" হইয়া গ্রন্থ লিখিতে বসিলেন, কিন্তু লোকের প্রিয় হইতেছেন কি অপ্রিয় হইতেছেন তাহা ভাবিয়াও দেখেন না।

পাঠক! তাহাতেই বলিতেছি যে গ্রন্থকার হইবার বাসনা পরিত্যাগ কর। কেন [illegible] পৃষ্ঠে কড়া পড়াইবে?

তুমি [illegible] যে আমি অন্যায় [illegible] গ্রন্থকারেরা [illegible] তাহারা মনে [illegible] "গালি" দিতে পারিলেই আমি বড় গ্রন্থকার হইব। সকলেই গ্রন্থকার বলিয়া মান্য করিবে। হয়ত, আবার "বদি, কপাল খুলিয়া যায়" তাহা হইলে অপর দুটী হস্ত বাহির হইয়া চতুর্ভুজ হইয়া পড়িব। পাঠক! তাহাতেই বলিতেছি যে এ সুখের আশা ছাড়িয়া দেও। কিন্তু মনে করিওনা যে আমি তোমাকে গ্রন্থ লেখার প্রয়াস পর্য্যন্ত একেবারে পরিত্যাগ করিতে বলিতেছি।

গ্রন্থ লিখিবার চেষ্টা কর; যাহাতে দেশের যথার্থ উন্নতি হইতে পারে এরূপ গ্রন্থ লিখ। কিন্তু পাঠক! আমার অনুরোধ রাখ "পুঁথী" লেখা হইতে নিবৃত্ত হও।

বিভাবতী মনোরমার সহিত শত্রু ব্যূহে প্রবেশ করিবামাত্র তাহারা একবার "হল্লা" করিয়া উঠিল।

বিভাবতীর বক্ষস্থল একবার কাঁপিয়া উঠিল।

তাঁহার নয়ন হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রুজল নির্গত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল।

কেন নির্গত হইল কে বলিবে? তাঁহাকে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইল বলিয়াই কি সহসা অশ্রু নির্গত হইল? না তাহা নহে। এমন বিপদের সময় কেবল এক মাত্র মনোরমা তাঁহার সঙ্গিনী বলিয়াই কি এরূপ ঘটিল? না তাহাও নহে। মনোরমা তাঁহার নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছেন বলিয়াই কি তিনি কাঁদিলেন! না, ইহাও বোধ হয় না। তবে কি জন্য এরূপ হইল কে বলিতে পারে।

বিজয় সিংহের মুখচন্দ্র [illegible] ...য়াছে? যোগাধ্যা দেবীর মন্দিরে [illegible] ...নার সহিত তাঁহার কথা বার্ত্তা কি [illegible] পড়িয়াছে? তিনি যে মনোরমাকে ব[illegible] ...লেন "যোদ্ধৃপুরুষের হৃদয় পা[illegible] ...রূপ, আজ সেই পাষাণে তোমার স[illegible] প্রতিমূর্ত্তি খোদিত হইল, পাষাণ ভগ্ন [illegible] হইলে আর তাহা যাইবে না" ইহাই কি মনে পড়িয়া তিনি কাঁদিলেন। হইতেও পারে।

শত্রুরা "হল্লা" করিয়া উঠিবামাত্র বিভাবতী নিজ করস্থ অসী দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিলেন। পরে অবিশ্রান্ত অসি চালাইতে চালাইতে তাহাদিগের মধ্যে গিয়া পড়িলেন। শত্রু মধ্য হইতে একজন অপর একজনকে কহিল "ভাই! এ দুটা স্ত্রীলোক-কে প্রাণে মারিস না। ইহারা দেখিতে বড় ভাল। ভালয় ভালয় ধরিতে পারিলে অনেক কাজ হইতে পারিবে"। দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল "আমিও তাহাই মনে করি-য়াছি" এই বলিয়া সে বিভাতীরদিকে কর প্রসারণ করিল। বিভাবতী ক্রোধে [illegible] হইলেন। তাঁহার দ্বিগুণ বলবৃদ্ধি হইল। "পাষণ্ড! নরাধম! আমাকে ধরিবে?" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি তাহার প্রতি ধাব-মানা হইলেন। সেও প্রাণে প্রাণে প্রাণ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সমুদায় চেষ্টাই বিফল হইল। বিভাবতী এক আঘাতে হস্তের সহিত তাহার শরীর দ্বি-খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

ক্রমশঃ।

বেড়া[illegible]
পরম আ[illegible]

সুপ্রশস্ত প[illegible] নদী এক [illegible]
শতক্রতু ধনু[illegible]
নির্ম্মিত কবাট [illegible]
দুধারে পাষাণ [illegible]

[illegible] বিভাবতী [illegible]

পথের উভয় পার্শ্বে [illegible]
অনুক্ষণ বিতরিছে প্র[illegible]
উপদেশ দিতে যেন মা[illegible]
দীন জনে দান কর ধনী [illegible]

৪

স্বচ্ছ এক সরোবর আছে উপ[illegible]
শোভে গর্ভে তার ব্যোম, কি[illegible]
প্রকৃতি আপন শোভা বীক্ষণ কারণে
নিরমিত করেছেন মুকুর নির্ম্মল।

৫

জলাশয়-চারিদিকে স্থলপদ্ম চয়
ধরেছে অতুল শোভা নয়ন রঞ্জন,
তাহাতে কখন কিন্তু দ্বিরেফ না[illegible]
গুণহীন রূপ দেখি ভুলে কোন[illegible]

নীর।

লতা

চরণ।

পতিরতা-

ত যখন ?

প্রস্রবণ হতে

পড়ে অবিরত ;

এই নাম লতে

স্থ যেন উগারে সতত।

১০

হু মুনিজন বাহুর মতন

হু অমর হতে মথিয়ে সাগর

ছল সুধারস যেন সুরগণ :)

বে অমৃত বিন্দু কুসুম ভিতর।

১১

তে রাধা-পদ্ম বৃন্দ ; আসিল যখন

তে আইলি কোপে কুলটা জায়াকে,

নাথ শ্যামা মূর্ত্তি ধরিল তখন,

ন পুজেছিল রাধিকা তাঁহাকে।

১২

গন্ধরাজ অতি কুসুমিত

দলে বেষ্টিত হয়ে জবার নিকরে,

দল-গর্ব্ব-সপ্তরথী-পরিবৃত

অভিমন্যু সম শোভে তাদের ভিতরে।

১৩

নারীষ প্রসূন এই ফুটেছে এখানে,

ব্যজিবারে ঋতুরাজে শোভিছে চামর।

মাহেন্দ্র কুসুম* ওই ফুটেছে ওখানে

পুলোমজা নয়নের সদা তৃপ্তি কর।

১৪

উপবন তৃণগুলি কাটা সমরূপ ;

মাঝে মাঝে রহিয়াছে শিলার আসন ;

স্থানে স্থানে বীরহিন্দু-রাজ প্রতিরূপ

শোভিছে ভারতবীর্য্য করাতে স্মরণ।

ক্রমশঃ।

গ্রাহকগণের প্রতি।

যাঁহারা সাহিত্য-মুকুর রীতিমত প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা আমাদিগকে নাম ধাম প্রভৃতি লিখিয়া দিলে তাঁহাদের ঠিকানায় আমরা পত্র পাঠাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারি। দ্বাদশ খণ্ডের অধিক একত্রে লইলে মফঃস্বলের গ্রাহকগণকে প্রতি দ্বাদশ খণ্ডের অর্দ্ধেক মাশুল আমরা দিব।

গুপ্ত যন্ত্র।

ইংরাজি ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি উত্তমরূপে ও সুলভ মূল্যে হইয়া থাকে। সমাচার কি সাময়ীক পত্রিকা অথবা পুস্তক ছাপার বিলক্ষণ সুবিধা আছে। সকল পত্রিকা কি পুস্তক প্রকাশকগণের বিনা-কষ্টে ও অল্পব্যয়ে সমুদয় কার্য্য,ছাপা, বাঁধা কি বিলি ও বিক্রয় প্রভৃতি সুসিদ্ধ হইতে পারে।

শ্রী নত্যচরণ গুপ্ত।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

* পারিজাত।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্শ লেন গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা।

মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ১০ই বৈশাখ ১৭৯৩ শক। [২য় সংখ্যা।

বিভাবতী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অমনি বিভাবতী দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রতি ধাবমান হইলেন। সেও একটী তীক্ষ্ণ বল্লম লইয়া তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিল। বল্লম এরূপে লক্ষ্য করিয়াছিল যে সেটী বিদ্ধ করিতে পারিলে বিভাবতীকে জীবনের আশায় একেবারে জলাঞ্জলি দিতে হইত, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে মনোরমা সেটী দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন যে বিভাবতীর সমূহ বিপদ্ উপস্থিত। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই-স্থানে উপস্থিত হইলেন। হইয়াই একটী তরবারের সহিত সেটী দ্বিধাচ্ছেদ করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজ করস্থ তরবারি চালাইতে আরম্ভ করিল। মনোরমাও চর্ম্ম-দ্বারা তাহার অসিরোধ করিতে লাগিলেন। এই অবকাশে বিভাবতী চন্দ্রহাস দ্বারা সেই হতভাগ্যের পদদ্বয় ছেদ করিলেন। সেও বিকটাকার ধ্বনি করিয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল।

মনোরমা কহিলেন "বিভে! রক্ষা কর; তুমি ফিরিয়া আপন কক্ষে গমন কর। সে স্থানে এখনও শত্রু প্রবেশ করে নাই, তুমি নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে পারিবে। আমি সেই অবকাশে শত্রু নিপাতনের চেষ্টা করিতে পারিব। নতুবা তোমার এরূপ বিপদ্ ঘটিলে আমাকে আর কিছুই করিতে হইবেনা। তোমার শরীরে সূচীকা মাত্র প্রবেশ হইতে দেখিলেই আমার হাত পা একেবারে পেটের ভিতরে যাইবে। সুতরাং তখন সকলই মিথ্যা হইবার সম্ভাবনা।" বিভাবতী বলিলেন "আমি যুদ্ধ করিলে কেন তোমার হাত পা পেটের-ভিতর যাইবে?"

"কেন? তুমি যদি মারা যাও।"

উত্তর "ক্ষতি কি?"

মনোরমা কহিলেন "বিভে! কেন বকিতেছিস্? যাহা বলিতেছি শোন্। কেন এ সময়ে আমার মনে ক্লেশ দিয়া উৎসাহ ভঙ্গ করিবি?" বিভাবতী কহিলেন "কিসে তোমার মনে ক্লেশ হইল?" "কিসে ক্লেশ হইল? তুমি আমার ক্লেশ বুঝিতেছনা এই ক্লেশ।"

বিভাবতী অধোমুখে রহিলেন। মনোরমা কহিলেন "যাইবে কি?"

বিভাবতী মুক্তকণ্ঠে উত্তর করিলেন "যাইবনা।"

"কেন যাইবেনা?"

উত্তর "তোমার বিপদ্ দেখা অপেক্ষ মৃত্যু ভাল।"

মনোরমা চকিতের ন্যায় বিভাবতীর মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। কি দেখিলেন?

দেখিলেন বিভাবতীর সুকোমল পলাশ-কুসুম সন্নিভ ওষ্ঠ একটু একটু কাঁপিতেছে। বসন্ত বায়ুরহিল্লোলে নব বিকশিত স্থল নলিনী যে রূপ মন্দ মন্দ কাঁপিতে থাকে সেইরূপ কাঁপিতেছে।

কহিলেন "যাহা ভাল বুঝিবে তাহাই কর।"

তিনি এই বলিয়াই আবার শত্রু ব্যূহ-মধ্যে ধাবিতা হইলেন। এইবার দেখিলেন শত্রুরা লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

তিনি একেবারে তথায় উপস্থিত হইলেন।

শত্রুরা আবার হল্লা করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল।

তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে অস্ত্রবৃষ্টি হইতে লাগিল।

মনোরমা তাহার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া অসুরমধ্যবর্ত্তিনী কালিকার ন্যায় শত্রু নিপাতে নিযুক্তা হইলেন।

ক্রমে অস্ত্রজাল তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। অনবরত শোণিত স্রাবে শরীর ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। হস্ত অবশ হইয়া আসিল। হস্তের অস্ত্র ভূমিতে পতিত হইল। তিনি আর দেখিতে পাইলেন না।

'বি—ভা—ব—ব—ব—'এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। মৃত্যু আসন্ন বোধ হইতে লাগিল তাঁহার নয়ন অর্দ্ধ মুদ্রিত হইয়া আসিল।

শত্রুরা আর তাঁহাকে মারিল না সকলে মিলিয়া তাঁহাকে একটী কক্ষ মধ্যে লইয়া গেল। তথায় দুইজন সেনানীকে তাঁহার ক্ষত স্থানে অনবরত জল সেক করিতে কহিয়া তাহারা পুনর্বার লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। বিভাবতী তখন পর্য্যন্তও যুদ্ধ করিতে ছিলেন। তিনি যে ব্যূহে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহা প্রায় নিঃশেষিত করিয়া রক্তাক্ত কলেবরে উন্মত্তবৎ রণস্থলে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে আর এক দল পোর্টুগীজ সৈন্য তথায় উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদিগেরও সেইরূপ দুর্দ্দশা করিলেন, পরক্ষণেই পোর্টুগীজদিগের অধ্যক্ষ তথায় উপস্থিত হইল বিভাবতী তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন।

অধ্যক্ষ কহিল "সুন্দরী? কেন মিছামিছি প্রাণ নষ্ট করিবে? আইস আমরা তোমাকে পরম যত্নে রাখিব" বিভাবতী সে কথায় দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হইয়া অধ্যক্ষের হস্ত

লক্ষ্য করিয়া চন্দ্রহাস পরিত্যাগ করিলেন অধ্যক্ষ এক লম্ফে তথা হইতে সরিয়া গেল।

চন্দ্রহাস বিফল হইল দেখিয়া বিভাবতী তরবারি প্রয়োগ করিলেন; এবারে অধ্যক্ষ আর কোনরূপেই রক্ষা করিতে পারিল না। তাহার বাম হস্তের অঙ্গুলী গুলি সমুদায় কাটিয়া ভূমিতে পতিত হইল। তিনি অধীন সৈন্যদিগকে "ইহাকে বন্দী কর" এই মাত্র বলিয়াই সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

তাহারাও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। অবশেষে একজন পশ্চাদ্ভাগ হইতে তাঁহার পৃষ্ঠে অস্ত্রাঘাত করিল। তিনিও অস্ত্রাঘাত করিবার উদ্দেশে যেমন তাহার প্রতি চাহিলেন অমনি এদিক্ হইতে অস্ত্রাঘাত হইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিল অবশেষে তিনিও মনোরমার ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ভাদ্রমাসের ভরা নদীর স্রোতোবেগে ক্ষয়িত মূল বৃহদ্বৃক্ষ যেরূপ ভূতলে পতিত হয় সেইরূপ পড়িলেন। সহকারাশ্রয়িণী মাধবীলতা দুর্দ্দান্ত মদমত্ত মাতঙ্গ কর্ত্তৃক সবলে আকৃষ্ট হইয়া যেরূপ ভূমিতলে পতিত হয় সেইরূপ পড়িলেন।

শত্রুরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। পরে তাহারা সকলে ধরাধরি করিয়া বিভাবতীকেও মনোরমার পার্শ্বে লইয়া গেল।

ক্ষণকাল পরে তাহারা লুণ্ঠনাদি সমাপন করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইতে লাগিল।

অধ্যক্ষ কহিল "আর কেন? সকলেই দুর্গ হইতে বহির্গত হইবার চেষ্টা কর" সকলেই তাহাতে সম্মত হইল।

অধ্যক্ষ পুনর্ব্বার কহিল "কেমন বন্দীরা ত বাঁচিয়া আছে?

উত্তর "এখনও বাঁচিয়া আছে কিন্তু বলিতে পারি না ইহার পরে কি হয়।"

"পরে যাহা হয় হইবে, কিন্তু এক্ষণে যেন সেবা শুশ্রূষার কিছু মাত্র ত্রুটি না হয়"

সকলে কহিল "আজ্ঞা শিরোধার্য্য"

অধ্যক্ষ পুনর্ব্বার কহিলেন "আর বিলম্ব করিও না দুর্গস্থ সমুদায় লোক জাগিলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

তাহারাও তাহাতে স্বীকৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে দুর্গের বহির্ভাগে যাইতে লাগিল। বিভাবতী মনোরমার সহিত শত্রু করে বন্দী হইলেন।

ক্রমশঃ।

পোষা পাখী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

নিজ মনোমত হবে অখিল সংসার,
যদি কেহ মনে সদা ভাবে বার বার।
তবে তার মন হয় কষ্টের আলয়,
মনের মতন ধন কার কবে হয়।
সংসার হইবে যেন দেবতার স্থান,
সকল হইতে হবে সুখের বিধান।
এমন মানস করা যুক্তি কভু নয়,
সুধু গুণ দিয়ে জীব সৃজন ত নয়।
দোষ গুণালয় হয় মানবের কায়,
একেবারে দোষ ভাব কভু কিরে যায়।
যদি এই মত ভাবি চলে সর্ব্বজন,
তবে হয় কত মতে সুখের বর্দ্ধন।
ভুল চুক কসুরতা অন্যায় ব্যাভার,
মানবের কত ঘটে উঠে বার বার।

সকল সময়ে হলে দণ্ডের বিধান,
তবে আর থাকে কিরে কাহার পরাণ।
ক্ষমা গুণ আছে যাই তাই রক্ষা হয়,
নতুবা প্রভুর কোপে হয়ে যেতো ক্ষয়।
ছোট বড় লয়ে চলে অখিল সংসার,
বড় করে ছোট কাছে মনিব ব্যাভার।
মনিব হইলে চাই ক্ষমা অলঙ্কার,
ক্ষমা হয় মানবের ভূষণের সার।
দয়া মায়া স্নেহ ক্ষমা সুমিস্ট বচন,
করিয়াছে নিজ গুণে সকলের মন।
স্নেহেতে অখিল বশ শত্রু মিত্র হয়,
দয়া গুণে বাধ্য হয়ে সৃষ্টি আজো রয়।
মায়াতে প্রমুগ্ধ মন আশার বর্দ্ধন,
ক্ষমা গুণে রহে সদা দোষীর জীবন।
প্রভু যদি হন অতি ক্ষমা পরায়ণ,
তবে তার দাসগণ কত সুখী মন।
সেই সুখে কত তার বৃদ্ধি হয় বল,
কত তারা চিন্তা করে প্রভুর কুশল।
বাপু বাছা বলি যদি ডাক ভৃত্যচয়
তবে তারা তব বাধ্য যত আসি হয়
তত কি হইতে পারে বলিলে কুভাষ,
ভাল ভাবে কথা কও পূর্ণ হবে আশ।
ভৃত্য বলি সুধু নয় অধীন যে জন,
অবশ্য সাধিবে তারা তব প্রয়োজন।
তোমারো বুঝিতে হয় তাহার অন্তর,
কিসে বা সন্তোষে ভাসে কিসে বা কাতর।
অন্তরে বুঝিতে হয় তার প্রয়োজন,
তবে তার তব প্রতি রত হবে মন।
ক্ষুধায় আহার দিবে শীতেতে বসন,
রোগেতে ঔষধ দান রক্ষণাবেক্ষণ।
শোকেতে প্রবোধ বাণী দুঃখের হরণ,
অজানিত দোষ দেখি ক্ষমা বিতরণ।
ক্ষমা গুণ মানবের অমূল্য ভূষণ,
করিবে সকল জনে ক্ষমা বিতরণ।

একেবারে দোষ ছাড়া সুদ্ধ গুণময়,
মানব শরীর বল কখন কি হয়।
অধীন বলিয়া যদি যায় দোষচয়,
ঐবিক নিয়ম তবে কিসে ঠিক রয়।
শোক দুখ রোগ তাপ মান অভিমান,
তারাওত পাইয়াছে তোমার সমান।
তারাও মানব হয় চেতন আকার,
কেমনে সহিবে সদা তব অনাচার।
ছোটবড় করি বিধি করেন সৃজন,
ছোট না হইলে বড় কে করে পূজন।
সকলেতে যদি কাঁধে উঠিবারে চায়,
বল দেখি কেবা তায় বহে লয়েযায়।
সেই তুমি গৃহী হও সবার ঈশ্বর,
তোমার সেবার হেতু তারা সহচর।
পশুবত থাকে কিন্তু মানব আকার,
এই বুঝি করো সদা সদয় ব্যাভার।
দাস দাসী সুধু নয় পরিবারগণ,
তারাও তোমার পদ লয়েছে শরণ।
বনিতা পরের সুতা দয়ার আধার,
করোনা তাহার সহ কোন অত্যাচার।
পিতা মাতা মহা গুরু গৌরবী প্রধান,
রাখিবে তাদের সদা বিধিমতে মান।
যাহাদের লাগি আজো রয়েছ ধরায়,
যাহাদের স্নেহ রসে বৃদ্ধি তব কায়।
এমন পাসণ্ড কত আছয়ে ধরায়,
যাদের পাপের কথা কহনে না যায়।
পিতা মাতা পূর্ব্ব ঋণ স্মরণে না লয়,
আপনার মদে সদা মত্ত হয়ে রয়।
আপনার পূর্ব্ব দশা না করে স্মরণ,
ভাবে বুঝি নিজ হতে হয়েছে বর্দ্ধন।
যখন জড়ের সম অতি ক্ষীণকায়,
গতি হীন মতি হীন পড়িয়া ধরায়,
তখন যতনে তুলি দিয়া স্তন্যদান,
কে তোমার করেছিল জীবন প্রদান।

কে তোমার দুখে দুখ ভাবিয়া অপার,
করেছিল সদাকাল স্নেহ ব্যবহার।
এখন পাইয়ে দিন হয়ে গৃহীবর,
বৃদ্ধ পিতা মাতা দেখি কর অনাদর।
হায় হায় নরাধম কিছু নাই জ্ঞান,
একবার পূর্ব্ব দশা বসি কর ধ্যান।
যে জনে দেখিয়া বোধ হতেছে বালাই,
সেই জন লয়েছিল তোমার বালাই।
প্রিয়ধন পর-সুতা ছিলনা তখন,
তখন না ছিল আর কোন বন্ধুজন।
তখন পদের জোর নহে এই রূপ,
মূত্র পুরিষেতে মগ্ন ছিলেত বিরূপ।
যতনে জননী সদা করিয়ে মার্জ্জন,
স্নেহ ভরে মুখে দিয়া শতেক চুম্বন,
সার্থক সার্থক ভাবি আপন জীবন,
কত যে হতেন তায় পুলকিত মন।
এখন রে নরাধম সেই জননীরে,
ভাসাতেছিস্ অহরহ নয়নের নীরে।
হয়েছ এখন তুমি নরের প্রধান,
কত মতে লোক মাঝে মানের বিধান।
সুন্দর সুঠাম দেহ অতি চমৎকার,
রাজার মতন সদা করিছ ব্যাভার।
বাড়ী ঘড়ী যুড়ী ভুঁড়ী রাঁড়ী ছড়ী শাল,
পাইয়া কতেক তব হয়েছে বাহাল।
আগেতে কি এই হাল ছিলরে তোমার,
তাই মাতা প্রতি কর এত অনাচার।
যার রক্তে তব অঙ্গ হয়েছে বর্দ্ধন,
তারে তুমি লয়ে এবে করিছ পীড়ন।
ধিক ধিক ধিক ওরে কুলের অঙ্গার,
এ পাপেতে কভু তোর নাহি আছে পার।
গর্ভেতে ধরিয়া মাতা তনয় রতন,
প্রসবের পরে করি যতনে পালন।
রোগেতে রোগীর মত ঔষধ সেবন,
নিশায় না হয় ঘুম রোদন কারণ।
আলস্য বিহীন দেহ শূন্যে করি বল,
দিবা নিশি সহ্য করি যতেক ধকল।
দুই হাতে মল কাচী হাড়ীর সমান,
কখন করেন নাই আপন বাখান।
এখন সগুণ-যুত তুমিরে নন্দন,
করে থাক ভক্তি ভাবে চরণ বন্দন।
দিয়া থাক অন্নদান বলি মিষ্ট বাণী,
তাই ধরা মাঝে আজ হলে এত মানী।
ভাল ভাল জ্ঞানীবর জিজ্ঞাসি তোমায়,
পিতা মাতা ঋণ কিসে গেল সমুদায়।
মাতার ধারের ধার হতে হলে পার,
শুধিলে কি জনকের যত স্নেহ ভার।

ক্রমশঃ।

ললিত কাব্য।

চতুর্থ সর্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

২৭

"দেশাচার দশা জেনেও সে জন
কেনগো এমন বিবেক হীন,
দুরাশার বশ কেন তার মন,
কেন এত তার হৃদয় ক্ষীণ।

২৮

"চিরকাল তরে দুখেতে ভাসিতে
কেনরে আমায় বাসিস ভাল,
চিরদিন তরে হৃদয়ে পুষিতে
মানস দহন ভাবনা জ্বাল।

২৯

"এতদিন দেখি দিবার স্বপন
ভাবী সুখ ভাবি ছিলাম সুখে,
এখন সে ভাব নাহিক তেমন
ভেঙ্গেছে হৃদয় বিষম দুখে।

৩০

'ভরসা বিহীন হয়েছে হৃদয়,
সাধের আশায় পড়েছে ছাই,
হতাশ বাতাস হয়েছে উদয়
হৃদয় মানস ভেঙেছে তাই।'

৩১

একি, পুনরায় ভাসিল নয়ন।
ভাসিল কপোল নয়ননীরে,
নীহারের ধারে কমল যেমন;
অধর পল্লব কাঁপিল ধীরে।

৩২

একি ভাব শুভে, আজিকে তোমার?
উদিত বদনে নূতন শোভা
কমলের দলে যেমন নীহার
তেমতি হয়েছে মানস লোভা।

৩৩

হতাশ হুতাশে যদিও এখন
শুকায়ে গিয়েছে কমল মুখ,
যদিও আবিল হয়েছে নয়ন,
ঘন ঘন শ্বাসে কাঁপিছে বুক,

৩৪

নব নব শোভা নয়ন রঞ্জন
তথাপি কেমন উদিত আসি;
স্বভাবত হয় সুন্দর যে জন
কমেনাক তার রূপের রাশি।

৩৫

রক্তিম বরণ যুগল নয়ন,
ঈষৎ গোলাপি কপোল দল
মুকুতার মত তাহায় কেমন
পড়েছে গড়ায়ে নয়ন জল।

৩৬

আহা কি মধুর ললিত আকার,
আহা কি মধুর আনন শোভা
যদিও মলিন বদন তোমার
হেরেছে তবুও বিজুলি প্রভা।

৩৭

"——— মম সখা সহৃদয়
হেরিয়ে তোমার পাগল হেন;
ভূতলে হেরিলে চাঁদের উদয়
চকোর পাগল হবে না কেন?"

ইতি পুষ্পদর্শননামক চতুর্থ সর্গ।

ক্রমশঃ

প্রেরিত পত্র।

বঙ্গের দুর্দ্দশা।

সোণার বাঙ্গালা দেশ হল ছারখার।
কে শুনিবে কারে বলি খুঁজে মেলা ভার॥
দেখে শুনে চক্ষু স্থির কথা নাহি সরে।
মরমে মরমে মরি হৃদয় বিদরে॥
পরস্পরে ঘরে ঘরে কাণ্ড কত মত।
বঙ্গের সন্তান যত কহে অবিরত॥
উঠেগেছে ধর্ম্ম কর্ম্ম গিয়াছে বালাই।
সুপবিত্র হিন্দু ধর্ম্মে কোন সুখ নাই॥
নাহিক ফাউল কারি, মটন বিস্কুট।
বিয়ার স্যাম্পেন সেরি, ম্যানেলা চুরুট॥
টেবিল চেয়ার নাহি, ডিস ছুরি কাঁটা।
সোডা লিমনেড বারি তার দিয়ে আঁটা॥
নাহিক চুলের কেতা, ফ্যাসান আলবার্ট।
প্যান্টুলন কোট আর, নিউ কাট সার্ট॥
পমেটম ম্যাকেসর ল্যাবেণ্ডর নাই।
নাহিক ফাইন মিস, ফাই ফাই ফাই॥
সাধে কি বাঙ্গালী ধর্ম্ম করি বিসর্জ্জন।
ইংরাজী চালেতে সবে চলিছে এখন॥
শিব দুর্গা কালী কৃষ্ণ কিছু কিছু নয়।
রোজ রোজ ডাল ভাতে রুচি নাহি হয়॥
হিন্দুয়ানী টানাটানি নাহি থাকে আর।
বড় ঘরে লুকো চুরি দোষ দিব কার॥

যে বাটীতে হিন্দুয়ানি ছিল বর্ত্তমান।
হোটেল এখন তথা করে অধিষ্ঠান॥
হায় রে বঙ্গের ছেলে ইয়ং বেঙ্গল।
কেন হেন খাট দুখে দিতেছ অনল॥
কালামুখো কুলাঙ্গার বেহায়া বালাই।
এমন সোণার ধর্ম্মে তুলে দিলি ছাই॥
সনাতন সত্য ধর্ম্ম জগতের সার।
কি দোষে এমন সারে মিনালি অসার॥
"খাদ বাঁটা খোঁটা মেকি কিছু যাহে নাই।"
"পবিত্র নির্ম্মল যাহে স্বর্গ সুখ পাই॥"
"সে ধর্ম্মে বিধর্ম্ম হায় করিলে সঞ্চার।"
তোদের অসাধ্য ভবে খুঁজে দেলা ভার॥
পেটে থেকে পোড়ে ধর মদের গেলাস।
হায় রে সভ্যতা তোরে সাবাস সাবাস॥
সভ্যতায় কোথা হবে দেশের কুশল।
হায় হায় দেখি তায় ফলে বিষ ফল॥
ইংরাজীর পাত দুই করি অধ্যয়ন।
ইংরাজী চালেতে চল একি অলক্ষণ॥
বাঙ্গালীর বেশ ভূষা মনে নাহি লাগে।
ইংলিস ফ্যাসান সদা মন মাঝে জাগে॥
ড্যাম বিচ ফুল সদা মুখে আছে লেগে।
নেটিব বলিলে উঠ সপ্তমেতে রেগে॥
ইঙলিশ কোট গায়ে মুখেতে সিগার।
কি কব চুলের কেতা বেহদ্দ বাহার॥
বারনিস জুতা পায়ে ইস্টকিন আঁটা।
হেলে দুলে চল যেন নবাবের ব্যাটা॥
আতর গোলাপে বপু সদা আছে তর।
উড়িছে সুগন্ধ তার ভর ভর ভর॥
চোকেতে লাগায়ে চস্‌মা হাতেতে ইষ্টিক।
ধরা যেন দেখ হায় সরা মত ঠিক॥
মুখেতে সুরার গন্ধ রক্তিম লোচন।
বার নারী মধু পানে সদা মত্ত মন॥
গৃহেতে থাকিতে হায় আপন রমণী।
কুলটার প্রেমে মজে কাটাও রজনী॥
একাকিনী বিরহিণী যুবতী কামিনী।
ফেলিছে চক্ষের জল দিবস যামিনী॥
থাকিতে আপন পতি যেন ভিখারিণী।
হাসি নাই শশি মুখে সদা বিষাদিনী॥
কি ভাবে ভাবিনী ধনী কত দুঃখ সয়।
লিখিতে লেখনী মম লাজে পরাজয়॥
সুমেরু যদ্যপি হয় লেখনী স্বরূপ।
অপার জলধী যদি ধরে মসি রূপ॥
বিস্তৃত গগন হলে কাগজ সমান।
সময় লেখক যদি কলম চালান॥
তা হলে সে দুঃখিনীর দুঃখ সমুদয়।
লিখিলে লিখিতে পারে নতুবা ত নয়॥
হায় রে বখার যত ইয়ং বেঙ্গল।
অবলারে এত দুঃখ কেন দিস বল॥
ভুগিবে ইহার ফল ভুগিবে ভুগিবে।
এ পাপের ফলাফল নিশ্চয় পাইবে॥
বার বধূ এঁটো মধু বার জাতি খায়।
সে মধু কি এত ভাল তোলা নাহি যায়?
থাকিতে পদ্মের মধু সুমিষ্ট সুতার।
কেন খাও এঁটো মধু ওহে কুলাঙ্গার॥
সে মধুত মধু নয় ওরে যাদু ধন।
মনোহরা প্রাণ হরা আর হরা ধন॥
বার নারী প্রেম ফাঁদ দেখিতে সুন্দর।
সুচিকণ চারু শোভা অতি মনোহর॥
ব্যাধগণ যেইরূপ কানন ভিতর।
কুরঙ্গ ধরিতে ফাঁদ পাতে নিরন্তর॥
সেইরূপ কুহকিনী কামিনী সকল।
মুখে মৃদু মৃদু হাসি অন্তরে গরল॥
পাতিয়াছে প্রেম ফাঁদ ছলনা কাননে।
পুরুষ কুরঙ্গ জাতি ধরিতে যতনে॥
পড়িলে সে প্রেম ফাঁদে নাহিক নিস্তার।
খুলিতে সে প্রেম গেরো সাধ্য আছে কার॥
মূষিক যেমন হয়ে লোভে অচেতন।
চাপা কলে চাপা প'ড়ে হারায় জীবন॥

সেইরূপ বারযোষা প্রেমময় কলে।
হাবা হয়ে চাপা পড়ে অবশেষে গলে ॥
কাল্প নদী যেইরূপ হতেছে বহন।
এ কলের কারখানা হয় যে তেমন ॥
যেমন দিল্লীর লাড়ু অতি চমৎকার।
যে খেয়েছে সে মজেছে পেয়ে তার তার ॥
যে জন না খাইয়াছে খাইবারে মন।
পরেতে পস্তায় তার পেয়ে আস্বাদন ॥
সেইরূপ গণিকার প্রেমময় ফাঁদ।
কত লোকে ভুলে যায় দেখিয়া সুছাঁদ ॥
স্বইচ্ছায় গলদেশে দেয় প্রেম ফাঁস।
আপাতত সুখ কিন্তু শেষে সর্ব্বনাশ ॥
মাটীর পুতুল হয় দেখিতে যেমন।
ভিতরেতে মাটী পোরা উপরে চিকণ ॥
দেখিয়া পাড়ার ছেলে কেঁদে হয় খুন।
রঙ্গ দেখে ভুলে যায় নাহি চায় গুণ ॥
সেইমত দেখিতেছি যত বাবুগণ।
উপর চিকণ দেখি হয় উচাটন ॥
জেনে শুনে কাল সাপ করিছে ধারণ।
করিছে যেমন কাজ ভুগিছে তেমন ॥
কত বাবু কাবু হয়ে ইহাদের ফাঁদে।
মাথায় দিয়া হাত দিবা নিশি কাঁদে ॥
কেহ বা প্রেমেতে মজি উন্মত্ত হইয়া।
হিতাহিত বিবেচনা সকলি ত্যজিয়া ॥
স্থলে ভুল হয়ে আছে পাগল সমান।
গণিকা চরণ সদা করিতেছে ধ্যান ॥
সেই ধর্ম্ম সেই কর্ম্ম সেই মোক্ষ ফল।
সকলের সার সেই সেই জ্ঞান বল ॥
তাহার চরণে সোঁপে মন প্রাণ ধন।
আজ্ঞাকারী হয়ে আছে সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
অন্ন বিনা জননীর শীর্ণ কলেবর।
বস্ত্র বিনা লোকালয়ে লজ্জায় কাতর ॥
কত অর্থ করিতেছে উপায় তনয়।
গণিকা চরণে ঢালি দেয় সমুদয় ॥
ক্ষীর ছানা দধি আর মিছরি মাখম।
প্রেয়সী প্রত্যহ করে তুষ্টে ভোজন ॥
খাইতে দুধের সর গলা চিরে যায়।
মাতা খান শুষ্ক মুড়ি হায় হায় হায় ॥
বারানসী গোল পিস ভাল ঢাকা-সাড়ী।
পরিধানে বিধুমুখী আলো করে বাড়ী ॥
সহিতে নাপারে ধনী বারানসী ভার।
মাতা পরে গড়া চেরা একি ব্যবহার ॥
সর্ব্বনাশী কুহকিনী রমণী সকল।
এ দেশের সর্ব্বনাশ করিছে কেবল ॥
গণিকার প্রেম ফাঁদে বলিহারি যাই।
বলিহারি যাই ওহে বলিহারি যাই ॥

আপনার একান্ত
অনুগত।
বালাখানার কাকাতুয়া।

গ্রাহকগণের প্রতি।

যাঁহারা সাহিত্য-মুকুর রীতিমত প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা আমাদিগকে নাম ধাম প্রভৃতি লিখিয়া দিলে তাঁহাদের ঠিকানায় আমরা পত্র পাঠাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারি। দ্বাদশ খণ্ডের অধিক একত্রে লইলে মফঃস্বলের গ্রাহকগণকে প্রতি দ্বাদশ খণ্ডের অর্দ্ধেক মাশুল আমরা দিব।

গুপ্ত যন্ত্র

ইংরাজি ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি উত্তমরূপে ও সুলভ মূল্যে হইয়া থাকে। সমাচার কি সাময়িক পত্রিকা অথবা পুস্তক ছাপার বিলক্ষণ সুবিধা আছে। সকল পত্রিকা কি পুস্তক প্রকাশকগণের বিনা-কষ্টে ও অল্পব্যয়ে সমুদয় কার্য্য, ছাপা, বাঁধা কি বিলি ও বিক্রয় প্রভৃতি সুসিদ্ধ হইতে পারে।

শ্রী সত্যচরণ গুপ্ত।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৩, মির্জ্জাফর্স লেন গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মুল্য নগদ এক পয়সা। মুল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ১৭ই বৈশাখ ১৭৯৩ শক। [৩য় সংখ্যা।

বঙ্গকবিকুল ও বাঙ্গালা কবিতা।

—

আমাদিগের অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল যে এই প্রবন্ধটী রীতিমত প্রতি বারেই মুকুরে পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করি কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র সংগ্রহ করিতে না পারায় সে অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারিলাম না। পুরাতন গ্রন্থ সকল দুষ্প্রাপ্যবিধায় ও পুরাতন কবিকুলের জীবন চরিত না থাকায় আমরা স্বকীয় ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমরা তন্নিমিত্ত দুঃখিত নহি কারণ যদি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও কার্য্য সিদ্ধ না করিতে পারা যায় তাহাতে কোন দোষ নাই। আমরা পুর্ব্বেই একবার সংগ্রহকার্য্য কতদূর কঠিন তাহা সাধারণে প্রকাশ করিয়াছি এবং পাঠকবর্গও তাহা সম্পুর্ণরূপে জানেন তদ্বিষয়ে পুনরায় ভুমিকা করিবার প্রয়োজন নাই।

সে যাহা হউক আমরা এবারে যতদুর সংগ্রহ করিয়াছি তাহা অদ্যকার মুকুরে প্রতিবিম্বিত করিলাম।

গোবিন্দ দাস।

গোবিন্দদাস বাবর সাহের পুর্ব্বের লোক। ইনি বৈদ্যবংশীয় কবি ইঁহার উপাধি কবিরাজ ছিল স্থানে স্থানে "গোবিন্দদাস কবিরাজ" বলিয়া ভণিতা দেখিবে পাওয়া গিয়া থাকে। ইঁহার রচনা পাঠ করিলে ইঁহাকে বিদ্যাপতির সমকালীন লোক বলিয়া বোধ হয়, এবং কেহ কেহ ইঁহাকে বিদ্যাপতির সমকালবর্ত্তী লোক বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা যে কতদুর সত্য তাহা বলিতে পারি না। গোবিন্দদাসের ভনিতার এক স্থানে কেবল এই মাত্র প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি বিদ্যাপতির পুর্ব্ববর্ত্তী লোক নহেন (সুবিখ্যাত উইলসন সাহেব গোবিন্দ কবিরাজকে বিদ্যাপতির সমকালবর্ত্তী বলেন

কিন্তু কি প্রমাণে যে তিনি এরূপ বলেন আমরা বলিতে পারি না। বিদ্যাপতির এক স্থানের ভণিতায় লিখিত আছে যে "ভণয়ে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস, তথি পুরিল ইহ রস ওর।" কিন্তু গোবিন্দদাসের কি অর্থ তাহা বলা যায় না, যেমন অপরাপর স্থানে 'কৃষ্ণদাস' প্রভৃতি দেখা যায় এখানেও যদি 'গোবিন্দদাস' শব্দে গোবিন্দের সেবক অর্থ বুঝায় তাহা হইলে গোবিন্দদাস যে রূপ নিজ ভণিতায় ভক্তি ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে বিদ্যাপতির পরের লোকই বেস প্রতীত হয়।) এরূপ কথিত আছে যে বুধুরি গ্রামে গোবিন্দদাসের বাস ছিল কিন্তু বুধুরি গ্রাম কোন স্থানে স্থাপিত তাহার কোন নির্ণয় হয় নাই। (গোবিন্দদাস পরম বৈষ্ণব ছিলেন তিনি যে সকল রচনা করিয়াছেন তাহার সমস্তই কৃষ্ণলীলা ও গৌরাঙ্গমহিমা বিষয়ক।) ভক্তমাল গ্রন্থে ইহার যেরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে কেবল এই মাত্র জানা যায় যে তাঁহার ভ্রাতার নাম রামচন্দ্র কবিরাজ এবং গুরুর নাম শ্রীনিবাসাচার্য্য। আমরা তাঁহার ভ্রাতার এবং তাঁহার উভয়েরই কবিরাজ উপধি দেখিয়া তাঁহাকে বৈদ্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিলাম। কবিরাজ যদি কবিদিগের রাজা এই অর্থে উপাধি হইত তাহা হইলে উভয়েরই কবিরাজ উপধি হওয়া কখনই সম্ভবেনা অতএব উপাধিটী তাঁহাদের গোষ্টীর উপধী ভিন্ন আর কিছুই উপলব্ধি হয় না; বিশেষতঃ বৈদ্য ভিন্ন অপর কোন জাতীয়ের কবিরাজ উপাধি গোষ্টীগত হইতে পারেনা।

ইঁহার জন্ম বিবরণ প্রভৃতি যে রূপ দুজ্ঞেয় মৃত্যু বা গ্রন্থরচনার সময় সেইরূপ। (গোবিন্দদাসের রচনা দ্বারা বাঙ্গালা যে হিন্দি হইতে অন্তরিত করিয়া গঠিত তাহা বেস প্রতীয়মান হয়। তাঁহার রচনায় তাঁহার কবিত্ব শক্তি যথার্থই প্রতিভাত হইয়াছে। তাঁহার রচনা অতীব মধুর ও ললিত। গোবিন্দদাসের সময় পদ্য রচনা অত্যন্ত অপরিষ্কার ছিল তাঁহার রচনায় অক্ষর গণনার সমতা দেখা যায় না। গোবিন্দ কবিরাজের রচনার ভাব অপরাপর কবিদিগের অপেক্ষা উত্তম না হউক, রচনা অতি সুমিষ্ট ও সুশ্রাব্য পাঠকদিগের জ্ঞাতার্থে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

" বিদ্যাপতি-পদ যুগল-সরুরুহ-
 নিঃস্যন্দিত মকরন্দে।
তুয়া মুঝ মানস মাতল মধুকর
 পিবইতে কর অনুবন্ধে *॥
হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়।
রসিক শিরোমণি নাগর নাগরী
 লীলা স্ফুরব কি মোয়॥
অন্থু বাওন করে ধরব সুধাকর
 পঙ্গু চঢ়ব গিরি শিখরে।
অন্ধ ধাই ফিরে দশদিগে খোঁজব
 মিলব কলপতরু নিকরে॥
শোনহু অন্ধ করত অনুবন্ধ হু
 ভকত নখর মণি ইন্দু।
কিরণ ঘটায় উদিত ভেল দশ দিশ
 হাম কি না পায়ব বিন্দু॥
সোই বিন্দু হাম যেখানে পায়ব
 তৈখানে উদিত নয়ান।
গোবিন্দ দাস অন্তরে অবধারণ
 ভকত কৃপা বলবান॥"

* একবিতাটীরই ভণিতায় নাম প্রাপ্ত হওয়ায় এবং এই কবিতাপ্রমাণেই আমরা গোবিন্দদাসকে বিদ্যাপতির পরের লোক বলিতেছি।

"তনু তনু মিলন উপজল প্রেম।
মরকত বেড়ল যৈসন হেম॥
কনকলতা বেড়ি তরুণ তমাল।
নবজলধরে জনু বিজুরি সঞ্চার॥
কণক মধুপ রুকে পয়াল সঙ্গ।
দুহুঁ তনু পুরণ মদন তরঙ্গ॥
মাতিল মধুপজনু করনহু মান।
গোবিন্দ দাস কহে দুহুকু সুভান॥"

(৫)

বিভাবতী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নবম পরিচ্ছেদ।

শেষ কুসুম।

"পরলোকনবপ্রবাসিনঃ
প্রতিপৎস্যে পদবীমহংতব।
বিধিনা জনএষ বঞ্চিতঃ"

পাঠক মহাশয়! এতক্ষণে আমি বিভাতীর শেষ কুসুমটী গাঁথিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মনে করুন একজন একগাছি মালা গাঁথিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পুষ্প সঙ্কলন হইল, একত্রীকৃত হইল কাহার পর কোনটী গাঁথিতে হইবে স্থিরীকৃত হইল এবং মালাকারও মালা গাঁথিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে যেটী গাঁথিবে স্থির করিয়াছিল সেটী গাঁথিল, তাহার পরে দ্বিতীয়টী গাঁথিল, তৃতীয়টীও ক্রমে গাঁথা হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমুদায় গুলিই গাঁথা হইল; এইবার শেষ কুসুমটী গাঁথিতে হইবেক। মালী কুসুমটী গাঁথিবার জন্য হস্তে লইল। কুসুমটীকে দুই তিনবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে মালাকার একবার, দুইবার, বহুবার মনে করিল যে "এ ফুলটী গাঁথিব না"। কিন্তু না গাঁথিয়া কি করিবে? কুসুমটী ঈশ্বর নির্ম্মিত। মানুষে নূতন কুসুমের সৃষ্টি করিতে পারে না এবং সে জাতীয় কুসুমও আর পাওয়া যাইল না, সুতরাং মালাকার একটী বিজাতীয় কুসুমে মালা গাছটী গাঁথিয়া শেষ করিতে পারিল না। তাহাকে সেই পুষ্পটী গাঁথিতেই হইল। সুতরাং মালাটীতেও শেষে একটু খুঁত রহিয়া গেল।

পাঠক মহাশয়, গ্রন্থকারের গ্রন্থ রচনা করাও মালাকারের মালা রচনার সদৃশ, নায়ক নায়িকা স্থিরীকৃত হইল। তাঁহাদের কর্ত্তব্যাবধারণ করিয়া পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে বিভক্ত হইল প্রথম পরিচ্ছেদ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ করিয়া ক্রমে অনেকগুলি পরিচ্ছেদ লেখা হইল। অবশেষে শেষ পরিচ্ছেদটী উপস্থিত হইল। এখন নায়ক নায়িকার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিতে হইল। বিধাতা তাঁহাদিগের অদৃষ্টে যেরূপ লিখিয়াছিলেন গ্রন্থকারকেও তাহারই অবিকল বর্ণনা করিতে হইবে। সুতরাং বিভাবতীর অদৃষ্টে যাহা আছে কে তাহার অন্যথা করিতে পারিবে? যে সময় বিজয়-সিংহ মনোমত ছদ্মবেশে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া বিভাবতীর ভবনোদ্দেশে যাত্রা করেন, প্রায় সেই সময়েই তাঁহারা উভয়ে সমর সাগরে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। দস্যুরা এরূপ গুপ্তভাবে বিভাবতীর মহলে প্রবেশ করিয়াছিল যে দুর্গস্থ অপরাপর ব্যক্তিরা

তাহারে বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারে নাই। এক্ষণে তাঁহারা বন্দী হইয়াছেন, দস্যুরা তাঁহাদিগকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে তথাপি এবিষয় এখনও দুর্গস্থ সকলের অবিদিত রহিয়াছে। দস্যুরা জয়লাভ করিয়া মহা আনন্দিত মনে, ক্রমে ক্রমে আপনাদিগের "ছাউনিতে" গিয়া উপস্থিত হইল। পরে সকলে একত্রে উপবেশন করিয়া মহা আড়ম্বরের সহিত ভোজনাদি ক্রিয়া সমাপন করিবার পর লুণ্ঠিত দ্রব্যের হিসাব করিতে লাগিল।

আর বিভাবতী?

তিনি মুদ্রিত নয়নে এবং রক্তাক্ত কলেবরে মনোরমার পার্শ্বে একখানি লৌহ খট্টায় শয়ানা রহিলেন।

পাঠক মহাশয়! এ সময়ে তাঁহাদিগের অবস্থা দেখিতে ইচ্ছা হয় কি? না হওয়াই আশ্চর্য্য। হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা।

তবে আসুন আমি আপনাকে পোর্টুগীজ দস্যুদিগের তাম্বুতে লইয়া যাই।

দেখিবেন যেন ভীত হইবেন না। ঐ দেখিতেছেন বিভাবতী একখানি খট্টায় শয়ানা রহিয়াছেন? দেখুন এক্ষণে তিনি কি অবস্থায় আছেন।

এখন পর্য্যন্তও বিভাবতীর ক্ষত স্থান হইতে রক্তস্রাব হইতেছে। রক্তধারাতে শয্যা একেবারে আর্দ্র হইয়া গিয়াছে। নয়নদ্বয় এখনও মুকুলিত। চন্দ্রকিরণ সংস্পর্শে নলিনীদল যেরূপ মুকুলিত হয় সেইরূপ মুকুলিত। হস্ত পদাদি একেবারে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে এক একটী দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে এবং সেই সঙ্গে রক্তস্রাবেরও একটু একটু বৃদ্ধি হইতেছে। উপযুক্ত চিকিৎসকেরা চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন, এবং যে সময়ে দীর্ঘ নিশ্বাসের উপক্রম হইতেছে সেই সময়ে নানা প্রকার ঔষধ ক্ষতস্থানে লেপন করিয়া দিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে বিভাবতীর নয়নদ্বয় ঈষৎ বিস্ফারিত হইল, তারকা দুইটী একটু একটু ঘুরিতে লাগিল। মুখ কিছু বিবর্ণ হইল। হস্ত আপনাপনি দৃঢ় মুষ্টি বদ্ধ হইয়া আসিল। ক্রমে তারকাদ্বয় উপরে উঠিতে লগিল। এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসও কিছু কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল।

চিকিৎসকেরা সকলেই শশব্যস্ত।

একজন কহিলেন "বুঝি আর রক্ষা হইল না" অপর একব্যক্তি কহিল "সেইরূপ ত বোধ হইতেছে, কিন্তু এখনও হতাশ্বাস হওয়া উচিত নহে। যাহা হউক ঔষধ সেবন করাইতে যেন কিছুমাত্র ত্রুটি না হয়"।

তখনি অপর একব্যক্তি আসিয়া একটী কাচনির্ম্মিত পাত্রে কি ঔষধ ঢালিয়া সেইটী আস্তে আস্তে খাওয়াইয়া দিতে লাগিল।

ক্রমে আবার মুখ পূর্ব্ববর্ণ ধারণ করিল হস্তের মুষ্টি আপনাপনি শিথিল হইল। তারকাদ্বয় ক্রমে ক্রমে নিম্নে নামিল এবং সমুদায়ই পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল।

একজন চিকিৎসক নাড়ী ধরিয়া দেখিয়া বলিলেন "আর কোন ভয় নাই এখন বাঁচিবার সম্ভাবনা হইয়াছে, তোমরা এক্ষণে পূর্ব্বমত সেবা শুশ্রূষা করিতে থাক, তাহা হইলেই ক্রমে আরোগ্য হইবে।" এই বলিয়া তিনি সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

মনোরমারও ঠিক এইরূপ অবস্থা। তাঁহারও মধ্যে মধ্যে এইরূপ হইতেছে।

ক্ষণকাল পরে দস্যুদিগের দলপতি তথায় উপস্থিত হইলেন। সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। তিনি একবার উভয়ের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। পরে কি বলিবার উপক্রম করিতেছেন ইতিমধ্যে ছাউনির বহির্ভাগে ভয়ানক কোলাহল হইয়া উঠিল। "এ সময়ে এ কিসের গোলযোগ" এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে উঠিয়া বহির্ভাগে আসিলেন, অপরাপর লোকেরাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া আসিল।

তিনি কেবলমাত্র বহির্ভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন ইতিমধ্যে দূর হইতে একটী গুলি সন্ সন্ শব্দে আসিয়া তাঁহার ঠিক মস্তকে লাগিল, তিনিও তৎক্ষণাৎ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। তাঁহার নিকটস্থ ব্যক্তিরা "কি হইল" বলিয়া যেমন তাঁহাকে উঠাইবে অমনি প্রায় শতাধিক গুলি একেবারে আসিয়া তাহাদিগের গাত্রে লাগিল অমনি সকলে ভূমিতে পতিত হইল। অপরাপর যাহারা এদিকে ওদিকে ছিল তাহারা কি হইল কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। যাহারা এদিক ওদিকে পলাইয়াছিল তাহাদের এক জন প্রাণীও বাঁচিলনা, সকলেই বজ্র তুল্য গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। আর যাহারা সমুদ্রতীরে গিয়াছিল তাহারা বহু কষ্টে আপনাদিগের জাহাজে উঠিয়া জাহাজ লইয়া পলায়ন করিবারচেষ্টা করিল। কিন্তু সে সমুদায়ই বৃথাহ ইল। তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের অন্যদিক হইতে কতকগুলি গোলা আসিয়া জাহাজ গুলিতে লাগিল। তাহারাও গোলা ছুড়িল। কিন্তু সে গুলি যেমত ছুড়িয়াছে অমনি তৎক্ষণাৎ আবার কতকগুলি গোলা আসিয়া লাগিল। সুতরাং সে জাহাজগুলি ক্রমে এক এক খান করিয়া সমুদ্র গর্ভশায়ী হইল।

এইরূপে সমুদায় পোর্টগীজ সৈন্য বিনষ্ট হইল। ক্ষণকাল পরে দুইজন অশ্বারোহী তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের দুইজনেরই মুখ অত্যন্ত ম্লান এবং তাঁহারা যেন কি অন্বেষণ করিতেছেন বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহারা ছাউনির মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। মৃত অশ্ব এবং মনুষ্যশবে আচ্ছন্ন হওয়াতে পথে অশ্বচালন অত্যন্ত কঠিন বলিয়া বোধ হইল। সুতরাং তাঁহারা উভয়েই অশ্ব হইতে অবরোহণ করিলেন। এবং কিয়দ্দূর পদব্রজে গমন করিয়াই এক এক জন প্রতি তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

এই দুই জনকে? তাহা বোধহয় পাঠক মহাশয়ের অবিদিত নাই। ইঁহাদিগের মধ্যে একজনের নাম বিজয়সিংহ ও অপর ব্যক্তি তাঁহার প্রিয় সুহৃদ সমরসিংহ।

বিজয়সিংহ সমর সিংহের নিকট হইতে বিদায় হইয়া ছদ্মবেশে বিভাবতীর ভবনে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে শত্রুরা তাঁহাকে এবং মনোরমাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তিনি এই কথা শুনিবামাত্রই তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজ দলবল লইয়া অলক্ষিতরূপে পোর্টুগীজদিগকে আক্রমণ করেন। তাঁহাদের যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা পাঠক মহাশয়ের অবিদিত নাই।

যখন তাঁহারা উভয়ে পদব্রজে বিভাবতীকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন পর্য্যন্তও বিভাবতী এবং মনোরমা সেই অবস্থাতেই রহিয়াছিলেন।

বিজয়সিংহ অন্বেষণ করিতে করিতে যে তাম্বুতে বিভাবতী মনোরমার সহিত শয়ানা ছিলেন দৈবাৎ সেই স্থানেই উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়াই তিনি একেবারে বিভাবতীর পার্শ্বে যাইলেন। মনে করিলেন বুঝি বিভাবতী শৃঙ্খলবদ্ধা আছেন। এই ভাবিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া দেখিলেন তিনি রক্তাক্তকলেবরে এবং অস্পন্দশরীরে মনোরমার পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছেন। দেখিবামাত্রই শত্রুরা তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে স্থির করিলেন। অমনি তৎক্ষণাৎ অর্দ্ধরুদ্ধ স্বরে "শয়—তান—পি—পি—শাচ—স্ত্রী—হ—হ—ত্যা" মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। পড়িবার সময় তাঁহার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল কে বলিবে? তিনি যাঁহার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়া সাত সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছিলেন এক্ষণে সেই বিভাবতীকে মৃত্যুশয্যায় শয়ানা মনে করিলেন। যোগাধ্যাদেবীর মন্দির মধ্যে একবার মাত্র দেখিয়া যাঁহার প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার পাষাণ হৃদয়ে খোদিত হইয়াছিল, আজ সেই হৃদয়ের ধনকে জন্মের মত হারাইলে মনে করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

ক্রমশঃ।

দুর্গাবতী।

প্রথম সর্গ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

১৫

ফলবান যতগুলি উপবন মাঝে
ফলের ভরেতে তারা আছে অবনত;
ফলহীন শাখীগণ উচ্চশিরে সাজে।
গুণবান জন কভু না হয় উদ্ধত।

১৬

কামিনী কুসুমে যায় বসিতে ভ্রমর,
শুভ্র দলগুলি খসে ঝুর্ ঝুর্ ক'রে।
বিপরীত-গুণ-শীল মানবনিকর
মানসিক একভাব কভু নাহি ধরে।

১৭

উপবন মাঝে এক নিরমল ঝিল;
শোভে তায় নানাবিধ কুমুদ কমল।
ঈষত তরঙ্গ রঙ্গে কম্পিত সলিল,
সুখে ক্রীড়া করে তায় মরাল মণ্ডল।

১৮

চন্দ্রকান্ত বিনির্ম্মিত সোপান ইহার,
শশাঙ্ক কিরণে করে অমৃত ক্ষরণ,
চক্রবাক যুগলের বিরহ ব্যথার
সম-দুখী হয়ে করে অশ্রু বিসর্জ্জন।

১৯

ঝিলের উপরে এক সেতু মনোহর,
উপরেতে চারু লতা কুঞ্জ সুশোভিত;
নীলাভ কুসুমে তার বসিয়া ভ্রমর,
সুখে মধুপান করে হয়ে অলক্ষিত।

২০

আলবালে ঢালি জল উদ্যান পালক,
বিদূর না হতে হতে, আসি খগচয়।
পিতেছে আনন্দে বারি; যেমন চাতক,
হর্ষে পিয়ে ধারাবারি নিদাঘ সময়।

২১

বসিয়া শারিকা শুক পুন্নাগের ডালে
উদ্যান পালক কৃত পদগুলি গায়;
"ভুবন ভাবন দেব জীবনান্ত কালে
মুরারিরে মূঢ় মন ভজ দিন যায়।"

২২

এখানে ওখানে চরে কলাপীর চয়;
শীতল বটের তলে শুয়ে মৃগকুল
রোমন্থ অভ্যাস করে হইয়া নির্ভয়;
টিট্টিভ সমূহে শোভে অশোকের মূল।

২৩

শ্যামল পাষাণময় শোভে ক্রীড়াচল,
খোদিত সোপান তার অতীব সুন্দর,
জন্মিছে তাহার'পরে শৈলেয় সকল
নিম্নে শোভে মনোহর মোহন কন্দর।

২৪

উপবন মাঝে শোভে অপূর্ব্ব আগার
শ্বেত পাষাণ নির্ম্মিত; স্থপতি, ভাস্কর
প্রকাশিছে তাতে নিজ নৈপুণ্য অপার;
চিত্রিত করেছে ভিত্তি পটু চিত্রকর।

২৫

পৌরাণিক চিত্ররাশি ভিত্তি শোভা করে;
বৃহত বিপিন মাঝে সাবিত্রী সুন্দরী
নিদ্রিত পতির শির রাখি নিজক্রোড়ে
দৈবিক চিন্তায় মগ্ন ভূপতি কুমারী।

২৬

পতি পরায়ণা সতী ভাগীরথী তীরে
লক্ষ্মণ ত্যজিয়' গেলে নির্জ্জ কাননে,
ভিজান অঞ্চল নিজ নয়নের নীরে
উদ্যতা জাহ্নবীজলে ত্যজিতে জীবনে।

২৭

বাল্মীকির তপোবন; ঝুলিছে বল্কল
কমণ্ডলু সাখীপরে, মহামনিবর
শিখা'ছেন লবকুশে ধনুর কৌশল;—
স্নেহাস্পদ দুটিভাই, স্বরূপ মনোহর।

২৮

আশুতোষ তপোরত কৈলাস শিখরে;
নিজ-কর-চিত্ত পুষ্পে তাঁহার চরণ
পূজিবারে গিরিবালা (লজ্জিতে সে বরে)
ধীরে ধীরে উপনীত সহ সখীগণ।

২৯

পর্ণকুটীরের দ্বারে গণ্ড-লগ্ন-করে
শূন্যমনে শকুন্তলা বসে' একাকিনী,
অতিথি দুর্ব্বাসা আসি এই অবসরে
উত্তর না পেয়ে রোষে শাপিছে অমনি।

৩০

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর; পার্থ মহাবীর
ধরিয়া বিপ্রের বেশ, করেণ সন্ধান
শরাসনে তীক্ষ্ণ শর নিরক্ষিয়া নীর,
কাটিতে রতন মৎস্য করি খান খান।

৩১

আরো কত রহিয়াছে নয়ন রঞ্জন
মনোহর চিত্রাবলি ঝুলিছে উপরে
মণিময় দীপ শ্রেণী, রজত কাঞ্চন
মুকুতা খচিত চন্দ্রাতপ শোভা করে।

৩২

শুভ্রবর্ণ করি রদে কবাট নির্ম্মিত,
সুবর্ণে অঙ্কিত পাখী শোভিতেছে তায়।
মরকত মণিচয়ে সোপান গঠিত,
মাঝে মাঝে ইন্দ্রনীল তাহে শোভা পায়।

৩৩

পট্টবস্ত্র-সমাবৃত অট্টালিকাতল,
চারিকোনে শোভিতেছে সুন্দর দর্পণ।
এখানে পাঠক আর কাজ নাই চল
সেইদিকে, যথা শোভে উদ্যান তোরণ।

ইতি দুর্গাবতী কাব্যে উপবন বর্ণন নামে
প্রথম সর্গ।

ক্রমশঃ।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সাহিত্য-মুকুর সম্পাদক
মহাশয় মান্যবরেষু।

১

কিবা রবি রাঙ্গা ছবি শোভা অতিশয়।
নাশি নিশি তমো রাশি হতেছে উদয়॥
অঙ্গরাগে চারি ভাগে উজ্জ্বল করেছে।
কষিত কাঞ্চন ঘটা সুবর্ণ ধরেছে॥
জ্ঞনার্ক উদয়ে তমঃ নাশ কর মন।
তাই বলি একবার হও সচেতন॥

২

দেখ দেখ পূর্ব্বদিকে চাহিয়া আকাশে।
কিবা অপরূপ রূপ বালার্ক প্রকাশে॥
নাহি খর কর পুঞ্জ দাম্ভিকের রীতি।
যার ভাবে নব ভাব ধরেছে প্রকৃতি॥
শিখিতে প্রশান্ত ভাব কর দরশন।
তাই বলি একবার হও সচেতন॥

৩

চারিদিকে দেখ তার নীলিমা আকাশ।
বিরাজে তাহার মাঝে উজ্জ্বল প্রকাশ॥
কিবা দৃশ্য পূর্ব্ব-আস্য যেন হাস্য মুখ।
নিতান্ত নির্ম্মল নিভা দেখিতে কি সুখ॥
দেখি যে মালিন্য শূন্য চিহ্ন বিলক্ষণ।
তাই বলি একবার হও সচেতন॥

৪

পোহাল যামিনী ঘোরা উদিল ভাস্কর।
খল নিশাচর আর লুকায় তস্কর॥
জেগেছে জগত জীব নিদ্রা পরিহরি।
মায়ানিদ্রা ত্যজ মন এই স্তুতি করি॥
পলায় দুরন্ত চোর রিপু ছয় জন।
তাই বলি একবার হও সচেতন॥

৫

শশী সনে আলাপনে জাগিয়া যামিনী।
হেঁসে হেঁসে প্রেমাবেশে ছিল কুমুদিনী॥
রঞ্জিত রক্তিম রাগে রবি দরশনে।
আবরিল অঙ্গ তার কর পরশনে॥
কুমুদ সুগাঙ্কে প্রেম দেখহ কেমন।
তাই বল একবার হও সচেতন॥

৬

অস্তমিত নিশি শশী; সরসীজ দল
হাঁসি হাঁসি রাশি রাশি ভাসিল সকল॥
সদানন্দ অরবিন্দ অনিন্দ্য শোভায়।
একান্তে পাইয়া কান্তে প্রণয়বিলায়॥
বিকাশ হৃদ্‌পদ্ম কর্ রি আমার্ক দর্শন।
তাই বলি একবার হও সচেতন॥

জামালপুর। } বিনয়াবনত
অডিট্ আফিস। } শ্রী শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেনগুপ্ত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সাহিত্য-মুকুর সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন।

আপনার ১৮৭১ সালের ১১ই মার্চ্চ তারিখের ১০ম সংখ্যা সাহিত্য-মুকুরে, আন্দুল নিবাসী মহাশয়, যে প্রভাত বর্ণনটী বর্ণন করিয়াছেন। তাহা ১৮৬৮ সাল ১৭ই জ্যানুয়ারি তারিখে ১২ খণ্ড ৩য় সংখ্যা এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। বোধ করি আন্দুল নিবাসী মহাশয়, "এডুকেশন গেজেট হইতে উদ্ধৃত" এই কথাটী লিখিতে বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন।

শ্রীচন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী
সাং ছোট জাগুলিয়া

গ্রাহকগণের প্রতি।

যাঁহারা সাহিত্য-মুকুর রীতিমত প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা আমাদিগকে নাম ধাম প্রভৃতি লিখিয়া দিলে তাঁহাদের ঠিকানায় আমরা পত্র পাঠাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারি। দ্বাদশ খণ্ডের অধিক একত্রে লইলে মফঃস্বলের গ্রাহকগণকে প্রতি দ্বাদশ খণ্ডের অর্দ্ধেক মাশুল আমরা দিব।

গুপ্ত যন্ত্র।

ইংরাজি ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি উত্তমরূপে ও সুলভ মূল্যে হইয়া থাকে। সমাচার কি সাময়িক পত্রিকা অথবা পুস্তক ছাপার বিলক্ষণ সুবিধা আছে। সকল পত্রিকা কি পুস্তকপ্রকাশকগণের বিনাকষ্টে ও অল্পব্যয়ে সমুদয় কার্য্য,ছাপা, বাঁধা কি বিলি ও বিক্রয় প্রভৃতি সুসিদ্ধ হইতে পারে।

শ্রী সত্যচরণ গুপ্ত।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বৈদ্যশাস্ত্রসম্মত নানাবিধ তৈল সুলভমূল্যে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। গুপ্ত যন্ত্রে অনুসন্ধান করিলে মূল্য ও ঠিকানা জ্ঞাত হইবেন।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্স লেন গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

'যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ২৪শে বৈশাখ ১৭৯৩ শক। [৪র্থ সংখ্যা।

অভিরুচির পরিবর্ত্তনে সাহিত্যের পরিবর্ত্তন।

লোকের অভিরুচি সকল অবস্থায় সমান থাকে না। দেশের অবস্থা বিবেচনায় এবং লোকের মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তনে অভিরুচিও পরিবর্ত্তন হয়। সময় বিশেষে রাগ রাগিণী যেমন অধিক মিষ্ট ও সুশ্রাব্য বোধ হয়, সেইরূপ মনের অবস্থা ও দেশের রীতি নীতি বিশেষে বিশেষ বিশেষ বিষয় লোকের মনোরঞ্জক হয়। এই ভারতভূমিরই অবস্থা সকল মনোনিবেশ করিয়া পর্য্যালোচনা করিলে ইহার সত্যতার প্রতি আর কোন সন্দেহ থাকে না। হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালীরা যদিও এক জাতি হইতে সম্ভূত তথাপি শারীরিক বল ও সাহসের অসমানতা বশতঃ পরস্পরের অভিরুচিও বিভিন্ন। বাঙ্গালীরা দুর্ব্বল সুতরাং শান্তিকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন, কিন্তু হিন্দুস্থানীরা তাহার বিপরীত; তাঁহারা বলবান সাহসী কাজেকাজেই হাঙ্গাম হুজ্জুতের বিশেষ প্রিয়। এইরূপ কি আহার কি বিহার সকল বিষয়েই লোকে অবস্থা বিশেষে ভিন্নরুচি হইয়া থাকেন; এমন কি সাহিত্য বিষয়েও সকল সময়ের লোকের অভিরুচি একপ্রকার হয় না। এখন লোকের অভিরুচি যে প্রকার দেখিতে পাওয়া যায় শতবৎসর পূর্ব্বের লোকের অভিরুচি সে প্রকার ছিল না, এবং তখন যেরূপ বিষয় লোকের মনোরঞ্জক ছিল দুই শতাব্দি পূর্ব্বে সে সকল বিষয় লোকের মন আকর্ষণ করিতে পারিত না। পৃথিবীর যত বয়োবৃদ্ধি হইতেছে ততই ইহার পরিবর্ত্তন হইতেছে। মনুষ্যের যেমন বয়োবৃদ্ধির সহিত মানসক্ষেত্রে নব নব ভাবের অঙ্কুর উদ্ভূত হয়, পৃথিবীরও সেইরূপ বয়োবৃদ্ধির সহিত নব নব ভাবের উদয় হইয়া থাকে। অদ্য

লোকের যেরূপ অভিরুচি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে পঞ্চাশ বৎসর পরে যে সেইরূপই থাকিবে তাহা কে বলিতে পারে। আজ যেটীকে সকলে সাদরে গ্রহণ করিতেছে হয়ত তাহা তখন লোকের ঘৃণাস্পদ হইবে, হয়ত আমরা এখন যাহাকে ঘৃণা করি তাহাই আবার কিছুদিন পরে লোকের প্রিয় হইবে।

এইরূপ অভিরুচির পরিবর্ত্তনেই ক্রমে সাহিত্যের এতদূর রূপ-পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যখন ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষার প্রাদুর্ভাব ছিল তখন যেসকলকে সাহিত্যের দোষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এখন আবার তাহার মধ্যে অনেকগুলি গুণের মধ্যে ধর্ত্তব্য হইয়াছে এবং তৎসহিত কতকগুলি গুণও দোষ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। বিচ্ছেদান্ত কাব্য পূর্ব্বে যেরূপ দূষ্য ছিল এখন আর সেরূপ নাই বিয়োগান্ত কাব্য (Tragedy) এখন অধিক লোকেরই মিষ্ট বিবেচনা হয়।

অভিরুচি বিশেষে বিষয় যেরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, রচনা প্রণালীও তদ্রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় যে কএকটী রচনার রীতি দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও স্থানবিশেষে ও জাতিবিশেষের অভিরুচি বিশেষে রচিত, এবং যে যে দেশের লোকের যে যে রীতির রচনা প্রিয় সেই সেই দেশীয় নামও সেই সেই রচনায় প্রদত্ত হইয়াছে। কর্কশ রচনা গৌড়ীয়দিগের প্রিয় ছিল সুতরাং কর্কশ ও কঠিন রচনার রীতি গৌড়ী রীতি বলিয়া অদ্যাপি প্রথিত আছে। পাঞ্চালী ও বৈদর্ভীও এই প্রকার পাঞ্চাল এবং বিদর্ভ-দেশীয়দিগের প্রিয় রচনা বলিয়া তত্তৎ দেশীয়নামে প্রথিত হইয়াছে। বাঙ্গালাভাষায় যদিও কোন দেশবিশেষে বিভিন্ন রীতির রচনা নাই তথাপি দেশীয় অবস্থা ও কাল পরিবর্ত্তনে নানাবিধ রীতি উদ্ভূত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

বঙ্গভাষার যদিও অদ্যাপি অধিক বয়স হয় নাই তথাপি এই অল্পকালের মধ্যেই লোকের অভিরুচি ও রচনার রীতিকে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। বাঙ্গালায় গদ্য রচনার প্রণালী অধিক দিন প্রচলিত হয় নাই, কিন্তু যে অল্পকাল প্রচারিত হইয়াছে তাহাতেই কত প্রকার পরিবর্ত্তন দেখা যায়। প্রথম যখন বাঙ্গালায় গদ্য রচনা আরম্ভ হয় তখন বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ দ্বারা রচিত হইত এবং কঠিন শব্দ দ্বারা রচনা তখনকার গৌরবের বিষয় ছিল। যাঁহার রচনা পাঠ করিতে হইলে অনেকবার অভিধান দেখিতে হইত তিনিই উত্তম লেখক বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এতদ্ভিন্ন রচনার বিষয় সকলও প্রায় বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাব গ্রহণে রচিত হইত। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে গদ্য লেখকেরা যেরূপ লিখিয়া যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন এখন সেইরূপ রচনা দ্বারা আর লোকের মনোরঞ্জন করা যায় না। পূর্ব্বকালের মত প্রতি কথায় বাগাড়ম্বর করিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশের রীতি আজ কাল প্রায় দেখা নাই। মধ্যে একবার গদ্য রচনার পূর্ব্ব রীতির পরিবর্ত্তন হয়, সেই সময়েই গদ্য পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সহজ হয় আজ কাল আবার পূর্ব্বের দুইটী রীতিই পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন একটী উদ্ভূত হইবার উপক্রম হইতেছে।

লোকের অভিরুচি বুঝিয়াই রচয়িতারা সর্ব্ব মনোরঞ্জনার্থ নিজ রচনাকে সাধারণের পছন্দ সই করিতে চেষ্টা করেন এবং তাহা-

তেই রচন প্রণালীর পথ পরিবর্ত্তিত হয়। আধুনিক অভিরুচি দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে অতি শীঘ্রই এমন কি বিশ পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই বাঙ্গালা সাহিত্যের একটী সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

গদ্যাপেক্ষা পদ্য বহুকাল পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে সুতরাং গদ্যাপেক্ষা পদ্যে আরও অধিক পরিবর্ত্তন দেখা যায়। প্রথমাবধি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বাঙ্গালা পদ্যের মধ্যে অন্ততপক্ষে ৫।৬টী পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির সময়ে যে প্রকার পদ্য রচিত হইয়াছে এক্ষণকার পদ্যের সহিত তুলনা করিলে দুইটী বিভিন্ন ভাষা বলিয়া সন্দেহ জন্মে। আজ কাল গদ্যের যে প্রকার পরিবর্ত্তনের উপক্রম হইয়াছে পদ্য সম্বন্ধেও সেইরূপ। পূর্ব্বের ছন্দোবন্ধ সকল আজ কাল আর সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জনে সক্ষম নহে, এখন নূতন ভাব ও নূতন নূতন ছন্দ পাঠার্থে সকলকেই ব্যগ্র দেখা যায়; আর পূর্ব্বকালের সে অভিরুচিও ততদূর প্রাদুর্ভূত নাই। এই নূতন অভিরুচির পরিবর্ত্তনেই বেস প্রতীত হইতেছে যে গদ্যের ন্যায় শীঘ্রই ইহারও রচনা প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইবে।

এখন দেখা উচিত রচনাপ্রণালীর এই রূপ পরিবর্ত্তনে সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে কি অবনতি হইতেছে। সকল ব্যক্তির যদিও মত একপ্রকার নহে তথাপি অধিকাংশ লোকেই একবাক্যে উন্নতি ভিন্ন আর কিছুই বলিবেন না। বস্তুতঃ আমাদেরও সেই মত। যতদিন কোন বিষয়ে অভাব দেখিতে না পাওয়া যায় ততদিন তাহাতে লোকের অভিরুচির কোন ব্যত্যয় হয় না; কিন্তু যখন তাহা হইতেও সুমিষ্ট রসের আস্বাদ পাওয়া যায় তখন ক্রমে পূর্ব্ব বিষয়ে অনেক অভাব বোধ হইতে থাকে, ও ক্রমে রুচিরও পরিবর্ত্তন হইয়া যায় এবং মন ভাবী নূতন রসের নিমিত্ত ব্যগ্র হয়। আমাদের দেশে ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা অপেক্ষাকৃত অধিক হওয়াতেই বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন নূতন অভাব প্রকাশিত হইতেছে ও ঐ দুই ভাষা হইতে ভাব গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার অভাব সকল পূরণ করিতে সকলেই উৎসুক হইয়াছেন।

বিভাবতী।

নবম পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাস্তবিক ঠিক এই সময়ে বিভাবতী পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ হিলেন। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তাঁহার অল্প অল্প জ্ঞান সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি সেই সময়ে একবার চাহিয়া দেখেন যে একটী তাঁবুতে শয়ানা রহিয়াছেন। মনোরমাও তাঁহার পার্শ্বে শুইয়া আছেন। এই দেখিয়াই তিনি "এ তাঁবুটী কাদের? আমি কি পূর্ব্বে এটী কখন দেখি নাই!" এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে "তবে কি দস্যুরা আমাকে বন্দী করিয়াছে" এই মাত্র বলিয়াই তিনি আবার মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। পরে আবার জ্ঞানযোগ হওয়াতে তিনি আবার সেই সমুদায় বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। যদি কোনরূপে ইহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান, তাহা হইলে বিজয়সিংহ কি

কুমার তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এই চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হওয়াতে নয়ন হইতে অনর্গল অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনিও তৎক্ষণাৎ আবার মূর্চ্ছিতা হইলেন। এইবার ক্ষতস্থান হইতে অত্যন্ত রক্তপাত হওয়াতে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। সুতরাং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল না।

ঠিক এই সময়েই বিজয়সিংহ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া মূর্চ্ছিত হয়েন।

যে সময়ে রাজপুত্র মূর্চ্ছিত হয়েন, সেই সময়ে বিভাবতী মোহাবেশে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন যেন তাঁহার জীবিতনাথ, তিনি শত্রুকরে বন্দী হইয়াছেন শুনিয়া সৈন্য সামন্ত সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তথায় আসিয়াছিলেন। পরে শত্রুগণকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া তাঁহার নিকটে আগমন করেন, এবং তাঁহাকে এইরূপ অবস্থাপন্না দেখিয়া "বিভাবতী আর জীবিতা নাই" ইহাই মনে করিয়া আত্মহত্যা করিবার নিমিত্ত বিষপান করিলেন।

এইরূপ স্বপ্ন দেখিবামাত্রই তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। অমনি তিনি শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। পরে স্বপ্নটীকে সত্য ঘটনা মনে করিয়া চাহিয়া দেখিবামাত্র দেখিলেন যে কুমার বাস্তবিক তাঁহার পদতলে পড়িয়া রহিয়াছেন। তাহাতে আর স্বপ্নের সত্যতা বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। অমনি "হায় কি হইল" বলিয়া মনোরমার প্রতি একবার চাহিয়া দেখিলেন।

তাহাতে কি দেখিলেন?

দেখিলেন তখনও মনোরমার কটিদেশে একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা দৃঢ়রূপ বদ্ধ রহিয়াছে দেখিবামাত্রই সেইখানি হস্তে লইয়া আপনার হৃদয় মধ্যে আমূল বসাইয়া দিলেন।

"উঃ যা—ত—ত—না,—ম—রি—রে—মনোর—মা" এই বলিয়াই মূর্চ্ছিত কুমারের বক্ষঃস্থলে ঢলিয়া পড়িলেন।

তাঁহার শোণিতস্রোতে কুমারের শরীরকে একেবারে আর্দ্র করিয়া তুলিল। প্রাবৃট কালের নূতন জলরাশি পর্ব্বত হইতে গড়াইয়া আসিয়া নদীগর্ভস্থ বৃক্ষকে যেরূপ আর্দ্র করে সেইরূপ করিল।

ক্রমে কুমারের মূর্চ্ছা দূর হইল। ক্রমে তাঁহার শরীরে জ্ঞানের সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে একখানি বৃহৎ ছুরিকা বিভাবতীর হৃদয়ে আমূলবসান রহিয়াছে। এবং তখন পর্য্যন্তও অনবরত রক্তস্রাব হইতেছে। এই দেখিয়াই তিনিও তৎক্ষণাৎ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেই ছুরিকা আপনার গলদেশে বসাইয়া দিলেন। তখনও তাঁহার মুখ হইতে "বি—ভা—বতী, বিভাব—তী,—বি—বি—ব্—ব্—ব্—ইইই"—এইরূপ অস্পষ্ট স্বর বহুবার নির্গত হইল।

"সে দিন কি দিন হায়, এ দিন কি দিন।"

হায়রে বালক কাল মধুর সময়,
তোমারে স্মরণ হলে দুঃখে বুক দয়।
একেবারে গেছ তুমি আসিবে না আর,
আর না হৃদয়ে হবে আনন্দ সঞ্চার।
যদি লক্ষপতি হই গুণে গুণবান,
তবুও না পাব সুখ তোমার সমান।
হেসে খেলে নেচে কুঁদে দিনের যাপন,
সতত্তই সুখ রসে আনন্দিত মন।

দুঃখের নাহিক লেশ প্রফুল্ল বদন,
সহচর গলে ধরি সুখে বিচরণ।
কভু উপবনে গিয়া দেখি বৃক্ষচয়
মনে মনে কতরূপ ভাবের উদয়;
পাড়ি তার নব দল করিয়ে আসন,
আনন্দে সখার সনে সুখেতে শয়ন।
ঝর ঝর বায়ু বহি জুড়ায় অন্তর,
চারিদিকে বেড়ি তায় যত তরুবর।
রবি প্রবেশিতে নারে সুন্দর আলয়,
চারিদিকে বেড়ি খেলে যত শিশুচয়।
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ দেয় তাল,
কেহবা দুলিছে সুখে ধরি বৃক্ষডাল।
কেহবা বৃক্ষের ফল করে আহরণ,
কেহবা সাদরে তাহা করিছে বণ্টন।
কেহবা তুলিয়া ফুল গাঁথি চারু হার,
হাসি হাসি সখাগলে দেয় উপহার।
কেহ রাজা কেহ মন্ত্রী কেহ প্রজা হয়,
কেহবা নগরপাল হয়ে আজ্ঞা বয়।
কেহ গৃহস্বামী হয়ে গৃহের পালন,
কেহ ব্রহ্মচারী হয়ে ধর্ম্ম আচরণ।
নাহি জানিতাম এই সংসার বালাই,
হায় হায় সেই সুখ এখন ত নাই।
ধূলা মাটী ইট পাতা লইয়া সন্তোষ,
কিছুতেই কোনমতে না হইত রোষ।
যদি সহচর সহ ঘটিত প্রমাদ.
তখনি ভুলিয়া তার ধরিতাম কাঁধ।
মনেতে বিকার নাই সুন্দর স্বভাব,
না ছিল অন্তর মাঝে খলতার ভাব,
না ছিল বিষয় চিন্তা শোক দুঃখ ভয়,
তাই রে তোমায় স্মরে এত বুক দয়।
কভু বা নদীতে গিয়া দিয়া সন্তরণ,
শীতল জীবনে স্নিগ্ধ হইত জীবন।
কভু কূলে বসিতাম হইয়ে বিহ্বল,
গুণিতাম নানা রঙ্গে তরঙ্গ সকল।
কভু পাতা লতা আনি দিয়া বসর্জ্জন,
আনন্দেতে কুরু মাঝে হইত নর্ত্তন।
ক্ষুধা নাই তৃষ্ণা নাই খেলায় মগন,
যেন বোম ভোলা মত্ত সদা ভোলা মন।
কভু পরিপূর্ণ দেখি চাসার ফসল,
যাইতাম দেখিবারে করিয়া কৌশল।
শ্যামল সুন্দর কান্তি অতি মনোহর,
দেখি কত হইতাম প্রফুল্ল অন্তর।
না ছিল সংসার জ্বালা সদা হৃষ্ট মন,
হেন কালে কোথা হতে আসিল যৌবন।
বিকট বিষম মূর্ত্তি পিশাচের প্রায়,
বসিতে উদাত হলো ধরিয়া আমায়।
ঘুচিল সকল সুখ বাল্যের সম্পদ,
পশিল বিষয়তৃষা বিষম বিপদ।
আর নাই সুখ লেশ সদা ক্ষুণ্ণ মন,
হা ধন, হা ধন, ধন, ধন, আগমন !!
অর্থকরি বিদ্যা শিখি করিয়ে যতন,
সতত ধনের আশা ধনগত মন।
লালসা বিষম বাণ পশিল হৃদয়,
একেবারে সুখরাশি সব হলো ক্ষয়।
ভুঞ্জিব সংসার সুখ মনে করি আশ,
গলেতে তুলিয়া দিনু পরিণয় পাশ।
সে আশাই নাশ হলো আমার জীবন,
আগেতে কি জানিতাম এরূপ ধরণ।
গুঁত পোকা সম আমি হয়ে অচেতন,
আপন সূত্রেতে হনু আপনি বন্ধন।
বাঁচিবার পথ নাই প্রাণ যায় যায়,
কোথায় রে বাল্যকাল ফিরে আয় আয়।
দারা কালসাপ সম অর্থের কারণ,
দিবানিশি কোপে জোরে করিছে দংশন।
হায় হায় পরিণয় এমন বালাই,
জানিলে কি তার কাছে আমি কভু যাই।
দাসত্ব স্বীকার করি তাহার কারণ।
যতনেতে দিবানিশি এনে দিব ধন,

রতনেতে শোভাময় হবে তাঁর তনু,
হইবে মানের হানি কিছু হলে উনু।
আমার মানের হানি কিছুতেই নাই,
জনম কাটানু লয়ে যতেক বালাই।
সুতাসুতগণে করি কতেক যতন,
প্রাণপণ অর্থ দিয়া লালন পালন।
করিয়াছি অন্নদান হয়ে অকাতর,
তথাপি দারার কাছে নাহি সমাদর।
তাই বালাকারে আজি করিয়ে স্মরণ,
করিতেছি মনোদুখে এতেক রোদন।
সাবধান সাবধান ওহে নরগণ,
করোনাকো পরিণয় হবে জ্বালাতন।

ললিত কাব্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পঞ্চম সর্গ।

"উড় উড় করে প্রাণের ভিতর,
পালাই পালাই সদাই মন,
যেন মরু হয়ে গেছে চরাচর
শুধু বেরে আছে কাঁটার বন।"

১

স্থির চারিদিক মধ্যাহ্ণ সময়
অচল নিথর জগত তল;
জনহীন যেন ধরণী হৃদয়
স্থির হয়ে আছে পাদপদল।

২

রবি করে খর তাপিত ভুবন
চাতক ব্যাকুল জলের তরে;
ধ্বনিত হতেছে বিজন কানন
তাহার কাতর গভীর স্বরে।

৩

রবিতাপে তপ্ত হয়েছে পবন
সলিল যেমন অনল তাপে;
বারি তরে ক্ষীণ পথিক জীবন,
তরুতলে বসি দিবস যাপে।

৪

জনহীন মাঠে বটতরু বর
পথিক অতিথী বিশ্রাম তরে
বাড়ায়ে দিয়েছে ঘন সাখাকর
ছায়াময় তল আঁধার ক'রে।

৫

নামনা* দল করিয়ে আশ্রয়
শাখা রাজি ক্রমে গিয়েছে বেড়ে
ছায়াময় করি ধরণী হৃদয়
চারিদিকে ঘন রয়েছে বেড়ে।

৬

স্থূল স্তম্ভোপরি চাঁদনী যেমন
তেমতি কেমন হয়েছে শোভা,
ছায়াময় তল শীতল কেমন
ঘন শাখা দলে হরিত প্রভা।

৭

বসি কেন সখা এমন সময়
বিজন নিভৃত বটের তলে?
ঘনশ্বাসে কেন কম্পিত হৃদয়,
ভাসিতেছ কেন নয়ন জলে!

৮

একি দেখি সখা জড়ের মতন!
করতলে রাখি কপোল তায়
জ্ঞানহীন মনে চিন্তায় মগন,
চেতন বিহীন পুতুল প্রায়!!

৯

কেন হল সখা এরূপ তোমার?
কেন গো এভাব দেখিতে পাই?
মানসে উদিত কিভাব আবার?—
ডাকিলেও দেখি চেতন নাই!

* বটের ঝুরি নামিয়া ক্রমে গুঁড়ির মত হইলে 'নামনা' বলে।

১০

সখে, সখে, দেখ তুলিয়া নয়ন,
বহুক্ষণ হতে তোমার কাছে,
উপস্থিত তব প্রিয় পরিজন
দরশন আশে দাড়ায়ে আছে।

ক্রমশঃ।

সমালোচনা।

"সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ।" আমরা এই নামধেয় একখানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি তারকনাথ চক্রবর্ত্তী ইহার প্রণেতা। পুস্তকের উদ্দেশ্য ও বিষয় মন্দ নহে। কিন্তু আমরা রচনা পাঠে প্রীত হইলাম না। রচনাটী অত্যন্ত কঠিন ও কর্কশ হইয়াছে। পুস্তকের মূল্য ।০ মাত্র; পুস্তক খানির মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প করিলে উত্তম হইত।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সাহিত্য-মুকুর সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

সংসার নাটক গেহে নব বেশ ধরি,
আইল রে নব বর্ষ প্রফুল্ল অন্তরে;
নব সুখ ভোগ আশে আহা মরি মরি,
সবার মানস যেন আনন্দে বিহরে।
কি এনেছ হে বৎসর আমাদের তরে?
তোমার রাজত্বে বল কি ভুঞ্জাবে নরে?

পাইবে রাজত্ব তুমি নিখিল জগতে;
অসংখ্য অসংখ্য প্রজা তোমার অধীন;
সাবধান হে রাজন্ যেন তোমা হতে,
দীন প্রজাদের মুখ না হয় মলিন।
বসন্তের সুশীতল মলয় পবন,
সুশোভনা প্রকৃতির ভূষণ সুন্দর,
চাহিনা আমরা, তাতে কিবা প্রয়োজন?
শোভুক নলিন পদ্ম, গগনে ভাস্কর,
শরতের শশী পানে চাহিব না আর;
হবে না উহাতে মোর আশারে সুসার।

সাজাও উষায় তুমি সন্ধ্যা আগমনে
পরাও সিন্দুর তুমি গোধুলি ললাটে,
শতাধিক মনোহর হীরক রতনে
সাজাও রজনী সতী কি কাজ এ ঠাটে?
তোমার নিকট মোরা কি বলিব আর।
হবেনা উহাতে মোর আশার সুসার।

চাহিনা এ সবে মোরা নাহি চাহি ধনে,
আশায় প্রভুত্ব পেয়ে কিবা প্রয়োজন?
কিবা কাজ তায় যার তরে অকারণে
অবিরল হইতেছে শোণিত বর্ষণ।
বর্ষে বর্ষে হইয়াছি মোরা জর জর,
তোমার উপর এবে করিনু নির্ভর।

ধরিয়া সুন্দর বেশ এস শুভক্ষণে,
জগতের সিংহাসনে কর আরোহণ;
ধরি শান্তিদণ্ড সবে রাখহ শাসনে।
আর যেন নাহি সহে এ ক্ষুদ্র জীবন
সংসার অসুখ জ্বালা অশান্তি যাতনা।
"শান্তির রাজত্ব" তুমি করাও ঘোষণা।

ভীষণ শোণিতবহা দুর্জ্জয় সমরে
রঞ্জিত হয়েছে পৃথ্বী; হাহাকার রবে
ভেদিছে গগন হায় কে বারণ করে;
উন্মত্ত বারণ প্রায় মত্ত রণে সবে
নর-শিরে আচ্ছাদিছে কানন প্রান্তর,
দেখিলে শিহরে তনু অস্থির অন্তর।

কোথায় আত্মীয় বন্ধু জনক জননী
সম্বন্ধ হয়েছে ছিন্ন সকলের সনে;

দারুণ ক্রোধের ভরে লোটায় ধরণী,
পাড়িছে একেরে আরে ; সহেনা নয়নে
এঘোর দর্শন আর, হায় রে, সংসার
দহিলি, সোণার রাজ্য হল ছার খার।

হে নব বৎসর তোমা করি এ মিনতি
আছি বড় আশা করে, তোমার শাসনে
পাইবহে শান্তিসুখ, যাবে এ দুর্গতি,
বিজয় পতাকা তব শোভিবে গগনে,
হাসিবে সংসার তব শাসনের গুণে
আর না দহিব মোরা অসুখ আগুণে।

বশম্বদ
শ্রীললিত মোহন বসু।

এই পত্রখানি স্থানাভাবে এত বিলম্বে প্রকাশিত হইল। স।

গীত।

বারোঁয়া-ঠুংরি।

প্রিয়তম ! করি অন্বেষণ,
নাহি পেলাম কোন স্থানে তব দরশন।
তব মিলন কারণ, সদা আছি উচাটন,
কোথা হে জীবজীবন, করি কোন পথে গমন।
কবে হৃদাসনে বসি, প্রেমাঞ্জলি লবে আসি,
মম মনে করে খুসি, দিবে দরশন।
ক্রমে করি আজ ক্ষান্ত, নিকটে আনিলাম কান্ত, সদয়ে নাথ প্রেম বল, কবে করিবে বিতরণ।

ভৈরবী-মধ্যমান।

নাথ তব প্রীতি রসে রসেছে যে জন।
কিছুতে আর সে না মানে বারণ।
বিষয়ের বাহ্য শোভা, নহে তার মন লোভা,
কুজন তাড়নে তার, না ফেরে কখন মন ;
যদি প্রেম রসে রসে, অনায়াসে প্রাণ ত্যজে,
শরকরা আস্বাদে যথা মক্ষিকা নির্ভয় জীবন।

সাহিত্য সংগ্রহ।

অর্থাৎ

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, প্রভৃতি পুরাতন কবিদিগের কাব্য সংগ্রহ

শীঘ্র প্রকাশিত হইবে,

মূল্য ফর্ম্মাপ্রতি ১০ মাত্র।

কবিদিগের জীবন বৃত্তান্ত পরে প্রকাশিত হইবে।

যাঁহারা নিয়মিত গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, সাহিত্য-মুকুরের সম্পাদককে লিখিলে আমরা জ্ঞাত হইতে পারিব।

প্রকাশক।

গ্রাহকগণের প্রতি।

যাঁহারা সাহিত্য-মুকুর রীতিমত প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা আমাদিগকে নাম ধাম প্রভৃতি লিখিয়া দিলে তাঁহাদের ঠিকানায় আমরা পত্র পাঠাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারি। দ্বাদশ খণ্ডের অধিক একত্রে লইলে মফঃস্বলের গ্রাহকগণকে প্রতি দ্বাদশ খণ্ডের অর্দ্ধেক মাশুল আমরা দিব।

গুপ্ত যন্ত্র।

ইংরাজি ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি উত্তমরূপে ও সুলভ মূল্যে হইয়া থাকে। সমাচার কি সাময়িক পত্রিকা অথবা পুস্তক ছাপার বিলক্ষণ সুবিধা আছে। সকল পত্রিকা কি পুস্তক প্রকাশকগণের বিনা-কষ্টে ও অল্প ব্যয়ে সমুদয় কার্য্য, ছাপা, বাঁধা কি বিলি ও বিক্রয় প্রভৃতি সুসিদ্ধ হইতে পারে।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্ণ লেন গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ৩১শে বৈশাখ ১৭৯৩ শক। [৫ম সংখ্যা।

ইংরাজী ভাষার চর্চ্চায় বাঙ্গালার কি উন্নতি হইয়াছে—স্থিরকরা অতীব কঠিন কার্য্য। যে বিষয়টী সর্ব্ববাদিসম্মত সেটী বিচার করা বরং সহজ, কিন্তু যেটীতে নানালোকের নানামত সেটী বিচার করা অত্যন্ত কঠিন। যেখানে নানালোকের নানামত সেখানে কোন একটী মতের পোষকতা করিলে যাঁহার মতের সমর্থন করা গেল তাঁহা ব্যতীত আর সকলেরই অপ্রিয় হইতে হয়; বিশেষতঃ কোন ব্যক্তির মতের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে হইলে, প্রথম মত খণ্ডনার্থ অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়। আমরা যে বিষয় আপাতত লিখিতে উদ্যত হইয়াছি হয়ত তাহা সকলের মনোনীত হইবে না কিন্তু তাহা বলিয়া তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা কখনই যুক্তিযুক্ত ও উচিত বিবেচনা হয় না।

ইংরাজী ভাষা দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার কিছু উপকার হইয়াছে কি না? একথাটী জিজ্ঞাসা করিলে অনেকেই মুক্তকণ্ঠে অস্বীকার করিবেন ও বলিবেন যে "সংস্কৃত ভাষা থাকিতে অপর ভাষা হইতে বাঙ্গালার নিমিত্ত কিছু লওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। বিশেষতঃ সংস্কৃত যখন পুরাতন বিশুদ্ধ ভাষা তখন তাহা হইতেই বঙ্গভাষা নিজ অভাব সকল পূরণ করিয়া লইতে পারে।" কিন্তু আমরা তাহার পোষকতা করিতে পারি না। সংস্কৃত পুরাতন বিশুদ্ধ ভাষা একথা যথার্থ বটে এবং ইহা যে সকল ভাষাপেক্ষা শ্রেষ্ট ইহাও আমরা স্বীকার করি। কিন্তু ইহা যে সময়ে রচিত সেই সময়েরই অভিরুচির উপযোগী। সংস্কৃত ভাষা যদি অদ্যাপি ভারত ভূমিতে চলিত ভাষা বলিয়া পরিগণিত থাকিত তাহা হইলে ইহাকে যথার্থ অভাবশূন্য বলা যাইতে পারিত। সংস্কৃত ভাষা বহুকাল হইতেই

অপ্রচলিত হইয়াছে এবং তাহার পর এই সুদীর্ঘ কাল মধ্যে যে লোকের অভিরুচির কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে 'তাহা বলা যায় না। এবং সেই অভিরুচির পরিবর্ত্তনের সহিত যে সকল নূতন নূতন অভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায় না। সুতরাং চলিত অপর কোন ভাষা হইতে সেটী না লইলে আর সে অভাব দুরীকরণের অন্য উপায় নাই। আরও,দুইটী পদার্থ হইতে সারাংশ সকল বাছিয়া লইয়া একটী নূতন পদার্থ গঠিত হইলে সেটী যেমন নিখুত হয়, সেইরূপ আমাদের বিবেচনায় সংস্কৃত ও ইংরাজী হইতে সরাংশ গ্রহণানন্তর বাঙ্গালা ভাষাকে ভূষিত করাই যুক্তিযুক্ত ও কর্ত্তব্য। সংস্কৃত পুরাতন শ্রেষ্ঠ ভাষা, ইহাতে যেমন পুরাতন ভাবের অভাব নাই সেইরূপ আবার ইংরাজী শ্রেষ্ঠ নূতন চলিত ভাষা, তাহাতে নূতন ভাবের কোন অভাব নাই। বাঙ্গালা ভাষাতে যে সকল পুরাতন ভাবের অভাব আছে তাহা সংস্কৃত হইতে এবং যে সকল নূতন ভাব প্রয়োজন হয় ইংরাজী হইতে অনায়াসেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। সংস্কৃত ভাষায় যে প্রকার কাব্য সকল দেখিতে পাওয়া যায় সেরূপ বাঙ্গালায় এখন কোন প্রকারেই লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারেনা। সংস্কৃত আখ্যায়িকা কাদম্বরী প্রভৃতির ন্যায় যদি বাঙ্গালায় রাশিকৃত বিশেষণ দিয়া ও দুই তিন পৃষ্ঠা অন্তর ছেদ দিয়া রচনা করা যায়, তাহা হইলে কে তাহা ভাল বাসিবেন? তবে সংস্কৃতের বর্ণন-প্রণালী লালিত্য প্রভৃতি উত্তমোত্তম গুণ সকল বাঙ্গালায় সন্নিবেশিত করা উচিত। আর সেকথা বলাও বাহুল্য মাত্র; কারণ বাঙ্গালা যে ভাষা হইতেই উৎপন্ন হউক না কেন সংস্কৃত ভাষা যে ইহার মূল্য তাহা কে না স্বীকার করিবেন, অতএব পিতার বা মাতার অংশ পুত্র-কন্যায় সন্নিবেশিত হউক বলিবার কোন প্রয়োজন করে না সেটী আপনা হইতেই হওয়া উচিত।

সে যাহা হউক এখন ইংরাজী চর্চ্চায় বাঙ্গালা ভাষার কি উপকার হইয়াছে এবং কি হইতেছে দেখা যাউক।

প্রথম, বাঙ্গালার পুরাতন রচনা প্রণালীর পরিবর্ত্তে নূতন প্রণালীর উৎপত্তি। পূর্ব্ব-আখ্যায়িকা-রচনা-প্রণালী একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন ভাব ধারণ করিয়াছে। পদ্য রচনারও অনেকাংশে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই রচনা প্রণালীর পরিবর্ত্তনে যে ভাষার উন্নতি হইয়াছে তাহা আর প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই কেবল লোকের অভিরুচি বিবেচনা করিলেই উন্নতি অবনতি প্রতীত হইবে।

দ্বিতীয়, গ্রন্থকারেরা পূর্ব্বের "একঘেয়ে" রচনা ছাড়িয়া দিয়াছেন।

তৃতীয়, সাহিত্যে নানাবিধ নূতন ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে ও নানাপ্রকার নূতন ভাব পূর্ণ পুস্তক সকল প্রকাশিত হইতেছে।

চতুর্থ, বাঙ্গালায় যে সকল কথার অভাব ছিল সে সকল গঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

এসকল ব্যতীত আরও অনেক উপকার হইয়াছে; সে সকল তত দূর উন্নতিকর বলিয়া যদিও পরিগণিত নহে তথাপি তাহারারা বাঙ্গালার কিছু না কিছু উপকার হইয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

ভারতে গ্রীক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইতিবৃত্ত।

পারস্য সাম্রাজ্যের উচ্ছেদের পর আলেগ্‌জাণ্ডার প্রায় তিন বৎসর ভারতপ্রান্তবাসী পার্ব্বতীয়দিগের সহিত সমরে নিযুক্ত থাকেন। যুদ্ধকুশল পার্ব্বতীয়েরা ভোগবিলাসী অকর্ম্মণ্য পারসীকদিগের ন্যায় সহজে পরাজিত হইবার নহে; বিপুল শোণিতবর্ষী অনেক সংগ্রামের পর ঐ কষ্টসহ পরাক্রান্ত পর্ব্বতবাসীরা পরাভব স্বীকার করে। একে যুদ্ধের ভয়ানক কষ্ট, তাহাতে আবার শীতের দুরন্ত প্রভাব, গ্রীকগণ অতিশয় ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠে, তাহাদিগকে বিগতক্লেশ করিবার নিমিত্ত গ্রীসীয় বিজেতা স্বর্ণ ভূমি ভারতবর্ষের দিকে মনোনিবেশ করেন।

ভারতের পরাক্রান্ত হিন্দুকুল এ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। এ পর্য্যন্ত আর্য্যসন্তানেরা কোন বিদেশীয় জেতার নিকট পরাজয় স্বীকার করেন নাই। কিন্তু আত্মদ্রোহ ও গৃহবিচ্ছেদে প্রাচীন রাজবংশ সকল লুপ্ত প্রায় হইয়াছিল। পূজনীয় সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ পৈতৃক সিংহাসন-বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। উত্তরে মহারাজ শ্রীহর্ষের পূর্ব্বপুরুষেরা কশ্মীরের সিংহাসনে বসিয়া অতুজ্বল আলোক বিস্তার করিতেন।

আলেগ্‌জাণ্ডারের ভারতাক্রমণ সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। মগধেশ্বর মহারাজ নন্দ মণ্ডলেশ্বর ছিলেন। অন্যান্য রাজাগণ কোন না কোনরূপে মগধ-সিংহাসনের বশীভূত। সুতরাং নন্দবংশের অধিকার কালে আর্য্যাবর্ত্ত একছত্র হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সমুদায় রাজারাই স্বেচ্ছানুসারে অপরের সহিত সন্ধি বিগ্রহাদিতে প্রবৃত্ত হইতেন।

গ্রীকদিগের আগমনে কাশ্মীরাধিপতি তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করেন। হিন্দুদিগের অসন্তোষের আর সীমা রহিল না। তক্ষশিলার অধিপতি বীরবল বিদেশীয় বিজেতার বিজয় স্রোত প্রতিরোধ নিমিত্ত আশু উদ্যোগ করেন। গ্রীসীয়দিগের পরাক্রম ও অধ্যবসায় অলোক সামান্য, একাকী তাহাদের সহিত যুদ্ধে জয় পরাজয়ের নিশ্চয় নাই, প্রতিবেশী রাজাদিগের নিকটেও এ সংবাদ প্রেরিত হইল।

সেকেন্দর ও (আলেগজাণ্ডার) যুদ্ধে অনিচ্ছুক ছিলেননা। বিপক্ষের বলানুসন্ধান নিমিত্ত বিচক্ষণ দূতগণ প্রেরণ করিলেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে। নিবিড় জঙ্গল। তৎকাল-সুলভ দস্যুভয়েরও অপ্রতুল নাই; দূতগণের সংখ্যা অল্প; সকলে সশঙ্কিত হইয়া চলিতেছে। অদূরে ত্রস্তপদ বিক্ষেপ শব্দ শ্রুত হইল।

গ্রীকেরা সাহসের সহিত কহিয়া উঠিল "কেরে দৌড়িয়া পালায়।" তাহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি বলিল "কি দেখিতেছ হিন্দুরা অতিশয় বুদ্ধিমান ও ধূর্ত্ত, আমাদের শিবিরে গুপ্তচর প্রেরণ করিয়া থাকিবে। উহাকে ধর।"

সকলেই পশ্চাদ্ধাবিত হইল। অল্পক্ষণ পরেই পলায়মান ব্যক্তির শুভ্রবসন অন্ধকার ভেদ করিয়া অস্পষ্টরূপে দেখা দিল। গ্রীক

কহিল "উহাকে ধর, না হইলে জীবন সঙ্কট।"

সম্মুখে প্রয়াণ পর উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছে; কোনদিকে দৃষ্টি নাই। আর দৌড়িতে অপারক অতিশয় ক্লান্ত; পদ আর স্ববশ নহে। পথিমধ্যে পতিত এক বৃহৎ কাষ্ঠ খণ্ডে আহতপদ হইয়া মূর্চ্ছিত, ভূপতিত হইল। গ্রীকেরাও আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের অধিনেতা কহিল "দেখ শ্বাস বহিতেছে, এখনও মরে নাই, ইহার চৈতন্য সম্পাদনে যত্নকর, সকল কথা বাহির করিয়া লইতে হইবে"।

গ্রীকদিগের অযত্ন শুশ্রূষায় মূর্চ্ছিতের চৈতন্য সম্পাদিত হইল। চক্ষু উন্মীলিত হইল, দেখিলেন; নীরব কোন কথা নাই। দূতদিগের অধিনায়ক বুঝিল পথিক ভয় পাইয়াছে। কহিল "ভয় নাই, আমরা দস্যু নহি, তুই কে বল?"

পথিক কহিল "তোমরা কে?"

"আমরা যে হই, তোর নাম কি বল?"

উত্তর নাই।

গ্রীক কহিল "শীঘ্র বল, না হইলে এখনই জীবন সংহার হইবে।"

গর্ব্বিতস্বরে উত্তর হইল "আর্য্যরাজকুল সন্তানেরা তাহাতে ভয় করে না—তবে কি না দস্যুহস্তে।"

"আমারা দস্যু নহি।"

"তবে কে?"

গ্রীক একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "আমরা গ্রীসীয় বিজেতা মহামহিম সেকেন্দরের প্রণিধি।"

"অর্থাৎ।"

"অর্থাৎ আবার কি?"

"অর্থাৎ দস্যুরাজের সহচর।"

"আচ্ছা তাহা বুঝা যাইবে, এক্ষণে তোমার পরিচয়।"

"আমার নাম চন্দ্রগুপ্ত।"

"কোন রাজ বংশে তোমায় জন্ম?"

"মগধরাজকুলে।"

গ্রীক নীরব হইয়া রহিল। চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন 'তোমার নাম শুনিতে ইচ্ছাকরি!'

"আমার নাম সেলুকস্।"

কিয়ৎক্ষণ সকলেই নীরব। সেলুকস্ কহিলেন "তক্ষশিলার বিবরণ কিছু অবগত আছেন?"

"হাঁ রাজা বীরবল সমরোদ্যোগ করিতেছেন। আর কিছু অবগত নহি। আপনারাও বোধ হয় তক্ষশিলায় যাইতেছেন।"

"অনুমান মিথ্যা নহে।"

"এত অল্পসংখ্যক ব্যক্তির শত্রুরাজ্যে গমন উচিত নহে।"

"তাহাতে ভয় করিলে পারসীকদিগকে জয় করিতে পারিতামনা।"

"আর্য্যসন্তানেরা পারসীক নহে।"

"গ্রীকেরা সেইরূপই মনে করে।"

চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন "সে যাহা হউক; রণাঙ্গনে হিন্দু ও যবন স্বস্ব বীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিবে। এক্ষণে বৃথা বাগ্বিতণ্ডায় প্রয়োজন কি?"

সেলুকস্ কহিলেন "তক্ষসিলা এখান হইতে কতদূর?"

চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন "অধিক দূর নহে, আপনারা যাউন, আমিও যথেষ্ট গমন করি।"

"আপনাকে আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে।"

"আপনাদের সঙ্গে আমার যাইবার ফল ?"

"ফল কিছুই নয়, কেবল বল।"

"তবে কি আমি বন্দী হইলাম।"

"বলিতে পারি না।"

"কে বলিবে ?"

"সেকেন্দর।"

"আর আপনি ?"

"তাঁহার সেনাপতি মাত্র।"

"যাহাই হউক, গ্রীকের দাস হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।"

"গ্রীকেরা তত মূর্খ ও পাষণ্ড নহে যে মগধরাজতনয়কে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করে।"

চন্দ্রগুপ্ত ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া " কহিলেন তবে কি এখন তক্ষশিলায় যাইতে হইবে ?"

"আপনাকে লইয়া তক্ষশিলায় যাওয়া উচিত নহে, চলুন শিবিরেই যাই।"

"চলুন স্বচক্ষে মাতৃভূমির পতন দেখিতে চন্দ্রগুপ্ত প্রস্তুত নহেন।"

ক্রমশঃ।

দুর্গাবতী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দ্বিতীয় স্বর্গ।

১

দেখ দেখ ওই তোরণ নিকটে
বাজি আরোহণে দুরগাবতী,
অঙ্গ আবরণ মনোহর পটে
ধীর অপরূপ মৃদুল গতি।

২

আগে পিছে শোভে সখী আটজন
আভরণে করে বিজুলি খেলা,
দেখ দেখ শোভা হয়েছে কেমন
চাঁদে ঘেরে যেন চাঁদের মেলা।

৩

প্রথম দুজন আপীত-বসন,
সবুজ রঙের ওড়না উড়ে,
তাহে জরিকাজ নয়ন রঞ্জন;
লোহিত বরণ ঘোড়ায় চড়ে।

৪

মানিক খচিত করেতে কঙ্কন
মুকুতার মালা গলেতে দোলে,
হীরকে জড়িত কানের ভূষণ
নিরমল অসি কটিতে ঝোলে।

৫

অশ্বের বলগা করেতে ধারণ
দক্ষিণ পাশাতে পতাকা রয়;
নাড়িতেছে তায় মৃদু সমীরণ
শোভে লেখা তাহে " ভারত জয়"।

৬

পরে দুইজন নীলবর্ণ বাস
গায়েতে ওড়না শোভিছে লাল ;
কটি তটে শোভে নব চন্দ্রহাস
অরুণ কিরণে ঝলসে ভাল।

৭

চড়িয়া তাহায় পাটল ঘোড়ায়
নাচি নাচি যায় কেশর নড়ে,
মুখের খলিন কাটিবারে চায়
মুখ হতে ফেনা সদাই পড়ে।

৮

পরে দুর্গাবতী ভুবন মোহন
রূপে চারিদিক করিয়া আলো,
মধুর আকার ললিত কেমন,
যৌবন শরীরে সেজেছে ভাল।

৯

অপরূপ রূপ মধুর কেমন
নবীন যেমন চাঁপার কলি,
ইষত ললিত গোলাপী বরণ
বসেছে তাহায় কুন্তল অলি।

১০

বিমল বদনে কেমন বাহার
সরোজিনী যেন রয়েছে ফুটি
তারকার জ্যোতি অমিয়ের ধার
টানা টানা শোভে নয়ন দুটি।

১১

রুচির কেমন মধুর বদন,
রুচির কেমন মধুর হাসি,
রুচির কেমন যুগল নয়ন
ঝরিতেছে যেন অমৃত রাশি।

১২

সদা হাসি হাসি বদন কমল
রক্তিম বরণ অধর খানি;
অমিয় সমান সে হাস বিমল,
অমৃতের সম তাঁহার বাণী।

১৩

কুঞ্চিত অলকা সুনীল বরণ
ঝুলিয়ে পড়েছে কপোল তলে,
মধুলোভে আসি ভ্রমর যেমন
বসিয়া চুমিছে কমল দলে।

১৪

জরিতে খচিত হরিত বসন
জরিতে খচিত কঁচুলি লাল,
উড়না তাহায় সুনীল বরণ
মাঝে মাঝে শোভে মানিক জাল।

১৫

হীরক বলয় হীরকের চুড়,
রতন রসন যুগল করে
তাহার নীচেতে রতন কেয়ূর
অপরূপ শোভা রয়েছে ক'রে।

১৬

মণিমালা দোলে হৃদয় মাঝারে
তাহার নীচেতে মতির হার
রতন খচিত সকল উপরে
গ্রীবা শোভাকরে ভূষণ-সার।

১৭

শিরেতে শোভিত মুকুট-রতন
রতন কুণ্ডল কানেতে দোলে
রতনে খচিত কটির বন্ধন
স্বর্ণ কোষে তায় খড়্গ ঝোলে।

ক্রমশঃ।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সাহিত্য-মুকুর সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

"কেবলে শৈশবকাল সুখের সময়।
"কেবলে যৌবন, হরি সাধনার নয়॥
"কেবলে বার্দ্ধক্যে লোকে হয় জ্ঞানবান।
"কেবলে প্রাচীনকালে সাধন বিধান॥"

চিত্র-পয়ার।

(কে)মনে বলিব শিশু সুখে যাপে দিন।
স(ব)ল নহেক দেহ সদা পরাধীন॥
শুকা(লে) তৃষ্ণায় কণ্ঠ বলিতে না পারে।
ক্ষুধায় (শৈ)শব-বৃত্তী কান্দয়ে চীৎকারে
অনিবার (শ)ঙ্কাযুক্ত ভীত তাড়নায়।
অন্তরের ভা(ব) তার অন্তরে মিশায়॥
বাসনা করয়ে (কা)রো ডাকিব সকাশ।
রসনার নাহি ব(ল) করিতে প্রকাশ॥
সতত প্রয়াস হয় (সু)ন্দর গমনে।
চরণ অশক্ত, থাকে দুঃ(খে) ধরাসনে॥
জীবন সংশয় বিনা অন্যে(র) যতন।
হিতাহিত নাহি জ্ঞান বিষম (স)ঘন॥
সজীবে নির্জ্জীব মত বাল্য দোষ(ম)য়।
কেবলে শৈশবকাল সুখের সম(য়)॥

(কে)নবা নিন্দার কাল মধুর যৌবন।
স(ব) হৈতে সমাদৃত তরুণ জীবন॥
বিহ্ব(লে)র বাল্যকাল হইলে বিলয়।
জীবের (যৌ)তুক রূপ যৌবন নিশ্চয়॥
অজ্ঞতার (ব)শীভূত নাহি রয় আর।
সম্যক্ দর্শ(ন) জ্ঞান উপজয় তার॥
সহজে নিপুণ (হ)য় শাস্ত্রের বিচারে।
অনায়াসে যুক্তি ক(রি) বুঝিবারে পারে॥
প্রখর জ্ঞানের তেজ, (সা)হস বিপুল।
বুদ্ধিবৃত্তি, চতুরতা, বো(ধ) অনুকুল॥
হিতাহিত সুবিচার ত্রুটি (না)হি তায়।
জ্ঞানেতে ইন্দ্রিয় বশ কিবা আ(র) দায়॥
দম্ভ অহঙ্কার নাশে, করিয়া বি(ন)য়।
কেবলে যৌবন, হরি সাধনার ন(য়)॥

(কে)বানা বুঝিতে পারে জ্ঞানদীপিকায়।
যৌ(ব)ন হইলে অস্ত হীনকান্তি কায়॥
নাচ(লে) সরল ভাবে বিষয় সকল।
মনের (বা)সনা সব নিয়ত বিকল॥
এইত বা(র্দ্ধ)ক্য কালে ক্ষীণেন্দ্রিয়গণ।
অনর্থক বা(ক্যে) সদা প্রিয় আলাপন॥
অশেষ সুখের (লো)ভ বাড়ে দিন দিন।
চিন্তায় মগন থা(কে) হইলে প্রাচীন॥
সদা আশা সুতাদির (হ)বে বহু ধন।
তখনো নিজের অন্ত হ(য়)না স্মরণ॥
বিষয়ের সুখে তবু অব(জ্ঞা)না হয়।
কোথা তার ব্রহ্ম ভাবে স্থির ম(ন) রয়॥
কোথায় তপস্যা তার সুবৈরগ্য (বা)স।
কেবলে বার্দ্ধক্যে লোকে হয় জ্ঞানবা(ন)॥

(কে)জানে কে কত দিন ধরিবে জীবন।
কে(ব)ল মনের আশা আয়ুর গণন॥
সলি(লে) বিম্বের মত জীবন নিশ্চয়।
কি রূপে (প্রা)ণের আশা দীর্ঘ দিন হয়॥
নীরবে অ(চি)ন্ত্য কাল দেয় দরশন।
জীবের মন(স) পূর্ণ না হয় তখন॥
কি আছে ভরসা (কা)ব, কখন কি হয়।
বার্দ্ধক্য আসিবে বো(লে) বিলম্ব কি সয়॥
শিশু যুবা বৃদ্ধ সব (সা)মান্য গণন।
কালের নাহিক কাল নি(ধ)ন করাণ॥
নিশ্বাসে বিশ্বাশ নাই জীব(ত) সংশয়।
কিরূপে বার্দ্ধক্যে তবে আপার (বি)ষয়॥
যৌবনে সাধনে জীব হবে সাব(ধা)ন।
কেবলে প্রাচীন কালে সাধন বিধা(ন)॥

(শ্রী)হরি পঙ্কজ পদে মজ মূঢ় মন।
নি(কৃ)ষ্ট জন্মের কর সাফল্য সাধন॥
সতৃ(ষ্ণ) চাতক প্রায় ভাব সেই পদ।
চরণ (প্র)সাদে তাঁর পাবে মোক্ষ পদ॥
সর্ব্বেশ্বর (স)র্ব্বময় জগতের সার।
ভাবিগুনা ভি(ন্ন) সেই বিভু নির্ব্বিকার॥
গুণাতীত সত্য (সে)ই নিত্য নিরঞ্জন।
ধ্যান ধারণায় ম(ন) করহ পূজন॥
বিহিত বিশ্বাস করি (গু)রু উপদেশ।
অন্তরেতে অন্তর্যামী সু(প্ত)তে বিশেষ॥
ভব ভয় ভঞ্জনের ভজ(ন) কারণ।
এই বেলা কর মন আত্মাতে (র)মণ॥
দেখরে ভাবিয়া, নাই সময় উ(চি)ত।
বিবেক বৈরাগ্যে হও হরি পদাশ্রি(ত)॥

জামালপুর } একান্ত বশম্বদ
অডিট্ আফিস। } শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন গুপ্ত

বন্ধুত্ব।

সংসার অরণ্য হয়, আছে দুঃখ স্রোত বয়,
জীবগণ পড়ি তায়, জীবন হারায়।
সাগরে পড়িয়া যথা, নদী লুপ্ত হয়, তথা—
এই স্রোতো বহি গিয়া, সাগরে মিশায়।

সেন্সাগর মৃত্যু নামে; কহিতু এ ধরাধামে,
মানবের দুঃখ স্রোত, সেথা অন্ত পায়॥
এ স্রোত বারণ তরে, বাঁধ পুঞ্জ স্থির করে,
অমূল্য বন্ধুত্ব নামে, খ্যাত চরাচর।
ইহ স্রোত বাঁধিবারে, যথেষ্ট শকতিধরে,
দৃঢ়রূপে শিল্পী যদি, নিরমিতে পারে॥
যথা বাঁধ ভঙ্গ হলে, নদী তীব্র বেগে চলে,
অবশেষে নিজ গর্ভে সকলি ডুবায়।
তেমতি ভাঙ্গিল বাঁধ, ঘটে নানা পরমাদ,
জীবন তরণী স্রোতে, ঘুরিয়া বেড়ায়॥
হয়ত বিস্তর ঘুরি, অবশেষে নয়বুড়ি,
পরে স্রোত মুখে ক্রমে, সাগরেতে যায়।
তাই বলি এই বাঁধ, ভালকরে কোসে বাঁধ,
নতুবা ভাঙ্গিয়া গিয়া, মজাবে তোমায়॥
কাষ্ঠ অটল-বিশ্বাস, সমান সভাব পাশ,
উভে প্রেমবলে বাঁধি, করহ গঠন।
সদা মিলি আলাপন, করি তাহে প্রলেপন,
দৃঢ় কর সেই বাঁধ, করিয়া যতন॥

একান্ত বশম্বদ
শ্রী নিতাইচরণ হালদার।

গীত।

আড়্না বাহার—তাল মধ্যমান।

রাগ অনুরাগ ত্যাজ মন বৈরাগ্য লইয়ে,
এত অভিমান কেন প্রমত্ত হইয়ে॥
সদা ভাব পরধন, সুখে করিবে হরণ,
জাননা অন্তে কে লবে জীবন হরিয়ে॥
মায়া পাশে বদ্ধ হয়ে, কলত্র সম্পদ লয়ে,
সুখে আছ ঘুমাইয়ে, দিন কাটাইয়ে॥
মর্ম্মরে বুঝাই যত, ভস্মেতে হবন মত,
ধর্ম্মের কাহিনী চোরা, না শুন শুনিয়ে॥

শ্রীঅমৃতলাল ভট্টাচার্য্য।
শিবপুর।

সাহিত্য-সংগ্রহ।

অর্থাৎ

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, প্রভৃতি পুরাতন কবিদিগের কাব্য সংগ্রহ

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে,

মূল্য ফর্ম্মাপ্রতি ৴১০ মাত্র।

কবিদিগের জীবন বৃত্তান্ত পরে প্রকাশিত হইবে।

যাঁহারা নিয়মিত গ্রাহক হইতে ইচ্ছা-করেন, সাহিত্য-মুকুরের সম্পাদককে লিখিলে আমরা জ্ঞাত হইতে পারিব।

প্রকাশক।

পালোয়ানী কুস্তী।

আগামী ১জ্যৈষ্ঠ রবিবার বেলা ৩ঘটিকার পর বড়বাজারের সূতাপটীর ক্রশ ষ্ট্রীটে ৮নং ভবনের উপর উক্ত কুস্তী হইবে। যাহাদের দরশন করিতে ইচ্ছা হইবে, উক্ত স্থানে ও বাটীতে তৎকালিন টিকিট ক্রয় করিতে পারিবেন। টিকিটের মূল্য প্রথম শ্রেণী ১৲ দ্বিতীয় শ্রেণী ॥০ আনা।

টিকিটের মূল্য।

প্রথম শ্রেণী	.. ..	১৲
দ্বিতীয় শ্রেণী	.. ..	॥০

গুপ্ত যন্ত্র।

ইংরাজি ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি উত্তমরূপে ও সুলভ মূল্যে হইয়া থাকে। সমাচার কি সাময়িক পত্রিকা অথবা পুস্তক ছাপার বিলক্ষণ সুবিধা আছে। সকল পত্রিকা কি পুস্তক প্রকাশকগণের বিনা-কষ্টে ও অল্প ব্যয়ে সমুদয় কার্য্য, ছাপা, বাঁধা কি বিলি ও বিক্রয় প্রভৃতি সুসিদ্ধ হইতে পারে।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা।

মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৭৯১ শক। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

বঙ্গকবিকুল ও বাঙ্গালা কবিতা।

—

প্রাচীন কালে গদ্য লেখার পদ্ধতি ছিল না; যিনি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তিনিই পদ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বতন কবিদের অধিকাংশেরই গৌরাঙ্গ বিষয়ক ও কৃষ্ণলীলাসম্বন্ধীয় রচনা দেখিতে পাওয়া যায়। শাক্ত-ধর্ম্মবিষয়ক পুরাত পদ্য অতি অল্পই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈষ্ণবদিগের রচনা শাক্তদিগের অপেক্ষা পুরাতন ও অধিক। বাঙ্গালা ভাষায় পূর্ব্বকালে যে কিছু উন্নতি হইয়াছে তাহা বৈষ্ণবদিগের দ্বারাই সম্পাদিত। পুরাতন গ্রন্থ সকল পাঠ করিলে এই বিষয়ের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এক কালে অনেকগুলি কবি প্রাদুর্ভূত হন। পূর্ব্বে আমাদের এইমাত্র প্রতীতি ছিল যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস এক কালের লোক এবং গোবিন্দদাস প্রভৃতিরা তাঁহাদের পরবর্ত্তী, কিন্তু ক্রমে যত অনুসন্ধান করিতেছি ততই আবার নূতন নূতন প্রকার বোধ হইতেছে। আমরা অদ্যাবধি সকল কবিদিগের গ্রন্থ পাইনাই, ইহার মধ্যেই বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস, এবং বৈষ্ণবদাস প্রভৃতি যে এক সময়ের লোক তাহার প্রমাণ পাইতেছি। পরস্পরের ভণিতায় পরস্পরের নাম দেখিতে পাওয়ায়। ইঁহাদের এক প্রকার সভার ন্যায় নিয়মিতকালে সমবেত হইবার স্থান নিরূপিত ছিল এবং সেই স্থানে ইঁহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইত। ইঁহারা যদিও একস্থানবাসী ছিলেন না এবং এরূপ কোন কুটুম্ব-সম্পর্কও ছিল না, তথাপি ইহাদের রচনায় যে প্রকার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে পরস্পর পরস্পরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলিয়া বিবেচনা হইয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে মুদ্রাযন্ত্রাভাবে যেরূপ দুরবস্থা ও অসুবিধা ছিল তাহাতে কবিত্ব যশঃ সৌরভে দিগদিগন্তের কবিরা যে একত্রিত হইতেন, ইহা কখনই সম্ভবেনা। তখন ধনী সহায় না থাকিলে কেহ সাধারণে নিজ গুণপনা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। এবং সেই নিমিত্তই যে যে কবিরা শ্রেষ্ঠ আশ্রয় পান নাই তাঁহাদের নামও প্রকাশ নাই। বিদ্যাপতি প্রভৃতির পরস্পর পরিচয়ের আর কোন উপায় দেখাযায় না; তবে বৈষ্ণবশাস্ত্রসম্মত মহোৎসব স্থলে দেশ দেশান্তরীয়দিগের মধ্যে মধ্যে মিলন মাত্রই এক মাত্র সম্ভব কারণ দেখিতেপাই। আজিও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই প্রথা আছে।

বৈষ্ণব সম্প্রদায় দ্বারাই প্রথমে বাঙ্গালার উন্নতি সাধিত হয়; বৈষ্ণবগণই প্রথমে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। বর্ত্তমান কালে যে সকল কবিদিগের রচনা-কুসুম আমাদিগের নয়ন পথে পতিত হয় তাহাদিগের মধ্যে বিদ্যাপতি প্রভৃতির রচনাকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিতে হইবে, এবং তাহাদিগকেই রচনার প্রবর্ত্তয়িতা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহারা পরম বৈষ্ণব ছিলেন আর তাঁহাদের রচনাও নামগান ও কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি বিষয়ক।

পূর্ব্বকালের ভাষা যে কি রূপ ছিল তাহা স্থির করা অতীব কঠিন। পূর্ব্বে আমরা একবার প্রকাশ করিয়াছিলাম যে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের যেরূপ ব্রজবুলিমিশ্রিত রচনা, পূর্ব্বের ভাষাই সেইরূপ ছিল। কিন্তু আবার অনুসন্ধানদ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে তখনকার ভাষা যতদূর হিন্দিমিশ্রিত ছিল ঐ কবিদ্বয় ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা হইতে আরও অধিক মিশ্রিত করিয়া রচনা করিয়াছেন। চণ্ডিদাস বিদ্যাপতির যে সমকালবর্ত্তী তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, কারণ ঐ দুই জনের রচনার মধ্যে উভয়ের পরস্পর সাক্ষাৎ ও কথোপকথন প্রভৃতির অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু চণ্ডিদাসের রচনার সহিত বিদ্যাপতির রচনার তুলনা করিলে উভয়ের রচনা সম্পূর্ণ বিভিন্ন সময়ের বলিয়া প্রতীত হইবে। বিদ্যাপতির রচনার চারি অংশের তিন অংশ হিন্দি; চণ্ডিদাসের ঠিক তাহার বিপরীত, অর্থাৎ চারি অংশের একাংশ হিন্দি। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে পরস্পরের ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস ছিল, এবং তাঁহারা নিজ নিজ দেশী ভাষায় অনুযায়ী রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু একথা কতদূর সঙ্গত তাহা বলা যায় না; কারণ বিদ্যাপতির দেশে কিরূপ মিশ্রিত ভাষা প্রচলিত ছিল তাহা আমরা জানি না। গোবিন্দদাস বলরামদাস প্রভৃতিও কিছু বিদ্যাপতির গ্রামের লোক ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাদের রচনা যখন বিদ্যাপতির রচনার সদৃশ; তখন ইহা বেস প্রতীত হইতেছে যে ব্রজবুলির ন্যায় রচনা তাঁহাদের অধিক প্রিয় ছিল, এবং তাঁহাদের অভিরুচি-প্রমাণেই তাহা রচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ব্রজবুলি মিশ্রিত রচনা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অপেক্ষা অধিক সুশ্রাব্য। পাঠকদিগের গোচরার্থে নিম্নে চারি জনের রচনার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা গেল।

"অপরূপ পেখলু রামা।
কণকলতা অবলম্বনে
উয়ল হরিণী হিন হিম ধামা।"
"খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।

হেরত না হেরত সহচরী মাঝ।
শুন শুন মাধব তোহারি দোহাই।
বড় অপরূপ আজু পেখলু রাই॥"

বিদ্যাপতি।

"জয়তি জয় বৃষভানু নন্দিনী
শ্যামমোহিনী রাধিকে।
বেণী লম্বিত বৈসে ফণি মণি
বেড়ল মালতী মালিকে।"

বলরামদাস।

"চম্পক সোণ কুসুম কণকাচল
জীতল গৌরতনু লাবণীরে।
উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব
জগমনোমোহন ভাঙণীরে॥"

গোবিন্দদাস।

"বসিয়া জগতিপরে পড়ুয়া পঠন করে.
হেনকালে এক রসের নাগরী
শরনদ দিল মোরে।"

চণ্ডিদাস।

(৬)

ভারতে গ্রীক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সাক্ষাৎ।

রাত্রি প্রায় বিগত হইল। পূর্ব্বদিক ঈষৎ লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়াছে, বোধ হইতেছে যেন লজ্জাকুলা নবোঢ়া বধূ মৃদু মন্দ হাস্য বিকাশে আপনার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিতেছে। অস্তোন্মুখ পৌষশশী অবিশ্রান্ত তুষার বর্ষণ-নিরত। দূরের পদার্থ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছেনা। যেন একখানি সীক্ত শুভ্র বসনাবরণ সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে। প্রকৃতির অনুজ্জ্বল হীরক মালা সুশোভিত সমুজ্বল নীলাম্বর মেঘের অন্তরালে লুকাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে। প্রাণকর হইলেও সমীরণ প্রাণহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রবলবেগে ধাবমান হইতেছে। এই ভীষণ সময়ে তুকশীলার প্রান্তস্থিত প্রান্তরে দুইটী পুরুষ ও একটী বালিকা শয়ান ছিল।

শীতের দুরন্ত প্রভাব। উত্তর সমীরণ প্রবলবেগে বহমান, শরীরে যেন সূচিকা বিদ্ধ করিতেছে। তাহার রুক্ষ সেবায় তরুণীর চৈতন্যলাভ হইল—উঠিয়া বসিলেন। শরীরের বসন সকল শিশিরে সিক্ত হইয়াগিয়াছে। অনতি মৃদু স্খলিত স্বরে কহিলেন "দেবরাত আর কষ্ট সহ্য হয় না, উঠ চল আমরা যাই, নগরের এত নিকটে অনেক বিপদ ঘটিতে পারে।" কোকিলকল কুজিত কোমল কথা গুলি বায়ুভরে দিগ্‌দিগন্তরে প্রস্থান করিল। দূরবর্ত্তী নগরে ও গ্রামসমূহেও গমন করিল, শীতার্ত্ত বিলাপকারীও আবার বিবশ-প্রায় ভূমিপতিত হইলেন।

প্রান্তর নিস্তব্ধ হইল। প্রান্তরবাসীরা নিঃশব্দে ভূমিতলে পতিত রহিলেন। তাঁহারা কি জীবন শূন্য? দুরন্ত শীত কি তাঁহাদের জীবনরত্নও হরণ করিয়াছে? সে কি এমন সংসার-সারভূত লাবণ্যময় সৌন্দর্য্যময় রমণীরত্নেও, এমন কুসুম সুকুমারী ললনারও প্রাণহরণে সঙ্কুচিত হয় না? সেকি এতাদৃশ বীর পুরুষের, এতাদৃশ সাহসী যবন হন্তারও জীবন নাশে সাহস করে? অথবা যে যখন উদয় মাত্র সরোবর ভূষণ সরোজের শোভানাশ ও প্রচণ্ড দিবা-

করুকে হীনতেজ করে, তখন তাঁহার অসাধ্য আর কি আছে!

তবে গ্রন্থকার এইখান হইতেই নিবৃত্ত হউন! তাঁহার বিনোদিনী কল্পনালতা তবে কি এই তাকণ্যাবস্থাতেই ছিন্নমূলা বিশুষ্কা হইবে? সোৎসাহা লেখনী কি এই-খান হইতেই নিস্তব্ধ হইবে?—তবে দেখ বুঝি প্রাণ বায়ু বহির্গত হয় নাই।

অনতি বিলম্বেই নিকট দিয়া একটী অশ্ব অতি দ্রুতবেগে চলিয়া গেল অশ্বখুর শব্দে পুরুষ দুটি চকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। বিশাল প্রান্তরে তুরঙ্গের খুর শব্দের প্রতিধ্বনি গম্ভীর হইয়া কর্ণবিবরে প্রবেশ করিতেছে। নিশ্চই শত্রুরা তাঁহাদের অনুসরণ প্রবৃত্ত। ভয়ব্যাকুলচিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন গমনোদ্যত, তাঁহাদের মধ্যে একজন কহিয়া উঠিলেন "ইন্দুমালা"।

তরুণীও উঠিয়া বসিলেন—তাঁহার সঙ্গীগণ পালায়মান দেখিলেন—উঠিয়া দাঁড়াইলেন—একবার চতুর্দ্দিক চাহিয়া দেখিলেন, কি মনে হইল; আর তাঁহার সঙ্গীগণকে দেখিতে পাইলেন না। সম্মুখে বিস্তৃত শিশিরময় শুভ্রাবরণ তাহাদিগকে অন্তর্হিত করিল।

দাঁড়াইয়া কি করিবেন, দৌড়িলেন, কিন্তু সে মৃদুবেগে। কোনদিকে গেলে তাঁহার সঙ্গীগণের সাক্ষাৎ পাইবেন তাহার স্থিরতা নাই। ভয়, পথক্লম, ভয়ানক শীত—আর পা চলে না; বসিয়া পড়িলেন। যেন অস্ফুট একটি আর্ত্তস্বর আসিয়া কর্ণে প্রবেশ করিল। আর বসিলেন না—কি মনে করিয়া চলিলেন।

কিয়দ্দূর চলিলে দৃষ্ট হইল, সেই ভয়ানক পৌষনিশান্তে সেই ভীষণ প্রান্তরে একটি পুরুষ পড়িয়া গোঙাইতেছে। তরুণী তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; মনে করিলেন বুঝি তাঁহাদেরই লোক; কিন্তু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহা হইল না। নিরাশতা-ব্যঞ্জক একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

প্রান্তর-পতিত পুরুষটি বিলক্ষণ দীর্ঘাকার মুখকান্তি অসামান্য বীরত্ব, গাম্ভীর্য্য ও সাহস ব্যঞ্জক। শরীর লৌহকবচে মণ্ডিত কটিদেশে একখানি বৃহৎ অসি সংযত। মস্তকে অতি ধবল কিরীট, তাহাতে একখানি হীরকমণি শিশির-সমাচ্ছন্ন হইয়াও বিমল কিরণ-ছটা বিস্তার করিতেছে, চন্দ্রমার অনুজ্জ্বল প্রভায় প্রতিফলিত হইতেছে। বসন শোণিতার্দ্র। বালিকা দেখিতে পাইলেন যুবকের ক্ষত বাম হস্ত হইতে শোণিতধারা নির্গত হইতেছে।

অল্পক্ষণ পরে ঔৎসুক্যের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে পরিত্যক্ত সঙ্গীদিগের ভাবনা হৃদয়ে আবির্ভূত হইল। তখন "এপ্রকার বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করি কি বন্ধুগণের অনুসরণে প্রবৃত্ত হই" এই দুইভাবনা মনোমধ্যে যুগপৎ উপস্থিত হইয়া বিষম কলহ আরম্ভ করিল। শেষে সঙ্গীগণের ভাবনাই প্রবল হইল। কিন্তু তাঁহারা কোথায়, কোনদিকে গেলেন, কোনদিকে গেলেই বা তাঁহাদের সাক্ষাৎ পাইবেন কিছুই স্থির নিশ্চয় নাই—চিন্তাব্যাকুলমনে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ক্রমে ক্রমে অন্ধকার সৌরকরভয়ে পলায়ন করিল—গিরিগহ্বরে আশ্রয় লইল। পথিক অবিচ্ছিন্ন মূর্চ্ছার সেবা করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে এক এক বার অস্ফুট শব্দ ও দীর্ঘ নিশ্বাস; চক্ষুর্দ্বয়-নিমীলিত। তরুণী রক্তস্রাব বন্ধ করিবার নিমিত্ত বস্ত্রের প্রান্তভাগ

ছিঁড়িয়া বাম হস্তের ক্ষতভাগ বন্ধন করিয়া দিলেন ও মস্তক সমীপে উপবিষ্ট হইয়া বীজন করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণের পর পথিকের চক্ষু উন্মিলিত হইল তাঁহার বোধ হইল যেন কোন স্বর্গীয় রমণী তাঁহার শুশ্রূষার নিমিত্ত আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন মুখে হর্ষ ঈষৎচিহ্ন প্রকটিত হইল। নয়নদ্বয় উৎফুল্ল ইন্দীবর শোভা ধারণ করিল। কিয়ৎক্ষণের পর মুখ হইতে বহির্গত হইল "আপনি কে?"

বালিকা নিস্তব্ধ।

পথিক তাঁহার মুখ-ন্যস্ত দৃষ্টি হইয়া উত্তর প্রতীক্ষায় রহিলেন।

কোন উত্তর নাই।

উত্তর প্রাপ্তির বিলম্ব দেখিয়া যুবক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আপনি কে?"

কিয়ৎক্ষণ নিঃশব্দে অতিপাতিত হইল। বালিকা পথিকের মুখেরদিকে চাহিয়া দেখিলেন —— তিনি তাঁহার মুখেরদিকে চাহিয়া আছেন, একবার সসম্ভ্রমে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ — কিছুই দেখা গেল না, কেবল দিবাকরের নবোদিত কিরণমালা গগনমণ্ডলে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, হিমময় কুজ্ঝটিকা রাশিকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছে। আবার ভূমিরদিকে নয়নদ্বয় অবনত হইল।

পথিক কহিলেন "আপনি কে? বলুন, ক্ষত্রিয় হইতে জীবনদায়িনীর কোন অনিষ্ট শঙ্কা নাই।"

অনেকক্ষণের পর অতি মৃদু স্বরে তরুনীর মুখ হইতে একটি কথা নির্গত হইল— পথিক তাহা শুনিলেন, সেটি "আমি মনোরমা" যুবাপুরুষ নিস্তব্ধ হইলেন।

উভয়েই নীরব—কোন কথা নাই, দুই জনেই একভাবে উপবিষ্ট, কেবল বালিকার চক্ষু ভূমিরদিকে অবনত, আর পথিকের চক্ষু তরুণীর মুখমণ্ডলে ন্যস্ত। তরণীর চক্ষু অধোমুখে যেন তপশ্চরণ নিরত, কিন্তু যুবকের নেত্রদ্বয় বালিকার মুখশোভামৃদপানে উন্নত। পথিকের ওষ্ঠাধার কম্পিত হইল—যেন কিছু বলিবেন, কিন্তু আর অবকাশ পাইলেন না।

অনতি দূরে গুল্মান্তরালে বহুল অশ্ব-খুর-শব্দ শ্রুত হইল। পথিক কহিলেন "বুঝি শত্রুরা অনুসরণ প্রবৃত্ত হইয়াছে,এস আমরা ঐ গুল্মেরঅন্তরালে অন্তর্হিত হই।"

স্বভাব-ভয়শালা বালা চকিত হরিণীর চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন উঠিয়া দাড়াইলেন; ইচ্ছা পথিকের অনুগমন করেন। পদ কম্পিত হইতে লাগিল—ভূমিতে পতিত হইলেন।

তরুণী তাঁহার জীবনদায়িনী, আর ও কিকারণ;—পথিকের আর পা চলিল না। শব্দে অনুমিত হইল শত্রুরা অতিশয় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। কহিলেন "এখনও আমার পশ্চাৎ এস, ইহার পর আর তোমাকে যবনহস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিব না।"

বালিকা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দৌড়িলেন— কিন্তু একটু দূর গিয়া আবার ভয়বিহ্বল, ভূপতিত হইলেন।

পথিক বুঝিয়াছেন তরুণী তাঁহার অনুগামিনী। পলাইয়া নিকটবর্ত্তী গুল্ম মধ্যে আশ্রয় লইলেন। মুখ আপনা হইতেই পশ্চাতে ফিরিল, মনোরমা নাই। কাতর দৃষ্টি গুল্মের বাহিরে চলিয়াগেল— মনোরমা সৈন্যদিগের হস্তে পতিতা। দে-

খিলেন—কি করিবেন, একাকী—কিন্তু তাঁই কি স্থির থাকিতে পারেন? বীরপুরুষ—আর্য্যকুলতনয়া—যবন হস্তে। বিশেষতঃ মনোরমার জীবন ও সম্মান তাঁহার জীবন অপেক্ষা শতগুণে অধিক প্রিয় ও আদরণীয়। সশব্দে অসি নিষ্কাশিত হইল। কিন্তু সৈন্যেরা যবন বা শত্রুপক্ষীয় নহে তাহাদের মধ্য হইতে একজন অদ্ভূতাকার পুরুষ কহিয়া উঠিল "মনোরমা!"

পথিক বুঝিলেন সৈন্যেরা তাঁহারই লোক। অকস্মাৎ দুঃখ ও হর্ষে বিহ্বল হইয়া বসিয়া পড়িলেন; আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

ক্রমশঃ।

প্রেরিত পত্র।

ইন্দ্র ধনু।

১

নব মধুমাস, নবীন স্বভাব,
রূপে আলো করে সকল ঠাঁই,
হৃদয়ে সঞ্চরে সুকোমল ভাব,
সুখময় সব যেদিকে চাই।

২

তরুকুল কিবা নব শোভা ধরে,
পরেছে শরীরে নূতন পাতা,
নব তৃণদল ধরণী উপরে,
যেমন হরিত বসন পাতা।

৩

কান্তারে কুসুম কলিকা নিকর,
রমণীয়রূপে আঁখি ভুলায়,
বিমল হাসিয়া বিকাশে অধর,
গৌরবে সৌরভ ধরেনা গায়।

৪

মলয় বিলাসী মৃদুল বাতাস,
ভরুহয়ে নব কুসুমাসবে,
যেন মাতোয়ারা ফেলিছে নিশ্বাস,
ঢোলিয়ে ঢোলিয়ে পড়ে গরবে।

৫

কুলায়ে লুকায়ে বিহগ সকল,
কল কল রবে করিছে গান,
অন্তরীক্ষে যেন গায় সুরদল,
জুড়াতে ধরার তাপিত প্রাণ।

৬

দিনকর করে গগণ প্রান্তর,
হ্রদ, গিরি গহন বন,
উজ্বল আভায় সব মনোহর,
হাসি হাসি যেন খোলে বদন।

৭

সরোবরে নব নলিনী সুন্দরী,
দোলে দোলে কিবা আমোদ ভরে,
জলে খেলা হেতু যেমন অমরী,
হাসিছে ভাসিছে মানস-সরে।

৮

মৃদু পাদচারে গগন প্রাঙ্গনে,
দেখা দিল আসি জলদাবলী,
শোভিল সুচারু ধবল বরণে,
রবির কিরণে দেহ উজলি।

৯

পূর্ব্ব নভোভাগে শুভ্র জলধর,
পশ্চিমে সুনীল রূপেতে মোহে,
মরি কি সুন্দর, লোকমনোহর,
হরিহর যেন একই দেহে!

১০

নীরদের কোলে ছড়ায়ে মাধুরী,
জলধনু দিল আকাশে দেখা,
শিশুশশি সম শরীর নেহারি,
পাশাপাশী টান রঙিন রেখা।

১১

ধূসর শরীরে হরিৎ সুন্দর,
সুলোহিত পীত, বরণগুলি,
মিটেল করিয়া যেন চিত্রকর,
টানিয়া দিয়াছে ধরিয়া তুলি।

১২

গগনালম্বিত ধনু তনু খানি,
ঠেকে আছে প্রায় ধরার গায়,
ত্রিদিব স্বরূপ লয়ে মন্দাকিনী,
যেন উথলিয়া ভূতলে ধায়।

১৩

জাহ্নবীর জলে সেচারু মূরতি
মৃদুল মৃদুল মলয় বায়,
চঞ্চল তরঙ্গ নিকর সংহতি,
হাসিয়া হাসিয়া ভাসিয়া যায়।

১৪

আকাশে, সলিলে, মানস মুকুরে,
কিবা মনোরম ধনুর খেলা,
ভাবুক জনের ভাব-তৃষা পুরে,
সুখভরে ধরা যেন বিহ্বলা।

১৫

পক্ক বিম্বফল, নব দূর্ব্বাদল,
অতসী কুসুম, এ তিন হতে,
পৃথক্ পৃথক্ করিয়া সকল,
পারাযায় যদি বর্ণ লতে,—

১৬

চিত্র-পট হলে যমুনার বারি,
ভাব-তুলি যদি মানস ধরে,
তাহলে সেরূপ কথঞ্চিত পারি,
দেখাইতে চারু চিত্রিত করে।

১৭

ভালবাসি অমি ওহে ধনুবর!
হেরিতে তোমারে বিমল বেশে,
তাই অধমের তুষিতে অন্তর,
হলে সমুদিত গগন দেশে?

১৮

সত্য যদি তবে ক্ষণেক দাঁড়াও,
হেরি চারুরূপ নয়ন ভরে,
সন্তাপ আঁধার ঘুচাইয়া দাও,
বিতরণ করি অমল করে।

১৯

তব মধুরতা কবিতার রসে,
মিশায়ে ভারতে করিব গান,
পিকবর যথা মধুর দরশে,
গাহিয়া জুড়ায় দগধ প্রাণ।

২০

দেখিতে দেখিতে জলদ-শরীরে,
জলধনুতনু মিলায়ে গেল;
বাসনা যেরূপ মিলায় অচিরে,
দীনের হৃদয়ে তেমতি হল।

ঈঃ—

১

আহা! কিবা অপরূপ সংসারের গতি,
ভাবিলে বিস্ময়রসে সিক্ত হয় মতি।
যেদিকেতে নেত্রপাতি, দৃশ্য চমৎকার,
ভঙ্গুর মরণশীল অখিল ব্যাপার।
সচল অচল আদি মরে সমুদায়,
চিরজীবী হয়ে রহে কবে কে কোথায়?

২

দিবানিশি হাসি আসি অখণ্ড নিয়মে,
ঋতু ছয়, তিথি চয়, নবগ্রহ ভ্রমে,
আপনার কার্য্য সাধি, হয়ে সযতন
সময়ে জগত ছাড়ি করয়ে গমন।
নিজ কার্য্য সাধ জীব দিন বয়ে যায়;
চিরজীবী হয়ে রহে কবে কে কোথায়?

৩

প্রাতঃবায়ু বিকশিত গোলাপ সুন্দর,
নিরখি জুড়ায় আঁখি অতি মনোহর।

সৌরভেতে চারিদিক করেছে আকুল,
মধুলোভে ধায় তায় মধুকর কুল।
সন্ধ্যা সমীরণে তার পাবড়ি খসায়।
চিরজীবী হয়ে রহে কবে কে কোথায়?

৪

মনোরম অনুপম উচ্চ তরুবর,
বিমল শ্যামল পাতে পূর্ণ কলেবর।
মুকুতার হাসি সম ঝুলিছে মুকুল,
সুমন্দ সমীরে দোলে, ভ্রমর আকুল।
শীত ঋতু সমাগমে পল্লব শুকায়।
চিরজীবী হয়ে রহে কবে কে কোথায়?

৫

দেখ সুখে পূর্ব্ব মুখে উদিল তপন,
সুখময় সুধাম্বুতে ভাসিল ভুবন।
বিহঙ্গম বৈতালিক হইয়ে নির্ভীত,
ললিত রাগেতে গায় আগমন গীত।
তিমির গ্রাসিল হায় অবশেষে তায়।
চির জীবী হয়ে রহে কবে কে কোথায়?

৬

পূর্ণ-ইন্দু প্রকাশিল সুনীল গগণে
তারা-বেল-ফুল-মালা পরি হৃষ্ট মনে।
চকোরেরা ঊর্দ্ধ মুখে সুধা করে পান,
সুশীতল করে স্নিগ্ধ জগতের প্রাণ।
কৃষ্ণ পক্ষ আসি তার হরয়ে শোভায়,
চিরজীবী হয়ে রহে কবে কে কোথায়?

৭

কিবা শোভা মনোলোভা রাম ধনু ধরে,
চিত্রিত বিচিত্র বর্ণে নভ আলো করে।
লাল নীল পীতে আঁকা দর্শন-রঞ্জন,
ধন্য সেই চিত্রকর গুণ-প্রস্রবণ।
দেখিতে দেখিতে আহা! আকাশে লুকায়।
চিরজীবী হয়ে রহে কবে কে কোথায়?

৮

অমল শীতল জল-পূর্ণ সরোবর,
সন্তরে মরালী সহ মরালনিকর।
কুমুদী নয়ন মুদি ঈশ্বরে স্মরিছে,
প্রফুল্ল কমল ফুল আহ্লাদে দুলিছে।
নিদাঘেতে সরশ্রেষ্ঠ পরিশুষ্ক প্রায়,
চিরজীবী হয়ে রহে কবে কে কোথায়?

৯

সাগর বক্ষেতে এই তরঙ্গ নাচিল,
ফেনরূপ দন্ত মেলি হাসিতে লাগিল।
আমোদের ভাব তার আর নাহি রয়,
অবিলম্বে জলধির নীরে হয় লয়।
তদ্রূপ জীবন, জীব! অনিত্য কায়ায়।
চিরজীবী হয়ে রহে কবে কে কোথায়?

জামালপুর, একাউন্টেন্ট আপিষ। } একান্ত বশম্বদ, শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি নিবেদন।

যাঁহারা এই পত্রে প্রকাশার্থে পত্র প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক নিজ নিজ পত্রে নাম ধাম প্রভৃতি লিখিয়া পাঠাইবেন। নাম প্রকাশ করা যদি অভিপ্রেত না হয় আমরা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না।

গুপ্ত যন্ত্র।

ইংরাজি ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি উত্তমরূপে ও সুলভ মূল্যে হইয়া থাকে। সমাচার কি সাময়িক পত্রিকা অথবা পুস্তক ছাপার বিলক্ষণ সুবিধা আছে। সকল পত্রিকা কি পুস্তক প্রকাশকগণের বিনা-কষ্টে ও অল্প ব্যয়ে সমুদয় কার্য্য, ছাপা, বাঁধা কি বিলি ও বিক্রয় প্রভৃতি সুসিদ্ধ হইতে পারে।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্ণ লেন গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ১০ই জৈষ্ঠ ১৭৯৩ শক। [৭ম সংখ্যা।

বাঙ্গালাভাষার অভাব।

১

কোন ভাষার পরিপক্কাবস্থা না হইলে কখনই তাহার অভাব পুরণ হয় না। কোন একটী ভাষাও সহজে পরিণত হয় না। যে ভাষায় যত শাস্ত্রাদি রচিত হয় সে ভাষা তত অভাবশূন্য হইয়া থাকে। আমাদিগের বাঙ্গালা ভাষায় শাস্ত্রাদি অধিক দেখা যায় না সুতরাং ইহাতে অনেক কথার অভাব দেখা যায়। সংস্কৃত ভাষায় অনেক প্রকার শাস্ত্রাদি আছে বটে কিন্তু বাঙ্গালায় অদ্যাবধি তাহার কিছুই অনুবাদিত হয় নাই। অনেকে ইংরাজী বা সংস্কৃত ভাষা হইতে উত্তমোত্তমোত্তম শাস্ত্র সকল অনুবাদ করিতে ইচ্ছুক হইলেও বাঙ্গালা ভাষায় কথার অভাব প্রযুক্ত কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে যে সকল কথা সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার প্রতিবাক্য প্রায় বাঙ্গালায় পাওয়া যায় না। যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতেও সম্পূর্ণরূপে ভাব প্রকাশ করা যায় না। যে যে মনোবৃত্তির পরস্পর অল্প বিভিন্নতা সে সকলের বাঙ্গালা প্রতিবাক্য প্রায় এক প্রকারই দেখা যায়। ঐ সকলকে বাঙ্গালায় ভিন্ন করিয়া প্রকাশ করিবার উপায় না থাকাতে মনোবিজ্ঞান বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে গেলে এমনি গোল বাধিয়া উঠে, যে একটী বৃত্তি হইতে অপরটীকে ভিন্নকরা দুরূহ বিবেচনা হয়। এইরূপ অন্যান্য বিজ্ঞান শাস্ত্রও বাঙ্গালা কথার অভাবপ্রযুক্ত দুরনুবদনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা প্রাচীন কালাপেক্ষা কমিয়া যাওয়াতে উক্ত ভাষার যে সকল উত্তমোত্তম শাস্ত্র আছে তাহা এদেশে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। জ্যোতিষ, ন্যায়, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বঙ্গদেশে আর নাই

বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যখন সংস্কৃত ভাষার প্রবল প্রতাপ ছিল, যখন শিশুরা ভাবী সংস্কৃত-শাস্ত্র-শিক্ষার নিমিত্ত পাঠশালায় প্রেরিত হইত, যখন সংস্কৃতানভিজ্ঞেরা যে, কিছুমাত্র লেখা পড়া জানেন বলিয়া গণ্য হইতেন না, তখন উক্ত শাস্ত্র সকলের যে প্রকার আদর ছিল এখন তত দূর নাই ইহার অর্থ কি ? উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে একমাত্র কারণ লক্ষিত হইবে যে, সে সকল শাস্ত্র আধুনিক সাধারণ লোকে বুঝিতে পারেন না ও সেই নিমিত্ত তাহাতে আর কোন প্রকার উপকার প্রাপ্ত হন না। এখন সংস্কৃত ভাষা মাতৃভাষা হইতে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সংস্কৃত শিক্ষা করিতে হইলে বিদেশীয় ভাষা শিক্ষার মত আড়ম্বর করিতে হয় সুতরাং সকলের সংস্কৃত শিক্ষা ঘটিয়া উঠে না সাধারণ লোকেও সংস্কৃত শাস্ত্র সকলের উপকারিতা বুঝিতে পারেন না। সংস্কৃত শাস্ত্র সকল বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইলে উক্ত অভাবটী দূর হয় বটে, কিন্তু বাঙ্গালায় যতদিন সেই সেই শাস্ত্রের উপযোগী কথা গঠিত না হবে ততদিন সে সকলের অনুবাদ হইবার সম্ভাবনা নাই।

আজকাল বঙ্গদেশে যে প্রকার শিল্প বিদ্যার অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং বাষ্পীয় কল সকল যে প্রকার প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে, ইহাতে এতদ্দেশীয় কারিকরদিগের বিজাতীয় কল নির্ম্মাণ করিতে শিক্ষা করা অতীব কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা দেশের যেরূপ অবস্থা ইহাতে ইংলণ্ড হইতে শিল্প দ্রব্য সকলের আমদানি যদি রহিত হইয়া যায় ও বাঙ্গালীরা সেই সকল শিল্প দ্রব্য ও কল প্রভৃতিতে দক্ষ না হয় তাহাহইলে আমাদিগের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা দুরূহ হইবে। এদেশীয়রা কিরূপে শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে ? শিল্পবিদ্যার দ্বারস্বরূপ পুস্তক সকল ইংরাজী ভাষায় রচিত, সামান্য কারিকরদিগের পাঠ-ক্ষমতার বহির্ভূত। সুতরাং উক্ত শাস্ত্র বাঙ্গালায় অনুবাদ করা ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। বাঙ্গালা ভাষায় ঐ সকল অনুবাদ করিতে গেলে, শিল্পসম্বন্ধী ও উক্ত শাস্ত্রের উপযোগী কথা সকলের প্রয়োজন ; কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় সে সকল কথাই নাই, এবং যত দিন গঠিত না হইবে ততদিন অন্য উপায় দ্বারা সে সকল সম্পন্ন হইবারও উপায় নাই।

এই সকল অভাব যত দিন বঙ্গভাষা হইতে দূরিভূত না হবে ততদিন আমাদের ভাষার উন্নতি ও তৎসহিত দেশের উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না। বঙ্গদেশের উন্নতাবস্থা দর্শন করা যদি বাঙ্গালীদিগের উচিত হয়, ও বঙ্গদেশের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করা যদি কর্ত্তব্য হয় তাহাহইলে অগ্রে দেশীয় অভাব সকল দূরীকরণ কর্ত্তব্য।

ভারতে গ্রীক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

ইরাবতী তীরে যেখানে বর্ত্তমান তুলম্ব নগর সংস্থাপিত আছে, তাহার প্রায় দশ ক্রোশ পশ্চিমে অলকানন্দা নামে এক ক্ষুদ্র

গ্রাম ছিল। কিন্তু নদী তীরে বহুল বৃক্ষ রোপিত থাকাতে অপর পার হইতে গ্রাম খানি নিবিড় জঙ্গলের ন্যায় দেখাইত। নদীটী গ্রামের নিকট অতিশয় বিস্তৃত নহে। কিন্তু কিয়দ্দূর দক্ষিণ-পশ্চিমে চন্দ্র-ভাগার সহিত মিলিত হইয়া বিলক্ষণ প্রশস্ত কলেবর ধারন করিয়াছিল। তৎকালে ভারতবর্ষের অপরাপর ভাগে সমুদ্র-যাত্রা ও বিদেশে বাণিজ্য প্রভৃতির বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব থাকিলেও বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় পঞ্জাব ও সিন্ধু দেশে নাবিকতা অতি জঘণ্য অবস্থাতেই ছিল। সেই সময়ে এই সকল দেশের নাবিকেরা পূর্ব্বোক্ত অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত স্রোতস্বতীও পার হইতে সাহস করিত না। অপর পারে গমনেচ্ছু ব্যক্তিরা এই নগরের নিকট নদী পার হইয়া যাইত। যেখানে পথিকেরা নদী পার হইত তাহার অন্যূন তিন ক্রোশ উত্তরে একটী ক্ষুদ্র বন ছিল। নানা জাতি মনোহর পুষ্প বিকশিত হইয়া বনটি সতত আমোদিত রাখিত। বন মধ্যে একটি পাষাণময় মন্দির, তাহার অদূরে একটি ক্ষুদ্র তটিনী নিকটবর্ত্তী শিলোচ্চয়ের মধ্য দিয়া ঝর্ঝরিশব্দে প্রবাহিত হইত। ঐ দেশস্থ লোকদিগের মধ্যে এই প্রবাদ ছিল যে, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু লোকালয় হইতে অধিক দূরবর্ত্তী হওয়াতে প্রতি দিন মন্দিরস্থ দেবতার নিয়মমত পূজার্চ্চনা হইত না। মধ্যে মধ্যে দুই একজন সন্যাসী আসিয়া মন্দিরে নিশাযাপন করিত।

যে দিবস পাঠকগণ ভ্রুকুশীলার প্রান্তরে মনোরমাকে আহত পথিকের সেবা-নিরতা দর্শন করেন, তাহার অন্যূন এক পক্ষ পরে সন্ধ্যার পর মন্দিরের সম্মুখে এক জন যোগী সমুপস্থিত, মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ।

পৃথিবী গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। নিশে! আজি তোমার কেশাভরণ হীরকমালা কোথায়?—এত মলিন বেশ কেন? মুখকান্তি উপপ্লুত নিশাকর সদৃশ এত ম্লান কেন?—তোমার সেই লোকনন্দন সমুজ্জ্বল দেহ-কান্তি কোথায়?—কেন আবার প্রোষিত ভর্ত্তৃকার ন্যায় বিন্দু বিন্দু অশ্রু বর্ষণ করিতেছ—ওঃ বুঝিয়াছি;—নিশানাথ অন্য-স্ত্রী-সম্ভোগে কোথায় মত্ত আছেন, এখনও তোমার নিকট আসেন নাই, তাই মানিনী হইয়াছ—তাহাতেই এত মলিন বেশ, এত ম্লান কান্তি; তাহাতেই এখন কৃষ্ণবাসে অবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতেছ?—ও কি! এইমাত্র নিস্তব্ধ হইয়া যেন যোগ সাধন করিতেছিলে, অকস্মাৎ এমন ভয়ানক শব্দ কর কেন?—ও আবার কি, ক্রুদ্ধ মদনান্তকের নেত্রজ্বালার ন্যায় নয়নপ্রতিঘাতকর চঞ্চলালোক, তবে বুঝি মানও নয় দুঃখও নয়, মেঘাবলি সমাচ্ছন্ন হইয়াছে!!

তবে এ সময়ে উদাসীনের কেনই বা ভয়ের সঞ্চার না হইবে কেনইবা দ্বার উদ্ঘাটন নিমিত্ত প্রাণপণে সবলে কবাট করতাড়িত না হইবে! কিন্তু দ্বার ভগ্ন করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করা কি উদাসীনের কার্য্য, তাহা বরং কোন ক্ষত্রিয় বীর হইলে দেখা যাইত! কবাট ভিতর হইতে বন্ধ হইয়াছে। যোগিন্ কাতরস্বরে দ্বার উদ্ঘাটন করিবার প্রার্থনা কর। আর্ত্তবাক্যে পাষাণও দ্রব হয়, মন্দিরস্থ দেবতাও যদি দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকেন, অবশ্যই খুলিয়া দিবেন। ইহা ভিন্ন তোমার আর গত্যন্তর নাই।

রুদ্ধদ্বার মন্দির সহসা শব্দপূর্ণ হইয়া-উঠিল; বাহিরেও আসিল, যোগী শুনিলেন কেহ যেন গম্ভীর স্বরে বলিতেছে 'তুমি কে?'

'আমি উদাসীন যোগী, মন্দিরে আশ্রয় প্রার্থনা করি।'

দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। সম্মুখেই এক ব্যক্তি অসি হস্তে দণ্ডায়মান। উদাসীন দেখিলেন মন্দির মধ্যে ভবানী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা। দেবী পদ সমীপে একখানি নিষ্কোষ দীর্ঘ অসি দীপপ্রভায় প্রতিফলিত হইতেছে। দেবীর সম্মুখে এক দীর্ঘাকার যুবা পুরুষ যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার দক্ষিণ বাহুতে সুবর্ণ কবচ বদ্ধ। নেত্রদ্বয় নিমীলিত, অংসদ্বয় ঈষদবনত হইয়া পড়িয়াছে। তৎ সঙ্গে প্রফুল্ল কমলের ন্যায় উত্তান করতল বিন্যাস করিয়া ধ্যানাসক্ত রহিয়াছেন। পাঠক, মনে যদি একটু ভক্তিভাব থাকে, তাহা হইলে হয়ত মনে করিবেন ভগবতী ভবানী দেবী যুবকের কষ্টসাধ্য তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া বর প্রদানের নিমিত্ত স্বয়ং মূর্ত্তিমতী আবির্ভূতা হইয়াছেন।

পাঠক মহাশয়েরা পূর্ব্বে যে পথিককে প্রান্তরে পতিত দেখিয়াছিলেন তাহার সহিত এই যোগনিরত পুরুষের তুলনা করিয়া দেখুন হয়ত চিনিতে পারিবেন না। বেশ পরিবর্ত্তনে কি না হয়? পরম জ্ঞানী মহাদেব মোহিনী রূপিণী বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় আপনাদের অনেকেরই অবিদিত নাই। এখনত আর সে লৌহকবচ নাই—পীতবর্ণ দুকুলই প্রতিনিধি স্বরূপে তৎকার্য্য সাধন করিতেছে। মস্তকে শশীশুভ্র উষ্ণীষের পরিবর্ত্তে প্রাতঃ সূর্য্য শঙ্কাস জপা কুসুম বিরাজমান। তবে সূক্ষ্মদর্শী পাঠকগণ অনেকক্ষণ তাঁহাকে চিনিয়াছেন যাহাহউক আপনারা চিনিতে না পারুন অগন্তুক উদাসীনের নিকট তিনি বড় অধিক্ষণ অপরিচিত রহিলেন না। তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইল 'এ কি পুণ্ডরীক!'

পুণ্ডরীক নয়ন উন্মিলন করিয়া কহিয়া উঠিলেন 'ভগবান প্রণাম করি।'

যোগী কহিলেন 'এক্ষণকার কুশলত?'

ভগবান আপনকার প্রসাদে এ বিপদ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইব।

'এখন আবার কি বিপদ উপস্থিত'।

'ভগবান্ আশার্ব্বাদ করুন। দুরাত্মা যবন আমাকে যে কষ্ট দিয়াছে স্বচক্ষে দেখুন যুবা পুরুষ আপনার বাম হস্ত বিস্তার করিয়া দেখাইলেন, যোগী দেখিলেন। প্রথমে মুখে একটু হর্ষ চিহ্ন প্রকটিত হইল। কিন্তু চতুর যোগীকে শীঘ্র নিজ ভাব গোপন করিতে বড় কষ্ট পাইতে হইল না। পুণ্ডরিকের চক্ষু দ্বিতীয় অস্ত্রধারীর দিকে। যোগীর মুখে যে ভয়ানক কাণ্ড হইয়া গেল, তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না।

পাঠক মহাশয়েরা একটু মনোযোগ করিয়া দেখুন যোগীর আবার ভাবান্তর উপস্থিত। কি বুঝি মনে উদয় হইল। ঐ দেখুন যে মুখ এতক্ষণ প্রণিধান করিয়া দেখিলে বোধ হইত যেন কষ্টস্বষ্টে ওষ্ঠাধর টিপিয়া মৃদুমন্দ হাসিতেছে, সেই মুখ সহসা দুঃখে মলীন হইয়া আসিল। একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

কারণজিজ্ঞাসু পাঠকদিগের উৎসুক্য নিবারণ বড় সহজ নহে। তবে একান্ত উৎসুক হন, দুই এক কথায় নিবৃত্ত করিতে পারি। কিন্তু তাহা কোন কাজের?

না হইলেও না হইতে পারে। তবে ধৈর্য্য ধরাই ভাল। ক্রমে সকলই প্রকাশ পাইবে।

বীর-পুরুষের চক্ষু এতক্ষণ তাঁহার সঙ্গী অস্ত্রধারীর দিকে কেন? তাঁহার সহচর তাঁহাকে ইঙ্গিতে কি বলিতেছিলেন। দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দে তাঁহার নেত্রদ্বয় উদাসীনের মুখে ন্যস্ত হইল। বুঝিলেন যোগী তাঁহার দুঃখে দুখিত। কহিলেন 'ভগবান্ দুর্ব্বাসা কুপিত হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণেরও রাজশ্রী নষ্ট হয়। এক্ষণে আপনার কোপানল আমার বাহুবীর্য্যরূপ পবনে সমধিক প্রদীপ্ত হইয়া সেই দুরাত্মা বৈদেশীককে বিনষ্ট করিবে সন্দেহ নাই। আর আমি সেই ভারত শত্রু, সাধারণ শত্রু যবনকে নিহত না করিয়া কখনই ক্ষত শরীরে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিব না।'

'বৎস, যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমার এ প্রতিজ্ঞা তাহার উপযুক্তই বটে। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি এই প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অমূল্য রত্ন স্বরূপ মগধ সিংহাসন লাভ কর।' অমূল্য রত্ন নামে পুণ্ডরীকের মনে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। মুখশোভা গম্ভীর ও শোকার্ত্তের ন্যায় হইয়া আসিল, কহিলেন 'ভগবান্ আপনি অন্তর্যামী, লোকের হৃদ্গত তপঃপ্রভাবে আপনার কিছুই অবিদিত নাই। এক্ষণে এই বলুন যেন আমার অভিষ্ট সিদ্ধ হয়।'

পুণ্ডরীকের নেত্রপ্রান্তে এক বিন্দু জল আসিয়া দেখা দিল। চতুর উদাসীনের কিছুই অবোধ্য রহিল না। সহসা মুখমণ্ডল একান্ত চিন্তামগ্নের ন্যায় হইয়া উঠিল। নৈরাশ্য ব্যঞ্জক একটু মলীনতা প্রকাশ পাইল, যেন হৃদয় অকূল দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। পুণ্ডরীকও দেখিলেন, কিন্তু আর একরূপে কারণ বুঝিয়া লইলেন।

উদাসীন কহিলেন 'সকলই ভগবতীর ইচ্ছা, তিনি অবশ্যই তোমার মঙ্গল সাধন করিবেন। যাহাহউক অনর্থক যুদ্ধস্থলে গিয়া আহত হওয়া-নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইয়াছে।

পুণ্ডরীক কহিলেন 'শুনিলাম সেই দুরাত্মা দাসীপুত্র চন্দ্রগুপ্ত যবন শিবিরে আছে।'

'সেখানেও বন্দী।'

'বন্দী নহে, সেকন্দরের সহচর, তাহার প্রধান সেনানী সেলুকসের পরম বন্ধু। সুতরাং দুরাত্মা গ্রীকের বিনাশ ব্যতীত স্বদেশ-দ্রোহী পাপিষ্ঠ দাসীপুত্রের বিনাশ দুরূহ ভাবিয়া তক্ষশিলায় সমর-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলাম। আরও——'

পুণ্ডরীকের আর বাক্ নিঃসরণ হইল না। মুখ একটু লজ্জাম্লান হইয়া আসিল। প্রখর দৃষ্টি মৃদুভাবে উদাসীনের মুখ হইতে ভূমিতে বিন্যস্ত হইল।

শোক ও ক্রোধ দুয়ের মিশ্রণ হইলে মুখ যেরূপ হয়, উদাসীনের মুখের ভাবও সেইরূপ; তাহাতে আবার একটু বীরবর্ণও প্রকাশমান, কিছুই বলিতে পারিলেন না। গম্ভীর মূর্ত্তি, অন্তর্ব্বহ্নি আগ্নেয় গিরির ন্যায় স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

ক্রমে বৃষ্টি নিবৃত্ত হইল। নির্ম্মল গগণ তলে রজনীশিরোভূষণ শশলাঞ্ছন সমুদিত হইলে সহাস্যবদনা দিগ্বধুগণের দশনপ্রভায় সমন্তাৎ আলোকিত হইল। পুণ্ডরীকের ইঙ্গিতে তাঁহার সহচর অস্ত্রধারী বাহিরে গিয়া কি দেখিয়া আসিলেন। উদাসীনের সহিত পুণ্ডরীকের কিয়ৎক্ষণ কি কথা বার্ত্তা হইল, শুনা গেল না। অস্ত্রধারী

গমন সময় উপস্থিত বলিয়া দিলেন। যোগী কহিলেন "নন্দনন্দন, আশীর্ব্বাদ করি সর্ব্বদা সফলমনোরথ হইয়া মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ কর। আমি অতি শীঘ্রই যবন-শিবির হইতে প্রত্যাগত হইয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

"তবে এক্ষণে প্রণাম করি।"

উদাসীন আশীর্ব্বাদ করিয়া চিন্তামান মুখে চলিয়া গেলেন।

পুণ্ডরীক যথেচ্ছা গমন করিলেন, উদাসীনও গ্রীক সিবিরে; কতদিনে আবার তাঁহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে নিশ্চয় নাই।

ক্রমশঃ।

তপস্বিনী।

প্রথমভাগ।

কল্পনার প্রতি।

"কুক্কুরেতে খায় হবি, মূর্খ মুখ্য হয় কবি,
জোনাকী রবিত্ব-অভিলাষী॥
তাই বলি ওগো বাণী, শীতল করহ প্রাণী,
রসনায় করিয়ে আসন।"

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

১

নাচে না কদম্ব-মূলে বাজায়ে মুরলী
রাধা-মনোবিনোদন নটবর কালা,
যমুনার তীরে আর রাধা রাধা বলি,
মজাতে সরলা নারী গোপ-কুলবালা;
আজি সে যমুনাতীর হয়েছে বিজন,
নাহি যে বাঁশরী-ধ্বনি, নাহি ব্রজ-ধন।

২

দূরদেশে কেলিবনে হেরি লতাবলী
পশেনা গোপিনী-মনে মদনের জ্বালা,
কোথা হৃদয়ের আলো প্রাণহরি বলি,
বিরহ-আকুলা নহে বিরহিণী বালা;
আজি সেই ব্রজবন হয়েছে নীরব,
নাহিক বিরহ তথা নাহিক মাধব।

৩

এত যে সাধের প্রেম, এত ভালবাসা,
এতই যে একজ্ঞান, এত একমন,
এতই যে গালাগালি এক প্রাণে বাসা,
সকলি ফুরায়ে গেছে নাহিক এখন।
কদম্বের মূলে নাহি মুরলীর ধ্বনি,
বিরলে নাহিক আর "চললো স্বজনি"

৪

আছে খালি তাহাদের ভালবাসা শেষ,
প্রেমের মধুর চিহ্ন প্রেম কেলিবন,
হাসিমুখী যমুনার তরঙ্গিনী বেশ,
তাহার তীরেতে তরু উন্নত-বদন;
বাজেনা কল্পনা-বীণা নিরখি তাহায়,
চাহিনা, বাজা'ক যদি বিধর্ম্মী বাজায়।

৫

প্রদোষ-সময়ে যথা সুনীল গগণে
রাজিত রজতময় শোভাকর শশী,
সদানন্দ সাগরের নীরদবরণে
ভাতিত কনকলঙ্কা, নিবারিত মসি;
তাহার বিক্রম-রবি সুপ্রখর করে
সন্তাপিত করেছিল দেবাসুর নরে।

৬

মহাবীর-কুলপতি বারণ-কুমার
বাড়াইয়াছিল তার উন্নতি লতায়;
সকলেই ভীত ছিল প্রতাপে তাহার,
ডুবেছিল সেই-বীর সোণার লঙ্কায়,
এখন বৃটেন-দ্বীপ ধরে যেই মান,
সেই তারে করেছিল সে মান প্রদান।

হায়রে কনক-লঙ্কা, তখন তোমার
কি হরষে সুখদিন করেছে গমন!
হইবে এমন, ভাব নাই একবার,
অস্তগত হবে তব সুখের তপন;
তোমার পঙ্কজ-রবি প্রমীলা-বিলাসী
হইবে কখন, হায়! সলিল-নিবাসী!

৮

হায়রে কালের কিবা সুবিচিত্র গতি!
এইত ভাসিতেছিল অমল কমল,
পুনরায় দেখি তায় শোভা-হীন অতি!
এইত ঝলিত মান লঙ্কার বিমল,
পুনরায় দেখি তাহা নাহিক তেমন,
হইয়াছে ভূষা-হীনা রমণী যেমন!

৯

সুপ্রসিদ্ধ মহাবীর অজজ-কুমার
মারিল ভীষণরণে বাসববিজয়ে,
জীবন-প্রদীপ-আলো নিবাইল তার,
মিটাল সমরসাধ—চির অরিজয়ে;
মরিল রাবণি যদি অতি দুরাচার,
শান্তি আসি বিরাজিল সংসারে সোণার।

১০

হায়রে গাবনা গান মদমত্ত হয়ে,
চরণ অর্পিয়ে শিরে 'কল্পনা পিতার'
ধরিব না রাজমান, কলীদাস রয়ে
পুজি যার পদ করি অপমান তার;
রচিব না মধুচক্র, তুমি বঙ্গবাসী,
ভারতের উচ্চপদে নহি অভিলাষী!

১১

কোথা গো কল্পনাদেবি সুধা প্রবাহিনী—
ডাকিনা তোমায়, সখি, ডাকিনা তোমায়;
কতজন ডাকি তোমা, অমৃত ভাষিণি,
চলায়েছে দেশ আর কি কহিব হায়!
কি হবে জানি না তবে ডাকিলে তোমায়
হাসাব কি সবে, যথা সকলে হাসায়।

১২

অতি প্রিয় ধন মম, মধুর হাসিনি,
তাই মন সদা কিন্তু তব কাছে ধায়;
মনে থাকেনাক কিছু, মনবিলাসিনি,
যদি একবার কভু তব দেখা পায়।
কোথা তুমি? মনোমাঝে করি দরশন,
এই যে দিতেছ তুমি মধুর কিরণ।

১৩

সদা তুমি, প্রিয়সখি, প্রফুল্ল-অধরে
হাসিভরা হাসিমুখে, গোলাপী কপোলে
দেখা দাও; তব মুখ দরশন করে,
হরষে মানস যেন গরজি উথলে;
নিশানাথে হেরি যথা গগণ উপরে
নেচে নেচে, বারি নিধি, উঠে প্রেমভরে।

১৪

সুস্থির হৃদয়ে যবে আসীন বিজনে,
মানস সরসী যবে কাঁপে নাক আর,
বহেনা যখন আর ঝাক্‌ঝা জীবনে,
খুলে দাও সমুখেতে ত্রিদিবের দ্বার।
আমি যেন, সখি, তব যতনের ধন,
যতনের ধন বলি রতন-যতন!

১৫

দেখি তথা সুশোভিত নন্দনকাননে
প্রকৃতির মনোহর সুচারু আকার,
হায়রে কামিনী যেন সহাস আননে
ধরিয়াছে সুনবীন বেশ সুষমার।
হায়রে বিধাত! আজি কতই সদয়,
তাই সদা হরষে জীবন ভেসে রয়!

১৬

মানসে মানস সদা করি নব গান,
বাজাব আমোদে মম মধুর বীণারে
জুড়াইব জগতের সন্তাপিত প্রাণ,
বহাব নূতন স্রোত বঙ্গের মাঝারে,
বাড়াইব দেশ মাঝে কবিতার মান
শীতল করিব যত বঙ্গবাসী কান।

১৭

অয়ি সুমধুরা বীণে! আনন্দদায়িনী
পবিত্র প্রেমের নদী, বহলো লহরী;
বিজনের এক সুখ, চিন্তা প্রবাহিনী,
গাও গান আজি ধনি! নব তান ধরি।
অমনি ছিঁড়িল তার, চলালে সুন্দরি
না—না—এযে তিলত্তমা পবিত্র অপ্সরী!

১৮

দিও না আশারে পথ!—হলোনাক গান?
হৃদয় অচলে, অয়ি অমৃত ভাষিণি,
দেখাদিয়ে ধর আজি পুন অন্য তান।
অভাগিনী তপস্বিনী অবোধ কামিনী,
গাহিব তাহার গান, শুনাব তাহায়।
কেমন গাহিতে গান দেখি পারা যায়।

১৯

মাতিয়ে যৌবন মদে, মায়াজালে ভুলি,
উজল সতীত্ব দীপ করিয়ে নির্বাণ,
অপবিত্র বিষম কলঙ্কহার তুলি,
পরিল গলায় এক অবলার প্রাণ,
ভেবেছিল অভাগিনী মানে বিসর্জ্জন
দিয়ে, হবে ধনী লয়ে পরপতি-ধন।

২০

তাও কি কখন হয়? যাইল যৌবন,
শুকাল রূপের ফুল, মধু-ফুরাইল;
অমনি বিরাগে ফিরে গেল অলিগণ,
সে যৌবন গেলে কেহ আর না রহিল!
যে যৌবন কলঙ্কের প্রধান কারণ,
তা গেল, কলঙ্ক হল, অসুখ তখন!

২১

কাঁদিল তখন ধনী,—কাঁদিলে কি হবে?
ফিরিবে না সে যৌবন; সেই অলিগণ!
গাহ গো কল্পনা দেবী আজি সেই সবে,
কত বিলপিল ধনী কাঁদিল তখন।
সেই সব শুনাইয়ে আজি তোষ প্রাণ,
গাও গো কল্পনা দেবী গাও নব গান।

২২

মাননীয় রামযদু উন্নত হৃদয়——
সে উদার নাম মনে উদিল এক্ষণে।
নমিতেছি পদযুগে হে করুণাময়,
নমিতেছি আন্তরিক ভক্তিযুত মনে।
আমি সেই প্রিয়ছাত্র, হে স্নেহ-সাগর,
আপনি—ভকতিপাত্র সুশিক্ষকবর।

২৩

তুষিতে ছাত্রের মন থাকি সযতন
শিখাতেন নব শিক্ষা গম্ভীর বদনে—
যে শিক্ষার বলে আজি দলি রিপুগণ,
সাধ্যমত স্থিরচিতে আছি এ যৌবনে;
তা না হলে ধরণীর ত্যজ্য-পুত্র দলে
হয়তো মিশিত দাস যৌবন কৌশলে।

২৪

সে অসীম উপকার করিয়ে স্মরণ,
সেই সব ধ্যান করি এতক্ষণ তরে,
কৃতজ্ঞতা অতি তুচ্ছ চিহ্নের মতন
অর্পিলাম এই কাব্য আপনার করে।
আপনার মহোজ্জ্বল নামের কিরণে,
এই কাব্য মহোন্নত করিতেছি মনে।

ইতি কল্পনা।

ক্রমশঃ।

সাহিত্য সংগ্রহ।—প্রস্তুত হইয়াছে।

গুপ্ত যন্ত্র।

ইংরাজি ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি উত্তমরূপে ও সুলভ মূল্যে হইয়া থাকে। সমাচার কি সাময়িক পত্রিকা অথবা পুস্তক ছাপার বিলক্ষণ সুবিধা আছে। সকল পত্রিকা কি পুস্তক প্রকাশকগণের বিনা-কষ্টে ও অল্প ব্যয়ে সমুদয় কার্য্য, ছাপা, বাঁধা কি বিলি ও বিক্রয় প্রভৃতি সুসিদ্ধ হইতে পারে।

শ্রী সত্যচরণ গুপ্ত
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্শ লেন গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৩ শক। [৮ম সংখ্যা।

ভারতে গ্রীক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হস্তিনা-নাথ।

এক্ষণকার দিল্লীনগরের অদূরে যমুনা তীরে প্রাচীন কুরু-রাজধানী হস্তিনাপুরী অবস্থাপিত ছিল। এই সময়ে হস্তিনার আর পূর্ব্ব প্রভাব ছিল না, হস্তিনার প্রভাবসূর্য্য অনেক দিন হইল অস্তমিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার তৎকালীন মহীপতি পুরঃসরের সময়ে অনেকাংশে নগরের পূর্ব্ব সৌভাগ্য পুনরুদ্ধার হইয়াছিল। পুরঃসর মগধ সিংহাসনের অধীন নৃপতি হইলেও চক্রবর্ত্তী হইতে অতিশয় হীন ছিলেন না। বস্তুতঃ তিনি তৎকালে পশ্চিম ভারতবর্ষের প্রধান সামন্ত ছিলেন।

নগরের উত্তর প্রান্তে সুপ্রশস্ত রাজপুর দিবা রাত্রি উৎসবময় শোভাময় ও কোলাহলময় প্রতীয়মান হইত। কিন্তু এখন আর রাজবাটীর সে মনোজ্ঞ শোভা নাই। রাজভবনের শোভাকর যে যে বস্তুর আবশ্যক ও পূর্ব্বে ছিল এখনও তাহাই আছে, তথাপি চাহিয়া দেখিতে ক্লেশবোধ ও হৃদয় কম্পিত হয়। পাঠক যদি বীর পুরুষ হন, হয়ত উল্লাসিত হইবেন। কিন্তু আমরা প্রসিদ্ধ ভীরু, চিরসাহসহীন, দুর্ব্বল বঙ্গবাসী; যথার্থ ধরিতে গেলে আমাদের ভীত হওয়া ভিন্ন উল্লাস সম্ভবে না। মুসলমান বঙ্গ-বিজেতার সপ্তবিংশতি অসুর আমাদের বীরতার সুন্দর দৃষ্টান্ত, বীর পুরুষ পাঠক মহাশয়েরা অসন্তুষ্ট হইবেন না, অন্য সময়ে কিম্বা কথায় আপনারা বিলক্ষণ সাহসী ও প্রকৃত বীর কিন্তু উপযুক্ত সময়ে আপনারা আমাদের হইতে বড় পৃথক নহেন।

নগরে রণসজ্জা আরম্ভ হইয়াছে। রাজপুরে বীরমদমত্ত সৈনিক পুরুষগণ সদর্পে উলম্ফন ও বাহ্বাস্ফোটন করিয়া বেড়াইতেছে। শস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, কোদণ্ড জ্যানির্ঘাত, প্রক্ষিপ্ত শর সমূহের শনশনাশব্দে নগর কোলাহলময় যমপুর তুল্য বোধ হইতেছে, আগ্নেয়াস্ত্রের ভীষণ শব্দে পুরবাসিগণের শ্রবণ বধির প্রায় হইয়া আসিয়াছে। মদমত্ত করিগণের ভীষণ বৃংহিত, যুদ্ধামোদী বীরগণের ঘোর সিংহরব সৈন্ধবাশ্বগণের উচ্চৈঃহ্রেষা, মধ্যে মধ্যে এক একবার শিবপরায়ণ যোদ্ধৃবর্গের গগন মণ্ডল ভেদী হর হর শব্দ। পৃথিবী যেন থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

রজনী গভীর, প্রায় সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। সকলের প্রগাঢ় সুষুপ্তির সময়, কিন্তু সশঙ্কিত বলিয়া জাগ্রত অবস্থায় রহিয়াছে। রাজভবন কোলাহলময়; কিন্তু একদিক্ অপেক্ষাকৃত অথবা সম্পূর্ণ নির্জ্জন। পুরীর এই অংশে গৃহমধ্যে দুইটি পুরুষ আসীন আছেন। গৃহের দ্বার রুদ্ধ, পরিচ্ছদ দ্বারা অনায়াসেই দুই জনকে চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে; একজন মহার্হ পরিচ্ছদে আবৃত; মস্তকে হেম কিরীট; করতলে হেমজড়িত গজদন্ত নির্ম্মিত বেত্র; অপূর্ব্ব নয়ন-রঞ্জন হৃদয়ের পাপ নাশন মনোজ্ঞ রমণীয় মূর্ত্তি, দেখিবামাত্র অনুমিত হয় ইনি পশ্চিম ভারতেশ্বর মহারাজ পুরঃসর।

অপর ব্যক্তি দূতবেশী।

রাজা কহিলেন "পারিবেত?"

"মহারাজের কৃপায় অনায়াসেই ইহাতে কৃতকার্য্য হইব।"

"তবে এখন এস, দেখিও যেন বিলম্ব না হয়।"

"যে আজ্ঞা আমি অদ্য রাত্রেই যাত্রা করিব, এক্ষণে বিদায় হই।"

দূত চলিয়া যায়, ভূপাল আবার ডাকিয়া কহিলেন, দেখ 'হেমরাজ।'

হেমরাজ ফিরিয়া—"মহারাজ।"

পুরঃসর কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন। 'দেখ—অধিরাজ জ্ঞাত ছিলেন ইন্দুমালা তাঁহার মাতুল তক্ষশিলানাথের ভবনে অবস্থিতি করিতেছিল, তক্ষশিলার পরাভব শুনিয়া বোধ হয় তাহার কথাও জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।'

ব্রাহ্মণ-স্বভাব-সুলভ কোপের বশীভূত হইয়া হেমরাজ কহিলেন, 'রাজনীতি, রাজকর্ম্মের নিমিত্ত দূত প্রেরণ পরিবারসম্বন্ধীয় কথার নিমিত্ত নহে।'

'না হে, সম্পর্ক থাকিলেই লোকে জিজ্ঞাসা করে।'

'কি সম্পর্ক?'

'রাগ হইলে কি সকলই ভুলিয়া যাইতে হইবে। কি সম্পর্ক জান না, ভাবী পুত্র বধূ সম্পর্ক।'

হেমরাজ লজ্জিতমুখে নীরব হইয়া রহিলেন।

হেমরাজ সামান্য দূতবেশী হইলেও বস্তুতঃ তিনি নিতান্ত সামান্য ব্যক্তি নহেন। তিনি পুরঃসরের আচার্য্য পুত্র; উভয়ে একত্রাবস্থান করাতে বাল্যাবস্থাতেই তাঁহাদের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। হেমরাজ অসামান্য ধীশক্তি-সম্পন্ন ও কার্য্যদক্ষ পুরুষ। যখন ব্রাহ্মণসুলভ-কোপের বশীভূত না হইতেন, তখন রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা বিষয়ে অসামান্য বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাইত। গুণগ্রাহী মহীপতি কখনই কোপন স্বভাব হেমরাজের কথায় অমর্ষ-

।শীভূত হইতেন না। প্রত্যুত বিশেষ স্নেহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন।

হেমরাজ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন "তাহা হইলে কি বলিয়া উত্তর দিব?"

রাজা কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন, 'তাহা আর তোমাকে কি বলিয়া দিব। তুমিওত ইন্দুমালার মুখ হইতে সব শুনিয়াছ বিবেচনা করিয়া বলিও।—আর তিনি এসময়ে সে সংবাদ হয়ত জিজ্ঞাসাও করিবেন না।'

হেমরাজ বিদায় হইয়া চলিয়া গেলেন। পুরঃসর করতলে কপোল ন্যাস করিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। পুরঃসর বসিয়া রহিলেন। দৌবারিক আসিয়া নিবেদন করিল "মহারাজ সদানন্দ সামশ্রমী আসিয়াছেন।"

নৃপতি করতল হইতে কপোল তুলিয়া চাহিলেন; দেখিলেন রজনী বঞ্চকের ন্যায় তাঁহার অজ্ঞাতসারে প্রস্থান করিয়াছে একটু বিস্ময় আসিয়া উপস্থিত হইল; কহিলেন "আসিতে বল।"

সামশ্রমী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহারাজার জয় হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পাঠক, ইনি আপনাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত উদাসীন, এই সুযোগে ইহাঁর নামটিও জানিয়া লউন।

ভূপতি প্রণাম করিয়া কহিলেন "কিছু অবগত হইলেন।"

সামশ্রমী কহিলেন 'হাঁ। সকলইত জানা গেল। সেকেন্দরের শিবির এখন চন্দ্রভাগা তীরে।'

"আপনি যবনশিবিরে গিয়াছিলেন।"

"হাঁ গিয়াছিলাম।"

"তাঁহাদের সৈন্য সংখ্যা কত?"

আপনার সৈন্যের চতুর্থাংশও নহে; তবে তাহারা সমরে চিরাভ্যস্ত।"

"আপনার প্রসাদে তাহাতে ভীত নহি। আর্য্য সন্তানগণের বেগ নিবারণ করে, এমন বীরপুরুষ গ্রীক সৈন্যে যে অল্প আছে তাহা তক্ষশিলার যুদ্ধেই প্রমাণিত হইয়াছে।"

"কেন তক্ষশিলার ক্ষেত্রেত সেকেন্দর বিজয়ী।"

"বিজয়ী বটে, কিন্তু তক্ষশিলার সৈন্য সংখ্যাত আপনার অবিদিত নয়।"

পাঠক মহাশয়েরা হয়ত আপত্তি করিবেন, তক্ষশিলায় যুদ্ধ হয় নাই, বিনা সমরেই রাজা বীরবল সেকেন্দরকে রাজধানীতে আসিয়া সন্মাননা করেন।—কিন্তু তখনকার হিন্দু রাজারা এত নির্ব্বীর্য্য হন নাই যে নাম মাত্রেই বৈদেশিক বিধর্ম্মীর সন্মাননা করিবেন। তাঁহারা তখন পর্য্যন্তও গ্রীসীয়দিগের বাহুবলের পরিচয় পান নাই। তাহাতে বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার কখনই সম্ভব নহে। আমরা সচরাচর যে চিত্র দর্শন করি, তাহার তুলিকা গ্রীকদিগের হস্তে; কিন্তু তুলিকাটি হিন্দুদিগের হস্তে থাকিলে চিত্রখানি আর একরূপ দেখাইত সন্দেহ নাই। শিখ সমরের অসামান্য পরাক্রমী রণবীর শ্যাম সিংহের অলৌকিক বীরতাই একরূপ অপরিজ্ঞাত রহিল!

সামশ্রমী কহিলেন, "হাঁ আরও তক্ষশিলায় সেকেন্দরকে যৎপরোনাস্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, কিন্তু ন্যায়-যুদ্ধে জয় পরাজয় উভয়ই সম্ভব। অতএব আমি যে মন্ত্রণা স্থির করিয়াছি করিলে হয় না।"

"অনুমতি করুন।"

"সেকেন্দরের আহত সৈন্যগণ এখনও পুনর্ব্বার সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার অনুপযুক্ত। এখন আক্রমণ করিলে আমাদের জয়ের আর কোন সন্দেহ নাই।"

"সেকেন্দর এখনও আমার শত্রু নহেন।"

"তোমার শত্রু নয়, ভারতের শত্রু। তক্ষশিলার রাজা বিজেতা হইলে, তোমার ক্ষতি কি?"

"কেন, রাজা বীরবল তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়াছেন।"

সামশ্রমী কহিলেন "মহারাজ, কোন অসদুপায় অবলম্বন করিয়াও যদি দেশ-দ্বেষী যবনদিগের বিনাশ হয়, তাহাও কর্ত্তব্য, অতএব আপনার, ইহাতে সঙ্কুচিত হওয়া বিধেয় নয়। বিশেষতঃ পশ্চাত্য যবনেরা প্রতারণাময়।"

পুরুঃসর কহিলেন "পারস্যে সেকেন্দরের যুদ্ধের বিষয় বুঝি আপনারা অবগত নহেন।"

"কি বল।"

"এক সময়ে সুযোগ পাইয়াও, সৈন্যগণও সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়াও যবনরাজ নিশাক্রমণে বিরত ছিলেন। পাশ্চাত্যেরা প্রতারক হইলেও, সেকেন্দর চাতুর্য্য লেশশূন্য, তাঁহাকে প্রতারিত করা কি উচিত?"

"করিলে বোধ হয় দোষস্পৃষ্ট হইবে না। এ কর্ম্ম কেবল আপনার জন্য নহে, সমস্ত ভারতের মঙ্গলের জন্য ও স্বাধীনতার জন্য। বিশেষত সেকেন্দর দস্যু হইতে অধিক ভিন্ন নহে। তাহার ভারতা-ক্রমণে অধিকার দস্যুবৃত্তি ভিন্ন কিছুই নহে। তুমি রাজা যে কোন প্রকারে হউক দস্যুদমন করা রাজধর্ম্ম।"

"সেকেন্দর দস্যু নহেন বিজেতা।"

"তবে কি তুমি ভারতের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিবে?"

ক্রোধ ও অভিমান যুগপৎ আসিয়া পুরুঃসরকে আশ্রয় করিল। মুখে স্থির রক্তিমা প্রকাশ পাইল। কুপিত মদনদাহ লোচনের ন্যায় চক্ষুদিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। ওষ্ঠদ্বয় কম্পমান বিদ্যুদ্বেগে ঝঞ্চনা শব্দ সহিত অসি কিস্কাশিত করিয়া বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করিলেন, কহিলেন "এই অসি শত্রুনাশ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা রক্ষণ করিবে।"

যোগী ভীত হইয়া কহিলেন "মহারাজ আপনার বাহুবল, পরাক্রম কিছু আমার অবিদিত নয়। তবে শত্রুরা অপরিচিত-পরাজয় বলিয়াই বলিতে ছিলাম।"

পুরুঃসর গর্ব্বিতস্বরে কহিলেন "মহাশয়, আর্য্যভূমি অদ্যাপি বীরশূন্য হয় নাই। এক পুরুঃসরই সেকেন্দরের অনিবার্য্য শত্রু, সাক্ষাৎ কালস্বরূপ। কিন্তু ভারতবর্ষে আমার ন্যায় অনেক পুরুঃসর আছেন; সর্ব্বোপরি মণ্ডলেশ্বর চক্রবর্ত্তী নন্দ এখন কোথা হইতে কতকগুলা বর্ব্বর আসিয়া ভারতের স্বাধীনতার উচ্ছেদ করিবে!!"

সামশ্রমী কহিলেন "যবন বিজয় তুমি একাকী লাভকর এই আমার অভিলাষ।"

"আপনার প্রসাদে পুরুঃসর একাকীই গ্রীকদিগকে চন্দ্রভাগার জলে বিসর্জ্জন দিবে। তবে যদিই আমার সমস্ত বলেও এ সমরাগ্নি নির্ব্বাণ না হয়, তাহা হইলে তাহদের গতির প্রতিরোধ করিয়া অধিরাজবলের আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব।"

যোগী বুঝিলেন মগধ রাজ্যে বার্ত্তাহর

যুদ্ধসংবাদ লইয়া সাহায্যার্থ গিয়াছে। অকস্মাৎ মুখমণ্ডল মেঘাবৃত পূর্ণিমাচন্দ্রের ন্যায় ম্লান হইয়া আসিল। হৃদয় যেন কোন গুরুভর দুঃখভারে আক্রান্ত হইল। আর বসিলেন না উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পুরঃসর কহিলেন "এক্ষণে কোথায় গমন হইবে।"

সামশ্রমী কহিলেন "নগরেই থাকিব। দুই চারি-দিনের মধ্যে আবার সাক্ষাৎ হইবে।"

"তবে এক্ষণে প্রণাম করি।"

সামশ্রমী আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া-গেলেন। তাঁহার মনে কি আছে তিনিই জানেন। পাঠক হয়ত মনে করিতেছেন সামশ্রমী এক অদভূত রকমের লোক। কিন্তু তাহা বড় মিথ্যাও নয়।

ক্রমশঃ।

ললিত কাব্য।

পঞ্চম সর্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১১

"এস এস সখে হৃদয় রঞ্জন!
শেষ দেখা এই তোমার সনে,
এস এস সখে করি আলিঙ্গন
বিদায় দাওহে সরল মনে।

১২

"ভুলে যাও ভাই সকল ব্যাপার
ভুলে যাও ভাই সকল দোষ,
অপরাধ যত করেছি তোমার
মনে করি কভু কোরোনা রোষ।

১৩

"আজি দিব সখা শেষ উপহার,
প্রকাশিব আজ তোমার কাছে
মানস কন্দরে যে কিছু আমার
এতদিন ধরি লুকান আছে।

১৪

"আমোদে কেটেছে শৈশব যখন,
হয়নাই যবে দুখের জ্ঞান,
সুখ দুখ হীন ছিলাম তখন
হতাশ-বাতাসে ভাঙ্গেনি প্রাণ।

১৫

"কোন জ্ঞান নাই সদাই বিহ্বল
আমোদে মগন খেলার সনে,
সুখময় বোধ ছিলগো সকল
ভাবনা তখনো পশেনি মনে।

১৬

"অমনি তখনি শিরে বজ্রাঘাত;
জননী, স্নেহের প্রতিমা খানি
অকালে সহসা হ'ল কালসাত
ভাঙ্গিল হৃদয়, কাতর প্রাণী।

১৭

"হয়ে গেল সখে, জগত আঁধার
নিবিল তখনি সুখের আলো
বিষময় হ'লো অখিল সংসার
হতাশে মানস ভাঙ্গিয়ে গেল।

১৮

"কাঁদিল কাতর আত্মীয় স্বজন,
ভেদিল গগণে রোদন রোল,
শোক-কাল-সাপে করিল দংশন,
উঠিল অন্তরে বিষম গোল।

১৯

"চিরদিন কভু সমান না যায়,—
ক্রমে ক্রমে কাল অতীত হল
বিলীন হইল অন্তর গুহায়
জননী শোকের বিষম গোল।

২০

"কিছু দিন পরে বিমাতা আমার
করি অধিকার পিতার মন
কুমন্ত্রণা গুণে ভাঙ্গিল সংসার
শান্তিময় পুরি করিল বন।

২১

"চাহিলেন পিতা কুপিত নয়নে,
বুঝিলাম তাঁর ভেঙ্গেছে মন;
উপায় বিহীন, কাঁদিনু বিজনে,
বেড়িল হৃদয়ে কাটার বন।

২২

"তখনো সয়েছি সে সব যাতনা
ভেবেছি পরেতে সুদিন হবে
চিরদিন কভু এদিন রবেনা,
চিরদিন দুখ নাহিক রবে।

ক্রমশঃ।

দুর্গাবতী।

দ্বিতীয় সর্গ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

১৮

শ্বেত বাজিরাজ তাঁহার বাহন
বেগেতে আকাশ লঙ্ঘিতে চায়,
উচ্চৈঃশ্রবা শোভা করেছে হরণ,
দুর্গাবতী সতী শোভিছে তায়।

১৯

তাহার পরেতে সখী দুইজন,
বেগুণী রঙের বসন প'রে,
পাটল বরণ অশ্ব আরোহণ
অসিচর্ম্ম তায় শোভিছে করে।

২০

পরেতে দুজন হরিত বসন,
লোহিত বরণ উভয় হয়
বামে শোভে আসি বিমল-কিরণ
দক্ষিণে বিজয় পতাকা রয়।

২১

নামিলেন দেবী সখীগণ সনে
ভ্রমিতে কাননে চরণ চারে,
বসিলেন আসি কেলীকুঞ্জবনে,
শোভন শীতল সরসী ধারে।

২২

সমীর সেবনে কভু বাপিতটে
কভু বা নিবীড় গাছের তলে
কভু কেলি গৃহে, অশোক নিকটে
কভু বা বিমল বটের মুলে।

২৩

ক্রমে দিবাশেষ পশ্চিম গগন
হইল মগন লোহিত রসে
বারুণী-অরুণ দিবস-রঞ্জন
অস্তাচলে ক্রমে পড়িল খসে।

২৪

আধ মুকুলিত শোভিল কমল
আধ বিকশিত কুমুদ তায়
নব শোভা কিবা সরসির জল,
আমোদে আকুল, ভ্রমর ধায়।

২৫

অট্টালিকা তলে দেবী উপনীত,
নমিল আসিয়া প্রহরীগণ।
প্রবেশেন গৃহে, দাস উপস্থিত
তুষিবার তরে দেবীর মন।

২৬

হেম সিংহাসনে সে সুর রমণী
বসিলেন স্থির বিজুলি প্রায়
কিঙ্করী দুজন আসিয়া অমনি
মৃদুল চামার ঢুলায় তায়।

২৭

সন্ধ্যা আগমন, আসি বন্দীদল
জানায় কুশল সন্ধ্যার গীত
বিণা বেণু তানে বাদিত্র-কুশল
তুষিতে দেবীর বিমল চিত।

২৮

বাজিল মধুর মুরলী মোহন
বিণাতে উঠিল মধুর তান
বাজিল কোমল মৃদঙ্গ কেমন
গীত সুধারসে মজিল প্রাণ।

২৯

মধুর ঝঙ্কারে মৃদু বিণা তার
নাচিল কোমল অঙ্গুলিতালে
বাজিল তাহায় সুতার সেতার,
নাচিল ময়ূর মৃদঙ্গ তালে।

ইতি উপবন প্রবেশ নামক দ্বিতীয় সর্গঃ।

ক্রমশঃ।

প্রেরিত পত্র।

একতা।

১

একতা কেমন ধন বলা নাহি যায়।
কোথায় বলীর বল থাকে এর কাছে?
যথা অধিষ্ঠান এর, মঙ্গল তথায়,
পদে পদে কত সুখ কত গুণ আছে!

২

একতে! তোমায় ধন্য ধন্য বারে বার;
কেমন আশ্চর্য্য সাধ মনুজ মণ্ডলে;
তোমার কৌশল হেরি কিবা চমৎকার!—
মুহূর্ত্তে বিজয়ী লোক তব কৃপাবলে।

৩

অবাক হইয়া থাকি তব কাজ পানে;
দ্বিগুণ নরের বল তোমা দরশনে;
যবে তব ভক্তগণ থাকে এক স্থানে,
"বিপদে সম্পদ লভে যথনে তথনে"।

৪

একতার কত গুণ কার সাধ্য বলে?
দেখ তুচ্ছ তৃণগুচ্ছ হইয়া মিলন,
অদ্ভুদ অভীষ্ট সাধে কিবা সুকৌশলে!—
বাঁধিয়া আনয়ে দেখ দুর্দ্দান্ত বারণ।

৫

একতা রতন লভি, দেখ দুই বীর*,
আছিল অজেয় তারা এই ভূমণ্ডলে;
সে নিধি হারায় যবে, এলো দুখ নীর,—
ডুবাল দোঁহার প্রাণ "কাল-সিন্ধু-জলে"।

৬

একতা রতনে যার নাহি কিছু মতি,
দাসবৃত্তি ভাগ্য তার, পরের অধীনে,
"স্বাধীনতা নাহি জানে," কেবল দুর্গতি;
"বিষকীট সম সেই বাড়ে দিনে দিনে"।

৭

যে গৃহে একতা থাকে, কমলা তথায়;
কেমন সুচারুরূপে চলে সে সংসার!
"ভয় গোল বিসম্বাদ নাহি তথা যায়;"
সুখেতে কাটায় কাল সব পরিবার।

৮

একতে! তোমায় হায় কার সাধ্য ধরে?
"যথা বেগবতী-নদী কিছু নাহি মানে"
যখন পর্ব্বত লঙ্ঘে, যাইতে সাগরে;
তোমার কেমন গুণ তব ভক্ত জানে।

৯

তাই বলি কর নর একতা-আশ্রয়;
পাইবে যে কতসুখ জানিবে অন্তরে;
পলাইবে শত্রু তব পাইবেক ভয়;
না হেলিবে চিত্ত আর অপরের ডরে।

ভবানীপুর }
পাকুড়তলা }
টৌঙরপটী। }

বিনয়াবনত
শ্রী ভুবনমোহন ঘোষ।
বারানাক।

* সুন্দ ও উপসুন্দ।

সুরভি সময়।

সুরভি সময়, সুধা রসময়,
বসুধা সুখী এ সুখের কালে।
নব-নব-দল, চারু তরুদল
কলিত ললিত-লতিকা জালে॥

সুবাস সুধীর, মলয়-সমীর
মোহিনী মহিত বহিছে কিবা।
অতি-কুতূহলী, কোকিল কাকলী
উঠিছে উথলি রজনী দিবা॥

মালতী বকুল, আদি ফুল কুল
হাসিল, ভাসিল ভুবন-বন।
কুসুম সুবাসে, দশ দিশা ভাসে,
মধু আসে আসে মধুপগণ॥

উড়ে অলি জাল, কাল মণি মাল
প্রকৃতির হৃদিগগনে দোলে।
উড়িছে উড়িছে, ঘুরিয়া পড়িছে
ফুলল ফুলের কোমল কোলে॥

মধুর আমোদে, মাতিয়া আমোদে
কিশোর কেশরে রভসে বসে।
চির সাধু সাধে, সাধে মনোসাধে,
সুষম-কুসুম-সুরসে রসে॥

কত মধুব্রত, মধু উন্মত
খাইছে, গাইছে মধুর স্বরে।
কত অলিকুল, কলহে আকুল
রসাল-মুকুল-মধুর তরে॥

মরাল সকল, করে কল কল
অমল-কমল-কমলাকরে।
লীলা-তরঙ্গিত, লহরি-ললিত
সলিলে দোলিত নলিনী থরে॥

সা, প্র, ঘোষ।

সাহিত্য সংগ্রহ।

প্রথম ভাগের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার কলেবর ১২পেজী তিন কর্ম্মায় সম্পূর্ণ।

মূল্য ছয় পয়সা মাত্র।

সাহিত্য সংগ্রহের টীকা মূল প্রকাশের পরে প্রকাশিত হইবে।

প্রকাশক।

গুপ্ত যন্ত্র।

ইংরাজি ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি উত্তমরূপে ও সুলভ মূল্যে হইয়া থাকে। সমাচার কি সাময়িক পত্রিকা অথবা পুস্তক ছাপার বিলক্ষণ সুবিধা আছে। সকল পত্রিকা কি পুস্তক প্রকাশকগণের বিনা-কষ্টে ও অল্প ব্যয়ে সমুদয় কার্য্য, ছাপা, বাঁধা কি বিলি ও বিক্রয় প্রভৃতি সুসিদ্ধ হইতে পারে।

শ্রী সত্যচরণ গুপ্ত
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্ণ লেন গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৩ শক। [৯ম সংখ্যা।

বঙ্গকবিকুল ও বাঙ্গালা কবিতা।

—

চণ্ডিদাস।

—

আমরা অদ্য যে কবির জীবন বৃত্তান্ত এবং রচনা-সমালোচনা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাঁহার নাম চণ্ডিদাস। চণ্ডিদাস ব্রাহ্মণ, কুলোদ্ভব কবি*। ইনি প্রসিদ্ধ গৌরাঙ্গের সমকালবর্ত্তী লোক। নরহরিদাস তাঁহার রচিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিদিগের চরণ স্মরণ মধ্যে একস্থানে লিখিয়াছেন যে গৌরাঙ্গ চণ্ডিদাসের গীত শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েন। বৈষ্ণবদাসের রচনাতেও ঐ বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইঁহার উপাধি "বড়ু" (অথবা বটু)। যে যেস্থানে ইঁহার ভনিতা আছে প্রায় সকল স্থানেই নিজ নামের পর "বড়ু" এই শব্দটী প্রয়োগ করিয়াছেন। ইনি প্রথমে শাক্ত ছিলেন, "বাশুলী" বা বিশালাক্ষী নাম্নী কালী প্রতিমা ইঁহার উপাস্য ছিলেন, পরে কোন নিগূঢ় কারণে পরম বৈষ্ণব হইয়া উঠেন; কিন্তু তিনি বৈষ্ণব হইয়া পূর্ব্ব উপাস্য দেবতাকে ভুলিতে পারেন নাই ভণিতার সকল স্থানেই "বাশুলির" নাম অঙ্কিত করিয়াছেন। "শ্রীরাধা-গোবিন্দ-কেলি-বিলাস" গ্রন্থ ইঁহার রচিত ¶। যদিও ইনি বিদ্যা-

---

'জয় জয় চণ্ডিদাস দয়াময় মণ্ডিত সকল গুণে। অনুপম যার যশ রসায়ণ গাওত জগত জনে॥ (*) বিপ্রকুলে ভূপ ভুবনে পূজিত অতুল আনন্দদাতা। যার তনুমন রঞ্জন না জানি কি দিয়া করিল ধাতা॥ সতত সে রসে ডগমগ নব চরিত বুঝিবে কে। যাহার চরিতে ঝুরে পশু পাখী পিরীতে মজিল যে॥

(¶) শ্রীরাধাগোবিন্দ কেলি বিল্লাস যে বর্ণিলা বিধিমতে। কবিবর চারু নিরুপম মহি ব্যাপিল যাহার চিতে॥ (†) শ্রীনন্দননন্দন

পতি গোবিন্দদাস প্রভৃতির সমকাল-বর্ত্তী, তথাপি ইঁহার রচনা ইঁহাদের অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন প্রণালীর। (চণ্ডিদাসের রচনায় বাঙ্গালা ভাষা অধিক পরিমাণে দেখা যায়, এমন কি পাঠ করিলে তাহাতে যে কিছু মাত্র হিন্দি আছে তাহা বোধ হয় না।) কথিত আছে বীরভূমের অন্তঃপাতি নান্নুর গ্রামে ইঁহার বাস ছিল। অদ্যাপি তথায় ইঁহার একটী আখড়া বর্ত্তমান আছে; বৈষ্ণব মাত্রেই ঐ আখড়াকে চণ্ডিদাসের আখড়া বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন।

আজ কাল বৈষ্ণব বৈরাগীদিগের যেরূপ সেবাদাসী দেখিতে পাওয়া যায় চণ্ডিদাসেরও সেইরূপ রামী নাম্নী রজকজাতীয়া একটী উপপত্নী ছিল। চণ্ডিদাস সেই উপপত্নী উপলক্ষে অন্যূন শত কবিতার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করেন। ঐ পুস্তকখানি পাঠে জ্ঞাত হওয়াগেল যে চণ্ডিদাস রামীর প্রতি আশক্ত হওয়ার পর বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। চণ্ডিদাসের রামীর প্রতি আশক্তি জন্মানতে তাঁহার স্বজনবর্গ যে তাঁহার প্রতি ঘৃণা করিয়াছিলেন, এবং বৈষ্ণবেরা যে তাহাকে তাহাতে প্রশংসা করেন তাহার প্রমাণও ঐ পুস্তকে এবং অপরাপর বৈষ্ণব গ্রন্থকর্ত্তাদের ভণিতায় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চণ্ডিদাসের কতকগুলি পাঠশিষ্য ছিল, তাহারও সামান্য একটী প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়াগিয়াছে; কিন্তু প্রমাণটী ততদূর নির্ভরযোগ্য কিনা বলা যায় না। চণ্ডিদাসের রামী বৃত্তান্তের প্রথমে লিখিত আছে যে, যখন রামীর সহিত তাঁহার প্রথম দর্শন হয় তখন "পড়ুয়া" পড়িতেছিল *। এইটীই চণ্ডিদাসের পাঠশিষ্য থাকার প্রমাণ এবং তাহার কিছু পরে লিখিত আছে যে রামীর সহিত দর্শনের পরদিবস বাশুলীর পূজা করিতে গিয়াছিলেন এবং বাশুলীর আদেশক্রমে রামীর সহ প্রণয় করেন †। এই প্রমাণেই চণ্ডিদাসকে প্রথমে শাক্ত ও পরে রামীর সহিত মিলন হইলে বৈষ্ণব দলভুক্ত হন বলিয়া পরিচয় দিলাম। চণ্ডিদাস বৈষ্ণব হইয়া রচনা আরম্ভ করেন। বৈষ্ণব হইবার পূর্ব্বে ইনি কিছু রচনা করিয়াছেন কিনা, তাহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না; এবং শাক্তবিষয়ক কোন রচনাও ইঁহার দেখিতে পাওয়া যায় না।

‡ চণ্ডিদাসের রচনা বিদ্যাপতি বা গোবিন্দদাসাপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ নহে এমন কি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বলিলেও ক্ষতি হয় না। চণ্ডিদাসের রচনার অনেক স্থানে মিলের দোষ দেখিতে পাওয়া যায়।

(৭)

নবদ্বীপ পতি শ্রীগৌর আনন্দ হইয়া। যার
গীতামৃত আস্বাদে স্বরূপরায় রামনন্দ লইয়া॥'

নরহরিদাস।

‡ "জয় জয় চণ্ডিদাস রসশেখর
অখিল ভুবনে অনুপম॥
যাকর রচিত মধুর রস নিরমল
গদ্য পদ্য ময় গীত।

প্রভু মোর গৌরচন্দ্র আস্বাদিলা
রায় স্বরূপ সহিত॥"

বৈষ্ণবদাস।

* "বসিয়া জগতি পরে পড়ুয়া পঠন করে।
হেন কালে এক রসের নাগরী দেখা দিল
মোরে॥"

† "তারপরিদিনে দেবী আরাধনে বসিনু
যতন করি" ইত্যাদি।

চণ্ডিদাস।

ভারতে গ্রীক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—

মদন মোহন।

রাজসমীপে বিদায় হইয়া হেমরাজ গৃহিণীর নিকট বিদায় লইবার নিমিত্ত গৃহে আগমন করেন। নানারূপ কথা-প্রসঙ্গে ইন্দুমালার কথাটাও আসিয়া পড়ে। অনেক বিধ আলাপের পর ব্রাহ্মণ পত্নীর নিকট বিদায় লইয়া মগধোদ্দেশে প্রস্থান করেন।

রাজপ্রসাদে হেমরাজের কিছুরই অভাব ছিল না। তিনি নগরের একজন বিলক্ষণ মান্য ও সম্পন্ন লোক। একটী সুরম্য অট্টালিকা তাঁহার আবাস বাটী। বাটীটি বিলক্ষণ প্রশস্ত ও অনেক ভাগে বিভক্ত। হেমরাজের মহলে রাত্রে কেহই আসিত না, সুতরাং কর্ণান্তরে প্রবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা না থাকাতে ব্রাহ্মণ নিঃশঙ্কচিত্তে অনতি মৃদুস্বরে সকল কথা গৃহিণীকে বলিতে ছিলেন।

হেমরাজের চারি পুত্র। তন্মধ্যে তৃতীয়টি মদনমোহন। নামটি উপযুক্ত কি না পাঠকবর্গকে বলিয়া দেওয়া আমার নিতান্ত অনভিমত নয়, ফলে আর একটু পরেই সমুদায় বলিয়া দিব। বন্ধুর পুত্র বলিয়া নৃপতি হেমরাজের অন্যান্য পুত্রের ন্যায় মদনমোহনকেও যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। এমন কি অবরোধ মধ্যে গমনেও তাঁহার নিষেধ ছিল না।

মদনের প্রকৃতি অদ্ভুত। বিষম কামুক, কিন্তু বড় একটা বেশ্যাসক্তি ছিল না; থাকিলেও সে মনে মনে; বারবিলাসিনীদিগের ভবনে কখন তাঁহাকে দেখা যাইত না। গৃহস্থের যুবতী কন্যা ও বধূদিগের প্রতি তাহার টাঁক। স্বভাব ভয়ানক ভীরু; ঘাটে বা পথে অধিক স্ত্রীলোক দেখিলে আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিতেন, সম্মুখে বাহির হইতে সাহস নাই। তবে কাহাকেও একাকী দেখিলে অমনি আপনার মদনমোহন মূর্ত্তি, তাহার নয়নপথের পথিক করিতে ত্রুটি হইত না। কেহবা আঁতকিয়া কাঁদিয়া উঠিত, অমনি মদনমোহন টের পাইবার ভয়ে অপথ কুপথ দিয়া পলায়ন করিতেন।

পাঠক মহাশয়েরা, আসুন; একবার চোক্ বুজিয়ে মন-নয়নে আমার মদনমোহন দেখুন—মোহিনী মূর্ত্তি কাহাকে বলে দেখুন। আমি বলে যাই আপনারা মনে মনে সেই রকম একটি মূর্ত্তি গড়িয়া নিন্। অন্য রকমে দেখাতে আমার ক্ষমতা নাই।

মদন আমাদের বড় দীর্ঘাকার নহেন। পাঠক, ইতিহাসটা প্রথম হইতে বলিয়া যাই ভাল বুঝিতে পারিবেন। বিধাতা মনে করিয়া ছিলেন মদনমোহনকে মদনমোহন করিবেন, পরম সুন্দর করিয়া নির্ম্মাণ করিবেন। কিন্তু যখন গড়িতে বসেন, দেবতারা তাঁহাকে ক্ষীরোদ-লব্ধ সুপেয় বারুণী উপহার দিল। পিতামহ তাহা অধিক পরিমাণে পান করিয়া একেবারে উন্মত্ত!! গড়িতে গড়িতে মস্তক বড় হইয়া গেল, উদাহরণ দিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন; পাঠক মহাশয়, বিরক্ত হবেন না মস্তকটি একটি ছোট গোছের জালার মতন হইয়া গেল। চক্ষু দুটি কিছু ছোট গড়েন্ নাই, কিন্তু মস্তকের পরিমাণে ছোট দেখায় আবার পিতামহের চক্ষু বারুণী-লোহিত,

মদনের নেত্রে তার প্রতিবিম্ব পড়ে কাঁচা চোখ্ লাল হয়ে উঠিল। সুতরাং পাঠক, বলিতে কি মদনের চক্ষু, আকার বিস্তার সকল বিষয়েই কুঁচের অনুকরণ করে। বোধ হয় সকলেই জানেন কবিরা ধনুকাকার ভ্রূর প্রশংসা করিয়া থাকেন, বাস্তবিকও প্রশংসার বটে; বিধাতারও মানস সেইরূপ গড়েন, কিন্তু ধনুরে সৌন্দর্য্য ভ্রূতে না রাখিয়া ভ্রমক্রমে নাসিকায় রাখিলেন। ওষ্ঠাধর নির্ম্মাণের মৃত্তিকা কিছু পাতলা হইয়াছিল বলিয়া তাহা প্রায় কণ্ঠদেশের অর্দ্ধ ভাগ পর্য্যন্ত লম্বমান হইয়া পড়িয়াছে। প্রমত্ত হইলে কি না হয়, বাহুকে আজানুলম্বিত না করিয়া চিবুককেই করিয়া ফেলিয়াছেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে চিবুক আজানুলম্বিত হইবে কি বক্ষঃস্থলের অর্দ্ধেকাংশ গিয়াই উচ্চ বক্ষে ঠেকিয়া প্রতিহতবেগ হইয়াছে! বিধাতঃ এত প্রমত্ত হওয়া কি তোমার উচিত? যাহাকে সৌন্দর্য্যময় করিয়া নির্ম্মাণ করিবে মনে করিয়াছিলে তাহারই শিরোধরা নির্ম্মাণে একেবারে বিস্মৃত হইলে। যে মাটটুকু লইয়া গড়িতে বসিয়া ছিলে সমুদায়ই নাসিকাতে রাখিয়াছ অন্য অঙ্গ আর সুগোল হইবে কিরূপে!! ছি ছি এত মত্ততা; কটিদেশের ক্ষীণতা নিতম্বে, আর নিতম্বের স্থূলতা কটিদেশে রাখিয়াছেন; বিধোযদি আপনার মনোরথও সম্পন্ন করিতে না পারিলে তবে আর লোকের মনোরথ কেমন করিয়া সম্পন্ন করিবে? বুঝি এই নিমিত্তই তোমার অর্চ্চনা লোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

পাঠক, অযথাস্থান-নিবেশিত-বসন-ভূষণা মধুপানমত্তা কোন রমণী কি তোমার মন হরণ করিতে পারে? তবে আমাদের মদনমোহন কেনইবা তোমার নিকট সমাদৃত না হইবে? সৌন্দর্য্যের বাহা যাহা লক্ষণ তাহা সমুদয়ই তাহাতে আছে, কেবল যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয় নাই এই বিশেষ।

পাঠক, সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে?—বোধ হয় এরূপ উত্তর পাইব না "বিচিত্ররূপাঃ খলু চিত্তবৃত্তয়ঃ।" কেহবা প্রাতঃসূর্য্য-বর্ণ, কেহবা শরৎকৌমুদী-দীপ্তি, কেহবা কালরূপ ভাল বোধ করেন। কেহ যেন কাল নামে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবেন না। বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন এই কাল মূর্ত্তি বৃন্দাবনমোহিনী অধিক কি আপনারা যাঁহাকে সৌন্দর্য্যের উপমা স্থল বোধ করেন সেই পূর্ণচন্দ্রও বক্ষস্থলে কালরূপ ধারণ করেন।

তবে সিদ্ধান্ত কি?—যাহা হৃদয়ানন্দক তাহাই স্বরূপ এরূপ বলাতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি নাই। অত্যন্ত দুঃখের সময়ও পরম সুন্দরী (বস্তুতঃ সুন্দরী হউন বা না হউন প্রীতি-ভাজন সুতরাং পরম সুন্দরী) সহধর্ম্মিণীর মোহিনীমূর্ত্তি নয়নের প্রীতি সম্পাদন করে; তাহার সুধাময় বচনে শ্রবণ পরিতৃপ্ত হয়, দুঃখাবেগ অপেক্ষাকৃত লঘু হইয়া আইসে। এ মোহিনী আমাদের মদনমোহনেও আছে, তাঁহাকে দেখিলে অত্যন্ত দুঃখের সময়েও কেহ না হাসিয়া থাকিতে পারেন না, এমন কি পুত্রশোকাতুরা জননীও তাঁহাকে দেখিলে অন্যমনস্ক হয়।

মদনমোহন যখন দণ্ডায়মান হইতেন তখন বোধ হইত যেন কৃশশরীর অনাহার ক্ষীণ-দেহ বাসুকি মস্তকে পৃথিবী বর্ত্তমান; কেবল বিশেষ এই যে মস্তকটী পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ছোট।

পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহারা অনন্ত-শিরে পৃথিবীর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না তাঁহারা হয়ত এ দৃষ্টান্তে মদনমোহনের আকৃতি প্রতিকৃতি স্ব স্ব হৃদয় ফলকে অঙ্কিত করিতে পরেন নাই। পাঠক কখন জলস্তম্ভ দেখিয়াছ?—যখন করী শুণ্ডাকৃতি জলময় স্তম্ভ সমুদ্র হইতে উঠিয়া আকাশ ছাদের অবলম্বনরূপে দণ্ডায়মান হয়, তখন স্বচক্ষে দেখিয়াছ? কোন না কোন গ্রন্থে তাহার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া থাকিবে। মদনমোহনের শরীরও তাঁহার শরীরের সেই রূপ অবলম্বনদণ্ড-স্বরূপ।

হেমরাজ পুত্রের নিমিত্ত কখন কখন বিষণ্ণ হইতেন; কিন্তু মহীপতি তাঁহার আর তিন সুপুত্র আছে বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিতেন।

মদন মোহন রাজান্তঃপুরে কন্দর্পের কেলি-গৃহ-স্বরূপ, মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী স্বরূপ, সচীরূপ-গঞ্জিনী মনোরমাকে দেখিয়া একেবারে অধীর হইয়া উঠেন। যত দিন যায়, ততই অধৈর্য্য বৃদ্ধি পায়। মনে মনে সর্ব্বদা মনোরমা মনোরমা করিতেন এমন নহে; মনোরমা তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান হইয়া উঠিলেন এমত নহে; সকল সময়েই মনোরমা তাহার মানস-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা—তাহাও নহে; তবে যখন একাকী নির্জ্জনে থাকিতেন অন্যান্য তরুণীগণের ন্যায় মনোরমাকেও স্মরণ হইত, অমনি একরূপ উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন।

ইদানিং অধিকবয়স্ক হইয়া আর রাজঅন্তঃপুরে যাইতে পারিতেন না, ইহাতে তাঁহার মনে কখন কখন বড় ক্লেশ দিত। আর সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন উন্মত্ত ভাবে পিতার নিকট গিয়া কহিলেন "আমি মনোরমাকে বিবাহ করিব।" হেমরাজ হাস্য করিলেন, তাহার চিত্ত-বিভ্রম হইয়াছে বলিয়া উপেক্ষা করিলেন; কিন্তু মদনমোহন ছাড়িবার পাত্র নহেন, পিতার চরণে পতিত হইয়া কহিলেন "বল একথা রাজসমীপে প্রস্তাব করিবে?" হেমরাজ কি করেন হাসিতে হাসিতে বলিলেন "করিব।" সেই অবধি মদনমোহনের দৃঢ় সংস্কার জন্মিল "মনোরমা আমারই।"

যখন ত্বকশিলায় সৈন্য যায়, মদনমোহন আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। মনে করিলেন সৈন্যদিগের সঙ্গেগেলে অবশ্য মনোরমার সাক্ষাৎ মিলিতে পারে, মনে মনে জানেন মনোরমা তাঁহাতে বড় অনুরক্ত!! ত্বকশিলার যুদ্ধের পর যে দিন শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ জন্য মনোরমা তাঁহার মাতুল ও মাতুল-পুত্রের সহিত পলায়ন করিয়া প্রান্তরে আশ্রয় লন—সেইখানে পাঠকগণ আমাদের সুপুরুষটীকে "কেও মনোরমা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে শুনিয়াছেন, স্মরণ থাকিতে পারে।

রাত্রিশেষে যখন হেমরাজ বিদায় লইবার নিমিত্ত গৃহে আসিয়া গৃহিণীর সহিত কথোপকথন করেন তখন মদনমোহন নিদ্রাশূন্য ইতস্ততঃ যুবকমিথুন কে কি কথা কহিতেছে শুনিয়া বেড়াইতে ছিলেন। সকলেই প্রগাঢ় সুষুপ্তি-সেবায় তৎপর, কেবল পিতার মহলে কথা বার্ত্তার শব্দ শুনা যাইতেছে, পাষণ্ড কিমা, অমনি সেই দিকে প্রস্থান। বাতায়ন সমীপে দণ্ডায়মান মদনমোহন কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিলেন, মনোরমার সম্বন্ধ-কথাও শুনিলেন, মুণ্ডে যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল; অধিরাজ পুত্রের সহিত বিবাহ হইলেত

আর তাহাকে দেখিতে পাইবেন না। একান্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন। নিজ শয়ন-কক্ষায় চলিলেন; শয়ন করিয়া ভাবিতেছেন। অকস্মাৎ ক্রোধে পরিপুর্ণ হইয়া চীৎকার করিয়া কহিয়া উঠিলেন "ইহার প্রতিশোধ অবশ্যই হইবে।"

আবার কি ভাবনা উপস্থিত। অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে মুখ হইতে বহির্গত হইল "আমি কোন অংশে নন্দের পুত্র হইতে হীন?—তবে যে আমাকে না দিয়া রাজা তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিবে ইহার প্রতিফল না দিয়া ছাড়িব না। কিরূপেই বা প্রতিশোধ দি।" নীরব,কোন শব্দ নাই। আবার আপনা আপনি কি কহিতে লাগিলেন। কথাগুলি ক্রমে কিছু স্পষ্ট হইয়া আসিল, শেষের দুই চারিটি কথা শুনাগেল, কহিলেন "আরও আমারত কিছু অবিদিত নাই। এক্ষণে সেকেন্দরের দ্বারা পুরঃসরকে সবংশে নিপাত করিতে পারি, তবেই ইহার প্রতিশোধ হয়।"

ক্রমশঃ।

দুর্গাবতী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ভৃত সর্গ।

১

এমন সময়ে আসি অট্টালিকা দ্বারে
নামিলেন এক বীর সন্ত্রান্ত আকারে
নিজ অশ্ব হতে; প্রবেশেন গৃহ মাঝে
সাখীতে বেষ্টিত যথা দুর্গাবতী সাজে।

২

জিজ্ঞাসেন দেবী বীরে "বল রণজয়
কি কারণে আসিয়াছ হেন অসময়,
উপবনে বিহরিতে এসেছি যখন
সখীগণ সঙ্গে লয়ে বিশ্রাম কারণ?

৩

শোভিছে সম্ভ্রম তব কি কারণে ভালে?
কি কারণে মন তব উদ্বেগের জালে
বেষ্টিতের ন্যায়? কেন তোমার বদন
তুষার কালীন সরোরুহের মতন?

৪

কোন অমঙ্গল বুঝি ঘটিয়াছে পুরে?
তাহা বা ঘটিবে কেন, থাকিতে অদূরে
মহীধর মন্ত্রিবর? কি কারণে বল,
শ্রবণে মানস মোর অতীব চঞ্চল।"

৫

বলিলেন রণজয় দেবীরে তখন
"দেবি মোর অসময়ে শুনুন কারণ
আসিবার, থাকিতে গো দুরন্ত যবন
কেমনে লভিবে সুখ ভারতের জন?

৬

"কত শত হিন্দু ভূপ পালিত প্রদেশ
(সুশাসন, নীতি, বিদ্যা সম্পদ অশেষ
যাতে বিরাজিত সদা,) ম্লেচ্ছ হস্তগত;
দুঃখ-নীরে প্রজাপুঞ্জ ভাসে অবিরত।

৭

"করিয়াছে ভূমিসাৎ দেবের মন্দির,
বাড়াতে গৌরব দেবি আপন জাতির;
কত শত দেবমূর্ত্তি খান খান করি
ভারত রতন রাশি নিল অপহরি।

৮

"ভারতের ধনে ধনী বিদেশ নগর,
ভারতের ধনে ধনী যবন নিকর;
যবনের অত্যাচারে কাঁদিছে ভারত,
পুত কত আর্য্যদেহ যবনে নিহত।

৯

"যার অত্যাচারে কাঁদে ভারতের জন,
আজি সে যবন—সেই দুরন্ত যবন
আসিতেছে লুটিবারে স্বর্ণ ময় গড়
অসংখ্য সৈনিক লয়ে হইয়া সত্বর।"

১০

আরক্তিম হল এবে দেবীর কপোল ;
বিষ্ফারিত হল ক্রমে নয়ন যুগল ;
পরশিল বাম কর স্বর্ণ-অসি কোষে
রণজয়ে দেবী তবে বলেন সরোষে।

১১

"কি বলিলে রণজয়,—আসিছে যবন
লুটিবারে গড় ? নিঃক্ষত্রিয় কি ভুবন ?
ধরা বীরহীন ? হবে ভারত সন্তান
যবনের দাস,—একি অল্প অপমান ! !

১২

"ভারতের বীর্য্য কিরে গেছে একেবারে ?
কাল্পনিক বীর নাম ভারত মাঝারে ?
সাহস কি ত্যজিয়াছে ভারতের জন ,
লুঠিবে গড় কি তাই আজিকে যবন ?

ক্রমশঃ।

সমালোচনা।

'সাহিত্য সংগ্রহ'—এখানি পুরাতন কবি কুলের কাব্যসংগ্রহ। প্রথমে গোবিন্দ-দাসের কিয়দংশমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গোবিন্দদাসের রচনা অতি পরিপাটী ; বিষয়, কৃষ্ণলীলা। আমরা এ পুস্তকখানি প্রাপ্ত হইয়া অতীব আহ্লাদিত হইলাম। প্রকাশক যদি সমস্ত সংগ্রহ করিতে কোন বাধা প্রাপ্ত না হন তাহা হইলে আমাদের চিরাভিলাষ পূর্ণ হইবে। আমরা ইহার পরের খণ্ডগুলির নিমিত্ত ব্যগ্র রহিলাম। ইহার মূল্যও অধিক নহে ; তিন ফর্ম্মা ⁄১০ মাত্র। সাধারণের ইহাতে উৎসাহ প্রদান করা অতীব কর্ত্তব্য।

'সুবর্ণ বণিক'—একখানি সাহিত্য বিষয়ক নহে, সুতরাং ইহাতে আমাদের কোন বক্তব্য নাই।

'বিলাপলহরী' 'কষয় র সংক্ষিপ্ত ইতি-হাস' 'লণ্ডন রহস্য' এই কয়খানি পরে সমালোচিত হইবে।

বরাহনগর বার্ত্তাবহ—এক পয়সা মূল্যের পত্র, এইরূপ সৎসন্দর্ভ পত্র যত প্রচারিত হয় ততই দেশের মঙ্গল।

প্রেরিত পত্র।

(১)

নগেন্দ্র-নন্দিনী ! "নদী" নরলোকে নাম
দয়াবতী তুমি অতি জানে গো সকলে ;
জীবন-জীবন তুমি আসি ধরাধাম,
যার পর নাই শুভ সাধ ভূমণ্ডলে।

(২)

মনোহর বংশী ধ্বনি করি অনুক্ষণ,
শিখরে শিখরে কিম্বা কান্তারে কান্তারে,
নগরে নগরে আর যথা যায় মন,
ফের তুমি মনসাধে বিস্তৃত সংসারে।

(৩)

অবারিত পেলে স্থান,—তপনের সনে,
হাসি হাসি মুখখানি,—নাচিয়া কেমন,
মলয়-বিলাসী ভরে খেল বরাঙ্গনে !
হেন রূপ কেবা দিয়া করিল স্বজন ?

(৪)

কুল কুল কুল কুলা দিয়া মনোহর,
গাঁথিয়া তরঙ্গ মালা,-পরিয়া গলায়,
গরবে ফুলিয়া ফের অবনি উপর ;
মরি মরি কিবা শোভা শোভয়ে তোমায়।

(৫)

'হেন সাজ কার তরে বলনা আমায়?
রাজ কুলোদ্ভবা তুমি, আমি হীন জন,
কি সাহস জিজ্ঞাসি যে এহেন তোমায়?
কৃপা করে কহ যদি করিব শ্রবণ।

(৬)

বুঝেছি বুঝেছি আমি বুঝেছি এখন,
বলিতে হবেনা আর "সাজ কার তরে?"
নিত্য তুমি বেশভূষা করিয়া এমন,
বর-মাল্য দিতে যাও বর-রত্নাকরে।

(৭)

পেয়ে মালা নীর-নিধি হরিষ অন্তরে,
প্রেম ভরে বুকে তোমা দেয় আলিঙ্গন;
এত যে বেড়াও ঘুরে দেশ দেশান্তরে,
তার ফল তথা গিয়া করহ গ্রহণ।

(৮)

রত্ন-ধামে যাও তুমি, কমলা যথায়,
চিতের বিকার তবু তিল অহঙ্কারে
নাহি দেখি কভু আমি কহি গো তোমায়;
বড় ঘরে ছোট কাজ কে দেখাতে পারে?

(৯)

অনন্ত-রতন ধামে জনম তোমার,
তেমনি সে বড় ঘরে বিবাহ আবার;
ভালর উপরে ভাল কিবা চমৎকার!
যে যা চায় তাই মিলে বিধির ব্যাপার!!

(১০)

তোমার উরসে পোত কাতারে কাতার,
অবস্থিতি করে, তাতে নাহি অভিমান;
পক্ষী বিনা বৃক্ষ কোথা শোভার আধার?
অপমান বোধ হলে নাহি রয় মান।

(১১)

প্রবল-প্রতাপ প্রিয় পারাবার পতি,
তাঁর সতী গুণবতী তুমি গো ললনে!
প্রাবৃটের কালে তুমি কেমন মুরতি
ধরহ, গাইব তাই লেখনী-বদনে।

(১২)

সোম রবি উভে মিলি হইলে সহায়,
তব পরাক্রম-সীমা নাহি তুল ধরে;
আকর্ষণ গুণে তারা তুলিলে তোমায়,
মেদিনী ছাড়িয়া উঠ গগণ উপরে।

(১৩)

ধরাধর সমরূপে হইয়া ভীষণা,
বেগবতী তুমি সতি! কেমন তখন!
অমাবস্যা পুর্ণিমায় করাল বদনা,
গরজি গম্ভীর নাদে ছাড়হ লম্ফন।

(১৪)

সেই দিনে পরাধীনা নাহি থাক আর,
ধরিয়া রাখিতে তট না পারে তোমায়;
স্বনামে* বিদিত হও জগত সংসার,
তখন "তটিনী" নাম নাহি শোভা পায়।

(১৫)

জগতের কবি-কুল-চিত্ত-বিনোদিনী,
ভাবের ভাবিনী সতি! বলনা আমায়,
কে সৃজিল হেন রূপে তোমা কল্লোলিনি!
মনে বড় বাঞ্ছা করে হেরিতে তাঁহায়।

ভবানীপুর
পাকুড়তলা। } অনুগৃহীত
শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

গুপ্ত যন্ত্র।

ইংরাজি ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি উত্তমরূপে ও সুলভ মুল্যে হইয়া থাকে। সমাচার কি সাময়িক পত্রিকা অথবা পুস্তক ছাপার বিলক্ষণ সুবিধা আছে। সকল পত্রিকা কি পুস্তক প্রকাশকগণের বিনা-কষ্টে ও অল্প ব্যয়ে সমুদয় কার্য্য, ছাপা, বাঁধা কি বিলি ও বিক্রয় প্রভৃতি সুসিদ্ধ হইতে পারে।

শ্রী সত্যচরণ গুপ্ত
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

---

* স্বনামে—প্রবাহিনী নামে।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্ণ লেন, গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ৪ঠা আষাঢ় ১৭৯৩ শক। [১০ম সংখ্যা।

সমালোচক ও মুকুর।

পাঠক মহোদয়গণ, আজ আমরা একটী নূতন বিষয়, আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। বিষয়টী অতি সামান্য আপনাদের নিকটে উপস্থিত করিবার উপযুক্ত নয়।

পাঠক মহাশয়দের বোধ হয় মনে থাকিতে পারে, কিয়দ্দিবস হইল আমরা বঙ্গদেশে যথার্থ সমালোচক নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলাম, সে দুঃখ প্রকাশের কারণটী কি? তাহার এই একমাত্র কারণ যে,যখন লোকে নিজদোষ নিজে দেখিতে পায়না তখন পরে সে টুকু দেখাইয়া না দিলে শোধনের আর অন্য উপায় নাই। আমরা নিজদোষ সকল শোধনার্থ যে খানে মুকুরের নাম দেখিতে পাই সেই খানই আমরা একবার আমাদের সমালোচনা খুঁজিয়া থাকি। বিগত ৯ই জুনের এডুকেশন গেজেটের একস্থানে প্রেরিতের মধ্যে সাহিত্য-মুকুরের নাম দেখিয়া আগ্রেহের সহিত দেখিতে লাগিলাম। প্রথমতঃ একবার সতৃষ্ণ নয়নে স্বাক্ষরের দিকটা দেখিলাম স্বাক্ষর নাই, শূন্য। প্রবন্ধ সমস্ত পাঠ করিলাম। লেখক মহাশয় যে প্রকার সমালোচনা করিয়াছেন তাহাতে আমাদের যে কত উপকার হইল বলাযায় না। লেখক যদিও স্থানে স্থানে বিষম পরিহাস বাক্য ত্যাগ করিয়াছেন তথাপি আমরা তাহাতে উৎসাহহীন না হইয়া বরং আরও উৎসাহিত হইলাম। এত দিনের পর আমাদের সাহস হইল, এতদিন পরে আমরা জানিলাম যে দুই এক জন হিতেচ্ছু সমালোচকের নয়ন পথের পথিক হইয়াছি এবং তাঁহাদের বারম্বার উত্তেজনায় আমরা নিজ দোষ শোধন করিতে পারিব।

আমরা সমালোচনাটী আগ্রেহের সহিত

একাগ্র-মনে পাঠ করিলাম। যত পাঠকরি তত দোষসংস্কারের নুতন উপায় প্রাপ্ত হই। সমালোচনার শিরোদেশে মুকুরের নাম দেখিয়া প্রথমে মনে একটী আশা জন্মিয়া ছিল যে আমাদের সকল দোষ গুণগুলিই দেখিতে পাইব। কিন্তু সমালোচকের পরিপূর্ণ তিন স্তম্ভ সমালোচনার মধ্যে বিভাবতী ভিন্ন আর কাহাকেও প্রাপ্ত হইলাম না। মনে করিলাম প্রবন্ধটী বুঝি সম্পুর্ণ প্রকাশিত হয় নাই কিন্তু তাহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হইলামনা। সমালোচক মহাশয় আমাদিগকে হিতোপদেশ দিয়াছেন বটে কিন্তু উপদেশ কালে ক্রোধে অন্ধ হওয়াতে সকল স্থানে বুদ্ধিবৃত্তি পরিষ্কার রূপে খাটাইতে পারেন নাই। পত্রপ্রেরক মহাশয়ের সমালোচনা পাঠকরিয়া সহসা বিবেচনা হয় যে মুকুরে বিভাবতী ভিন্ন আর কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই। সমালোচক যদি আমাদের যথার্থ হিতার্থী হন তাহা হইলে তাঁহার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে আগামীবারে মুকুরের অপরাপর অংশ সমালোচনা করিয়া আমাদিগকে উপদেশ দেন।

সমালোচক মহাশয় লিখিতে লিখিতে এমনি ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিয়াছেন যে তাহার বিবেচনা শক্তি টুকু একেবারে লোপপ্রাপ্ত হইয়া যাওয়ার তিনি আর কিছুই দেখিতে পাননাই। আমরা বিভাবতীকে অদ্যাবধিও শেষ করি নাই কেবল প্রথমভাগ মাত্র শেষ হইয়াছে এবং সেই নিমিত্তই বিভাবতীর পর "ক্রমশঃ" বা "সমাপ্ত" কিছুই দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয়ভাগে অন্বেষণ করিলে লেখক মহাশয় সকল পরিচয় গুলিই প্রাপ্ত হইবেন এবং যে ৬য়টী প্রধান বিষয়কে অপ্রকাশিত বলিতেছেন তাহাও প্রকাশিত দেখিবেন। আমরা মুকুরের অপরাপর অংশের সমালোচনা দর্শনার্থ ব্যগ্র রহিলাম।

ভারতে গ্রীক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দুঃসংবাদ।

তক্ষশিলার সমর ক্ষেত্রে সেকেন্দারকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। স্বয়ং অনাহত হইলেও তাঁহার সৈন্য ও সেনাপতিদিগের মধ্যে এমন অতি অল্প লোক ছিল, যাহারা পরাক্রান্ত হিন্দুদিগের অস্ত্রে মর্ম্মান্তিক পীড়িত হয় নাই। অন্যান্য স্থলে যে সকল সৈন্য অকর্ম্মণ্য বলিয়া পরিত্যক্ত বা উপেক্ষিত হয় সেকেন্দারের সমুদায় সেনাই তদবস্থাপন্ন। মাসিডন হইতে আশু কোন লোক-সাহায্য পাইবেন তাহারও সম্ভাবনা নাই। যুদ্ধের পর পারস্য হইতে কতকগুলি যোদ্ধা আনীত হয় বটে, কিন্তু তাহারা নিতান্ত ভোগবিলাসী সুতরাং একরূপ অকর্ম্মণ্য, মহাবীর আর্য্য সন্তানগণের সহিত সমরে একান্ত অসমকক্ষ। এইরূপ পারসিকদিগের সহিত যুদ্ধ বলিয়াই সেকেন্দার পারস্য জয় করিতে পারিয়াছিলেন। সিন্ধু পারে যদি তক্ষশিলাপতির পরিবর্ত্তে পুরঃসরের ন্যায় কোন বিক্রান্ত নৃপকেশরীর সহিত যুদ্ধ করিতে হইত তাহা হইলে তাঁহার পারস্যে প্রতিপ্রস্থান কঠিন হইত কি না বলা যায় না।

রাজবৈদ্য ফিলিপের অব্যর্থ চিকিৎসায় ও মহৌষধিবলে গ্রীকগণ পুনর্জ্জীবিত হ-

হইল। তক্ষশিলা-পতি সপুত্র ধৃত, বন্দীকৃত ও তৎপরে বশ্যতা স্বীকার করত স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত হইলেন। সেকেন্দারের সম্মানার্থ রাজপুরে আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। ক্রমে গ্রীসীয় বল সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া, ভারত হইতে প্রতি প্রস্থানের উপযুক্ত হইল। বিজেতাও প্রস্থানের উপায় দেখিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে সেকেন্দর নৃপতির সহিত রাজ-সিংহাসনে বসিয়া আছেন, মন্ত্রীবর্গ রাজার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা-নিরত, অপর সকলেই নিস্তব্ধ, নৃপতি-দ্বয় পরস্পর আমোদের কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় হস্তিনা হইতে রাজদূত আসিয়া রাজসমীপে প্রণত হইল।

মহারাজ পুরঃসরের নিকট হইতে দূত আসিয়াছে, নৃপতি তাহার অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আজ্ঞা করিলেন।

দূত উপবিষ্ট হইল।

পুরঃসরের দূত শুনিবা মাত্র সেকেন্দারের মুখ প্রফুল্ল হইল। কেন?—পাঠক, কারণ অনুভব করিতে পার?—বলিবে গ্রীসীয় বিজেতা মহাবীর, পরাক্রান্ত শত্রুর সহিত ভাবী সমরের সূচনায় উল্লসিত হইলেন, কিন্তু কেহ বিরক্ত হইবেন না; বলিতে কি এটী আপনাদের ভ্রমাত্মক অনুমান। সেকেন্দার আর্য্যদিগের বাহুবলের বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছিলেন। হিন্দুস্থানে তাঁহার আর যুদ্ধের সাধ ছিল না। বিশেষতঃ প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজ পুরঃসরের সহিত যুদ্ধ! তবে কারণ কি?—পাঠকবর্গ জানিতে পারেন, এক ব্যক্তির অলোকসামান্য গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়া যখন মানসে প্রণয়রস মিশ্রিত ভক্তিরসের উদয় হয়—আর মনে মনে বাস্তবিক ইচ্ছা থাকিলেও কোন কারণ বশতঃ তৎসহ আলাপ করিতে পারি না; তখন তাঁহার সহিত কথোপকথন বা বন্ধুত্ব হইবে এরূপ কোন কারণ উপস্থিত হইলে আমরা কিরূপ উল্লসিত হই। বিপুলবিক্রমী অশেষ গুণ-রাজির আস্পদ মহারাজ পুরঃসরের নাম শ্রবণ করিয়া সেকেন্দারের মনেও সেইরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও মিত্রতা করিবার সুযোগ উপস্থিত, ইহাই তাঁহার উল্লাসের কারণ। এরূপ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। যখন কাহারও প্রতি এরূপ সপ্রণয় ভক্তিরসের উদয় হয়, তখন সর্ব্বদা তাঁহার নামও গুণ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে আমাদের লালসা বৃদ্ধি হইতে থাকে, পাঁচজনের সহিত কথোপকথনপ্রসঙ্গে আমরা তাঁহার নাম তুলিয়াদি ও পরম কৌতুহলের সহিত তদ্বিষয়িনী কথা শুনিয়া থাকি। প্রণয়ীর মন সদাই সশঙ্কিত—আবার ভয় হয় লোকে কি মনে করিবে! অমনি নিবৃত্ত হই; কখন কখন ইচ্ছা করিয়া হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি হৃৎপিণ্ড সদৃশ সেই প্রণয় ভাজনের আরোপিত দোষাবলি কীর্ত্তন দ্বারা আমোদ ও কৃত্রিম অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেও ত্রুটি হয় না, এরূপ করাতে আমরা কখন কখন আমাদের হৃদয়-সর্ব্বস্বভূত প্রিয়জনের বিরাগভাজনও হইয়া উঠি সেকেন্দারের পক্ষেও তাহাই ঘটিল।

দূত প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইল মহারাজ তক্ষশিল কহিলেন "দূত আমাদের মহারাজ পুরঃসর এক্ষণে কি সন্দেশ প্রেরণ করিয়াছেন?"

"মহারাজ বলিয়া পাঠাইয়াছেন, যে

যবনের দাস হওয়া অপেক্ষা, তাহার প্রসাদ দত্ত রাজ্য ভোগকরা অপেক্ষা অরণ্যে বাস ও অসহায়ে প্রাণনাশও সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট।,,

ভূপতি অবনত-মস্তকে নীরব হইয়া রহিলেন।

রাজাকে লজ্জিত ও নিস্তব্ধ দেখিয়া সেকেন্দার কহিলেন "দূত তুমি তোমাদের মহারাজকে বলিও পিতৃ পৈতামহিক সিংহাসন কাহারও প্রসাদ নহে, আর তাহা ভোগ করিতে কাহারও অনুগ্রহ প্রয়োজনীয় নয়।"

"প্রয়োজনীয় কিনা তাহা ত্বকৃশি নাথ অবিলম্বেই জানিতে পারিবেন।"

"পুরঃসর কি স্বয়ং নৃপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন ?"

"কেবল তাহাই নয়, চন্দ্রভাগার জলচরদিগকে তৃপ্ত করিতেও বটে।"

"কিরূপে তৃপ্ত করা হইবে ?"

"পাশ্চাত্যদিগের রুধিরে ও মাংসে।"

"তাহাদের চিরাস্বাদিত আর্য্য-মাংসেও সম্ভব। সে যাহা হউক দূত, আমি সন্ধির নিমিত্ত দূত প্রেরণ করিলে তোমাদের মহারাজ যে স্বীকার পাইয়া ছিলেন ?"

"সদানন্দ সামশ্রমীর প্রমুখাৎ প্রেরিত প্রার্থনাই তাহার অন্তরায়।"

"কিপ্রার্থনা—স্মরণ নাই।"

"আর্য্য ভূপাল গৃহের কন্যারা কখন যবনের সহ ধর্ম্মিণী হয় না।"

সেকেন্দার বিমর্ষ ভাবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। দূত কহিল "শ্রবণ অবধি মহারাজ ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিয়াছেন, যবনবধের নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়াছেন, আর অবিলম্বেই উপস্থিত হইয়া তাহাদের অত্যুচ্চ আশার সহিত তাহাদিগকে চন্দ্রভাগার জলে বিসর্জ্জন প্রদান করিবেন।"

মহারাজ ত্বকৃশীস নীরব। দূত উত্তর প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণের পর সেকেন্দার কহিলেন "দূত, আমি তোমাদের রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী নহি। সদানন্দ সামশ্রমীর বিশেষ অনুরোধেও আমি স্বীকৃত হই নাই। এখন বলিতে পারি না এ কার চক্রান্ত। যাহাহউক আমি যুদ্ধে ভীত হইয়া প্রকৃত গোপণ করিতেছি না। তোমাদের মহারাজকে বলিও তিনি যেরূপ শুনিয়াছেন, সকলই সত্য হইতে পারে। আর গ্রীকেরা যুদ্ধে, বিজয় লাভে, ও দেশাধিকারে চিরাভ্যস্ত এক্ষণে তাঁহার কর্ত্তব্য তিনি সাধন করুণ। জগদীশ্বরের বাসনা অচিরাৎ ফলবতী হইক। তিনি সুপ্রশস্ত ভারত-রাজ্য গ্রীকদিগের হস্তে প্রদানে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।"

ক্রমশঃ।

দুর্গাবতী।

তৃতীয় সর্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১৩

"কোথায় নিবাস তার, কি নাম সে ধরে ?
পতঙ্গ আসয়ে যথা বহ্নির উপরে ;
নিয়তিপ্রেরিত হয়ে ত্যজিতে জীবন,
সেইরূপ আসে অর্ব্বাচীন কোন জন !

১৪

"জানে না কি সেই মূঢ় আপন মরণ,
বীরত্বে বিরাজে যবে আর্য্য বীরগণ
বল রণজয়, শুনি, কোন্ সে যবন
ফণি-মণি ল'তে করে কর প্রসারণ ?"

১৫

উত্তরিল রণজয়, "দেবি, দিল্লীশ্বর
আকবর পাঠাইছে সেনাপতি বর
অসফে লুটিতে গড়, ভাঙ্গিতে মূরতি
দেবের,করিতে অত্যাচার প্রজাপ্রতি।"

১৬

আরম্ভেন দেবী রোষে, "অসফ যবন
আকবর প্রণোদিত গড়ের লুণ্ঠন
সাধিবে ? দেখিব আজি বীর আছে কত
যবন জাতিতে, কত আর্য্যধর্ম্মে রত।

১৭

"তস্কর যবন লবে গড় সিংহাসন,
যবে দুর্গাবতী শাসে এরাজ্য রতন,
যবে মহীধর পুরে অমাত্যের পদ,
সেনাপতি আছে যবে সিংহ অতিমদ ?

১৮

"এতদিনে হইয়াছে যবনের কাল,
ইথিছে লভিতে যবে ভারত বিশাল,
উদ্বেজিত করিতেছে ভারতবাসিরে ;
রণজয়, এর ফল লভিবে অচিরে।

১৯

"আজিও ভারত তাপে সেই সে তপন
তাপিয়াছে চির যেই ভারতের জন,
প্রতিদিন প্রাচী দিকে হইছে উদয় ;
কেননা হইবে বল ভারতের জয় ?

২০

"সেইত দেখিতে পাই সুনীল গগণ
চিরকাল দেখিয়াছে যাহা আর্য্যগণ,
পূর্ব্বমত গোলভাব ধরে এসময় ;
কেননা হইবে বল ভারতের জয় ?

২১

"তেমনি জ্বলিছে চিরদিন হুতবহে,
দাহিকা শকতি তার তেমনই রহে,
লভেনাই চিত্রভানু কিছু বিপর্যায় ;
কেননা হইবে বল ভারতের জয় ?

২২

"সদাগতি বহে তথা জগতের হিতে ;
তেমনি বরষে নীর, নীরদ হইতে ;
তেমনি চন্দ্রমা দিনে না লভে উদয় ;
কেননা হইবে বল ভারতের জয় ?

২৩

"সেইরূপ স্রোতবতী চলে অবিরত ;
সেইরূপ ফল ভরে বৃক্ষ অবনত ;
পূর্ণিমা তিথিতে সূর্য্যগ্রহণ না হয় ;
কেননা হইবে বল ভারতের জয় ?

২৪

"সেইরূপ ডুবে থাকে জলেতে প্রস্তর ;
নলিনী না জন্মে কভু পর্ব্বত উপর ;
আরোপিলে যব কভু ধান্য নাহি হয় ;
কেননা হইবে বল ভারতের জয় ?

২৫

"বিষেতে জীবন নাশে, অমৃতে প্রদান ;
কাচ নাহি ধরে শোভা স্ফটিক সমান ;
এখনও সেইরূপ দিবারাত্রি হয় ;
কেননা হইবে বল ভারতের জয় ?

২৬

"বসন্তের পর গ্রীষ্ম, পরে বারিধর,
পরে শরত, শিশির, শীত তারপর,
এখনও সেই ভাবে চলে ঋতুচয় ;
কেন না হইবে বল ভারতের জয় ?

২৭

"ভারতের বীরনাম খ্যাত চরাচরে,
কাহার সাহস হেন দাঁড়াতে সমরে
তাদের সুমুখে বল ? বল, রণজয়,
কেননা হইবে আজি ভারতের জয় ?

২৮
"ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, জয়দ্রথ,
অর্জ্জুন, সাত্যকি, ভীম, সুমিত্র, সুরথ,
বাহ্লিক, মাণ্ডব্য, জরাসন্ধ, বৃহদ্রথ,
ভূরিশ্রবা, উগ্রতীর্থ, কৃপ, মহারথ,

২৯
"ইন্দ্রদ্যুম্ন, ধুন্ধুমার, দুষ্মন্ত, ভরত,
শ্রুতায়ুধ, উগ্রবীর্য্য, কাম্বোজ, সাত্বত,
ইরাবান্, ভগদত্ত, রুক্মী, চিত্রসেন,
অম্বরীশ, সোমদত্ত, শল্য, শূরসেন,

৩০
"যে ভূমিতে জন্মেছিল, আছে সেই ভূমি,
সেই রবি বিতরিছে আপন রশমি,
যে রবি তাপিত ধরা তাদের সময়;
কেন না হইবে বল ভারতের জয়?

৩১
"এখানে বসিয়া আর কিবা প্রয়োজন?
বল, সেনাপতি করে যুদ্ধ আয়োজন;
সাজুক সকল বীরে লভিবারে জয়,
ঘুষুক সকল মুখে ভারতের জয়।"

৩২
শুনিয়া দেবীর বাণী উঠে রণজয়,
ত্বরা করি চড়িলেন আপনার হয়।
চলিল বেগেতে অশ্ব ত্বরিত গমন;
চলে বীর সেইদিকে, যথা সৈন্যগণ।

৩৩
আদেশেন দেবী এক সহচরী প্রতি;
"কমলে! চড়িয়া বাজি যাও শীঘ্রগতি?
মন্ত্রীবর মতীধর আছেন যে খানে,
তাঁহারে লইয়া যাবে মোর সন্নিধানে।"

৩৪
"যে আজ্ঞা" বলিয়া তবে উঠিল কমলা।
"আরো এক কথা শুন" বলে ভূপবালা,
"বলিবে সেনানী অভিমদে, যে, নগরে
আজি নিশাকালে কেহ প্রবেশ না করে।"

৩৫
প্রণমি দেবীর পদে কমলা তখন
বাহিরিল দ্রুত, চড়ি বাজিতে আপন।
বলিলেন দেবী "বল বিজয়ে, আনিতে
এখানে ঘোটক চয়ে, নগরে যাইতে।"

৩৬
সহচরী আদেশিল ঘোড়া আনিবারে,
উপনীত হল হয় অট্টালিকা দ্বারে;
উঠেন ঘোটকে দেবী সহ সখীগণে।
চলিলেন বন ছাড়ি নিজের ভবনে।

ইতি দুর্গাবতী কাব্যে রণ সম্বাদ নামে
তৃতীয় সর্গ।

ক্রমশঃ

প্রাপ্ত।

প ত্রা ব লী।

১ম পত্র জননী উদ্দেশে।

"মা মা" আঃ কি মুখভরা মধুর বচন,
শুনিলে হৃদয় শান্ত যুড়ায় শ্রবণ।
আধ আধ কথা যবে ফুটে শিশু-মুখে
আগেতেই "মা মা" বলে ডাকিলাম সুখে;
স্নেহময়ী! করিলেগো অশ্রু বিসর্জ্জন
আনন্দেতে কণ্ঠরোধ, সরেনি বচন।
খেলিতে খেলিতে যদি পাইতাম ভয়
তাড়া তাড়ি তব কোলে লতেম আশ্রয়,
অপূর্ব্ব মাতার কোল যুড়াবার স্থান
নিমেষেতে যুড়াইত ব্যাকুল পরাণ।
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মাগো স্বপন দেখিয়ে
উঠিতাম কতবার হাসিয়ে কাঁদিয়ে;
"আয় আয়" বলে মাগো সান্ত্বনা করিতে
স্তব্ধ হইতাম ফের ঘুমের ঘোরেতে।

স্নেহময়ী মূর্ত্তি হায় নিছুক জাগিয়া
মুখপানে স্থির ভাবে রহিতে চাহিয়া।
বার বার দেখে তৃপ্ত হতনা অন্তর,
স্নেহরসে গলে যেত হৃদয় কন্দর।
মশার কামড়ো, তব প্রাণেতে স'তনা,
মনে মনে কত ক্লেশ করিতে কল্পনা।
কোনরূপ রোগ যদি ঘটিত আমার,
কতরূপ করিতেগো রোগীর ব্যাভার,
কত যে ঔষধ মাগো করিতে সেবন,
নিরাহারে কতদিন করছ যাপন।
স্নেহময়ী দেবী মাগো স্নেহের প্রতিমা!
কত সুখ তব কাছে নাই তার সীমা।
হায় হায় সুখসূর্য্য কতক্ষণ রয়,
সহসা দুখের নিশা হইল উদয়।
হাহাকার শিবারব সহসা ঘুষিল।
বিষম বিপদ আসি ঘেরিয়া ধরিল।
অকালে অন্তক আসি ধরিল তোমারে—
অনাসে লয়েগেল নিজের আগারে।
বসিয়া রমণীকুল ঘেরি চারিভিতে,
মহা গোলযোগ করি লাগিল কাঁদিতে।
অতি শিশু আমি মাগো, ছিলাম তখন
বুঝিতে পারিনি হায় রোদন কারণ।
যার কাছে যাই মাগো বুঝিবার তরে,
হাহাকার ক'রে সেই কাঁদে উচ্চস্বরে।
ক্রমেতে সে দিনগেল এল ফের কাল;
সময়েতে রাতগেল সময়ে সকাল।
সময় নদীর স্রোত ক্রমে চলে যায়
রাখিতে কে পারে বল ধরিয়া তাহায়?
সকালে উঠিয়ে ফের খুঁজি ঘরে ঘরে,
"মা মা" বলে কতবার ডাকিনু তোমারে।
হায়রে অবোধ শিশু কিছুই জাননা—
তাই সে বিপদ হায় বুঝেও বোঝনা।
দিন দিন যায় দিন কেটেগেল কাল;
ক্রমে ক্রমে গেল কেটে সকল জঞ্জাল।
কিছুদিনে ভুলেগেল পরিজন সব;
ক্রমেতে সকলে হায় হইল নীরব।
পুনরায় মাতা এক হইল আমার,
মনে মনে দুখরাশি হইল সংহার।
বয়সের সহপরে হ'ল জ্ঞানোদয়,
কতরূপ কতভাবে পূরিত হৃদয়।
তখনো স্বরূপ আমি কিছুই না জানি,
বিমাতারে ভাবি মনে আপন জননী।
হায়রে সেকাল তবু ছিল ঢের ভাল
তখনও ঘটেনি মাগো এরূপ জঞ্জাল।

ক্রমশঃ।

প্রেরিত পত্র।

ছয় রিপু।

১

কিবা মনোহর বেশ করিয়ে ধারণ,
কাম রিপু মরি মরি মোহে জনগণ।
সুসজ্জিত পুষ্প মালে সুমধুর স্বরে,
পুষ্পময় পথে যেতে আবাহন করে।
লুক্কায়িত সেই পথে কাল বিষধর,
মাকালের ফল মত ভুলে নারী নর।

২

দুরাচার ক্রোধ, করে দিয়ে তরবারি,
সুন্দর মানব কুলে করে পশ্বাচারী।
বৈরনির্য্যাতন সুখে উৎসাহ বাড়ায়,
কোমল শান্তির তরু ক্রমশঃ জ্বালায়।
মন-মৃগ মারে আহা হানি খর শর,
উন্মত্ত সমান হয় মানব নিকর।

৩

"ধন-মান-যশ সদা কর উপার্জ্জন,"
দুরন্ত লোভের এই বিষাক্ত বচন।
স্বর্ণ অট্টালিকা ছবি করি প্রদর্শন,
বিসর্জ্জিতে বলে ধর্ম্ম অমূল্য রতন।

কল্পনা শ্রবণে কভু টালে অবিরত
প্রসংশার রব সুধা; করে জ্ঞান হত।

৪

পাত্র পূর্ণ সুরা, তায় ঈশ্বরে ভুলায়,
লয়ে করে মোহ দুষ্ট বিচরে ধরায়।
কৌশলে করিয়া রত সেই সুরা পানে,
পুরুষ কামিনী জনে নাশে ধন প্রাণে।
আসক্ত করায় জীবে বিষম মায়ায়,
পড়িলে মোহের ফাঁদে ঘটে ঘোর দায়।

৫

বিকট মূরতি মদ অতি ভয়ঙ্কর,
বৃথা গর্ব্বে স্ফীত করে মনুষ্য অন্তর।
ধনী, গুণী অগ্রগণ্য ভাবে জগ জন,
করিলে নিশ্চয় মদ বপু পরশন।
দাম্ভিক জনের কভু নাহি কারে ভয়,
সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত অবশেষে হয়।

৬

মাৎসর্য্য করয়ে মুগ্ধ মহা মন্ত্র গুণে,
আকুল পরাণ সদা অন্যের শ্রী শুনে।
সংসার সম্পত্তি মাত্র সুখের আকর,
এই ধ্যান এই জ্ঞান হয় নিরন্তর।
জিনিতে রিপুর রণ সাজহ অচিরে,
ভাষাও সমর ক্ষেত্র রিপুর রুধিরে।

জামালপুর, একাউন্টেন্ট আপিষ } একান্ত বশম্বদ, শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।

মাতৃহীন বালকের খেদ।

১

ধিক্ রে তোমায় বিধি ধিক্ শতবার,
কি দোষেতে বিনাশিলি জননী আমার?
এহেন শৈশব কালে, বলদেখি কার কোলে
"মা" বলিয়া আমি আর করিব গমন,
কে আর করিবে মম বদন চুম্বন।

২

কে আর এমন কথা বলিবে আমায়
"আয় আয় বাছাধন আয় আয় আয়"
কাহার অঞ্চল ধরে, ভাবের গরব করে
বেড়াইব নেচে নেচে তেমন করিয়া,
তাই ভাবি হিয়া মম যাইছে ফাটিয়া।

৩

ক্ষুধা পেলে কার কাছে করিব গমন,
কে আর যোগাবে মম অশন বসন,
মলিন বদন হেরি, কে আর তেমন করি
মুছাইবে সেইমত আপন অঞ্চলে,
কে সাজায়ে দিবে আঁখি সুন্দর কজ্জলে।

৪

আষাঢ় শ্রাবণে যবে মেঘের গর্জ্জনে,
কম্পিত হইব আমি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
কে বল তেমন করি, হৃদয় মাঝারে ধরি
"ষাট ষাট ভয়নাই" বলিবে আমায়।
আরকি দেখিব আমি সে হেন মাতায়।

শ্রী কুঞ্জবিহারী সাহা।
শান্তিপুর পুরাতন স্কুল প্রথম শ্রেণী।

গুপ্ত যন্ত্র।

ইংরাজি ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি উত্তমরূপে ও সুলভ মূল্যে হইয়া থাকে। সমাচার কি সাময়িক পত্রিকা অথবা পুস্তক ছাপার বিলক্ষণ সুবিধা আছে। সকল পত্রিকা কি পুস্তক প্রকাশকগণের বিনা-কষ্টে ও অল্প ব্যয়ে সমুদয় কার্য্য, ছাপা,বাঁধা কি বিলি ও বিক্রয় প্রভৃতি সুসিদ্ধ হইতে পারে।

শ্রী সত্যচরণ গুপ্ত
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্ণ লেন, গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ১১ই আষাঢ় ১৭৯৩ শক। [১১শ সংখ্যা।

ভারতে গ্রীক।

—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—

সামশ্রমী।

প্রয়াগ তীর্থের অনুান দুই ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে ভাগিরথীতীরে একটী সুপ্রশস্ত বন ছিল। তীর্থের সমীপবর্ত্তী বিশেষতঃ গঙ্গাতীর, বহু সংখ্যক সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আসিয়া ঐ স্থানে নিরুদ্বেগে তপশ্চরণ করিতেন। তীরবর্ত্তী অরণ্যানীমধ্য হইতে অবিশ্রান্ত ধূমরাজি উত্থিত হওয়াতে ভাগীরথীর নির্ম্মল হৃদয় সতত কালিন্দী জলের ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণ দেখাইত।

অরণ্যের এক নির্জ্জন প্রদেশে সুপরিষ্কৃত বটবৃক্ষবেদিকায় সদানন্দ সামশ্রমী করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া বসিয়া আছেন। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া সিতশ্মশ্রু সন্ন্যাসী জ্ঞানশূন্য-প্রায়। বৈশাখ-নৈশ-সমীরণ ধীরে ধীরে বৃক্ষাবলির কোমল প্রবাল ও কুসুম সকল আকম্পিত করিয়া কপালের চিন্তাজনিত স্বেদ মার্জ্জন করিয়া দিতেছে। সুধাময় পূর্ণচন্দ্র আকাশ মণ্ডলের মধ্যভাগে বিরাজমান হইয়া অবনীস্থদিগের গ্রীষ্মাপনোদন-নিরত আছেন। সমীরণ সঞ্চালনে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বট-পত্রাবলি ছিদ্র-পথে বনদেবতাদিগের নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে রজতাভরণ সকল নিক্ষেপ করিতেছে। স্বভাব ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন-স্বরূপ মল্লিকা কুসুম সকল সমীরণযোগে আপনাদের মনোরম সৌরভ চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিতেছে; সামশ্রমীর অধ্যাসিত বটবৃক্ষতলও আমোদিত করিতেছে। তিনিও বুঝি বৃক্ষতলে বসিয়া সুগন্ধ নিদাঘসমীরণ-সেবাসুখানুভব করিতেছেন। ধর্ম্মপরায়ণ যোগী স্বভাবের শোভা দর্শনে নিমগ্ন আছেন। তবে দীর্ঘ নিশ্বাস কেন? অন্তরস্থ

হুতাশনের উল্কাবলির ন্যায় অত্যুষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস কেন? তবে বুঝি শোকসন্দীপক কোন গুরুতর চিন্তা হইবে। সামশ্রমী এই ভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। ক্রমে দুঃখাবেগ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া আসিল। অতি বেগে আর একটী সশব্দ দীর্ঘ নিশ্বাস। করতল হইতে মস্তক তুলিলেন। সম্মুখে দৃষ্টি পতিত হইল। অমনি অস্পষ্ট আলোকে নিকটে দণ্ডায়মান মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন—চিনিলেন—সে হেমরাজ-পুত্র মদনমোহন।

যোগী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া কহিলেন 'এত রাত্রে কোথা হইতে?'

মদনমোহন কহিলেন 'এই গ্রীক শিবির হইতে আসিতেছি।'

'তুমিকি গ্রীকদিগের শিবিরে গিয়াছিলে?'

'আমিত সেদিন যাইবার নিমিত্ত আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম।'

'আমি মনে করিয়াছিলাম, তোমার এত দূর সাহস হইবে না।'

'আমাকে তত অপদার্থ বোধ করিবেন না, পুরঃসরের সর্ব্বনাশ জন্য সকল কার্য্যই আমি বীর পুরুষের মত করিতে পারি।'

'কিরূপে সেখানে গিয়াছিলে?'

'অলক্ষিত ভাবে।'

'সেকেন্দারের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলে?'

'না।'

'চন্দ্রগুপ্ত?'

'সেত সেখানে বন্দী। তাহার সাক্ষাৎ পাইবার সম্ভাবনা কি?'

সামশ্রমী হাস্য করিলেন।

মদনমোহন কিছু অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন "আমি কি সেখানে যাই নাই? তবে পাছে হস্তিনার লোক বলিয়া আমার জীবন নষ্ট করে এই ভয়ে শিবিরের ভিতর যাইনাই বটে।"

সামশ্রমী বলিলেন 'চন্দ্রভাগা পার হইয়াছিলে?

মদনমোহন একটু ইতস্তত করিয়া কহিলেন 'না'।

'যথেষ্ট হইয়াছে। আচ্ছা মদন মোহন তুমি সে দিন যে সকল কথা বলিয়াছিলে তাহা কি সত্য?'

'সত্য নয় ত কি, আমি পিতার মুখে ওসব শুনিয়াছি।'

সামশ্রমী কহিলেন 'আচ্ছা সে সব থাক, তুমি সেকন্দারকে এই কথাটা কহিয়া আসিতে পারিলে না।'

'আমাকে বরং আর কোন কাজ দিন। আর আপনি স্বয়ং ভার গ্রহণ করুন।'

'আচ্ছা তাই ভাল, তবে তুমি আর একটী কাজ কর।'

'বলুন।'

সামশ্রমী একখানি পত্র বাহির করিয়া কহিলেন 'তুমি পুরঃসরকে এই খানি প্রদান করিবে। বলিও পিতার নিকট হইতে এ পত্রখানি আসিয়াছে।'

'পত্রে কি কথা আছে?'

'পত্রখানি পাইলে পুরঃসর সসৈন্যে যুদ্ধ যাত্রা করিবেন। অধিরাজসাহায্যের অপেক্ষা করিবেন না।'

কথা বার্ত্তায় রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। পূর্ব্বদিক ঈষৎ অরুণিত ও ক্রমে সম্পূর্ণ রক্তবর্ণ প্রকটিত হইল। আত্মদাহ মনে করিয়া যেন রজনীশিরোভূষণ শশলাঞ্ছন দ্রুতপদে পশ্চিম সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন। পশ্চিমদিক সন্ত্রাস্ত হইয় আপনার বহুল-হীরক সকল খচিত মহামূল্য উত্তরীয় বসন আকাশ মণ্ডল হইতে টানিয়া লইলেন। পক্ষীকুল

ভূত হইয়াই যেন কোলাহল করিয়া উঠিল। কুসুম-চয়ন নিমিত্ত তাপসগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। সামশ্রমী কহিলেন 'মদন আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই হস্তিনাভিমুখে গমন কর।'

মদনমোহন কহিলেন 'আপনি কি গ্রীক শিবিরে চলিলেন?'

সামশ্রমীর কি চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল মদনমোহনের কথার উত্তর না করিয়া কহিলেন 'শুন আর একটা কথা বলিয়া দি।'

যোগী তাহার কানে কানে কি বলিয়া দিলেন। মদনমোহন আবার কহিলেন 'আপনি কি গ্রীক শিবিরে চলিলেন?'

'হাঁ চলিলাম।'

উভয়েই গাত্রোত্থান করিয়া ভিন্ন পথ গ্রহণ করিলেন। যাইতে যাইতে সামশ্রমী ত্রস্ত-পদ-বিক্ষেপ শব্দ শুনিয়া পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন মদনমোহন উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছে। দাঁড়াইলেন। মদনমোহন নিকটে আসিয়া কহিল 'আর একটা কথা বলিবার নিমিত্ত ফিরিয়া আসিলাম।'

'কি কথা বল।'

'আমার সহিত মনোরমার বিবাহ দিতে হইবে বলিয়া যেন আপনি স্বয়ং তাহাকে হস্তগত করিবেন না। আমার নামটা করিয়া বলিবেন।'

সামশ্রমী হাসিয়া কহিলেন 'ভাল তাহাই করিব।'

উভয়ে চলিয়া গেলেন।

একটু দূর গিয়াই যোগী আবার পশ্চাতে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। মদনমোহন উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ডাকিতে আবার দৌড়িয়া আসিতেছে; নিকটে আসিয়া কহিল 'ভাল আপনি বিবাহের কথাটা সেকেন্দারকে কি বলিবেন বলুন দেখি?'

সদানন্দ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন 'কি বিপদ, বলিব তোমার সহিত মনোরমার বিবাহ দিতে।'

'না না, বলিবেন—যাহার মন্ত্রণাবলে আপনি যুদ্ধে জয়ী হইবেন, সেই মদনমোহনের সহিত মনোরমার বিবাহ দিতে।'

'ভাল তাহাই বলিব।'

'আর যদি সেকেন্দার দিন পাইয়া আপনিই বিবাহ করে?'

সামশ্রমী হাসিয়া কহিলেন 'তবে আমি আছি কি করিতে।'

ক্রমশঃ।

পোষাপাখী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

জনক যতনে করি ধনের অর্জ্জন,
করেছেন কত মতে তোমার পালন।
তুমি কিরে দিতেপার তার পরিশোধ,
এমন ভেবোনা কভু আরে রে নির্ব্বোধ।
সময় পাইলে বন্ধু হয় বহু জন,
করে থাকে বটে বহু কাজের সাধন।
কিন্তু ভেবে দেখ দেখি মনে একবার,
অসময়ে কার হয় স্নেহ ব্যবহার।
কে করে প্রাণের হতে তোমার যতন,
তৃণসম জ্ঞান কেবা করে নিজ ধন।
পৃথিবীর যত সুখ করি তুচ্ছ জ্ঞান,
করেছেন শুধু তব সুখের বিধান।
আহা হেন মিত্র আর কে আছে ধরায়,
অহরহ একমনে কুশল ধেয়ায়।

আপনার জীবনের নাজানি ব্যভার,
ভাবিয়াছে তুমি তার জীবনের সার।
তব লাগি দেশে দেশে করিয়া ভ্রমণ
করেছেন কত মহা রত্ন আহরণ।
এখন হইয়ে জরা তোমার অধীন,
একবার ভাব মনে আগের সে দিন।
যেদিন সাদরে পিতা করিয়ে গ্রহণ,
হৃদয় উপরে করি তোমায় স্থাপন।
শত শত চুম্বদিয়া বলি যাদু ধন,
স্বার্থক ভাবিয়া ছিল আপন জীবন।
নিজ বাসে ধুলা মুছি প্রসারিয়ে কোল,
সন্তোষে শুনিত তব আধো আধো বোল।
এখন দেখিছ তাকে বিষময় কায়,
মরিলে আপদ যায় ঘুচে সব দায়।
হায় হায় নরাধম নাহি জ্ঞান লেশ,
যাহার কারণে গুণ পেয়েছ অশেষ।
যে দিয়া ঔষধ মত বিদ্যা রস দান,
করিয়াছে তব এই সুখের বিধান।
সেই তব শত্রু হলো একি ঘোর দায়,
মানব অধম জাতি হায় হায় হায় !!!
হাজার পণ্ডিত হোক তোমা সম নয়,
তাই বলি পাখী! তুমি অতি গুণময়।
দ্বেষ অহঙ্কার নাই হিংসার ব্যাপার,
করনাক কারু সহ অন্যায় ব্যভার।
স্বার্থপরতায় কভু নাহি দেও মন,
আনন্দে দর্শন কর সকল ভুবন।
মানব সেরূপ নয় নির্ম্মল স্বভাব,
মনে মনে সদা তার কত রূপ ভাব।
আপনার ক্ষমতার সীমা নাহি পায়,
অপরে অক্ষম বলি সতত নিন্দায়।
যাহার ক্ষমতা বলে হয় সুপ্রধান,
অনায়াসে করে পরে তার অপমান।
অন্য পরে কোন কথা পিতা মাতগণ,
কখন তাদের কাছে পূজ্য নাহি হন।
মাতার উদর হতে পড়িয়া ধরায়,
বর্দ্ধন হইয়া শুধু তাঁহার কৃপায়।
বুকের শোণিত করি অনিবার পান,
অনেক যতনে ক্রমে হয়ে বলবান।
সে মাতায় করে পরে কত হতাদর,
কি বলে বলিব বল শ্রেষ্ঠ জীব নর।
ধরণী হইতে গুরু জননী প্রধান,
ধরণীতে জীব করে সুখে অবস্থান।
ধরণী ছাড়িলে তার স্থান আর নাই,
তেমনি সন্তানে মাতা হয়ত সদাই।
জননী জঠরে হয়ে দুর্ল্লভ উদ্ভব,
তবেত হইবে নাম মানব মানব।
পেয়েছে মানব নাম যাহার কারণ,
কেন তার উপকার না করে স্মরণ।
স্নেহের উপমা ঠাঁই আর যার নাই,
যাহতে মধুর ভাব আর নাহি পাই।
তাহতে প্রধান পদ বনিতার হয়,
কখন মানবগণ শ্রেষ্ঠ জীব নয়।
মাতা হয় হীনবেসা দাসীর সমান,
চৌদ্দশিকা মাসহারা তাঁহার বিধান।
দারা হন ভাগ্যবতী গুণবতী সতী,
অপরূপ ঠাম তাঁর সুখের মুরতী।
সুখেতে অবশ অঙ্গ মৃদুগতি পদ,
বিধিমতে বাড়িয়াছে তাহার সম্পদ।
পোড়া মুখে হাসি আসে বলিব কাহায়,
মানবেরে শ্রেষ্ঠ জীব বলা কিসে যায়।

ক্রমশঃ

ললিত কাব্য।

পঞ্চমসর্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২৩

"কপালেতে যার নাহি সুখলেশ,
বিধি বিপরীত সদাই যায়,
কে পারে ঘুচাতে তার মন-ক্লেশ ;
সুখী করিবারে কেপারে তায়।

২৪

"করমের ফল যেমন যাহার
তেমনি তাহারে ভুগিতে হবে,
পাপ কর্ম্ম ফলে পুণ্যের সঞ্চার
কে বল তেমন দেখেছে কবে?

২৫

"আসিলাম হেথা জুড়াতে হৃদয়
জুড়াতে তাপিত ব্যাকুল প্রাণ,
এখানেও আসি বিপদ উদয়—
অভাগার আর নাহিক ত্রাণ।

২৬

"সহসা প্রণয়ে মজিল হৃদয়
প্রেম ছায়া আসি পড়িল হৃদে
নব নব ভাব হইল উদয়
নব রস আসি উদয় চিতে।

২৭

"প্রেম রসে ক্রমে গলিল অন্তর
ঘুচে গেল ক্রমে দুখের রাশি
অমৃতে ভাসিল হৃদয় কন্দর
নব ভাব মনে উদিত আসি।

২৮

"হৃদয়ে উদিত প্রেমের মূরতি
নব নব ভাব উদিত মনে
উদিত মানসে ত্রিদিব-যুবতী
ভালবাসা বাসি তাহার সনে।

২৯

"বিশুদ্ধ প্রণয় হইল উদয়
গলিল মানস মজিল প্রাণ
প্রেম ময় ভাবে পুরিল হৃদয়,
হৃদয় বীণায় বাজিল তান।

৩০

"ভাবী সুখ আশা দিবার স্বপন
ক্রমে ক্রমে আসি উদিত হ'ল,
নব ভাবে মন হইল মগন
জীবনের আশা ফিরিয়ে এল।

৩১

"তখনি অমনি সে সুখ-স্বপন
একেবারে সখে! ফুরায়ে গেল
বহিল হৃদয়ে প্রলয়-পবন
হৃদয় ব্যাকুল হইয়ে এল।

৩২

"এত দিন যার প্রণয় আশায়
ভাবী সুখ ভাবি ধরেছি প্রাণ
আজি সখে! তার জনক তাহায়
অপরের করে করিবে দান।—

৩৩

"যে আশায় সখে রাখেছি জীবন
ধরেছি শরীর যাহার তরে
সহসা তাহায় হতাশ এখন—
ধরিব জীবন কেমন করে, ?"

ক্রমশঃ।

দুর্গাবতী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

চতুর্থ সর্গ।

১

কণক জড়িত করি-বিষাণ আসনে?
বিশ্রাম গৃহেতে বসি দেবী দুর্গাবতী
বাম পার্শ্বে মহীধর রজত আসনে,
চারিধারে রহিয়াছে বহু সেনাপতি।

২

অতিমদ সিংহ সেনা পতির প্রধান,
কৈতব, কমল সখা, ইন্দ্রনারায়ণ,
যদুপতি, বীরসিংহ, যোগী, বীরমান,
উপনীত শুনিবারে দেবীর বচন।

৩

বলিলেন দেবী সবে, "সেনাপতিগণ
বোধ হয় শুনিয়াছ লুঠিবারে গড়
সৈন্যঠাঠ ল'য়ে আসে অসক যবন,
সাজিবে তোমরা সব হইয়া সত্বর।

৪

"রণ পূর্ব্বে উপদেশ কিছু বীরগণে
দিবারে উচিত, সেই হেতু মন্ত্রিবর
বলিবারে অভিলাষী, শুন একমনে।"
বিরমেন দেবী, আরম্ভেন মহীধর।

৫

"সেনাপতিগণ, সবে সুবিজ্ঞ, সুধীর,
কার্য্যদক্ষ, মহারথ, ভারতভূষণ
তোমাদের জয় করে আছে কোন্ বীর?
তোমাদের অসি গড় রক্ষার কারণ।

৬

"কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান, তোমরা সকলে
কিছু নাই তোমাদের উপদেশ তরে;
তথাপি রণের আগে প্রথা মাত্র বলে
এ স্থবির কিছু বলিবার ইচ্ছা করে।

৭

"ক্ষত্রিয়গণের রণ দ্বার অনাবৃত
লভিতে ত্রিদিব ধাম; ইহার আশ্রয়ে
লভে ইন্দ্র ব্রহ্মলোক দেব পরিবৃত,
না লভে স্বরগ সেই ব্যাধিতে মরয়ে।

৮

"মানব প্রকৃতি মৃত্যু; জন্মিলে ভুবনে
হেন জন নাই, ত্যজে কভুনা জীবনে;
নিশ্চয় জেনেছি যদি এইরূপ মনে
কেমনা ত্যজিব প্রাণ দেশের কারণে?

৯

"জননী জনম ভূমি গুরু স্বর্গ হ'তে"
সকলে বলিয়া থাকে; তাহার সম্মান
রাখ করি প্রাণপন শত্রু হস্ত হ'তে,
ত্যজি নিজ প্রাণ কর তার পরিত্রাণ

১০

"থাকিবে হে সাবধানে সকলে সমরে,
না করিবে কোন কার্য্য নির্ব্বোধের মত,
উপযুক্ত স্থানে সেনা সন্নিবেশ করে,
থাকিবে অরাতিছিদ্র অন্বেষণে রত।

১১

"সৈনিক পুরুষগণে রাখিবে সন্তোষে,
সৈনিকনিকর রুষে রুক্ষ ব্যবহারে,
মাঝে মাঝে দানকরি প্রিয় উপদেশে
বাড়াবে উৎসাহ বীজ দেশ রাখিবারে।

১২

সকলেই নিয়োজিবে সুবিশ্বাসী বর,
জানিবারে শত্রুগতি করিবে মন্ত্রণা—
(কিন্তু ষটকর্ণ মন্ত্র অনিষ্ট আকার।)
করিবে সময় ক্রমে ব্যূহের রচনা।

১৩

"যেন না জানিতে পারে বিপক্ষের দল
কি ভাবে তোমরা থাক; যেন না প্রবেশে
যবন প্রেরিত চর জানিবারে বল;
রাখিবে রক্ষক পটু সেনা সন্নিবেশে।

১৪

"পানীয় ভোজন দ্রব্য কাষ্ঠ আহরণ
করিয়া রাখিবে সদা সেনা সন্নিবেশে।
রাখিবে তথায় অশ্ব করির ভোজন;
সেনাগণ থাকে যেন সদা রণবেশে।

ক্রমশঃ।

প্রেরিত পত্র।

প্রকৃতি।

১

সুচারু হাসিনী সতি! অতি মনোরমা,
অয়ি গো প্রকৃতে! তুমি অতুলা ভুবনে;
তব রূপ-ঋণে ঋণী বামা তিলোত্তমা,
কে পারে বাখানে বল তোমার বরণে?

২

ভূষণ বিহীন এত তব কলেবর,
না জানি আরো কি হবে ধরিলে ভূষণ ?
অরুণ উদয়ে যবে চরাচর চর,
কার্য্য-ব্রতে হয় ব্রতী সাজ গো কেমন !

৩

কিবা ভাতি! মণিজ্যোতি নহে তার তুল,—
নিশির শিশির সব মুক্তার মালায়,
মন্দ মন্দ গন্ধ বহে দুলি দুল দুল,
কিবা রূপ দেয় মরি শোভিয়া গলায় !

৪

হাস্যপূর্ণ তব আস্য কেমন তখন !
মলয় মারুত সনে হরিষ অন্তরে,
গুন গুন গুণে কর গীত আলাপন,
শাখা-কর নাড়ি নাচ বন-রূপ ধরে।

৫

দশন-পাঁতির-রুচি মুকুল-মালায়,—
শুভ্র বর্ণ কি বাহার হাস গো যখন !
আল কর দশ দিক থাক গো যথায়,
কিবা ভাল লাগে পুষ্প উদ্যান তখন !

৬

ভাবের ভাবুক কেহ যাইলে তথায়,
ভাব-রসে গলে মন, বলে অনিবার,—
"মরি মরি কিবা শোভা হেরিছি হেথায় !"
কহ গো প্রকৃতে কেবা কারু সে তোমার ?

৭

নব নব কিসলয় অঙ্গের ভূষণ,—
তপন-কিরণ-কণা পত্রের ভিতরে,
করিয়াছে মৃগ মত তোমার নয়ন ;
আহা কি সুন্দর শিল্পী ধন্য তাঁর করে !

৮

স্তন-ভাবে অবনত ফল গো তোমার,—
অপত্য-পক্ষীর পাল করে তায় পান,
রস-রূপ দুগ্ধ কিবা দেখি অনিবার,
সুখে হৃদয়েতে পেয়ে বসিবারে স্থান !

৯

সুধা খেয়ে সুধা বর্ষে শ্রবণ-রঞ্জন,
সঙ্গীত-লহরী ভরে নাড়ে কণ্ঠ সব ;
থাকে থাকে উড়ে বসে বায়ে যায় মন,
কাহার মহিমা তরে করে হেন রব ?

১০

পথ শ্রান্ত পান্থ যত হেরিয়া তোমায়,
হরিষ অন্তরে দূরে ধায় ঘনে ঘন ;
শাখা-করে পত্র-পাখা ধরিয়া সবায়,
শীতল পবন কর তুমি গো তখন।

১১

হেন রূপ কে শিখালে বল গো আমায় ?
পরের সাধনে হিত সদা এক মন,
রূপ গুণ সম ভাবে বিরাজে তোমায়,
না জানি কে হবে সেই তোমার কারণ ?

১২

সুচারু শোভনে ! তুমি রেখেছ ভাণ্ডার,—
ফল, মূল, তৃণ, পত্র পুরিত যাহায়,
ক্ষুধাতুর জীবগণ করি তা আহার,
ক্ষুধা হরে সুখভরে কোন জনে গায় ?

১৩

পশ্চিম সাগরে যেন বিশ্রাম কারণ,
জগত ত্যজিয়া যবে সঙ্গিনীর সনে,
ধীরে ধীরে দিননাথ হয়েন মগন ;
নবীনা রজনী রাণী বসেন আসনে।

১৪

বাদ্যকর বিহগেরা বাজয়ে বাজন,
তাঁর আগমন প্রতি করি সমাদর,
আনন্দে পূরিত করে গগণ-প্রাঙ্গন ;
কাল কাল পাখীকুল হয় ব্যগ্রতর।

১৫

সিন্দুর শোভার সম পশ্চিম আকাশে,
নয়ন-মোহন কিবা হইল তখন !
কুসুমের উপহার তাঁহার সকাশে,
লইয়া ভেট গো তুমি প্রকৃতি কেমন !

১৬

ধরা পাসে বিভাবরী মধুর দর্শন,—
ঝাক ঝাক চন্দ্রাতপ হীরক খচিত,
মাথার উপরে তাঁর শোভে সুশোভন;
কি বাহার! কি বাহার! কাহার রচিত?

১৭

নক্ষত্র নিকর ওহে বলনা আমায়,
মনে বড় বাঞ্ছা করে, সেজন কেমন?
কে রাখিল তোমা সবে? কেবা দিল কায়?
হেরিয়া জুড়াব তাঁরে, যুগল নয়ন।

১৮

খদ্যোৎ খচিত বস্ত্র তব কলেবরে,
মরি মরি কিবা শোভা করে সম্পাদন;
মহামূল্য রত্ন-রাজি নাহি তুলপরে,
সাবাস প্রকৃতে! তোমা যে করে সৃজন।

১৯

রাত্রিকাল হও তুমি পক্ষীর আশ্রয়,
বিস্তারিত বহু বাহু আছে অনুক্ষণ,
নিদ্রালু শাবক সনে পক্ষী তায় রয়;
আশ্রিত জনার প্রতি নহ অন্যমন।

২০

তব কুঞ্জে অলি পুঞ্জ করিয়া গুঞ্জন,
মন-সাধে মধু ভুঞ্জে কুসুম-ভিতরে;
কে রাখিল সেই মধু কহ বিবরণ?
শিখুক তাঁহার নাম রসনা-নিকরে।

২১

শাখায় শাখায় তব, পাতায় পাতায়,
শিরায় শিরায় আর, কৌশল কেমন!
মানুষের মত তায় সব দেখা যায়;
রক্ত রূপে রস সদা হয় সঞ্চালন।

২২

কীট, করী, আদি করি, সামান্য, প্রধান,
কত জীব তব গেহে রহে নিরন্তর,
সন্তান-বৎসলা তুমি স্নেহের আধান;
কহ কে সৃজিল তোমা হেন সুখকর?

২৩

পূর্ণিমায় তব রূপ কিবা দরশন!
কল্লোলিনী কূলেথাকি দেখ বার বার,
ঈশ্বর-মহিমা-পূর্ণ তোমার আনন,
স্বচ্ছ নীর-দরপণে চারু চমৎকার!

২৪

সরলা, কুটিলা নয় তোমায় প্রকৃতি,
তব উপদেশ যেই করিবে গ্রহণ,
সর্ব্ব মতে ভাল তার হইবেক রীতি,
নিশ্চয় হবেনা সেই বঞ্চিত কখন।

২৫

ধন্য ধন্য সেইজন, যে জন সৃজন,
করিলেন তোমা শুভে! কি মহিমা তাঁর
অনন্ত দেবের, মুখে না পারি কখন,
করিবারে গান সেই মহিমা অপার।

২৬

হেন মূঢ় আছে কেহ ভুবন-ভিতরে,
ঈশ্বর-অস্তিত্বে যার বিশ্বাস না হয়?
প্রত্যক্ষ প্রমাণ যার চক্ষের উপরে,
কি বলে নাস্তিক বলে দিবে পরিচয়?

ভবানীপুর }
পাকুড়তলা। } শ্রীভুবন মোহন ঘোষ।

গুপ্ত যন্ত্র।

ইংরাজি ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি উত্তমরূপে ও সুলভ মূল্যে হইয়া থাকে। সমাচার কি সাময়িক পত্রিকা অথবা পুস্তক ছাপার বিলক্ষণ সুবিধা আছে। সকল পত্রিকা কি পুস্তক প্রকাশকগণের বিনা-কষ্টে ও অল্প ব্যয়ে সমুদয় কার্য্য, ছাপা, বাঁধা কি বিলি ও বিক্রয় প্রভৃতি সুসিদ্ধ হইতে পারে।

শ্রী সত্যচরণ গুপ্ত
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্ণ লেন, গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা।

মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ১৮ই আষাঢ় ১৭৯৩ শক। [১২শ সংখ্যা।

সাহিত্যের সহিত অপরাপর শাস্ত্রের কি সম্বন্ধ।

—

"সাহিত্য শাস্ত্রের সহিত অপরাপর শাস্ত্রের কি সম্বন্ধ?" এই প্রশ্নটী জিজ্ঞাসিত হইলে সকলের মুখ হইতেই "কণ্ঠ স্বরের সহিত কথা কহার যে সম্পর্ক" এই উত্তর বিনিঃসৃত হইবে। বস্তুতঃ ইহার সম্বন্ধ অবিকল কণ্ঠস্বর ও কথা কহার সম্বন্ধের অনুরূপ, কণ্ঠস্বর না থাকিলে যেমন মনোগত ভাব বাক্যে প্রকাশ করা যায় না, সেইরূপ সাহিত্য যদি না থাকিত তাহা হইলে সকল শাস্ত্রই মূক হইত।

সকল শাস্ত্রের অগ্রে সাহিত্য প্রস্তুত হইয়াছে, এবং তৎপরে যে তাহার সাহায্যে অপরাপর শাস্ত্র গ্রথিত হইয়াছে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। ইতিহাস জীবনবৃত্তান্ত প্রভৃতি কতকগুলির ত কথাই নাই; ঐ দুইটীকে সাহিত্যের অঙ্গ বলিলেও ক্ষতি হয় না। বিজ্ঞানশাস্ত্র সকলের সহিতও ইহার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ট, এমন কি তাহার কতক অংশ সাহিত্য শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত বলিলেও অযথোক্তি হয় না। প্রথমে যখন বিজ্ঞান শাস্ত্র কাহাকে বলে, তাহাও লোকে জানিত না তখন চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের স্ফীতি দেখিয়া কবিরা নিজ নিজ কাব্যে সমুদ্র ও চন্দ্রের যে একটী ঘনিষ্টতা স্থির করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেই মূল গ্রহণ করিয়া অনুসন্ধান দ্বারা বিজ্ঞান শাস্ত্রে উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধও আকর্ষণ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এই প্রকার অনেকানেক বিষয়ে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পরস্পর ঘনিষ্টতা দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ভাষাবিজ্ঞান (ইংরাজীতে যাহাকে লজিক কহে) সাহিত্যান্তর্গত ভিন্ন আর কিছুই প্রতীত হয় না। সাহিত্য ও ভাষাবিজ্ঞান এই দুইটীর এমনি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যে একটী ব্যতীত

অপরটীর কখনই সম্পূর্ত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না।

সকল শাস্ত্রাপেক্ষা গণিত শাস্ত্রে অল্প পরিমাণে সাহিত্যের প্রয়োজন বলিয়া সহসা সাহিত্য ব্যতীতও গণিত সুখসম্পাদ্য বিবেচনা হয় বটে, কিন্তু একবার মনোনিবেশ করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে সাহিত্য-সাহায্য ব্যতীত গণিত শাস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারিত না. এবং তৎশাস্ত্র শিক্ষা করাও অসম্ভব হইত। তবে গণিত শাস্ত্রের এই বিশেষ, যে গণিত পাঠ করিতেগেলে যতদূর সাহিত্যের প্রয়োজন, সাহিত্য পাঠ করিতে হইলে ততদূর গণিতের প্রয়োজন হয় না। বিজ্ঞান শাস্ত্রাদি সাহিত্য শাস্ত্রের সাহায্য যত গ্রহণ করে সাহিত্যও তাহা হইতে তত সাহায্য প্রাপ্ত হয়, গণিত সম্বন্ধে সেরূপ নহে।

ন্যায় শাস্ত্র পাঠ করিতে গেলে অগ্রে সাহিত্য পাঠ না করিলে কোন ফলই দর্শেনা। ভাষাবিজ্ঞান ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি না থাকিলে বিচারক্ষমতা জন্মে না। ভারতবর্ষের অনেকানেক স্থলে সাহিত্য শাস্ত্র পাঠ না করিয়াই ছাত্রেরা প্রথমে ন্যায় পাঠে প্রবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের কোন ফল দর্শেনা, কেবল কতকগুলি পুথিগত সূত্র ও ফাকি শিখিয়া লোকের সহিত বিতণ্ডা মাত্র করিতে ক্ষমতা জন্মে তদ্ব্যতীত আর কোন মানসিক উন্নতি হয় না।

এস্থলে অনেকে কেবল মাত্র কাব্য নাটক প্রভৃতিকেই সাহিত্যের অর্থ স্থির করিয়া এরূপজিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে "কাব্য প্রভৃতিতে অপর শাস্ত্রের কি উপকার হইতেছে? নাটকাদিতে উপকারের মধ্যে কেবল মানসিক সন্তোষ ভিন্ন ত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না।" আমরা এরূপ জিজ্ঞাসার এই একমাত্র উত্তর দিতে পারি, যে আমরা সাহিত্যের অতদূর ক্ষুদ্র অর্থ করি না, সাধারণতঃ রীতি ক্রমে লিখিত ও উচিত মত অলঙ্কারযুক্ত ভাষাকেই আমরা সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি; এবং অপর শাস্ত্রাপেক্ষা সাহিত্যকে বিস্তৃত বলিয়া পরিচয় দি।

বারান্তরে আমাদের এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার ও পৃথক পৃথক শাস্ত্রের সহিত সাহিত্যের কি কি সম্বন্ধ পৃথক পৃথক রূপে লিখিবার ইচ্ছা থাকাতে এবার সম্পূর্ণ ও পরিষ্কার রূপে সম্বন্ধ নির্ব্বাচন করাগেল না। বারান্তরে পাঠকমহোদয়দিগের নিকট এতদ্বিষয় পরিষ্কার ও বিস্তারিত রূপে উপস্থিত করা যাইবে।

ভারতে গ্রীক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মনোরমা।

পাঠক একবার মহারাজ পুরঃসরের অন্তঃপুরের দিকে চাহিয়া দেখ; সমুজ্জল-আলোক-সমুদ্দীপ্ত দেখিয়া যেন প্রাতঃকাল মনে করিওনা, বাহিরে চাহিয়া দেখ প্রদোষের অনিবিড় অন্ধকার রাজবাটীর শোভা হরণ ও লোকের নয়নাবরণ নিরত।

দর্শক পাঠক যদি দূরস্থ হন,হয় ত বলিবেন শুদ্ধান্ত মধ্যে অগ্নিলাগিয়াছে। তবে একটু নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখুন, কাণ্ডটা

কি? পাঠকের কি অনুভব হয়?—প্রদীপের আলোক কি এত স্নিগ্ধ! তাহাতে নয়ন উৎফুল্ল, শরীর পুলকিত ও হৃদয়পদ্ম বিকশিত হইবে কেন?

পাঠক, কিছু শুনিতে পাও? বীণামধুর স্বরে কে যেন বলিতেছে "ভগবতী কামন্দকি, কেবল দুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্তই অভাগিনী মনোরমার জন্ম হইয়াছিল।"

একথা কোথা হইতে আসিল? এই যে চত্বরে দুইটী রমণী দণ্ডায়মান রহিয়াছে; উহারাই বুঝি কথোপ-কথন করিতেছে। আবার শুন দেখি কি বলে।—

"বৎসে, তোমার জন্য আমি এক উপায় করিয়াছি অগ্রে গৃহে যাই।" রমণীদ্বয় চলিয়াগেল।

কই যে আলোক লইয়া এতক্ষণ তর্ক বিতর্ক হইতেছিল, তাহা কোথায় গেল—রমণীদ্বয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হইয়াছে! তবে বুঝি উঁহাদেরই দেহপ্রভায় তমোজাল তিরস্কৃত হইয়া ছিল। পাঠকগণ ইতি পূর্ব্বে কএক বার মনোরমার নাম শ্রবণ করিয়াছেন, এখনও শুনিলেন আর মনোরমাকে তাহাদের নিকট অপরিচিত রাখিতে পারি না। পাছে বিরক্ত হন; অতএব দুই-চারি কথায় তাঁহার পরিচয়টা দিতে হইল।

মনোরমা মহারাজ পুরঃসরের এক মাত্র কন্যা। তাঁহার যথার্থ নাম ইন্দুমালা। কিন্তু রাজবাটীর অন্তপুরিকাগণ তাঁহাকে আদর করিয়া মনোরমা বলিয়া ডাকিত। আমাদের মদনমোহনও অন্তপুর হইতে শিখিয়া তাঁহাকে মনোরমাই বলিতেন। রাজা ও অপরাপর সভাসদ্ প্রভৃতির নিকট তিনি ইন্দুমালা, আমরাও ইচ্ছামত তাঁহাকে মনোরমা বা ইন্দুমালা বলিয়া ডাকিব।

ঐ দেখ, উপরিতল গৃহে মনোরমা ও কামন্দকী দণ্ডায়মানা আছেন। কি কথাবার্ত্তা হইতেছে। মনোরমা এত ম্লান কেন? বুঝি কোন কারণে ভয় পাইয়াছেন। কামন্দকী চলিয়াগেলেন, পাঠক, কামন্দকীর অনুসরণে ফল কি?—এস মনোরমা কি করিতেছেন দেখা যাউক—মনোরমা ম্লান মুখে ভূমিন্যস্তদৃষ্টি রোদন করিতেছেন। নয়নাসার লোহিতবর্ণ গণ্ডদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। পাঠক, চাহিয়া দেখ পদ্মরাগের উপর মুক্তামালার ন্যায় অশ্রু বিন্দুগুলি কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। চাহিয়া দেখ আকুঞ্চিত চিকুরজাল ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পবনে সঞ্চালিত হইয়া বসন্ত পবন-হিল্লোলিত নবীন নীরদ মালার ন্যায় কি মনোহর শোভাই ধারণ করিয়াছে। ভস্মে কি কখন অগ্নি ঢাকা থাকে? চাহিয়া-দেখ কমনীয় মুখমণ্ডল অলকাবলি সমাচ্ছন্ন হইয়া পবনসঞ্চালিত অনিবিড় জলদাবৃত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কি রমণীয় দেখাইতেছে।

মনোরমার হস্তে একখানি পত্র রহিয়াছে পত্রখানি এক একবার পড়িতেছেন আর রোদন করিতেছেন ক্রমে অধীর হইয়া উঠিলেন; আর দাঁড়াইতে পারেন না, বসিয়া পড়িলেন। আবার পত্রখানির দিকে চক্ষু পড়িল। পুনরায় পড়িতে লাগিলেন, এবার একটু উচ্চৈঃস্বরে পড়িলেন।

"বৎসে ইন্দু, ক্ষণস্থায়ী শরীরের নিমিত্ত যবন হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিয়া কখনই নিষ্কলঙ্ক কুল কলুষিত করিব না। আমি শত্রু হস্তে মৃত্যুর নিমিত্ত দুঃখিত নহি

তবে সমারোহে অধিরাজ-পুত্রে তোমাকে সম্প্রদান করিব আশা করিয়াছিলাম, তাহা যে সম্পূর্ণ হইল না এই দুঃখ রহিল। যাহা হউক ভগবতী কামন্দকী ও অনুচরবর্গের সহিত পাটলিপুত্র গমনে আর বিলম্ব করিও না। অধিরাজ নন্দ পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহার পুত্রের সহিত তোমার বিবাহ দেন ভালই না হয় যবনের করকবলিত হওয়া অপেক্ষা অধিরাজ ভবনে রাজকুলবধূদিগের সখীবৃত্তিও সহস্র গুনে শ্রেয়ঃ।

বৎসে, তোমার স্নেহাস্পদ
জনক হতভাগ্য
পুরঃসর।”

“হতভাগ্য” এই কথাটী মনোমার হৃদয়ে বজ্রসম আঘাত করিল। পিতার পূর্ব্ব প্রভাব, পরাক্রম, রাজসভা, বীরমদমত্ত সৈন্যগণ, সুবিজ্ঞ সেনাপতি সকল সুবিচক্ষণ অধিকারী, একে একে সমুদায় মনে পড়িতে লাগিল।

মনোরমা পিতার স্নেহাস্পদ কন্যা; বিশেষতঃ তখনকার হিন্দু মহিলাগণ বর্ত্তমান সময়ের মত অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকিতেন না। তৎকালে সুশিক্ষিতা সুবিচক্ষণা মহিষীগণ স্বামীর সহিত সিংহাসনে বসিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা বিষয়ে সহায়তা করিতেন। তাঁহারা এক্ষণকার ন্যায় যুদ্ধের নামে ভীত হইতেন না, গড়ার সুপ্রসিদ্ধ রাজ্ঞী দুর্গাবতীর অলোকসামান্য বীরতা বোধ হয় পাঠকবর্গের অনেকেই বিস্মৃত হন নাই। মনোরমাও বীরাঙ্গনা ছিলেন। স্বভাবতঃ লাপত্রপা ও মৃদুস্বভাবা হইলেও সৈন্যগণ, সেনাপতি সকল ও আয়ুধাগার প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতে তাঁহার অতিশয় আমোদ হইত। অসাধারণবিক্রম বীরগণের শিক্ষানৈপুন্য দর্শন করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিতেন, মনে মনে পিতার প্রভাব ও পরাক্রমের পরিমাণ করিতেন, কিছু ইয়ত্তা হইতনা। এক্ষণে তাঁহার সেই অপরিসীমপরাক্রমী পিতা স্বহস্তে আপনাকে হতভাগ্য বলিয়া লিখিয়াছেন, মনোরমার আর সহ্য হইল না। স্বভাবকোমলা বালা আর কত ক্লেশ সহ্য করিবে? চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, শরীর অবশ হইয়া আসিল—আর বসিতে পারিলেন না, মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন।

আহা! আজ রাজপুরীর সে ভাব নাই, সকলেই বিমর্ষ ও শশব্যস্ত, এমন কি, মূর্চ্ছিতা মনোরমার প্রতি কাহারও লক্ষ নাই। পূর্ব্বের সেই বৃংহিতনাদ আর নাই, সৈন্যকুলে সেই আনন্দ কোলাহল একেবারে শান্ত হইয়াগিয়াছে; অস্ত্রঝঞ্ঝনা স্তব্ধহইয়াছে; আর সে ভাব নাই সকলেই বিমর্ষ ও স্থির।

ক্রমশঃ।

পোষাপাখী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পেয়ে যার কৃপাবল, হয়েছে অসীম বল,
তার বল নাশিবেতে মনে করে বাসনা।
যে দিয়া অমৃত দান, রাখিয়াছে সদা প্রাণ,
তার অপযশ গানে কেন রত রসনা॥
কেন আত্মজনে পর, ভাবে লোক নিরন্তর,
পরের মুখের বাণী মনেতে কি বোঝেনা।
মুখে বলে আহা মরি, তোমার বালাই হরি,
কিন্তু কাজে একপাদো কাজে তারা আসেনা।

বন্ধু কারে বলা যায়, যে লয় সকল দায়,
যার মনে হিত বই আর নাই কামনা।
তুফানে ডুবিলে তরি, তুন যেই বল করি,
তরাইতে যত্ন করি কোন বাধা মানেনা॥
আপনার প্রাণ হতে, বন্ধু প্রাণ কোনমতে,
কখনই ভিন্ন করি মনেতে যে জানেনা।
সেই তব মিত্র হয়, আর অন্য কেহ নয়,
সুখের সহায় মাত্র মিছামিছি ছলনা॥
মুখে মধুমাখা বাণী অন্তরে গরল,
আকার ইঙ্গিতে যেন সুজন সরল।
নানা রূপ ছলনায় হরে লয় মন,
কখন না হয় সেই সাধন সুজন।
স্বার্থ সাধনের তরে সদাই কাতর,
কুহকেতে কাড়ি লয় পরের অন্তর।
হাবা লোক বোকোনাক ভাবে গলে যায়,
পরম বান্ধব বলি তার কাছে ধায়।
পরম সুহৃদ বন্ধু হিতকারী জন,
সদায় তাড়না করে হিতের কারণ।
কঠোর কর্কশ বটে তাদের বচন,
শ্রবণে লাগিলে করে ঝালাপালা মন।
কিন্তু মহৌষধী সম গুণ তার হয়,
একেবারে দোষরাশি করে ফেলে ক্ষয়।
তোষামোদ খোসামোদ বিনয় বচন,
না হয় কখন কভু বান্ধব লক্ষণ।
চাটুকার বচনেতে তোষে যার মন,
কখন না হয় তার দোষের ক্ষালণ।
আপনার মদে যেই মত্ত হয়ে রয়,
বন্ধুর অমৃত বাণী কানে নাহি লয়।
তাহার জীবন হয় কষ্টের আগার,
কোনরূপ আপদেতে নাহি হয় পার।
কাছে বসি সদা খুসি হাসি কথা কয়,
যেরূপ বলনা কেন অসন্তোষ নয়।
সব তাতে আগুয়ান পিছু নাহি চায়,
অনায়াশে সব ভাষে দিয়ে যায় সায়।
বান্ধব বলিয়া তারে করয়ে গ্রহণ,
না জানে তাহাতে তার হবে কি ঘটন।
হায় হায় কব কায় মানব চরিত,
না জানে কাহাতে হিত কিসে বিপরীত।
সুপথ ফেলিয়া ধায় কন্টক ভিতর,
জানে না যে যাতনায় হইবে কাতর।
শৈশবে অবোধ ভাব খেলায় মগন,
না জানে পরেতে তার হবে কি ঘটন।
অনাসে সন্তোষে ভাসে সুখের খেলায়,
পরেতে যৌবন আসি নাশে সমুদায়।
গিয়া সে সরলভাব ঘটে ঘোর দায়,
যৌবন প্রমোদ বনে টানি লয়ে যায়।
যৌবনে মাতাল প্রায় প্রমত্ত স্বভাব,
নাহি জানে আপনার কি আছে অভাব।
প্রবল নদীর স্রোত সম রিপুদল,
অঙ্গ বিস্তারিয়া করে হৃদয় দকল।
যে দিকে লইয়া চলে সেই দিকে যায়,
নাহি ভাবে আপনার জীবন উপায়।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম জ্ঞান নাহি রয়,
ধর্ম্ম পথ একেবারে ভাবে কাঁটা ময়।
ভাবে বুঝি এই মত যাবে চির দিন,
কখনই না হইব কোন মতে ক্ষীণ।
চির দিন সুখ রবে সূর্য্যের সমান,
চির দিন থাকিবেক বলের বিধান।
চির দিন জীবনের না হইবে শেষ,
কখন সহিব নাক কোন দুখ লেশ।
এই মত মনে ভাবি দম্ভ ভরে রয়,
নাহি করে আপনার পতনের ভয়।
তৃণ সম জ্ঞান করে অখিল সংসার,
মদের পদের জোর অতি চমৎকার।
একেবারে ভুলে যায় সকল বিষয়,
পরিণাম দশা আর মনে নাহি রয়।
পরে জরা প্রকাশিয়া আপন বিক্রম,
একেবারে ভেঙ্গে দেয় তার যত ভ্রম।

তখন মনেতে হয় জ্ঞানের উদয়,
হায় হায় কাল মোর গেল সমুদয়।
কি করিনু এত দিন হয়ে হতজ্ঞান,
করি নাই কিছু শেষ সুখের বিধান।
কেবল ইন্দ্রিয়গণে সেবি অনিবার,
করিয়াছি নানা মতে পাপ অধিকার।
ঘটিল সে দশা ইহা করিয়ে শ্রবণ,
তখন ভাবিয়াছিনু অলিক বচন।
এত বন্ধু জন আছে সকলে আপন,
কেন পরে হইবেক এত দুর্ঘটন।
করেছি সকল নাশ যাহাদের দায়,
অবশ্য তাহারা পরে দেখিবে আমায়।

ক্রমশঃ

প্রাপ্ত।

প ত্রা ব লী।

১ম পত্র জননী প্রতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

একদিন অকস্মাত নাজানি কারণ
উঠিল কাণেতে মম বিষম বচন
"জননী নাহিক মোর ত্যেজেছে জীবন—
অবোধ শিশুগো আমি ছিলাম যখন।"
উঃ কি বিষম বারত্তা, কুলিশ সমান,
সহসা শুনিয়া মোর উড়িল পরাণ।
হায় হায় হায় মোর কঠিন হৃদয়
নতুবা তখনি প্রাণ হইত বিলয়।
বিষাদে পুরিল দিক ধরা বিষময়
শোক-ময় হল হায় যেন সমুদায়।
যুড়াবার তরে মাগো যে দিকে তাকাই
শোক ভিন্ন আর কিছু দেখিতে নাপাই।
ঘাটে মাটে বাটে কত ঘুরিয়া বেড়াই
শান্তিময় স্থান হায় কোথাও নাপাই।
নির্জ্জনে করিনু কত অশ্রু বিসর্জ্জন,
পরিতাপে করিলগো হৃদয় চর্ব্বণ।
বিষম বিহ্বল মন, মনে মন নাই;
চারিদিক শূন্যময় যে দিক তাকাই।

এক দিন নিশিযোগে অঘোর নিদ্রায়
অজ্ঞানে আছিগো পড়ে কোমল শয্যায়;
দিবসের পরিশ্রমে শ্রান্ত প্রাণ মন,
অঘোর ঘুমের ঘোর, ঘুমে অচেতন।
সুমুখে আসিয়া মাগো দাঁড়ালে আমার
বলিলে কতেক কথা কতই প্রকার
মিষ্টতা যে, উপদেশ দিলে নানা মত,
সস্নেহ বচনে আরো বলিলেগো কত
হায়রে কপালে নাই;—বাড়ালাম কর,
ইচ্ছা ছিল তব পদ রাখি শিরোপর।
কিন্তু হায় চমকিয়া উঠিনু জাগিয়া,
সহসা তোমার ছায়া গেল মিলাইয়া।
হারে স্বপ্নদেবী! তোর দয়া নাই মনে,
হারা নিধি হাতেদিয়া কাড়িলি কেমনে?
এপাশ ওপাশ কত করি বার বার,
তথাপি সে ঘুম আর হলনা আমার।
হায়রে অবোধ মন কিছুই বোঝোনা
অসম্ভব ঘটাবারে করেগো বাসনা।
মা! পারনি ত্যজিতে কি মায়া অভাগার
তাই এসেছিলে সর্গ করি পরিহার?
নানা গো আরও কিছু ছিল তব মনে
উপদেশে সাবধান করিতে সন্তানে।
হায় হায় হায় বিধি বিষম বিমুখ
সময় নাহতে মাগো পুরাইল সুখ।
ফুটিবার আগে হায় সুখের মুকুল
সহসা কুসুমলতা সমূলে নির্ম্মূল।
কে আর পবিত্র করে বল মনদেশ
সুধাময় দিয়া মাগো! জ্ঞান উপদেশ।

সংসার ভ্রমের মাঝে পড়িব যখন
কে আর উদ্ধার করে বলগো তখন।
জলে স্থলে বনে দেশে সরগে পাতালে
কোথাও নাহিক সুখ অভাগা কপালে।
দিক্ দশ শূন্যময় শূন্য ত্রিভুবন;
বিষম বিষের তাপে জ্বলিছে জীবন।
পারিনা এতাপ আর পারিনা সহিতে
পাবনা পাবনা আর তোমারে দেখিতে।
কাঁদিতে পারিনা আর গুমুরে গুমুরে
একবার ইচ্ছা হয় উঠিগো ফুকুরে।
কোথায় লুকাল হায় স্নেহের প্রতিমা,
সাধে একবার ডাকি তোমারে মা! মা! মা

ইতি প্রথম পত্র।

প্রেরিত পত্র।

অশোক কাননে জানকীর প্রতি রাবণ।

এখনো সুমুখি! মরি শুয়িয়ে ধূলায়!
ছি ছি ত্যজ দুখ, ধর ধৈরয হিয়ায়॥
উঠ উঠ সুধাননি! তোলগো বদন।
আঁখিবারি মুছি কর প্রফুল্ল কানন॥

কিজন্য কমল দেহ ধূলায় ধূসর।
বসন ভূষণ হীন যতন অন্তর॥
কেশ পাশ আলু থালু নয়ন সনীর।
মালিন্যে ঘেরেছে মরি! বয়ান রুচির॥

এ সুবর্ণ লঙ্কাধাম কার এবা আর।
এত দাসী এত দাস এ আর কাহার॥
এসুর সুদনি প্রিয়ে! বলিবা কাহার।
সকলি তোমার প্রিয়ে সকলি তোমার॥

মৃগরাজ নহি আমি কেন এত ভয়।
কেশরী তোমাতে কভু না হয় নির্দ্দয়॥
নিমেষ বিহীন হয়ে নিরখে তোমায়।
কিশোর নিরব যথা পূর্ণ চন্দ্রমায়॥

কেমন ভিখারী আহা! ছিল ভাগ্যবান্
ত্রিলোকে মিলিত নাহি তাহার সমান॥
কমলার হৃষীকেশ নাই ইচ্ছা করে।
বারেক দেখিতে তব মুখ ইন্দীবরে॥

ক্ষীরোদ কুমারী কিম্বা ত্রিদিব অপ্সরী।
কিবা বল তব কাছে শচী সুরেশ্বরী॥
যদবধি না হেরিনু তব বিম্বাধরে।
প্রবাল রতন জ্ঞান হতো ক্ষিতিপরে॥

আমরি! আমরি! এ কি রূপ মনোহর।
হেরিলে গিরিজা,ভোলে শশাঙ্ক শেখর॥
চিকণ চিকুর হেন মুকুর নিটলে।
চুম্বিতে হেরেছে কেবা ত্রিভুবন তলে॥

সুরঙ্গী কুরঙ্গী যারা সুনয়নী বলে।
বারেক দেখুক এই নয়ন কমলে॥
ধূসরিত কলেবর মলিন বসন।
তথাপি আলোকময় অশোক কানন॥

কি মন্ত্রের বলে আহা! মানব ভিখারী।
করিয়াছে হেন রামা আপনার নারী॥
বর বর পতিরূপে জানকি! আমায়।
রবির কুমারে নাশা ভঞ্জিগে তোমায়॥

অতনুমোহিনী লোকে রমণীর মণি।
অনর্থ বচন এই বাক্যমাত্র গণি॥
যদি সার্থ হবে তবে কোন্ ভয়ে রতি।
বিঁধিবে তোমায় ফুলে না পাঠায় পতি॥

জর্জ্জর শবর শরে কুরঙ্গমগণে।
ত্যজিতে কীরাতে আশু বহন যতনে ॥
কেমন অসম্ভ হায়! কটাক্ষে তোমার।
হয়ে বিদ্ধ কোনজন চাহে পলাবার?

কুসুম বিংশতি আহা! নখর দর্পণে।
মুকুতাফল জ্যোতি খেলে প্রতিক্ষণে ॥
পড়িলে দেহের তাহে চম্পক বরণ।
ধরেছে বিজুলি যেন হয় মনে মন ॥

উর্ব্বশী রূপসী রম্ভা মেনকা সুন্দরী।
হেনেছে কটাক্ষ বাণ কত বিদ্যাধরী ॥
সে বাণ নির্ব্বাণ আমি করেছি লীলায়।
তব শরাঘাতে প্রাণ বুঝি বাহিরায় ॥

শতক্রতু প্রভঞ্জন তপন তনয়।
নিজভুজবলে সবে করেছি বিজয় ॥
নাশিয়াছি কতশত বিক্রম কেশরী।
কিন্তু তব ওষ্ঠ কম্পে আজি ভয়ে মরি ॥

কেন হেন কৃতরোষ! কেনবা ছলনা?
কভু কি রোষের তরে ললিত ললনা?
কাঞ্চন বরণি! তব কোমল হৃদয়।
শিরীষে সৃজিত তব দেহ সমুদায় ॥

মৃণাল দশন তব পীন পয়োধর।
পিনাকী ডম্বরু মাঝা অতুল অধর ॥
কি কারণ শশীমুখি! অনল কপোলে।
দেখিতেছি বিকসিত কুমুদ পটলে।

সম্বর নয়ন নীর কেঁদোনাকো আর।
স্মিতাননে উঠে এস করিগে বিহার ॥
মন্দোদরী হতকিনী নাশিব এখনি।
খদ্যোতে যতন কেবা পেলে ফনী মণি? ॥

কি লাবণ্য হেরি সীতে! হারালে হিয়ায়।
বার্ত্তিকি বরণ রাম, জঘন্য ধরায় ॥
বাকল বসন পরা ফল ফুলাহারী।
তৈল বিনা শিরোদেশে জটা জুটধারী ॥

এনহে বিচিত্র ভবে, সুরূপা চপলে।
প্রেমবশে মিশিয়াছে জলধরদলে ॥
তটিনী সুন্দরী মরি! সাগরে মিশায়।
কতদূর গিরিহতে বহিয়া ধরায় ॥

ভেবেছো কি মনে মনে সেইছার রাম।
করিছে উদ্ধার আশা শুনি মম নাম ॥
যার নামে সসাগরা অবনী মণ্ডল।
স্বপনেও কম্পমান হয় অবিরল ॥

নীরধি পরিখা দেখে দুর্গম লঙ্কার।
পক্ষীনারে আসিবারে মানব কি ছার ॥
যদি কেহ তমোবশে আরোহে তরণী।
অতল জলধি জলে ডুবাই তখনি ॥

মনে মনে ক্ষণকাল, আন্দোল সুদতি।
চলিনু নাশিতে এবে তব নর পতি ॥
বড় সেই একাপায়ে করেছে ছেদন।
স্বসার নাসিকা শ্রম পঞ্চবটীবন ॥

শ্রী মানিকলাল পাইন
সাং কলুটোলা চুনাগলি লেন।

উপরোক্ত পদ্যটী প্রকাশিত করার অর্থ এই যে পত্রপ্রেরকগণ ভবিষ্যতে এরূপ পত্র না লিখেন। আমরা ঐরূপ পত্র প্রায় সর্ব্বদাই প্রাপ্ত হই; আবার প্রকাশ না করিলে অনেকের সহিত বিতণ্ডা করিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে গালিও খাইতে হয়।

সম্পাদক।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্ণ লেন, গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মুল্য নগদ এক পয়সা। মুল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ২৫শে আষাঢ় ১৭৯৩ শক। [১৩শ সংখ্যা।

ভারতে গ্রীক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—

নবম পরিচ্ছেদ।

—

সু-সমাচার।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। পুণ্ডরীক হস্তিনার প্রান্তবর্ত্তী বন মধ্যে এক খানি কুটীরের ভিতর বসিয়া আছেন। চিত্রলিখিত মুর্ত্তির ন্যায় নন্দকুমার নিস্তব্ধ, নিশ্চল বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছেন। চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত, জানুর উপর হস্ত রাখিয়া করতলে মস্তক রক্ষা করিয়াছেন। চিন্তাখেদ ঘর্ম্মছলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তা দ্বারা চিত্রিত। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। পৃথিবী যেন অন্ধকারে বসিয়া তপশ্চরণ করিতেছে। অধিক দূরবর্ত্তী হওয়াতে নগরের কোলাহল কিছুই শুনা যায় না। বনবাসী তাপসগণ নিঃশঙ্কচিত্তে সুষুপ্তির কোমল উৎসঙ্গে শয়ন করিয়া আছেন।

এই সাধারণ নিদ্রা সময়ে পুণ্ডরীক একাকী বসিয়া কি ভাবিতেছেন?—তাঁহার হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা ইন্দুমালা মূর্ত্তি। যাহার জন্য তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়াছেন, জন্মভূমির মমতা রাখেন নাই, রাজ্য লাভের চিন্তা মন হইতে দূরীকৃত হইয়াছে, পিতামাতার স্নেহের অপেক্ষা না করিয়া তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাহার জন্য কেবল কয়েক জন মাত্র বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত অধি-রাজ-কুমার হস্তিনার পথ গ্রহণ করেন—তাঁহার যে হৃদয়রঞ্জিনী তুকশিলায় আছেন শুনিয়া তিনি কতিপয় সহচরের সহিত তুক্ শিলার সমর ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেও সঙ্কুচিত হন নাই; মর্ম্মান্তিক আহত হইয়াও কেবল যাঁহার প্রাপ্তির

আপনার সমুদায় যন্ত্রণা তুচ্ছ করিয়া ছি-লেন! সেই হৃদয়াধিকারিণী ইন্দুমালার মোহিনী মূর্ত্তি চিন্তা করিতেছেন।

ক্রমে চিন্তাবেগ কিছু হ্রাস হইয়া আ-সিল, নেত্রদ্বয়ে দুই এক বিন্দু অশ্রু দেখা-দিল। একটী উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস। চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত করিলেন। চতুর্দ্দিক চাহিয়া দেখিলেন। মন উদ্ভ্রান্ত। মুখ হইতে মৃদুস্বরে অসম্বদ্ধ কথা বাহির হইতে লাগিল। কহিলেন "ইন্দুমালা তুমিই আমাকে প্রতা-রিত করিলে?"

আবার নীরব কোন কথা নাই। চিন্তা-মগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন। আবার ওষ্ঠা-ধর কম্পিত হইতে লাগিল, একটী কথা কহি-লেন, শুনাগেল "আমি মনোরমা।"

পুণ্ডরীক আবার করতলে কপোল বি-ন্যাস করিলেন। আবার বাহ্যজ্ঞানশূন্য উন্মত্তের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহি-লেন "শারদা এখনও আসিল না?" একটু ইতস্ততঃ পদচালন করিয়া বেড়াইলেন অন্য মনে ভাবিতে ভাবিতে কুটীর-স্তম্ভে ঠেসান-দিয়া দাঁড়াইলেন।

পুণ্ডরীক এই ভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়া-ইয়া রহিলেন। হঠাৎ নিঃশব্দ অরণ্যের গম্ভীরতা ভগ্ন হইল। শুষ্ক পত্রাবলির উপরদিয়া দ্রুতপদবিক্ষেপের শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। শব্দ ক্রমেই কুটীরের নিকটবর্ত্তী। রাজকুমার চিন্তা বিহ্বল হৃদয় কিছুই জানিতে পারিলেন না। ক্রমে কুটীরের কবাটদ্বয় করতাড়িত হইয়া খুলিয়া গেল; কুটীরস্থ প্রদীপালোকে দুইটী স্ত্রীমূর্ত্তি স্পষ্ট প্রকটিত হইল। তাঁহারাও দেখিলেন রাজকুমার কুটীরস্তম্ভে দেহভার অর্পণ করিয়া ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-বিহীন, গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছেন।

আগন্তুকদিগের মধ্যে একজন যোগিনী, তাঁহার ভীমকান্ত উন্নত মূর্ত্তি কষায়বস্ত্র-মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া-ছিল। কমনীয় মুখমণ্ডল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কেশাবলি-সমাচ্ছন্ন হইয়া শৈবালাচ্ছন্ন রক্তোৎপলের ন্যায় অনির্ব্বচনীয় শোভা পাইতেছিল। হস্ত, পদ, বিলক্ষণ বিশালও স্থূল কলেবর প্রণিধান করিয়া দেখিলে নবীন বয়স্ক বীর পুরুষের মত বোধ হয়। অপরটী রাজান্তঃপুরচারিণী সুপরিচ্ছন্না কামিনী।

পুণ্ডরীককে বিহ্বল দেখিয়া যোগিনী কহিলেন 'কুমার কুমার'—কোন উত্তর। আ-বার ডাকিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণের পর পুণ্ডরীক মুখ উন্নয়ন করিলেন। নেত্র উন্মীলন করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, কহিলেন "শারদা ইন্দুমালা কি বলিলেন?"

শারদা সঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া কহিল "ইনি ইন্দুমালার প্রিয় সহচরী।"

"আমার পত্র?"

"ইঁহার নিকটে আছে?"

পুণ্ডরীক কিছু চিন্তিত হইয়া কহিলে, "ইন্দুমালা?"

শারদা কহিলেন "আপনি অগ্রে বসুন, সমুদায় বলিতেছি।"

সকলেই উপবিষ্ট হইলেন।

রাজকুমার সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সখি, ইন্দুমালা কি বলিলেন?"

"ইন্দুমালা কিছু বলেন নাই।"

পুণ্ডরীক কিছু অপ্রস্তুত ও বিরক্ত হইয়া, নীরব হইয়া রহিলেন।

তাঁহার ভাববুঝিয়া সারদা কহিল "কুমার পুরঃসরের পরাজয় শুনিয়া—"

কুমার বিস্মিত হইয়া কহিলেন "মহা-

রাজ পুরঃসর কি সমরে পরাভূত হইয়াছেন ?”

সঙ্গিনী কহিলেন “মহাশয়, সকলই অদৃষ্টের দোষ, না হইলে তিনি বিপক্ষকে বিশ্বাস করিবেন কেন ?”

“কি বিশ্বাস ?”

“শুনিলাম, সন্ধিপ্রার্থনা করিয়া সেকেন্দার চন্দ্রভাগার অপর পারে মহারাজের শিবিরে দূত প্রেরণ করেন; তিনিও তাহাতেই বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। পরে রাত্রিযোগে গ্রীকেরা নদীপার হইয়া আমাদের সৈন্য আক্রমণ করে।”

পুণ্ডরীক কহিলেন—“বুঝিয়াছি, রাজপরিজনেরা কি অবস্থায় আছেন? সেকেন্দার হস্তিনায় অগ্রসর হইতে ত্রুটী করিবেন না।”

সহচরী কহিল “অন্তঃপুরিকারা সকলেই রাজভবনে আছেন, কেবল ইন্দুমালা ভগবতী কামন্দকীর সহিত কল্য রাত্রে কোথায় প্রাস্থান করিয়াছেন।”

“কামন্দকী কে ?”

“কামন্দকী যোগিনী, মহারাজের পরম বিশ্বাসভাজন।”

“এই দেশবাসী ?”

“না, প্রায় ছয় মাস হইল তিনি এদেশে আসিয়াছেন।”

“ইন্দুমালা তাঁহার প্রিয়সখীকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন কেন ?”

“ভগবতী কামন্দকী, কি করেণ বলিতে, পারিনা আমাকে লইয়া গেলেন না।”

“এখানে আগমনের প্রয়োজন কি ?”

“মহাশয়ের দর্শনই প্রয়োজন।”

কুমার কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন “আর কোন উদ্দেশ্য আছে ?”

“উদ্দেশ্য প্রিয় সহচরীর জীবনবল্লভকে প্রবোধ প্রদান।”

“প্রিয়সখীর জীবনবল্লভ কিরূপে জানিলেন ?”

“প্রিয় সখীরই প্রমুখাৎ।”

পুণ্ডরীক কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া কহিলেন “সখি, সমুদায় স্পষ্ট করিয়া বল, আমাকে বৃথা কষ্ট দিওনা।”

“মহাশয়, তক্ষশিলা হইতে আগমনাবধি প্রিয় সখীকে সর্ব্বদাই বিমনায়মান দেখিতাম। একদিন দেখি গভীর রজনীতে নিদ্রাশূন্য বাতায়ন সমীপে বসিয়া; প্রিয়সখী কি ভাবিতেছেন শব্দ নাই। স্পন্দ নাই, চক্ষুর পলক পড়িতেছে না, নিশ্বাসের শব্দটীও অনুভূত হয় না। আমি গৃহে প্রবেশ করিলাম, দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না। আমি তাঁহার চিত্তবিভ্রমের কারণ জানিবার নিমিত্ত অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। আপনার পত্রেও দেখিলাম তাহাই লেখা আছে, তাই মহাশয়ের দর্শনার্থিনী হইয়া এখানে আসিয়াছি।”

“সখি, কেবল দর্শনার্থিনী হইয়া নয়, আমার মৃত শরীরে জীবন দান করিতেও বটে।”

সহচরী বিস্মিত ভাবে কহিল “মহাশয় যদি সঙ্কোচ না করেন তাহা হইলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।”

“সখি, তুমি আমার নিমিত্ত এত কষ্ট ভোগ করিয়া এখানে আসিয়াছ, আর তুমি ইন্দুমালার সহচরী, তোমার নিকট আমার সঙ্কোচ কি ?”

“যদি অদৃষ্টে থাকে, পুনর্ব্বার প্রিয়সখীর সাক্ষাৎ পাই তবে আপনার কথা বলিয়া তাঁহার মন শান্ত করিতে পারি ?”

"সে তোমার ইচ্ছা।"

"সুবর্ণে ও রত্নে একত্র দেখিয়া নয়ন সার্থক করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?"

"তবে বলিও।"

"কি বলিব?"

রাজকুমার হাসিয়া কহিলেন "সখি, তোমার চতুরতা ধন্য। যাহা হউক যদি ইন্দুমালার সাক্ষাৎ পাও বলিও মহারাজ নন্দের পুত্র পুণ্ডরীক তাঁহার প্রেমভিখারী।"

অকস্মাৎ নিস্তব্ধ বন সশব্দ হইয়া উঠিল। পরিশুষ্ক পত্রাবলির উপর অশ্বখুর স্পষ্টরূপ শুনা যাইতে লাগিল। সকলেই চকিত হইয়া শুনিতে লাগিলেন। পুণ্ডরীক কহিলেন, "শারদা তুমি ইঁহাকে রাজ-বাটীতে লইয়া যাও আমি দেখি কিসের শব্দ।"

সহচরী কাতর ভাবে কহিল "রাজকুমার ও শ্রীচরণ কি আর অধিনীর অদৃষ্টে থাকিবে?"

"জগদীশ্বরের মনে থাকেত আবার এই স্থানেই সাক্ষাৎ হইবে; যাহা হউক সখি, যদি আবার সাক্ষাৎ হয় তাহা হইলে যেন তোমার প্রিয় সখীর সংবাদ প্রাপ্ত হই।"

সকলেই কুটীরের বাহিরে আসিলেন। সঙ্গিনী রাজকুমারকে প্রণাম করিয়া বলিল "কুমার অনুমতি করুন এখন বিদায় হই।"

পুণ্ডরীক কহিলেন "আর একটা কথা—অতঃপর দেখা হইলে তোমাকে কি বলিয়া ডাকিব?"

"দাসীর নাম ত্রিপুরা।"

রমণীদ্বয় ত্রস্তপদে অন্যদিকে প্রস্থান করিলেন। পুণ্ডরীক তাহাদেরদিকে চাহিয়া কুটীর দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন চন্দ্রোদয় হইয়া ছিল। জ্যোৎস্নালোকে অবিলম্বেই একজন অশ্বারোহী দ্রুতবেগে আগমন করিতেছে স্পষ্ট দেখা গেল। কুমার একটু অগ্রসর হইলেন; অশ্বারোহী ক্রমে নিকটস্থ হইল পুণ্ডরীক কহিলেন "ধ্যান সিংহ?"

অশ্বারোহীও দেখিবামাত্র অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অভিবাদন করিল।

পুণ্ডরীক কহিলেন "সামশ্রমীর দর্শন পাইয়াছ?"

সহচর কহিল "অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার কোন সন্ধান পাই নাই।"

পাঠক, ইনিই সেই ভবানীমন্দির দৃষ্ট পুণ্ডরীকের সহচর।

কুমার কহিলেন "ধ্যান সিংহ! সামশ্রমী আমাদিগকে এখানে রাখিয়া গেলেন, তাঁহার অভিপ্রায় কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। পুরঃসরেরও যুদ্ধে পরাজয়, হইয়াছে, তাঁহারও অনেক দিন দর্শন নাই। তা এখন কর্ত্তব্য কি?"

"এখানে থাকা আর নিরাপদ নহে।"

"দুই চারি দিন থাকিলে ভাল হয় না?"

সহচর কহিলেন "কুমারের যেরূপ অভিপ্রায়।"

ক্রমশঃ।

দুর্গাবতী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পঞ্চম সর্গ।

১

হইল প্রভাত বাজিল তুরি।
সেনাগণ এবে ছাড়িবে পুরী।
করিতে সকলে সমর সাজ,
বাজিল তখনি বিবিধ বাজ।

২

"সাজরে সাজরে সাজরে সাজ,
সাধিতে সকলে দেশের কাজ।
রাখিতে জননী-মানের লাজ;
লভিতে সুযশ সাধু সমাজ।

৩

"সাজরে সাজরে সাজরে সাজ,
শুন শুন ঐ ভেরীর বাজ;
সবে নমি চল বিশ্ব রাজ,
দেখিব কেমন যবন রাজ।

৪

"সাজরে সাজরে সাজরে সাজ।
ধরণী ডুবিছে ভারত রাজ,
না রাখিলে দেশ বড়ই লাজ,
দেখিব কেমন সাহস আজ।"

৫

সাজিতে সেনানীগণ ত্বরায়।
এদিগে ওদিগে চৌদিগে ধায়;
বৃংহিল করিণু, হ্রেষিল হয়;
পূরে কোলাহল অবনী ময়।

৬

তুরগ আরোহী কবচ পরে,
নিরমল অসি কটিতে ধরে।
ধানুকী নিচয় লইল ধনু,
টঙ্কার ধ্বনিতে শিহরে তনু।

৭

দিগন্ত ব্যাপিল ভেরীর রবে;
পদাতির দল সাজিল সবে।
কেহ করে ধরে অসি অসিত,
কেহ বা লইল ভল্ল শাণিত,

৮

কেহ বা লইল তোমর করে,
কেহ বা পরশু করেতে ধরে;
ধরিল প্রাস কত-বীর-বর,
পরিঘ লইল চমুনিকর।

৯

উড়িল রথের পতাকা চয়,
লিখিত তাহায় 'ভারত জয়'।
দলে দলে সব সেনা সাজিল;
ভেরীর রবেতে ধরা পূরিল।

১০

করেণু, তুরগ, রথ, পদাতি
তাড়াইতে সবে ম্লেচ্ছ অরাতি
ধরিল সকলে রণের সাজ,
সাধিবে বলিয়া দেশের কাজ।

১১

জগত রায়, সিংহ মহাবীর,
গণপৎ বাহাদুর, রণবীর,
কমলাকুমার সাগরপতি,
জয়সেন সিংহ, সুধীরগতি,

১২

কুবের রায়, সিংহ যশোধন,
গোকুল সিংহ, ধরণী মোহন,
অমর সিংহ,সুবীর রায়
আরও কত বীরজন ধায়।

১৩

প্রাচীতে প্রকাশে অরুণ আভা,
ধরণী ধরিল নূতন শোভা;
শ্যাম দুর্ব্বাদলে হিমের কণ
শোভে মখমলে মুক্তা মতন।

১৪

বাজিল এবে ভেরী ঘোর রবে;
সজ্জিত হইল সেনানী সবে।
ত্যজিবারে পুরী আজ্ঞা এখন,
অনীকিনী কুল করে গমন।

১৫

প্রথমে চলিল বাদক দল,
সাহসে পূরিতে সেনার বল;
বাজিল বাজনা মধুর স্বরে,
যাবনিক রণে গমন তরে।

ক্রমশঃ।

ললিত কাব্য।

পঞ্চম সর্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৩৪
একি সখে তুমি এমত অধীর।
সামান্য অসার আশার তরে
বহিল কপোলে নয়নের নীর
কাঁপিল হৃদয় শোকের ভরে?

৩৫
কোথায় তোমার সে বীর বচন
কোথায় তোমার সে ধীর জ্ঞান
দেশহিত কথা কোথায় এখন
কোথায় তোমার সে সব ধ্যান?

৩৬
"ভারতের ধন করেছ আহার
ভারতে জনম ভারত তরে—"
এখন কোথায় সে ভাব তোমার?
ফুরাল সে সব কেমন করে?

৩৭
দেশহিত সাধা, পর উপকার,
(রেখেছ শরীর যাহার তরে)
সে সব সাধন হয়নি তোমার
ত্যজিবে জীবন কেমন করে?

৩৮
সামান্য কারণে ব্যাকুল জীবন
সহজে তোমার অধীর চিত,—
কিরূপে সহিবে বিপদ পতন
সাধিতে আপন দেশের হিত?

৩৯
ভোল ভোল সখে বিগত ব্যাপার,
দুরাশায় হৃদে দিওনা স্থান,
হৃদে আসি যেন ভাবনা তোমার
ব্যাকুল করেনা আকুল প্রাণ।

৪০
উঠ উঠ সখে দিবা অবসান
তিমীরে জগত ডুবিল আসি
দিবাকর ওই করিল পয়ান
জগত আকুল আঁধারে পসি,

৪১
ওই দেখ দূরে ক্রমে চরাচর,
অন্ধকার মাঝে হতেছে লীন।
কলকল রবে ফিরিছে খেচর,
দিবসের রাগ হতেছে ক্ষীণ।

ইতি বটতরুতল নামক পঞ্চম সর্গ।

ক্রমশঃ।

প্রেরিত পত্র।

সুখ ও দুঃখ।

সুখ আর দুখ, সুমুখ কুমুখ,
আলোক তমস সম।
দিবসে আকাশে, অরুণ প্রকাশে,
বিনাশে বিষম তম॥১।

দিবা অবসানে, রবির পয়ানে,
কুহূনিশি পশে আসি।
বিমল অম্বরে, কলুষিত করে,
সন্তমস মসিরাশি॥২।

প্রভাতে আবার, তত অন্ধকার,
একেবারে পায় লয়।
পুনঃ এ ভুলোকে, ভানুর আলোকে
পুলক পুরিত হয় ॥৩॥

সে হৃদয় দেশে, সুখের প্রবেশে,
অন্তরের হয় প্রীতি।
দুখ সে হৃদয়ে, প্রবেশে সময়ে,
জগতের এই রীতি ॥৪॥

দিবসে উল্লাসী, একত্র নিবাসি,
চক্রবাক চক্রবাকী।
বঞ্চে কাল সুখে, বিবিধ কৌতুকে
পরস্পর পাশে থাকি ॥৫॥

আইলে যামিনী, কান্ত ও কামিনী,
হারাইয়া পরস্পরে।
বিরহ ব্যথায়, হায় উভরায়,
কতই রোদন করে ॥৬॥

পুনঃ দিবা মুখে, দোঁহে মিলি সুখে,
আনন্দের গীত গায়।
চির সমভাব, ভুবনে অভাব,
সুখ দুখ আসে যায় ॥৭॥

রাত্রে সরোজলে, প্রতিবিম্ব ছলে,
বিধু কুমুদিনী বাসে।
হাসে কৌরবিণী, ভাবে গরবিণী
বঁধু কত ভাল বাসে ॥৮॥

আনি মম তরে, ভরি নীলাম্বরে
তারক হীরক রাশি।
সাদরে সে ধন, করিতে অর্পণ,
প্রিয় উপনীত আসি ॥৯॥

আদর বাড়ায়, আগে নাহি যায়,
পতি পাশে সুভাগিনী।
শেষে বঁধু কোলে, রসের হিল্লোলে
ঢলে পড়ে সোহাগিনী ॥১০॥

হেন সুখ ভোগে থাকে নিশি যোগে,
প্রেমামোদে প্রমোদিনী।
দিবা আগমনে, নায়ক বিহনে
বিরহিণী কুমুদিনী ॥১১॥

কোথা সেই খেলা, হাব ভাব হেলা,
কোথা যায় সেই হাসি।
কোথা তারা হার, প্রেম উপহার,
শশি যাহা দিল আসি ॥১২॥

রবির বিরহে, নলিনীর বহে,
শিশিরাশ্রু নিশিযোগে।
সে নীর দিবায়, সহসা শুকায়,
সখা-সঙ্গী-সুখ ভোগে ॥১৩॥

ভানুর উদয়ে, প্রফুল্ল হৃদয়ে,
নায়কের কর ধরি।
সুখে সরোরাজে, সরোজিনী রাজে,
যেন রাজ রাজেশ্বরী ॥১৪॥

আপনি পবন, লইয়া চন্দন,
শীতল চামর করে।
নলিনী রাণীরে, কিবা ধীরে ধীরে,
নিয়ত বীজন করে ॥১৫॥

গুণ গুণ স্বরে, অলিগণ করে,
নলিনীর গুণ গান।
সুন্দরী লহরী, সদা নৃত্য করি,
বাড়ায় উৎসব মান ॥১৬॥

নীল রক্তোৎপল, কহ্লার কুবল,
সরোপুরবাসী পাশে।
হংস বার বার, শুভ সমাচার,
প্রচার করিয়া আসে ॥১৭।

কতই হরষে, নাচে সে সরসে,
সফর সফরী চয়।
হয় দিক্ সব, এনব উৎসব,
সৌরভ গৌরব ময় ॥১৮।

দিবা অবসান, ভানু ম্রিয়মাণ,
চলি যান অস্তাচলে।
রবি-বিরহিণী, নলিনী মলিনী,
কাঙ্গালিনী ভাসে জলে ॥১৯।

কাতর অন্তর, মরাল নিকর,
সরোবর ত্যজি যায়।
ভ্রমর প্রকর, শোকে গদস্বর,
আর না সে গীত গায় ॥২০।

চেতনা হারায়, সলিলে লুটায়,
তেমন কোমল কায়।
লহরী সকল, হইয়া বিকল,
তাহারে তুলিতে ধায় ॥২১।

সঘনে পবন, করে সঞ্চালন,
শীতল ব্যজন করে।
নলিনী-চেতন, করিতে সাধন,
কতই যতন করে ॥২২।

দেখি দিন ভব, পদ্মিনী বৈভব,
কৌরব বৈরঙ্গ কুল।
দিবসে অসুখে, ছিল হেঁট মুখে,
হইয়া অসূয়াকুল ॥২৩

এখন নিশায়, বিপদ দশায়,
বিবশা নলিনী মরে।
ইহা হেরি হাসে, পরম উল্লাসে,
চারি পাশে নৃত্য করে। ২৪।

সত দিগঙ্গনা তম নিমগ্না
পদ্মিনী সম্পাদ শেষে।
নয়নে সবার, তুষার আসার,
বরষে পরের ক্লেশে ॥২৫।

শোকে পাগলিনী, হয় উন্মাঙ্গিনী,
ত্যজিয়া আতপ বেশ।
এলায় তারক,-কুসুম-কোরক-
ভূষিত অসিত কেশ ॥২৬।

পুনঃ দিবা আসে, আবার আকাশে,
দিনমণি দেন দেখা।
দেখিয়া তাঁহায়, দুঃখ দূরে যায়,
সুখের না হয় লেখা ॥২৭।

এইরূপ ভাবে, অখিল স্বভাবে,
সুখের দুঃখের গতি।
সাধিতে কুশল, কি চারু কৌশল,
প্রকৃতির পদে নতি ॥২৮॥

সা, প্র, ঘোষ।

গুপ্ত যন্ত্র।

ইংরাজি ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি উত্তমরূপে ও সুলভ মূল্যে হইয়া থাকে। সমাচার কি সাময়িক পত্রিকা অথবা পুস্তক ছাপার বিলক্ষণ সুবিধা আছে। সকল পত্রিকা কি পুস্তক প্রকাশকগণের বিনা-কষ্টে ও অল্প ব্যয়ে সমুদয় কার্য্য, ছাপা,বাঁধা কি বিলি ও বিক্রয় প্রভৃতি সুসিদ্ধ হইতে পারে।

শ্রী সত্যচরণ গুপ্ত
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্স লেন, গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেথানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ৩২শে আষাঢ় ১৭৯৩ শক। [১৪শ সংখ্যা।

ভারতে গ্রীক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—

দশম পরিচ্ছেদ।

—

চন্দ্রগুপ্ত ও সেলুকস্।

চন্দ্রগুপ্ত কোথায়; সেলুকসের হস্তে পতিত হওয়াবধি পাঠকগণ তাঁহার কোন সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই। গ্রন্থের প্রধান পুরুষকে আর সকলের নিকট অবিজ্ঞাত রাখিতে পারি না। অতএব সংক্ষেপে তাঁহার অবস্থা বলিয়াদিতে হইল।

চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক শিবিরে। সেখানে কি বন্দী? রাজপুত্র কি গ্রীকদিগের কারাগারে? চল পাঠক, দেখিগে নন্দকুমার গ্রীকশিবিরে কি অবস্থায় আছেন।

তক্ষশিলায় সেলুকসের নির্দ্দিষ্ট উচ্চ অট্টালিকায় সেলুকস ও চন্দ্রগুপ্ত একাসনে বসিয়া আছেন। গ্রীক সেনাপতি ভারতবর্ষীয়দিগের শিল্পনৈপুণ্যের কতই প্রশংসা করিতেছেন। কহিলেন "হিন্দুদিগের সকলই ভাল কেবল বৈদেশিকদিগকে শিখাইতে চায় না, এই ইহাদের মহৎ দোষ—গ্রীকদিগের উপর দারুণ বিদ্বেষ।"

চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন "সেনাপতি, হিন্দুরা সকলেই জন্মভূমিকে প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসে, মনে করিবেন না তাহারা সকলেই চন্দ্রগুপ্ত।"

"চন্দ্রগুপ্ত ত কোন অকার্য্য করেন নাই, স্বদেশের বিরুদ্ধে একটী কথাও বলেন নাই। তিনি বিরক্ত হন বলিয়া সেকেন্দার আর তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন না, বরং স্বদেশানুরাগী আর্য্যবংশীয় রাজকুমারের যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন।"

চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন "সেনাপতি! আপনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, স্বকীয় বাসভবনে আমাকে স্থান দান করিয়াছেন, বন্ধুর ন্যায় যত্ন করেন, আর গ্রীসীয় বিজেতাও আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি করেন না, তাহা হইলেও আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখুন না কেন—স্বদেশানুরাগী আর্য্যবংশীয় রাজকুমারের গ্রীক শিবিরে সুখভোগ উপযুক্ত নয়।

"আপনার মতে উপযুক্ত কি?"

"অন্ধকারময় কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকা।"

"তাহাতেই এত অভিলাষ কেন?"

"আর্য্য রাজকুমারের তাহাই উপযুক্ত বলিয়া।"

"গ্রীকশিবিরে সেলুকস না থাকিলে বোধ হয় মনোমত বর পাইতেন।"

চন্দ্রগুপ্ত ঈষদকুণিতনেত্রে সেলুকসেরদিকে খরতর চাহিয়া কহিলেন "তবে সেলুকস চন্দ্রগুপ্তের প্রকৃত বন্ধু নহেন।"

গ্রীক সেনানী বুঝিলেন বহুবিধ চিন্তায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নিরীহতার সীমা অতিক্রম করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। কহিলেন "রাজকুমার, অধিক বাগ্‌বিতণ্ডায় আমাদের সঞ্চারিত স্নেহ উচ্ছেদ করিয়া প্রয়োজন কি? এক্ষণে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, স্পষ্টকরিয়া উত্তর দিন।"

চন্দ্রগুপ্ত কিছু লজ্জিত হইয়া কহিলেন "বলুন।"

"সেকেন্দার শীঘ্রই সসৈন্যে হস্তিনাভিমুখে যাত্রা করিবেন, আপনিও সঙ্গে যাইবেন?"

"হস্তিনায় যাওয়ার প্রয়োজন?"

"বোধ হয় অবগত আছেন যুদ্ধের পর সেকেন্দর সন্ধি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলে, পুরুঃসর তাঁহার প্রস্তাবে বিদ্রূপ করিয়া পাঠান।"

"বুঝিলাম, তার পর?"

"এক্ষণেত তিনি পুনর্ব্বার দলবল সহিত মিলিত হইতেছেন পুনর্ব্বার হস্তিনার সিংহাসনেও আরোহণ করিতে পারেন। শুনিলাম মগধ হইতে তাঁহার সাহায্যার্থ সৈন্য যাত্রা করিয়াছে, তাহাদের সমভিব্যাহারে হস্তিনাপতি পুনর্ব্বার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন সন্দেহ নাই।"

"গ্রীক সৈন্যের এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে তাহাদের স্বদেশে প্রতি-গমনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ।"

"এ অবস্থায় প্রস্থান করিলে আমার প্রতিজ্ঞা অসম্পূর্ণ রহিল।"

"কি প্রতিজ্ঞা?"

"নন্দবংশের উচ্ছেদ করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে মগধ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা।"

চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন "সেনানী, অনেক বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, সকল দিক নষ্ট করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছেনা।"

গ্রীকসেনাপতির মুখ গম্ভীরতা ধারণ করিল। আরক্ত খরতর দৃষ্টি চন্দ্রগুপ্তের মুখমণ্ডলে ন্যাস করিয়া সেলুকস কহিলেন "স্পষ্ট করিয়া বলুন বুঝিতে পারিলাম না।"

চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন "মগধ রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে অনিষ্ট ভিন্ন মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।"

সেলুকসের মনে কি উদয় হইল একটু হাস্য করিয়া কহিলেন "কেন নন্দকুলের সকলেইত আপনার শত্রু।"

কোন উত্তর নাই।

চন্দ্রগুপ্তকে নীরব দেখিয়া গ্রীক কহিলেন "আরও সাম্রাজ্য লাভ।"

কিঞ্চিৎ গর্ব্বও অধীরতার সহিত নন্দপুত্র উত্তর করিলেন "গ্রীক সেনাপতি, বিরক্ত হইবেন না। উভয় পক্ষের বলাবল আমার কিছুই অবিদিত নাই; আপনারা আর অগ্রসর হইলে গ্রীকদিগের প্রতি গমন কঠিন হইবে।"

"সে যাহাহউক, সেকেন্দার হস্তিনা গমনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন সেখানে অধিক বিপদের সম্ভাবনাও নাই। মগধ সৈন্য অনেকদূরে আছে।"

চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন "পুরঃসর। সেই বিক্রান্ত হস্তিনা পতি। আপনাদের শঠতা প্রকাশ পাইয়াছে—তিনি আর দ্বিতীয় বার প্রতারিত হইবেন না।"

"পরাজিত শত্রু হইতে গ্রীকেরা ভয় করে না।"

"সেনাপতি, যদি যুদ্ধে জয়ী হইতেন তাহা হইলে একথা সাজাইত। আপনারা যাহাকে যুদ্ধ বলেন হিন্দুরা তাহাকে দস্যুবৃত্তি হইতেও জঘন্য বোধ করে।"

সেলুকসের আর সহ্য হইল না। বক্তৃতার অনুরোধেই হউক আর স্বকার্য্য সাধনোদ্দেশেই হউক এতক্ষণ তাঁহার মনোমত কথাই বলিতে ছিলেন, কিন্তু বীরপুরুষের আর কত সহ্য হয়? বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন কিছু কর্কশ স্বরে কহিলেন "রাজকুমার—আপনি যাহাদিগকে এত অবজ্ঞা করেন যাহারা আপনার মতে দস্যু হইতে ঘৃণিত, আপনার আশা, ভরসা, প্রাণ, মান সকলই সেই গ্রীকদিগের হস্তে এটা যেন একেবারে বিস্মৃত হইবেন না।"

সিংহশিশু কি করিপদদলন সহ্য করে? নন্দকুমার একটু হাসিয়া কহিলেন "সেনাপতি আপনার ভয় প্রদর্শন নিষ্ফল, তাহাতে চন্দ্রগুপ্ত ভীত নহেন।"

ক্রমশঃ।

দুর্গাবতী।

পঞ্চম সর্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১৭

"চল্ চল্ রণে সব্ দেখিব কেমন্,
আজি ভারতের ধন, আজি লুঠিবে যবন।
রাখিবে দেশের মান পাইবেরে সম্মান্,
রাখিতে দেশের মান্ হও সযতন
রে হও সযতন।

১৮

চল্ চল্...... লুঠিবে যবন।
ছিল আর্য্য রাজগণ, সমরেতে বিচক্ষণ,
তাহাদের বীর নাম করহ স্মরণ,
রে করহ স্মরণ।

১৯

চল্ চল্......... লুঠিবে যবন।
জনম ভূমীর তুল নহে স্বর্গ সমতুল,
কেমনে ত্যজি সে সুখ থাকিতে জীবন।
রে থাকিতে জীবন।

২০

চল্ চল্ .... লুঠিবে যবন।
কিভয় কিভয় বল্, ভয়েতে নাহিক ফল,
দেখিব কেমন বল্ দেশের কারণ।
রে দেশের কারণ।

২১

চল্ চল্ ....লুঠিবে যবন।
উড়িছে ভারত ধ্বজ পালিছে ভারত রাজ,
রহিছে ভারত জন সুখেতে মগন।
রে সুখেতে মগন।

২২

চল্ চল্ ....লুঠিবে যবন।
রাখিতে আপন দেশ ধরেছ রণের বেশ,
মরণে নাহিক ভয় প্রাকৃত মরণ।
রে প্রাকৃত মরণ।

২৩

চল্ চল্ ....লুঠিবে যবন।
যদি হও সুসন্তান রাখিবে জননী মান,
রাখিতে তাহার মান কর প্রাণ পণ।
রে কর প্রাণ পণ।"

২৪

ধানুকীর দল চলিল পরে
বাঁকান ধনুক লইয়া করে,
পূরণ তুণীর শরনিকরে,
চামীকর পুঙ্খ শোভিছে শরে।

২৫

পায়ে চুড়ীদার আছে পাজামা,
চরণে পরেছে দৃঢ় বিনামা,
গাত্র আবরণ রয়েছে গায়,
মোহন শিরস্ত্র শোভে মাথায়।

২৬

ভল্লধারিগণ তার পরেতে;
এক এক বীর প্রতি দলেতে।
পরেতে চলে পদাতিরগণ,
তোমোর, অসি করিয়া গ্রহণ।

২৭

ঘন ঘন ভেরী এখন বাজে,
তুরগী চলিছে মোহন সাজে;
শোভে চন্দ্র হাস কটিদেশেতে,
ঘোড়ার রশমি বাম করেতে,

২৮

কাণে দুলিছে কর্ণবিভূষণ,
শরীরে শোভে বরম মোহন,
শিরস্ত্রসুন্দর শোভে মাথায়,
ভারত চিহ্ন রহিয়াছে তায়।

২৯

পরেতে চলিছে রথের সার,
হইছে ঘর্ঘর নিনাদ তার,
চীনাংশুকের পতাকা উপরে
উড়িছে কেমন পবন ভরে।

৩০

করির শ্রেণী যেন নবঘন,
চলে মদ জল করি বর্ষণ;
সিন্দুরে রঞ্জিত, শূর্প মতন
সদাই নাড়িছে উভশ্রবণ;

৩১

সুবর্ণ কিঙ্কিণী বাজিছে গলে,
মুকুতার মালা শিরেতে ঝোলে;
রাঙ্কব মণ্ডিত পৃষ্ঠে আসন,
তাহাতে বসিয়া মাহুতগণ।

ইতি সমর যাত্রা নামক পঞ্চম সর্গ।

ক্রমশঃ।

ললিত কাব্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ষষ্ঠ সর্গ।

"——বিজনবনে, কাঁদেগো কাতর মনে,
কেবা বল তায় শোনে, বাতাসে ভাসিয়ে যায়।"

১

একি একি আমি কোথায় এখন,
ঘোর অন্ধকার ভীষণ বন;
নিস্তব্ধ বিজন, ভীম দরশন,
ভ্রমিছে বিকট শ্বাপদ গণ।

২

উঃ কি ভয়ানক বিষম ব্যাপার !
ভীষণ বিজন যমের পুরী
প্রচণ্ড নরক হেন অন্ধকার,
মসি রাশি যেন করেছে চুরি।

৩

ধক্ ধক্ করে শিবা মুখ হোতে
থেকে থেকে আলো উঠিছে জ্বলে,
কাতর ভীষণ কুরব তাহাতে,
আকুল করেছে ভুবন তলে।

৪

ভীম তরু হতে পবন হেলায়
জোনাকী নিচয় পড়িছে ঝরে,
প্রলয়ের মেঘে যেমন ধরায়
উজল পাবক বর্ষণ করে।

৫

উহু কি ভীষণ ফণীগরজন
শুনিতে শ্রবণ বধির প্রায় ;
সিংহ হুহুঙ্কারে ব্যাকুল জীবন,
পালাবার স্থান নাহিক তায় !

৬

কাঁটাময় বন ঘেরা তিন ধারে
সমুখে প্রখর নদীরস্রোত,
প্রতিহত আঁখি ঘোর অন্ধকারে
নাহি পথ ঘাট নাহিক পোত।

৭

বায়ুবেগভরে তরঙ্গের দল
উঠিছে বেগেতে গ্রাসিতে তীর,
ভীম ভীমরবে বধির সকল
প্রলয় পবনে নাচিছে নীর।

৮

ক্ষণে ক্ষণে তায় মেঘ গরজন
চপল চপলা বিকট হাস
ক্ষণেকে আকুল, কাঁপিছে জীবন
নদীসন্তরণে ভিজেছে বাস।

৯

কোথা বন্ধুগণ, কোথায় স্বজন
কোথা মাতাপিতা, কোথায় ভাই,
কোথা প্রিয়সখা কোথায় এখন
থাকিতে সকলি কেহই নাই।

১০

আর কি দেখিব স্বদেশ স্বজন
আর কি দেখিব সখার মুখ ;
অভাগা এজন আর কি কখন
দেখি প্রিয়জন পাইবে সুখ,

১১

আর কি কখন স্বজন সুভাষ
অমৃতের ধারে তুষিবে কাণ
হবে কি সুখের তপন প্রকাশ
আর কি জুড়াবে তাপিত প্রাণ ?

১২

কিকুক্ষণে সখে মজিলে প্রণয়ে,
কিকুক্ষণে তব ব্যাকুল মন,
কিকুক্ষণে তব সান্ত্বনা আশয়ে
করিতে বাসনা দেশ ভ্রমণ।

ক্রমশঃ।

তপস্বিনী।

প্রথম ভাগ।

ললিতাসুন্দরী।

"ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধি জলরত্নং।"
জয়দেব।

১

বিমল ধবল কর মনোহর
পরিয়ে বিরাজে রজনী আজি,
ষোড়শী রূপসী শোভিছে সুন্দর
নবীন বসনে মোহিনী সাজি।

২

আকাশে শোভিত নব শশধর
নবীন বাহারে মানস হরে,
ললিতা বালার লোহিত অধর
প্রফুল্ল বদনে সুষমা ধরে।

৩

গগণ উপরে তারকা নিকর
হীরক সমান উজ্জল জ্যোতি,
হাসি মুখে যেন সরোবরোপর
কমলদলের সুশোভা অতি।

৪

মৃদুল, মধুর বহিছে সমীর,
সুবাসে মাতায়ে দিতেছে প্রাণ;
কচি কচি পাতা নাচিতেছে ধীর,
নবীন তরুর প্রথম দান।

৫

বহ, সমীরণ, সুধার লহরী,
বহরে কুসুম সুবাস ধন;
খুলে দাও প্রাণ বিমোহিত করি,
নাচাতে আমোদে মাতাও মন।

৬

চারিদিক স্থির, হয়েছে নীরব
কুশল আবাস মতন যেন;
হে কোকিলকুল, কর কুহুরব,
কখন পাবে না সময় হেন।

৭

ধররে পঞ্চম সুমধুর তান,
বীণার বাদন সুস্বরে অতি,
কর, কর আজি প্রেমগুণ গান,
মাতোয়ারা হ'ক আমার মতি।

৮

একি! হল মন আমোদ বিহ্বল,
সকলি আমার নিরখি যেন;
সুপ্রিয় আমার এখন সকল,
আমারি কারণ মধুর হেন;

৯

মনোহর এই চারু চরাচর,
মনোহর এই প্রকৃতি মালা,
মনোহর এই হীরক নিকর,
মনোহর এই চাঁদের আলা!

১০

লভিবারে হেন মধুর সময়
বিজন কাননে প্রেমিক মুনি।
হেরিয়া একাল, ভাবি রসময়,
চপলা গোপনী বাঁশরী শুনি।

১১

এহেন সময়ে অশোক কাননে
একাকিনী বসি জানকী সতী,
কাঁদেন দুখিনী মুদিত নয়নে
ভাবিয়া রাঘব প্রাণের পতি।

১২

হায়রে ভাবিলে সে দশা সীতার
পরাণ, হৃদয় ফাটিয়ে যায়!
হেন সুকুমার আনন তাঁহার
নীহারনিহত কমল প্রায়।

১৩

এহেন নিশীথে শুইয়ে বিজনে
বিনত বদনে বিরহী বালা
কাঁদিছে কামিনী কামি নাথ ধনে
সহিছে গোপনে প্রেমের জ্বালা।

১৪

এই যে সুমুখে কল্পনা সুন্দরী
মধুর হাসিনী অমর বালা!
হর এর দুখ আজি দয়া করি,
বল, কোথা এর প্রাণেশ কালা!

১৫

অয়ি সুরবালা মধুর হাসিনী,
গাও আজি নব প্রণয় গান।
বিমোহিত কর, স্বরগ বাসিনী,
মাতাইয়ে দাও এখোলা প্রাণ।

১৬
আহা! একি হেরি গদির উপরি
শোভিছে প্রফুল্ল ফুলের রাশ,
যেন বকাঅলি বিমোহিনী পরী
কুসুম শরীর, কুসুম বাস!

১৭
কাহার স্বরূপ এমন শোভিত
আলোকে উজ্জ্বল প্রদোষ রবি!
কাহার আকার এমন অঙ্কিত,
পটুয়ার চারু চাতুরী ছবি!

১৮
সেনরে সরলা এ ললিতা বালা
বিদ্যাধরবালা মেনকা সুতা!
দোলায়ে রূপের কুসুমের মালা
হেমলতা যেন সুষমাযুতা!

১৯
নিদ্রায় বিহ্বল এই বিনোদিনী
কুসুম শায়িনী কামিনী মত,
মুদিত নয়নে যেন উন্মাদিনী,
মরি সে রূপের বাহার কত!

২০
কপোল গোলাপী কাল মতন
অধরে লোহিত কুসুম প্রভা;
ঢল ঢল করে নবীন যৌবন,
এলোথেলো বেশে সরেশ শোভা!

২১
প্রিয়ার মধুর বিমল বদনে
গোপনীয় আছে কি এক ভাব,
যতই, যতই নিরখি নয়নে
ততই দেখিযে নূতন ভাব।

২২
পেলে মনোহর ফুল-পরিমল
পবন উড়াতে যায় যে বাসে।
হেরিলে নীহার-নিরমল জল
রসনায় তৃষা আপনি আসে।

২৩
হেরিলে সুচারু চাঁদের কিরণে
চকোর চকোরী পিপাসাকুল।
নবজলধর দেখিলে গগণে
"জল জল" করে চাতককুল।

ইতি ললিতাসুন্দরী।

ক্রমশঃ।

পুস্তক প্রাপ্তি।

"লণ্ডন রহস্য"—পুস্তকখানি প্রসিদ্ধ রেনল্ড সাহেব রচিত "মিষ্ট্রিজ অব লণ্ডন" হইতে অনুবাদিত হইয়া সাময়িক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছে। ইহার প্রথম ভাগ মাত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। অনুবাদক মহাশয় ভূমিকায় এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে তিনি বিলাতীয় পাপ সকল ও তাহার প্রতিফল সকল প্রকাশ করিয়া দেশীয়দিগের চরিত্র শোধনার্থ পুস্তক অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অভিপ্রায় মন্দ নহে। অনুবাদক মহাশয় পুস্তক খানিকে মনোরঞ্জক ও উপদেশক করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। "মিষ্ট্রিজ অব লণ্ডন" ইংরাজ সমাজে রচনালালিত্যের নিমিত্ত যতদূর আদরণীয়, বর্ণিত বিষয়ের নিমিত্ত ততদূর নহে। আমাদের অনুরোধ যে অনুবাদক মহাশয় যেমন বর্ণিত গল্পের অনুবাদ করিতেছেন তেমনি যেন রচনাপ্রণালিটীর অনুবাদ করিয়া লন।

"বঙ্গভাষার ইতিহাস"—বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এখানি প্রস্তুত করিতে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে ক্রমান্বয়ে ভাষার উৎপত্তি। কবিকুল-রচিত, বিদ্যালয়ের প্রথম প্রতিষ্ঠা হইতে তাহার ইতিহাস, সমাচার পত্রাদির ইতিবৃত্ত, ও অপরাপর ভাষাসম্বন্ধীয় নানাবিধ ইতিহাস প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় এরূপ পুস্তক আমরা পূর্ব্বে দেখি নাই। কেবল ইহার পূর্ব্বে "কবি চরিত" নামক একখানি মাত্র এই জাতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। কবিরচিত অপেক্ষা ইহাতে অনেক নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট দেখিলাম। সাধারণের এরূপ কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করা অতীব কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ গ্রন্থকর্ত্তার এই প্রথম উদ্যম। মূল্য।৵০ মাত্র।

"পদ্যকানন প্রথম ভাগ"—এখানি এক ফর্ম্মার পদ্যময় পুস্তক। শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক বালক বালিকাদিগের পাঠার্থে রচিত। যোগেন্দ্র বাবু যদি এ পুস্তকখানি পাঠ্য পুস্তকের অভাব মোচনার্থে করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার উদ্যম ব্যর্থ হইয়াছে। মূল্য এক আনা মাত্র।

"বিলাপ লহরী" শ্রীযুক্ত বাবু বলাইচাঁদ সেন প্রণীত। বিনা মূল্যে বিতরণার্থ। এখানি পদ্যময় গ্রন্থ, রচনা মধ্যবিধ।

"রুষীয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস"—শ্রীযুক্ত বাবু বলাইচাঁদ সেন প্রণীত। এখানি বালকপাঠোপযোগী ইতিহাস।

গুপ্ত যন্ত্র।

কলিকাতা।

২৪ নং মির্জ্জাফর্শ লেন পটলডাঙ্গা।

প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

উক্ত যন্ত্রালয়ে ছাপার কর্ম্ম (উভয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা) অতি উত্তমরূপে নিয়মিত সময়ের মধ্যে এবং অল্প মূল্যে নির্ব্বাহ হয়, যাহাতে সাধারণের সুবিধা হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নও করা যায় যথা—

১। পত্রের দ্বারা সমুদায় কর্ম্মই নির্ব্বাহ হইতে পারে, স্বস্থানে বসিয়া সকলে আপন ইচ্ছামত কার্য্য পাইতে পারেন।

২। ছাপার মূল্য অতি সুলভ, আবশ্যক মত মূল্যের তালিকা দেওয়া যাইবেক।

৩। প্রুফ সংশোধন-ভার লওয়া যাইতে পারে।

৪। কাগজ উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায়।

৫। পুস্তক বান্ধানর ভারও লওয়া যায়।

৬। পুস্তক কি পত্রিকা বিলি কি বিক্রয় করার ভার ও টাকা আদয়ের ভার গ্রহণ করা যায়, এবং বিবেচনামতে আমাদিগের খরচার টাকাও উক্ত অদায় হইতে লওয়া যাইতে পারে।

অপরাপর বিষয় সকল যন্ত্রাধ্যক্ষের নিকট জানিতে পারিবেন।

শ্রী দুর্গাচরণ গুপ্ত
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্শ লেন, গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ৭ই শ্রাবণ ১৭৯৩ শক। [১৫শ সংখ্যা।

ভারতে গ্রীক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—

লেনিশা।

সেলুকসের ভবনের এক প্রান্তভাগে চন্দ্রগুপ্ত একটী প্রশস্ত কক্ষায় বসিয়া আছেন। হর্ম্ম্য তলে বিস্তৃত বিচিত্র কোমল গালিচার উপর বসিয়া পশ্চাদ্ভাগে একখানি পালঙ্কের উপর স্কন্ধ ও মস্তক বিন্যাস পূর্ব্বক উর্দ্ধমুখে নিমীলিতনয়ন নন্দকুমার বসিয়া আছেন। মুখমণ্ডল উজ্বল, শরীর পুলকীত, যেন নিস্তব্ধ শরীর হইতে আনন্দপ্রবাহ নির্গত হইতেছে। শরীর থাকিয়া থাকিয়া উৎকম্পিত হইতেছে।

পাঠক, দুঃখজনক না হইলে চিন্তা তত গভীর হয় না। চিন্তা দুঃখের প্রিয়সখী, দুঃখার্ত্তদিগকে জীর্ণ ও শীর্ণ করিবার নিমিত্ত, তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ করিবার নিমিত্ত, সমস্ত সদ্গুণরাশি একেবারে বিনাশ করিবার নিমিত্ত, অশ্রুজলে তাহাদের বদন সিক্ত করিবার নিমিত্তই চিন্তার সৃষ্টি। কোন একটা অনিষ্টপাত সম্ভাবনা হইলে সেই পরসুখদ্বেষিণী রাক্ষসী সর্ব্বাগ্রে অমঙ্গলকে শাখাপল্লবে সুশোভিত করিয়া আমাদের সম্মুখে আনিয়া দেয় আর প্রাণপণে ভাবী সুখ আমাদের মানসপথ হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করে। মনুষ্যেরও এমনি দুর্ব্বুদ্ধি ও অসহিষ্ণুতা যে অনেকানেক স্থলে চিন্তা-প্রদর্শিত হইতে সম্যক বিভিন্ন ফল পাইয়াও আবার একাগ্র চিত্তে তাহার কথা শুনিতে সঙ্কুচিত হয় না। সে দুশ্চারিণী পিশাচীর এমনিই নীচ স্বভাব যে সর্ব্বপ্রকার সুখসেব্য সামগ্রী পরিবৃত

ব্যক্তিকেও অনায়াসে তাহার সমুদায় সুখ বিস্মৃত করাইয়া কোন না কোন অসম্ভবনীয় দুঃখের ভাবনায় পরিম্লান করিয়া দেয়। দীন দুঃখী কুটীর বাসী হইতে অত্যুচ্চ প্রাসাদবাসী চক্রবর্ত্তী অধিরাজ পর্য্যন্ত কাহাকেই অবিশেষে ক্লেশ দান করিতে কুণ্ঠিত হয় না। পাঠক, চিন্তা সুখেরও হইতে পারে। কিন্তু তাহা তত প্রগাঢ় নয়।—দুঃখের চিন্তা তীক্ষ্ণ মূর্ত্তিতে হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত ভেদ করে ও মনুষ্যকে বাহ্যজ্ঞানশূন্য করিয়া জড়প্রায় করিয়া তুলে, আর সুখের চিন্তা উপর উপর ভাসিতে থাকে। দুঃখের চিন্তার ন্যায় সুখের চিন্তাও পাঠক মহাশয়দিগের অবিদিত নয়। শয্যায় নিদ্রাশূন্য শয়ান হইয়া অথবা নির্জ্জনে একাকী বসিয়া অনেকেই এরূপ চিন্তার আরাধনা করিয়া থাকেন। অনেকানেক দরিদ্র ব্যক্তি অনাহারে ক্লেশপাইয়াও মনে মনে তাহার গৃহের চাল ফুঁড়িয়া টাকা পড়িতে দেখিতে পায়, অমনি তাহাতে প্রশস্ত অট্টালিকা সুরম্য কুসুমোদ্যান প্রভৃতি বায়ুবেগে প্রস্তুত করিয়া লয়। অনেকানেক গৃহবিরাগী ব্যক্তি মনে মনে বিদেশ গমন করিয়া কেহবা প্রচুর সম্পত্তি, কেহবা সম্ভ্রান্ত রাজপদ, কেহবা মনোমত সুন্দরী কামিনীরত্ন লাভ করেন। বস্তুতঃ পাঠক, বুঝিয়াছেন সুখের চিন্তা কাহাকে বলে। চন্দ্রগুপ্তের চিন্তাও তাহারই মধ্যে এক প্রকার। তবে আমরা যেমন বায়ুতে রজ্জুবাঁধিয়া চিন্তা করি তাঁহার চিন্তা সেরূপ নহে শুভ-সূচক পূর্ব্বচিহ্ন দেখিয়া সম্ভবনীয় ভাবী সুখের ভাবনায় উল্লাসিত মনে রাজকুমার হর্ম্ম্যতলে বসিয়া রহিয়াছে।

বৈশাখী পূর্ণশশী। গগণ মধ্যচারী পূর্ণ চন্দ্রমার গ্রীষ্মাপনোদক নির্ম্মল চন্দ্রিকা গবাক্ষ দ্বার দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; চন্দ্রগুপ্তের গাত্রেও আসিয়া লাগিয়াছে চম্পকদাম সদৃশ গৌরাঙ্গের উপর চন্দ্রবিম্ব প্রতিফলিত হইতেছে। সুস্নিগ্ধ দক্ষিণ সমীরণ পার্শ্বস্থ উদ্যানের মল্লিকা কুসুমগুলি দোলাইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করত, কুমারের বসনাগ্রভাগ কম্পিত করিতেছে। কুসুম সৌরভে সমস্ত গৃহ আমোদিত। কিছুতেই চন্দ্রগুপ্তের দৃষ্টি নাই। তাঁহার মন কোন প্রিয় বস্তুর ভাবনায় মত্ত হইয়া স্বর্গ সুখভোগ করিতেছে।

পাঠক, যথার্থ বলিতে কি চন্দ্রগুপ্তের হৃদয়ে অগ্নি জলিতেছে; তাঁহার জীবনের কোন অনিষ্ট ঘটনা ব্যতিরেকে যদি তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দেখাইতে পারিতাম, তাহা হইলে দেখিতে আগ্নেয়গিরির ন্যায় তাঁহার মনের ভিতর প্রেমানল উদ্দাম হইয়া জ্বলিতেছে। সেই অগ্নির উদ্গার ন্যায় একটী অত্যুষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। নয়ন উন্মীলিত হইল। দেখিলেন দ্বার সমীপে দণ্ডায়মানা ষোড়শী-রমণীমূর্ত্তি!

চন্দ্রগুপ্তের মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। সম্ভ্রম্ভ নন্দকুমার আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

রমণী কহিলেন "চন্দ্রগুপ্ত, আমাকে ডাকিয়াছ কেন?" চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন "লেশিশা, তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব। তোমার ভ্রাতা ভ্রুরণ ক্ষেত্রে পতিত

হইলেন, তাঁহার সাক্ষাতে তুমি আমার হইয়া ছিলে, এখন তুমি কাহার হইবে?”

লেনিশা কোন উত্তর করিলেন না। নিঃশব্দে নয়নজলে গণ্ডদেশ অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত থাকিতে পারিলেন না। পাঠক, তোমার হৃদয়বাসিনী প্রিয়তমা যদি তোমার সম্মুখে রোদন করে, তাহলে তোমার মন কিরূপ হয় বিবেচনা করিয়া দেখ। চন্দ্রগুপ্ত বামকরে চিবুক ধারণ করিয়া উত্তরীয় বসনে প্রিয়তমার নয়ন জল মুছাইতে লাগিলেন।

প্রিয়া-কপোল-স্পর্শে কুমারের শরীর পুলকিত হইয়া উঠিল। লেনিশা আহ্লাদে গলিয়া গেলেন। চন্দ্রগুপ্ত যত মুছান ততই প্রবল বেগে অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। কাতর স্বরে অশ্রুগদগদ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন “লেনিশা তুমি কাহার হইবে?”

রমণী কহিলেন “যাহার আছি তাহারই হইব।” চন্দ্রগুপ্ত অধিকতর কাতর স্বরে কহিলেন “লেনিশা মন অস্থির হইতেছে স্পষ্ট করিয়া বল তুমি কাহার।”

লেনিশা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন “চন্দ্রগুপ্তের।”

“তোমার পিতা যদি অসম্মত হন।”

প্রিয়তমার নিঃশব্দে রোদন আর কাতর দৃষ্টিই কুমারের মনোমত ও আদরণীয় উত্তর হইল। বাম বাহুতে বেষ্টন করিয়া প্রিয়তমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া কহিলেন “লেনিশা এইমাত্র আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম যেন তোমার সঙ্গে অরণ্যে ২ প্রান্তরে প্রান্তরে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। রাত্রিকালে পর্ণকুটীরে দুইজনে শয়ন করিয়া আছি, পরস্পর একবাহু দ্বারা দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া কত সুখই অনুভব করিতেছি—লেনিশা আমার সে চিন্তা কি সফল হইবে?”

লেনিশা কহিলেন “নাথ, আমি তোমার চরণে জীবন মন সব সমর্পণ করিয়াছি। এক্ষণে নিশ্চয় জানিও চন্দ্রগুপ্ত ও যেখানে লেনিশাও সেখানে।”

“লেনিশা, তোমার কথা শুনিলে আমার দুঃখার্ত্ত হৃদয় শীতল হয়। কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে। চন্দ্র দেখিলে সমুদ্রজল যেমন স্ফীত হয়, লেনিশা! তোমার মুখ দেখিলেও আমার আনন্দটা সেইরূপ উথলে উঠে। আমার চক্ষুর ভিতরে তোমার মূর্ত্তি অমৃতের তুলিদিয়া অঙ্কিত রহিয়াছে। মন্দিরের ভিতর যেমন দেবমূর্ত্তি থাকে, বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া দেখ, আমার মনোমন্দিরেও তেমনি একটী লেনিশা বিরাজ করিতেছে। আমার শরীর সহস্রখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেল তাহার প্রত্যেক খণ্ডে দেখিবে এক একটী লেনিশা মূর্ত্তি। লেনিশা, তোমার সঙ্গে আমার অরণ্যে বাসও রাজ্যসুখভোগাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পূর্ব্বের যখন মগধ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলাম তখন আমার দুঃখের বনবাস হইয়াছিল, কিন্তু এখনকার বনবাস সুখের বনবাস।”

লেনিশা কহিলেন “নাথ, অন্যত্রে গিয়া কাজ কি এখানে থাকিলে হয় নাকি?”

“তাহা হইলে জীবন হারাইতে হইবে।”

“কেন?”

“তোমার পিতা ও সেকেন্দর আমার জীবন লইবার পরামর্শ করিয়াছেন।”

লেনিশা কহিলেন “কেন পিতাত তোমাকে যথেষ্ট ভালবাসেন ও সম্মান করেন। আপন আলয়ে তোমাকে স্থান-

লিয়াছেন। সর্ব্বদা তোমার সহিত আমোদ আহ্লাদও করিয়া থাকেন।”

“তোমার পিতার আর সে ভাব নাই।”

“কেন?”

“তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হই নাই বলিয়া।”

“কি প্রস্তাব?”

“সেকেন্দার আদেশ করেন যে সেলুকস আর চন্দ্রগুপ্ত রাজা পুরঃসরের শিবিরে যাইবেন।”

“তারপর?”

“তারপর তোমার পিতা আসিয়া আমাকে তাঁহার সহিত যাইতে অনুরোধ করেন। আমি তাহাতে সম্মত হই নাই, তাহাতেই বুঝি কি সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।”

“তুমি শুনিলে কোথায়?”

“সদানন্দ সামশ্রমীর প্রমুখাৎ।”

লেনিশা কহিলেন “তবে এক্ষণে কোথায় যাইবে?”

“তার স্থিরতা নাই তবে এক্ষণে জীবন রক্ষার জন্য এখান হইতে পলায়ন।”

লেনিশা কোন উত্তর করিলেন না, প্রিয় হৃদয়ে মগ্ন হইয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন “লেনিশা যাবে কি?”

লেনিশা কহিলেন “আমিত অগ্রেই বলিয়াছি।”

ক্রমশঃ।

দুর্গাবতী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ষষ্ঠ সর্গ।

১

অতীত প্রদোষ কাল, আগত রজনী;
কৌশেয় পট মণ্ডপ
জ্বলে দীপ দপ্ দপ্
বিতরে আপন রশ্মি গৃহস্থিত মণি।

২

পাঠকের পরিচিত বীর একজন,
অর্দ্ধ শয়ান শয়নে
ভাবিছেন মনে মনে,
সম্মুখে রয়েছে কিছু পত্রের মতন।

৩

কে সে বীর? জানিবারে চাহকি পাঠক?
এই সেই অতিমদ
পুরে সেনাপতি পদ।
ভাবিছেন কিবা মনে, দ্বারেতে রক্ষক?

৪

কিবা সেই পত্র মম!—কিসের ভাবনা?
যথার্থই পত্র বটে
(দেখি পরে কিবা ঘটে)
অতিমদ এবে কিছু করে বিবেচনা।

৫

“কি করি?—যবন বল অতীব প্রবল;
হইবে সব ভারত
যবনের হস্তগত,
যবনের লক্ষ্মী দেখি হইল অচল।

৬

যবনের দলে মোর মিশিতে উচিত।
কিন্তু দুর্গাবতী-দেবী
কাটালেম জন্ম সেবি,
কেমনে করিব আজি তাঁহার অহিত?

৭

অথবা আমার এই স্বাধীন জীবন,
ছিল যবে অভিলাষ
কাটানু দেবীর পাশ,
দুর্গাবতী ছাড়ি আজি সেবিব যবন।

৮

নিন্দিবে আমারে গড় দেশবাসিগণ;—
কিন্তু প্রাজ্ঞ বিচক্ষণ
করে স্বকার্য্য সাধন;
দেবীরে সেবিব বলে নাহি চিরপণ।

৯
কেমনে করিব আশীর্বিষ আচরণ ?
চিরদিন যেইজন
দুগ্ধে পুষিল জীবন
হইব কেমনে তাঁর নাশের কারণ ?

১০
আমার কি দোষ এতে বিধি প্রতিকুল ;
না হলে যবন কেন
আক্রমিতে গড় হেন
আসিবে ?—হয়েছে মোর অন্তর ব্যাকুল।

১১
গাইবে লোকেতে দেখি আমার অযশ ;
কেমনে শুনিব কাণে ?
থাকিতে শরীর প্রাণে
দেখিব গড় দুর্দ্দশা হইয়া অলস ?

১২
অথবা এতেকি আছে আমার শকতি ?
সিংহ সহ শিবারণ
সম্ভবে নাহি কখন ;
অসম্ভব জয়লাভ যবনের প্রতি।

১৩
যবনের দাসত্ব কি করিব স্বীকার ?
'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়'
সকল লোকেতে কয় ;
মিশিলে যবনে তবে কি দোষ আমার ?

১৪
আর কেন তবে ?—মিশি যবনের দলে ;
মোরে অসক যবন
করিয়াছে নিমন্ত্রণ
উচ্চ সেনাপতি পদে নিযোজিবে বলে।

১৫
গড়ের অর্দ্ধেক অংশ লভিব নিশ্চয় ;
হব রাজ্যেশ্বর তবে
মানিবে ভূপতি সবে ;
আমার অধীন আজি জয় পরাজয়।

১৬
যদি ত্যজি দেবী হব বিশ্বাস ঘাতক ;
লোকে দুষিবে আমায়,
হবে অক্ষয় নিরয় ;
রক্ষক হইয়া আমি হইব তক্ষক।

১৭
পারিব না কভু আমি নাশিতে বিশ্বাস ;
বিশ্বাস নাশের সম
নাহি লোকে অধরম ;—
কেমনে পুরিবে কিন্তু মোর অভিলাষ ?"

ক্রমশঃ

ললিত কাব্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ষষ্ঠ সর্গ।

১৩
ভীম বেশ ধরি যখন তটিনী
উথলি উঠিল ভীষণ বেগে,
পবনের ভরে কাঁপিল তরণী,
বিবশে আপনি চলিল ভেসে ;

১৪
ভীষণ লহরী উঠিল যখন,
তুলিল তরণী আকাশ তলে
প্রবল বেগেতে বহিল পবন
খেলিল চপল তটিনী জলে ;

১৫
মেঘ দলে যবে পুরিল গগন,
পুরিল সকল অশনি রবে,
হইল ভুবন আঁধারে মগন
ভবেতে বিহ্বল নাবিক সবে ;

১৬

তখনো তোমার শশাঙ্ক বদনে
পড়েনিক সখে কলঙ্ক রেখা,
তখনো তোমার বিমল নয়নে
কিছুই বিকার যায়নি দেখা।

১৭

প্রকৃতির সেই বিকট বদন,
তটীনীর সেই ভীষণ হাস,
চপলার খেলা, করি দরশন
তিলেকো তোমার হয়নি ত্রাস।

১৮

দেখি সেই সব ভীষণ ব্যাপার
কাঁপেনিক সখে তোমার প্রাণ,
স্বভাবের সেই বিকট বাহার
তৃষিত নয়নে করেছ পান।

১৯

নিবিড় জলদে আবৃত আকাশ
ক্ষণেকে প্রকাশ চপলা ছটা,
ক্ষণে ক্ষণে যেন হাসের বিকাশ
উদিত প্রবল প্রলয় ঘটা;

২০

দেখিয়া তখন সেসব তোমার
উঠেছে নবীন মানসাকাশে
নব নব ভাব কতই প্রকার,
পুরেছে বদন মধুর হাসে।

২১

ভীম বায়ুভরে তটিনী যখন
তুলিল প্রবল স্রোতের সনে,
স্বভাবের দোলে দুলেছ তখন
নূতন আমোদ বহেছে মনে।

ক্রমশঃ।

—

তপস্বিনী।

প্রথম ভাগ।

—

ললিতাসুন্দরী।*

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

২৪

গবাক্ষে প্রবেশি ঘরের ভিতর
পড়িয়ে ধনীর বদন সরে,
ঝক ঝক করে নিশাকর কর,
হায়রে কেমন শোভিত করে!

২৫

যে জন হেরেছে অরুণ কিরণ
পড়িতে কোমল কমল'পরে,
সেই জন পারে বলিতে এখন
সে আনন কত বাহার ধরে।

২৬

আহা! সে ললিত বদন কমলে
লোচন কমল কেমন রাজে!
কপোল যুগলে শত শতদলে
কেমন মধুর সরেশ সাজে!

২৭

দোলে দোলে চারু গোলাপমুকুল,
দোলেরে পলব অনিলকোলে,
দোলে আধ আধ সে রূপের ফুল,
মলয় হিলোলে সকলি দোলে।

২৮

হাসে শ্যামনীল গগণের শশী,
উজল তারকানিকর হাসে,
হাসেরে ঘুমাতে ঘুমাতে রূপসী,
হেসে বয় বায়ু কুসুমবাসে!

* গত সংখ্যায় ভ্রমক্রমে ললিতাসুন্দরীর শেষে "ইতি ললিতাসুন্দরী" লিখিত হইয়াছিল।

২৯

মধুর প্রফুল্ল কুসুম নিচয়,
মধুর শশাঙ্ক আলোকখনি,
সে শোভা প্রভায় বিকশিত হয়
কেমন মধুর রমণীমণি!

৩০

নয়নের তারা প্রেয়সী আমার
প্রেমের পুতুল, হৃদয়মণি,
জীবন আলোক, সুধার আধার,
জগতে সকল সুখের খনি।

৩১

প্রণয় প্রতিমা প্রিয়তমা তুমি
জীবন পাদপ-শোভনা লতে!
রাজিতনা কভু এ মানসভুমি
যদি লো ললনে! তুমি না হ'তে।

৩২

না হেরিলে, প্রিয়ে, তোমার আনন
জীবন আমার আকুল হয়;
না পাইলে তব উজল কিরণ,
হৃদয় অঁধার হইয়ে রয়।

৩৩

পাইলে, প্রেয়সি, তব দরশন
কিছু আর আমি চাহিনা ভবে;
করে শশী যেন পাইগো তখন,
হরষ-সাগর উথলে তবে।

৩৪

এমন নবীন বয়স আমার,
তবুও জেনেছি জগত সুখ;
সুখ কভু নাই—খালি নাম সার,
ভুবন ভরেছে অশেষ দুখ।

৩৫

খুঁজিয়া খুঁজিয়া অখিল মাঝারে
হেরেছি তোমাতে বিরাজে সুখ;
খুঁজেছি সতত দুখের সংসারে
কোথাও দেখিনি সুখের মুখ।

৩৬

হেরিলে তোমার সহাস আনন
কতই মনেতে হরষ হয়;
দেখিলে তোমার বিরস বদন
চারিদিক যেন তিমির ময়!

৩৭

ঘুমের বিঘোরে হয়েছ পাগল,
মুদিত রয়েছে লোচন তব;
কতই—কতই—মধুর—সরল
হাবভাব যেন বিরাজে নব!

৩৮

প্রেয়সী আমার যতনের ধন,
সাধনের বলে পেয়েছি তো'রে।
রাখিব হৃদয়ে, হৃদয়রতন,
প্রাণের সহিত যতন কোরে।

৩৯

সুরবালা বলি লোকে যারে কয়
তুমিলো ললিতে! তাহাই মম।
কবির কল্পনা যেই দেবী হয়
তুমি মম তাহা মানসরম।

৪০

যদি বা কখন বনমাঝে গিয়া
তোমাকে লইয়ে থাকিতে হয়,
থাকিব কাননে সুখদ ভাবিয়া
যদি নাহি থাকে বিরহ ভয়।

৪১

জগত জ্বালায় যখন গরম
মগজ আগুণ মতন হয়,
খেপে খেপে যবে উঠে প্রাণ মম
বাঁচিতে বাসনা নাহিক রয়,

৪২

অয়ি প্রিয়ে! আমি কোথায় তখন,
কোথায় যাইয়ে বাঁচিয়ে রই?
কোথায় জুড়াই তাপিত জীবন,
কোথা বা যাইয়ে শীতল হই?

৪৩

দেখিতে দেখিতে রমণী মণির
খুলিল সুচারু লোচনদ্বার ;
মুকুলিত তারা—লোহিত—মদির—
মধুর নয়ন হইল বা'র !

৪৪

আলু থালু বেশ সারিয়ে রূপসী,
লইয়ে পুস্তক পেলব করে,
পড়িতে বসিল শোভাময় শশী,
আলোকিত কোরে সুচারু করে।

৪৫

যেনরে মুরতি-মতী সরস্বতী
করেতে মোহিনী বাজনী বীণা,
সেইরূপ আজি বিরাজিছে সতী,
বহি হাতে লয়ে নবীনা ক্ষীণা।

৪৬

হঠাত আমার পানে প্রেয়সীর
পড়িল বিকচ-কমল-আঁখি ;
অমনি আননে উদয় হাসির
আমিও তখন হাসিতে থাকি।

৪৭

অমনি তখন হৃদয়-গগণে
উদিত প্রিয়ার প্রণয় রবি ;
যত সুখ আছে এই ত্রিভুবনে
সকলে দেখায় মধুর ছবি !

৪৮

কেযেন তখন ভুলিয়ে আমায়
আকাশে লইয়ে চলিয়ে যায় !
কেযেন অমর-কাননে বসায়,
রসনা কি যেন রসাল খায় !

ক্রমশঃ।

গুপ্ত যন্ত্র।

কলিকাতা।

২৪ নং মির্জ্জাফর্শ লেন পটলডাঙ্গা।

প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

উক্ত যন্ত্রালয়ে ছাপার কর্ম্ম (উভয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা) অতি উত্তমরূপে নিয়মিত সময়ের মধ্যে এবং অল্প মূল্যে নির্ব্বাহ হয়, যাহাতে সাধারণের সুবিধা হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নও করা যায় যথা—

১। পত্রের দ্বারা সমুদায় কর্ম্মই নির্ব্বাহ হইতে পারে, স্বস্থানে বসিয়া সকলে আপন ইচ্ছামত কার্য্য পাইতে পারেন।

২। ছাপার মুল্য অতি সুলভ, আবশ্যক মত মূল্যের তালিকা দেওয়া যাইবেক।

৩। প্রুফ সংশোধন-ভার লওয়া যাইতে পারে।

৪। কাগজ উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায়।

৫। পুস্তক বান্ধানির ভারও লওয়া যায়।

৬। পুস্তক কি পত্রিকা বিলি কি বিক্রয় করার ভার ও টাকা আদয়ের ভার গ্রহণ করা যায়, এবং বিবেচনামতে আমাদিগের খরচার টাকাও উক্ত আদায় হইতে লওয়া যাইতে পারে।

অপরাপর বিষয় সকল যন্ত্রাধ্যক্ষের নিকট জানিতে পারিবেন।

শ্রী দুর্গাচরণ গুপ্ত.
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মুল্য নগদ এক পয়সা। মুল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ১৩ই শ্রাবণ ১৭৯৩ শক। [১৬শ সংখ্যা।

ভারতে গ্রীক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—

ভবানী মন্দির

ইন্দুমালা কোথায়?—পাঠক, অলকনন্দার বনমধ্যস্থিত ভবানী-মন্দির মনে পড়ে—যেখানে সামশ্রমীর সহিত কথা প্রসঙ্গে তোমরা প্রথমে পুণ্ডরীকের পরিচয় পাও?—মনে থাকিতে পারে। ইন্দুমালা এখন সেই মন্দির মধ্যে একটী দাসীর সহিত উপবিষ্টা আছেন, উভয়ে একাসনে উপবিষ্ট ইন্দুমালার কেশপাশ আলুলায়িত। ব্রীড়ামণ্ডিত কোমল মুখমণ্ডল কেশাবলিসমাচ্ছন্ন হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। হাসি হাসি মুখখানি শোকম্লান হইয়া গিয়াছে। গোলাপ ফুলের ন্যায় সেই বর্ণ সেই রমণীয় দেহকান্তি ম্লানমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ক্ষণকাল পরে ইন্দুমালার ভুমিবিন্যস্ত দৃষ্টি দাসীর দিকে পড়িল মৃদুস্বরে বলিলেন "তারা, আজিও কমন্দকী আসিলেন না ইহার কিছু কারণ বুঝিতে পার?"

তারা কহিল "দিদিঠাকুরুণ তার জন্য আপনি ভাবিত হবেন না পরহিতৈষী তাপসী শীঘ্রই মহারাজের শুভ সংবাদ লইয়া আসিবেন।"

"তারা, তিনি বলে গেলেন যে ইহার নিকটেই কোন বনমধ্যে পিতা তাঁহার স্বগণ সহিত আছেন আর তাঁহার অন্বেষণে যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—দুই তিন দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিবেন, কিন্তু প্রায় এক পক্ষ গত হল——"

"বোধ হয় মহারাজের কোন কার্য্যের

জন্য ভগবতী কোন স্থানে গমন করিয়াছেন।”

ইন্দুমালা কহিলেন “তারা,দেখ পিতার বিষয়ে কামন্দকী যাহা যাহা বলিয়াছেন আমারত তাহার কিছুই বিশ্বাস হয় না। আমি বড় পেড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিলেন পিতা এই বনের মধ্যে এই মন্দির মধ্যে আছেন; সেই জন্যইত দেবদর্শন করিব বলে এখানে আসিলাম— তা পিতা কই?”

“মহারাজ যুদ্ধের পর রাজধানীতে ফিরিয়া যান নাই কেন?”

“কামন্দকীকে তাহা একদিন জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি কোন উত্তর দেন নাই—যাহউক তারা, কামন্দকীর প্রতি আমার আর বিশ্বাস হচ্চে না।”

“কেন?”

“একদিন তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম গ্রীকশিবিরেও তাঁহার গতিবিধি আছে। আমার ভয় হচ্চে তিনি এখনও বা গ্রীকশিবিরে গিয়াছেন—জানইত তারা, আমিই এ যুদ্ধের মূল।”

তারা কহিল “ভাল দিদিঠাকুরুণ তিনি আপনাকে গ্রীকদের কথা কখন কিছু বলেছিলেন?”

“অনেক কথা বলিয়াছেন—আর একটা কথা তারা, সেখানে নাকি মহারাজ নন্দের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত বন্দী আছেন, তাঁহার কথা সে দিন এমনি করে বলিতে লাগিলেন যে আমার এই দুঃখের সময়ও মনে পড়লে হাসি পায়।”

তারার কাণ অন্যদিকে পড়িয়াছে—কহিল “দিদিঠাকুরুণ শুনুন বাহিরে কে বেশ গান গাচ্চে।”

বাহিরে কে গাইল।

“প্রান্তর মাঝেতে হায় হইয়ে সদয়
করিলে জীবনদান হরিলে হৃদয়।
সঙ্গে লইয়ে জীবন, শেষে করিলে গমন
রহিল শরীর পড়ি প্রাণহল শূন্যময়।
দান করিলে যে ধন, পুন করিলে গ্রহণ
দিয়া নিলে প্রাণসখি দত্ত অপহারী হয়।”

বাহিরের গায়ক নিস্তব্ধ হইল। ইন্দুমালা কহিলেন তারা, এ ত চির পরিচিত স্বর; প্রিয়সখী ত্রিপুরা গান কচ্চে। বোধ-হয় রক্ষীরা মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। তুমি যাও সখীকে সঙ্গে করে নিয়ে এস।”

তারা বাহিরে গেল। ইন্দুমালা বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। দুঃখম্লান মুখকমল একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। একটী দীর্ঘনিশ্বাস। কপোলে কর বিন্যাস করিয়া দাসীর আগমন প্রতীক্ষায় রহিলেন। তারা গায়ককে লইয়া মন্দিরে প্রবিষ্ট হইল। আগন্তুককে দেখিয়া ইন্দুমালা হাসিতে-লাগিলেন; ক্ষণকালের জন্য সমুদায় শোক দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। তারা কহিলেন “দিদিঠাকুরুণ, এই নবীন পুরুষটীকে রক্ষীরা প্রবেশ করিতে দেয় না তাই আমি বলিলাম আমাদের দিদিঠাকুরুণ নবীন যুবতী তাঁর এই তরুণ পুরুষটীতে প্রয়োজন আছে।” ইন্দুমালা হাসিতে হাসিতে বলিলেন “কিহে নবীন নাগর, বলি ওহে প্রেমের সাগর কামিনী মণ্ডলে এলে কি মনে করে?”

পুরুষরূপিনী ত্রিপুরা কহিল—

“তুলিতে কামিনী ফুল আসিলাম বন,
হৃদয়ে রাখিব সুখে করেছি মনন।
প্রফুল্ল কুসুম রাখি হৃদয় উপর,
মনোহর পরিমলে জুড়াব অন্তর।

সাধ করি শিরোপরি করিব ধারণ,
মনসুখে ফুল লয়ে কাটাব জীবন।"

ইন্দুমালা কহিলেন "সখি তুমি বুঝি মদনমোহনের প্রেমে মজেছ—নাহলে তার এই ছড়া আজিও মনে করে রাখ্‌বে কেন? আবার এই দেশেদেশে বলে বেড়াচ্ছ।—দেখ ত্রিপুরা সেটার কথা মনে পড়লে ভয়ে আমার মন কেঁপে উঠে।"

ত্রিপুরা কহিল "এ কবিতাটী ভাল লাগেনা; আচ্ছা তবে আর একটী বলি—"

ইন্দুমালা কহিলেন "আর তোমার কবিতা বল্‌তে হবে না। আজ কাল বড় রসিকতা বেড়েছে দেকচি।"

"অনেক দিনের পর প্রিয় সখীর সাক্ষাৎ পেলাম তাই আমার এত আনন্দ হচ্চে।"

"আনন্দই হবে কবিতা কেন?"

"ওগুনো আনন্দের ঢেকুর।"

"সে যাহক ত্রিপুরা এখানে কোথা হতে?"

"অলকনন্দা হতে।"

"তুমি অলকনন্দায় ছিলে।"

"ছিলাম।"

"আমার সহিত সাক্ষাৎ কর নাই কেন?'

"ইচ্ছাছিল প্রবেশ করিতে পাই নাই। তারপর শুনিলাম আপনি দেবদর্শন নিমিত্ত এখানে আসিবেন.তাই আমারও আসা।"

"অলকনন্দায় কয় দিন আসিয়াছ?"

"আজ চারিদিন।"

পুরুষ বেশ কেন!"

"এ বেশ বেশ্‌; কোন বিপদ নাই।"

"সে যাহউক ত্রিপুরা তোমায় আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে গানটী গাইতেছিলে উটি কাহার রচনা?"

ত্রিপুরা কহিল "যার তার, তোমারি সে কথায় প্রয়োজন?"

"প্রয়োজন নাই থাক্‌—তবু শুনিতে পাইনা।"

ত্রিপুরা হাসিতে হাসিতে কহিল "পাবে বইকি। সেই জন্যইত আসা।"

"তবে বল না কার?"

"মন হরেছে যার।"

ইন্দুমালা একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন "তবে বলবে না?"

"বলিলামত।"

"আমি ও তোমার তামাসা বুঝতে পারি না।"

ত্রিপুরা কহিলেন "সখি! আমার কাছে আর গোপন করিতে হইবেনা। তুমি একদিন যখন রাত্রে একাকী বসিয়া সেই একটী পদ্য লিখে পড়িতেছিলে তখন আমি সব শুনেছি।"

ইন্দুমালা সশঙ্কিত হইয়া কহিলেন "এই কি পদ্য।"

ত্রিপুরা হাসিতে হাসিতে কহিলেন "তবু গোপন করিতেছ, সে লিখনখানি আমি অপহরণ করে রেখেছি বিশ্বাস নাহয় ত দেখ।"

ত্রিপুরা বস্ত্র মধ্য হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল——

"'হস্তিনা হইতে যবে মাতুল আলয়
যাই, সুখে, আমোদেতে, ভাসিল হৃদয়,
উথিল উঠিল মম সুখ পারাবার
বহিল হৃদয়ে নব আনন্দের ধার;
হেরিব মাতুল কুল রাজ রাজ্যপাট
নবীন আমোদ মনে, খুলিলে কবাট।

আসিবে পুরন্ধ্রীকুল, সম্ভাষি আদরে
ভাসিব মনের সাধে সুখের সাগরে।
কল্পনার রথে চড়ি চলিগেল মন
দ্রুতগতি, আমোদেতে সুখ সন্তরণ।
দেখিলে সকল যাহা পাইব দেখিতে
কত বেশি তার চেয়ে পারিনা গণিতে।
সুখের সামগ্রী কত গড়িয়া লইল,
বসাল সুখের হাট, হরষে কিনিল
সকল সামগ্রী তার অভিলাষ মত।
উদিত মানস পটে নবভাব কত।
পরে উপস্থিনু আমি, দেখিনু নয়নে
মন যা দেখেছে আগে, বর্ণিব কেমনে।
দৃষ্টি-করাঞ্জলি পাতি মনের প্রসাদ,
সাদরে খাইয়া তায় পুরালাম সাধ।
এখন বিদরে বুক হইলে উদয়
মানসে সে সুখ কথা, স্বপ্ন বোধ হয়।
পলায়েছে সেই সুখ, কোথাগেলে পাই;
কোথায় হইতে আসি যুটিল বালাই
হৃদয়ে অসুখ; হায় সুখের আগার
আছিল হৃদয়, এবে দুখের আধার।
কেদিল এদুখ অগ্নি হৃদয়ে জ্বালিয়ে
হৃদয়ের ধন সুখ লইল হরিয়ে?'

সখি এই সময়ে তোমার সেই চক্ষের জলটুকু, সেই দীর্ঘ-নিশ্বাস আর সেই আকাশেরদিকে শূন্য দৃষ্টিটী আমার মনে এখনো গাঁথা রয়েছে।"

ইন্দুমালার তখনও চক্ষে জল আসিয়াছিল এখনও জল আসিল—অধোমুখে নবীনা বালা নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।

ত্রিপুরা পড়িল—

"'জান না কেদিল মন, জ্বালিয়া আমার
হৃদয়েতে এ অঙ্গার প্রণয় অঙ্গার?"

সখী তোমার সেই দিশাহারা হরিণীর ন্যায় শূন্য ঊর্দ্ধদৃষ্টি।

"অনুভব করি মনে অনুপম সুখ
ভাবিয়া যাঁহার মূর্ত্তি—নিরমল মুখ,
মনে মনে দান যারে করিয়াছি মন
হৃদয়ের সুখ সেই করেছে হরণ।
যখন প্রান্তর মাঝে"———

ইন্দুমালা লজ্জায় মৃয়মাণ হইয়া কহিলেন "সখি, ক্ষান্ত হও!"

"আর একটু।"

"কাজ নাই।"

"তবে বল গানটী কার বুঝেছি।"

"বুঝেছি—কিন্তু সখি, আর একটী কথা।"

"কিবল।"

"তিনি কে জেনেছ?"

ত্রিপুরা হাসিতে হাসিতে কহিলেন "তাহা কি আর বাকী আছে, তিনি মহারাজ নন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র পুণ্ডরীক।"

ইন্দুমালা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "তিনি এদেশে আসিয়াছিলেন কেন?"

"তোমারই নিমিত্ত।"

ইন্দুমালা কোন উত্তর না দিয়া অধোমুখে বসিয়া রহিলেন।

ত্রিপুরা কহিলেন "সখি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবে?"

"একটা কথা—তিনি আমার পরিচয় পাইলেন কিরূপে?"

"মথুরায় মদনমোহনের প্রমুখাৎ সমুদয় শুনিয়াছেন।"

পাঠক মহাশয়দিগের স্মরণ থাকিতে পারে পুরঃসরের সহিত যুদ্ধের পূর্ব্বে মদনমোহন প্রয়াগ তীর্থে গিয়া সদানন্দ সামশ্রমীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। যাইবার

সময় মথুরা নগরে পুণ্ডরীকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। কিয়ৎক্ষণ আলাপের পর অস্থিরচিত্ত হেমরাজ তনয় মনোরমার বৃত্তান্ত সমুদায় বলিয়া দুঃখ-জলমগ্ন রাজকুমারের নির্ব্বাণোন্মুখ আশা প্রদীপ পুনরুদ্দীপ্ত করিয়া দেয়।

ইন্দুমালা কহিলেন "সখি, তুমি একাকী অলকানন্দায় আসিয়াছ?"

"না ভূতপূর্ব্ব শারদা সুন্দরী আমার সঙ্গিনী।"

"শারদা কে?"

ত্রিপুরা হাসিতে হাসিতে কহিলেন "রাজকুমারের সহচর ধ্যান সিংহ।"

তোমার কথার ভাব বুঝিতে পারি না।

"বুঝিলেনা, ধ্যানসিংহ শারদা সুন্দরী সাজিয়া অন্তঃপুরে তোমার অন্বেষণে গিয়াছিলেন।"

তারা বিষম বিরক্ত হইয়া কহিল "দিদি ঠাকুরুণ এরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে ভগবতী কামন্দকীর নিষেধ আছে বেলা অবসান-প্রায়, চলুন গ্রামে যাওয়া যাক।"

সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া মন্দিরের দ্বারে আসিলেন; ইন্দুমালা শিবিকারোহণ করিলেন। রক্ষী ও বাহকেরা অলকনন্দার অভিমুখে যাত্রা করিল, ত্রিপুরা ও তারা পদব্রজে তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

ক্রমশঃ।

পোষাপাখী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হায়রে অবোধ মতি ভ্রান্ত দুরাচার,
পর কি কখন কারু হয় আপনার।
স্বার্থপরতায় পোরা অখিল সংসার,
স্বার্থ লাগি তব সনে প্রণয় ব্যাভার।
জল উচু নীচু বলি তোষে যেই মন,
সে কি কভু হয়ে থাকে আপনার জন।
আপনার পূর্ব্ব দশা করিয়ে স্মরণ,
কেন মনে হইতেছ এত জালাতন।
যখন কুসুম সম সে নবযৌবন,
অধিকার করি তব হৃদ সিংহাসন।
হয়েছিল অধিপতি প্রলয় প্রতাপ,
তখন কি মনে তব ছিল এইভাব।
রবে না এদিন মম যাবে একদিন,
কেন একেবারে হই ইহার অধীন।
বল দর্পে দর্পি কেন নাশি ধর্ম্মপথ,
কেন এর কাছে লিখে দিই দাস খত।
যে নহে অধিক দিন স্থায়ী একস্থান,
কেন তার করি এত মানের বিধান।
রেখেছ যৌবন মান অশেষ বিশেষ,
কিন্তু দেখ এবে তার হয়েগেল শেষ।
চিরদিন মানবের সমান না যায়,
চিরদিন কোন ধন নারহে বজায়।
এখন যৌবন, নিশির স্বপন,
স্থায়ি কি কখন হয়।
দেখিতে দেখিতে, সময় ক্রমেতে,
আপনি হয় সে লয়॥
না বুঝে যে জন, হয়ে বিচেতন,
দেয় দৃঢ় মন তায়।
সেইত ধরায়, করে হায় হায়,
পড়িয়া বিষম দায়॥

অন্তিম দশায়, করে হায় হায়,
ভাবিয়া আন্তিমভাব।
কেন ওরে মন, ভাবনি তখন,
শেষের এই অভাব ॥
গেছে পদ জোর, মিছা সার সোর,
মিছার ভাবনা আর।
যেদিকে তাকাই, দেখিবারে পাই,
সকলিই অন্ধকার ॥
গেছে দৃষ্টিপথ, সমূহ বিপদ,
চোখের নাহিক জ্ঞান।
শুনিতে না পাই, কানে নাই ঠাঁই,
গেছে সে সুখ বিধান ॥
কোথা সে সম্পদ, এখন বিপদ,
ভুগে হই ঝালা পালা।
দশন গলিত, বচন স্খলিত,
ঘটিল অশেষ জ্বালা ॥
চলি গুড়ি গুড়ি, করে লয়ে লড়ি
কাঙ্কাল গিয়াছে বেঁকে।
থাকিয়া থাকিয়া, উঠিছি কাঁদিয়া,
কালের ঘটনা দেখে ॥

ক্রমশঃ

দুর্গাবতী।

ষষ্ঠ সর্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১৮
প্রবেশি রক্ষক এক গৃহের ভিতরে;
বলিল সে অতিমদে,
নামিয়া তাহার পদে,
"যোগাস্থ দ্বারেতে এক দরশন তরে।

১৯
পক্ক শ্মশ্রু, জটাভার শিরে শোভা করে,
প্রকাণ্ড মূরতি তিনি,
বরণ চম্পক জিনি,
ধরিয়া আষাঢ় দণ্ড সব্যেতর করে।

২০
যোগীবর পরিধান কাষায় বসন,
যোগস্বামী তাঁর নাম,
অবন্তি দেশেতে ধাম,
বামকক্ষে রহিয়াছে অজিন আসন।"

২১
অতিমদ মনে কিছু ভাবিল এখন;
বলিল রক্ষকে এবে
"আন হেথা গুরুদেবে
শুনি অসময়ে তাঁর আগতি কারণ।"

২২
রক্ষক বাহিরে গেল। ভাবে অতিমদ,
"আসিছে যবন দূত
ধরি যোগীবেশ পূত
কিদিব উত্তর? দেখি ঘোর ত বিপদ।"

২৩
প্রবেশিল ভণ্ডযোগী প্রহরী সহিত
তুলিয়া দক্ষিণ কর,
বলে ভণ্ড যোগীবর
"বৎস অতিমত লভ মনোমত হিত।"

২৪
অতিমদ শয্যা ত্যজি দাঁড়াল উঠিয়া,
নিকটে যোগী আসিল,
আজিনাসনে বসিল,
বলিতে লাগিল অতিমদেরে ভাবিয়া।

২৫
"শুনিনু যবন সহ বাধিয়াছে রণ,
উপদেশ সে কারণে
দিব কিছু আছে মনে,
উচিত সময় ভাবি আসিনু এখন।

২৬
শিষ্য বসুভদ্র জানে সমস্ত বিষয়;
তব উপকার তরে
আসিতে হইল মোরে;
ষট্‌কর্ণ প্রবেশে মন্ত্র উচিত না হয়।
২৭
অতিমদ আদেশিল প্রহরীর প্রতি
"দ্বারে যাও অয়হিত,
কার্য্যে হও অবহিত
না আসে সৈনিক, কোন কিম্বা, সেনাপতি।"
২৮
উপনীত দ্বারদেশে প্রহরী হইল।
অতিমদ সেনাপতি
বলে ভণ্ডযোগী প্রতি
"তোমাকে অসফ দেখি বৃথা পাঠাইল।
২৯
যবনের দলে নাহি মিশিতে পারিব।
সতত স্বপক্ষে যার
আজিহে বিপক্ষে তার
গড় নাশে অশি আমি কভুনা ধরিব।
৩০
কোন্ মুখে আজ্ঞাদিব আর্য্যসেনা গণে?
রাখিয়াছে যারা গড়ে
আজি তারা নাশতরে
সুশানিত তরবারি ধরিবে কেমনে?

ক্রমশঃ।

প্রেরিত পত্র।

শেষ উপহার।

১
এস, সখে, দেখি এস তব মুখখানি—
শেষদেখা আজি-জনমের মত।
দৃষ্টিবল ক্রমে হইতেছে হত,
এখনি পলাবে প্রাণ হেন অনুমানি।
২
দাও মন করে কর-সখাহে আমার—
চাও আঁখি মেলি দেখ মম পানে
ওকি, সখে হেরি, শুষ্ক বয়ানে—
দর দর অশ্রুধারা বহিছে তোমার
৩
কেঁদনা কেঁদনা, সখে, মুছ আঁখি জল—
এ দুঃখীর লাগি কেন হে রোদন?
এ জীবনে কার, কিবা, প্রয়োজন?
কি সুখে রহিবে প্রাণ বল, সখে, বল?
৪
কাহার কামনা, সখে, মরুভূম-বাস
তপন-তাপিত, ওসিস * বিহীন?
নিবিড় কাননে কেবা যাপে দিন?
থাকিতে জ্বলন্ত গৃহে কার অভিলাষ?
৫
নাজানি কেমনে, সখে, এপোড়া পরাণ
ছিল এতদিন এ শূন্য ভবনে,
নিবিল না দীপ প্রবল পবনে,
শুষ্ক সরোবরে মীন—কি বিধি-বিধান!

---

* ওসিস——মরুভূমিস্থিত উর্ব্বরা ভূমি।

৬

জগতের লীলা খেলা ফুরাল আমার ;
নাজানি তথায় পুনরায় কত,
সহিতে হইবে দুঃখ অবিরত,
নাজানি বিধির মনে কিবা আছে আর।

৭

এযন্ত্রণা হতে মম মঙ্গল মরণ ;
এক মাত্র আশা আছে এ হৃদয়ে
জন্মান্তরে যদি———
কাজ নাই আর, সখে, স্মরি সে বদন।

৮

সিন্ধুযান যথা সখে, কম্পাস বিহনে,
তমোময় দিনে—অকুল পাথারে,
এমম জীবন, এপোড়া সংসারে,
হয়েছে তেমতি, সখে আশার নিধনে।

৯

ভুলনা ভুলনা সখে, এই অভাগারে
আর না দেখিব কভু ওবদন,
বিদায় লতেছি জন্মের মতন,
যদি কিছু বলে থাকি ক্ষমিও আমারে।

১০

শৈশবে ত্যজিল মোরে জনক জননী
পরাশ্রে হইন জীবন যাপন
মরীচিকা ভ্রমে করিনু ভ্রমণ ;
কি কুক্ষণে, সখে, হায়, দেখিনু অবনী!

১১

এ অভাগার কেহ আর নাহিক ধরায়
একমাত্র বন্ধু তুমিহে আমার ;
নতুবা সংসার সকলি আঁধার
সেখনও ত্যজি এবে হইব বিদায়।

১২

কহিও তাহারে, সখে, সেই নিদয়ারে—
মম ভাগ্য দোষে নহে সে সরলা
সদয়া, সুশীলা, সুরূপা চপলা
জনমের মত আমি ত্যজিনু তাহারে।

১৩

তারি তরে সুখ সাধে জলাঞ্জলিদিয়ে,
রেখেছিনু প্রাণ দেহে এতদিন,
করেছিনু দেহ দিন দিন ক্ষীণ,
নারিনু রাখিতে আর আশয়ে বাঁধিয়ে।

১৪

যদিও সে অভাগারে বাসে নাই ভাল,
যদিও এপ্রাণে, নিরাশা অনলে,
পোড়ায়েছে, হায়, প্রতি পলে পলে,
আমি তার সেই আছি—রব চিরকাল।

১৫

কি দোষ করেছে দাস সুধাও তাহারে ;
কোন অপরাধে সেজন আমার,
শয়নে স্বপনে কাঁদাইল হায়,
বিনামেঘে কেন হেন অশনি প্রহারে?

ক্রমশঃ

শ্রী গোপাল কৃষ্ণ ঘোষ।

হিন্দুপ্রদর্শক—এখানি মাসিক পত্র দেশের উন্নতি, স্বজাতি সৌহার্দ বর্দ্ধন, শিল্পানুশিলন প্রভৃতি কতকগুলি মহৎ মহৎ বিষয় ইহার উদ্দেশ্য। ইহার উদ্দেশ্য-গুলি সিদ্ধ হইলে যে কতদূর উপকার হইবে বলা যায় না। ইহার রচনাও মন্দ হইতেছে না। আমাদের একান্ত ইচ্ছা এই নবীন পত্রখানির উত্তরোত্তর উন্নতি হয়। পত্র-খানির একটী মহৎ দোষ যে মুল্য অধিক করা হইয়াছে বর্ত্তমান অবস্থায় এত অধিক মুল্য ভাল দেখায় না।

একাধিক সহস্ররজনীক—আরেবিয়ান নাইটের অনুবাদ, মুল্য ফর্ম্মাপ্রতি দুই পয়সা। ফর্ম্মা ফর্ম্মা প্রকাশিত হইতেছে। গল্পটী ভাল।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্শ লেন, গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ২১শে শ্রাবণ ১৭৯৩ শক। [১৭শ সংখ্যা।

ভারতে গ্রীক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

যোগী-বেশ।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। রজনী ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন জগতস্থ প্রাণীগণ ভয়ে অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। পশ্চিমদিকে চন্দ্রমা লোহিত-বর্ণ ধারণ করিয়া অস্তাচল গুহা মধ্যে আত্ম-গোপন করিতেছেন। সমস্ত সংসার শোকাচ্ছন্ন হইয়াই যেন অনিবিড় কৃষ্ণ-বসনে শরীর অবগুণ্ঠিত করিতেছে। চন্দ্র-গুপ্ত কহিলেন "লেনিশা চল এই বেলা বহির্গত হওয়া যাক।"

লেনিশা আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন "বেশ্ যোগিনী এবেশ কত দিন ?"

কোন উত্তর নাই ; চন্দ্রগুপ্ত লেনিশার মুখেরদিকে চাহিয়া দেখিলেন—লেনিশা কাঁদিতেছেন। ভস্ম-ধবল কপোলদিয়া অশ্রু-জলের কৃষ্ণধারা বহমান,কহিলেন "লেনিশা, কাঁদিতেছ কেন ?

লেনিশা কোন উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত কিছু অধীর হইয়া কহিলেন "লেনিশা, এ আবার কিভাব ? এইমাত্র যে সাধ করে শরীরে ভস্ম লেপন করিতেছিলে, এইমাত্র যে বড় জটাভারটী লইবার জন্য আমাদের বিবাদ হইতেছিল, এই যে মৌক্তিক মালা ত্যাগ করিয়া অক্ষ মালা গ্রহণ করিলে, এইমাত্র যে হাসিতে হাসিতে বলিতেছিলে যে 'যদি তোমার সহিত থাকিতে

পাই তাহলে এ অঙ্কবলয়ও আমার রত্ন ভূষণ অপেক্ষা মূল্যবান' এই যে বলিলে 'চন্দ্রগুপ্ত যখন তুমি পরিয়াছ তখন আমি এ বল্কল আমার বহুমূল্য পরিচ্ছদ অপেক্ষাও ভাল বাসি'। তা আবার রোদন করিতেছ কেন?"

লেনিশা চক্ষের জল মুছিয়া কহিলেন "চন্দ্রগুপ্ত জননীর সহিত আর দেখা হবে না তাই মনে পড়ে কাঁদিতে ছিলাম। এখন চল।"

চন্দ্রগুপ্তের কি চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। লেনিশা ভুমিরদিকে দৃষ্টি ন্যাস করিয়া আবার রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন "লেনিশা, তোমার যাওয়া হইবে না।"

লেনিশা চন্দ্রগুপ্তের মুখেরদিকে কাতরভাবে চাহিয়া কহিলেন "কেন?"

"লেনিশা, এতক্ষণ উৎসাহ ও আমোদে পরিণাম কিছু ভাবিয়া দেখি নাই এখন দেখিলাম তোমাকে লইয়া গেলে তোমার আমার কাহারও মঙ্গল নাই।"

"কেন?"

"প্রিয়তমে, তুমিকি জাননা যে পৃথিবীস্থ সকলেই আমার শত্রু। যে মগধদিগের ভয়ে দেশত্যাগ করে এসেছি সেই মগধ সৈন্যে শীঘ্রই সমস্ত দেশ প্লাবিত হবে। এক গ্রীকদিগের আশ্রয়ে ছিলাম তাহারাও শত্রু হইয়া উঠিয়াছে। এখন লেনিশা, তোমাকে লইয়াগিয়া কোথায় বিপদে পড়িব। আমার জীবন এখন বিষম সঙ্কটে পড়িয়া রহিয়াছে, যদি দৈববশে জীবন হারাই তাহলে তোমার অবলম্বন কে হবে?"

"তুমি।—তোমার শরীর বক্ষস্থলে ধারণ করে অনায়াসে চিতারোহণ করিব।"

চন্দ্রগুপ্ত প্রিয়তমাকে বক্ষস্থলে ধারণ করিয়া কাতরভাবে কহিলেন "লেনিশা, ওকথা আর বলিও না। আমার পক্ষে তোমার জীবন আমার অপেক্ষা অনেক প্রিয়, তুমি নিরাপদে থাক। আমি অমর, শত্রুহস্তে দেহত্যাগ করিলেও চিরকাল তোমার হৃদয়ে জীবিত থাকিব।"

লেনিশা কোন উত্তর দিলেন না; প্রিয়তমের স্কন্ধদেশে মস্তক ন্যাস করিয়া নয়ন জলে তাঁহার বক্ষস্থল প্লাবিত করিতে লাগিলেন। চন্দ্রগুপ্ত পুরুষ স্বভাবসুলভ কাঠিন্যাশ্রয় করিয়া এতক্ষণও স্থির ছিলেন আর পারিলেন না। অশ্রুজল বড় বড় মুক্তা ফলের ন্যায় গণ্ডদেশ বাহিয়া পড়িতে লাগিল শোককাতরস্বরে কহিলেন "লেনিশা, রাত্রি শেষ হয় আমি চলিলাম।"

রমণী প্রিয়স্কন্ধ হইতে মস্তক তুলিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন, চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে কহিলেন "চল।"

চন্দ্রগুপ্ত আরও কাতর হইয়া কহিলেন "প্রিয়তমে আর কেন আমার মনে কষ্ট দেও তোমার যাওয়া হইবে না।"

লেনিশা আবার কাঁদিতে লাগিলেন। প্রিয়তমের স্কন্ধদেশে বাহু রাখিয়া বক্ষস্থলে মুখ স্থাপন পূর্ব্বক চন্দ্রগুপ্ত-মোহিনী আবার কাঁদিতে লাগিলেন। কুমার বামবাহুতে লেনিশার শরীর বেষ্টন করিয়া দক্ষিণ হস্তে চিবুক ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন "লেনিশা তবে এখন বিদায় হই।"

কামিনী বক্ষস্থল হইতে মস্তক না তুলিয়াই কহিলেন "আমাকে কাহার কাছে রাখিয়া যাবে।"

"কেন প্রিয়তমে, তোমার পিতা সেলুকস সকলের প্রধান গ্রীক সেনানী তুমি তাঁহার নিকট, জননীর স্নেহময় আলিঙ্গনের মধ্যে সুখে থাকিবে। আমি পথে ঘাটে বনে যেখানেই থাকি তোমারই থাকিব।"

ক্ষণকাল উভয়েই নীরব, অনিবিড় আলিঙ্গনে আলিঙ্গিত হইয়া উভয়ে উভয়ের নয়নাসারে পরস্পরকে প্লাবিত করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত প্রায়। প্রত্যুষজাগরণশীল তাম্রচূড় উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিয়া উঠিল। রজনীর গভীরতা ভঙ্গ করিয়া উচ্চশব্দ গ্রামের ভিতর হইতে দিগদিগন্তরে গমন করিল—যেখানে উচ্চ প্রাসাদোপরি গৃহমধ্যে লেনিশা প্রিয়তমের গল-লগ্ন হইয়া রোদন করিতেছেন সেখানেও গমন করিল। কিন্তু লেনিশা শোকাচ্ছন্না,—অত্যুচ্চ কর্কশ রব তাঁহার কর্ণে স্থান পাইল না।

চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন "লেনিশা, রাত্রি প্রভাত হইল ঐ শুন কুক্কুট শব্দ করিতেছে। লেনিশা কহিল "কৈ শব্দ—ও কিছুনা" আবার সেই প্রখর কর্কশ শব্দ যুবক মিথুনের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে সমীরণ ভরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন "ঐ শুন পরসুখদ্বেষী দুন্ট কুক্কুট শব্দ করিতেছে।"

লেনিশা কহিলেন "ও কুক্কুট শব্দ নয়। কোন গভীর রজনীচর পক্ষী শব্দ করিতেছে" বলিতে বলিতে পূর্ব্বদিক অরুণিত হইয়া উঠিল। গবাক্ষদ্বারদিয়া আকাশের আরক্তিম বর্ণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল গৃহ পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষাবলি হইতে পক্ষীগণ কোলাহল করিয়া উঠিল। চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন "লেনিশা, রাত্রি প্রভাত, এক্ষণে বিদায় দাও; এই সময়ে প্রস্থান করি। ইহার পর আর পলাইতে পারিব না; ঐ দেখ গ্রীকগণ কেহ কেহ নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।"

লেনিশা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন "নাথ, তুমি চলিয়াগেলে আমি আর এক দণ্ডও বাঁচিতে পারিব না।"

চন্দ্রগুপ্ত কাতরস্বরে কহিলেন "লেনিশা তবে আমি যাইব না, যেখানে যইব সেইখানেই জীবন সঙ্কট। তবে আর তোমার মনে কষ্টদিব কেন—তোমার সম্মুখে থেকে তোমার প্রণয় মাখা মুখ দেখিতে দেখিতে যদি আমার মৃত্যু হয় সেও আমার সহস্রগুণে ভাল।"

লেনিশা চন্দ্রগুপ্তের স্কন্ধ হইতে হস্ত তুলিয়া, বক্ষস্থল পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন "নাথ, এখানে থাকিয়া কাজ নাই; সামশ্রমী তোমাকে যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেইরূপ কর। আমি তোমার মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিব। কিন্তু নাথ,আর কি অধিনী ও প্রেম-প্রফুল্ল মুখ দেখিতে পাইবে না?

চন্দ্রগুপ্ত প্রণয়িনীর চিবুক ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন "কেমন করিয়া বলিব লেনিশা, তবে সামশ্রমী মহাশয় আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। তিনি যদি অনুগ্রহ করেন তাহা হইলে যেখানে থাকি আমার সংবাদাদি তাঁহারদ্বারা প্রেরণ করিব।

ক্রমে ক্রমে রাত্রির অন্ধকার অরুণালোকে দূরীভূত হইতে লাগিল। চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন "লেনিশা,তবে এখন বিদায় হই।"

লেনিশা উত্তর করিলেন না তাঁহার বোধ হইল যেন আর তাঁহার জীবিতে-

শ্বরকে দেখিতে পাইলেন না। গভীর শোকাচ্ছন্ন হইয়া প্রিয়তমের আলিঙ্গন মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিলেন। চন্দ্রগুপ্ত ব্যগ্র-চিত্তে নেত্রাসার-সিক্ত প্রণয়িনীর মুখকমল চুম্বন করিয়া কহিলেন "লেনিশা, তবে চলিলাম।"

লেনিশা শোকে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া উঠিয়াছেন—বাক্‌স্ফুর্ত্তি নাই প্রিয়তমের মুখে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দাড়াইয়া রহিলেন।

প্রণয়িনী অনুমতি দিয়াছেন মনে করিয়া গমনোৎসুক নৃপকুমার চলিয়াগেলেন, একটুগিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন লেনিশা একদৃষ্টে তাঁহারদিকে চাহিয়া সেই ভাবেই দাড়াইয়া আছেন।

ক্রমশঃ

সাহিত্যের আবর্জ্জনা।

কোন একটী বস্তু যত সারহীন হয় ততই তাহা হইতে অধিক পরিমাণে আবর্জ্জনার উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা যে রূপ অসার তাহাতে যে ইহার মধ্যে রাশিকৃত জঞ্জাল জড় হইবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। আমরা অনুসন্ধান করিলে প্রায়ই দেখিতে পাই যে বাঙ্গালা ভাষায় সারভাগাপেক্ষা আবর্জ্জনার অংশ শতগুণ অধিক। যখনই কোন একখানি বাঙ্গালা নূতন পুস্তক নয়ন গোচর হয়, তখনই আমরা দেখিতে পাই যে বাঙ্গালার কত দুর দুর্দ্দশা। বর্ত্তমান সাহিত্য পুস্তক সকলের সাড়ে পনের আনা অপাঠ্য। ভাব নাই, অর্থ নাই, মাথা নাই, মুণ্ড নাই এইরূপ পুস্তকেই অধিকাংশ। যে দুই একখানি ভাল বলিয়া গণ্য, তাহা পাঠে ভাষা শিক্ষার কোন সাহায্য হইতে পারে না। বাঙ্গালাদেশের এই অভাব দেখিয়া যদিও দুই একখানি বালপাঠ্য পুস্তক ভাষাশিক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই অনুবাদ মাত্র, এবং তাহাই বা কয় খানি? সুতরাং বালকদিগের পাঠ্য পুস্তক প্রায় দেখা যায় না। সভ্যতা উন্নতি প্রভৃতি যেমন লেখাপড়ার উপর নির্ভর করে, সেইরূপ আবার লেখাপড়া ভাষা-শিক্ষার উপর এবং ভাষা-শিক্ষা সাহিত্য শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

আজ কাল অনেকেই দেশের উন্নতির নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন, কিন্তু কিসে যে দেশের যথার্থ উন্নতি হয় তাহার কোন খোঁজ রাখেন না; তাঁহাদের সম্মুখদিয়া একটী মশা এড়াইতে পারে না, কিন্তু পশ্চাদ্দিকদিয়া হস্তিযূথ গেলেও কিছুই টের পান না। চতুর্দ্দিকে "বিদ্যা বিদ্যা" "বিদ্যালয় বিদ্যালয়" 'সাধারণ পুস্তকালয়' বলিয়া একেবারে ভীষণ গোল উপস্থিত হইয়াছে, চারিদিকেই মাতৃভাষায় হিতৈষীদিগকে বদ্ধপরিকর হইয়া ভ্রমণ করিতে দেখা যাইতেছে; বাস্তবিক উপর উপর দেখিলে যথার্থই উন্নতির কাল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মন একেবারে আনন্দরসে আপ্লুত হয়; কিন্তু যখন একটু বিবেচনা করিয়া সমস্ত পর্য্যালোচনা করিতে যাই তখন সমস্ত বহির্দৃশ্যকে একেবারে সারহীন দেখিয়া মন আশা সোপানের সর্ব্বোচ্চ স্থান

হইতে স্খলিত হইয়া একেবারে নিম্নে আসিয়া পড়ে। কোন একটী বিষয়ের উন্নতি করিতে হইলে অগ্রে তাহার মূলে যত্ন করিতে হয়, বৃক্ষের মূল দেশের যত্ন করিলে শাখা পল্লবাদির যত্ন বরং না হইলেও চলে কিন্তু গোড়া কাটিয়া আগাতে জল দিলে বিপরীত ফল বই আর কিছুরই আশা করা যায় না। দেশে বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, বালকগণকে পাঠার্থে তথায় প্রেরণ করা গেল, উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করা হইল, কিন্তু বালকেরা যে কি পড়িবে তাহার কিছুই ঠিকানা নাই, ইহাতে কি ফল লাভ হইতে পারে? আমরা উন্নতির সকল উপায় কটি করিয়া দিলাম কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা যে পিতামাতা হীন ও "বেওয়ারিসন" ছিল আজিও তাহাই রহিল। বাধাদিবার লোক নাই সুতরাং যাঁহার যাহা ইচ্ছা হইল, বঙ্গভাষায় তিনি তাহাই করিয়া ফেলিলেন। রাশি রাশি অশ্লিল অপাঠ্য পুস্তকে পুস্তকালয় সকল পরিপূর্ণ হইয়াগেল। বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে এরূপ পুস্তক অনেক দেখা যায়, যে পাঠকরা দূরে থাকুক উদ্ঘাটন করিলে নরকের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল বলিয়া বিবেচনা হয়, এরূপ অবস্থায় সাহিত্যের কিরূপে উন্নতি হইতে পারে।

আজকাল বাঙ্গালার যেরূপ অবস্থা হইতে রাজসাহায্য ব্যতীত যে এ দুর্দ্দশা মোচন হয় এরূপ বিবেচনা হয় না কিন্তু এ প্রকার, সামান্য বিষয়ের নিমিত্ত রাজসাহায্য প্রার্থনা করাও বড় পৌরষের কথা নহে। আপনার লজ্জা আপনিই নিবারণ করা উচিত তজ্জন্য অপরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে লজ্জা না কমিয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। এই দুরবস্থা কিসে নিবারিত হইতে পারে, আমাদিগের বিবেচনায় একমাত্র সমালোচনা ব্যতীত আর ইহার কোন উপায় নাই; বারম্বার উত্তেজনায় ও কুৎসা প্রচারে নির্লজ্জ লেখকদিগের লজ্জার উদ্রেক হইলেও হইতে পারে।

দুর্গাবতী।

ষষ্ঠ সর্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৩১

কেমনে দেখিব বল গড়ের বিনাশ?
গড়বাসী জনগণ
যবন করে জীবন
ত্যজিবে, মৃত্তিকাসাৎ হবে আর্য্যবাস।

৩২

দিয়াছেন যুদ্ধভার আমারে বিশ্বাসি,
কেমনে আমি হে আজ
করিব এ হেন কাজ,
দেবীরে করাব আজি যবনের দাসী?

৩৩

পড়িবে আমার শিরে অযশের বাজ।
সকলে জানিবে পরে,
কত দোষ দিবে মোরে,
মুখ দেখাইতে পাব কতইবা লাজ।

৩৪

আজিও পৃথিবী মাঝে ধর্ম্মলভে জয়।
কেমনে ধর্ম্ম ত্যজিব,
জানিয়া পাপ করিব?
মহাপাপ তার, যেই বিশ্বাস নাশয়।

৩৫
সংসারে পাপের ফল ভুগিতেই হয় ;
যদি করি হেন পাপ
পরে পাব মনস্তাপ,
ভুগিব ইহার ফল নাহিক সংশয়।

৩৬
আবরিবে নিন্দামেঘে যশ শশধর ;
র্ভৎসনা বারির ধারা
জননেত্র দৃষ্টি হারা
করিবে ; দেবী-বিপক্ষে যুঝিলে সমর।

৩৭
বিপদেতে ধৈর্য্য, অভ্যুদয়ে ক্ষান্তিভাব,
সভাতে বাক পটুতা,
আয়োধনেতে ধীরতা
যশঃ কাম, শাস্ত্র চিন্তা, মহাত্মা স্বভাব;

৩৮
কেমনে করিব আমি তার বিপরীত ?
দুরাত্মা বলিবে লোকে,
গড়ের দুর্দ্দশা চখে
দেখিলে নিশ্চেষ্ট হয়ে, করিলে অহিত।

৩৯
না বুঝিয়া করিয়াছি প্রতিজ্ঞা তখন,
অপরাধ করিয়াছি,
এবে ক্ষমা চাহিতেছি।—
কি কারণে পাঠালেন অসফ যবন ?

৪০
যোগীবেশধারী তবে আরম্ভে যবন ;—
"প্রতিজ্ঞা করেছ যবে
উচিত রাখিতে তবে
'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।'

৪১
প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিতে তব উচিত না হয়,
যাহারা অস্থির চিত
নাহি জ্ঞান হিতাহিত
তাহারাই ভাঙ্গি থাকে প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়।

৪২
শুনিয়াছি তোমাদের আছে ইতিহাসে,
কৈকয়ীরে মহারথ
পণ করি দশরথ
পাঠাইল প্রাণ পুত্র রামে বনবাসে।

৪৩
হরিশ্চন্দ্র পৃথ্বীপাল প্রতিজ্ঞা করিয়া
বিশ্বামিত্র মুনিবরে
ধরারাজ্য দান করে,
দক্ষিণা দিলেন নিজে, স্ত্রীপুত্রে বেচিয়া।

৪৪
পণ করি যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অবতার,
বারবর্ষ বনবাসে
বর্ষ বিরাট আবাসে
কাটালেন হীন কাজে সহ ভ্রাতৃদার।

৪৫
বলিলে তুমি হে এবে ধর্ম্মভয় কর,
পণ কার্য্য না করিবে
কেমনে ধর্ম্ম রাখিবে ?
পণ ভাঙ্গা হবে না কি তব পাপকর ?

৪৬
বল দেখি প্রার্থনীয় ধর্ম্ম কিম্বা যশ ?
যশ কাল্পনিক মাত্র,
নাহি তার পাত্রাপাত্র,
পরের বাসনাধীন, নহেত স্ববশ।

৪৭
কালে যশ হ'তে পারে বিলুপ্তের প্রায়।
কিন্তু দেখ ধর্ম্ম ফল
হয় না কভু বিফল;
নাশের সম্বন্ধ কিছু নাহি আছে তায় ?

ক্রমশঃ।

প্রেরিত পত্র।

শেষ উপহার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—

১৬

না হেরে তিলেক তারে পরাণ ফাটিত
যদি বা সহসা, কদাচ কখন,
দেখিতাম তার সে বিধুবদন,
অমনি চকিতে চাহি আঁখি ফিরাইত।

১৭

কহিও সখা হে তারে ডাকিয়া গোপনে
সে যাহারে হায়, দেখিতে নারিত,
দেখিলে তখনি মুখ ফিরাইত,
আর না দেখিবে তারে এতিন ভুবনে।

১৮

তব সুখে যেই সুখী তব দুখে দুখী,
সুখ দুখ এবে সমান তাহার,
ও চাঁদ বদন দেখিবেনা আর,
জনমের মত সে যে গেছে-বিধুমুখি!

১৯

সে আমার সুখে থাকে এ মম কামনা
পুরাইতে সদা সেই সে পিতারে
ডেকেছি যে কত বিদিত তাঁহারে
কি আর কহিব তারে অভাগা যন্ত্রণা।

২০

সে যদি আমার, সখে, সদা সুখে রহে,
এজীবনে তবে কিবা প্রয়োজন,
সে যদি আমার না হল কখন,
তার সুখে দুখী প্রাণে সকলিত সহে।

২১

মরিলেও এবে দুঃখ যাবে না আমার!—
একবার, হায়, যদি এসময়,
সুমুখে হইত সে শশী উদয়
জগত হতনা এবে এমন আঁধার।

২২

হা! হা! প্রেয়সি রে, পরাণ আমার!
সকলি কি এবে, তোমায় আমায়,
একেবারে শেষ হইলরে হায়,
কোথায় রহিবে তুমি—এদাস তোমার!

২৩

চাতকের বারিমত একমাত্র গতি
ছিলরে আমার এমহী-মণ্ডলে,
নিদারুণ বিধি হরিল কি বলে—
নাপাবে দেখিতে আর সে চারু মূরতি!

২৪

জন্মান্তরে তারে কিরে এপোড়া নয়নে
দেখিতে পাবনা—শুনিবনা আর
সুধামাখা বাণী—হায়—বিধাতার
অবশেষে, প্রাণসখে এই ছিল মনে।

২৫

এস মম পাশে, সখে, দাও করে কর
বাক্য নাহি সরে—আঁখি দৃষ্টি-হত—
দেহ বারি মোরে—কহিলাম যত
কহিও তাহারে————————।

নিষ্ফল তরু।

—

১

ওই যে তরুটী রয়েছে তথায়
রোপেছিনু আমি আপন করে,
কত যে যতন করেছি উহায়
মনে হ'লে প্রাণ কেমন করে।

২

নাজানি কে বীজ করিল বপন,
কেমনে আইল কাননে মম,
একদা একাকী করিতে ভ্রমণ
দেখিনু পাদপ, তরুণতম।

৩

তথা হ'তে তারে তুলিয়া তখন
কানন মাঝারে রোপিনু আসি,
সাধের তরুরে করিয়ে যতন
স্বকরে সকল পাদপে নাশি

৪
কিবা শীত কিবা নিদাঘ তপনে
সিঁচেছি সতত সলিল মূলে,
এই আশা-বাসা বেঁধেছিনু মনে
শোভিবে শেষেতে সুফল ফুলে।

৫
দিন দিন তরু হইল বিশাল—
ব্যাপিল গগণে তপন-কায়
ভাবিলাম বুঝি এ পোড়া কপাল
এতদিনে আজি ফলিল, হায়।

৬
কেমনি যে আশা—কেমনি ছলনা—
নারিনু বুঝিতে বিধির বিধি,
না পুরিল মম হৃদয় কামনা—
ফলিল না তাহে সে ফল-নিধি।

৭
শুনেছি পাদপ বাড়িলে ত্বরায়
তাহাতে কখন ফলে না ফল,
তাই শাখা-শির ছেদিনু, কোথায়
তাহে সে ধরিল দ্বিগুণ বল।

৮
কি আর করিব নাহিক উপায়,
তথাপি যে আশা রহিল মনে;
দিন দিন তরু বাড়িছে হেথায়—
কেমনে পাশরি হৃদয়-ধনে!

৯
এবে আর বারি ঢালি না যে তলে,
না করি এখন যতন তায়,
তপন কিরণে তবু নাহি জ্বলে,
তবু যে ধরিছে বিশাল কায়।

১০
দিবানিশি দেখ আঁধার কানন
রবিকর তাহে পশিতে নারে;
যতনের ধন করিল এমন
এদুখ আমার কহিব কারে!

১১
বারি বিনা তরু বাড়িছে এখন
সদা ভূমি-রস নিরসি হায়,
তরুমূল-কুল-ব্যাপিয়া কানন
বিদারিছে ভূমি-হৃদয় তায়।

১২
কতকাল, হায়, করিনু যতন
কতকাল আমি রহিনু আশে,
হৃদয়ে পশিল নিরাশা বেদন
আঁধার ঘেরিল হৃদয়াকাশে।

শ্রী গোপালকৃষ্ণ ঘোষ।

AGE OF REASON.

BY

THOMAS PAINE.

REPRINTED AND REPUBLISHED BY
D. C. GUPTA.
IN 1855.

To be had at the Gupta Press.

PRICE ONE RUPEE IN CLOTH.

"As the Hindu mind, educated and refined, can ill brook the presumptuous claims of Christian superstition, and accordingly appears now to be on the look-out for every fact and circumstance that might contribute to its exposure, an extensive sale of such books as are branded by religious bigotry with reproachful appellation of *infidel works*, and have become very rare in Indian markets chiefly through the destructive influence of mistaken missionary zeal, will doubtless be effected amongst the enlightened portion of the native community. It would stimulate the educated youngman of this country to inquire with vigour into inconsistencies and contradictions with which the Gospel is fraught; it would furnish an impetus to their zeal in prosecuting a search for the marks of human fallibility in what has been believed to be the word of *infallible wisdom*. The *Age of Reason* by Thomas Paine being a popular work of the kind referred to, and ranging not beyond the reach of moderate capacities by any abstruse and intricate metaphysical disquisitions, appears to be most conducive to the promotion of the object contemplated. The skill and acuteness with which the author examines the authenticity and genuineness of the Bible, points out the numerous fallacies that lurk in the train of its external and internal evidences, and exposes the gross absurdities deducible from its strange doctrines, clearly demonstrate the inestimable value of his production, and the native vigour of his intellect. He treats his subject with considerable ardour and energy, simplicity and clearness of diction, and much of humour and wit too. Influenced by a consideration of these merits of the writer as exhibited in his treatise on Christian theology and by that of its scarcity also, the publisher undertook to furnish the Hindu public with a *reprint* of the *Age of Reason*.

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জাফর্ণ লেন, গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ২৮শে শ্রাবণ ১৭৯৩ শক। [১৮শ সংখ্যা।

ভারতে গ্রীক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ত্রিপুরা।

অলকনন্দার একটী প্রাচীন ক্ষুদ্র অট্টালিকার উপরে ইন্দুমালার প্রিয় সহচরী ত্রিপুরা দাঁড়াইয়া আছেন। ত্রিপুরার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশ বর্ষ হইবে। যৌবনের মুখ্য কাল অতীত হইলেও সৌন্দর্য্যের কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই। পাঠকবর্গের বোধহয় অবিদিত নাই কোন কোন রমণী ষোড়শ বর্ষ অতিক্রম করিয়াই একপ্রকার প্রকৃত প্রাচীনা হইয়া পড়েন, কাহার বা ত্রিংশবর্ষ কবলিত করিয়াও পঞ্চদশবর্ষীয়া নবীনার ন্যায় টাটকা বজায় থাকে। ত্রিপুরাও এত অধিক বয়সেও অনাঘ্রাত পুষ্পের ন্যায় মধুভরে টলটল করিতেছেন। ত্রিপুরা হস্তিনার কোন সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা। অল্প বয়সে পিতৃহীন ও পতিহীন হইয়া রাজান্তঃপুরে ইন্দুমালার সখীরূপে প্রবিষ্ট হন। দেশাচারানুসারে তরুণ বয়স্ক বিধবার বসন ভুষণ পরিধানের নিষেধ ছিলনা।

ত্রিপুরার রূপলাবণ্য দুই চারি কথায় পাঠকগণের ধ্যান-গোচর করিয়া দিতে চাই, কিন্তু অধুনাতন আখ্যায়িকা লেখকদিগের প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে অগ্রে কিছু মঙ্গলাচরণ করা উচিত। পাঠক, প্রাচীন প্রথা বলে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিও না। আমার মঙ্গলাচরণের বিশেষ অভিপ্রায় আছে, আরও 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা' আমার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকরা যে পথে গিয়াছেন তাহা অতিক্রম করিবার আমার ক্ষমতা নাই।

আমার প্রার্থনা ভগবতী বীণাপানি সরস্বতীর নিকট কিঞ্চিৎ আলোক পাইবার নিমিত্ত। মা অনেকেরই উদ্ধার করেন। অনেক অধম মায়ের প্রভাবে তরে যায়। মা, তোমার কৃপায় কি না হয়। চিরধনহীন পরিবার তোমার সদয় দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে অতুল বিভবশালী হইয়া উঠিতেছে; চিরঘৃণাভাজন নীচ জাতিরা তোমার কৃপাবলে সাধুসমাজ পূজনীয় হইয়া উঠিতেছে—এমন কি, মা, অনেক ধূর্ত্ত কেবল তোমার নাম করে আপনাদিগকে বড়লোক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে, জননি, আমিও একজন এইরকমের খদ্দের; তবে আমার উহাঁদের মতন উদর উচ্চ করিয়া বেড়াইব, পৃথিবীস্থ সকলেরই উপর অবজ্ঞা-বিষাক্ত দৃষ্টিপাত করিব এ অভিপ্রায় নয় আমার সুমহৎ অভীষ্ট ত্রিপুরার রূপবর্ণন। সেই জন্যই তোমার নিকট কিঞ্চিৎ আলোক প্রার্থনা করি।

জননি, যে আলোক প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গীয় তরুণ পুরুষেরা পরমারধ্য পিতা মাতা, স্নেহাস্পদ গৃহ পরিবার, প্রেমভাজন বন্ধুগণ হৃৎপিণ্ড-স্বরূপ প্রীতিভাজন প্রণয়পুত্তলি সহধর্ম্মিণী, সমুদায় পরিত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন—যে আলোক প্রাপ্ত হইলে উইলসনের দোকানের মিষ্টান্ন আর চাচাদের পদ্মহস্ত নির্ম্মিত বিস্কুট খাইতে হয়, আর বোতল সুন্দরীর আরাধনা করিতে হয়; যে আলোক প্রাপ্ত হইলে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রদান করিতে হয়; যে আলোক পাইলে পিতা মাতাকে বাতুল প্রাচীন বৃদ্ধবর্গকে অজ্ঞান ও অবিবেচক মনে করিতে হয়, বায়ুর উপর সংস্থাপিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়; জননি, সে আলোক আমাকে প্রদান করিও না। তুমি যে আলোকে কবিকঙ্কন প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের হৃদয়াগার উদ্দীপিত করিয়াছিলে, যে আলোকে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা অন্ততঃ আমাদের চক্ষেও উন্নত হইয়াছিলেন আমাকে তাহার কণিকা মাত্র প্রদান কর, যেন আমি অভিলষিত কার্য্যে সফল-প্রয়াস হই।

ত্রিপুরার রূপলাবণ্য অনিন্দনীয়। লোকে যে স্ত্রীগণকে চন্দ্রবদনী বিধুমুখী প্রভৃতি বলিয়া থাকে তাহা ত্রিপুরাতেই সার্থক। বিধাতা ত্রিপুরাকে নির্ম্মাণ করিবার সময় কিছু ব্যস্ত ছিলেন চন্দ্রদ্বারা মুখগড়িবেন, কিন্তু একধার হইতে না লইয়া তাড়াতাড়ি চন্দ্রের মধ্যভাগ হইতে খানিকটা তুলিয়া লইয়া ত্রিপুরার মুখ নির্ম্মাণ করিলেন। চন্দ্রের সেই ভাগটা আজিও গজায় নাই, খালি রহিয়াছে; তাহাকেই চন্দ্রের কলঙ্ক কহে। পাঠক, যেমত হাতপা ও উদর, উদরের গৌরব অধিক, ইহা অবশ্য সকলেই স্বীকার করিবেন, চন্দ্রেরও মধ্যভাগটা সেইরূপ সার পদার্থ ও অধিক ভারি। বিধাতা পরে যখন আপনার বিষম ভ্রম দেখিতে পাইলেন কিছু দুঃখিত হইয়া ওজন করিতে লাগিলেন। তুলন যন্ত্রের এক পার্শ্বে ত্রিপুরার মুখ আর এক দিকে চন্দ্রকে রাখিলেন। ত্রিপুরার মুখ ভারি হইয়া পৃথিবীতে নামিয়া পড়িল আর সারাংশবিহীন লঘুভার শশী গিয়া উপরে উঠিলেন। বিধাতা পরিমাণ জন্য চন্দ্রেরদিকে ক্রমে ক্রমে একটী একটী করিয়া জোতিঃ পদার্থ সৃষ্টি করিয়া প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমাগত দিতেছেন কিন্তু অদ্যাবধিও সমান হইয়া উঠিল না। সেই

অবধি নক্ষত্রগণের দৃষ্টি আর চন্দ্রের ঊর্দ্ধাবস্থান। ত্রিপুরার চঞ্চল নয়ন দেখে পদ্ম, খঞ্জন আর হরিণের বড় কষ্ট হইতে লাগিল। মনের দুঃখে পদ্ম গিয়া জলশায়ী হইলেন, শূন্য-মন খঞ্জন শূন্য আশ্রয় করিলেন। বাকী রহিল হরিণ, তাঁহাকেত পৃথিবীতেই থাকিতে হইল, সুতরাং সকলের কাছে মুখ দেখাইতে হইবে; কিকরেণ ব্রহ্মার নিকট গিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, ব্রহ্মা সদয় হইয়া কহিলেন "হরিণ তোমার একুশ হাত লাফ হইবে, মানুষ দেখিলেই পলায়ন করিবে, কেহ তোমায় বড় একটা ধরিতে পারিবে না"। সেই অবধি হরিণ চঞ্চল দ্রুতগতি ইত্যাদি ইত্যাদি——

ত্রিপুরার বর্ণ শ্যামোজ্জ্বল। মুখখানি নবীনার মত ঢল ঢল্ করিতেছে। চক্ষের দৃষ্টি অতি সরল, অতি মধুর ও পবিত্রতা ব্যঞ্জক ত্রিপুরা কিন্তু প্রগল্ভা, সকল সময়েই আমোদ আহ্লাদ ভালবাসেন। ছাদের উপর দাঁড়াইয়া আপনার পরিচ্ছেদের দিকে চাহিতেছেন আর একটু একটু হাসিতেছেন। তরুণী সুলভ যৌবনগর্ব্ব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আবার ভাব পরিবর্ত্তন। অনেকদিনের পর সহসা পূর্ব্বের কথা মনে পড়িল। বালিকা বয়সের অজ্ঞাতগৌরব স্বামীর মুখ মনে পড়িল বিবাহ-বাসর, সেদিনের আমোদ প্রমোদ প্রিয়তমের প্রেমোজ্জ্বল মুখমণ্ডল, তাঁহার হাস্য মিশ্রিত সুমধুর প্রণয় সম্বোধন, সমুদায় একে একে মনে পড়িতে লাগিল। একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন; হাসি হাসি মুখখানি বিরস হইয়া আসিল। হৃদয়ের দ্রবের ন্যায় এক বিন্দু অশ্রুজল নয়নের কোনে দর্শন দিল। বামহস্তে আলুলায়িত কেশপাশ ধারণ করিয়া প্রগল্ভা রমণী অধোমুখে কি ভাবিতে লাগিলেন।

যে বাটীর উপর ত্রিপুরা দাঁড়াইয়া আছেন সে অট্টালিকাটী একজন ক্ষৌরকারের। নীচ জাতি হইলেও গৃহস্বামী একজন নিতান্ত সামান্য ব্যক্তি নহেন। চিরকাল মগধ-রাজ-সংসারে সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষপদে নিযুক্ত ছিলেন। অবশেষে রাজকুমারগণের অত্যাচারে পদচ্যুত হইয়া প্রাণভয়ে দেশত্যাগী হন এবং অলকনন্দায় আসিয়া অজ্ঞাতবাস অবলম্বন করেন।

ক্ষৌরকারের বিন্দুমতী নামে একটী যুবতী কন্যা ছিল। ইন্দুমালা এখানে আসিয়াই তাহার সই হইয়া উঠেন। বিন্দুমতীর স্বভাব অতি সরল মনে একটু মাত্রও দ্বিধানাই। ইন্দুমালা তাহাদের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। ত্রিপুরার স্বভাব ও চমৎকার যাহার সঙ্গে কথা কন তাহারই চিত্তাকর্ষণ করেন। অলকনন্দায় আসিয়া দুই চারি দিনের মধ্যেই ক্ষৌরকারদুহিতার প্রীতি ও বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলেন।

ত্রিপুরা অনেকক্ষণ এইভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিন্দুমতী তাঁহাকে খুঁজিতে ছাদের উপর আসিলেন। ত্রিপুরা চাহিলেন না। বিন্দু নিকটে গিয়া ত্রিপুরার চিবুক ধারণ করিয়া কহিল "সই এত ভাবনা কিসের?"

ত্রিপুরা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া চমকিয়া উঠিলেন।

বিন্দুমতী কহিলেন——

"নবযুবতী, প্রাণের পতি, যদি নাহি পায়।
সুদা মন, উচাটন, রসেরদিকে ধায়॥
জলে যেমন, এলে পবন, দোলে শতদল।
নারিক হীন, তরি যেমন করে টলমল॥
চির দিন, কান্ত হীন, আমার সয়ের মন।
নব যৌবনে, মদন বানে, হয়েছে তেমন॥"

ত্রিপুরা কহিলেন "না সই, তা কিছু নয় আমি ভাবছি কামন্দকী আজিও আসিলেন না কেন?"

বিন্দু হাসিতে হাসিতে বলিল "বটে সই, তবে মুখটী অমন ভাবে বিরস কেন?—আর চক্ষের ঐ জলটুকু!"

ত্রিপুরা কহিলেন "সই সে যা হউক তোমাকে একটা জিজ্ঞাসা করিব বলিবে?"

"বল্‌বনা কেন সই—কি জিজ্ঞাসা করবে?"

"আচ্ছা সই তুমি এমন মধুমালতী, মগধ রাজধানিতে প্রফুল্ল হয়ে বনে এসে লুকায়ে রহিয়াছ কেন?"

"পরমেশ্বর লুকায়ে রাখলে মানুষের কি হাত সই!"

"তবু শুনি, বলনা সই।"

"বড় ইচ্ছা হয় শোন, একদিন মগধেশ্বর নন্দ আমাদের বাটীতে নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন। আমার বয়স তখন অতি অল্প। শুনেছি মহারাজ সেই দিন আমার পিষী দেবসেনাকে দেখে অতিশয় অনুরক্ত হয়ে উঠেন; পরে পিতার সম্মতিতে গোপনে তাঁহাদের বিবাহ ক্রিয়া সমাপিত হয়।"

ত্রিপুরা কহিলেন "সই, আর বলিতে হইবে না, আমি ওসব বৃত্তান্ত অনেক দিন শুনিয়াছি, কিন্তু সেই দেবসেনা যে তোমার পিষী তা জানিতাম না, আচ্ছা সই তোমার পিষী এখন কোথায়?

বিন্দুমতী কহিলেন "তিনি এখন কত ভিন্ন ভিন্ন বেশ ধারণ করে তাঁর পুত্র চন্দ্র গুপ্তের মঙ্গলের জন্য বেড়াচ্চেন।"

'ভাল, সই, তোমরা এখানে কত দিন এসেছ!"

"অধিক দিন নয় মাস ছয় হইবে।"

"ভাল দেবসেনাকি এখানে আসেন না।"

বিন্দুমতী হাসিতে২ কহিল "সই আমার সমস্ত সংসারের সংবাদ চান। ওসব বৃত্তান্তে তোমার কাজ কি সই?"

"শুনলে বড় তৃপ্ত হই।"

বিন্দুমতী কহিল "তৃপ্ত হও সই, আচ্ছা তবে আর এক দিন বলিব।"

ক্রমশঃ।

ললিত কাব্য।

ষষ্ঠ সর্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

২২

কেজানে তখন ঘটিবে এমন,
তটিনী তরণী করিবে গ্রাস,
প্রবাহিত হয়ে প্রবল পবন
আশা লতাটুকু করিবে নাশ।

২৩

হা,হা, সখে, সখে আরকি তোমার
দেখিব সহাস কমল মুখ
তোমা সনে ফিরে মিলিয়ে আবার
পাবকি তেমন বিমল সুখ।

২৪

সুধীর সুশীল তোমার মতন,
সাদাসিদে খোলা মানস যার,
তেজস্বী অথচ বিনয়ী সুজন
কখন কি সখে দেখিব আর।

২৫

দেশ হিত তরে ব্যাকুল জীবন,
তুলিতে কুরীতি কন্টক ভার
সদাই চিন্তিত তোমার মতন
সরল সুজন পাব কি আর।

২৬

অপরূপ ভাব, বিশুদ্ধ প্রণয়,
অটল বিশ্বাস, বিমল জ্ঞান,
কপটতা হীন খোলসা হৃদয়,
কলঙ্ক বিহীন পবিত্র প্রাণ,

২৭

পরউপকার করিতে সদান
তোমার মতন ব্যাকুল-মন
আরকি কখন হেরিবে নয়ন?
পাবকি তেমন সরল জন?

২৮

সুধার আধার প্রণয় রতন,
জেনেছিলে সখে তাহার সার,
প্রেম সুধাধার বিমল কেমন
পেয়েছিলে তার সুরস তার।

২৯

স্বার্থহীন প্রেম, সখার যেমন,
আর কি মিলিবে ধরণীতলে,
বিপদে সম্পদে সমান যেজন,
মানস যাহার নাহিক টলে।

৩০

হা, রে, রে, নিষ্ঠুর বিধাতা নিদয়
এই কিরে তোর ছিলরে মনে,
হতাশে বিঁধিয়া সবার হৃদয়
হরিলি এহেন সুহৃদ ধনে।

৩০

কি হবে করিলে 'অরণ্যে রোদন'
কি ফল হইলে বিহ্বল শোকে;
কুলে কুলে গিয়া করি অন্বেষণ
সঙ্গী কেহ যদি বাঁচিয়া থাকে।

৩১

বিদায় কল্পনে! আজিকে বিদায়
কাঁদায়ে তোমায় আর কি হবে?
ভাগ্যে থাকে দেখা হবে পুনরায়,
সাদর সম্ভাষ করিব তবে।

৩২

সৌভাগ্যের ফলে এস্রোত পবনে
বেঁচেথাকে যদি সখার প্রাণ।
দেখা হয় যদি পুন সখা সনে
গাহিব আবার-ললিত-গান।

ইতি ললিত কাব্যে অরণ্যে রোদন নামক
ষষ্ঠ সর্গ।

ললিত কাব্য ১ম ভাগ সমাপ্ত।

দুর্গাবতী।

ষষ্ঠ সর্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৪৮

যদিহে যশেতে থাকে প্রিয়তর জ্ঞান,
কেমনে পণ ভাঙ্গিবে
তাতে অযশ ঘটিবে,
কেমনে সহিবে তবে হেন অপমান?

৪৯

মিশিলে যবন দলে দুরাত্মা তোমায়
বলিবে হে কোন্ জন
জানি দুরাত্মা লক্ষণ?
যদি কেহ বলে সে ত বাতুলের প্রায়।

৫০

করুণা বিহীন ভাব; যুদ্ধ অকারণ;
পরদারে পরধনে
রতি; আর বন্ধুজনে,
অসহিষ্ণুতা, সুজনে; দুরাত্মা লক্ষণ।

৫১

ইহার একটী দোষ তোমাতে ত নাই।
তবে বল কি কারণ
দুরাত্মা বলিবে জন?
অযশের হেতু, আমি ভেবে নাহি পাই।

৫২

তুলিতে হ'বেনা অসি দুর্গাবতী প্রতি;
সমরাজ্ঞা সেনাগণে
গড়ের নাশ কারণে
হ'বেনা তোমাকে দিতে হ'য়ে সেনাপতি।

৫৩

আক্রমিবে হিন্দুগণে যবন যখন
বিলম্ব তবে করিবে
আক্রমাজ্ঞা নাহি দিবে,
তা হ'লেই হবে তব প্রতিজ্ঞা রক্ষণ।

৫৪

এরূপ করিলে হ'ল করম সফল;
কোন দোষ না ঘটিল,
পাপ নাহি পরশিল
না পরশি সরোনীর মীন ধরা হ'ল।

৫৫

গড়াধি, সেনানী-পদ দিবেন যবন;
লক্ষ সংখ্যা সুবরণ
লভিবে উপঢৌকন;
ত্যজিবারে অনুচিত তোমার এপণ।"

৫৬

"রাখিতে প্রতিজ্ঞা আমি করিনু স্বীকার;
যদি কর এই পণ,
নাহি করিবে যবন
দুর্গাবতী শরীরেতে কোন অত্যাচার।"

৫৭

প্রতিজ্ঞা রাখিতে ম্লেচ্ছ স্বীকার করিল;
প্রশংসিয়া অতিমদে,
বাহিরিল দ্রুতপদে,
যবন শিবিরে গিয়া স্বদলে মিশিল।

ইতি দুর্গাবতী কাব্যে যবন মন্ত্রণা নামে
ষষ্ঠ সর্গ।

লীলাকমল।

১ম সংখ্যা।

"To die,—to sleep:——
To sleep!—perchance to dream:—ay, there's
the rub."
Hamlet.

১

কিশোর বয়সে শিশু জীবন জীবনে,
দৃষ্টিপাত করে যবে, তাহার নয়নে
বোধ হয় উহা যেন কাচ-স্বচ্ছ-সর,
নিরন্তর স্থির কিবা দৃশ্য মনোহর।
জানে না জানে না উহা অপার জলধি,
চিন্তার তুফানে সঙ্ক্ষোভিত নিরবধি।
বিপাক ঝটীকা এতে উঠে যে সময়,
ভীষণ আকার ধরে হেরে শঙ্কা হয়।
এত কি বুঝিতে পারে বালক সরল,
নূতন যাহার চক্ষে সকলি কেবল।

আশা ফেলিবারে তারে কুহকে আপন
আকাশ কুসুম দূতে করেন প্রেরণ ;
স্বকার্য্য সাধিতে দূত পরম যতনে,
ভুলায় তাহার মন মধুর বচনে—
"হের শিশু অবনি এ বড় সুখ স্থান,
পাইবে ইহাতে সুখ মনের মতন,
আশা-করে কর খালি মন-সমর্পণ ;
কুবের সম্পত্তি পাবে ইন্দ্রের বিভব,
পরম সুদৃশ্য রম্য হর্ম্ম্য হবে তব,
উদ্যান হইবে তব অতি মনোলোভা,
কোথা লাগে তার কাছে নন্দনের শোভা:
পাবে জায়া রূপবতী সতী রতি সমা,
পায় লাজ হেরি রমা যাহার সুষমা,
দেশ-হিত-তরে তব হইবে জীবন,
পুরিবে তোমার যশে এতিন ভুবন।"
মুগ্ধ শিশু শুনি ইহা আহ্লাদে মাতিয়া,
আশা-করে মন প্রাণ ফেলে সমর্পিয়া।

২

কাটে এই ভ্রমে ক্রমে বাল্য সমুদয়,
তথাপি এ ভ্রম নাহি তিরোহিত হয়।
যেরূপ বসন্তোদয়ে পাদপ নিচয়,
পাইয়া নূতন রস সঞ্জীবিত হয়,
চারিদিকে শাখা সব করে প্রসারিত,
পেলব পল্লব নব বল্লরী শোভিত ;
সেইরূপ নর পেলে নবীন যৌবন,
মানসে উপজে তার সাহস নূতন,
শরীর সবল হয়, হৃদি উত্তেজিত,
আশা বলবতী মনে হয় উপনীত।
কল্পনা কতই দৃশ্য নয়নে নাচায়,
হেরি তার মন এক কালে গলে যায় ;
সামান্য জীবিকা সব করে তুচ্ছ জ্ঞান,
রাজা উজীরেতে তার ভরে যায় মন।

৩

স্বপনে স্বপনে হয় বিগত যৌবন,
প্রৌঢ় আসি মরে পরে দেয় দরশন।
লইতে তখন হয় সংসারের ভার.
চিন্তা আসি চারিদিক দেখায় আঁধার ;
করিতে তখন হয় ধন উপার্জ্জন,
শিরঃস্বেদ ক্ষরি করে চরণ সেচন ;
ভাবে মনে মনে হয়ে বিষাদে মগন—
"হে দেবি কল্পনা, আশা-প্রিয়-সহচরী
কোথা অন্তর্হিত হল সে সুখ লহরি ?
সুচারু জীবন-চিত্র যাহা দেখাইলে,
এবে কেন তার সনে কিছু নাহি মিলে ?
কোথা সে সুদৃশ্য সৌধ বিভব অতুল ?
জীবন যাপনে এবে হয়েছি আকুল ;
দুঃখ শোকে জ্বালাতন হইয়াছে মন,
কিন্তু সুখ-লেশ নাহি পাই এক ক্ষণ।
বড়ই আমার চিতে উপজে বিস্ময়,
কিকারণে লোকে এত দুঃখ ভার সয়,
কিকারণে নাহি করে জীবন বর্জ্জন,
দেখিছে যখন উহা দুঃখেরি কারণ ;
নিদ্রা বই মরণত আর কিছু নয়,
তবে কেন লোকে করে মরিবারে ভয় ?
কিন্তু এক কথা আছে, নিদ্রার সময়
অশুভ স্বপন কত শত দৃষ্ট হয় ;
না জানি,—অনন্ত এই মহা নিদ্রাকাল—
কি ঘোর স্বপন আসি ঘটাবে জঞ্জাল !
অজ্ঞাত সেদেশে যেতে নাহি সরে মন,
যা হতে পথিক নাহি ফিরে কদাচন !
আরো যেন আমাদের অন্তরাত্মা বলে,
সামান্য ছুরিকা কিম্বা রজ্জু দিয়া গলে,
অন্তর্দাহ একেবারে হবে কি নির্ব্বাণ ?
যন্ত্রণা কি এক কালে পাবে অবসান ?
এই সব শঙ্কা করে নরে নিবারণ
করিতে করিতে বধ আপনি আপন
সেই হেতু আশা,লয়ে তোমার আশ্রয়।
যাতনা ইহার সহ্য করে সমুদয়।

৪

হইবারে পার নয়ে সংসার সাগর,
আশার্ণব-পোতে সবে করে গিয়া ভর ;
যাইতে যাইতে পোত আবর্ত্তে পড়িয়া,
পুলিন-উপর এক কালে লাগে গিয়া ;
না পারে নড়াতে পোত সৈকত-প্রোথিত,
নড়াইতে গেলে হবে হিতে বিপরীত।
অমনি তরণি লয়ে সাগরে ভাষায়,
পোত হতে নাবি সবে উঠেগিয়া তায়,
ওষ্ঠাগত প্রাণ দাঁড় টানে উভরায়।
ছাড়িছে পবন সন ঘন হুহুঙ্কার,
সম্মুখে আসিছে ঢেউ পর্ব্বত-আকার।
এই নৌকা গিয়া স্পর্শ করিল গগণ,
আবার হইল এই পাতালে মগণ ;
সকলেই প্রাণ-আশা দিয়া বিসর্জ্জন,
প্রতীক্ষা করিছে খালি নিশ্চয় মরণ।
সহসা আসিয়া এক প্রবল তুফান,
পাহাড়ে আছাড়ে তরি করে খান খান।
ছাড়ে না ছাড়ে না আশা,তোমারে তখনো.
তখনো সংসার-স্রোতে করে সন্তরণ,
কেবল করিয়া তব ফলক ধারণ।

৫

জরা প্রবেশিয়া পরে জীবনের রঙ্গ,
করি শেষ অভিনয়, করে নাট্য-ভঙ্গ।
কল্পনা আসিয়া আর নয়নে নাচেনা,
আশা মৃদু হাসো আর মানস ভোলেনা,
আজি মাথা-ব্যথা, কালি পদের বেদনা,
ব্যাধি নিরবধি দেয় কতই যাতনা ;
শোকে শোকে হইয়াছে তনু জর জর,
এ জনম মত স্ফূর্ত্তি ত্যজেছে অন্তর ;
কেবলি নিরাশ হয়ে আর তার মন
বিশ্বাস করে না শুনি আশার বচন ;
চেয়ে চারিদিকে এবে কেবলি পিছল,
সশঙ্ক হইয়া চলে টিপি পদতল ;
এবে বোঝে জগত এ মরীচিকা ময়,
সকলি অলীক এতে কিছু সত্য নয়।
তথাপি যখন হয় জীবনের অন্ত,
অবগত হইয়াও বিশেষ তদন্ত
ছাড়িতে ছাড়িতে প্রাণ নাহি সরে মন,
জীবনের পানে ক্ষিপে সতৃষ্ণ নয়ন।
আসিয়া তখনো আশা, মরণ-শয্যায়,
জড়ায় তাহার মন সংসার মায়ায়।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সাহিত্য-মুকুর সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

ইন্দ্র-ধনু।

বিমল বিমানে, ইন্দ্রায়ুধ পানে,
চাহি যথা গোচারক*।
ধাইল ত্বরিতে, সে ধনু ধরিতে,
লভিতে পাত্র কনক॥
এ অবোধ মন, করিল তেমন,
অতুল রতন আশে।
কতই ভ্রমিল, কতই সহিল,
পুড়িল প্রেম-পিপাসে॥
অদৃশ্য হইল, রাখাল ফিরিল,
এ নাহি ফিরিয়া আসে।
এ যে ধনু হায়, নাহিক মিলায়,
নিরন্তর হৃদাকাশে॥

শ্রী গোপালকৃষ্ণ ঘোষ।

* কোন সময়ে এক রাখাল 'রাম-ধনু দেখিয়া স্বর্ণ-পাত্র ভ্রমে তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। যত যায়, ততই সেই বাঞ্ছিত বস্তু যেন অগ্রসর হয় অবশেষে শ্রান্ত হইয়া ক্ষুব্ধ চিত্তে প্রত্যাগত হইল। ——এই গল্পটী উপমার স্থল।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্স লেন,গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্যমুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ ভাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ৫ঠা ভাদ্র ১৭৯৩ শক। [১৯শ সংখ্যা।

ভারতে গ্রীক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পলায়ন।

ভবানীমন্দিরের অপর পার্শ্বে দশক্রোশ বিস্তীর্ণ দুর্গম প্রান্তর। প্রান্তরের কোন কোন স্থান দুই একটী তরু গুল্ম, কোথাও বা অনতি বিস্তীর্ণ বালুকাক্ষেত্র কোথাও বা ভীষণ জলাভূমি। প্রান্তরের বিস্তার সর্ব্বত্র সমান নহে কোন স্থানে বা এক ক্রোশ অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণ। পথিকেরা সন্ধ্যার সময়েও ঐ প্রান্তর পার হইতে সাহস করিতনা। সুতরাং বেলা অবসান হইলে উহাতে আর লোকের গতিবিধি দেখা যাইত না।

বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, চন্দ্রগুপ্ত একটী অশ্ব আরোহণ করিয়া ঐ প্রান্তরের প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পশ্চাতে আগমনশীল কতকগুলি গ্রীকসৈন্য তাঁহা হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নয় সংবাদ পাইয়াছেন। প্রান্তর পার না হইয়া থাকিতে পারিলেন না, আবার একবার দাঁড়াইলেন; মরুভূমির ভীষণমূর্ত্তি, কন্টকর দৈর্ঘ; আবার প্রথমে যাইবার সময়ে যে কষ্ট পাইয়াছিলেন, যে সমস্ত বিপদে পড়িয়াছিলেন; একে একে সমস্ত মনে পড়িতে লাগিল। মন কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইল, ইচ্ছা প্রান্তর অতিক্রম করিয়া অলকনন্দায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহারইবা সম্ভাবনা কি। একটু হতাশ হইয়া প্রান্তরের দিকে মুখ ফিরাইয়া ভাবিতে লাগিলেন ভাবিবারও সময় নাই। গ্রামত্যাগ করিয়া প্রান্তরে নামিলেন। স্বয়ং রৌদ্রে পথশ্রমে নিতান্ত কাতর হইয়াও অতিবেগে অশ্ব-

চালনা করিলেন। সুদীর্ঘ-পথগমনক্লান্ত অশ্ব অতিবেগে ধাবমান হইল। ক্রমে বেলা অবসান হইতে লাগিল, তিগ্মতেজা দিবাকর ক্রমেই অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কলেবর ধারণ করিয়া প্রান্তরেরদিকে নামিতে লাগিলেন। সায়ংকালীন প্রবল নিদাঘ-সমীরণ অস্তোন্মুখ সূর্য্যের হীনপ্রভাব কিরণমালা উড়াইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। দূরে পবনসঞ্চালিত শিথিল বালুকারাশি প্রস্থানোম্মুখ সৌরকরে ভীষণোজ্বল মূর্ত্তিধারণ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। বেগবান প্রতিকূল পবন ভেদকরিয়া নৃপকুমার অলকনন্দার দিকে যাত্রা করিলেন। চন্দ্রগুপ্ত যত শীঘ্রই যাউননা কেন প্রান্তরের অর্দ্ধপথ যাইতে না যাইতেই সূর্য্যদেব প্রান্তর প্রান্তে আত্মগোপন করিলেন। এই ভীষণ মরু ভূমি মধ্যে ভয়ঙ্করী রাক্ষসীরমত রজনী আসিয়া দর্শন দিল। পূর্ব্বদিকে অপূর্ণমণ্ডল চন্দ্রমা সুদূরবর্ত্তী গুল্ম মধ্য হইতে উদিত হইলেন। অনুজ্বল জ্যোতিঃপিণ্ড সকল একে একে কম্পিত শরীরে আসিয়া আকাশ মণ্ডলে প্রকাশ পাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক শূন্যময়; সমীরণের হুহু শব্দ ভিন্ন আর কিছুই কর্ণগোচর হয় না। চন্দ্রগুপ্ত বিষম ভাবিত হইলেন। তিনি যে জীবনের ভয়ে মগধের সুরম্য রাজভবন পরিত্যাগ করিয়াছেন; জননীর স্নেহময় অশ্রুজলেরও অপেক্ষা করেন নাই, পিতার অন্তরিক স্নেহ, প্রকৃতিকুলের সদয়ানুরাগ, অতুল ঐশ্বর্য্য সমুদায়েই মমতা বিস্মৃত হইয়া ছিলেন; আবার যে জীবনের ভয়ে গ্রীকদিগের আশ্রয়ের সহিত হৃদয়ার্দ্ধ ভাগিনী প্রণয়িণার সপ্রেম আলিঙ্গন পরিত্যাগ করিয়াছেন এক্ষণে বুঝি সেই জীবন নির্জ্জন নির্কারব মরুভূমিতে পরিত্যাগ করিতে হয়। অতিবেগে অশ্বচালনের প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু পরিশ্রান্ত ঘর্ম্মাক্তকলেবর বাহক আর দ্রুত গমন সমর্থ নহে। অগত্যা নৃপকুমারকে অশ্বের ক্ষমতা ও ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইতে হইল।

ক্রমে রজনী চারিদণ্ড অতীত হইল সন্ধ্যার অস্পষ্ট অরুণিমা পশ্চিমাকাশে বিলীন হইয়া গেল। শোভাময় শশলাঞ্ছন দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সতেজে নীলাম্বর তলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন প্রকৃতী দেবী বহুমূল্য মণি মাণিক্যে গৃহ চন্দ্রাতপ সুশোভিত করিয়া বাসর সজ্জা সমাধান করিলেন। সমীরণের খরতর বেগ আরও প্রবল হইয়া আসিল। চন্দ্রগুপ্ত চাহিয়া দেখিলেন পশ্চিমাকাশে নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশি উত্থিত হইয়াছে; মনে মনে বিষম ভীত হইলেন যদিও দস্যু হস্তে বাঁচিতেন কিন্তু এবার এ দুর্দ্দান্ত শত্রু ঝড় বৃষ্টি নিকট, এ আশ্রয়হীন স্থানে নিস্তার নাই।

দেখিতে দেখিতে মেঘমালা বায়ুভরে গগণমণ্ডল আবৃত করিয়া ফেলিতে লাগিল। যেখানে রজনীদেবী প্রিয় পতি নিশানাথকে ক্রোড়ে লইয়া মধুর হাস্য করিতেছিলেন কালরূপী সেখানেও আসিয়া উপস্থিত হইল। জ্যোৎস্নার বিমল আলোক বিলুপ্ত হইয়াগেল। এখন সমীরণ কালমূর্ত্তি ধারণ করিল, পথ আর দেখাযায় না, চন্দ্রগুপ্ত বাহকের রশ্মি শিথিল করিয়া দিলেন অশ্ব যথেচ্ছা গমন করিল।

প্রবল ঝঞ্ঝা বিদ্যুতের চঞ্চলালোক আর মধ্যে মধ্যে অশনিপাতের হৃদয়ব্যথাকর অত্যুগ্র নিনাদ—চন্দ্রগুপ্ত উপস্থিত

মৃত্যুর সভাজনার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সম্মুখেই নিকটে একটী ক্ষুদ্র বন মধ্যে আলোক দেখিতে পাইলেন। অমনি জীবনাশা পুনঃপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল— বনের নিকটবর্ত্তী হইলেন. নিবিড়নিবেশিত বৃক্ষাবলির মধ্যে অশ্বের গতি রুদ্ধ হইল। চন্দ্রগুপ্ত নামিলেন। বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে অভিলষিত স্থানে একটী দেব গৃহ। গৃহমধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছে. চন্দ্রগুপ্ত দ্বার সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন দুইটী সশস্ত্র পুরুষ বসিয়া মৃদুস্বরে কি কথোপকথন করিতেছেন।

এক বিপদ হইতে রক্ষার সম্ভাবনা হইল বটে কিন্তু আবার আর একটী বিপদের চিন্তা উপস্থিত। চন্দ্রগুপ্ত ভাবিতে লাগিলেন যদি ইহারা দস্যু হয়। আবার ভাবিলেন ইহারা দুইজন মাত্র এতই বা শঙ্কা স্থান কি?, আপাতত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণরক্ষা করা যাউক।

কুমার সাহসে নির্ভর করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মন্দির বাসিরা কেহই তাঁহার অপরিচিত নহেন দেখিলেন মহারাজ পুরঃসর হেমরাজের সহিত বসিয়া আছেন।

আগন্তুক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে উভয়েরই চক্ষু তদ্দিকে যুগপৎ পতিত হইল। হেমরাজ কহিলেন "কুমার চন্দ্রগুপ্ত" রাজা একটু মৃদুস্বরে বলিলেন "দুরাত্মা নন্দবংশ কুলাঙ্গার ভারতের সর্ব্বনাশক দাসীপুত্র আবার কোথা হইতে আসিল"। বাক্য গুলি অতি মৃদুস্বরে পুরঃসরের মুখ হইতে বহির্গত হইল। চন্দ্রগুপ্ত শুনিলেন মনে, মর্ম্মান্তিক বেদনা উপস্থিত হইল, যেন শত সহস্র শেল মর্ম্মভেদ করিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিল। কাতর স্বরে কহিলেন "মহারাজ, শূদ্রাগর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেও নন্দের পুত্র এখনও দাসীপুত্রের কার্য্য করে নাই। গ্রীক শিবিরে দীর্ঘকাল বাসকরিলেও ভারতের মান খর্ব্ব ও মুখ হেট হয় এমন কোন বিষয়ই চন্দ্রগুপ্ত দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই। মহারাজ, আপনি তিরস্কার করুন কিন্তু বিপক্ষ শিবিরে আমার সম্মান দেখুন এই নন্দবংশকুলাঙ্গার প্রাণ লইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিয়া আসিতেছে।"

হেমরাজ কহিলেন "কেন?"

চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন "একদিন গ্রীক সেনানী সেলুকস অনুরোধ করেন 'চন্দ্রগুপ্ত তোমাকে আমার সহিত রাজা পুরঃসরের ভগ্ন শিবিরে যাইতে হইবে'।"

হেমরাজ কহিলেন "কি অভিপ্রায়ে আগমন?"

"অভিপ্রায়, প্রতারিত করিয়া মহারাজকে বন্দীকরা।"

পুরঃসর হাসিয়া কহিলেন "গ্রীকরা কি মনেকরিয়াছে যে পুরঃসর বারম্বার প্রতারিত হইবে? তারপর?"

"আমি তাহাতে স্বীকার না হওয়াতে আমার জীবন গ্রহণের পরামর্শ করে। আমি জানিতে পারিয়া সন্ন্যাসী বেশে তাহাদের দুর্গ হইতে বহির্গত হই, দুর্গের বাহিরে সামশ্রমী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমার পথ নির্দ্দেশাদি করিয়াদেন।"

হেমরাজ কহিলেন "মহারাজ, সিংহশাবক কি কখন শৃগালের উপাসনা করে।"

চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন "মহারাজ, এই শত্রুসকুল দেশে সৈন্য সামন্ত বিহীন হইয়া একাকী থাকা নিরাপদ নহে।"

পুরঃসর কহিলেন "সৈন্যেরা নিকটেই আছে দুর্যোগ দেখিয়া বোধ হয় অগ্রসর হয় নাই।"

"কিন্তু গ্রীকরাও নিকটবর্ত্তী। এক্ষণে ঝড় বৃষ্টি অবসান হইয়াছে; আসুন বরং এস্থান পরিত্যাগ করা যাউক।" বলিতে বলিতে একেবারে বহুল অশ্বখুর শব্দে ক্ষুদ্র অরণ্যানী কম্পিত হইয়া উঠিল। গ্রীকেরা স্বস্ব অশ্বত্যাগ করিয়া একেবারে মন্দিরের নিকটস্থ। তাহাদের সঙ্গে সামশ্রমীও আছেন। চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন "মহারাজ বোধ হয় সৈন্যেরা আসিয়া উপস্থিত হইল।" বলিয়া দ্বার সমীপে আসিলেন নিকটেই শত্রুগণ, গ্রীকবল!! অমনি অন্যদিকে বেগে প্রস্থান করিলেন।

একজন গ্রীক কহিল "দেখ, পালায় যে"।

সামশ্রমী চন্দ্রগুপ্তকে চিনিয়াছেন কহিলেন "আমি উহাকে ধরিতেছি।" অমনি সেইদিকে ধাবমান! সেই প্রস্থান, আর কখন গ্রীকদিগকে দর্শন দেন নাই।

ক্রমশঃ।

দুর্গাবতী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সপ্তম সর্গ।

১

প্রভাকর পূর্ব্ব মুখ করিল রঞ্জিত;
স্কন্ধাবারে আরম্ভিল দুন্দুভির ধ্বনি,
নিষঙ্গী, কবচী, রথী, হইল সজ্জিত;
গমন শবদে সেনা চলিল অমনি।

২

উপনীত আর্য্য-সেনা প্রান্তরের মাঝে;
অদূরে পৌঁছিল আসি যবনের দল
সজ্জিত হইয়া সবে সমরের সাজে;
দাঁড়াইল হিন্দুসেনা হইয়া নিশ্চল।

৩

আরম্ভে যবন সেনা বরষিতে বাণ,
অতিমদ সমরাজ্ঞা তথাপি না দিল।
মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধবীর্য্য ভোগীর সমান
চেষ্টাহীন আর্য্যসেনা পড়িতে লাগিল।

৪

অধীর ভাবেতে চাহে অতিমদ পানে
প্রতিক্ষণে আক্রমাজ্ঞা ভাবে সেনাগণ।
আহত হয়েছে কত যবনের বাণে,
তথাপি না আজ্ঞা পায় সমর কারণ।

৫

ধানুকী ধনুকে এবে যুড়িয়াছে শর;
আক্রমিতে ম্লেচ্ছসেনা তুরগী অধীর;
নিষ্কাশিত অসি করে পত্তির নিকর;
সৈনাপতিগণ এবে হয়েছে অস্থির।

৬

যবন ভেরীর ধ্বনি করিয়া শ্রবণ
আর্য্য-অশ্বকুল তুলে পদ বার বার।
অতিমদ সন্নিধানে সেনাপতিগণ
উপনীত হ'ল শীঘ্র জানিতে ব্যাপার।

৭

"কি কারণে আজ্ঞা তুমি নাহি দাও রণে?
আক্রমিতে ম্লেচ্ছসেনা হয়েছে সময়।
দেখিছ সেনার ধ্বংস, কি ভাবিছ মনে?
সমরে বিলম্ব আর উচিত না হয়।"

৮

"আক্রমিতে যবনেরে অনুচিত কাল।
কিরূপে আক্রমি বল তাদের এখন?
ক্ষণেক বিলম্ব কর ঘুচিবে জঞ্জাল,
মোদের অধীন হবে দেখিবে যবন।

৯

বিলম্বেতে কার্য্য সিদ্ধি আছে ত প্রবাদ,
এরে আক্রমিলে নাহি ফলিবে সুফল;
শুনিবে উচিত কালে ভেরীর নিনাদ,
নাশিবে উচিত কালে যবনের দল।

১০

আক্রমাজ্ঞা দিতে হয় জানি শত্রুগতি;
কেমনে করিব কার্য্য নির্ব্বোধের মত?
ভুষিবেন তবে মোরে দেবী দুর্গাবতী
অর্ব্বাচীন বলিবে হে আমারে জগত।"

১১

একজন সেনাপতি বলিল সরোষে—
"উচিত সময় এই বধিতে যবন;
হিন্দুসেনাদল-অসি নাহি আর কোষে,
আজ্ঞাদিলে সেনাগণ করে আক্রমণ।

১২

দু,তিন সহস্রসেনা যবনের বাণে
ত্যজেছে জীবন, করি সহস্র আহত;
একটিও ম্লেচ্ছ কিন্তু মরে নাই প্রাণে;
একটিও হয় নাই যবন আহত।

১৩

ক্ষণমাত্র বিলম্বও উচিত না হয়;
অধীর হয়েছে এবে হিন্দুসেনাগণ,
দাও আক্রমাজ্ঞা তুমি লভিবে বিজয়,—
মৌনভাব দেখি তব কিসের কারণ?"

১৪

উত্তরিল ধীরে ধীরে বিশ্বাস ঘাতক
"কেমনে তোমরা বল আক্রমাজ্ঞা দিতে!
আক্রমণ নাহি হ'বে ফলোপধায়ক,
উচিত ক্ষণেক কাল বিলম্ব করিতে।

১৫

কোন কোন লোক বটে এমন সময়
সাহসেতে রিপুগণে করে আক্রমণ;
দৈবাধীন দেখাযায় তাহার বিজয়,
পরাজয় তার কিন্তু নিশ্চিত তখন।

১৬

ব্যাপ্তিজ্ঞান যথা অনুমিতির কারণ,
বিপক্ষ-গতির জ্ঞান তথা যুদ্ধপ্রতি।
বুদ্ধিহীন বলি সেই সেনাপতিগণ,
যাহারা রণের কালে নহে ধীরমতি।

১৭

যুগপদ্ জ্ঞানাভাবে অনুত্ব স্বীকার
যেমন করিতে হয় মানব মানসে,
বিলম্ব সেরূপ হেতু জয় লভিবার
প্রবল অরাতি কুল আনিতে স্ববশে।"

১৮

"আসি নাই মোরা হেথা পড়িতে দর্শন,
উপদেশ দিবারও নহে এ সময়।"
বলিয়া উঠিল রোষে বীর একজন,
"অণুমাত্র বিলম্বও আর নাহি সয়।"

১৯

"তোমরাত দেখি সবে বাতুলের মত,"
বলিয়া উঠিল এবে যবনের দাস।
মিশিল অপর স্থানে সেনাপতি যত
সমর কারণে সবে করে অভিলাষ।

২০

পাঠাইল দ্রুত দূত দেবীর নিকট;
চলিল তখনি দূত আরোহি বাজিতে।
না জানিল এই কথা অতিমদ শঠ,
হিন্দুসেনা পরাজয় লাগিল ভাবিতে।

২১

আক্রমাজ্ঞা দিল এবে এক সেনাপতি
শন্ শন্ শব্দে চলে ধানুকীর তীর।
করেণু আরোহি এবে দেবী-দুর্গাবতী
রণবেশে উপস্থীত হইয়া অধীর।

২২

লইলেন নিজে দেবী সমরের ভার,
বাধিল সংগ্রাম এবে ঘোরতর ভাবে;
সেনার পদধুলিতে আকাশ আঁধার,
ত্রিভুবন প্রকম্পিত ভেরীর আরাবে।

২৩

ছুটিছে এখন শর করি শন্ শন্,
শুনাযায় করিকণ্ঠ ঘণ্টার নিস্বনে,
শত্রু শিরে পড়ে অসি করি ঝন্ ঝন্
আজ্ঞা দেন নিজে দেবী দুর্গাবতী রণে।

ক্রমশঃ।

সুধাকর।

উৎসর্গ।

১

ওহে পূর্ণ শশধর রজনীর শোভা,
রজনী রঞ্জনদেব জন মন লোভা!
নবদূর্ব্বাদলশ্যাম আকাশের কোলে
বস যবে রাজা হয়ে, কেবা বল ভোলে—
দেখিলে তোমার সেই সুধাময় রূপ
কুমুদের প্রিয়পতি! আকাশের ভূপ!

২

তোমায় দেখিয়া তব কুমুদিনী সতী
হাসি হাসি খোলে নিজ সহাস বদন,
তুমি তার প্রাণ মন, হৃদয়ের পতি,
হাসি হাসি করে তব মুখ দরশন।

৩

তুমিও তখনি দেব! প্রতিবিম্ব ছলে
হাসি হাসি ধীরে ধীরে যাও তার পাশে
আনন্দে জলের মাঝে ডোব কুতুহলে
মন সুখে কুমুদিনী আমোদেতে ভাসে।

৪

ধীরে ধীরে নিজ করে ধরিয়া তাহায়
মুখ হতে খুলে দেও পল্লবের বাস,
সোহাগে তখনি তার মন গলে যায়
আপনিই ওষ্ঠাধরে এসেপড়ে হাস।

৫

আহা কি বিশুদ্ধ, দেব, তোমাদের প্রেম!
এত ভালবাসাবাসি দেখিনি কখন
(রতনেতে মিলিয়াছে যেন শুদ্ধ হেম)
তুলনা তুলিতে আর দেখিনা এমন।

৬

ধরাধামে দেখাবারে বিশুদ্ধ প্রণয়
শেখাতে প্রণয় ধন মানবের দলে
দেব শশধর! রোজ লভ গো উদয়
তারকা সঙ্গিনী সনে আকাশের তলে।

৭

প্রেমরে! কি বলে হায় প্রকাশি তোমার
অমূল্য রতন রাজি, ভাব সুধাময়;
কোথা কুমুদিনী সতী কোথা বিধু আর
তথাপি তোমার গুণে বাঁধা গো উভয়।

৮

কৌমুদী রমণী তব দেব শশধর!
ছায়া হেন আছে সদা তব অনুগত
কখন তোমার হতে না হয় অন্তর
দিবা নিশি সমভাবে পতিসেবা রত।

৯

সঙ্গের সঙ্গিনী সতী কৌমুদী তোমার!
কভু দেব এক তিল তোমা ছাড়া নয়;
বিপদে সম্পদে সদা সম ভাব তার,
সেভাব অভাব দেখি কভু নাহি হয়।

১০

রাজ কাজ সমাপিয়ে পশ্চিমে যখন
শ্রম দূর করিবারে যাও শশধর!
রঙ্গিনী সঙ্গিনী, দেব, কৌমুদী তখন,
তিলেক তোমার হতে না হয় অন্তর!

১১

গ্রাসিতে তোমায় দেব! রাহু দুরাচার
ভীষণ বদন ব্যাদি আসে গো যখন
কৌমুদী সঙ্গিনী দেব! তখনো তোমার,
তিলেক তোমায় ছাড়া নহেক কখন।

১২
সতীত্ব-উপমা-স্থান কৌমুদীর মত
জগতে দ্বিতীয় দেব ! দেখিনাক আর,
এমন অভিন্নরূপে পতিসেবারত
নয়নে পড়েছে বল কখন কাহার ?

১৩
তুমিও তেমতি দেব ! পক্ষপাত হীন,
বিমল আদর তব সকলে সমান ;
কিবা পাপী কিবা তাপী কিবা ধনী দীন
সকলেই সমরূপে কর কর-দান।

১৪
কেহই তোমার তাপে নহেক বঞ্চিত,
কাহারো নয়নে তুমি নহ খর-কর,
স্নিগ্ধ করে কর সদা সকলে মোহিত,
সকলে সমান সদা তোমার অন্তর।

১৫
কে বলে কলঙ্ক দোষে দূষিত তোমায় ?
স্বরূপ তোমার রূপ জানেনা সেজন ;
অতুল দয়ার চিহ্ন ধরেছ হিয়ায়
শেখাতে বিনয়হীন মানবের মন।

১৬
নিরীহ শশক জাতি ক্ষীণ কলেবর
গতি হীন অতি দীন নাহিক উপায়,
সান্ত্বনা করিতে নিজে তাহার অন্তর
উদার হৃদয়ে দেব, ধরেছ তাহায়।

ক্রমশঃ

তপস্বিনী।

প্রথম ভাগ।

ললিতা সুন্দরী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৪৯
অয়ি অয়ি সখি ! অয়ি প্রিয়তমে !
নীরস তরুর কুসুম ধন !
সাহারা সরসী অয়ি প্রাণসমে !
বিরাগী জনের বিজন বন !

৫০
সহি সহি চির অশেষ যাতনা
ভেঙে গেল ঘাড় বোঝার ভারে ;
শেষেতে পূরিল মনের কামনা
পরিয়ে তোমার প্রণয় হারে।

৫১
সজনের তুমি মানিক রতন,
হৃদয় আকাশ উজল শশী,
কমল মানস সরসী-শোভন,
তোমার আলোকে থাকে না মসি !

৫২
রূপসী প্রাণের প্রেয়সী আমার
তোমার সমান কি আছে কেন !
হেরিয়ে সতত বদন তোমার,
তোমার অধর বাঁচেগো যেন !

ইতি ললিতা-সুন্দরী।

প্রেরিত পত্র।

সতীত্ব।

১
সংসার-সাগর মাঝে সতীত্ব মুক্তাধন,
দেহের শুক্তি মধ্যে আছয়ে গোপন
ধর্ম্ম-ধনে ধনী যেই নরেন্দ্র তনয়া,
মন সুখে ভুঞ্জে তাই সদত অভয়া।

২
নবদ্বার গৃহ তার আছে সুরক্ষিত,—
সুবোধ প্রহরী তথা ফিরে জাগরিত ;
পতিব্রত তার সনে করিয়া ভ্রমণ,
দুরন্ত দস্যুর দলে করয়ে তাড়ন।

৩
কু আশা-ভেলায় চড়ি তারা অনিবার,
ঘুরিতেছে ভীমরূপে সাগর মাঝার ;
ডুবিবে গোপনে ভাবে তাদের মনন,
শুক্তি হইতে মুক্তা করিবে হরণ।

৪

লোভরূপ ছুরি সঙ্গে ফিরে অনুক্ষণ,
তা দিয়া বাহির করে সতীত্ব রতন ;
অধম পাতকী তারা জানেনা কখন,
কি ফল সতীত্ব ধরে, মূঢ়ের মতন।

৫

পর পিতা পরমেশ সতীত্ব সুধনে,
কামিনী-কুলের গর্ব্ব করিলা সৃজন ;
ইন্দ্রসেন পত্নী তাই রাখিয়া যতনে,
সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখালে কেমন !

৬

কিবা রণে কিবা বনে হোকনা যথায়,
সুপ্রভা সতীত্ব জ্বলে দেখি অনুক্ষণ ;
রাঘব রমণী তার প্রত্যক্ষ সেথায়,
পতিরতা প্রণয়িনী নাথের কারণ।

৭

স্বামীসনে সদা ধায় সতীত্ব রতন,—
সুবিখ্যাত অগস্ত্যে রসংসার-সঙ্গিনী,
ত্যজিয়া বিষয় সুখ, পতির চরণ
ধরিয়া হৃদয়ে, হল তাঁহার ভাবিনী।

৮

নরেন্দ্র-নন্দিনী বামা দ্রুপদ-তনয়া,
পড়িয়া কীচক করে আছিল কেমন !
স্মরিয়া সতীত্ব শুধু অন্তরে অভয়া,
লভিলা নিস্তার, পেতে পতির চরণ।

৯

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী সেই সাবিত্রী সুমনা,
সত্যবানে সত্য থাকি, সতীত্ব সুধন
পালিয়া যতনে কিবা আহা বরাঙ্গনা,
যমলোকে সাধী হল দেখনা কেমন !!

ভবানীপুর পাকুড়তলা। } অনুগৃহীত শ্রী ভুবনমোহন ঘোষ।

গুপ্ত যন্ত্র।

কলিকাতা।

২৪ নং মির্জ্জাফর্শ লেন পটলডাঙ্গা।

প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

উক্ত যন্ত্রালয়ে ছাপার কর্ম্ম (উভয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা) অতি উত্তমরূপে নিয়মিত সময়ের মধ্যে এবং অল্প মূল্যে নির্ব্বাহ হয়, যাহাতে সাধারণের সুবিধা হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নও করা যায় যথা—

১। পত্রের দ্বারা সমুদায় কর্ম্মই নির্ব্বাহ হইতে পারে, স্বস্থানে বসিয়া সকলে আপন ইচ্ছামত কার্য্য পাইতে পারেন।

২। ছাপার মূল্য অতি সুলভ, আবশ্যক মত মূল্যের তালিকা দেওয়া যাইবেক।

৩। প্রুফ সংশোধন-ভার লওয়া যাইতে পারে।

৪। কাগজ উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায়।

৫। পুস্তক বান্ধানর ভারও লওয়া যায়।

৬। পুস্তক কি পত্রিকা বিলি কি বিক্রয় করার ভার ও টাকা আদায়ের ভার গ্রহণ করা যায়, এবং বিবেচনামতে আমাদিগের খরচার টাকাও উক্ত আদায় হইতে লওয়া যাইতে পারে।

অপরাপর বিষয় সকল যন্ত্রাধ্যক্ষের নিকট জানিতে পারিবেন।

শ্রী দুর্গাচরণ গুপ্ত,
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্শ লেন, গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ১১ই ভাদ্র ১৭৯৩ শক। [২০শ সংখ্যা।

ভারতে গ্রীক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বন্দী।

পাঠক, "চক্রবৎপরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ" এ কবিতাটীর কি ভাবগ্রহ করিতে পারিয়াছ? যদি একটু অধিক বয়স হইয়া থাকে, যদি কথঞ্চিৎ বাল্যসীমা অতিক্রান্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার মর্ম্মজ্ঞান হইয়াছে সন্দেহ নাই। গৃহের সুখসেব্য আহার বিহারাদি ত্যাগ করিয়া কোন না কোন দিন পথের কিঞ্চিৎ ক্লেশও সহ্য করিয়া থাকিবে। আজ যে ভাবী সুখের আশায় উল্লাসিত হইতেছ কল্যই তাহা নৈরাশ্য ও দুঃখ রূপে পরিণত হইতে পারে। আজ যে প্রণয়াস্পদ বান্ধবের প্রণয়প্রতিম মুখ দর্শন করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছ কল্যই সেই বন্ধু তোমাকে দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতে পারেন। এখন যে প্রাণসম প্রণয়পুত্তলি কামিনীর প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া অতুল সুখভোগ করিতেছ পরক্ষণেই সেই মধুর প্রণয়পাশ বিচ্ছেদাস্ত্রে ছিন্ন অথবা ঈর্ষানলে দগ্ধ হইয়া যাইতে পারে। পাঠক, এইরূপ কোন না কোন ভাগ্যবিপর্য্যয় অবশ্যই এক সময়ে ভোগ করিয়া থাকিবে। বস্তুতঃ মনুষ্য মাত্রেই অদৃষ্ট-সূত্রের অনুবর্ত্তী। পুরঃসরও মনুষ্য, তবে তাঁহার আরও অধিক ভাগ্যবিপর্য্যয়। সেদিনে দেখিলাম হাস্তিনার সভাগৃহে সেই সুপ্রশস্ত হর্ম্মাতলে শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত বেদিকার উপরে সন্নিবেশিত হেম সিংহাসনে সুবিজ্ঞ প্রকৃতি

কুল ও বাচস্পতি-প্রাজ্ঞ সচিববর্গে পরিবৃত হইয়া মহারাজ পুরঃসর বিশ্রাম করিতেছেন, হৃদয় কবাট উদ্‌ঘাটিত করিয়া প্রিয় বন্ধুগণের সহিত হাস্য কৌতুক করিতেছেন, হৃদয়ার্দ্ধভাগিনী মহিষীর বিপুল ভুজবন্ধন মধ্যে থাকিয়া সুমধুর প্রেমালাপে উন্মত্ত আছেন আবার দেখিলাম বীরমদমত্ত হস্তিনা-নাথ চতুরঙ্গ সেনা সমভিব্যাহারে চন্দ্রভাগার অপর পারে সেনা নিবেশ করিয়া রহিয়াছেন, নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে যবনদিগের সমূলোন্মূলন নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন; আবার যখন সেকেন্দার পাশ্চাত্য-সুলভ প্রতারণা-পরবশ হইয়া সকল নিয়ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক সসৈন্যে নিশা যোগে পার হইলেন, হিন্দুগণ উভয় দিক হইতে আক্রান্ত—তখন দেখিলাম পুরঃসর ক্রোধরক্তেক্ষণ সেনাশিরোভাগে শত্রুমর্দ্দনার্থ অগ্রগামী হইতেছেন। আবার যখন গ্রীকেরা প্রবল হিন্দুসৈন্য-মথনে পলায়নের চিন্তা করিতেছে, মদনমোহনের পরামর্শক্রমে তাহাদের শিবির হইতে পত্র আসিল—"গ্রীকরা এ বিদেশে আপনারই আশ্রিত এখন তাহাদের সমূলোন্মূলন কর্ত্তব্য বিবেচনা হয় করুন"—তখন দেখি হস্তিনাপতির সেই বীরভাব সেই ক্রোধ, দয়া সাগরে নিমগ্ন হইল; সৈন্যগণ রাজনির্দ্দেশে যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইতে লাগিল—পরক্ষণেই হিন্দু-বল ছত্র-ভগ্ন হইয়া পলায়নপর—নৃপতি তাহাদের সকলের পশ্চাতে। আবার সেদিন দেখিলাম মহারাজ পুনর্ব্বার স্বদলবল সহিত মিলিত হইয়া অলকনন্দার ভবানীমন্দিরে অবস্থান করিতেছেন—ক্রমে গ্রীক শিবিরে বন্দী—পাঠক, এখন দেখ মহামহীম পুরঃসর সেকেন্দারের সহিত এক সিংহাসনে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। হিন্দু ও গ্রীকদিগের সন্ধি নির্দ্ধারিত হইয়াগেল। সন্ধির নিয়মানুসারে গ্রীকবল নির্ব্বাধে ভারত হইতে প্রতিপ্রস্থান করিতে পাইবেন—পুরঃসর তাঁহার স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত; আর প্রতিজ্ঞা করিলেন তিনি তক্ষশিলাপতির প্রতি কোন উপদ্রব করিবেনা।

সেকেন্দার কহিলেন "মহারাজ অসামান্য ধীশক্তিপ্রসূত বিজ্ঞান কি ভারতেই অবরুদ্ধ থাকিবে, ভারতের স্বকীয় ধন ভারতই উপভোগ করিবে? আমার একান্ত বাসনা ভারতের জ্ঞানসূর্য্য গ্রীকেদেরও মুখ উজ্জ্বল করুক।"

"আপনার যেরূপ ইচ্ছা।"

সেকেন্দার সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন "আমার বাসনা, মহারাজ কয়েকটী উৎকৃষ্ট দার্শনিক গণিত ও জ্যোতির্ব্বিদ আমাকে প্রদান করেন,—গ্রীকেরা তাঁহাদের নিকট হইতে ঐ সকল শাস্ত্র শিক্ষা করিতে পারেন।

পুরঃসর বলিলেন "ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণেরা যবন দেশে বাস স্বীকার করিবেননা আপনি কতকগুলি ধিশক্তিসম্পন্ন বিদ্যার্থী দিগকে এখানে শিক্ষার্থে রাখিয়া যাইবেন। আমি তাহাদিগকে আদরের সহিত শিক্ষার উপায় করিয়া দিব।" গৃহমধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির ছায়া পড়িল, সদর্প-পদবিক্ষেপে দূর হইতে অনুমিত হইল কেহ আসিতেছে। আগন্তুক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। নৃপতিদ্বয় দেখিলেন তিনি সেলুকস।

সেকেন্দার জিজ্ঞাসা করিলেন "সেলুকস সেই দুর্বৃত্ত চক্রান্তকারী ভণ্ডযোগীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল?

পুরঃসর একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন "সেই পাপিষ্ঠই এই সমস্ত অনর্থের মূল।" যে শোকশঙ্কু হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিয়াছিল তাহারই উষ্মার ন্যায় অত্যুষ্ণদীর্ঘনিশ্বাস—সেকেন্দার বুঝিলেন কোন গুরুতর দুঃখভারে ভূপতির মন অভিভূত হইয়াছে; মনেকরিলেন বুঝি তাঁহারই দুর্ব্যবহারে হস্তিনা-নাথ-দুর্ম্মনায়-মান হইয়াছেন, কহিলেন "মহারাজ, এত অনুনয়েও সেকেন্দার ক্ষমা প্রাপ্ত হইল না?"

পুরঃসরের মন কোন গুরুতর ভাবনায় একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য প্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রীক বিজেতার কথা কর্ণে স্থান পাইল না। মুখদিয়া মৃদুস্বরে দুই একটী কথা বাহির হইল। দুই একটী কথা বুঝা-গেল—তাহার একটী 'কামন্দকী' আর একটী 'ইন্দুমালা'। সেকেন্দার বুঝিলেন হস্তিনা-নাথ কন্যার ভাবনায় আকুলিত হইয়াছেন। কেনইবা না হইবেন—যে কন্যার নিমিত্ত যুদ্ধের এই বিষময় ফল তাঁহাকে আস্বাদন করিতে হইয়াছে, যাহার জন্য রাজ্যহীন, ধনহীন, পরিজনহীন মহীপতি অরণ্য আশ্রয় করিয়া ছিলেন, এখন যাহার জন্য তিনি গ্রীকসেনাবাসে—সেই জীবনাপেক্ষা প্রিয়তর কন্যারত্ন তিনি কামন্দকীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। কামন্দকী কিছু তাঁহার নিকট অবিশ্বাসিনী নহেন। কিন্তু সহস্র হইলেও তিনি স্ত্রীলোক আর অনেক দিবসাবধি কোন সংবাদাদিও পান নাই। সুতরাং তন্নিমিত্ত উন্মনা হইবেন আশ্চর্য্য কি?

নৃপতির মন অতিশয় উদ্ভ্রান্ত। শীঘ্র সুস্থ হইবেন না বুঝিয়া সেকেন্দার গৃহমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আদেশমত সেলুকস রাজসমীপে বসিয়া রহিলেন।

ওদিকে শিবিরের অপর পার্শ্বে গ্রীক ও আর্য্যবংশীয় বুধগণের শাস্ত্রালোচনা লইয়া বিষম বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। সেকেন্দার তাঁহাদের নিকটে আসিয়া দেখিলেন পণ্ডিতেরা সকলেই একেবারে উন্মত্ত প্রায়। তাহাদিগের ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনাদের মিমাংশা কি হইল?"

একজন গ্রীসীয় পণ্ডিত কহিয়া উঠিলেন 'মহারাজ, গণিত জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রেই হিন্দুদিগের নৈপুন্য। আর কবিতা রচনা করিয়া বড়লোকের মন ভুলাইতেও তাঁহারা দক্ষ বটেন।"

হিন্দুদিগের আর সহ্য হইলনা। এক-জন দাম্ভিক পণ্ডিত কহিয়া উঠিলেন "কি দুর্বৃত্ত নরাধম কবিদিগের নিন্দা করিস্, তাঁহারা সরস্বতীর বরপুত্র।"

"সরস্বতীর বরপুত্র হক্ বা না হক্ ভিক্ষাদেবীর প্রিয় পুত্র বটে।"

"আঃ দুরাত্মন্, সদাশয় কবিকুলকে ভিক্ষুক বলিয়া আখ্যাত করিস্।"

"সামান্য ভিক্ষুকদিগের অপেক্ষা তাহারা কিছু অধিক বটে। সামান্য ভিক্ষুক চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া লোককে প্রতারণা করে না।"

ব্রাহ্মণগণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। বিবাদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপায় দেখিয়া সেকেন্দার কহিলেন "বুধগণ, আপনাদের ব্যাস ও বাল্মীকির ন্যায় পশ্চিমদেশেও হোমরের কবিত্ব-সূর্য্য সমুদিত হইয়া গ্রীসের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। একণে যে হোমরের জন্মভূমি বলিয়া পরিচিত ও সম্মানভাজন

হইবার নিমিত্ত গ্রীসীয়াস্থ সমস্ত নগর বিষম বিবাদ করিয়া থাকে, জীবনাবস্থায় সেই মহাকবি ঐ সকল নগরে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। ইহাতে কি কিছু হোমরের মর্য্যাদা হ্রাস হইয়াছে? দেখুন ভিক্ষুক অপবাদে কবিদিগের নামের অগৌরব হয় না। আর এক্ষণে কেহং সাধ করিয়া কবি নামে প্রতিপন্ন হইবার প্রয়াস পাইলেও আমাদের সংস্কার আছে যে ভিক্ষুক না হইলে প্রকৃত কবি হইতে পারে না যাহা হউক তদ্বিষয় লইয়া বিবাদ নিস্প্রয়োজন। আপনাদের সে প্রশ্নের মীমাংশা হইল?"

গ্রীসীয় পণ্ডিত সদর্পে কহিলেন "মহারাজ দর্শন শাস্ত্রে কি হিন্দুরা গ্রীকদিগের সমকক্ষ?"

একজন ব্রাহ্মণ কহিলেন "সমকক্ষ কখনই নহে, যে শাস্ত্র বল সকল শাস্ত্রেই হিন্দু প্রধান। মহারাজ, আপনিই কেন বিবেচনা করুণ না কাহাদের যুক্তি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ও অখণ্ডনীয়।"

সেকেন্দার কহিলেন "ভাল আপনারা এখন বিদায় হউন। একসময় আমি মহারাজ পুরঃসরের সহিত আপনাদের বিবাদ শ্রবণ করিব।"

ক্রমশঃ।

দুর্গাবতী।

সপ্তম সর্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২৪

অমৃত মধুর ভাব নাহিক নয়নে
তারকার জ্যোতি এবে প্রখরতাময়,
অসাধারণ বীরতা প্রকাশিছে মনে,
ঘর্ম্মবিন্দু শোভিয়াছে কপোলে উভয়।

২৫

সুনীল অলকা গণ্ডে যাইছে জড়িয়া
এক আধ বার কভু আবরে নয়ন।
উপবনে যেই ভাব ছিলে হে দেখিয়া
তার বিপরীত ভাব পাঠক! এখন।

২৬

ধন্য ধন্য দেবি! তুমি অবনী মাঝারে,
দেখাইলে বীরত্বের আজি শেষ সীমা;
জিনিলে গো পূর্ব্বতন বীর সবাকারে,
প্রকাশিলে অসামান্য মনের মহিমা।

২৭

ভারত বীরের ভূমি তোমারে ধরিয়া,
যদিও না জন্মাইত পূর্ব্ব বীর চয়;
তোমার এ বীর ভাব বল গো দেখিয়া
উত্তেজিত নাহি হয় কাহার হৃদয়।

২৮

তুমি দেবি! দেববালা ধরিয়া-মুরতি
মানবের অবতীর্ণা এই ধরা ধামে
যথার্থই তুমি দেবী অয়ি দুর্গাবতি!
হেন কার্য্য করে কেবা ধরে দুর্গানামে।

২৯

যথেষ্ট প্রশংসা দেবি! নাহি গো তোমার,
জগতে তুমি গো দেবি, বীরত্ব নিকষ,
তোমার বীরত্ব দেবি! নহে বর্ণিবার,
জয় লক্ষ্মী আজি দেখি তোমারই বশ।

৩০

ধন্য সেই বীরপ্রসূ তোমার জননী
তাঁরে বলি রত্নগর্ভা যথার্থ অক্ষরে
করিলে যে কাজ আজি হইয়া রমণী
স্থাপিলে অনন্ত কীর্ত্তি ধরণী ভিতরে।

৩১

বিদেশীয় ভূপগণ দেখ্‌রে সমরে
বীরবেশে বিরাজি আজি আর্য্য বীরবালা
বুঝিছেন প্রাণপণে স্বদেশের তরে
পরিছেন গলে আজি যশোমুক্তামালা।

৩২

হইবে ভারত ভূমে সুদিন কি আর,
 জনমিবে হেন বালা তোমার উদরে;
দেখাইয়া রণ মাঝে বীরত্ব অপার,
 যুঝিবেন নিজদেশ রাখিবার তরে।

৩৩

হায় সে সুখের রবি গেছে অস্তাচলে
 দুঃখের তামশী নিশা ঘেরেছে ভারত,
ভাসিছে ভারত জন নয়নের জলে
 * * * * * *

৩৪

এদিকে দেবীরে দেখি দুষ্ট অতিমদ
 ধীরে ধীরে মিশে গিয়ে যবনের দলে;
"চাহ গড়-অর্দ্ধভাগ, সেনাপতি পদ"
 কাটিল যবন তারে, "লভ এবে" বলে।

৩৫

দলিত হইল শির যবনের পদে
 ফুরাইল সব আশা যবনের করে।
ডুবালি আপন নাম অযশের হ্রদে,
 তোর মত পাপী নাই ভারত ভিতরে।

ক্রমশঃ।

সুধাকর।

উৎসর্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১৭

সুধার আধার তুমি দেব শশধর
 নাচ যবে কলপনা সঙ্গিনীর সনে
কেমন তখন হয় কবির অন্তর
 কিভাব তখন উঠে ভাবুকের মনে!

১৮

গড়ায় তখন দেব অমৃতের ধার,
 কবির বিমল সেই ভাবুক হৃদয়
গলে যার নব ভাবে পাইয়া সে তার,
 মানস সাগরে হয় লহরী উদয়।

১৯

বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য মন তখন সে হয়,
 হৃদয় বীণার তারে বাজে নব তান,
অমৃতের ধারা তার অন্তরেতে বয়,
 বিমল স্বর্গীয় সুখ লভে তার প্রাণ।

২০

শরত গগণে তুমি হইলে উদয়
 চকোর-মিথুন যদি খেলে তব কোলে
দেখিলে কাহার বল গলেনা হৃদয়?
 তবরূপে মন বল কাহার ভোলে।

২১

জলধি তোমায় দেখি দেব শশধর!
 তুলিয়া তরঙ্গমালা উথলে উল্লাসে,
বড়লোকে বুঝে থাকে বড়র অন্তর
 তাইসে তোমায় দেব আলিঙ্গিতে আসে।

২২

যথার্থ মহিমা তব দেব শশধর!
 জেনেছেন মহাদেব দেব-চূড়ামণি
তাই সে তোমায় লয়ে শিরের উপর
 আদরেতে করিলেন শির-শোভা-মণি।

২৩

তুমিও বিমল করে শোভিয়া তথায়,
 প্রকাশি মহিমা নিজ সুধার আধার!
বিমল শোভায় কিবা সাজায়েছ তায়
 আপন গৌরবে মান বাড়ায়েছ তাঁর।

২৪

যত কিছু রম্য বস্তু আছে ধরাতলে
 তুমি দেব সকলের উপমার স্থান,
তোমার দোহাই দিয়া তরেত সকলে
 তোমার বিমল নামে পায় তারা মান।

২৫

পক্ষপাত হীন তুমি দেব শশধর,
তোমার আদর দেব সকলে সমান,
তাই সে চরণে তব আজি "সুধাকর"
ভক্তি-নিদর্শন দেব করিলাম দান।

২৬

"সুধাকর" যদি দেব এতিন ভুবনে
মানহীন হয়, লোকে স্থান নাহি পায়
সুধাকর। 'সুধাকর' কৌমুদীর সনে
আদরেতে যেন দেব তব কাছে যায়।

ইতি উৎসর্গ।

ক্রমশঃ।

পোষা পাখী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এই যে রয়েছি আমি সজীব এখন,
তাইত ভাবিছি সার রজত কাঞ্চন।
তাইত অমৃত ময় ভাবিছি সংসার,
তাইত সকল সহ প্রণয় ব্যাভার।
যখন দশার শেষে হবে দিন শেষ,
তখন মনেতে নাহি রবে একলেশ।
কেবা ভাই কেবা বন্ধু পুত্র প্রিয়জন,
রজত কাঞ্চন নিধি অখিলের ধন।
সকল রহিবে পড়ি চলি যাব একা,
বারেক কাহার সহ না হইবে দেখা।
তবে কেন মনোমাঝে এত আশা রয়,
জগতের কোন ধন কাহার ত নয়।
এই যে অখিল রাজ্য দেখিতে বিশাল,
এই মত্ত ধনে ভরা আছে চিরকাল।
কেবল লইয়াগেছে এক কণা তার,
তবে কেন করেমরি আমার আমার।
তবে কেন অভিমানে মন দহে যায়,
তবে কেন অশ্রুঝরে কথায় কথায়।
যেধন হারায়ে আজি করি হায় হায়,
সেধনকি চিরদিন থাকিত বজায়।
অবশ্য দিনেকে তার হইত বিলয়,
তবে কেন তার লাগি এত মন দয়।
কেবল দুরন্ত আশা করি আক্রমণ,
প্রতাপেতে দগ্ধ করে মানবের মন।
আশা রসে মুগ্ধ হয়ে করিয়ে যতন,
করিলাম ফল আশে বীজের বপন।
যতনেতে স্নেহ বারি ঢালি অনিবার,
কালেতে হইল তার অঙ্কুর সঞ্চার।
বাড়িল আশার বেগে যতন অপার,
ভাবিলাম মনে হলো কাজের সুসার।
দেখিতে দেখিতে হলো পল্লব উদয়,
বাড়িল আশার লতা অতি সুখময়।
ঘেরিল শাখার বেড় চারিদিক তার,
মঞ্জরিল ফল হেতু অতি চমৎকার।

ক্রমশঃ।

প্রেরিত পত্র।

চকোর-বিলাপ।

কত কাল আর শশি মেঘাবৃত থাকিবে?
চঞ্চল চকোর প্রাণ আর কত দহিবে?
দিনান্তে নাদেখি চাঁদে কত যে পরাণ কাঁদে,
এপ্রমাদে ওরে বিধি,কেন মোরে ফেলিলে?
কেন ধরা আঁধারিয়ে একাল জলদ দিয়ে
আজিএ পুর্ণিমা শশি আঁখি আড়ে রাখিলে!

জগতে একই চাঁদ, এপ্রাণে একই সাধ,
সে সাধে সাধিয়ে বাদ কিবিষাদে ডুবালে?
যার প্রেম অনুরাগে পরাণে রোপিলে আগে
এবে তারে লুকাইয়ে যত আশা যুচালে!

গগণে সুধুই ঘন, মম ঘন গরজন,
কিজানি কখন শিরে অশনি যে পড়িবে।
সেভয়ে আকুল প্রাণ, কেমনে পাইব ত্রাণ
কেবা আর সুধা দানে পোড়া প্রাণে রাখিবে

একাল জলদ দল দূর কিরে হবে না?
দূরে গেলে মেঘ কিরে শশি আর রবেনা!
আসয়ে প্রখর রবি, গ্রাসিবে কি শশি ছবি
তবে এ তাপিত্ত তনু কেবাআর জুড়াবে?
কেবা আর হাসি হাসি বিমল বিমানে আসি
সরসী সলিলে ভাসি সুধারাশি ছড়াবে?

শুকায়েছে সরোবর বলি কিরে লুকালে?
তাই কি আমারে এত আঁখিনীরে ভাসালে!
যবে বারি পূর্ণ ছিল দূর হতে সে সলিল
কৌমুদী মাখায়ে মরি কিবা শোভা করিতে
তরু লতা সরোবর এবে সব শুষ্কান্তর
তুমিও লুকালে বিধু অভাগারে বধিতে!

শুকাবার নহে সিন্ধু তানাহলে শুকাত,
সে সলিলো তানাহলে এনিদাঘে ফুরাত;
সিন্ধু সদা পূর্ণরবে বিন্দু নাহি শুষ্ক হবে,
না হেরেও ইন্দুমুখ উথলিয়া উঠিবে।
কেবল সরসী জল শুকায়েছে সর্ব্বস্থল
কেবল আমারি প্রাণ দিবানিশি কাঁদিবে।

শ্রী গোপালকৃষ্ণ ঘোষ।

"I would I were a careless child."

Byron.

নিবীড় গহনে, কিম্বা বিজন কান্তারে,
জলধির কূলে কভু নীল-নীর পানে,
গিরিমূলে কভু, যথা হরিণ সঞ্চারে,
বেড়াতাম ফুল্লমনে বিভুগুণ গানে,
যদি কেহ মম তরে না হত তাপিত।১।

সাগরের কূলে বসি, একতান মনে
ধীরে ধীরে গণিতাম তরঙ্গের মালা;
থাকিতাম নিরন্তর বসিয়া বিজনে,
চিন্তাজ্বরে মন নাহি হত ঝালা পালা,
যদি কেহ——————।২।

ফল আহরণ করি তুঙ্গ শৃঙ্গমূলে,
ঝর্ঝর নির্ঝর বারি করিতাম পান;
জটাভার বিছাইয়ে সরিতের কূলে,
সুশীতল শিলাতলে হতাম শয়ান,
যদি কেহ মম——————।৩।

নীলিম জলদমালা, প্রাবিটেরি কালে
মুগ্ধহৃদয়ে হেরিতাম,—নয়নরঞ্জন,
ময়ুর ময়ূরী সনে নাচিতাম তালে,
নেহারি রচনা তব, ভুবন-মোহন!
যদি কেহ মম——————।৪।

শরদেরি পূর্ণশশী নীল নভস্থলে,
উদিত যখন হত তারাদল মাঝে;
দেখিতাম শুভ্রকান্তি, সরিতেরি জলে,
খচিত মুকুতা মালা—অপরূপ সাজে,
যদি কেহ মম——————।৫।

অস্তে গেলে দিনমণি পশ্চিম সাগরে
রঞ্জিয়া বিবিধ রাগে সুচারু আকাশ,
অন্তিম ময়ুখ মালা, উচ্চ গিরিশিরে,
দেখিতাম চাপলার চঞ্চল প্রকাশ,
যদি কেহ মম——————।৬।

শীতের প্রতাপে হলে নিস্পন্দ ভূতল,
তুষার বর্ষণে যবে অন্ধকার দিক্,
শিখরী-কন্দরে বসি,—মনোমত স্থল,—
গাইতাম বিভুগুণ হয়ে অনিমিক্,
যদি কেহ মম—————— ।৭।

সুখময় বসন্তের আবির্ভাবে যবে
ধরণী নূতন সাজে সুন্দর সাজিত,
মলয় মারুতে ফুল্ল হত জীব সবে,
অধিত্যকা কান্তি হেরি হতাম মোহিত,
যদি কেহ মম—————— ।৮।

দেবদারুগণ ঘন পবন হিল্লোলে
সুচারু নবীন পত্র নাচাত সতত,
সাঁই সাঁই রবকারী ঝাউতরুদলে
বিভুর মহিমা হেরি, ভাবিতাম কত!
যদি কেহ মম—————— ।৯।

নিবীড় নিদাঘে যবে উত্তপ্ত ভূতল,
দিবাকর খরকরে দাহে জীবগণ,
চাতকিনী ঘনে বলে "দেজল, দেজল,"
বসিতাম গিরিমূলে হয়ে ক্ষুন্নমন,
যদি কেহ মম—————— ।১০।

স্বাধীন অন্তরে সদা ভ্রমি বনে বনে,
কত কত হেরিতাম অপূর্ব্ব রতন,
বিজনেতে বসিতাম একতান মনে,
জগদীশ ধ্যান তরে করিয়া যতন,
যদি কেহ মম —————— ।১১।

পঙ্কিল পার্থিব পথ ত্যজিয়া সাদরে,
বিষম মোহিনী মায়া করিয়া ছেদন
বিজন কান্তারে বসি, নিস্পন্দ অন্তরে
পূজিতাম ক্ষুন্নমনে মনোমত ধন,
যদি কেহ মম—————— ।১২।

শ্রী সঃ
বরাহনগর।

গুপ্ত যন্ত্র।

কলিকাতা।

২৪ নং মির্জ্জাফর্শ লেন পটলডাঙ্গা।
প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

উক্ত যন্ত্রালয়ে ছাপার কর্ম্ম (উভয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা) অতি উত্তমরূপে নিয়মিত সময়ের মধ্যে এবং অল্প মূল্যে নির্ব্বাহ হয়, যাহাতে সাধারণের সুবিধা হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নও করা যায় যথা—

১। পত্রের দ্বারা সমুদায় কর্ম্মই নির্ব্বাহ হইতে পারে, স্বস্থানে বসিয়া সকলে আপন ইচ্ছামত কার্য্য পাইতে পারেন।

২। ছাপার মূল্য অতি সুলভ, আবশ্যক মত মূল্যের তালিকা দেওয়া যাইবেক।

৩। প্রুফ সংশোধন-ভার লওয়া যাইতে পারে।

৪। কাগজ উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায়।

৫। পুস্তক বান্ধানর ভারও লওয়া যায়।

৬। পুস্তক কি পত্রিকা বিলি কি বিক্রয় করার ভার ও টাকা আদায়ের ভার গ্রহণ করা যায়, এবং বিবেচনামতে আমাদিগের খরচার টাকাও উক্ত আদায় হইতে লওয়া যাইতে পারে।

অপরাপর বিষয় সকল যন্ত্রাধ্যক্ষের নিকট জানিতে পারিবেন।

শ্রী দুর্গাচরণ গুপ্ত
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্শ লেন, গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। | মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ১৮ই ভাদ্র ১৭৯৩ শক। [২১শ সংখ্যা।

ভারতে গ্রীক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রগুপ্ত ও সামশ্রমী।

সে দিবস রাত্রিতে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদিগের নিকট হইতে পলায়ণ করিলে সদানন্দ সামশ্রমীও তাঁহার অনুবর্ত্তী হন। চন্দ্রগুপ্ত ক্রমাগত দৌড়িতেছেন। নিকটেই গ্রীকদিগের বিষম কোলাহল—পশ্চাতেও মানুষ আসিতেছে কুমার অন্যদিকে না চাহিয়া প্রাণভয়ে ধাবমান যদি কোনরূপে জীবন রক্ষা করিতে পারেন। ক্রমে পথশ্রমজনিতা ক্লান্তি আসিয়া দর্শন দিল। যেখানে গভীর নিশাকালে প্রান্তর মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত দৌড়িতেছেন সেইখানে আসিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল—পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল চন্দ্রগুপ্ত কষ্ট স্বষ্টে সেই দুষ্ট রাক্ষসীকে অপসারিত করিয়া চলিতে লাগিলেন। পিশাচীসংসর্গে ক্রমে পদদ্বয় সমধিক ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। কপালজন্মা ঘর্ম্মাবলি গিরিতটিনীর ন্যায় ক্রমে সমধিক বেগ ধারণ করিয়া শরীর বহিয়া পড়িতে লাগিল। প্রবল শঙ্কা-সমীরণ উত্থিত হইয়া হৃদয়দাহী নৈরাশ্য বহ্নিকে উদ্দীপিত করিয়া দিল। চন্দ্রগুপ্ত দাঁড়াইলেন,—একটু কি ভাবনা,—ক্ষত্রসুলভ বীরভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রখর ঝঞ্ঝনা সহকারে কটিদেশ-দোদুল্যমান অসিকোষ হইতে শানিত খড়্গ বাহির করিয়া আর্য্য রাজকুমার পশ্চাতে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন একব্যক্তি দৌড়িয়া আসিতেছে, কহিলেন "দুর্ব্বৃত্ত যবন, একাকী সাহসে নির্ভর করিয়া সিংহের অনুগমন করিয়াছ? এস তোমাকে বলিদিয়া ভারতের পিচাশ

দেবগণকে পরিতৃপ্ত করি।" নিশিত অসি ঘূর্ণিত করিতে করিতে উল্লম্ফন দিয়া কুমার পশ্চাদ্ধাবিতের নিকটবর্ত্তী হইলেন। একটী ভীষণ সিংহনাদ; করধৃত করবাল উত্তোলিত হইল। সামশ্রমী ভীত হইয়া কহিয়া উঠিলেন "চন্দ্রগুপ্ত, স্ত্রীহত্যা করিওনা"। কুমার হস্তস্থ অসি রক্ষা করিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন—দেখিলেন সামশ্রমী। ভয়, লজ্জা, বিস্ময় সমুদয় আসিয়া যুগপৎ উপস্থিত হইল। চন্দ্রগুপ্ত কিছু অভিভূতের ন্যায় হইয়া অধোমুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব। অকস্মাৎ চন্দ্রগুপ্তের পার্শ্বভাগে ভীষণ উল্লম্ফনও চীৎকার শব্দ। চন্দ্রগুপ্ত চকিত ভাবে চাহিয়া দেখিলেন পার্শ্বস্থ একজন গ্রীক তাঁহার মস্তকোপরি অসি প্রহারোদ্যত হইয়াছে। বিদ্যুদ্বেগে কুমার নিজ করবার চালন করিয়া গ্রীকের উদ্যম বিফল করিলেন তাহার অস্ত্র চন্দ্রগুপ্তের অস্ত্রলাগিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। কুমার অসি ঘুরাইতে ঘুরাইতে কহিলেন "দুরাত্মন্ আমার জীবন গ্রহণ করিবে এই আমি তোর প্রাণ সংহার করি; ক্ষমতা থাকে আত্মরক্ষা কর্।"

গ্রীক দেখিল নিরূপায় কি করে প্রাণভয়ে চন্দ্রগুপ্তের চরণে নিপতিত হইয়া কহিল "রাজকুমার অধীনের জীবন রক্ষা করুন।"

"বিশ্বাসঘাতক প্রতারক গ্রীকদিগের উপর দয়া নাই, আচ্ছা তুই তোর অস্ত্র গ্রহণ কর দ্বৈরথ যুদ্ধে তোর জীবন নাশ করি।"

গ্রীক ভীত হইয়া কহিল "কুমারের সহিত অস্ত্রযুদ্ধে দাস নিতান্ত অসমকক্ষ।"

"তাহা কখনই শুনিব না, আয় এক আঘাতেই তোরে ইহলোকের যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করি।"

সামশ্রমীর মনে একটু দয়া উপস্থিত হইল কহিলেন "চন্দ্রগুপ্ত, গ্রীক উদরের নিমিত্ত বিদেশে জীবন হারাইতে আসিয়াছে উহার দোষ কি; বিষেশতঃ নিরস্ত্র হইয়া শরণাপন্ন উহার জীবন রক্ষা কর।"

চন্দ্রগুপ্তের মুখ গম্ভীর হইয়া আসিল। লোচনদ্বয় ইষদ্ কুঞ্চিত ধারণ করিল, দন্ত পংক্তিতে অধর দংশন করিয়া কুমার অস্ত্র সংযত করিলেন। সামশ্রমী গ্রীককে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি?"

"দাসের নাম পিরাক্লিস্।"

"তুমি এখানে আসিলে কেন?"

"মনে করিলাম আপনি একাকী পলায়ণপরকে ধরিতে পারিবেন না তাই আসিয়াছি।"

"আমি তোমাকে সেলুকসের নিকট দেখিয়াছি।"

"আজ্ঞা হাঁ আমি তাঁহারই শরীর রক্ষক।"

রাজকুমার তাহাদের কথা শুনিতেছেন না। তাঁহার মনে বিষম কলহ উপস্থিত হইয়াছে। সামশ্রমীর উপর তাঁহার চিরকাল বিশ্বাস ছিল; কিন্তু এখন গ্রীক সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহাকে দেখিয়া সে বিশ্বাসের একটু ব্যত্যয় হয়; কিন্তু সে সন্দেহ অতি ক্ষীণ দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যায়। কিন্তু আবার তাহার উপর এই ব্যাপার চন্দ্রগুপ্ত মনে করিলেন সামশ্রমী তাঁহার প্রাণ সংহারের নিমিত্ত গ্রীককে ঐরূপ কার্য্য পূর্ব্বে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্বের মৃদুতর সন্দেহ অট্টালিকার উপরে সঞ্জাত বট বৃক্ষের ন্যায়

বিলক্ষণ দৃঢ়মূল হইয়া উঠিল সামশ্রমী তাঁহার শত্রু, চক্রান্ত করিয়া তাহার জীবন গ্রহণ করিবেন। আবার সামশ্রমীর কৃত মহোপকার সকল মনে আসিতে লাগিল; তিনি না হইলে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক শিবির হইতে পালাইতে পারিতেন না। তিনিই তাঁহাকে জটাভার বল্কল ও অন্যান্য তাপস-সজ্জা আনিয়া দেন আর প্রচারিত করেন যে শিবিরে তাঁহার দুটী শিষ্য আসিয়াছে, তাহারা রাত্রি শেষে এখান হইতে যাত্রা করিবে। পাঠকগণকে বলা বাহুল্য যে গ্রীকরা পলায়নপর তাপস-বেশী চন্দ্রগুপ্তকে সামশ্রমীর শিষ্য বলিয়াই মনে করিয়া ছিল, না হইলে তিনি শিবিরের বাহির হইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। যে অশ্বটী আরোহণ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত প্রান্তর অতিক্রম করেন তাহাও তাঁহারই প্রদত্ত। সেকেন্দার যে তাঁহার প্রাণনাশ সঙ্কল্প করেন তাহাও তিনি সামশ্রমীর অনুগ্রহেই পূর্ব্বে জানিতে পারেন। চন্দ্রগুপ্ত তাঁহা হইতে আরও অনেক উপকার প্রাপ্ত হন সকল মনে আসিল না। তাঁহার প্রতি এতদূর অনুকূল যোগী তাঁহার ধ্বংশের চেষ্টা করিবেন!—আবার ভাবিলেন গ্রীক শিবিরে থাকিলেও ত প্রাণ হারাইতে হইত। গ্রীক শিবির নামে মনে আর এক ভাবের উদয় হইল প্রেমপ্রতিম প্রিয়তমার মুখকমল মনে পড়িল, একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। সেখানে থাকিলে হয়ত লেনিশা তাঁহার জীবন রক্ষা করিতেন—প্রিয়তমা তনয়া কাতর ভাবে চরণে ধরিয়া পিতার নিকট আমার জীবন ভিক্ষা করিয়া লইতেন; এই জন্যই বুঝি দুষ্ট যোগী তাঁহাকে ছলক্রমে তথা হইতে দূরীকৃত করেন। এইবারে সন্দেহ বিগত হইল,—বাহিরে দয়া দেখাইয়া নির্ব্বিঘ্নে চন্দ্রগুপ্তের প্রাণ সংহারই সামশ্রমীর উদ্দেশ্য। একটী বহুদিনের পঠিত কবিতা মনে আসিল; হৃদয়ের দ্বারস্বরূপ ওষ্ঠাধরের অসাবধানতায় শ্লোকাংশ অলক্ষিত-ভাবে বহির্গত হইয়া গেল; সামশ্রমীর কর্ণেগিয়া প্রবেশ করিল সেটী "গীত শব্দেন সংরুদ্ধা লুব্ধো মৃগান্নিবাধীঃ"।

সামশ্রমী চকিত হইয়া উঠিলেন। চন্দ্রগুপ্তের মনে তাঁহার প্রতি কোন সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে বুঝিলেন। ইচ্ছা তাঁহার ভ্রম অপনোদন করেন কি বলিবেন কথাটী ওষ্ঠপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু আর বলিতে সাবকাশ পাইলেন না। চন্দ্রগুপ্তের ধৈর্য্য লুপ্ত হইল। করধৃত করবাল উত্তোলিত করিয়া কহিলেন "দুরাত্মন্ ভণ্ডতাপস চক্রান্ত করিয়া সিংহের প্রাণনাশ সংকল্প করিয়াছ? এখন আপন জীবন দিয়া এপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর"। সামশ্রমী দেখিলেন বিপদ। যে চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার প্রাণস্বরূপ যাহার নিমিত্ত তিনি দেশত্যাগী সন্ন্যাসী, আর অনেকানেক জীবন সঙ্কট অসমসাহসীক কার্য্য সকলেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই চন্দ্রগুপ্তের হস্তেই এক্ষণে জীবন হারাইতে হয়। অন্য সান্ত্বনা সম্পূর্ণ বিফল বুঝিয়া কহিলেন "চন্দ্রগুপ্ত, অস্ত্রসংযম কর আমার একটী কথা আছে বলিয়া লই—একটু অপেক্ষা কর: তারপর ইচ্ছা হয় চিরকাল অনুতাপ করিবার নিমিত্ত সন্ন্যাসীর রক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিও।"

"অন্য কিছু বলিতে হইবেনা। একবার ঈশ্বরের নাম করিয়া লও; আর ভয় করিলে কি হইবে পরলোক গমন নিমিত্ত প্রস্তুত হও।"

"একটু বিলম্ব কর একটা কথা।"

"কি বলিবি বল্।"

"আমার প্রাণনাশ করিও না, করিলে তোমারই ক্ষতি।"

চন্দ্রগুপ্ত হাসিতে হাসিতে কহিলেন "ক্ষতির মধ্যে পৃথিবীকে গুরুতর পাপ ভার হইতে মুক্তি দান।"

"তুমি নিরস্ত হইবে না?"

"ভয় প্রদর্শন!"

"তুমি আমাকে বধ করিতে পার না।"

"এই দেখ্ পারি কি না।" হস্তস্থিত অসি উত্তোলিত হইল, চন্দ্রের বিমল আলোকে শানিত অসি প্রতিফলিত হইতে লাগিল, কহিলেন "এই দেখ্ পারি কি না।"

"অগ্রে দেখ পারনা কেন" বলিয়া সামশ্রমী বস্ত্রমধ্য হইতে একটী অঙ্গুরীয় বাহির করিলেন। কুমার দেখিবা মাত্র অস্ত্র সংযত করিয়া অঙ্গুরীয়টী গ্রহণ করিলেন—দেখিলেন; অকস্মাৎ বীরতাদীপ্ত মুখ চিন্তাম্লান হইয়া আসিল নয়নপ্রান্তে একবিন্দু জল আসিল; হর্ষ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সামশ্রমীর মুখেরদিকে চাহিয়া রহিলেন।

সামশ্রমী কহিলেন কেমন "আমার প্রাণ সংহার করিবে?"

চন্দ্রগুপ্ত কাতর হইয়া কহিলেন "ভগবান্, ক্ষমা করুন এখন বলুন আমার জননী কোথায়?"

"শীঘ্রই তাঁহার দর্শন পাইবে, এখন চল।"

"কোথায় যাইতে হইবে?"

"আপাততঃ অলকনন্দার দিকে।"

"চলুন; ভগবান, না জানিয়া কতই অপরাধ করিয়াছি হিতৈষী বন্ধুর জীবননাশে উদ্যত হইয়াছি; প্রভো অন্ততঃ আমার জননীর অনুরোধেও আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবে।"

"চন্দ্রগুপ্ত তোমার প্রতি আমার অনুমাত্রও অসন্তোষ নাই; এখন চল।"

গ্রীক কহিল "দাসের প্রতি কি অনুমতি হয়?"

চন্দ্রগুপ্ত সামশ্রমীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওকে জানিয়াছেন?"

"ও সেলুকসের একজন শরীর রক্ষক।"

কুমার বুঝিলেন ইহাদ্বারা তাঁহার অনেক উপকার হইবে,কহিলেন "তুমি আমাদের সঙ্গে যাইবে?"

"কুমারের যেরূপ অনুমতি; আপনি আমার জীবন রক্ষক।"

"তবে এস, আমি তোমাকে পুরস্কৃত করিব।"

সামশ্রমীর ইচ্ছা গ্রীক শিবিরে ফিরিয়া যায়। চন্দ্রগুপ্তের নিতান্ত বাসনা—কিছু বলিতে পারেন না। মুখে বিরক্তি সূচক চিহ্ন প্রকটিত হইল। কুমারও দেখিলেন, কিন্তু তাহা বলিয়া কি তিনি গ্রীককে পরিত্যাগ করিতে পারেন। হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত লেনিশার প্রণয়ময়ী মূর্ত্তি সেলুকসের সহচরকে পরিত্যাগ করিতে বারণ করিল! পাঠক, কোন্ অনুরোধ বড়। তাঁহার জীবনও যতদিন লেনিশার আশাও ততদিন।

ক্রমশঃ।

পোষা পাখী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ফলিবে সাধের বৃক্ষ মনেতে উল্লাস,
হেমকালে মূলসহ হলো তার নাশ।

পড়িল অকালে বাজ তাহার মাথায়,
গেলরে গেলরে আশা হায় হায় হায়।
কালি যার ফল ভোগে তৃপ্ত হবে মন,
আজি তার কালবশে হইল নিধন।
আহা কালি স্বকরেতে করিছি যতন,
আজি তারে আকিঞ্চন করিতে ছেদন।
আহা কালি বসে ওর শীতল ছায়ায়,
বাড়ায়েছি মনোমাঝে বিষম আশায়।
আহা আজি তার এই হয়েগেল ক্ষয়,
মনের কামনা হলো মনেতেই লয়।
হায় হায় দুখ বেগে ফেটেযায় বুক।
কেবলে সংসার মাঝে আছে শান্তি সুখ,
কেবলে দুর্লভ হয় মানব জনম,
কেবলে সুখেতে পূর্ণ মানবের মন।
এই যে বিস্তীর্ণ ধরা, আছে মানবেতে ভরা,
বল দেখি কার মনে আছয়ে সন্তোষ।
জিজ্ঞাসহ ঘরে ঘরে, কেবা সদুত্তর করে,
কার আনন্দেতে পোরা আছে চিত্তকোষ॥
কেবা জনমিয়া চরে, ভাসি সুখ সরবরে,
মনোসাধ পূর্ণ করে গেছে লোকান্তর।
কার চিত্ত সুখময়, নাহিক পতন ভয়,
কারবা দুখের নিশি হয়েছে অন্তর॥
এই যে সুখের দিন, কোনমতে নহে ক্ষীণ,
মনোসাধে শুয়ে আছি কোমল শয্যায়।
কেবলিতে পারে বল, কালি কি হইবে ফল,
হয়ত হইয়া জড় রহিব ধরায়॥
মিছা ত সংসার মায়া, যেন ঘনদল ছায়া,
এর লাগি কেন মায়া করি বার বার।
মিছা দেহ মিছা স্নেহ, কাহার ত নহে কেহ,
তবে কেন মিছার দায়ে করি এত হাহাকার॥
যবে আসি ধরাপরে,আনিনিত সংগে করে,
আপন সুখের তরে কোন প্রিয় পরিবার।
আনিনিত কোন ধন, যাতে এত প্রয়োজন,
তবেকেন ভাবী ভাবি হইতেছি কাঁটা সার।
ওহে জ্ঞানী পক্ষীবর, তুমি সুখী নিরন্তর;
ভাবনাক পূর্ব্বাপর, একমাত্র জ্ঞানসার।
যাহইবার তাই হবে, সেইকালে তাই সবে,
ভাবিয়া ভাবির দশা কেন হবে ক্ষীণাকার।
মানব মানস হায়, বুঝেও বোঝে তায়,
পড়িয়ে সংসার দায় মরে সদা জ্বলিয়ে।
তুমি পাখীগুণী বর, সুখে থাক নিরন্তর,
কাট কাল আনন্দতে কৃষ্ণ রাধা বলিয়ে॥

ক্রমশঃ।

দুর্গাবতী।

সপ্তম সর্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৩৭

পাপিষ্টের হীন কার্য্য দেখিয়া নয়নে
দ্বিগুণ দেবীর রোষ জ্বলিয়া উঠিল,
ক্রোধের আরক্ত রেখা উঠিল নয়নে
বিষম ক্রোধের ভরে শরীর কাঁপিল।

৩৮

নয়ন কমলে সেই মধুময় ভাব
ক্রোধ ভরে একেবারে হইল বিনাশ
প্রখর হইল আরো বদন প্রভাব
উজ্জল বিজলি নেত্রে হইল প্রকাশ।

৩৯

বাম করে তুলি তুরি ধরিয়া অধরে
পুরিলেন দিকদশ ভীম ভীম রবে,
সেনাগণ কুতূহলে মাতিল সমরে,
উৎসাহে করিল নাদ সেনাপতি সবে।

৪০
ভুরিরব-প্রতিঘাতে পর্ব্বত গহ্বরে
উঠিলরে প্রতিধ্বনি আকাশ উপর,
ধ্বনিত করিল তায় জগত কন্দরে,
কাঁপিল প্রাণের ভয়ে যবন নিকর।

৪১
ঝন ঝন ঝন্‌ঝনা খরশান অসি
দৃঢ়মুষ্টি ধরি হিন্দু পদাতি নিকরে
প্রবল বেগেতে আসি ব্যূহ মাঝে পশি
উল্লাসে মাতিয়া সবে নাচিল সমরে।

৪২
জলদ মালার মত উঠি ধূলিরাশি
আচ্ছাদিল দিকদশ আঁধারি গগন,
সাহসী তুরগী যত যশ অভিলাষী
বীর মদে মাতি রণে হইল মগন।

৪৩
প্রবল অস্ত্রের বেগে যবন নিকর
নারিল থাকিতে রণে পশ্চাতে হটিল,
ভুমি ছাড়ি কিছু দূরে হইল অন্তর
দৃঢ় ব্যূহ ভেদ এবে সহসা হইল।

৪৪
ভীমনাদ সিংহনাদে আর্য্য সেনাগণ
বীর মদে ভীমদাপে নাচিয়া উঠিল;
বারি ধারা হেন হল বাণ বরিষণ
জয় রবে জয়ঢাকে বাজনা বাজিল।

৪৫
রণশাস্ত্রে সুনিপুণ চতুর যবন
সহসা আবার ব্যূহ করিয়া স্থাপন
ঘন ঘন করি পুন বাণ বরিষণ
পুনরায় দেবী সনে আরম্ভিল রণ।

৪৬
খরশান আসি এক যবনের শর
সহসা বিঁধিল বেগে দেবীর নয়ন;
খর ধারে ভেদ হল নয়ন অন্তর,
রুধিরের ধারা আসি পড়িল বদনে।

ক্রমশঃ।

লীলাকমল।

দ্বিতীয় স্তবক।

"In empty air their mighty deed exhale,"
H. Moore.

১
কে পারে কহিতে, ভানু উঠি কালি
বিতরিবে কর বিমলতর,
জীবন-আঁধার হরিবে সকলি,
হইবে অধিক প্রমোদকর?

২
কে পারে এমন বলিতে নিশ্চয়,
চিরকাল তার সমান যাবে,
হবে নিত্য নব আনন্দ উদয়,
তিলার্দ্ধ বিষাদ নাহিক পাবে?

৩
কে পারে বলিতে করিয়া সাহস,
নিরমল যশঃ কেবল মোর,
শশাঙ্ক যখন হৃদে বহে শশ,
রাহু রবি-কাছে করিছে জোর?

৪
কি অচিরস্থায়ী সুষমা-কুসুম,
না হতে বিকাশ শুকায় হায়!
মধু-মাখা-মুখ, নেত্র মনোরম,
না তুষিতে চিত্ত কোথায় যায়!

৫
পঙ্কিল পল্বল হলে উঠি বাষ্পরাশি,
অম্বুদ আকার ধরে অম্বরে প্রকাশি,
ঘোর অশনি-গর্জ্জন, হয় তায় ঘন ঘন,
সবিতৃ-মণ্ডব ফেলে রাহু-সম গ্রাসি;
মরি কিবা তায় বিজলি খেলায়,
চরাচরে হায় চকিত করে;
সে জলদ গলি বারি-ধারা হয়,
প্রথম আকারে মিশায় পরে।

সৌভাগ্যের উন্নত শিখরে,
মদ-গর্ব্বে আরোহণ করে,
আপন আপন বলে,পার্থিব বীরের দলে,
জগতের সুখ শান্তি হরে;
নূতন নূতন কত লভিয়া বিজয়,
ঘোষে আপনার নাম ধরাতল ময়,
বটে কিছুকাল-তরে, বড় ধুম ধাম করে,
সলিল-বুদ্বুদ-প্রায় পায় পরে লয়।

৬

কোথা এবে সেই বীরগণ,
নিরন্তর করি মহারণ,
যারা যুড়ি দিক-দশ, আপন আপন যশ,
করিয়াছে সতত ঘোষণ?
কোথা সে সিজার, যেই করি দিগ্বিজয়
মহা জয়োল্লাসে রোম প্রবেশ-সময়,
আপন শকট-যানে,বিজীতে বাঁধিয়া আনে;
যার নামে কাঁপিয়াছে রোম সমুদয়?
অধুনা বিজীত, বিজয়ি-সহিত
ধূলিতে মিশিত একই ঠাঁই;
তাহে কীটগণ করিছে ভ্রমণ,
করে নিবারণ কেহই নাই।
সময়-সমীরে যশ—পরিমল
উড়ায়ে দিয়াছে এখন সকল;
উপকথা প্রায় লাগিছে এখন,
হরিছে বিস্ময়ে শিশুদের মন।

৭

চিরস্থায়ী করিবারে নাম,
করে নরে চেষ্টা অবিশ্রাম
করি মহা দম্ভ, তোলে কীর্ত্তিস্তম্ভ,
ভাবে হইলাম পূর্ণকাম।
সময়াপগা আসি তুফান লয়ে,
জয়-কীর্ত্তি-বিশাল-নিশান-চয়ে,
বহিয়া নিমিষে প্রবলোঘবলে
ক্ষিপিছে সব বিস্মৃতি অব্ধি জলে।

৮

যে সকল নর ভাবে ভুজ-বীর্য্য-বলে,
লভিব অতুল সুখ এই ধরাতলে;
করুক করুক তারা ভ্রম সংশোধন,
বোনাপার্টের কথা করিয়া স্মরণ।
দেখ, বোনাপার্ট বিশ্বজয় করি,
পরিশেষে হ'ল কি দশা তার;
রণে পরিহরি, বন্দী করি অরি,
প্রাণে বাঁচা তার করিল সার;
অরির অধীন, স্বজন-বিহীন,
দ্বীপান্তরে মরি করিয়া বাস,
দুঃখে অনুদিন, তনু হয়ে ক্ষীণ,
আশু অসু তার হইল নাশ।

৯

আরামে কল্পনা-আরামে বসিয়া,
বাজায়ে বাঁশরী মধুর স্বরে,
সঙ্গীত অমৃত-লহরি বর্ষিয়া,
লইব জগত অন্তর হরে;
অমোঘ-কবিতা-রসায়ন-বলে,
করি সঞ্জীবিত পীড়িত মন,
হইবে বিপুল খ্যাতি ক্ষিতিতলে,
লভিব নিয়ত প্রভূত ধন।
কি চিত্তরঞ্জন নিশির স্বপন,
কি বিচিত্র চিত্র নিরখে আঁখি,
নাচে নাচে তায় কত প্রলোভন,
যাহে হয় বস মানস-পাখি;
নিশা অবসানে ভাঙ্গিলে স্বপন,
অন্তর কেমন কেমন হয়;
তাই বলি নাহি ভেঙ্গে প্রয়োজন,
স্বপ্ন প্রায় তব দুরাশাচয়।
এনহে এনহে ধনার্জ্জন-পথ,
এনহে এনহে লাভের হাট;
হবে না হবে না পূর্ণ মনোরথ,
দিবস রজনী যতই খাট।

ক'বিতা লিখন যশের সোপান
হইলেও তবু কজন বল,
জীবিত থাকিতে লোকের সম্মান
লভিয়া, করেছে শ্রম সফল ?
সবার আবার মরণান্তর,
হয় না গুণের যোগ্য আদর ;
রত্নাকর ঘোর আঁধার গহ্বরে,
ধরে সমুজ্জ্বল রতন কত ;
ফুটি ফুল কত মরু মাঝারে,
বৃথাই সমীরে সৌরভ হত।

১০

চিত্রকর যবে তুলি লয় করে,
প্রকৃতি আপনি আদেশে তার,
আসি হাসি বসে চিত্র পটোপরে,
চিত্র ধরে মরি সজীবাকার ;
কিন্তু কালক্রমে বর্ণের প্রতিভা,
থাকে না থাকে না আগের মত,
নষ্ট হয় তার শোভা মনোলভা,
হয়ে যায় তার সেরূপ হত।
সেই রূপ যত কবি বিচক্ষণ,
প্রকৃতি আকৃতি বর্ণন করি
নৈপুণ্য অশেষ প্রকাশি আপন
লয়ে থাকে লোক-মানস হরি ;
কিন্তু যত কাল যায়, ততই ভাষায়
নূতন পরিবর্ত্তন কত শত হয়,
আগের লিখন রীত, হইল অপ্রচলিত
পূর্ব্ব কবিগণ যশ ক্রমে হ্রাস পায়।

একাধিক সহস্ররজনীক।

সটীক ও সচিত্র।

আরেবিয়ান নাইটের বাঙ্গালা অনুবাদ মূল্য প্রতি সংখ্যা দুই পয়সা মাত্র গুপ্তযন্ত্রে পাওয়া যায় সাহিত্য-মুকুরের সহিত মফস্বলে যাইতে পারে।

গুপ্ত যন্ত্র।

কলিকাতা।

২৪ নং মির্জ্জাফর্শ লেন পটলডাঙ্গা।
প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

উক্ত যন্ত্রালয়ে ছাপার কর্ম্ম (উভয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা) অতি উত্তমরূপে নিয়মিত সময়ের মধ্যে এবং অল্প মূল্যে নির্ব্বাহ হয়, যাহাতে সাধারণের সুবিধা হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নও করা যায় যথা—

১। পত্রের দ্বারা সমুদায় কর্ম্মই নির্ব্বাহ হইতে পারে, স্বস্থানে বসিয়া সকলে আপন ইচ্ছামত কার্য্য পাইতে পারেন।

২। ছাপার মূল্য অতি সুলভ, আবশ্যক মত মূল্যের তালিকা দেওয়া যাইবেক।

৩। প্রুফ সংশোধন-ভার লওয়া যাইতে পারে।

৪। কাগজ উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায়।

৫। পুস্তক বান্ধানর ভারও লওয়া যায়।

৬। পুস্তক কি পত্রিকা বিলি কি বিক্রয় করার ভার ও টাকা আদায়ের ভার গ্রহণ করা যায়, এবং বিবেচনামতে আমাদিগের খরচার টাকাও উক্ত আদায় হইতে লওয়া যাইতে পারে।

অপরাপর বিষয় সকল যন্ত্রাধ্যক্ষের নিকট জানিতে পারিবেন।

শ্রী দুর্গাচরণ গুপ্ত
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্শ লেন, গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা।

মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ২৫শে ভাদ্র ১৭৯৩ শক। [২২শ সংখ্যা।

ভারতে গ্রীক।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

কামন্দকী কে?

সন্ধ্যা হইয়াছে। গ্রীষ্মকাল। অলকনন্দায় ত্রিপুরা ও বিন্দুমতী ছাদের উপর বসিয়া আছেন। ত্রিপুরা কহিলেন "সই প্রাতঃকালে আমি কুমারের সহিত সাক্ষাত করিতে যাইব; আবার পরমেশ্বরের মনে থাকেত দেখা হবে।"

"কেন সই, অমন কথা কেন? কুমারত হস্তিনায় আছেন।"

"হস্তিনায় আছেন—তবে কখন কি বিপদ ঘটে তাই বল্‌চি আমাদেরত এই কপাল; ভাল সই, তুমি আমাকে সে কথাটা বলিলেনা?"

"কি কথা?"

"তোমার পিষী সেই দেবসেনার কথা; আমি সে দিবস জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম দেবসেনা এখানে কখন আসেন কিনা—তা তুমি বলেছিলে আর একদিন বলিব। আর সই, সেদিন আমি শুনিলাম না; তুমি দেবসেনার গল্পটা সব বলিতেছিলে, সেটাও শুনিতে আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে।"

বিন্দুমতী কহিল "সই তোমাকে যেরূপ বলিতেছিলাম লোকে সেইরূপ জানে বটে কিন্তু দেবসেনার বাস্তবিক ইতিহাস তা নয় আমি আড়াল হতে পিতার মুখে শুনেছি।"

"কি আমাকে বল্‌বেনা সই?"

"কেন বল্‌বনা তোমাকে কি আমার অবিশ্বাস সই।"

"তবে বলনা সই।"

বিন্দুমতী কহিল "সই, পূর্ব্বে আমাদের বাটী এই অলকনন্দাতে ছিল। আমার পিতামহ একজন সুবিখ্যাত চিকিৎসক

ছিলেন। উৎকৃষ্ট চিকিৎসক বলিয়া তাঁহার নাম ভিন্ন২ দেশেও গমন করিয়াছিল। নানা দেশ হইতে শিষ্য আসিয়া তাঁহার নিকট চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। পিতামহের সম্মানের ইয়ত্তা ছিলনা। মগধের সম্রাট ও তাঁহার পারিষদেরাও আমার পিতামহের নাম অবগত ছিলেন।

'পিতামহের মৃত্যুর সময়ে পিতা অতিশয় বালক ছিলেন; দেবসেনা তখন যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ আপনার বহুদর্শিতা ও বিজ্ঞতাবলে মৃগীরোগের এক নূতন ঔষধ আবিষ্কার করেন। মৃত্যুকালে সমধিক বয়স্কা দুহিতাকেই আহ্বান করিয়া ঔষধের বিধান ও নিয়মাদি সমুদায় বলিয়া দিলেন; শুনিয়াছি তিনি তখন কহিয়াছিলেন বৎসে, বহুআয়াস-প্রকাশিত ঔষধের ফলভোগ আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিলনা, কিন্তু তোমরা ইহার বলে সুখী হইবে।

পিতামহের বাক্য সফল হইল। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মগধ হইতে পিতামহের নিকট দূত আসিল—মগধের নবীন সম্রাট মহারাজ নন্দ মৃগী রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। নানাদেশীয় রাজবৈদ্যগণ বিবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও ভূপতির রোগ শান্তি করিতে পারিলেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অচিরমৃত বৃদ্ধ চিকিৎসকের খ্যাতি মগধের রাজ সভাতেও গমন করিয়াছিল। রাজবৈদ্যগণ অসাধ্য বলিয়া বিরত হইলে মহারাজ পিতামহকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত দূত প্রেরণ করিলেন, আমাদের শোক পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। পিতামহ অদ্য জীবিত থাকিলে কত সম্মানই লাভ করিতেন সকলেই দুঃখার্ণবে মগ্ন হইলেন।

দূত প্রস্থান করিলে দেবসেনা পিতামহীর নিকট তাঁহার পাটলিপুত্র গমনাভিলাষ জানাইল। আমাদেরও তখন অবস্থা মন্দ, পিতা নাবালক। যদি দৈব বলে দেবসেনা কৃতকার্য্য হন তাহা হইলে আর পরিবারের এ অবস্থা থাকিবে না—পিতামহী একটু ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে সম্মত হইলেন। দেবসেনার স্বভাব চিরকালই সাহসী; অবিলম্বে উপযুক্ত লোক জন সমভিব্যাহারে মগধোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

মগধে উপস্থিত হইয়া দেবসেনা পূর্ব্বোক্ত দূতের সাহায্যে অনায়াসেই রাজসমীপে উপনীত হইলেন। কিন্তু তাঁহার অভিলাষ পূরণ কঠিন হইয়া উঠিল। মগধেশ্বর তরুণ বয়স্কা বালিকার ঔষধ সেবনে সমত হইলেন না। দেবসেনার পিতার ঔষধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল, তিনি অনেক অনুনয় বিনয় ও আগ্রহাতিশয় সহকারে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে পীড়া আরোগ্য করিতে না পারিলে আপনার জীবন দণ্ড দিবেন প্রতিজ্ঞা করিলে তখন মহারাজ সম্মত হইলেন। তখন আমাদের অদৃষ্ট ফিরিয়াছিল—সুখসূর্য্য উদয়োন্মুখ, দেবসেনার ঔষধ সেবন করিয়া ভূপতি ক্রমেক্রমে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

এখন নবীন চিকিৎসকের পুরস্কার পাইবার সময় উপস্থিত। যত দিন রাজা ঔষধ সেবন করিলেন ততদিন দেবসেনাকে সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিতে হইত। ষোড়শী যুবতীর-কমনীয় শরীর যৌবনে

পরিমার্জ্জিত হয়ে অপূর্ব্ব শোভাময় হইয়া উঠিয়াছিল, ভূপতি ও নবীন যুবক; বুঝি-ভেই পার—দেবসেনার মনে প্রথম দর্শনা বধিই রাজার প্রতি অনুরাগ জন্মিল কান্তিময় শরীরে মদন প্রবিষ্ট হইয়া কাচ-ময় পাত্রের মধ্যস্থিত দীপের ন্যায় প্রতি-ফলিত হইতে লাগিল। রাজাকে দেখি-লেই সমস্ত লোমকূপ দিয়া অনুরাগ ঘর্ম্ম-চ্ছলে বাহির হইত। নবীন ভূপতিও দেবসেনার মনোবিকার বুঝিতে ত্রুটী করেন নাই। তাঁহার অনুরাগ দর্শনে নন্দের হৃদয়স্থ প্রণয়াগ্নি উদ্দীপিত হইয়া উঠিল তাহার পর আবার সেই দেবসেনা হইতেই রোগমুক্ত হইলেন। প্রণয়বন্ধন আরও দৃঢ় হইয়া আসিল। পুরস্কারের কথা জিজ্ঞাসা করিলে দেবসেনা কোন উত্তর করিলেন না। ভূপতি চতুরার গুণে ক্রমে মুগ্ধ হইয়া পরিশেষে তাঁহার পাণিগ্রহণে সম্মত হন। শুনিয়াছি মহিষীদিগের ভয়ে গোপনে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। কিন্তু এসংবাদ অধিকদিন রাজ পরিবারের মধ্যে অজ্ঞাত থাকে নাই; অল্পদিন পরেই এই যুবতী শূদ্রার গর্ভে মহারাজ নন্দের ঔরসে চন্দ্রগুপ্তের জন্ম হইল। বিবা-হের পর আমার বৃদ্ধ পিতামহী তনয়ার অনুরোধক্রমে পুত্র ও পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া মগধে যাত্রা করিলেন। রাজানু-গ্রহে পিতা শীঘ্রই উচ্চপদারূঢ় হইলেন; ক্রমে তাঁহার পদ ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি ভগিনীপতি মহীপতির পরম বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলেন। অপরাপর অমাত্যেরা অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার অনিষ্টের বিবিধ চক্রান্তে প্রবৃত্ত হইল। এক চন্দ্র সহায় থাকিলে শত শত তারাও কোন কার্য্যকর নহে, ভূপতি স্বয়ং পিতার সহায়; পিতার বিশ্বাসের প্রতি তাঁহার মন অবিচলিত—সকলেরই চক্রান্ত বিফল হইয়া যাইতে লাগিল; তাঁহারা বিষম বিদ্বেষাগ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত ও মহারাজের জ্যেষ্ঠপুত্র পুণ্ডরীক উভয়েই প্রায় সমবয়স্ক, বাল্যবস্থা হইতেই তাঁহাদের অকৃত্রিম প্রণয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। তাঁহারা সহাধ্যায়ী এবং সকল বিষয়েই একমত ছিলেন। বিমাতৃ-সুত বলিয়া তাঁহাদের কখন পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা জন্মে নাই। প্রণয়সম্বন্ধীয় বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে তাঁহাদের কোন অনৈক্য ছিলনা। একদিন পুণ্ডরীকের বিবাহ সম্বন্ধ লইয়া হস্তিনা হইতে দূত আসে। মহারাজ নন্দ রাজা পুরঃসরের কন্যার সহিত পুত্রের সম্বন্ধে সম্মত হইতে শঙ্কুচিত হইলেন না। কিন্তু পুণ্ডরীক দূত মুখে ইন্দুমালার সংবাদ শুনিয়া একেবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন—যতদিন যায় ক্রমেই অধৈর্য্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দুই স্নেহবান ভ্রাতায় দেখা হলেই পুণ্ডরীক ইন্দুমালার কথা উত্থাপন করিতেন। চন্দ্রগুপ্ত প্রণয়ের একরূপ বিদ্বেষী ছিলেন; তিনি প্রণয়টা স্ত্রীস্বভাব বলিয়া ঘৃণা করিতেন। সুতরাং সকল সময়ে পুণ্ডরীকের প্রণয় বিষয়ক কথোপকথন তাঁহার ভাল লাগিত না; কখন২ বা একটু বিরক্তও হইতেন।

রাজান্তঃপুরের বিভাবতী নাম্নী একটী শূদ্রা কন্যা চন্দ্রগুপ্তের প্রণয় পাশে বদ্ধ হন। অন্তঃপুর চারিণীর প্রণয়াধিক্য নিবন্ধন ক্রমে ক্রমে একথা অনেকেই জা-

নিল, ক্রমে মহারাজের কর্ণে গিয়া উঠিল। ভূপতিরও ইচ্ছা যুবকমিথুনকে বিবাহ পাশে বদ্ধ করেন। কামিনী পরম রূপ-লাবণ্যবতী। কিন্তু সৌন্দর্য্যের প্রথম দর্শনে মনে যে প্রীতির উদয় হয়, রাজান্তঃপুরিকার নিরন্তর দর্শনে চন্দ্রগুপ্তের হৃদয়ে সে প্রীতির উদয় সম্ভাবনা ছিল না, নূতন বস্তু সম্যক সুন্দর না হইলেও আপাতত লোকের নয়নাকর্ষণ করে আর চিরপরিচিত বস্তু পরম সুন্দর হইলেও তাহার সৌন্দর্য্যের মাহাত্ম্য থাকে না; আরও উচ্চাভিলাষী নৃপকুমার অন্তঃপুরচারিণী দরিদ্র কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবেন কেন? ধ্রুব-সেনা পুত্রের পক্ষ অবলম্বন করিলেন; প্রণয়বশম্বদা শূদ্র কন্যা তাঁহার চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল; যে কোন উপায়ে হউক তিনি তাহার বিনাশ চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

ভূপতিরা অব্যাহতাজ্ঞ। চন্দ্রগুপ্ত ইতস্ততঃ করেন দেখিয়া নন্দ একদিন অনুমতি করেন কল্য বিভাবতীর সহিত চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ হইবে। চন্দ্রগুপ্ত পুণ্ডরীকের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন,তিনি তাঁহাকে সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী শুকনাশের ভবনে লুকাইয়া রাখেন। তাঁহার কৌশল ক্রমে চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল যে চন্দ্রগুপ্ত সাংঘাতিক পীড়িত হইয়াছেন। বিভাবতীর আশার সহিত বিবাহ দিবস বিগত হইল। সর্ব্বাধিকারী শুকনাশ নিঃসন্তান। কেবল সুষমা নামে একটী ভ্রাতৃকন্যা তাঁহার উত্তরাধিকারিণী। রাজপুত্র পুণ্ডরীক প্রথমে ঐ কামিনীর প্রণয়জালে আবদ্ধ হন; কিন্তু তাহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে শুকনাশের আদেশ ক্রমে কুমার আর সুষমার সহিত প্রকাশ্যরূপে সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন না। তথাপি প্রতিরাত্রে বিবিধ বাদ্যযন্ত্র লইয়া সুষমার বাতায়ন সমীপে গিয়া তাঁহার প্রশংসা সূচক গান করিতেন। অভিলাষ সুষমা গোপন ভাবে রাত্রিতে তাঁহাকে তদীয় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেদেন। কিন্তু পরিণাম দর্শিনী কামিনী কুমারের প্রণয়ে বিচলিত হইলেও ধর্ম্মভয়ে তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করেন নাই, পরে একদিন স্পষ্টরূপে তাঁহাকে আর তৎসকাশে আসিতে নিবারণ করেন। যুবতীর সাহঙ্কার অবজ্ঞাবচন আর হস্তিনা হইতে ইন্দুমালার সংবাদ প্রাপ্তি সুষমার প্রতি সঞ্জাত প্রণয় পুণ্ডরীকের হৃদয় হইতে একরূপ অন্তর্হিত হইয়াগেল।

নির্দ্দিষ্ট বিবাহদিন অতীত হইলে পুণ্ডরীক চন্দ্রগুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে শুকনাশের ভবনে গমন করিলেন; দেখিলেন চন্দ্রগুপ্ত সুষমার সহিত বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। অমনি মনে ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; কথঞ্চিত মনোবিকার সম্বরণ করিয়া কহিলেন "কি হে প্রণয়বিদ্বেষী, অদ্য যে স্ত্রীলোকের সহিত কথোপকথন? চন্দ্রগুপ্তের মনে প্রণয়ের অঙ্কুরও উৎপন্ন হয় নাই তথাপি বন্ধুর কথা শুনিয়া পরিহাস করিয়া কহিলেন "পুণ্ডরীক, এখন আর সে চন্দ্রগুপ্ত নাই। আমার সে জীবনের সম্যক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; ভ্রাতঃ প্রণয়কে দ্বেষ করিয়া আমি তাহার বিলক্ষণ ফলভোগও করিতেছি। দেখ আমার বিদ্বেষের প্রতিহিংসা নিমিত্ত প্রণয় আমার চক্ষু হইতে নিদ্রা ও হৃদয় হইতে বিশ্রাম অপহরণ করিয়া লইয়াছে। পুণ্ডরীক, প্রবল পরাক্রান্ত প্রণয় আমাকে এম-

সই বশীভূত করিয়াছে যে প্রণয় গল্প ব্যতীত অন্য কোন কথাবার্ত্তা কহিবার ক্ষমতা নাই। বলিতে কি প্রণয়ের নিমিত্ত আমার জীবন পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারি।” চন্দ্রগুপ্ত মনে করিলেন তাঁহার প্রণয়ী ভ্রাতা ও বন্ধু তাঁহার এইরূপ কথায় সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু তাঁহার আশা বৃথা। সুষমা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া এখন চন্দ্রগুপ্তের প্রণয়ে মগ্ন হইলেন—পুণ্ডরীকের মনে বিষম বিদ্বেষ উপস্থিত হইল। অপরাপর দুই চারিকথার পর পুণ্ডরীক বিদায় হইয়া মন্ত্রী ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ঈর্ষানিত রাজকুমার বাটীতে আসিয়া শুকনাশের নিকটে চন্দ্রগুপ্তের প্রণয় সংবাদ প্রকাশ করেন। শুকনাশ ক্ষত্রিয় মধ্যে একজন প্রধান কুলীন, ক্ষৌরকারী-গর্ভজাত রাজকুমারকে কন্যাদান করিবেন কেন? তিনি বিরক্ত হইয়া চন্দ্রগুপ্তের অনিষ্টানুধ্যানে নিরত হইলেন।

পুণ্ডরীকের প্রবর্ত্তনায় নন্দের অন্যান্য পুত্রগণের মনে দৃঢ় সংস্কার জন্মিল, তিনি তাহাদের প্রাণ সংহার করিয়া স্বয়ং মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবার চেষ্টায় আছেন। সকলেই নির্ব্বিশেষে চন্দ্রগুপ্তের শত্রু হইয়া উঠিল।

প্রাণভয়ে অগত্যা চন্দ্রগুপ্তকে রাজধানী পরিত্যাগ করিতে হইল। দেবসেনাও শুনিলেন এইরূপ অপবাদ দিয়া রাজপুত্রেরা চন্দ্রগুপ্তকে দূর করিয়াছে। অমনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যেরূপে পারেন তাহাদিগকে সংহার করিয়া তাঁহার পুত্রকে সিংহাসনে নিবেশিত করিবেন। পুত্রের প্রয়াণের পর দিনেই তাপসীবেশে দেবসেনা অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হন। ইহার পর প্রায় এক মাস কাল আমরা মগধে থাকিতে পাইয়াছিলাম; অবশেষে পিতা প্রাণ ও মান রক্ষার্থ সপরিবারে পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করিলেন।”

ত্রিপুরা কহিলেন “সই, তাপসীবেশেও কি তাঁহার সেই নাম আছে না আর কিছু?”

‘তাহা আমি বলিব না।’

‘বলিবে না—বলিতেই হবে।’

‘জোর নাকি?’

‘সয়ের কাছে জোর করিব না ত করিব কার কাছে?’

‘কেন, জোর করিবার কি আর লোক নাই।’

“আগে সয়া হোক্ তারপর আবার লোক হবে।”

“বাহবা সই, আমার সয়া থাকলে এমন একটী রসিক স্ত্রী পেতেন।”

‘সই’ তুমি আবার ভুলিয়ে দিতেছ, বলনা সই।’

“বল, আর কাহার নিকটে বলিবে না।”

ত্রিপুরা হাসিতে হাসিতে বলিলেন ‘সই আমাকে তিন সত্য করাইবেন বলনা সই।’

“বলি।”

“বল।”

“তিনি তোমাদের কামন্দকী।”

ত্রিপুরার মুখে কথা নাই, বিন্দুমতীর মুখেরদিকে চাহিয়া রহিলেন।

বিন্দু কহিলেন ‘সই’ অমন করে রহিলে যে?’

কোন উত্তর নাই।

“ওকি সই, আশ্চার্য্য হলে না কি? আবার কি অবিশ্বাস হল?”

“অবিশ্বাস নয় সই, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব বলিবে?”

"কি কথা বল মা।"

"তাঁর মনের অভিপ্রায় কি ?"

"একথাটাও বলিব।"

"বলিতে হইবে।"

'ইন্দুমালার সহিত চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ।'

ত্রিপুরার মুখ ভীষণ গম্ভীর হইয়া উঠিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দন্ত পুংক্তি লোহিত অধর ঈষৎ দংশন করিলেন; ভ্রূযুগল উন্মীলিত হইল। আবার সেভাব গেল নয়নে একটু জল আসিল।

বিন্দু কহিল 'সই এভাব কেন ?'

ত্রিপুরা একটু স্থির হইয়া কহিলেন 'সই আর একটী কথা ইহাতে দেব সেনার এত যত্ন কেন ?'

'তাহাচইলে মহারাজ পুরঃসর চন্দ্রগুপ্তের সহায় হইবেন।'

ত্রিপুরা কোন উত্তর না করিয়া অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। বিন্দুমতী মনে করিলেন 'কি সর্ব্বনাশই করিলাম।'

ক্রমশঃ।

দুর্গাবতী।

সপ্তম সর্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৪৭

হীনবল ছিল আগে হিন্দু সেনাগণ,
আকুল জীবন ছিল যবনের শরে,
পরাজিত দুর্গাবতী দেখিয়া এখন
পলায়ন পরায়ণ জীবনের তরে।

৪৮

অতিমদ মন্ত্রণায় হিন্দু সেনাগণ
সেনাপতি অনুমতি পায়নি যখন
যবনের খরশরে হয়েছে নিধন,
আর কত করে বল অসমান রণ।

৪৯

প্রবল দ্বিগুণতর যবনের বল——
গণ্য সেনাপতিকুল হয়েছে নিহত;
সহসা ছুটিল রণে আর্য্য সেনা দল,
অসম সমরে সবে হইল বিরত।

৫০

খরস্রোত নদীহেন যবন প্রবল
দুই দিক হতে আসি ঘেরিল দেবীরে,
অসমান রণে বীর মরিল সকল,
মেদিনী ডুবিল হায় বীরের রুধীরে।

৫১

বামকরে ধরি দেবী খরতর তীর
তুলিলেন বীরবালা, নয়ন হইতে
খরস্রোতে পুনরায় পড়িল রুধীর
কোমল কপোলে ধারা লাগিল বহিতে।

৫২

দেখিলেন দেবী এবে তুলিয়া নয়ন
ঘিরেছে যবন সেনা আর্য্য সেনা নাশি;
একবার ম্লান মুখে সরিল বচন——
"হবনা কখন আমি যবনের দাসী।"

৫৩

ম্লান মুখে এল হাসি শোভিল অধর,
খর শব্দে তরবার হইল বাহির,
ভীম বলে বিঁধিলেন হৃদয় অন্তর,
শোভিল রুধীর ধারে কোমল শরীর।

৫৪

ধন্য ধন্য বীরবালা ধন্য দুর্গাবতী
প্রকৃত বীরতা আজি করিলে প্রকাশ
যথার্থ তেজস্বী দেবি, তুমি গুণবতী
অপমান ভয়ে প্রাণ করিলে গো নাশ।

৫৫

যথার্থ জেনেছ বড় প্রাণ চেয়ে মান,
যথার্থ উন্নত দেরি, মানস তোমার,
বীরত্বের শিক্ষা আজি করিলে গো দান,
ভারতে অক্ষয় যশ করিলে প্রচার।

৫৬

আর কি রমণী হেন লভিবে জনম,
উজ্জ্বল করিবে হায় ভারতের মুখ,
দেশের সুযশ হবে, টুটিবে সরম,
বাড়িবে কি আর হায় ভারতের সুখ?

৫৭

গিয়েছে সে দিন হায় সে সুখ সময়.
সেরূপ বীরত্ব ভাব হয়েছে বিনাশ,
তামসী দুখের নিশি হয়েছে উদয়,
অমঙ্গল ধূমকেতু হয়েছে প্রকাশ।

৫৮

পূর্ব্বের সেভাব আজি করিয়া স্মরণ
অধীন ভারত হায় করিছে রোদন।

—

ইতি দুর্গাবতী কাব্যে তার্য্যপরাজয় নামক সপ্তম সর্গ।

—

সমাপ্ত।

প্রেরিত পত্র।

অশেষ গুণভাজন শ্রীযুক্ত বাবু সাহিত্য-মুকুর সম্পাদক মহাশয় করকমলেষু।

মহাশয়, আপনি আমাদিগের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন এবং অনেক সাহিত্যসম্পাদকের ও পুস্তক-প্রণেতার চুণকালী মাখান মুখের সম্মুখে আপনার সুমার্জ্জিত মুকুর ধারণ করিয়া তাহার সংস্কার করিয়া দিতেছেন। অদ্য সেই ভরসায় জোর পাইয়া আমি আপনার জগদ্বিখ্যাত মুকুরপ্রান্তে আমার এই সামান্য সমালোচনাটি প্রদান করিতে সাহসিক হইলাম ভরসা করি আপনি প্রকাশ করিবেন।

মহাশয়, আমাদিগের দেশে এক্ষণে সাহিত্যের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এমন কি সকল দিকেই প্রায় ছড়াছড়ি গড়াগড়ি দেখাযায়। অনেক স্ত্রীলোকেও কলম ধরিয়া পুরুষের ন্যায় ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে। বিশেষতঃ স্ত্রীলোক-প্রকটিত নাটক আরও অতি শোভাকর। কিছুদিন গত হইল আমরা সালিখানিবাসিনী কোন ভদ্র কন্যার কোমল হস্ত রচিত সুমধুর রসপুরিত একখানি উর্ব্বশী নামক নাটক প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। সেখানি অতি পরিপাটী অদ্য আবার তাঁহারি হস্তের একখানি উষা নাটক দেখিলাম এখানি পুরাণোক্ত উদাহরণ হইতে পরিগৃহীত।

রচয়িত্রীর রচনা দৃষ্টে তাঁহাকে অতি রসিকা ও অত্যন্ত আমুদে মানুষ বোধ হয়। তিনি আদিরস বর্ণনে খুব উপযুক্ত উষানিরুদ্ধের মিলন এবং কৃষ্ণের উর্ব্বশী প্রাপ্তির আশা তিনি যে ভাবে বর্ণন করিয়াছেন মহা কবি ভারতচন্দ্রও বিদ্যাসুন্দর বর্ণনে সে রকম পারেন নাই, গুরুজন ভয়ে অনেক ঠাঁই লেখনী স্বাধীনতা পায় নাই বিশেষতঃ উষা নাটকের স্থানে স্থানে যে সকল সুরস পূর্ণ গান গাঁথিয়াছেন তাহাতে তাঁহার গুণের আরও গৌরব প্রকাশ হইয়াছে !!!

মহাশয় আপনি বিজ্ঞ এবং গুণজ্ঞ অতএব বলুন দেখি এরূপ স্ত্রীবিদ্যার দ্বারা

আমাদিগের দেশের কেমন উন্নতি হইতেছে?

পাঠকস্য।

পত্র প্রেরক মহাশয় বড় অযথা উক্তি করেন নাই। বঙ্গদেশে স্ত্রীবিদ্যার যেরূপ সুফল আশা করাবায় ঠিক তাহার বিপরীত ঘটিতেছে; তাহার প্রধান কারণ "অল্প বিদ্যা।" স্ত্রীশিক্ষার আজিও প্রকৃত উপায় স্থিরীকৃত হয় নাই এবং যুবকবৃন্দের যতদিন রক্তের উষ্ণতাও অবিমৃষ্যকারিতা বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন হইবেও না। কিছুদিবস হইল আমরা 'কামিনীকলঙ্ক' নামক আর একখানি স্ত্রীরচনা দেখিয়া ছিলাম। সেখানি আরও উত্তম!!! আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা গবর্ণমেন্ট অশ্লীল চিত্র প্রভৃতির নিমিত্ত যে সকল নিয়মাদি করিয়াছেন সেই সকল এই দরের বইগুলিতেও ব্যবহার করেন ও লেখকগণকে উপযুক্ত শাস্তি দেন।

স———

প্রাপ্তি স্বীকার।

সরোজিনী,—এখানি কর্ম্মাক্রমে ন্যাসানাল প্রেশ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি ফর্ম্মার মূল্য ✓১০ মাত্র। আমরা ইহার চারি ফর্ম্মা এককালে প্রাপ্ত হইয়া পাঠ করিয়া দেখিলাম ইহাতে সরোজিনী নাম্নী একটী মহারাষ্ট্রীয় কন্যার উপকথা নবাখ্যারূপে বিবৃত হইতেছে। কোন একখানি পুস্তক সমগ্র পাঠ না করিলে তাহার দোষ গুণ বিচার করা যায় না। পুস্তক খানি সম্পূর্ণ হইলে রীতিমত সমালোচনা করা যাইবে।

গুপ্ত যন্ত্র।

কলিকাতা।

২৪ নং মির্জ্জাফর্শ লেন পটলডাঙ্গা। প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

উক্ত যন্ত্রালয়ে ছাপার কর্ম্ম (উভয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা) অতি উত্তমরূপে নিয়মিত সময়ের মধ্যে এবং অল্প মূল্যে নির্ব্বাহ হয়, যাহাতে সাধারণের সুবিধা হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নও করা যায় যথা—

১। পত্রের দ্বারা সমুদায় কর্ম্মই নির্ব্বাহ হইতে পারে, স্বস্থানে বসিয়া সকলে আপন ইচ্ছামত কার্য্য পাইতে পারেন।

২। ছাপার মূল্য অতি সুলভ, আবশ্যক মত মূল্যের তালিকা দেওয়া যাইবেক।

৩। প্রুফ সংশোধন-ভার লওয়া যাইতে পারে।

৪। কাগজ উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায়।

৫। পুস্তক বান্ধানর ভারও লওয়া যায়।

৬। পুস্তক কি পত্রিকা বিলি কি বিক্রয় করার ভার ও টাকা আদায়ের ভার গ্রহণ করা যায়, এবং বিবেচনামতে আমাদিগের খরচার টাকাও উক্ত আদায় হইতে লওয়া যাইতে পারে।

অপরাপর বিষয় সকল যন্ত্রাধ্যক্ষের নিকট জানিতে পারিবেন।

শ্রী দুর্গাচরণ গুপ্ত
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্শ লেন, গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ১লা আশ্বিন ১৭৯৩ শক। [২৩শ সংখ্যা।

ভারতে গ্রীক।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

পত্র।

মনোরমা কলের পুত্তলী হইয়া উঠিয়াছেন। যে যেদিকে চালায় তিনি সেই দিকেই চলেন। একবার পত্র পেলেন পিতা তাঁহাকে লিখিয়াছেন কামন্দকীর সহিত পাটলি পুত্র যাইতে। পাটলি পুত্র কেন? নন্দকুমারের সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে। মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তাঁর মন কোথায়?—সেই প্রান্তর-পতিত পথিকের দিকে। তাঁহাকে যে কি চক্ষে দেখিয়াছেন বলিতে পারেন না দিবারাত্রি সেই মূর্ত্তি হৃদয়ে ভাবিতেছেন। এখন পিতৃআজ্ঞা—লজ্জাশীলা বালিকা—কি করেন; কামন্দকীর মত গ্রহণ করিলেন; মনোরমা মাতৃহীন—আর কাহার নিকট কি জিজ্ঞাসা করিবেন; পিতা স্বয়ং আদেশ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত গোপনে রাজপুর হইতে বহির্গত হইলেন। শিবিকার দ্বার রুদ্ধ; জানেন না কামন্দকী তাঁহাকে কোথায় লইয়া যইতেছেন, মধ্যে মধ্যে এক একবার দ্বার খুলিয়া দেখেন যদি তাঁহার হৃদয়বল্লভের সাক্ষাৎ পান। যে দিন যে চটিতে রাত্রি যাপন করেন, মনে হয় হয়ত তাঁহার প্রাণনাথও সেইখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; পান্থনিবাশে শয্যাতলে নিমগ্ন হইয়া কখন কখন বা তাঁহার হৃদয়নাথকে পার্শ্ববর্ত্তী দেখিতে পান—কখন বা মনে হয় বাহকেরা পথ ভুলিয়া যেখানে তাঁহার জীবিতেশ্বর আছেন সেইখানে তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে। ক্রমে অলকনন্দার আসিয়া উপস্থিত; সেখানে তাঁহাকে রাখিয়া কামন্দকী

চলিয়া গেলেন। মনোরমা অপরিচিত দেশে ক্রমাগত রোদন পরায়ণা, তাঁহার সংস্কার তিনি মগধে আসিয়াছেন, প্রতিদিনই মনে করেন হয়ত অদ্যই তাঁহার বিবাহ হইবে অমনি হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। ক্রমে বিন্দুমতী তাঁহার সখী যুটিল। শুনিলেন যেখানে আসিয়াছেন সে মগধ নয় মগধের পথও নয়; তখন বিষম ভাবনা উপস্থিত হইল; কামন্দকীর কোন মন্দ অভিপ্রায় আছে বুঝিলেন, ভয়ে নিতান্ত অভিভুত হইয়া উঠিলেন। এই দুঃখের সময় সান্ত্বনা করে এমন লোক নাই, এক তারা তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সে তিরস্কার করিয়া উঠিত। সদয়স্বভাবা বিন্দুমতী যথাসাধ্য প্রবোধদানে ত্রুটি করিতেন না। ক্রমে অকুল সাগরে ভাসমান ব্যক্তির নিকট আশ্রয়-পোতের ন্যায় ত্রিপুরা আসিয়া যুটিল। প্রিয়বল্লভের সংবাদ ও পরিচয় পাইলেন, মনোরমার আর আনন্দের সীমা নাই। এক একবার মনে করেন মন্ত্রবলে বিমানযোগে যে কুটীর মধ্যে রাজকুমার বসিয়া আছেন তথায় গিয়া দেখিয়া আসেন। কখন বা মনে হয় পিতা যুদ্ধে জয়ী হইয়া এবং রাজ্যে প্রতিগমন করিয়া তাহাকে নন্দকুমারের হস্তে প্রদান করিতেছেন। এইরূপ কত সুখের চিন্তাই মনে আসে; কেবল যখন কামন্দকীর কথা মনে পড়ে তখনই হৃদয় কাঁপিয়া উঠে।

অদ্য আবার প্রতঃকালে ত্রিপুরা রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত হস্তিনায় প্রস্থান করিয়াছেন। মনোরমা একাকী বসিয়া ভাবিতেছেন। বিন্দুমতী আসিয়া কহিল 'সখি, এই দেখ তোমার পুণ্ডরীকের নিকট হইতে পত্র আসিয়াছে।'

বিন্দুমতী মনোরমার দুঃখে দুঃখিনী। তিনি কামন্দকীর ব্যবহারে বড় অসন্তুষ্ট হইতেন। ত্রিপুরার নিকট মনোরমার প্রণয় বৃত্তান্ত শুনিয়া অবধি তিনি মনোরমার তথাহইতে পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিতেন। ত্রিপুরা একাকিনী, ইচ্ছা থাকিলেও যাইবার সময় মনোরমাকে লইয়া যাইতে পারিলেন না কিন্তু এক্ষণে ধ্যানসিংহ পুণ্ডরীকের পত্র লইয়া আবার অলকনন্দায় আসিয়াছেন—এই সুযোগে মনোরমার পলায়ন সম্পাদন করাইবেন মনে করিতে করিতে বিন্দুমতী পত্রখানি হস্তে করিয়া মনোরমার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মনোরমার বোধ আছে তাঁহার প্রণয় বৃত্তান্ত কেহই জানে না, এখন প্রকাশ ভয়ে কহিলেন 'বিন্দু আমাকে বৃথা বিরক্ত করিওনা।'

"তবু পড়িয়া দেখ—কি লেখা আছে।"

"না আমি পড়িতে চাইনা; তুমি যাও।"

বিন্দু চলিয়া গেলেন। মনোরমার মনে মনে বড় ইচ্ছা পত্রখানি পড়িয়া দেখেন, আর ইচ্ছা সংবরণ করিতে পারিলেন না বিন্দুমতীকে আহ্বান করিলেন। বিন্দু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে মনোরমা জিজ্ঞসা করিলেন "বেলা কত?" তখন সন্ধ্যা হইয়াছে; বিন্দুমতী বুঝিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন 'এই লও তোমার পত্র'। ইন্দুমালা একটু অপ্রতিভ হইয়া কোপচ্ছলে পত্রখানি ছিড়িয়া ফেলিলেন। চতুরা বিন্দু অমনি ছিন্ন পত্রাংশগুলি কুড়াইয়া লইতে লাগিলেন। মনোরমা কহিলেন 'সখী আমাকে বড় বিরক্ত কর; যাও তোমার কাগজ কুড়াইতে হইবেনা।'

বিন্দু হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

মনোরমা তখন পত্রের ছিন্নাংশগুলি

কুড়াইয়া যথাসাধ্য একত্র করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রয়াস বিফল হইল। বিবেচনা না করিয়া পত্রখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন। তথাপি দুই চারিটী কথা পড়িলেন তাহার একটী "তোমারই প্রণয় মুমূর্ষ পুণ্ডরীক।" প্রণয় মুমূর্ষু কথাটী মনোরমার হৃদয় বজ্রবৎ অহিত করিল। নিজ কুকর্ম্মের নিমিত্ত কত অনুতাপই করিতে লাগিলেন, আবার ছোট ছোট অংশ যুড়িয়া পড়িতে লাগিলেন—কিন্তু অসম্বদ্ধ—পড়িলেন "আ—তোমা—কদি—সোমা—রিয়া—যদি;" আর একটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ খণ্ড পড়িলেন "প্রিয়তমে মনোরমে;" আর একটী পড়িলেন—"আর ইন্দুমালা বলিব না।" প্রত্যেক অক্ষরে তাঁহার অতুল আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল, তাহাদিগকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন প্রত্যেক খণ্ডকে এক এক করিয়া চুম্বন করিলেন। মনে কত কত দুঃখকর কল্পনা সকল আসিয়া একে একে উদয় হইতে লাগিল—মনে করিলেন যদি পুণ্ডরীক জানিতে পারেন কি মনে করিবেন; চকিত ভাবে ঘরের চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন। মনে হইল বুঝি পুণ্ডরীক সেখানে উপস্থিত। আবার ভয় হইল হয়ত পুণ্ডরীক এখানে আসিয়াছেন; আড়ালে থাকিয়া তাঁহার ব্যবহার দেখিতেছেন, ভয়ে মুখ শুখাইয়া গেল; হৃদয়ে অগ্নি লাগিল, মনোরমা উঠিলেন—ঘরের বাহিরে আসিলেন, দেখিলেন পুণ্ডরীক সেখানে নাই, মন কতক সুস্থির হইল। আবার নূতন ভয়, হয়ত তিনি তাঁহার ভাব দেখিয়া ক্রোধ ভরে চলিয়া গিয়াছেন। মন নিতান্ত অস্থির হইল। আবার ঘরের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন; কে জানে তাঁহার মনে কি? আবার উঠিলেন লিখিবার উপকরণ খুজিতে লাগিলেন—কাগজ পাইলেন; একটা অমনি গোছের কলমও যুটিল। কালী খুঁজিয়া পাইলেন না। গৃহান্তর হইতে ভাল ভাল লিখনোপকরণ আনিতে সাহস হইল না; যদি কেহ দেখে। অন্য সময়ে কিছু লিখিবার প্রয়োজন হইলে পার্শ্বস্থ পড়িবার ঘরে যাইতেন; আজ কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না; যদি কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করে কি উত্তর দিবেন। আবার মনে আসিল "এত ভয়ইবা কেন? অনেকানেক কুলস্ত্রীত তাহাদের জীবিতবল্লভদিগের নিকট প্রণয়পত্র লিখিয়া থাকে—তবে আমিইবা লিখিতে সঙ্কোচ করি কেন? লোকে জানিলইবা এরূপ প্রথাত নূতন নয়?" মনোরমা ভাবিতে লাগিলেন দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার প্রণয়লিপিখানি সর্ব্বাগ্রে মনে আসিল; মনোরমার মুখ একটু প্রফুল্ল হইল; হৃদয়ের অগ্নি একটু নির্ব্বাণ হইয়া আসিল আবার ভাবিতে লাগিলেন; আরও দুই একটী উদাহরণ মনে আসিল শেষে চন্দ্রের প্রতি তারার পত্রখানি স্মৃতিপথে আবির্ভূত হইল অমনি লজ্জায় মুখমণ্ডল অবনত করিলেন বিকশনোম্মুখ মুখকমল একটু ম্লান হইয়া আসিল; আবার একটু লজ্জা মিশ্রিত হাসি আসিয়া অধরপ্রান্তে দেখাদিল; মনোরমা মৃদুস্বরে কহিলেন "আমিত আর তারা নই।"

মনোরমা আবার মুখ তুলিলেন; একটী মস্যাধার চান গৃহের মধ্যেই একটী আছে, কিন্তু তাড়াতাড়ি অন্বেষণে সেটী প্রথমে বাহির হয় নাই; আবার একবার খুঁজিলেন এবার অন্বেষণ আরও তাড়াতাড়ি; দে-

খিতে পাইলেন না। মনে পড়িল কোন গ্রন্থে যেন পড়িয়াছেন একজন বুক চিরিয়া তাহার রক্তে পত্র লিখিয়াছিল; মনোরমা তাই করিবেন; শরীর শিহরিয়া উঠিল, এ ব্যবসায়ে মনোরমার সাহস নাই।

আবার অন্বেষণ করিলেন—এবার মস্যাধারটী চক্ষে পড়িল। মনোরমা বিস্মিত হইলেন; মনে করিলেন বুঝি কে রাখিয়া-গেল; গৃহের চতুর্দ্দিকে নয়ন ক্ষেপ করিলেন; কিছুই দেখাগেল না। কি মনে হইল দ্বার ভেজাইয়া লিখিতে বসিলেন, কত কথা মনে করিলেন—কিন্তু লিখিবার সময় কিছুই আসিল না। মনোরমা কি ভাবিতে লাগিলেন—অন্যমনস্ক হইয়া লিখিলেন "প্রাণনাথ, হৃদয়বল্লভ, রাজকুমার" মনোরমার চমক ভাঙ্গিয়াগেল; পত্রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন কি লিখিলেন, পড়িলেন অমনি লজ্জায় চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল। আবার কি ভাবিতে লাগিলেন আবার লেখনী চলিল; অজ্ঞাতসারে কত কথা লিখিলেন কত সম্বদ্ধ কথা বাহির হইয়া গেল; তাহাতে কত খেদোক্তি কত বিনয় আর পদে পদে ক্ষমা প্রার্থনা। ক্রমে সমুদায় কাগজটী পরিপুর্ণ হইয়া গেল আর লিখিবার স্থান নাই—তখন আবার মনোরমার জ্ঞানোদয় হইল। দেখিলেন পত্রখানি পরিপুর্ণ। একটু বিস্মিত হইলেন পড়িবার নিমিত্ত পত্রখানি হাতে করিয়া লইলেন। গৃহের বাহিরে পদশব্দ। কবাট করতাড়িত হইয়া খুলিয়া গেল। মনোরমা চাহিয়া দেখিলেন বিন্দুমতী, অমনি চমকিয়া উঠিলেন; হস্তে পত্রখানি; প্রকাশ পাইবার ভয়ে অভিভুত হইয়া পড়িলেন। বিন্দুমতী ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন "দেখি সখি, কি পত্র লিখিতেছ?" মনোরমার সজ্ঞা নাই—বিন্দুমতী তাঁহার হস্ত হইতে পত্রখানি লইলেন; পড়িতে লাগিলেন—মনোরমা তাঁহার মুখেরদিকে চাহিয়া আছেন, বিন্দুমতীর মৃদু মৃদু হাস্য—আবার মধ্যে মধ্যে এক একটী পরিহাস—কিছুই জানিতে পারিলেন না। বিন্দু কহিল "সখী আমার একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন।" মনোরমার উত্তর নাই, বুঝিল সখী অভিভূত আবার পড়িতে লাগিল।

পড়া হইয়াগেল। বিন্দু চিন্তাম্লান মুখে কি ভাবিতে লাগিলেন, উভয়েই চিন্তাপর; কতক্ষণ তাঁহারা এই ভাবে রহিলেন বলা যায় না। ক্রমে মনোরমার মুখ চিন্তাম্লানতা ত্যাগ করিয়া ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল অপাঙ্গ প্রান্তে দুই এক বিন্দু অশ্রুজল; দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে মনোরমার মুখ হইতে বাহির হইল 'কামন্দকী।'

বিন্দু তখনও সেই, অবস্থায়; মনোরমা কহিলেন "সখি, অমন করিয়া রহিয়াছ যে?

বিন্দু চাহিয়া দেখিল; মনোরমা আবার কহিলেন "কি ভাবিতেছ?"

"ও কিছুই নয়; তবে সই, পত্রখানি ধ্যানেদ্বারা পাঠাইয়া দি?"

মনোরমার চক্ষু পত্রের দিকে পড়িল। লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন "পত্র খানি দেখি।"

"তুমি আর কি দেখিবে; দেখিবার অধিকারীর নিকট পাঠাইয়া দি।"

"আমার পত্র; আবার অধিকারী কে?"

"কুমার পুণ্ডরীক।"

মনোরমা কিছু উত্তর করিতে পারিলেন না; লজ্জামিশ্রিত একটু হাসি আসিয়া

ওষ্ঠাধরে দেখা দিল। বিন্দু কহিল "সই পত্রখানি পাঠাই যদি ?"

মনোরমা অধীর হইয়া কহিলেন "সই, তোমার পায়ে ধরি, আমার মাথা খাও; পত্রখানি পাঠাইও না। তবে কামন্দকী তোমার পিষী, আমার অনুরোধই বা রাখিবে কেন ?"

বিন্দু কহিল "সই, বারণ করিলে, তবে পত্রখানি পাঠাইব না, কিন্তু তোমার নিকটেও নষ্ট করিবার নিমিত্ত রাজকুমারের জীবনস্বরূপ পত্রখানি দিবনা; যদি কখন সাক্ষাৎ পাই আপনি পত্রখানি তাঁহার নিকট পড়িব।"

মনোরমা কহিলেন "সই, কেবল পরিহাস ভাল বাসেন।"

বিন্দু কহিল "সে যাহা হউক সই, এখন চল।"

"কোথায় যাব ?"

"হস্তিনায়।"

মনোরমা সখীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; বিন্দু আবার কহিলেন "আর বিলম্ব করিওনা উঠ।"

মনোরমার উত্তর নাই।

বিন্দু কহিল "সখি, জান তোমার কামন্দকী কোথায় গিয়াছেন ?"

"কোথায় ?"

"কোথায় জাননা ?"

"গ্রীক শিবিরে।"

"তবে তিনি আসিলে তোমার কি বিপদ ঘটিবে বুঝিতে পারিতেছ না ?"

"কি করিব ?"

"ধ্যানসিংহের সহিত হস্তিনা গমন কর।"

"আমাদের পরিজনেরা কি সকলেই হস্তিনায় আছে ?"

"বলিতে পারিনা।"

মনোরমা বিন্দুমতীর দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন "তবে কোথায় যাইব ?"

"কুমার পুণ্ডরীকের নিকট।"

গৃহমধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি প্রবেশ করিল; বিন্দুমতী চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, কহিলেন "তারা !"

তারা কহিলেন "দিদিঠাকরুণ ভগবতী কামন্দকী আসিয়াছেন।"

"কখন ?"

"এইমাত্র।"

মনোরমার মস্তকে বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল, কহিলেন "তিনি একাকী ?"

"না; অধিরাজ কুমার চন্দ্রগুপ্তও তাঁহার সহিত আসিয়াছেন।"

মনোরমা উত্তর করিলেন না। মন্ত্রবলে হতবীর্য্য ফণিনীর ন্যায় তারার কথায় ম্রিয়মান হইয়া দুঃখিনী নৃপতিবালা ভূমির দিকে মস্তক অবনত করিলেন।

বিন্দু কহিলেন "তারা তুমি এখন যাও, আমরা যাইতেছি"।

"হাঁ আমি যাই, আর তোমরা সেই দুরাত্মা পুণ্ডরীকের নিকট যাইবার পরামর্শ কর।"

বিন্দু বিস্মিত হইয়া তারার মুখেরদিকে চাহিয়া রহিলেন।

তারা কহিল "আর অমন করিলে কি হবে। আমি আড়ালে দাঁড়াইয়া তোমাদের কথাবার্ত্তা সকল শুনিয়াছি।"

বিন্দু বিষম দুঃখিত হইয়া কহিল "তারা, তোমায় একটা কথা বলিব, রাখিবে?

"কি বলনা।"

"আমাদের এই বার্ত্তাগুলি যেন পিসী

কিম্বা আর কেহ না জানিতে পারে।”

“হাঁ তাহলে সুবিধা হয় বটে।”

“সুবিধা আর কি?”

“আর কিছুই নয়; তবে মনোরমা নির্ব্বিঘ্নে সেই পাপিষ্ঠের নিকট যাইতে পারে। বিন্দু, সত্য বলিতে কি অনেক মেয়ে দেখেছি কিন্তু তোমার মত সাহসী আর মনোরমার মত কামুকী ও অবাধ্য মেয়ে কখন দেখি নাই।”

উভয়েরই মনে বিষম ভয় আসিয়া প্রবেশ করিল। বিন্দু শোকার্ত্ত হইয়া কহিলেন “তারা, তোমার মন পাষাণময় পিতৃহীনা পরিজনহীনা অনাথিনী মনোরমাকে দেখিয়া কি তোমার দুঃখ হয় না? হস্তিনানাথের কন্যা কামন্দকীর কুচক্রে কি কষ্ট না ভোগ কচ্চে; আবার সেই কামন্দকীর অনুরোধে তুমি এই দুঃখিনী বালিকার কুসুমকোমল মনে নূতন দুঃখ দিতে ইচ্ছা করিতেছ।”

“আমি কি করিব বল। কামন্দকীত আমাকে এই জন্যই হস্তিনার অন্তঃপুরে রাখিয়াছেন। তাঁর আদেশছিল মধ্যে মধ্যে চন্দ্রগুপ্তের গুণকীর্ত্তন করিয়া মনোরমার মন তাঁহার প্রতি অনুরক্ত করিতে। তা উনি আমার নিকট সকলগুণাকর চন্দ্রগুপ্তের নাম শুনিলেই বিরক্ত হইতেন। এখন যে বলপূর্ব্বক বিবাহ হইবে, তাহার কি উপায় করিয়াছেন?”

মনোরমা চমকিয়া উঠিলেন মনে করিলেন সকলই কামন্দকীর চক্রান্ত।

বিন্দু হাসিতে হাসিতে কহিলেন “উপায় তুমি মনে করিলেই হয়।”

তারা কহিল “উপায় কামন্দকীই করিবেন। যাই আমি তোমাদের পরামর্শ তাঁহাকে সব বলিগে।”

বিন্দু ও মনোরমা অবাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। তারা আসিয়া আপনা আপনি কহিতে লাগিল “আপাতত তো ইহাদিগকে ভোভ দিয়া আসিলাম। কিন্তু যেরূপ হইয়া উঠিয়াছে মনোরমাকেত আর রাখা যায় না—কামন্দকী আজিও আসিলেন না?”

ক্রমশঃ।

পোষা পাখী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মানব প্রকৃতি হায়, শৈশবে অজ্ঞান প্রায়,
একভাবে সদা রহে নাহি কোন ভাবনা।
হাসেখেলেনাচেকাঁদে,নাহিআনেনিজবোধে,
কোনরূপ ঐহিকের সুখভোগ বাসনা॥
হলে কিশোর, সমাগত,সেই ভাব হয়ে হত,
মনেতে আসিয়া যোটে নানামত কামনা।
কামনা কেতকী বনে, প্রবেশিয়া প্রাণপণে,
অবোধ ভৃঙ্গের মত যাতনায় বাঁচেনা॥
রেণুযোগে দৃষ্টিরোধ, হারাইয়া দিগবোধ,
চারিদিকে ধায় মাত্র নাহি থাকে চেতনা॥
কন্টকে কাটিয়া অঙ্গ, হইয়া উদ্যম ভঙ্গ,
রুধিরে রাঙ্গিয়া অঙ্গ ভাবে ভাবী ভাবনা।
বেগে পড়ে কতধার,নাহি তায় কোন সাড়
মাতিয়া আশার মদে কোন বাধা মানে না॥
রসিয়া বিষয় রসে, পদফেলে তারি বশে,
বিপদ আসিবে বলে নাহি কিছু মননা।
পরে ক্ষত অসংগত, হয়ে যবে হয় হত,
তখন মনেতে আসে কত মত ঘোষণা॥
কিহেতু এখানে আসা কি পুরিল তার আশা,
কিসের ব্যাপারে মাতি হলো মম দিন শেষ॥

কিসুখ ভুগিনু হেতা,জীবনের কি এই প্রথা,
বৃথা বিষয়ের দ্বন্দ্বে ধন্ধলাগি প্রাণযায়॥
মনমাঝে সদা ভয়, সদাদুখে প্রাণ দয়,
কিভয় ভাবিয়া শেষে হবে প্রাণ বিদায়।
সদা মন ঝালাপালা, সহিয়া সংসার জ্বালা,
আসার আশা নাপুরিতে হল এই দশার সায়॥
অতএব শুন পাখি, সকলি দেখিত ফাকী,
মিছামিছি ফাকির দায়ে কেন করি আয়ুক্ষয়।
এসো ধরি ধর্ম্মপথ, যাহে হইবে মহত,
শেষ কালেতে মোক্ষ হবে থাক্‌বেনাক কোনভয়
কিন্তু মনেতে এভয়, পাবোকিসে গেলে জয়,
এক মনেতে ধর্ব্বো কারে মনে হলো বিপর্য্যয়॥

দৃঢ় কোন ধর্ম্মডোর,
বেশী কিসে পাবো জোর,
এই ভাবনায় মত্ত হয়ে
হবে বুঝি আয়ু ভোর।
ছিল যবে সত্যকাল,
ছিলনাক এজঞ্জাল,
এখন কলি পাপের ঘোরে,
একি হলো কর্ম্মঘোর।
তাই ভাব্‌ছি কোন ধর্ম্মে
আছে বেশী জোর।
দেখি যত জাতি তত ধর্ম্ম
কারে ভাবি মোক্ষময়,
একি ঘটলো বিপর্য্যয়।
ভাবি হতেছে বিস্ময়,
ভাবি কিবা সত্য কিবা মিথ্যা
কিসে গেলে মোক্ষ হয়।
তখন ছিল সত্যময়,
নাহি ছিল কোন ভয়,
একই তত্ত্বে সবাই মত্ত
সবাই ভাব্‌তো একাকার।
দেশকালেতে লোপ পেয়েছে
দেখি সে ব্যাভার।

ক্রমশঃ।

ভ্রম সংশোধন।

২য় ভাগের ২১ সংখ্যা ১৬৫ পৃষ্ঠা প্রথম স্তম্ভে ১৭ পংক্তি—

"কেবা জন্মি চরাচরে, ভাসি সুখ সরোবরে,

২য় স্তম্ভের ৫ পংক্তি—

মানব মানস হায়, বুঝেও না বোঝে তায়,

স্ত্রীলোক হইতে প্রাপ্ত।

অসার সংসার সার ভেবে ওরে মন
হেলায় হারাও কেন সেই নিত্যধন।
বৃথা খেলা কর ভাই দেখ বেলা যায়
ঘাটেতে পাবে না খেয়া ঘটিবেক দায়।
মুক্তিপথ চাহ যদি ভজ কর্ণধারে
পথের সম্বল মন কর তবে তারে।
ভ্রম অন্ধকারে কেন করহ ভ্রমণ
কহনা আমারে তুমি হারাও কি ধন।
আর কেন পাপঘোরে রহ অচেতন
পুলকে আলোকে আসি ভজ সনাতন।
ভীষণ এ ভব নদী করিবেন পার
কর কর ওরে মন সদা নাম তাঁর।
হে রসনা রস রস বিভু নাম রসে
যতক্ষণ তুমি ভাই আছ মম বশে।
আর কেন কর পান বিষয়ের রস,
বুঝিতে পারনি, সে যে বিষের কলস?
ধন জন প'ড়ে রবে যখন শমন,
হাসিতে হাসিতে এসে করি সম্বোধন
বলিবে, 'উঠরে ওরে বসে কেন আর
চলরে আমার সনে প্রভুর আগার।
আদেশ আমার প্রতি আছে এই শোন
লইয়া যাইতে হবে তাঁহার সদন।'
শিহরে উঠিবে তুমি অমনি শুনিয়া
ভয়েতে কাঁপিবে প্রাণ সেরূপ দেখিয়া।
ভীষণ মুরতি! আছে ভীমদণ্ড করে,
দেখিলে অর্দ্ধেক প্রাণ উড়িবেক ডরে।

নিতান্ত নির্দ্দয় তার পাষাণ হৃদয়,
শুনিবে না কান্নাকাটী তোর সে সময়।
রক্তবর্ণ চক্ষু দুটী ঘুরিয়া চাহিয়া
ধরিবে যখন এসে কেশেতে মুঠিয়া,
তখন ভাবিবে তুমি কি করিয়া যাব
আমার এসব ধন আমি যে হারাব।
কার কাছে রেখে যাই স্বর্ণ-অলঙ্কার
কে করিবে তত যত্ন উপর ইহার।
ভাবিতে ভাবিতে রোধ হবে কণ্ঠশ্বাস
অমনি লইয়া যাবে করে হতাশ্বাস।
তোমার আয়ুর শেষ হইবে যখন
সকলেই ঘৃণা করে ফেলিবে তখন।
তাই বলি ভেবে দেখ ওরে মূঢ় মন,
কার তরে করিতেছ এতেক যতন।
সে সময়ে গতি নাহি বিনা বিশ্বময়,
অভয় চরণ দানে দিবেন অভয়।
কুপথে ভ্রমিতে তাই করি হে বারণ
সুপথে বসিয়া ভাব অনাদি কারণ।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ পূর্ণানন্দময়
ভজ তাঁরে ভক্তিভাবে যাবে ভব ভয়।
জননী জঠরে তোরে করিয়া প্রেরণ
তথায় আহার দেন শুন ওরে মন।
ভূমিষ্ঠ হইলে পর, কি করিবে পান
ভাবি তাই স্তনে দুগ্ধ করিলেন দান
অপত্য পালন হেতু করিয়া বিচার
মা বাপের হৃদে স্নেহ করেন সঞ্চার।
তোমার রক্ষার জন্য মাতৃক্রোড়দেশ
দিলেন দয়াল পিতা পাছে পাও ক্লেশ।
কখন হাসিতে তুমি কাঁদিতে কখন
কিন্তু জানিতেনা তুমি কিছুরি কারণ।
ক্রমশঃ হইল মনে ভয়ের সঞ্চার,
জুজু ভয়ে সদা হৃদি কাঁপিত তোমার।

ক্রমশঃ।

গুপ্ত যন্ত্র।

কলিকাতা।

২৪ নং মির্জ্জাফর্ণ লেন পটলডাঙ্গা।
প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

উক্ত যন্ত্রালয়ে ছাপার কর্ম্ম (উভয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা) অতি উত্তমরূপে নিয়মিত সময়ের মধ্যে এবং অল্প মূল্যে নির্ব্বাহ হয়, যাহাতে সাধারণের সুবিধা হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নও করা যায় যথা—

১। পত্রের দ্বারা সমুদায় কর্ম্মই নির্ব্বাহ হইতে পারে, স্বস্থানে বসিয়া সকলে আপন ইচ্ছামত কার্য্য পাইতে পারেন।

২। ছাপার মূল্য অতি সুলভ, আবশ্যক মত মূল্যের তালিকা দেওয়া যাইবেক।

৩। প্রুফ সংশোধন-ভার লওয়া যাইতে পারে।

৪। কাগজ উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায়।

৫। পুস্তক বান্ধানর ভারও লওয়া যায়।

৬। পুস্তক কি পত্রিকা বিলি কি বিক্রয় করার ভার ও টাকা আদায়ের ভার গ্রহণ করা যায়, এবং বিবেচনামতে আমাদিগের খরচার টাকাও উক্ত আদায় হইতে লওয়া যাইতে পারে।

অপরাপর বিষয় সকল যন্ত্রাধ্যক্ষের নিকট জানিতে পারিবেন।

শ্রী দুর্গাচরণ গুপ্ত
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

একাধিক সহস্ররজনীক।

সটীক ও সচিত্র।

আরেবিয়ান নাইটের বাঙ্গালা অনুবাদ মূল্য প্রতি সংখ্যা দুই পয়সা মাত্র গুপ্তযন্ত্রে পাওয়া যায় সাহিত্য-মুকুরের সহিত মফস্বলে যাইতে পারে

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ৮ই আশ্বিন ১৭৯৩ শক। [২৩শ সংখ্যা।

ভারতে গ্রীক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বিংশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রগুপ্ত, সামশ্রমী ও গ্রীক।

রাত্রি অবসানপ্রায়। সামশ্রমী চন্দ্রগুপ্ত ও পিরাক্লিস তিনজনে ভবানী মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সামশ্রমী কহিলেন "চন্দ্রগুপ্ত, রাত্রির শেষাংশ এই স্থানেই অতিপাতিত করিয়া প্রাতঃকালে অলকনন্দায় যাইব।"

"মহাশয়ের যেরূপ অভিরুচি।"

তিনজনেই মন্দিরে প্রবিষ্ট হইতেছেন, সামশ্রমী কহিলেন "পিরাক্লিস্, তোমার দেবমন্দিরে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই তুমি বাহিরেই বসিয়া থাক।

মন্দিরের বাহিরে জঙ্গল; চন্দ্রগুপ্ত পিরাক্লিস বিশ্রামশূন্য বাহিরে বসিয়া থাকিবেন সহ্য করিতে পারিলেন না, কহিলেন 'ভগবান্ পিরাক্লিস্ দেবালয়ে আসিলেই বা ক্ষতি কি? আমাদের দেবতারা কি এতই ক্ষীণ যে গ্রীক মন্দিরে প্রবেশ করিলেই তাঁহাদের দেবত্ব যাইবে।'

"তাঁহারা রুষ্ট হইতে পারেন।"

"কেনই বা রুষ্ট হইবেন? পিরাক্লিস্ ত কোন মন্দ অভিপ্রায়ে প্রবেশ করিতেছে না। আর যদিই কিছু অসন্তুষ্ট হন প্রাতঃকালে যথোপচারে অর্চ্চনা করিয়া ভগবতীর তুষ্টি সাধন করিব। পথশ্রান্ত গ্রীককে বিশ্রাম করিতে না দিয়া রাখিবার প্রয়োজন কি?"

সামশ্রমী অগত্যা সম্মত হইলেন। সকলেই মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া

উপবিষ্ট হইলেন। নিদ্রা চিন্তাক্রান্ত পান্থদিগের নিকট আসিতে সাহস করিল না।

চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন "পিরাক্লিস, তুমি কি মাসিডননিবাসী?

"আজ্ঞা না, আমি একজন এস্পার্টান।"

"স্পার্টান কাহাকে বলে।"

"স্পার্টা নগর নিবাসী।"

"স্পার্টা মাসিডনের অধীন?"

"সম্পূর্ণ অধীন নহে।"

"তবে কি প্রকার?"

"সেকেন্দর স্পার্টানদিগকে পরাজিত করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাহারা কোনরূপে তাঁহার বশবর্ত্তী নহে, আর থরর্ম্মাপ্লিস-বীরগণের বংশীয়েরা এখন মাসিডনের অধীন থাকিবার নহে।"

'তোমাদের মধ্যে কিছু শত্রুবুদ্ধি আছে?'

"মনে মনে সকল স্পার্টানই মাসিডনীয়-দিগকে শত্রু বলিয়া গণ্য করে।"

"তবে তুমি যে মাসিডনের নিমিত্ত যুদ্ধজয় করিতে এতদূর আসিয়াছ?'

"আমার আর কেহই নাই; বিশেষতঃ আমি অত্যন্ত দরিদ্র, আরও"—সুদীর্ঘ নিশ্বাস—

সামশ্রমী কহিলেন "আর কি?"

চন্দ্রগুপ্ত হাসিয়া কহিলেন "আর কি—পারস্যের সোণা বুঝি।"

'না আরও কিছু আছে—দেখচনা পিরাক্লিসের ঘনঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে।'

গ্রীক আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আর মহাশয় দীর্ঘনিশ্বাস—আমার আসল অভিপ্রায়ই——"

চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন "স্পষ্ট করিয়াই বল-না—অভিপ্রায় কি?"

গ্রীক বিমর্ষ ভাবে বলিল "কি আর বলিব—মহাশয়—ছেলেবেলায় শুনেছি-লাম মাসিডনের পূর্ব্বদিকে যাদুকর-দিগের বাস, আর তাদের সাহায্যেই ফিলিপ* অসংখ্য যুদ্ধে বিজয়ী। আমার সেই অবধি যাদুবিদ্যা শিখিবার বড় ইচ্ছা। মনে করেছিলাম একবার বিদ্যেটা শিখে ফেল্‌তে পারিলেই ফিলিপের মত বড় রাজা হব। পরে বড় হয়ে যখন মাসি-ডনে গেলাম, আমার দুর্ভাগ্য ক্রমে যাদুকর-দের দেশ সেখান থেকে পারস্যে পালিয়ে গেছে। সেকেন্দারের অনুচর হলেম, পা-রস্যে এলেম, যাদুকরগণ ক্রমেই মরুদেশে মরিচিকার ন্যায় পূর্ব্বদেশে সরে পালা-চ্চেন, আমায় ধরা দিবেন না। পারস্যে শুনিলাম তাঁহারা সিন্ধুপারে থাকেন। সিন্ধু পার হলেম। আবার এখন সে দিন শুনিলাম তাঁহারা মগধের পূর্ব্বাঞ্চলে বাস করেন।"

সামশ্রমী কহিলেন "মগধের পূর্ব্বাঞ্চলে কি তাঁহারা কামাখ্যাবাসী†?"

চন্দ্রগুপ্ত হাসিয়া কহিলেন. "অবশ্য। আচ্ছা পিরাক্লিস্ তুমি দুঃখিত হইওনা কপালে থাকে অবশ্যই যাদু শিখিবে। তোমারত আর কেহই নাই; তবে তুমি আমার নিকট থাক।"

চন্দ্রগুপ্তের সদয় বাক্যে গ্রীক একান্ত বশীভূত হইয়াছিল, এক্ষণে আগ্রহ সহকারে তাঁহার নিকট থাকিতে স্বীকৃত হইল।

চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন "তুমি সেলুকসের অন্তঃপুরে কখন গিয়াছ?"

* আলেকজণ্ডরের পিতা, গ্রীসের বি-জেতা।

† কামাখ্যা বাঙ্গালার পূর্ব্ব।

"আপনি কি আমাকে কখন সেখানে দেখেন নাই। সেই এক দিবস আপনি ও লেনিশা দেবী গৃহমধ্যে বসিয়াছিলেন; আমি মৃত সেলুকসের পুত্রের আদেশে পুরোহিতকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলাম।"

চন্দ্রগুপ্ত কিছু বিষণ্ণ ও লজ্জিত হইয়া একবার সামশ্রমীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন অন্ধকারে সামশ্রমীর মুখভাব কিছুই দেখাগেল না। কহিলেন "হইতে পারে; আমার স্মরণ নাই।"

গ্রীকের কথা শুনিয়া সামশ্রমীর মন একেবারে বিষম দুঃখে নিমগ্ন হইল কিন্তু নিজ অভিষ্ট সাধনও করিতে হইবে। চতুর যোগী অবিলম্বে মনের আবেশ সম্বরণ করিলেন, কহিলেন "দেখ, চন্দ্রগুপ্ত, স্ত্রীলোকের নাম শুনিলেই অমনি মহারাজ পুরঃসরের দুহিতা ইন্দুমালার কথা মনে পড়ে। তাদৃশ রূপলাবণ্যবতী কামিনী বোধহয় পৃথিবীতে আর নাই—সে যথার্থই ত্রিলোক-ললামভূতা; যে ভাগ্যবান পুরুষ তাহার পাণি গ্রহণ করিবেন তাহারই জীবন সার্থক। চন্দ্রগুপ্ত,

'সা নির্ম্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্না—
দেকস্থসৌন্দর্য্যদিদৃক্ষয়েব।'

এশ্লোকার্দ্ধটী ইন্দুমালাতেই চরিতার্থ হইয়াছে। আহা বৎসা ইন্দুমালাই বটে; নখরাজি দেখিলে কে না বলিবে যে ইন্দুমালা হস্তে ও পদে ইন্দুমালা পরিধান করিয়াছেন।"

চন্দ্রগুপ্ত সামশ্রমীর মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মুখে কামিনীর প্রশংসা শ্রবণ করিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন, কোন প্রশ্ন করা অনাবশ্যক বোধে ও সামশ্রমীর তুষ্টির নিমিত্ত তাঁহার কথায় সায় দিতে লাগিলেন। যোগী ভারতচন্দ্রের ন্যায় কেশ হইতে আরম্ভ করিয়া পদনখ পর্য্যন্ত সমুদায় একে একে কবির ন্যায় বর্ণন করিয়া কহিলেন 'কেমন চন্দ্রগুপ্ত তোমার বোধ হয় যে ইহার অপেক্ষা রূপলাবণ্যবতী ললনা পৃথিবীতে আছে?'

চন্দ্রগুপ্তের মন লেনিশার রূপে মজিয়াছে। নয়ন চিরকালের নিমিত্ত সেই রূপসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে; কর্ণ নিরন্তর সেই বচন-সুধা-পানের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত; তাঁহার হৃদয়ে কি আর কোন রূপের কথা স্থান পায়। তথাপি সামশ্রমীর মন রক্ষা; কি করেন মনের বিরুদ্ধে হইলেও বলিতে চান 'ইন্দুমালাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী' আবার ভয় হইল পাছে হৃদয়স্থ প্রণয়-কীলকনিবদ্ধ তাঁহার লেনিশা কুপিত হন। আবার ভাবিলেন লেনিশাত তাঁহার মন জানেন তবে কেনই কুপিত হইবেন—ভয় অপগত হইল। সামশ্রমীর মনের মতই উত্তর দিলেন। যোগী বুঝিলেন তরুণ পুরুষের মন হইতে তরুণীর প্রশংসা সূচক উত্তর বহির্গত হইল; তবে তিনি তাহার প্রণয়ে পতিত হইয়াছেন তবে যে মুখে প্রকাশ করিতেছেন না সে কেবল লজ্জার অনুরোধে; কহিলেন আমার নিতান্ত ইচ্ছা পুরুষরত্ন চন্দ্রগুপ্তকে সকল রমণীললাম-স্বরূপা ইন্দুমালার সহিত নিবদ্ধ করা।

চন্দ্রগুপ্তের বিস্ময় আরও বৃদ্ধি পাইল; মনে কত প্রকার তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন, কত প্রকার ভাবনা মনে আসিল; কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

সামগ্রমী কহিলেন 'চন্দ্রগুপ্ত, এবিষয়ে তোমার মত কি?'

চন্দ্রগুপ্ত কি উত্তর দিবেন?—তাঁহার শোণিত হৃদয়কোষ হইতে বেগে মস্তকে উঠিতে লাগিল; মন্দিরে আলোক থাকিলে দেখা যাইত তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, নেত্রদ্বয় বিকসিত জপা কুসুমের অনুকরণ করিতেছে; নাসিকা কম্পিত; মস্তক উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অন্ধকারের অন্তরালে থাকিয়া যোগী এসকল কিছুই দেখিতে পাইলেন না বাল্যকালোচিত লজ্জাই তাঁহার অনুত্তরের কারণ স্থির করিয়া লইলেন, কহিলেন 'চন্দ্রগুপ্ত ইন্দুমালা অলকনন্দাতেই আছেন কল্য শুভক্ষণে সেই সর্ব্ব সুলক্ষণা কামিনীর সহিত তোমার বিবাহ হইবে। কেমন এবিষয়ে তোমার কোন আপত্তি নাই।'

ক্রমশঃ।

সুধাকর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রথম সর্গ

১

দুরন্ত শীতের শেষে বসন্ত উদয়,
নব ভাবে শোভমান দিক সমুদয়,
ফুটেছে কুসুম রাশি ছুটেছে সুবাস
হিমরোধ নাহি রোধ বিমল আকাশ,
ফুটেছে বিজন বনে আকাশ বকুল,
কুসুম সুবাসে বাসি ভ্রমর আকুল
পাখীকুল অনুকুল সেবিয়া বাতাস
মধুরবে মধুরব করেছে প্রকাশ।

২

একেতে বসন্তকাল দিকশোভাময়,
বনস্থলে নব শোভা হয়েছে উদয়
বিশাল পাদপে শোভি লতিকা রমণী
শাখা হতে ক্রমে ঝুলে পড়েছে অমনি,
মলিনী প্রকৃতি দেবী স্বভাবের গলে
ধীরে ধীরে দিয়া কর মৃণালের দলে
বুকেতে রাখিয়া তার আরক্ত বদন
অনুরাগে অনুরাগি করিছে রোদন
নীহার নয়ন জল বহিয়া ধারায়
পল্লব কপোল বহি পড়িতেছে তায়।

৩

এহেন মধুর কালে হেরিলে কানন
কেমন সেজন যার ভোলে নাক মন।
হাসি হাসি আসি যবে প্রকৃতি রমণী
মনমত নব সাজে সাজায় ধরণী;
নব কিশলয় দলে সাজায়ে কানন
উজল করিয়া দেয় স্বভাব আনন;
মলয় মৃদুল বাত ঝর ঝর সরে
কোমল কুসুম দল পড়িতেছে ঝরে
বিমল প্রকৃতি মুখে মৃদু মৃদু হাস
কুসুম বিকাশ ছলে হয়েছে প্রকাশ।

৪

সারা দিন শ্রান্ত ক্রমে হইয়া তপন
ত্বরান্বিত অস্তাচলে হইতে মগন।
নব রাগ অনুরাগে লোহিত আতপ
ধরিয়া শাখার শিরে শোভিল পাদপ।
একেত বসন্তকাল, নবীন পল্লব,
নয়ন-রঞ্জন তায় লোহিত আতপ;
কোমল ললিত শোভা ধরিল কানন
নবভাবে জগতের মজে গেল মন।

৫

নবোঢ়া নবীনা হেন প্রকৃতি রমণী
আধ লাজে আধ হাসি হাসিল অমনি,
শোভিল মধুর আভা কিশলয় দলে
লাজের রক্তিমা যেন উদিল কপোলে।

৬

সহসা সুদূর বনে কাঁপয়ে কানন
ঘুষিল শীকারী তুরি গভীর নিস্বন,
প্রতিধ্বনি হল তার পর্ব্বত গহ্বরে,
ভয়ালু কুরঙ্গকুল কাঁপিল অন্তরে;
মৃদুল হিল্লোলে ক্রমে মিশিয়া মিশিয়া,
গভীর নিস্বন তার উঠিল ফুলিয়া;
বহিয়া বহিয়া পরে মলয় পবন
আকাশে উঠিল ক্রমে পর্শিল গগণ।

৭

কুরঙ্গ ব্যাকুল ভয়ে শশক আকুল
সহসা ব্যাধের ভয়ে ভীত জীবকুল।
গভীর নীরব বনে বিপদ প্রকাশ
সহসা সে সুখ শান্তি হইল বিনাশ;
প্রাণ ভয়ে ধায় মৃগ ফিরে ফিরে চায়
ভয়েতে ব্যাকুল মন সকলে পালায়,
এমন শান্তির স্থানে একি ঘোর দায়
ব্যাকুল মৃগের কুল ফ্যাল্ ফ্যাল্ চায়।

ক্রমশঃ।

লীলা-কমল।

তৃতীয় স্তবক।

"All the world's a stage,
And all the men and women merely players."
As you like it.

১

অয়ি সুখময়ী নিদ্রে ক্লম-তাপ-হরা!
তুমিও কি শিখিয়াছ জগতের ধারা?
তুমিও বিমুখ নিদ্রে! অভাগার প্রতি?
ছাড়িয়া পালাও তার হেরিয়া দুর্গতি?
কমলা-বিমল-বিভা বিরাজে যথায়,
যোটগো তথায় গিয়া চাটুকার-প্রায়।

২

সংসারের ভাবনায় হয়ে ঝালা পালা,
জুড়া'তে দারুণ মোর অন্তরের জ্বালা,
শয্যায় অবশ কায় করি' প্রসারিত,
ঘুমাইব বলি' আঁখি করিনু মুদিত;
আসিয়া তরল তন্দ্রা চৈতন্য হরিল,
স্বপন-সাগরে মন মগন করিল;
জ্ঞান-কর্ণধার-হারা চিন্তা-জীর্ণতরি,
কৃত্রিম বিপাক ঘোর তরঙ্গ উপরি,
কাঁপিল কাঁপিল কত করি' টল-মল,
সহসা আতঙ্কে মোর নিদ্রা-ভঙ্গ হ'ল।
তখনি চৈতন্য-রবি হইয়া উদিত,
করিল নিখিল ভ্রান্তি-তম অপনীত;
কিন্তু হায় এ কি দায় আমার ঘটিল,
দ্বিগুণ হৃদয়াগুণ জ্বলিয়া উঠিল!
এমন ঔষধ বল কি আছে ভুবনে,
অন্তরের ব্যাথা মরে যাহার সেবনে?
স্মৃতি-পথে বদ্ধমূল শোকের কণ্টক,
উৎপাটিতে ক্ষম যাহা? হৃদয়-ফলক—
ক্ষোদিত যাতনা যাহে হয় অন্তর্হিত?
চিত পাপ-কলুষিত হয় সংশোধিত?
যাহার পরশে কাটে মানস-বিকার?
যাহাতে লাঘব হয় অন্তরের ভার?

৩

সুধাকর মনোহর নীলিম গগণে,
সমুদিত সুশোভন উডুগণ-সনে;
ঘন আসি' শশিশোভা করিছেন। ক্ষয়,
জ্যোৎস্নায় আলোকময় ধরা সমুদয়;
নিস্তব্ধ ধরণী এবে নিদ্রিতের প্রায়,
পাতাটী নড়িলে তার শব্দ শুনা যায়;

বহিতেছে সদাগতি মৃদুল হিল্লোলে,
মন্দ মন্দ গন্ধযুক্ত শাখি-শাখা দোলে ;
অবিরত ঝিল্লি যত করিতেছে ধ্বনি,
যাইতেছে বোঝা আরো গভীর রজনী ;
দূরস্থ সুষুপ্ত মেষ আনম নিস্বন,
নিশীথ নিস্তব্ধ ভাব করিছে সূচন ;
বিহঙ্গম-কুল এবে নিদ্রিত কুলায়,
নিদ্রায় কাতর নর শয়ান শয্যায়।
ত্যাজিয়াছে নিদ্রা খালি আমার নয়ন ;
জনম হয়েছে মোর করিতে রোদন।
জগত বৃহত এক রঙ্গভূমী প্রায়,
নর-নারী-গণ সবে শৈলুষ ইহায় ;
সকলেরি আছে এতে অংশ নির্দ্ধারিত,
অভিনয় করে ধরি নেপথ্য উচিত ;
ভাগ্য দোষে মম অংশে বিলাপ কেবল,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমি হয়েছি বিকল।

৪

এই যে ঘরের মাঝে জ্বলিতেছে দীপ,
এদীপো উৎকৃষ্ট হতে জীবন-প্রদীপ ;
নিবুক এদীপ পুন অনল-অর্চ্চি যে,
জ্বালিয়া ফেলিব ইহা চক্ষের নিমিষে ;
কিন্তু এ জীবন-দীপ নির্ব্বাণ হইলে,
এমন অনল বল কি আছে ভূতলে,
যাহার উত্তাপে পুন এদীপ জ্বালিবে,
উজ্বল আগের মত ইহারে করিবে ?
এমন অনিত্য নর জীবন-কারণ,
বল কোন পাপ নাহি করে আচরণ ?
জীবন-ধারণ-জন্য অর্থ লভিবারে,
নৃশংস দস্যুর দল অসি করে ধরে ;
যেই অর্থ-লোভে কত বিচারকগণ,
অকাতরে করে থাকে নিয়ম লঙ্ঘন।

ক্রমশঃ।

স্ত্রীলোক হইতে প্রাপ্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ছিলনা প্রভেদ কিছু সুস্থান কুস্থান,
খাদ্যাখাদ্য ভেদ নাহি ছিল তব জ্ঞান।
প্রকাশিতে ন' পারিয়া মনোগত ভাব
হইত চঞ্চল সদা তোমার স্বভাব।
বিষাদে করিয়া তুমি ভূমিতে শয়ন
মধুমাখা আধস্বরে করিতে রোদন।
তোমার ক্রন্দন ধ্বনী শুনে দয়াময়
বাকশক্তি দেন তবে হইয়া সদয়।
ভাব দেখি একবার বসিয়া নির্জ্জনে
কেমন যে সরলতা ছিল তব মনে।
কেদিল সে সরলতা অমূল্য রতন
কেন সে মনের ভাব নাহি বা এখন।
অতএব চেষ্টাকর হয়ে যত্নবান
পাইতে সে সরলতা রতন প্রধান।
মনের সরল ভাব তেমন হইলে
জানিবে নিশ্চয় তুমি প্রত্যেকে পাইলে।
এক সত্য নহে দুই জানিবে এসার
মিথ্যা প্রলোভনে ভুলে থেকনাক আর।
সেই সত্য করিবেন দুঃখার্ণবে পার
এখন তাহার নাম লহ অনিবার।
নিরাকার নির্ব্বিকার নিখিলরঞ্জন
যাহার কটাক্ষে হয় সৃজন পালন।
করুণা আধার নাথ নাম দয়াময়
করহ স্মরণ তারে দিন গত হয়।
শেষের সেদিন ক্রমে আসিতেছে যত -
ক্রমশঃ তোমার আয়ু কমিতেছে তত।
মায়ানিদ্রা বশ হয়ে শুয়ে কেন আর
জাগরে জাগরে মন! দেখ একবার।
যতযাত্রী ছিল সব গেল পার হয়ে
কেবল রহিলে তুমি একাকী পড়িয়ে।

যদি পরামর্শ লহ তুমিহে আমার
বলেদিতে পারি আমি এক যুক্তি সার,
সিদ্ধান্ত হয় না হয় মূর্খের বচন
শিরোধার্য্য করে লহ হয়ে এক মন।
যত মায়া আছে তব সংসারের তরে
পরিত্যাগ কর তুমি সব একেবারে।
এক সদ্‌যুক্তি আছে ভেবে দেখ মন
দয়াময় কর্ণধারে করি নিবেদন
কাতর মনেতে তার পুজিয়ে চরণ,
কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁরে করি সম্ভাষণ,
ডাকিতে পারহ যদি যোড় করি হাত
জানি মর্ম্মব্যথা তব করি কর্ণপাত
এখনি ফিরাবে নৌকা বিলম্ব না করে
তুলে লইবেন তবে ধরি তোরে করে,
সান্ত্বনা বাক্যেতে তোরে বুঝাবেন কত
প্রেমালিঙ্গন দেবেন দয়ার সহিত।
এস এস প্রিয় কন্যা কেঁদনাক আর
বলে বসাবেন তোরে স্নেহ ক্রোড়ে তাঁর।
চুম্বন সহস্র শত করিবেন শিরে
হায়রে এমন দিন ঘটিবে কি মোরে।
"কিচাহ কিচাহ বাছা নিকটে আমার
কেন মা চক্ষের জল ফেল বারবার।
কি করিতে মা আমার হবে তোর তরে
করিব তাহাই আমি বিলম্ব না করে।"
কি সুযোগ পাবে মন বল সে সময়
বলিতে মনের দুঃখ খুলিয়া তাহায়,
যত দুঃখ পাইয়াছ সংসার মাঝারে
সবহতে পাবে শান্তি বলিলে তাঁহারে।
'শুন পিতা দয়াময় করি নিবেদন
আমার যতেক সব দুঃখের বচন।
লোভ মোহ আদি যত আছে দস্যুগণ
পথেতে করেছে মোর সর্ব্বস্ব হরণ
নাহিক পারানি কড়ি পথের সম্বল
কিকরে হইব পার নাহি ধর্ম্মবল।
বিষম পাতকী আমি ছিলাম সংসারে
চক্ষেতে আইসে জল বলিতে তোমারে।'
কাঙ্গাল-জীবন নাথ অনাথ শরণ,
হাসিতে হাসিতে করি শিরেতে চুম্বন।
বলিবেন 'ভয়কি মা আছে এর তরে
কড়িদিতে হবেনা মা যেতে ভব পারে।
যতেক করেছ পাপ সংসার ভিতরে
ক্ষমিলাম তাহা আমি সব একেবারে।'
তাইবলি কর মন বিভুনাম সার
অনায়াসে তরে যাবে ভব পারাপার।

কোন কুলকামিনী
সাং গুপ্তিপাড়া।

প্রেরিত পত্র।

শরদ্বর্ণন।

বরষা হইল গত আইল শরদ।
ধরিল প্রকৃতি সতী নব পরিচ্ছদ॥
নিরমল নভস্থল অতি শুভ্রাকার।
পারদে মণ্ডিত যেন কলেবর তার॥
রবিকর খরতর সময়ের বশে।
শশী হন মসিহীন পূর্ণ সুধারসে॥
দিনমান রাত্রিমান পরিমাণ সম।
প্রভাত প্রদোষ কাল সম মনোরম॥
নহে শীত নহে গ্রীষ্ম বরষাও নয়।
এমন উত্তম ঋতু আর নাকি হয়॥—১

বহিছে বিমল বায়ু তাহে রসোদয়।
কামিনী করবী ফুটে কেতকী নিচয়॥
সেফালিকা ফুটে তার সুবাস অতুল।
মধুর সুবাস বাসে ভ্রমর আকুল॥

ফুটিল রক্তিম জবা কিবা শোভা তায়।
তরুণ অরুণ যেন উদিত উষায় ॥

নিশির শিশির ক্ষরে যত তৃণ দলে।
মুকুতার হার যেন শোভে মহীতলে ॥
এইরূপ কতরূপ শোভার উদয়।
এমন উত্তম ঋতু আর নাকি হয় ॥—২

সরসীর নীর ক্রমে হইল নির্ম্মল।
ফুটিল কুমুদ আর শত শতদল ॥
মধুকর মধুকরী করি মধুপান।
জীবন যুড়ায় করি গুন্ গুন্ গান ॥
পাইয়া সুখের কাল জলচর সব।
সুখে জলকেলী করে করে মহোৎসব ॥
হেরিয়া তাদের ভাব ভাবে মন লয়।
এমন উত্তম ঋতু আর নাকি হয় ॥—৩

হেরিয়া মাঠের শোভা ভুলে যায় আঁখি
ইচ্ছা হয় সেই খানে বাস করে থাকি ॥
ফল ভরে অবনত শস্য অবিশ্রাম।
ঈশ্বর উদ্দেশে যেন করিছে প্রণাম ॥
জীবের জীবনোপায় ধরেছে উদরে।
দেখিলে মানস বল কার নাহি হরে ?
সময়ের বশে শেষে কত সুখোদয়।
এমন সুখদ ঋতু আর নাকি হয় ॥

একান্ত বাধ্য
শ্রী অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য।
শিবপুর হালদার পাড়া।

একাধিক সহস্ররজনীক।

সটীক ও সচিত্র।

আরেবিয়ান নাইটের বাঙ্গালা অনুবাদ মূল্য প্রতি সংখ্যা দুই পয়সা মাত্র গুপ্তযন্ত্রে পাওয়া যায় সাহিত্য-মুকুরের সহিত মফস্বলে যাইতে পারে।

গুপ্ত যন্ত্র।

কলিকাতা।

২৪ নং মির্জ্জাফর্শ লেন পটলডাঙ্গা।
প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

উক্ত যন্ত্রালয়ে ছাপার কর্ম্ম (উভয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা) অতি উত্তমরূপে নিয়মিত সময়ের মধ্যে এবং অল্প মূল্যে নির্ব্বাহ হয়, যাহাতে সাধারণের সুবিধা হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নও করা যায় যথা—

১। পত্রের দ্বারা সমুদায় কর্ম্মই নির্ব্বাহ হইতে পারে, স্বস্থানে বসিয়া সকলে আপন ইচ্ছাইত কার্য্য পাইতে পারেন।

২। ছাপার মূল্য অতি সুলভ, আবশ্যক মত মূল্যের তালিকা দেওয়া যাইবেক।

৩। প্রুফ সংশোধন-ভার লওয়া যাইতে পারে।

৪। কাগজ উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায়।

৫। পুস্তক বান্ধানির ভারও লওয়া যায়।

৬। পুস্তক কি পত্রিকা বিলি কি বিক্রয় করার ভার ও টাকা আদায়ের ভার গ্রহণ করা যায়, এবং বিবেচনামতে আমাদিগের খরচার টাকাও উক্ত আদায় হইতে লওয়া যাইতে পারে।

অপরাপর বিষয় সকল যন্ত্রাধ্যক্ষের নিকট জানিতে পারিবেন।

শ্রী দুর্গাচরণ গুপ্ত
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্শ লেন, গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ১৫ই আশ্বিন ১৭৯৩ শক। [২৫শ সংখ্যা।

ভারতে গ্রীক।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পাঠক, চন্দ্রগুপ্ত যদি অধুনাতন বৈদিকদিগের বরপাত্রের মত হইতেন তাহা হইলে হয়ত মৌনে সম্মতি প্রদান করিতেন। বৈদিকগণ যখন সমান কিম্বা ভ্রমক্রমে বা কুলানুরোধে অধিকবয়স্ক কন্যার সহিত পরিণীত হন, তখন তাঁহাদের বয়ঃক্রম অন্যূন নয় বা দশ বৎসর। বিবাহের নামেই দরিদ্র ও অজ্ঞ গৃহের সন্তানেরা মনে মনে একেবারে নৃত্য করিয়া উঠে। ভাবী কষ্টসকলের তাহারা কি জানে; প্রণয়েরই বা কি ধার ধারে। বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলে নিস্তব্ধ থাকে; আর তাহাদের পিতা মাতারা মনে করিয়া লন "মৌনং সম্মতি লক্ষণং"। চন্দ্রগুপ্ত আর সেরূপ বালক নন তিনি স্পষ্টাক্ষরে কহিলেন "মহাশয়, ওবিষয়ে আমাকে কোন অনুরোধ করিবেন না।" কিয়ৎক্ষণ সকলেই নীরব। চিন্তাপর কুমারের অজ্ঞাতসারে, তাঁহার মুখ হইতে লেনিশার নাম অস্পষ্ট অক্ষরে বাহির হইয়া গেল; পিরাক্লিস্ শুনিবা মাত্র তাঁহার অস্বীকারের কারণ বুঝিয়া লইল। কিন্তু বিবিধ ভাবনাক্রান্ত যোগীর মনে অস্পষ্ট কথাটী স্থান পায় নাই। অনেক তর্ক বিতর্কের পর লজ্জাই প্রকৃত কারণ বলিয়া প্রতিভাত হইল; কহিলেন "চন্দ্রগুপ্ত, আমার কথা প্রতিপালনে সঙ্কুচিত হইও না; দেখ, রাজা পুরঃসর অদ্য নিশ্চয়ই গ্রীকদিগের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন; এখন ইন্দুমালা পাণিগৃহীতা হইলে হস্তিনার শূন্য সিংহাসনে

তোমারই অধিকার আরও হস্তিনার রাজ্য তোমার পৈতৃক রাজাসনের দ্বারস্বরূপ। কেমন পিরাক্লিস্ এবিষয়ে তোমার মত কি?"

পিরাক্লিস্ কহিল "যখন পুরঃসরের কন্যাকে বিবাহ করিলে চন্দ্রগুপ্তের সকল অংশেই মঙ্গল তখন তাহাই শ্রেয়ঃ। তবে চন্দ্রগুপ্তের যে লেনিশাকে মনের সহিত ভাল বাসিয়া ইন্দুমালাকে বিবাহ করিতে হইল, তাহা একটা ক্লেশকর বটে; কেননা কখনই তাহাদের মধ্যে পবিত্র প্রণয় সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা নাই; তাহা বলিয়া আর কি হইবে। জুপিটরের নিয়মই এই। আর সেও মানুষের দোষ, জুপিটরকে নিতান্ত অসন্তুষ্ট না করিলে আর এ অনিষ্টগুলি ঘটিত না।"

সামশ্রমী একটু হাসিয়া বলিলেন "সেকি তুমি কি বলিতেছ?"

"ত্রিলোকাধিপতি জুপিটরের ক্রোধের কথাটা উল্লেখ করিতে ছিলাম।"

"কি কথাটা স্পস্ট করিয়া বলনা শুনা-যাক।"

গ্রীক কহিল "জুপিটর স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল এই তিন লোকের অধিপতি। তিনি পৃথিবী চন্দ্র স্র্য্য প্রভৃতির নির্ম্মাণের পর মনুষ্য সৃষ্টির কল্পনা করিলেন। প্রথমে তাহাদের আহারের সংস্থান হইতে লাগিল। জুপিটরের ইচ্ছায় দেখিতে দেখিতে গোধূম বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইয়া নিমেশ মধ্যে সুপক্ক শস্য ভরে অবনত হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে ভুট্টা-গাছ সকল জন্মিয়া পৃথিবীর অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিল। পলক মধ্যে সঙ্গাক নারিকেলের অঙ্কুর সকল বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের আকার ধারণ করিল। নারিকেলের পর তাল গাছের সৃষ্টি। জুপিটরের ঐশিক বিচক্ষণতার বলে তাল সকল ফলের শ্রেষ্ঠ। তাল অনেক প্রকার যথা কাঁচামিঠা পাকামিঠা মধুগুলগুলি ইত্যাদি। ইহার মধ্যে কাঁচামিঠাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শুনিয়াছি তিনি এই তালমালা তাঁহার প্রীতিভাজন দক্ষিণ বাঙ্গালার ভূষণ স্বরূপ ও প্রধান আওলাত করিয়া পাঠাইয়াছেন। তালের পর খর্জ্জুর বৃক্ষ। জুপিটরের নিয়মানুসারে ইহার পরমসুখাদ্য ফলে তন্তুবায়দিগেরই অধিক অধিকার, খর্জ্জুরের সৃষ্টি হয়েগেল তাঁহার অনেক ভার কমে-গেল; একবারে সাপ্টা হাতে উচ্ছিস্ট ফলগুলোর সৃষ্টি; উচ্ছিষ্ট ফল যথা আম, কুল, নিচু ইত্যাদি। তাহার পর এক এক জাতি ফলের সৃষ্টি হইতে লাগিল যথা কাঁঠাল, চালতা, ডুম্বুর, উচ্ছে প্রথম জাতি। তরমুজ, কলা, ঝিঙ্গা, ও ফুটি অপর জাতি ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমুদায় ফলের সৃষ্টি হয়েগেলে পুষ্পের সৃজন হইতে লাগিল—সর্ব্বাগ্রে সকল কুসুমের রাজা, চন্দ্রপুষ্প, জপা ও অপরাজিতা। তারপর কতকগুল ধুতুরাগাছ তোমাদের দেবতাদিগের নিমিত্ত এই ভারতবর্ষের-দিকে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। দুই একটা ছুটকাইয়া অন্যান্য দেশেও গেল। তারপর অশোক, গোলাপ প্রভৃতি ফুল সকল উৎপন্ন হল। ক্রমে নানাজাতী গন্ধলতা তাহার মধ্যে লাউ, কুমড়া, পুঁই প্রভৃতি আগাছা গুলোও জন্মাল। তাহার পর মনুষ্যের আহারের নিমিত্ত বিবিধ পশু ও পক্ষীগণের সৃজন। এইরূপে মনুষ্যের আহারাদির উপযুক্ত সমুদায় বস্তু প্রস্তুত

হইয়া গেলে জুপিটর মনুষ্যের সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করিলেন।

সৃষ্টির প্রারম্ভে জুপিটর ভাবিলেন বীজ হইতে বৃক্ষাদির উৎপত্তির নিয়ম করিয়া যেমন তাহাদের নিমিত্ত পুনঃ সৃষ্টি করিয়া সংখ্যা বৃদ্ধির ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইলাম মনুষ্যের পক্ষেও সেইরূপ একটা নিয়ম করা কর্ত্তব্য। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে স্থির করিলেন তাহাদিগকে স্ত্রী ও পুরুষ দুই ভাগে বিভক্ত করি। তাহারা পরস্পর প্রণয়সূত্রে বদ্ধ হইয়া তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য করিবে। অন্যান্য প্রাণীগণের পক্ষেও এই নিয়ম দেখিতে দেখিতে প্রাণীগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। অনন্তর মনুষ্য গড়িতে বসেন হঠাৎ মনে পড়িল যদি মনুষ্যদিগকেও অন্যান্য জন্তুর ন্যায় দুই ভাগে ভাগ করিয়া নির্ম্মাণ করি তাহা হইলে তাহার প্রভুত্ব ও উৎকর্ষ রহিল কোথায়? আবার কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন—আরো চিন্তিলেন যদি মনুষ্যদিগকে এইরূপ পৃথক করিয়া নির্ম্মাণ করি তাহা হইলে হয়ত তাহারা সকল সময়ে স্ব স্ব প্রণয়ভাজনকে দেখিতে পাইবে না সুতরাং বিষম কষ্ট ভোগ করিবে। সুতরাং তাহাদিগকে পৃথক করিয়া নির্ম্মাণ করিবার প্রয়োজন নাই—এই ভাবিয়া আপনার মনের মতন করিয়া মনুষ্যকে নির্ম্মাণ করিলেন। মনুষ্যের অৰ্দ্ধেক অঙ্গ পুরুষ ও অপরার্দ্ধ স্ত্রীলোকের ন্যায় হইল। অর্দ্ধাঙ্গ কোমল, অর্দ্ধাঙ্গ কঠিন; অৰ্দ্ধবক্ষ উন্নত, অপরার্দ্ধ বিশাল; এক বাহু আজানু লম্বিত ও স্থূল অপর বাহু অপেক্ষাকৃত মৃদুল ও ক্ষীণ; মুখের দক্ষিণ ভাগ ওষ্ঠলোম-রেখা ও শ্মশ্রুরাজি বিরাজিত ও বাম ভাগ লোমাদিশূন্য ও প্রিয়দর্শন; শরীরের দক্ষিণার্দ্ধ অপেক্ষা বামার্দ্ধের বর্ণ উজ্জ্বল ও সমধিক চিক্কণ; মস্তকের এক দেশের কেশ অপরাংশের কেশ অপেক্ষা দীর্ঘ ও কোমল; কঠিনতর দক্ষিণ পদের গতি দম্ভমিশ্রিত ও বলব্যঞ্জক আর বাম পদের গতি মরালবিগঞ্জিনী ও হৃদয়গ্রাহিণী।"

চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকের কথা ভাঙ্গিয়া কহিলেন "বাঃ চমৎকার জন্তু প্রস্তুত হইয়াছে; ভাল আবার এপ্রকার পরিবর্ত্ত হইল কেন?"

"মনুষ্য এইরূপ নির্ম্মিত হইয়া দিবারাত্র আনন্দে আহ্লাদে মত্ত রহিল; কোন দ্রব্যের অভাব রহিল না। কেবল আহার বিহারের সুখ ভোগে মত্ত হইয়া ক্রমে তাহারা জুপিটারকেও ভুলিতে লাগিল। দুঃখ না পড়িলে বড় একটা ঈশ্বরের নাম লইতে বা তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। মনুষ্যের দুঃখের লেশও নাই; স্ত্রীপুরুষ একাঙ্গ; সকল সময়েই প্রণয় সুখ অনুভব করিতে করিতে ক্রমে জুপিটরের চিন্তা তাহাদের মন হইতে অপগত হইল; ক্রমে পাপ আসিয়া প্রবেশ করিল; মানুষেরা ক্রমে যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতে লাগিল।

জুপিটর দেখিলেন মনুষ্যেরা ক্রমে ক্রমে বিষম পাপী হইয়া উঠিতেছে। তাহারা প্রণয় সুখে মত্ত হইয়া তাঁহাকেও বিস্মৃত হইল; বিষম কুপিত হইয়া উঠিলেন। ক্রোধে শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। একেবারে তাহাদের বিনাশের নিমিত্ত পৃথিবীতে চলিলেন। পথে গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ। ঈশ্বরী কোপারক্ত মূর্ত্তি দেখিয়াই মনে করিলেন অবশ্য কোন অত্যাহিত ঘটিয়া থাকিবে। পরে যখন জানিলেন

জুপিটর মনুষ্যদিগকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত মর্ত্তলোকে যাইতেছেন, তখন গল-লগ্নিকৃতবাসে কাতর বচনে কহিলেন "নাথ, মনুষ্যেরা আপনার সন্তান, তাঁহারা যদিও কোন অপকর্ম্ম করিয়া থাকে তাহাদিগকে একেবারে বিনাশ করা উচিত নহে। বরং অন্য কোনরূপ শাস্তি-প্রদান করুন।" জুপিটর দাম্ভিকা হিরার বর্ত্তমান বিনয় বচন শুনিয়া কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। মনে করিলেন প্রণয়ই মনুষ্যকে এরূপ পাপী করিয়া তুলিয়াছে। আর স্ত্রী পুরুষের এক শরীর নিবন্ধনই প্রণয়ের এত আধিক্য; অতএব ইহাদিগকে পৃথক পৃথক করিয়া দিলেই অনিষ্টের সমতা হইতে পারে। এই স্থির করিয়া জুপিটর মনুষ্যদিগকে একে একে ধরিয়া দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর একস্থানে থাকিলে পাছে আবার পূর্ব্বের বিপদ উপস্থিত হয় এই ভয়ে তাহাদের শরীরার্দ্ধ ভিন্ন ভিন্ন দেশে নিক্ষেপ করিলেন। জুপিটরের ইচ্ছায় অর্দ্ধ শরীর সকল পূর্ণ হইয়া উঠিল। মনুষ্যেরা আর আপন আপন প্রণয়-ভাজনগণকে প্রাপ্ত হয় না। তাহারা পরস্পরে দ্বীপান্তর স্থিত। পুরুষগণ অপরের স্ত্রীগণকে ও স্ত্রীগণ স্ব স্ব স্বামী না পাইয়া পরের স্বামীদিগকে বিবাহ করিতে লাগিল; এসকল বিবাহে প্রণয় সঞ্চার হইবে কেন? তাহাদের বিষম কলহ হইতে লাগিল। সেই অবধি মনুষ্যের আর ক্লেশের ইয়ত্তা নাই, প্রণয় লইয়া কত বিবাদ, কত বিসম্বাদ, প্রাণহানি পর্য্যন্ত হইয়া যাইতেছে। এসকলই মনুষ্যের পাপ ও জুপিটরের ক্রোধ। যখন আন্তরিক, অকৃত্রিম ও অবিচলিত প্রণয় জন্মিয়াছে তখন এই লেনিশাই চন্দ্রগুপ্তের যথার্থ পত্নী। দেখুন ইঁহারা পরস্পরে কতদূরে নিবেশিত হইয়াছেন। কিন্তু জুপিটরের এমন ইচ্ছা নহে যে ইঁহারা বিবাহিত হন, সুতরাং আপনার স্ত্রীর দৈববশে সাক্ষাৎ পাইলেও চন্দ্রগুপ্তকে অপর স্ত্রীকে বিবাহ করিতে হইতেছে। তা যখন জুপিটরের এই ইচ্ছা তখন চন্দ্রগুপ্তের ইহাতে অসম্মত হওয়া উচিত নহে।"

ক্রমশঃ।

দুর্গাবতী।

ভ্রম সংশোধন।

২য় ভাগের একাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত দুর্গাবতীর পর এই অংশটুকু ভ্রম ক্রমে প্রকাশিত হয় নাই।

১৫

এই সব কথা মম তোমাদের প্রতি
পুনরুক্তি সম; সকলেই বিচক্ষণ;
তোমরা জনমভূমি ভালবাস অতি;
থাকিতে তোমরা গড় লুঠিবে যবন?

১৬

জন্মিয়াছ সেই বংশে তোমরা সকলে—
যাঁহারা জনমভূমি রাখিবার তরে
ত্যজি প্রাণ লভেছেন কীর্ত্তি ভূমণ্ডলে;
গাইছে তাঁদের যশ দেশ দেশান্তরে।

১৭

সুপ্রসিদ্ধ বংশে সবে আজি জনমিয়া
দিবেরে রণেতে নিজ জন্ম পরিচয়;
স্নান দুষ্ট যবনের রুধিরে করিয়া
হর্ষফুল্ল মনে ঘোষ ভারতের জয়।

১৮
কিরূপে লভিবে গড় বিধর্ম্মী যবন
(আকাশ কুসুম মোর হয় অনুভব,)
থাকিতে তোমরা সব সেনাপতিগণ
আর্য্য ধর্ম্মে রত, বীর, ভারত-বিভব।

১৯
জননীর মান রাখা করি প্রাণপণ
সন্তান প্রধান ধর্ম্ম; যারা কুলাঙ্গার
তারা মৃত্যু ভয়ে ত্যজি সমাঘাতাঙ্গন
দেখে চেষ্টাহীন হ'য়ে অপমান তাঁর।

২০
শত শত ধিক্ সেই সব নরে, যা'রা
নশ্বর দেহের তরে কিনিছে অযশ।
বহিতে জননী নেত্রে দেখি নীর ধারা
কোন্ জন থাকে বল হইয়া অলস।

২১
বীরগণ! তোমাদের উপরে ভরসা
আমাদের রহিয়াছে সম্পূরণ ভাবে;
চির দিন নাশিয়াছ গড়ের দুর্দ্দশা,
কেমনে আজি সে গড় ম্লেচ্ছ করে যাবে?

২২
স্বাধীনতালতা সুখ ফলে সুশোভিত,
বীরত্ব রবির সদা পাইছে কিরণ,
উৎসাহ বারিতে সিক্ত হই'ছে সতত;
সমূলে মরিবে লতা বল কি কারণ?

২৩
স্বাধীনতা সুখ ভোগে নাহি যা'র মন,
তাহাতে পশুতে নাই কিছু মাত্র ভেদ।
ধরণী তাহার ভার ধরে কি কারণ,
জীবাত্মা কেন না পায় আশ্রয়-বিচ্ছেদ?

২৩
অতিমদ সিংহ, তুমি শ্রেষ্ঠ সেনাপতি,
সমস্ত যুদ্ধের ভার তোমার উপর;
অন্য নদী যোগ দেয় যথা হৈমবতী,
তেমনি সেনানী অন্য তোমার দোসর।

২৫
কর গিয়া ত্বরা করি যুদ্ধ আয়োজন,
রণের আদেশ ঘোষ হিন্দুসেনা দলে;
সকলে বলিবে, কালি প্রত্যূষে গমন
নিশ্চয় করিতে হ'বে সমরের স্থলে।"

২৬
বিরসেন মন্ত্রিবর; সেনাপতিগণ
'যে, আজ্ঞা' বলিয়া চলে আপন ভবনে;
উঠে অন্তঃপুরে দেবী করেন গমন;
গৃহে যান মহীধর চিন্তাকুল মনে।

ইতি দুর্গাবতী কাব্যে অমাত্যোপদেশ
নামক চতুর্থ সর্গ।

স্বভাব দর্শন কাব্য।

প্রথম দর্শন।

জলধি।

১
একি দেখি রত্নাকর, আজিকে তোমার!
প্রশান্ত মূরতি তব কেনগো এমন,
বল বল কোন ভাবে কাহার চিন্তায়
আজিকে তোমার সিন্ধু মজেগেছে মন?

২
কোথায় তোমার সেই তরঙ্গের মালা,
পর্শিয়া গগণ যারা উঠিত ফুলিয়া
কেন আজ বল তারা করেনাক খেলা
কেন তারা তব হৃদে গিয়েছে মিলিয়া?

৩
কেন আর পূর্ব্বমত ভীষণ কল্লোল,
প্রতিধ্বনি দশদিকে ঘুষিত যাহার,
করেনাক পূর্ব্বমত কর্ণভেদী রোল
কেন আজি প্রতিধ্বনি উঠেনা তাহার?

৪

তোমার কি ওহে সিন্ধু মানবের মত
শোক তাপ সুখ দুখ আছে গো হৃদয়ে,
তাই কি মনের দুখে হইয়েছ এমত
তাই কি রয়েছ আজ ম্রিয়মান হয়ে ?

৫

না না সিন্ধু তাহা নয়, মানব সমান
নহেক নহেক তব মহত্ত্ব হৃদয়.
লক্ষগুণে তার চেয়ে তুমি গো প্রধান,
সামান্য চিন্তায় মন টলিবার নয়।

৬

তবে কেন বল বল বল রত্নাকর
আজিকে তোমার হল এভাব উদয়,
পূর্ব্বমত কেন স্রোত নহে খরতর
কেন তব স্থিরভাব ধরেছে হৃদয় ?

৭

গভীর নিশায় আজি সুপ্ত চরাচর
তুমিও কি জলনিধি তাহাদের সনে
সারা দিন খেটে খেটে বিশ্রান্ত অন্তর ?
অঘোর ঘুমের ঘোরে আছ কি শয়নে ?

৮

তুমিত ঘুমের বশ নহক কখন
তবে কেন জলনিধি ! এভাব তোমার,
কেন তবে আজি তুমি যেন বিচেতন
কি ভাব হৃদয়ে আজি উদিত আবার।

৯

আনাদিন মত্ত হয়ে স্বভাবের রসে
আছাড়িয়া কর পদ নাচিয়া বেড়াও,
আজিকে এভাব কেন, কি ভাবের বশে
স্তব্ধ হয়ে জলনিধি আজিকে ঘুমাও ?

১০

সামান্য মানব সম আজি রত্নাকর
অধিক মাদক বুঝি করিয়া সেবন
জ্ঞানহীন হইয়াছে তোমার অন্তর
তাইতে আজিকে সিন্ধু হয়েছে এমন ?

ক্রমশঃ।

লীলা-কমল।

তৃতীয় স্তবক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৫

নিরখি' নিয়ত নর গর্হিত আচার,
হইয়াছে মনে মোর ঘৃণার সঞ্চার ;
হেরিয়া তা'দের দুঃখ আমার নয়ন,
করে না বারেকো আর অশ্রু বরিষণ ;
অকৃতজ্ঞ জাতি এরা নৃশংস পামর,
বিশ্বাস-ঘাতক ক্রূর যেন বিষধর ;
বিশেষত আমাদের চিনে উঠাভার,
গোলকধাঁধাঁর প্রায় তা'দের অন্তর,
অধরে মধুর স্মিত কাড়ি'লয় প্রাণ,
দগ্ধ করে মন পরে অনল সমান।
এমনি হয়েছি তিক্ত, ইচ্ছা হয় মনে
বাসকরি গিয়া কোন গহন কাননে ;
যথায় মানব-মুখ হেরিব না আর,
উঠিবেনা কানে ফের মানব- ব্যাভার ;
একমাত্র প্রণয়িনী যাহার হৃদয়,
নব বিকশিত সিত মল্লিকার প্রায়,
সেই সে রঙ্গিনী হ'বে সঙ্গিনী আমার,
তা'র কাছে কাঁদি যা'বে অন্তরের ভার।
বিপিনে তাহার সনে করিয়া ভ্রমণ,
হেরিব প্রকৃতি চারু মুরতি মোহন,
তাপিত অন্তর মোর জুড়া'বে তখন।
ইন্দু ! বিন্দুমাত্র ঠাঁই, তব অবিদিত নাই,
জিজ্ঞাসা করিহে তাই, কোথায়োকি দেখেছ
এমন সরলা-বালা ? হেরি' হ'তে নিজ কলা
হৃদি কারো নিরমলা, লাজ কিহে পেয়েছ ?
থাকিলে থাকিতে পারে, বিপুল ভুবন ;
মাদৃশ মানব-ভাগ্যে মেলে কি তেমন ?

৬

তরঙ্গ উপর যথা তরঙ্গ আসিয়া,
পূর্ব্বোত্থিত তরঙ্গেরে ফেলে মিলাইয়া;
চিন্তার উপর চিন্তা আসিয়া তেমনি,
পূর্ব্ব-চিন্তা অন্তর্হিত করিছে অমনি।
মধুর সঙ্গীতে যথা বৈতালিক-গণ।
করে নৃপ-অভ্যুদয়-সময় সূচন,
সেইরূপ তাম্রচূড়-কুল-তার-ধ্বনি,
জানাইল দিনমণি উঠিবে এখনি;
শুনিয়া চৈতন্য মোর হইল তখন,
হেরিনু গবাক্ষ-পানে ফিরায়ে নয়ন,
উষাধীশ পরিধিয়া লোহিত বসন,
সুসজ্জিত প্রাচী-পাণি করিছে গ্রহণ।
বিনা যত্নে মিলে যদি অমূল্য রতন,
আদর আমরা তা'র করি না তেমন;
বিনা যত্নে লাভ হয় বলিয়া, সময়
সতত এতই করে থাকি অপচয়;
প্রীত হই দিন এক আসিল বলিয়া,
এল নহে দিন এক যাইল কনিয়া;
প্রতিদিন অগ্রসর হ'তেছি সকলে
সেই সে ভীষণ মৃত্যু-জলধির কূলে।

৭

আজি আছে, কালি অস্ত না যেতে তপন
যদিও মানব হয় বিগত-জীবন,
হ'বে না কখনো কিন্তু আত্মার সংহার,
উত্তর উত্তর জ্যোতি বাড়িবে তাহার।
অনিত্য হইলে আত্মা, পুণ্য আচরণে
এতই সন্তোষ কেন উপজিবে মনে;
কেন বা তা'হ'লে বল পাপ অনুষ্ঠাণ
বিঁধিবে বিঁধিবে মন সূচিকা-সমান;
দুখেই জীবন প্রায় অবসান হয়,
মৃত্যু-পর পরলোক যদি নাহি রয়
ধর্ম্মের কোথায় তবে হ'ল পুরস্কার?
কেমনে বলিব ঈশ দয়ার আধার?

যেরূপ মালঞ্চে আগে মালাকরগণ
কুসুমের বীজ করে হাপরে বপন,
তা'র পরে চারা সব হইলে নির্গত
তুলি' করে অভিমত স্থানে নিবেশিত,
যথায় পাদপচয় হইয়া বর্দ্ধিত
শোভন প্রসূনে করে চিত্ত বিমোহিত।
সে রূপ মনুজ-বীজ জগত-হাপরে,
রোপিত প্রথমে হয়, কিন্তু তা'র পরে,
নিবেশিত হয় সেই রমণীয় স্থানে,
যথায় সে তরু কভু শুকা'তে না জানে।

প্রেরিত পত্র।

হতাশের দশা।

"প্রেয়সিরে অধীনেরে জনমেকি ত্যজিলে?
এত আশা ভালবাসা সকলি কি ভুলিলে?"

১

এক দিন দরশন, দুনয়নে দুনয়ন,
এ নয়ন নারিনু ফিরাতে।
আমার আশায় ফেলে, অন্তরে অনল জ্বেলে,
মন প্রাণ গেল তব সাথে॥
অন্তরে উদয় হয়ে, মন প্রাণ হরে ল'য়ে
মিছা প্রেমে মজালে এজনে।
কত আশা দিলে আগে, যেন প্রেম অনুরাগে,
অনুদিন সুখ দরশনে॥
নিশার স্বপন সম, সে সুখ ফুরাল মম,
শশি মুখ লুকাল কোথায়।
কোথা প্রিয়ে পলাইলে, আর নাহি দেখা দিলে,
নিরাশ্রয় করিয়ে আমায়॥

২

তদবধি প্রাণপ্রিয়ে, কেমনে যে আছি জীয়ে,
অন্তর্যামী জানেন আমার।
সে দুঃখ কহিব কায়, যার লাগি প্রাণ যায়,
দয়া নাই হৃদয়ে তাহার॥

৩

দিন যায় দিন আসে, এ দীন কেবল ভাসে,
নিরন্তর নয়নের নীরে।
মুছাতে সে আঁখিজলে, কে আছে এ ভবতলে,
তুমি যদি ত্যজিলে দুঃখীরে॥

৪

এই যদি ছিল মনে, তবে কেন অকারণে,
প্রেম ডোরে বাঁধিয়ে আমারে।
ছিদ্র-যুত তরি মত, ক্রমে করি বারি গত,
ডুবাইলে অকূল পাথারে॥

৫

শিশিরে হইল দেখা, নিদাঘে করিয়া একা,
প্রেয়সিরে ত্যজিলে আমায়।
সে দারুণ দুখ স'য়ে, এ জীবন-ভার ব'য়ে,
এ অবধি রয়েছি ধরায়॥

৬

আইল বসন্ত যবে, সঞ্চারিল তরু সবে,
শোভাময় হইল অবনী।
এ মম পরাণ প্রিয়ে, নব শোভা বিস্তারিয়ে,
বিরাজিল দিবস রজনী॥
নিদাঘ আইল পরে, কিন্তু নাহি সরোবরে,
শুকাইতে সুশীতল জল।
মম আশা সরোবর, শুকাইল নিরন্তর,
এ অন্তর হইল বিকল॥
রহিল বসন্ত শোভা, ধরণীর মনোলোভা,
মম মনে সকলি শুকাল।
না পোহাতে বিভাবরী, অবনী আঁধার করি,
পূর্ণ-শশী আকাশে লুকাল।

৭

বরষ হইল গত, তবু যেন সেই মত,
সেই শশী অদূরে উদয়।
সেই হাসি সুবিমল, সেই আঁখি সুচঞ্চল,
সেই সব কিন্তু কেহ নয়॥
ওহে নাথ দয়াময়, প্রাণে যদি এত হয়,
তবে কেন সৃজিলে স্মরণ।
নর-দুঃখ সিন্ধু সম, অপার গভীর তম,
পুনঃ তাহে করেছ পবন॥

৮

যাহ'বার প্রাণধন, হ'য়ে গেছে সমাপন,
আমি এবে জ্বলি দুঃখানলে।
জীবনে মরণে আর, কিবা আছে প্রতিকার,
বাড়বাগ্নি নিভে নাহি জলে॥
মরণ না চাহে মন, এই মাত্র আকিঞ্চন,
দুখ সয়ে রহিব ধরায়।
যদি সেই সুবদন, পাই কভু দরশন,
নহে আর কি আছে উপায়॥

৯

আমারে যন্ত্রণা দিয়ে, তুমি সুখে থাক প্রিয়ে,
পোড়া প্রাণে সহিবে সকল।
অভাগারে, প্রণয়নী! এ দুখ দিলেন যিনি,
তিনি তব করুন মঙ্গল॥

১০

তব তরে অবিরত, পেয়েছি যাতনা যত,
জানিলে না জনমে কখন।
সে খেদ রহিল মনে, কি জীবনে কি মরণে,
তব সনে না হ'বে মিলন॥

গোপালকৃষ্ণ ঘোষ।

প্রাপ্তি স্বীকার।

রসতরঙ্গ—এখানি সহিত্য বিষয়ক সপ্তাহিক পত্র। প্রতি সোমবারে প্রকাশিত হয়। ইহার কলেবর ডিমাই আটপেজী এক ফর্ম্মা। মূল্য এক পয়সা মাত্র।

কলিকাতা শুভযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্ণ লেন, গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা।　　　　মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।]　　শনিবার। ২২শে আশ্বিন ১৭৯৩ শক।　　[২৬শ সংখ্যা।

ভারতে গ্রীক।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

গ্রীকের ইতিহাস শুনিয়া সামশ্রমী হাসিতে লাগিলেন। চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন 'পিরাক্লিস্ তুমি আমাকে তোমাদের পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে বলিতেছ।'

'আমি না বলিলেও তাই হইবে; যখন জুপিটরের ইচ্ছাই এই তখন বৃথা অসন্তুষ্ট হইবার প্রয়োজন কি?'

চন্দ্রগুপ্ত একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন "গ্রীকদিগের যে দেখি তর্কবিদ্যা অতি চমৎকার। ভাল পিরাক্লিস্ তোমাদের দেশের পণ্ডিতেরা সকলেইত তোমার মত তার্কিক।"

গ্রীককে অপ্রস্তুত দেখিয়া সামশ্রমী কহিলেন "চন্দ্রগুপ্ত, পিরাক্লিসের ইতিহাস শাস্ত্র মূলক না হইলেও নিতান্ত অমূলক নহে। যাহাহউক আর শালীনতায় প্রয়োজন নাই। তোমাকে মনোরমার পাণি গৃহীতা ও হস্তিনার সিংহাসনারূঢ় দেখিলেই আমি চরিতার্থ হই।"

"ভগবন্ আপনি পরম জ্ঞানী হইয়াও যে আমাকে পররাজ্য প্রাপ্তি বিষয়ে প্রবর্ত্তনা দিতেছেন নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। আপনি আমার জীবনদাতা বলিলেও হয়। আমি যে সকল ভয়ানক বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি আপনার অনুগ্রহই তাহার নিদান। আপনার অনুমতি আমার শিরোধার্য্য ও অবশ্য-প্রতিপাল্য। আপনি আমাকে নিজ সন্তান অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করেন, আমার মঙ্গল সাধন নিমিত্ত স্বাশ্রমোচিত ক্রিয়া কলাপ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখনও কেবল সেইজন্য

আমাকে ইহাতে অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু আমি আপনার সেই স্নেহ ও হিতৈষীতার নিকটেই নিবেদন করিতেছি—ইহাতে আমার ক্লেশ ও দুঃখ ব্যতীত সুখ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই।"

যোগী বুঝিলেন সকল যত্নই বিফল তবু আর একবার চেষ্টা। কহিলেন 'তুমি এমন নির্ব্বন্ধের সহিত অস্বীকার করিতেছ কেন? তোমার মনের কথা কি বলিতে পার?'

কুমার আর নিস্তব্ধ থাকিবেন কেন? নিতান্ত নির্ব্বোধ না হইলে আর কেহ স্বার্থ বিপন্ন দেখিয়াও লজ্জার অনুরোধে নিস্তব্ধ থাকে না। কহিলেন "মহাশয়, চন্দ্রগুপ্ত কি এমনই অধম, এমনই কাপুরুষ যে নিজ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া পরস্ত্রী গ্রহণ করিবে?"

"নিজ স্ত্রী!!"

"ভগবন আপনি যে এই মাত্র আমাকে মনের কথা বলিতে বলিলেন।"

"তাহা বুঝিলাম তোমার আবার স্ত্রী কোথায়?"

"গ্রীকবালা লেনিশা আমার ধর্ম্ম পত্নী।"

ক্রোধে সামশ্রমীর শরীর জ্বলিয়াগেল; মনোমধ্যে অগ্নি লাগিল, চক্ষুর্দ্বয় আলোহিত, মুখ গম্ভীর, সর্ব্বশরীর কম্পান্বিত, স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। পুরুষস্বভাব বিরোধী ভাবেরও অসদ্ভাব নাই। পাঠক আলোক থাকিলে দেখিতে পাইতে, যোগীর গণ্ডদেশে উষ্ণ জলধারা প্রবাহিত হইতেছে।

মন্দির নিঃশব্দ। চন্দ্রগুপ্ত একটু বিষণ্ণ; আবার সেই বিষণ্ণতা রসসিক্ত হইয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞা আরো দৃঢ়মূল হইতেছে। সামশ্রমীর চতুরতা ক্রমে তাঁহার ক্রোধ বেগ ঈষৎ শান্ত করিয়া দিল। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া গম্ভীর স্বরে দুঃখদলিত সন্ন্যাসী কহিলেন 'চন্দ্রগুপ্ত বোধ হয় তোমার জনক মহারাজ নন্দ তোমার জননী দেবসেনা তোমাকে গ্রীক কন্যার সহিত বিবাহিত করিয়াছেন।'

'পুত্রের বিবাহের উপরেও কি পিতা মাতার প্রভুত্ব?'

'নয় কেন?'

'তবে আর কোন পুত্র আর কোন বিষয়ে স্বাধীন ব্যবহার করিতে পারিবেন না।'

'সেকি, সন্তান আবার পিতা মাতার সহিত অন্যমত হইয়া কার্য্য করিবে?

'আপনার মতে চলিলে আর সংসারের উন্নতি হইতে পারে না।'

'উন্নতি তোমারই করবে!! চন্দ্রগুপ্ত, তুমি বালক এখনও বুদ্ধির পরিণাম হয় নাই। আমার কথা রাখ। পিতা মাতার অজ্ঞাত যাহা তাহা এক প্রকার অসিদ্ধ। বিশেষঃ এ যবন কন্যা—এ ব্যাপার প্রকাশ হইলে তোমাকে সকল আশায় একেবারে জলাঞ্জলি দিতে হইবে।'

'আমি কি রাজ্য লোভে বা সমাজ ভয়ে ধর্ম্ম ত্যাগ করিব?'

'ধর্ম্ম?'

'পরিণীতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে কি ধর্ম্মচ্যুত হইতে হইবে না!'

'পরিণীতা! তাহার কি শাস্ত্রানুসারে পাণিগ্রহণ হইয়াছে? আর যে পরিণয় শাস্ত্রানুসারে হয় নাই তাহা কি সিদ্ধ?'

"স্ত্রী পুরুষের মনোমিলনই পরিণয়ের প্রধান কার্য্য। তারপর আমি ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিয়া পুরোহিতের সমক্ষে তাহাকে বিবাহ করিয়াছি।"

"পুরোহিত-ত দীর্ঘ-শ্মশ্রু।"

"হইলেই বা ধর্ম্মাধিকারী বটে। বিশেষতঃ লেনিশাও গ্রীক দুহিতা।"

"দুরাত্মা, নাস্তিক, আর্য্য-কুলাঙ্গার, যবনকন্যাকে বিবাহ করিয়া তাই আবার আমার সাক্ষাতে তর্ক করিতেছ। দূর হও আর তোমার মুখ দর্শন করিব না।" বলিতে বলিতে উগ্রমূর্ত্তি তাপস উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নেত্রদ্বয় জ্বলিতে লাগিল, সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া তাঁহার উগ্র নয়নজ্যোতি দেখা দিল। একবার তীব্রদৃষ্টিতে চন্দ্রগুপ্তেরদিকে চাহিয়া দেখিলেন। অন্ধকারের মধ্যদিয়া তাঁহার বিষমূর্ত্তি যোগীর চক্ষুঃশূলরূপে প্রতীয়মান হইল। কহিলেন "দুরাত্মার নিকট পরিশ্রমের বিলক্ষণ পুরস্কার পাইলাম।" আর কথা নাই। অগ্নিশর্ম্মা মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আর চন্দ্রগুপ্ত?—ভয়, অনুতাপ, আর প্রণয়ে অভিভূত হইয়া দ্বারন্যস্ত দৃষ্টি বসিয়া রহিলেন। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। উষাদেবী সৌরকর-সমূহ-সম্মার্জ্জনীরদ্বারা আকাশাঙ্গনে বিক্ষিপ্ত শ্বেত কুসুমনিকর দূরীকৃত করিয়া দিলেন ক্রমে উচ্চ পাদপ সকল বালাতপে রঞ্জিত-শিখর হইয়া হেমমুকুট-মণ্ডিতের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। তখনও চন্দ্রগুপ্ত সেই ভাবে বসিয়া রহিয়াছেন। পিরাক্লিস কহিল "কুমার, একটু শান্ত হউন নিতান্ত কাতর হইলে কি হইবে?"

চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকেরদিকে ফিরিয়া কহিলেন "পিরাক্লিস তুমি সেলুকসের শিবিরে যাইবে?"

"কুমারের যাহা অভিপ্রায়।"

"তুমি যাও আর লেনিশাকে বলিও শীঘ্রই চন্দ্রগুপ্তের নাম এই শত্রুসঙ্কুল পৃথিবী-হইতে লোপ হইবে।—লেনিশা, সেই দিনের দর্শনই শেষ বলিয়া যদি জানিতে পারিতাম তাহা হইলে কখনই তোমার প্রণয়ালিঙ্গন ত্যাগ করিয়া আসিতাম না। আমার মনের অভিলাষ মনেই-লীন হয়ে গেল। কিন্তু প্রিয়তমে! মৃত্যু সময়ে যে তোমার সাক্ষাৎ পাইলাম না এই আমার নিতান্ত দুঃখ রহিল।" শোকে চন্দ্রগুপ্তের স্বর বদ্ধ হইয়াগেল—আর কথা সরিল না, গ্রীক মুগ্ধ হইয়া রোদন করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ।

স্বভাব দর্শন কাব্য।

প্রথম দর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১১

প্রবল পবন ভরে নাচোগো যখন
ফুলিয়া ফুলিয়া উঠ ভীম ক্রোধ ভরে
করিতে উদ্যত হও জগত-নিধন
উঠ তুমি চরাচরে গ্রাসিবার তরে।

১২

প্রচণ্ড কল্লোলে করি ভীষণ গর্জ্জন
তরঙ্গ তুলিয়া যাও ধরিতে আকাশ
বদন ব্যাদান কর গ্রাসিতে ভুবন
অসীম তোমার বল করগো প্রকাশ।

১৩

বীর মদে মাতোয়ার দেশের সম্মান
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাণ্ড রণতরিদলে
সামান্য কাগির লুটি খেলনা সমান
তুলেনাও নিজ করে লোফ কুতুহলে।

১৪

বিজয়ী নাবিক তার প্রবল দুর্জ্জয়,
প্রণত জগতীতল তরবারে যার,
কারে বলে ভয় যার জানে না হৃদয়,
থর থর কাঁপে হেরি সে ভাব তোমার।

১৫

বার বার ডাকে তার ইষ্ট দেবতায়,
কিন্তু উদ্ধারিতে বল আছে সাধ্যকার,
তরণী সহিত লও তুলিয়া তাহায়
আছাড়ি পর্ব্বতোপরে কর চুরমার।

১৬

তখনো ছাড়েনা তার জীবনের আশ
সন্তরণ দেয় করি ফলক ধারণ,
তটেতে উঠিতে পায় কতই প্রয়াস,
কত চেষ্টা করে হায় বাঁচাতে জীবন।

১৭

কিন্তু সে প্রবল-বেগ তরঙ্গে তোমার
বৃথা চেষ্টাকরে ঢোকে নাকে মুখে জল,
আমোদেতে ব্যাকুলতা দেখিয়া তাহার
ফেণরূপ দন্ত মেলি হাস খলখল।

১৮

প্রবল তরঙ্গ ভেদি ক্রূর যাদোকুল
উঠিয়া বেগেতে আসি আক্রমি তাহার
জীবনের আশা যত করিয়া নির্ম্মূল
ছেঁড়া ছিঁড়ি করি দেহ করয়ে আহার।

১৯

অনন্ত বিজয় যশ, উচ্চ আশা তার
সামান্য অন্তর পেটে শেষ হয়ে যায়
অভিমান গর্ব্ব তার থাকেনাক আর
জলের বিম্বের প্রায় তোমাতে মিশায়।

২০

বল বল রত্নাকর সেভাব তোমার
কি ভাবের বশে আজ লুকাল কোথায়?
জলধি! কেমনে বল হইল তাহার
নবীন প্রশান্তরূপ হেন বিপর্য্যয়?

২১

দেখিলে এভাব তব কে পারে চিনিতে
সেই তুমি এই ভাব করেছ ধারণ!
হেন শান্ত স্থির দেখি কে পারে বলিতে
ক্ষণ পূর্ব্বে ছিলে তুমি প্রলয় কারণ।

২২

কেন কেন কেন আজ কিসের কারণ
জলনিধি! শান্তভাব করেছ ধারণ?
মত্ততার বশে তুমি করেছ যে কাজ
তাই ভেবে পরিতপ্ত হয়েছ কি আজ?

২৩

"কিকাজ করেছি হায় হয়ে মদবশ
উদ্যত হয়েছি সব করিতে নিধন,
একি, হায়, করিয়াছি বিষম সাহস
পরম পিতার আজ্ঞা করিতে লঙ্ঘন।"

২৪

অথবা দেখিয়া বুঝি অখিল সংসার
ডুবিতে অতলস্পর্শ পাপময় হ্রদে
একমনে ভাবিতেছ 'কি হবে ইহার
উদ্ধার কেকরে এরে এমন বিপদে।

২৫

"কপটী মানবকুল অতি নীচাশয়
ধর্ম্মবোধ নাই এবে তিল পরিমাণে,
উদ্ধার তাদের হায় কেমনেতে হয়,
কে আছে তাদের হেন সাধুপথে আনে।

২৬

"দয়া নাই ধর্ম্ম নাই দুরন্ত দুর্জ্জন
আপনি আপন মাংশ করয়ে ভোজন।

ইতি জলনিধি।

মৃত্যু।

ঐ দেখ বলদর্পে আসিল মত্তবারণ,
কে বল এমন আছে করে তারে নিবারণ।
বিকট ভীষণ দন্ত, করিতে মানব অন্ত,
মদভরে চলিতেছে কিবা বিকট গর্জ্জন।
ঘর্ষণে পড়িছে বৃক্ষ, পলাইয়ে প্রাণ রক্ষ,
মাতিয়াছে ভীর্ম মদে ত্রাণ নাহি কদাচন।
আহা আহা হায় হায়, পড়িল কুলিশ ঘায়,
একেবারে সব দন্ত গেল তার সমুদায়।
কোথা সে বিষম বল, একেবারে গেল তল,
গত প্রাণ হয়ে জড় পড়ে ওই ভূমিতল।
পদভরে ধরা কাঁপে, সবে ভীত ঐ দাপে,
কিন্তু সেই দর্প হায়, রহিল কোথায়,
রাশি রাশি কীট দলে, লয়ে তার দেহ দলে,
যাহে লক্ষ নরদলে করিয়াছে ভয়।
এই দেখ শিবাকুল, হয়ে কত হর্ষাকুল,
ভীষণ দাঁতের ঘায়ে বিদারি করিছে ক্ষয়।
এখনি করিবে শেষ, অস্থি মাত্র রবে শেষ,
তাহাও মাটির যোগে কিছুকালে হবে লয়।
মানব মোহেতে রয়ে, এই উপদেশ পেয়ে,
মদভরে মাতিয়াছে অধমমাতাল প্রায়।
ক্ষণেকে যাইবে কায়, বিশ্বাস কি আছে তায়,
নিমিষে জলের বিম্ব জলেতে মিশায়ে যায়।
এই যে সুন্দর কায়, নিশ্বাসেতে ক্ষয়ে যায়,
বিশ্বাস কি আছে তায়, কবে হবে জড়ময়,
কবে তনু তনু তনু করি খাবে পশুচয়।
কবে বা মৃত্তিকা তল, হবে সুখ শয্যাতল,
অথবা অনলে দহি সবি হবে ভস্মময়।
ধনমান প্রহরিতে, রক্ষা নাহি কোন মতে,
যেতে হবে সেই পথে করে যবে আবাহণ।
না মানিবেক বীর গণের গর্ব্বিত বচন।
না মানিবে গড় খাই, কিছুতে নিস্তার নাই,
তার কাছে নাহি খাটে কোন নিবারণ।
সিন্ধুকে রাখিলে ভরি, তাহতেও লবে হরি,
সেই কারণে হরি নাম সে করেছে ধারণ।
কর নানা ফার ফের দেহ লোহাময় বেড়।
অবশ্য যাইয়ে তথা মৃত্যু দিবে দরশন।
কতবীর হলো হত, কাল বশে নাম গত,
মাটীতে মাটীর দেহ মিশায়ে হয়েছে লয়।
অখিল জগত মৃত মৃত দেখি সমুদয়।
আজি হলো যাবেকালী, যতনে যাহারে পালি,
অখিল জগত মিথ্যা মিথ্যাময় সমুদয়।

প্রেরিত পত্র।

অবলা-বিলাপ।

১

যবে সখি যবে তোর সুনীল কুন্তল
এলো খেলো বেশে আহা আবরে কপোল,
এ অভাগিনী তখন, করে কত সুযতন,
যথাকার কেশ তথা রাখিতে সকল।
সে সময়ে কেন হেরি নয়ন চপল।
সতত অস্থির হিয়া, তব সে ভাব দেখিয়া,
কাঁদে চিত অবিরত হইয়া চঞ্চল
তব দশা দেখে মোর ইন্দ্রিয় বিকল।

২

সখিরে এদুঃখ তোর সুধু তোর নয়,
এদুঃখ কামিনী-কুল সাধারণ হয়।
মনোমত পতিধন, তব ভাগ্যে অঘটন,
হয়েছে জেনেছি সখি হয়েছে নিশ্চয়,
নতুবা নির্জীব কেন সস্নেহ প্রণয়।
জগতে অভিষ্ট যাহা, এবে হয়েছে তাহা
জগৎ এক্ষণে তব পক্ষে বিষময়।
যে সন্তাপে তব মন, দগ্ধ হয় অনুক্ষণ,
প্রকাশিতে সে সন্তাপে তব সাধ্য নয়
কি জানি কি হ'তে পুনঃ আর কিবা হয়।

১৪

বিজয়ী নাবিক তার প্রবল দুর্জ্জয়,
প্রণত জগতীতল তরবারে যার,
কারে বলে ভয় যার জানে না হৃদয়,
থর থর কাঁপে হেরি সে ভাব তোমার।

১৫

বার বার ডাকে তার ইষ্ট দেবতায়,
কিন্তু উদ্ধারিতে বল আছে সাধ্যকার,
তরণী সহিত লও তুলিয়া তাহায়
আছাড়ি পর্ব্বতোপরে কর চুরমার।

১৬

তখনো ছাড়েনা তার জীবনের আশ
সন্তরণ দেয় করি ফলক ধারণ,
তটেতে উঠিতে পায় কতই প্রয়াস,
কত চেষ্টা করে হায় বাঁচাতে জীবন।

১৭

কিন্তু সে প্রবল-বেগ তরঙ্গে তোমার
বৃথা চেষ্টাকরে ঢোকে নাকে মুখে জল,
আমোদেতে ব্যাকুলতা দেখিয়া তাহার
ফেণরূপ দন্ত মেলি হাস খলখল।

১৮

প্রবল তরঙ্গ ভেদি ক্রূর যাদোকুল
উঠিয়া বেগেতে আসি আক্রমি তাহার
জীবনের আশা যত করিয়া নির্ম্মূল
ছেঁড়া ছিঁড়ি করি দেহ করয়ে আহার।

১৯

অনন্ত বিজয় যশ, উচ্চ আশা তার
সামান্য জন্তুর পেটে শেষ হয়ে যায়
অভিমান গর্ব্ব তার থাকেনাক আর
জলের বিম্বের প্রায় তোমাতে মিশায়।

২০

বল বল রত্নাকর সেভাব তোমার
কি ভাবের বশে আজ লুকাল কোথায়?
জলধি! কেমনে বল হইল তাহার
নবীন প্রশান্তরূপ হেন বিপর্য্যয়?

২১

দেখিলে এভাব তব কে পারে চিনিতে
সেই তুমি এই ভাব করেছ ধারণ!
হেন শান্ত স্থির দেখি কে পারে বলিতে
ক্ষণ পূর্ব্বে ছিলে তুমি প্রলয় কারণ।

২২

কেন কেন কেন আজ কিসের কারণ
জবনিধি! শান্তভাব করেছ ধারণ?
মত্ততার বশে তুমি করেছ যে কাজ
তাই ভেবে পরিতপ্ত হয়েছ কি আজ?

২৩

"কিকাজ করেছি হায় হয়ে মদবশ
উন্মত্ত হয়েছি সব করিতে নিধন,
একি, হায়, করিয়াছি বিষম সাহস
পরম পিতার আজ্ঞা করিতে লঙ্ঘন।"

২৪

অথবা দেখিয়া বুঝি অখিল সংসার
ডুবিতে অতলস্পর্শ পাপময় হ্রদে
একমনে ভাবিতেছ 'কি হবে ইহার
উদ্ধার কেকরে এরে এমন বিপদে।

২৫

"কপটী মানবকুল অতি নীচাশয়
ধর্ম্মবোধ নাই এরে তিল পরিমাণে,
উদ্ধার তাদের হায় কেমনেতে হয়,
কে আছে তাদের হেন সাধুপথে আনে।

২৬

"দয়া নাই ধর্ম্ম নাই দুরন্ত দুর্জ্জন
আপনি আপন মাংশ করয়ে ভোজন।"

ইতি জলনিধি।

মৃত্যু।

—

ঐ দেখ বলদর্পে আসিল মত্তবারণ,
কে বল এমন আছে করে তারে নিবারণ।
বিকট ভীষণ দন্ত, করিতে মানব অন্ত,
মদভরে চলিতেছে কিবা বিকট গর্জ্জন।
ঘর্ষণে পড়িছে বৃক্ষ, পলাইয়ে প্রাণ রক্ষ,
মাতিয়াছে ভীম মদে ত্রাণ নাহি কদাচন।
আহা আহা হায় হায়, পড়িল কুলিশ ঘায়,
একেবারে সব দন্ত গেল তার সমুদায়।
কোথা সে বিষম বল, একেবারে গেল তল,
গত প্রাণ হয়ে জড় পড়ে ওই ভূমিতল।
পদভরে ধরা কাঁপে, সবে ভীত ঐ দাপে,
কিন্তু সেই দর্প হায়, রহিল কোথায়,
রাশি রাশি কীট দলে, লয়ে তার দেহ দলে,
যাহে লক্ষ নরদলে করিয়াছে ভয়।
এই দেখ শিবাকুল, হয়ে কত হর্ষাকুল,
ভীষণ দাঁতের ঘায়ে বিদারি করিছে ক্ষয়।
এখনি করিবে শেষ, অস্থি মাত্র রবে শেষ,
তাহাও মাটীর যোগে কিছুকালে হবে লয়।
মানব মোহেতে রয়ে, এই উপদেশ পেয়ে,
মদভরে মাতিয়াছে অধমমাতাল প্রায়।
ক্ষণেকে যাইবে কায়, বিশ্বাস কি আছে তায়,
নিমিষে জলের বিম্ব জলেতে মিশায়ে যায়।
এই যে সুন্দর কায়, নিশ্বাসেতে ক্ষয়ে যায়,
বিশ্বাস কি আছে তায়, কবে হবে জড়ময়,
কবে তনু তনু তনু করি খাবে পশুচয়।
কবে বা মৃত্তিকা তল, হবে সুখ শয্যাতল,
অথবা অনলে দহি সবি হবে ভস্মময়।
ধনমান প্রহরিতে, রক্ষা নাহি কোন মতে,
যেতে হবে সেই পথে করে যবে আবাহণ।
না মানিবে বীর গণের গর্ব্বিত বচন।
না মানিবে গড় খাই, কিছুতে নিস্তার নাই,
তার কাছে নাহি খাটে কোন নিবারণ।
সিন্ধুকে রাখিলে ভরি, তাহতেও লবে হরি,
সেই কারণে হরি নাম সে করেছে ধারণ।
কর নানা কায় ফের দেহ লোহাময় বেড়।
অবশ্য যাইয়ে তথা মৃত্যু দিবে দরশন।
কতবীর হলো হত, কাল বশে নাম গত,
মাটীতে মাটীর দেহ মিশায়ে হয়েছে লয়।
অখিল জগত মৃত মৃত দেখি সমুদয়।
আজি হলো যাবেকালী, যতনে যাহারে পালি,
অখিল জগত মিথ্যা মিথ্যাময় সমুদয়।

প্রেরিত পত্র।

অবলা-বিলাপ।

১

যবে সখি যবে তোর সুনীল কুন্তল
এলো থেলো বেশে আহা আবরে কপোল,
এ অভাগিনী তখন, করে কত সুযতন,
যথাকার কেশ তথা রাখিতে সকল।
সে সময়ে কেন হেরি নয়ন চপল।
সতত অস্থির হিয়া, তব সে ভাব দেখিয়া,
কাঁদে চিত অবিরত হইয়া চঞ্চল
তব দশা দেখে মোর ইন্দ্রিয় বিকল।

২

সখিরে এদুঃখ তোর শুধু তোর নয়,
এদুঃখ কামিনী-কুল সাধারণ হয়।
মনোমত পতিধন, তব ভাগ্যে অঘটন,
হয়েছে জেনেছি সখি হয়েছে নিশ্চয়,
নতুবা নির্জীব কেন সস্নেহ প্রণয়।
জগতে অভিষ্ট যাহা, এবে হয়েছে তাহা
জগৎ এক্ষণে তব পক্ষে বিষময়।
যে সন্তাপে তব মন, দগ্ধ হয় অনুক্ষণ,
প্রকাশিতে সে সন্তাপে তব সাধ্য নয়
কি জানি কি হ'তে পুনঃ আর কিবা হয়।

৩

অমূল্য রতনে পূর্ণ রমণী-অন্তর
স্নেহময় সুধা ভরা প্রণয়-আকর
কিন্তু তা হলে কি হবে, সদা কবাটিত রবে,
বিধির নির্ব্বন্ধ ইহা, নহে অন্যান্তর।
তা না হলে হ'ত ধরা সুখের আকর।
সে কবাটে মুক্ত করে, কেবা হেন শক্তি ধরে,
বিনা সেই কালান্তক অন্তকের কর।
তা হতে হ'বে হৃদ্ কবাট অন্তর।

৪

শুনা আছে পুরাকালে স্পার্টা সুতগণ
সহিষ্ণুতা গুণে ছিল বিদিত ভুবন,
কিন্তু তারা কোন ছার, তুলনাতে অবলার,
তাদের গৌরব হ্রাস হয়েছে এখন
সহিষ্ণুতা ধরে নারী, বাসুকি যেমন;
বরঞ্চ তা হতে আর, এগুণে তাহারা দড়,
কাতরতা পরকাশ না করে কখন।
শেষ কিন্তু করে থাকে মেদিনী-কম্পন।

৫

এতবে অন্তরজ্বালা অবলারা সয়
পরের মনে কি ইথে দুঃখোদয় হয়।
অন্তরে যতই জ্বালা, সহে না কেন অবলা,
সদা সুখী বাহিরেতে না দেখালে নয়।
অন্তরের শান্তি তার মরিলেই হয়।
কেন আর অরে বিধি, অবলারে নিরবধি,
দগধ করিস্; ইথে কিবা সুখোদয়।
এত কি অভাগা নারী-পরাণেতে সয়?

বিনয়াবনত
শ্রী——
হুগলি খুটিয়াবাজার।

——

আগমনী।

ঐযে বাজিল ভেরী মধুর নিঃস্বরে
সমর বিজয়ী বীর আসে তিন জনে,
আয়রে বঙ্গের নারি, কাঁকালে কনক ঝারি
মাথায় বরণ ডালা করিবে বরণ
নেচে নেচে চলে আর চপল চরণ।

২

দুর্জ্জয় সমরে রমা সুরেন্দ্র বিহারী
জয়ী আজ বঙ্গসুত বলিহারি
আনন্দ কি ধরে মনে, ধরিতে ভারত ধনে
আয়রে কুলের নারী আয় সারি সারি
ভেসেছে প্রমোদ জলে মানস সবারি।

৩

ভারতের জয় মুখে জয়, জয়, স্বরে
নাচুক বালক বৃন্দ আনন্দ অন্তরে
পৌরে দিক করতালি, শ্রবণে লাগুক তালি,
ডাকুক ভীষণ ঘোষে জলদ অম্বরে
মাতুক আমোদে আজ প্রমোদের ভরে।

৪

সাগরের পরপারে চলেগাক স্বর
সমর বিজয়ী আজ বাঙ্গালীনিকর
সাদাকাল মিলাইল, কালতে বাহার দিল,
কেলে সোণাকোলে নিতে আয়রে সবাই
তাড়াতাড়ি ছুটে ছুটে নদীতটে যাই।

৫

গিরি, নদ নদী, মাটি, মানে, ধনে, জনে,
বিখ্যাত ভারতভুমি আছিল ভুবনে
জয়ের উপর জয়, বুদ্ধির রাজত্ব লয়,
আজিকে বাঙ্গালী গিয়ে সাগরের পার
বিদেশে বিদেশীমাঝে একিচমৎকার।

৬

সুবর্ণ পদকে লিখি "ভারত সন্তান
ভারতের কুলোজ্জ্বল যে বাড়াইল মান

চিরজীবী হয়ে থাক, ভারতের মুখ রাখ,
লুকাক বিপক্ষ মুখ আকুল পরাণ,"
দর্পহারীগণে কর উপহার দান।

৭

এবলি সকলে মিলি দেও উপহার
বিদেশী সম্মানে শুধু কি হইবে আর
সকলে জাগ্রত হও, নিজে নিজেদের লও
জুটালে পরের পায় কি হইবে ফল
ভাব রে ঘৃণিত মোরা বাঙ্গালী দুর্ব্বল।

ক্ষীরোদ।

প্রেম।

১

হায়রে! প্রেমের ঋণ শোধে কোন জনে,
যে ঋণেতে প্রাণ দান,—কুসীদের পরিমাণ,
নাহি হয় দেখ আহা, অসীম ভুবনে।
প্রেম রূপ ঋণ-পাশে বদ্ধ যেই জন,
পারে না কখন তাহা করিতে ছেদন।

২

অপূর্ব্ব প্রেমের রূপ অতীব সুন্দর,
জগত উজলি জ্বলে, বিশেষ মনুজ দলে,
হয় সুখময় কত গুণের আকর,
কেমনে বর্ণিবে তাহা গুণ হীন নরে,
পঙ্গু কবে লঙ্ঘিয়াছে তুঙ্গ গিরিবরে?

৩

প্রেম সঙ্গ—সুবিমল সুখের সদন,
যখন মানস রসে, সুমধুর প্রেম-রসে,
শান্তির সলীলে যেন ভাসেরে তখন।
সরসী পাইয়ে যথা পিপাসীর মন,
লভি নীর-সুধা-সিন্ধু মকর মতন।

৪

কত যে আনন্দ মধু কহিব কেমনে,
মরি মন-মধুকর, করে পান নিরন্তর,
সুপবিত্র নিরমল প্রেমের মিলনে।
আহা কিবা সুখোদয় হয় সেই ক্ষণে।
তাহার উপমা হায় নাহিক ভুবনে।

৫

প্রেমময় পরমেশ প্রেমে নিরমিলা
এ হেন অখিল পুরি, মাখায়ে প্রেম মাধুরী,
কোলে লয়ে প্রাণি পুঞ্জে করিবারে লীলা।
প্রেমেই চন্দ্রমা ক্ষরে সুধাময় কর,
সভা করি বসি সহ তারা সহচর।

৬

সরায় আঁধার রাশি অরুণ উদিয়ে,
হাসায় প্রকৃতি সতী, করি মন্দ মন্দ গতি
অমল তরল করে ভুবন ভাসিয়ে।
প্রসবে প্রসুন চয় যত তরু দল,
কাল পূর্ণ হলে দেয় নানা মত ফল।

৭

অনিল অনল জল আদি পঞ্চভূত,
সাধিছে কতই হিত, একান্তে হয়ে বিহিত,
সদা কাল সম ভাবে সম গুণ যুত।
জন্তু অগণন প্রেমে চরে চরাচরে,
বিহগ বন-বিহারী কলরব করে।

৮

পিতা মাতা স্নেহ আসি সন্তানে সঞ্চারে,
ভ্রাতা আর ভগিনীকে, কান্ত আর কামিনীকে
পরস্পরে পরস্পর বাঁধে প্রেমহারে।

সখায় সখায় হয় প্রণয় বন্ধন,
হরিষে পূজেন হীন পূজ্য জনগণ।

৯

প্রতি বন্ধু প্রমোৎসব করিছে প্রকার,
প্রেম রে। তোমার কাছে, সদা দীন বাঁধা আছে
ভাবিয়ে না পাই কিসে তুষিব তোমায়।
শশী কলেবর ঝলে ভানুর কিরণে,
নাহি প্রতিদানে শশী শকতি বিহনে।

১০

অসংখ্য প্রণতি-পাত করি তাঁর পদে,
প্রেমেরে প্রেরিলা যিনি, যাঁহার চরণে ঋণি,
আজীবন মোরা সবে সম্পদে বিপদে
স্থাপহ পবিত্র প্রেম প্রকৃত পাত্রেতে,
সুখ শান্তি বিরাজিবে তব হৃদয়েতে।

অনুগৃহীত
শ্রী কালীপ্রসন্ন দত্ত।
জামালপুর একাউণ্টেণ্ট আপিস।

একাধিক সহস্র রজনীক।

সটীক ও সচিত্র।

আরেবিয়ান নাইটের বাঙ্গালা অনুবাদ মূল্য প্রতি সংখ্যা দুই পয়সা মাত্র, গুপ্তযন্ত্রে পাওয়া যায় সাহিত্য-মুকুরের সহিত মফস্বলে যাইতে পারে। নিয়মিত গ্রাহকদিগকে দুর্লভ সমাচার বিনা মূল্যে দেওয়া যায়। যাঁহারা নিয়মিত গ্রাহক হইতে ইচ্ছা [illegible] গুপ্তযন্ত্রে [illegible] ১০৭ নং ভবনে নাম [illegible] প্রেরণ করিলে [illegible] পাইতে পারিবেন।

গুপ্ত যন্ত্র।

কলিকাতা।

২৪ নং মির্জ্জাফর্ণ লেন পটলডাঙ্গা।
প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

উক্ত যন্ত্রালয়ে ছাপার কর্ম্ম (উভয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা) অতি উত্তমরূপে নিয়মিত সময়ের মধ্যে এবং অল্প মূল্যে নির্ব্বাহ হয়, যাহাতে সাধারণের সুবিধা হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নও করা যায় যথা—

১। পত্রের দ্বারা সমুদায় কর্ম্মই নির্ব্বাহ হইতে পারে, স্বস্থানে বসিয়া সকলে আপন ইচ্ছামত কার্য্য পাইতে পারেন।

২। ছাপার মূল্য অতি সুলভ, আবশ্যক মত মূল্যের তালিকা দেওয়া যাইবেক।

৩। প্রুফ সংশোধন-ভার লওয়া যাইতে পারে।

৪। কাগজ উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায়।

৫। পুস্তক বান্ধানর ভারও লওয়া যায়।

৬। পুস্তক কি পত্রিকা বিলি কি বিক্রয় করার ভার ও টাকা আদায়ের ভার গ্রহণ করা যায়, এবং বিবেচনামতে আমাদিগের খরচার টাকাও উক্ত আদায় হইতে লওয়া যাইতে পারে।

অপরাপর বিষয় সকল যন্ত্রাধ্যক্ষের নিকট জানিতে পারিবেন।

শ্রী দুর্গাচরণ গুপ্ত
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্ণ লেন, গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ২৯শে আশ্বিন ১৭৯৩ শক। [২৭শ সংখ্যা।

ভারতে গ্রীক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিষম বিভ্রাট।

হস্তিনার পূর্ব্বোক্ত কুটীরদ্বারে ত্রিপুরা-সুন্দরী করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া বসিয়া আছেন; গভীর চিন্তায় মগ্ন। পুণ্ডরীক আসিয়া ত্রিপুরার সন্নিধানে দাঁড়াইলেন। দৃষ্টি নাই। কুমার কহিলেন "একি সখি! বিকসিত কমলের উপর চন্দ্র-বিম্ব রেখে কি চিন্তা করিতেছ?"

ত্রিপুরা চাহিয়া দেখিয়াই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কুমার কহিলেন, "সখি, এমন কার্য্যও করে দেখদেখি দিবা মনে করে মুখচন্দ্র মলিন হয়ে গিয়াছে।"

ত্রিপুরার মুখে একটু হাস্য প্রকটিত হইল। কহিলেন "কুমার, কি সংবাদ অবগত হইলেন?"

পুণ্ডরীক হাসিতে হাসিতে বলিলেন "সুসংবাদ বটে।"

"আহ্লাদের ভাগ পাই না।"

"মনে করিলেই হয়; শুধু আনন্দ কেন? পুণ্ডরীকের সকলই তোমার।"

ত্রিপুরা চমকিয়া উঠিলেন। বিদ্যুদ্বেগে সরল তীব্র দৃষ্টি কুমারের মুখে পতিত হইল। সঞ্জাতাঙ্কুর কোন একটী সন্দেহ কিঞ্চিৎ দৃঢ়-মূল হইয়া আসিল। দেখিলেন নন্দতনয়ের মুখ একটু বিকৃত হইয়াছে। পুণ্ডরীক ত্রিপুরার ভাব বুঝিলেন। উগ্র-স্বভাবা সিংহী পবিত্রা বুঝিলেন। মনের ভাব গোপন করিতে জানিলে কতক্ষণ লাগে। কহিলেন "সখি, ভীত হইয়াছ?"

ত্রিপুরা বুঝিতে পারিলেন না। একবার রাজধানীতে পুণ্ডরীকের পূর্ব্বচরিত মনে পড়িল, আবার সরল ভাব। দেখিতে দেখিতে একটু লজ্জা আসিয়া কোমল হৃদয়ে আশ্রয় লইল। চক্ষুদুটী যেন ভারাক্রান্ত হইয়া ভূমিরদিকে নামিল। অনুতাপের একটু ম্লানতা আসিয়া মুখে দেখা দিল।

পুণ্ডরীক কহিলেন "সখি, ভয় পাইয়াছ, নগরের আগ্নেয়াস্ত্র-শব্দ বিপদ সূচক নয়।"

ত্রিপুরা মুখ তুলিয়া চাহিলেন; দেখিলেন পুণ্ডরীকের সতৃষ্ণ নয়ন তাঁহারদিকে, কহিলেন "তবে কিসের শব্দ?"

"আনন্দের শব্দ; বিজয়ী সেকেন্দারের সহিত হস্তিনাপতির সন্ধি হইয়াছে।"

ত্রিপুরার নয়ন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সসম্ভ্রমে কহিয়া উঠিলেন "মহারাজ নগরে প্রত্যাগত হইয়াছেন?"

"না, শুনিলাম সেকেন্দারকে বিদায় দিয়া শীঘ্রই আসিবেন।"

ত্রিপুরা নীরব হইলেন। চক্ষুদুটী আবার মাটিতে নামিয়া পড়িল। রমণী সোৎসুক মনে আবার চিন্তার আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। আজ দশ দিন হইল ইন্দুমালার সখী হস্তিনায় আসিয়াছেন। একাকিনী পুণ্ডরীকের সহিত এক কুটীরে কয়দিন অবস্থান। ধ্যানসিংহ পাটলীপুত্রে। কুমার তাঁহার অপেক্ষায় হস্তিনার বনমধ্যে। না হইলে এতদিনে ত্রিপুরার সহিত অলকনন্দায় চলিয়া যাইতেন। পাঠক মহাশয়, বুঝিতে পারিয়াছেন কুমারের মনে একটু বিকার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তরুণপুরুষ, সুন্দরী যুবতী কামিনী, নির্জ্জনে অবস্থান, বিকার জন্মিবে বিচিত্র কি?

পুণ্ডরীকের চরিত্রে আর একটু দোষ পড়িল। পাঠক মহাশয়েরা হয়ত গ্রন্থকারের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কি করিব তিনি মনুষ্য, দেবতারাও এপাপ-পিশাচের হাত ছাড়াইতে পারেন না।

মনোরমার হৃদয় সরল। তিনি মল্লিকা কুসুম-কোমলা বালিকা। অব্যবস্থিত-মন পুণ্ডরীকের সহিত তাঁহার প্রণয় কেনা অসন্তুষ্ট হইবেন। কি করিব আমার দোষ কি? প্রণয় সর্ব্বত্রই সকল সময়ে বিরাজমান। প্রতি মুহূর্ত্তেই কোন না কোন রমণী আপনাপন যৌবন-পুষ্পে তাহার অর্চ্চন করিতেছে। কল্পনার হার গাঁথিয়া আপনাপন নব নায়কের গলায় দোলাইতেছে। প্রকাণ্ড হৃদয়াসনে বসাইয়া মুদ্রিত নয়নে মনে মনে তাঁহাকে সুখময় মানসরাজ্য উৎসর্গ করিতেছে, তাঁহাকে হৃদয়রাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছে। এখন পাঠক, জিজ্ঞাসা করি দিবা রাত্রিইত প্রণয়ের অঙ্কুর উৎপন্ন হইতেছে, আর শাখা পল্লবে সুশোভিত হইতেছে, কিন্তু সে সকলগুলিই কি অমৃত ফল প্রসব করে?—সে-দোষ কাহার?—নায়ক কিম্বা নায়িকার। তবে মনোরমার প্রণয়ের অসুখময় পরিণামের জন্য আমাকে বলিলে কি হইবে, মনোরমাকে বলুন।

ত্রিপুরা ধ্যানমগ্না। কুমার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কত নূতন নূতন শোভা দেখিতেছেন, অদৃষ্টপূর্ব্ব কত শোভা দেখিতেছেন, পাঠকের অচিন্তনীয় কত কত শোভাই দেখিতেছেন। তাঁহার কথায় ত্রিপুরার মুখের গ্লানি আর নয়নের অবনমন মনে পড়িল। সপ্রণয় মন বিন্দুমাত্রের উপর বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করে; সহজ-

বক্র পথকে সরল করিয়া লয়; সকল ভাব, সকল চিহ্নকেই স্বকার্য্যের অনুকুল মনে করে। পুণ্ডরীকও প্রণয়ী। তিনি ক্রমে বুঝিয়া লইলেন ত্রিপুরা তাঁহার প্রণয়ের প্রতিদানে অসম্মত নহেন। অমনি মুখ-মণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, হৃদয়ে অগ্নি লাগিল। ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইল। ব্যগ্রভাবে ত্রিপুরার হস্ত ধারণ করিলেন। কহিলেন "সখি, কি চিন্তা করিতেছ?"

ত্রিপুরা চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন সম্মুখে কন্দর্পশরপীড়িত কালমূর্ত্তি নন্দকুমার সাধ্বী গোপিনীর প্রণয়ার্থী। তাঁহার পশ্চাতেই হুতাশন তাঁহার সতীত্ব রক্ষাশয়ে কুটীরের বেড়া হইতে সশব্দে জিহ্বা বিস্তার করিতেছে। বুঝিলেন গৃহস্থিত অগ্নি কুটীর খানি উদরসাৎ করিবার নিমিত্ত তৃণাশ্রয়ে ক্রমে ক্রমে বেড়া পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

প্রণয়পরবশ পুণ্ডরীক এতক্ষণ কিছুই দেখেন নাই। এখন ত্রিপুরার চীৎকারে নয়ন পশ্চাতে ফিরিল—অতি কষ্টে ত্রিপুরার মুখ হইতে আকৃষ্ট হইয়া পশ্চাতে ফিরিল, দেখিলেন গৃহে অগ্নি লাগিয়াছে। একেবারে দিশাহারা—কহিলেন "সখি, ভয় নাই আমি জল আনিতেছি।"

পুণ্ডরীক কুটীর হইতে বাহির হইয়া বেগে নিকটবর্ত্তী নদীতে গমন করিলেন। গৃহমধ্যস্থিত জল মনে পড়িল না। ত্রিপুরাও এই সুযোগে কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে নগরেরদিকে পলায়ন করিলেন।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, সন্ধ্যার অনিবিড় অন্ধকার আসিয়া ক্রমে ক্রমে বনভুমি আচ্ছন্ন করিতেছে এমন সময় পুণ্ডরীক আসিয়া দেখিলেন কুটীরখানি প্রায় ভস্মসাৎ। মনে করিলেন ত্রিপুরা তাহার ভিতর। দুই তিন বার ডাকিলেন—ক্রমে কিছু উচ্চস্বরে—কোন উত্তর নাই। কুটীর-নিকটবর্ত্তী হইলেন; ত্রিপুরাকে দেখাগেল না। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন তরুণ-তরুণী-মূর্ত্তি।

পাঠক! যুবকমিথুনের পরিচয় চাও। রমণীর পরিচয় দিতে পারি; কিন্তু পুরুষটী কে এখন বলিব না। পাঠক, তরুণী তোমার ইন্দুমালা, আর আমার মনোরমা। মনোরমা অগ্রসর হইতে চান না,—সম্মুখেই তাঁহার হৃদয়বল্লভ; পা চলিতেছে না। রাজতনয়া বালিকা আর কোমলস্বভাবা, লজ্জা আসিয়া তাঁহার গতিরোধ করিতেছে। হৃদয় কাঁপিতেছে, মুখ শুষ্ক ও বিবর্ণ। যুবাপুরুষ তাঁহাকে অগ্রসর করিতে চান। তিনি বাম বাহুপাশে তরুণীকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া আছেন, আর দক্ষিণ করপল্লব তরুণীর দক্ষিণ করে। তিনি বালিকাকে অগ্রসর করিবার যত্ন করিতেছেন।

পাঠক, গৃহদাহী অগ্নি বেশ আলোক দিতেছে, একবার আমার তরুণ পুরুষের আকৃতি দেখ। যুবা নন; আজিও গোঁফের রেখা উঠে নাই। বালক নন; মাথায় মনোরমার অপেক্ষা বরং বড়, একটু বড় আর উন্নত। স্নিগ্ধ সুন্দর মুখখানি থুক থুক করিতেছে, চক্ষু দুটী বড় বড়, বেশ টানা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। নাসিকা বাঁশির মতন নয়, টেয়াপাখির ঠোঁটের মতও নয় মানান সই দেখিতে বেশ। ভ্রূ যোড়া; আর ধনুকের মত, চোক দুটীর উপর হাসিতেছে। কপালখানি ছোট, সুন্দর টুক

টুকে; দেখিলে অনেকদিন মনে থাকে। মাথায় উষ্ণীষ আছে চুল দেখাগেল না, কেবল দুইএক গাছি লম্বা চুল গণ্ডদেশের উপর পড়ে অতি সুন্দর দেখাইতেছে। হস্ত আজানু লম্বিত নয়; করতল দুইখানি দেখা যাচ্চে, পাঠক, সেদুখানি শোভাময় দেখিলেই বোধ হয় অতি কোমল। তরুণীর হস্তে তাঁহার অঙ্গুলিগুলি চাঁপার কাঁদির মত শোভা পাইতেছে। পাঠক, বলিতে কি ভাই, যদি বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকিত তাহাহইলে আমি তাহাকে ভাল বাসিতাম।

ত্রিপুরার প্রতি প্রণয়টুকু দেখিতে দেখিতে বিলীন হইয়াগেল। ইন্দুমালার পূর্ব্বদৃষ্ট প্রেমপ্রতিম মুখ মনে পড়িল। পবিত্র অনুরাগ আসিয়া সম্মুখে দেখাদিল আপনার মনোবিকারে বিষম লজ্জিত হইলেন। পুণ্ডরীক যুবামিথুনকে দেখিলেন—আবার এক ভাব—এ তরুণ পুরুষটী কে? বিস্ময় আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল। মুখ অবনত করিলেন। আবার চাহেন, দেখেন তরুণ পুরুষের বাহুপাশমুক্তা তাঁহার প্রণয়ার্থিনী কাতর দৃষ্টিতে তাঁহারদিকে চাহিয়া আছেন। কুমার দেখিলেন, অমনি বালিকার সতৃষ্ণ দৃষ্টি তাঁহার মুখ হইতে গড়াইয়া ভূমিতে পড়িল। পুণ্ডরীক দেখিলেন বড় বড় বাষ্পবিন্দু ইন্দুমালার গণ্ডদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

পুণ্ডরীক কথা কহিলেন না। অতি তীব্র দৃষ্টিতে ইন্দুমালারদিকে চাহিয়া রহিলেন। ইন্দুমালা দেখিলেন; যাঁহার আশয়ে রাজতনয়া দারুণ পথক্লেশ সহ্য করিয়া অলকনন্দা হইতে আসিয়াছেন তাঁহার ভাব দেখিলেন। মস্তকে যেন বজ্রাগাত হইল। অনাদরে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াগেল। মনে মনে যত আশা করিয়া আসিতে ছিলেন, সমুদায় নিষ্ফল হইয়া গেল চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে চৈতন্য দুঃখভারে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিল। ইন্দুমালা ভূমিতে পতিত হইলে।

অদূরে শস্ত্র-ঝঞ্ঝনা ও অস্পষ্ট শব্দ শুনা যাইতেছে। পুণ্ডরীক এক একবার ইন্দুমালারদিকে চাহিতেছেন আর এক এক বার সেইদিকে কর্ণপাত করিতেছেন। ক্রমে কোলাহল হইতে লাগিল। এক একটী কথা স্পষ্ট শুনা যায়। একজন চীৎকার করিয়া কহিল—"কুমার, আপনি যদি এখানে থাকেন, তবে আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। ধ্যানসিংহ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না করিয়াই ইহলোক হইতে চলিল।"

অমনি ঝঞ্ঝনা সহকারে কুমারের অসি নিষ্কাসিত হইল। কহিলেন "কি ধ্যানসিংহ!" বেগে সেইদিকে চলিলেন উল্লম্ফন, উল্লম্ফন, আবার উল্লম্ফন, দেখিতে দেখিতে বিস্মিত তরুণের নয়নপথ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

কুমার চলিয়া গেলেন, তরুণ পুরুষ মৃদুস্বরে কহিলেন "ইস্! ধ্যানসিংহ এই জন্যই আগে আমাদিগকে এইদিকে পাঠাইয়া দিলেন!!"

ইন্দুমালা মূর্চ্ছিতা। তাঁহার সহচর বিস্ময়-মূঢ়, পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। হঠাৎ পশ্চাৎ ভাগ হইতে অভুাগ্র বংশীরব হইল। তরুণ পুরুষটী ফিরিয়া দেখিলেন, সম্মুখে ঝোপ অন্ধকারে কিছু দেখা গেলনা। কিছু ভীত হইলেন। আবার সেই শব্দ আসিল, অমনি চারিজন অশ্বারোহী অস্ত্রঝঞ্ঝনা সহকারে তাহাদের নিকট দৌড়িয়া

আসিল। নিঃশব্দ কাহারো মুখে কথামাত্র নাই। একজন অশ্বারোহী নামিয়া তরুণ পুরুষের বাম হস্ত ধারণ করিল। তাহাদের কটিদেশে এক একখানি অসি ঝুলিতেছিল; কিন্তু কাজের সময় কেন উপকারে আসিল না; দক্ষিণ হস্ত তরবারির মুষ্টি পর্য্যন্ত নামিল, কিন্তু উঠিল না।

অশ্বারোহী সকলেই নামিল; বাহকগণ বন্ধনরজ্জু দ্বারা তকস্কন্ধে সংযত হইল। একজন তরুণ পুরুষের হস্ত ধারণ করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল; আর দুইজন মনোরমার সংজ্ঞাহীন দেহ সযত্নে লইয়া দগ্ধ কুটীরের উত্তর দিক দিয়া চলিয়া গেল। পাঠক,একটু পরে আবার মনোরমার নিকট ফিরিয়া আসিব, দেখিব তাঁহার ভাগ্যে কি ঘটে। এখন চল দেখিগে পুণ্ডরীক কোথায় গেলেন।

পুণ্ডরীক দৌড়িয়া আসিলেন। সম্মুখে একটী ঝোপ। তাহার ভিতরদিয়া প্রদীপ্ত মসালের আলোক দেখা দিল। কুমার গুল্ম মধ্যে প্রবেশ করিলেন, নিবিড় বিপর্য্যস্ত বৃক্ষসমূহে পদে পদে গতিরোধ হইতে লাগিল। বেগ কমিয়া আসিল চিন্তাকুল মনে দুর্গম গুল্মরাজি অতিক্রম করিয়া চলিলেন। অন্ধকার, পথ নাই,কুমার ব্যস্ততায় আর একদিকে আসিয়া পড়িলেন। চলিতেছেন নিকটেই একটী বৃক্ষান্তরালে মনুষ্যের মৃদুস্বর। অমনি দাঁড়াইলেন— ইচ্ছা শুনিবেন কি কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

একজন কহিল "দেবি, আমি যখন পুণ্ডরীকের কুটীরে আগুণ লাগাইয়া দি, একবার মস্তকের উপর চাহিয়া দেখিলাম দেখি মহারাজ নন্দের ছিন্নমস্তক মুর্ত্তি আমাকে বারণ করিতেছে সাহসে নির্ভর করিয়া কার্য্যসাধন করিলাম। অগ্নি ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিল। দেখি পুণ্ডরীক জল আনিবার নিমিত্ত বেগে কুটীর হইতে বাহির হইলেন। আমরাও এই সুযোগে খড়্গহস্ত হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ সাবধান-পদে চলিলাম। নন্দপুত্র জলাশয়ে নামিতেছেন আমারও প্রহার সময়; একবার উপরে চাহিলাম— মনে হইল বুঝি ছিন্নমস্তা মূর্ত্তি এখনও মস্তক উপরে আছে। সে মূর্ত্তি আর দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু দেবি, বলিতে কি যে অসি দ্বারা আপনার আদেশে নন্দের মস্তক ছেদন করি, দেখি সেইখানি রক্তাক্ত হইয়া একগাছি সূক্ষ্ম কেশ দ্বারা আমার মস্তকের উপর ঝুলিতেছে।"

পুণ্ডরীক বুঝিলেন পিতা পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। দুঃখকীলকে হৃদয় বিদ্ধ হইল। দারুণ ব্যথিত হইলেন। আবার ক্রোধাগ্নি আসিয়া উপস্থিত; পদনখর হইতে কেশ পর্য্যন্ত জ্বলিতে লাগিল। কর্ণ আবার ক্রমে সেইদিকে প্রণিহিত হইল শুনিতে লাগিলেন।

"সমর, স্ত্রীলোকের যা সাহস আছে তোমার তাহা নাই, ভূতের ভয় বালকেরাই করে; তোমারও এত ভয়! আমায় তরবারি দেও আমি যাইতেছি।"

সকলেই চলিল। কুমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ। এক একবার ইচ্ছা ইহাদের সংহার করেন। আবার ইচ্ছাপরিবর্ত্তন, তাহাদের শেষ কার্য্য পর্য্যন্ত দেখিবেন। ক্রমে শেষ ইচ্ছা বলবতী হইল; কুমার তাহার আদেশ পালন করিলেন। বৃক্ষ সকলের মধ্যদিয়া অনুগমন করিলেন। মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বোক্ত মশালের আলোক গাছের ভিতর দিয়া দেখা দিতে লাগিল। ক্রমে নানা রূপ চিন্তা এক একটী করিয়া মনে

উদয় হইতে লাগিল। সাম্রাজ্যের রক্ষা মনে পড়িল; জননীর স্নেহময় মূর্ত্তি আর স্বর্গীয় জনকের ভক্তিভাজন চরণ মনে পড়িল—সাম্রাজ্য, রাজধানী শেষে ইন্দুমালার প্রেমময় আকৃতি। মনে করিলেন হয়ত ইন্দুমালা দোষহীনা। ক্রমে ত্রিপুরাও স্মরণ পথে উপস্থিত হইলেন। অমনি লজ্জা আর দুঃখ আসিয়া হৃদয়াধিকার করিল। আপনার চলচিত্ততা, ইন্দুমালার প্রণয়ময় মুখ কমল, তাঁহার কাতর দৃষ্টি, মূর্চ্ছা, আর আপনার ব্যবহার পুণ্ডরীকের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল। আবার ইন্দুমালার সহচর—একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন কহিলেন "মনোরমা।" সহসা সম্মুখে প্রদীপ্ত মশালের আলোক। কুমার দেখিলেন একেবারে গুল্মের বাহিরে আসিয়াছেন। তাঁহার অগ্রসরেরা আলোক ধারীর সহিত কি কথপোকথন করিতেছে। কুমার তাহাদিগকে চিনিলেন। দেখিলেন সদানন্দ সামশ্রমী তাঁহার প্রাণ বিনাশ নিমিত্ত অসি ধারণ করিয়াছেন।

সামশ্রমী চন্দ্রগুপ্তের পক্ষীয়, প্রতারক, বিশেষতঃ পিতার বিনাশ সাধন করিয়াছে, সুতরাং যোগী হইলেও শীর্ষচ্ছেদ্য। কুমার অসিহস্তে উল্লম্ফন ত্যাগ করিলেন। সিংহনাদ-শব্দে সামশ্রমী ফিরিলেন। দেখিলেন সম্মুখে পুণ্ডরীক। সাহসে নির্ভর করিয়া অসি চালনা করিতে লাগিলেন।

পাঠক, তপস্যাভ্যাসী যোগী; আর সমরনিপুন রাজকুমার; দেখিতে দেখিতে সিতশ্মশ্রু মুণ্ড শরীর হইতে পৃথক হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। তাঁহার সহচরেরা আলোক ফেলিয়া রণাঙ্গন হইতে গাঢাকা দিল। কুমার অন্ধকারে তাহাদের অনুসরণ করিতে পারিলেন না, তিনি সন্ন্যাসীর মস্তক তুলিবার নিমিত্ত সিত শ্মশ্রু ধরিয়া টানিলেন, শ্মশ্রু শিরোভারে খুলিয়া আসিল। অতিশয় বিস্মিত হইয়া মনে মনে কহিলেন "কি সর্ব্বনাশ, একি স্ত্রীহত্যা করিলাম" আলোক লইয়া দেখিলেন ক্ষৌরকার দুহিতা দেবসেনা ছিন্নমস্তা ভূপতিতা রহিয়াছেন।

পাঠক, বহুরূপিণী দেবসেনার জীবনদীপ নির্ব্বাণ হইল।

ক্রমশঃ।

স্বভাব দর্শন কাব্য।

দ্বিতীয় দর্শন।

নদী।

১

দাঁড়াও দাঁড়াও নদি, দাঁড়াও দাঁড়াও
ক্ষণেকের তরে দুট কথা শুনে যাও।
এত বেগে কেন ধাও,কি কারণে কোথা যাও
কেন তব এত ত্বরা পরিচয় দাও।

২

জনম অবধি তব ক্ষণে শ্রান্তি নাই
সম ভাবে দিবানিশি চলিছ সদাই,
মিলিতে সাগর সনে এত অনুরাগ মনে
কেন কেন বল বল তোমারে সুধাই।

৩

তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ হতে পড়িয়া ভূতলে
ভীম নাদে খর স্রোতে কোথা বহি যাও?
ডুবায়ে মেদিনী তব খর স্রোতোজলে
কিসের লাগিয়া এত দিবানিশি ধাও?

৪

বাধা পেলে উঠ রেগে মার গিয়া পাড়ভেগে
ভীষণ পাষণ ভেঙ্গে কর চুরমার।
পথ তব আছে সাদা না মান আটক বাধা
কাটিয়া বিকট মাটি চলে তব ধার।

৫

মাস নাই দিন নাই নাহিক বছর
সদাই তোমার দেখি স্রোত খরতর;
কেবল বহিয়ে যাও, পাছুপানে নাহি চাও
ত্বরা তরে কেন হেন ব্যাকুল অন্তর?

৬

এতকি কাজের তাড়া বহিয়ে প্রবল ধারা
দিবানিশি হলে সারা ছুটি কভু পাওনা,
সমস্রোত অনুদিন নহে তার অনুক্ষীণ
এত কি সময় হীন? ফিরে কেন চাওনা।

৭

লোকে বলে সাগরেরে বরমাল্যে বরিবারে
সদা বহ খর ধারে ফিরে কভু চাওনা,
সাগর নাগর সনে মিলিতে প্রফুল্ল মনে
যত্ন কর প্রাণপণে আর কিছু চাওনা।

৮

এত যদি ভালবাসা অতুল মনের আশা
অন্যেরে বরিতে বর কেন তবে গেলেনা?
অথবা জগতভরি নয়ন মেলিয়া হেরি
সাগরের হতে আর শ্রেষ্ঠকারো পেলেনা।

৯

কুলীন ব্রাহ্মণ মত সাগর হৃদয়ে কত
প্রণয়িনী শত শত দেখ ওই রয়েছে,
তবুকেন বল বল ভুলেছ তরঙ্গদল;
কেন এত সচঞ্চল মন তব হয়েছে?

১০

আজি তার স্নেহভার ভাগ হয়ে গিয়েছে,
তনু তনু তার অনু নদীকুলে নিয়েছে,
ঘুনপ্রায় ভাগ হায় তাও তুমি পাবেনা
নিমগন শোকে মন দুখ তাতে যাবে না।

১১

তবে কেন এত আশ শান্তিরে করিতে নাশ
মিছামিছি মনে মনে কেন এত বাসনা?
অপর সুজন জন কাচস্বচ্ছ যার মন
এমন প্রণয়ী দেখি কেন তারে বাসনা;

১২

হৃদয়ের যাবে দুখ উদিবে বিমল সুখ
উজ্জ্বল হইবে মুখ আর তাপ রবেনা,
দিবানিশি ঝালাপালা বিষম সতনীজ্বালা
তোমার কোমল মনে স'তে আর হবেনা।

১৩

নানা নদি, তানয় তানয়
বরিতে সাগর বরে তোমার অন্তর
হয়নি হয়নি নদি, এমন সত্বর;—
কেজানে কিভাব তবে হয়েছে উদয়!

১৪

লভিতে সাগর বর ব্যস্ত হয়ে নিরন্তর
বেগে যদি চলিতে এমন,
তবে তব সহোদর খরস্রোত নদবর
কেন ধায় তোমারি মতন?

১৫

সেত নদি, নারীনয়,
তবে কেন এভাব উদয়?
অবশ্য অন্তরে এর আছে কিছু ঘোরফের
মানবের মানসের গোচর না হয়।

১৬

সময় প্রবাহ ধায় নিরন্তর বহি যায়
কার সাধ্য ফেরায় কখন,
উদাহরণ তাহার লয়ে বহ অনিবার
শিখাইতে মানবের মন।

১৭

কিন্তু মনুষ্যের হায় মানস বোঝেনা তায়
ডুবে ডুবে নদি, তব ভাবেনা অন্তর
দেখি শোভা মনোহর উঠেতার ভাবান্তর
ভুলেও দেখেনা চেয়ে তোমার ভিতর।

১৮

সামান্য ভ্রমের বশে, ভুলিয়া বিষয়রসে,
দেখেনা দেখেনা চেয়ে তাহার জীবন—
ক্রমে ক্রমে নিদ্রা হরি ধীরে ধীরে যায় সরি
সময় বিষম চোর করে পলায়ন।

১৯

সামান্য মানব তব উদার আচার
সতত দেখেও কভু বুঝিতে পারেনা,
বুঝিলেও দেখেনাক কিভাব তাহার,
কারণ তাহার হায় ভুলেকো ভাবেনা।

২০

ঈশ্বরের অনুরূপ তোমার ব্যাভার
ভাঙ্গিছ আজিকে এটা গড়িতেছ আর,
এই আছে এই নেই করিয়াছ গ্রাস
ক্ষণপরে পুনরায় করিলে প্রকাশ।

২১

এইত উ ল ঢেউ পর্শিতে গগণ
এইসে আবার জলে হইল মগন,
জলবিম্ব দল যথা মিশাল অমনি
আবার উঠিল আর,আবার তখনি।

২২

এই যে বায়ুর ভরে হইল উম্মাদ
ঘটালে ঘটালে হায় বিষম প্রমাদ,
তুলিয়ে,তরণী কুল আছাড়িয়া কুলে
সামান্য মানব-আশা উঠালে সমূলে।

ক্রমশঃ।

সাহিত্য সংগ্রহের দ্বিতীয় ভাগ প্রাপ্ত হইলাম ইহাতে গোবিন্দদাসের গীতাবলি প্রকাশিত হইয়াছে। এবার মূল্যের কিছু তারতম্য দেখিলাম।

স্বাক্ষরকারীর প্রতি ।৶১০ ও তদ্ব্যতীত ৷৵০ আনা। স—

গুপ্ত যন্ত্র।

কলিকাতা।

২৪ নং মির্জ্জাফর্শ লেন পটলডাঙ্গা।

প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

উক্ত যন্ত্রালয়ে ছাপার কর্ম্ম (উভয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা) অতি উত্তমরূপে নিয়মিত সময়ের মধ্যে এবং অল্প মূল্যে নির্ব্বাহ হয়, যাহাতে সাধারণের সুবিধা হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নও করা যায় যথা—

১। পত্রের দ্বারা সমুদায় কর্ম্মই নির্ব্বাহ হইতে পারে, স্বস্থানে বসিয়া সকলে আপন ইচ্ছামত কার্য্য পাইতে পারেন।

২। ছাপার মূল্য অতি সুলভ, আবশ্যক মত মূল্যের তালিকা দেওয়া যাইবেক।

৩। প্রুফ সংশোধন ভার লওয়া যাইতে পারে।

৪। কাগজ উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায়।

৫। পুস্তক বান্ধানর ভারও লওয়া যায়।

৬। পুস্তক কি পত্রিকা বিলি কি বিক্রয় করার ভার ও টাকা আদায়ের ভার গ্রহণ করা যায়, এবং বিবেচনামতে আমাদিগের খরচার টাকাও উক্ত আদায় হইতে লওয়া যাইতে পারে।

অপরাপর বিষয় সকল যন্ত্রাধ্যক্ষের নিকট জানিতে পারিবেন।

শ্রী দুর্গাচরণ গুপ্ত
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্শ লেন, গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মুল্য নগদ এক পয়সা। মুল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ৫ই কার্ত্তিক ১৭৯৩ শক। [২৮শ সংখ্যা।

ভারতে গ্রীক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

আমরা কোথায় যাইতেছি?

পুণ্ডরীক অনেকক্ষণ সেইভাবে রহিলেন। ক্রমে বিস্ময় ও দুঃখভার কমিয়া আসিল। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। রাজকুমার সেইখানে বসিলেন। গভীর চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। মস্তক অলক্ষিত-ভাবে উত্তান বাম করতলে স্থাপিত হইল। শব্দ নাই, স্পন্দ নাই, ক্রমে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। শরীর পার্শ্ববর্ত্তী একটী মৃত দেহ আশ্রয় করিল। নিদ্রাও এই সুযোগে তাঁহার অগোচরে আসিয়া নয়নদ্বয় বদ্ধকরিয়া দিল।

চতুর্দ্দিক গাঢ় তিমিরাবৃত। কেবল যে-খানে পুণ্ডরীক শব-শরীরে হেলিয়া ঘুমাই-তেছেন, মৃত ব্যক্তির রুধিরে বস্ত্র ভিজা-ইয়া ঘুমাইতেছেন, সেইখানে একটী মশাল সমুজ্জ্বল আলোক বিস্তার করিতেছে, ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, তিমিরজাল নাশ করিয়া মরু-ক্ষেত্রের ভীষণতা দেখা-ইয়া দিতেছে। স্থানটীর শোভা দেখিবে? ঐ দেখ একটা ভীষণ মুণ্ড হাঁ করিয়া প-ড়িয়া রহিয়াছে. আপনার রক্তে আপনি স্নান করিয়া দেখ কি ভয়ানক দেখাইতেছে! এদিকে দেখ এখনও রক্তধারা শরীর হইতে বাহির হইয়া ফোয়ারার জলের মত আর একজনের অর্দ্ধ-ছিন্ন মুখে পতিত হইতেছে; পাঠক, ঐদেখুন মহাবিদ্যা ছিন্নমস্তার অনু-করণ করিতেছে। এদিকে একটা বিদারিত-রক্ষ পুরুষ দন্তে ওষ্ঠাধর দংশন করিয়া

চক্ষু স্থির করিয়া রহিয়াছে; এখনও সেইভাবে ভ্রূকুটী করিয়া রহিয়াছে। এদিকে রক্তের স্রোত জমিয়াগিয়া ভূমি পঙ্কিল করিয়া রহিয়াছে।

পাঠক,রক্ত দেখিলেই স্বভাবতঃ আমার ভয় হয়। এসব দেখিয়া দেখ আমার হাত পা অবশ হইয়া আসিতেছে। আমি বীর পুরুষ নহি। যুদ্ধ আর রক্তকাণ্ড দেখিতে বা দেখাইতে আমার সাহসও নাই। পুণ্ডরীক স্ত্রীহত্যাকারী দুষ্প্রণয়ী ঐভাবে ঐখানে থাকুন। সমস্ত রাত্রির মধ্যে আর আমরা উহাঁকে এখান হইতে উদ্ধার করিব না। সমুচিত প্রায়শ্চিত্তটা হউক। চল পাঠক, পুণ্ডরীককে একাকী রাত্রিতে এই ভীষণ স্থানে নিঃসহায় ফেলিয়া যাই। দেখিগে প্রণয়বশম্বদা মুর্চ্ছিতা কোমলা বালা আমার মনোরমা কি করিতেছেন।

মনোরমা কোথায়? দুর্বৃত্ত অশ্বারোহীরা নিরাশ্রয়া বালাকে কোথায় লইয়াগেল? তাহাদের কি কিছু দুষ্টাভিসন্ধি আছে?—মনের ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিলে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। পাঠক, ওসব কথা বলিতে পারি না। বরং চল তোমায় দেখাইগে।

দগ্ধ কুটীরের উত্তরে অনতিদূরে ভাগীরথী প্রবাহিত। সৈনিকেরা আমার তরুণ-তরুণীকে লইয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। মনোরমা তখনও সেই অবস্থায় সৈনিকদিগের বাহুশাখায় শয়ান হইয়া অবিচ্ছিন্ন মুর্চ্ছার সেবা করিতেছেন। সকলেই নদী তীরে আসিল। ভাগীরথীর নিদ্রা নাই। কলকল শব্দে জল প্রবাহিত হইতেছে। গভীর রাত্রিতে নিবিড় নির্জ্জন কাননের মধ্যে সুরনদী প্রকৃতির গুণ গান করিতেছেন। ধবলাঙ্গার গীত-শ্রোতা কেবল পবন দেব। তিনিই বুকে করিয়া মধুরধ্বনি দিগ্‌দিগন্তরে বহিয়া লইয়া যাইতেছেন। নদীর উভয় প্রান্তে বৃক্ষগুলি শাখা পল্লব নত করে হেলিয়া ফেলিয়া পড়িয়াছে, উভয় তট স্থানে স্থানে অচ্ছন্ন করিয়াছে। তথায় দাঁড়াইয়া একজন সৈনিক পূর্ব্বের ন্যায় একটী বংশীধ্বনি করিল, অমনি অপর পারের ঝোপের মধ্য হইতে একখানি সরু নৌকা বাহির হইয়া এপারে আসিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নৌকাখানি তীরে আসিয়া লাগিল। নিঃশব্দে সকলেই আরোহণ করিলেন। তরুণ পুরুষটী একেবারে অভিভূত। চলিতেছেন কিন্তু সজ্ঞা নাই। নৌকায় উঠিলেন। সৈনিকেরা মনোরমাকেও তুলিল। তাঁহার সহচর তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন। নৌকা খুলিয়া দিল; তীরবেগে গঙ্গার নির্ম্মল হৃদয় বাহিয়া তরণীখানি দক্ষিণ মুখে চলিল।

সৈনিকেরা পরস্পর কথপোকথনে প্রবৃত্ত হইল। একজন কহিল "দেবসেনার কি কঠিন আজ্ঞা। একুসুম-কুমারী বালিকাকে ভীমার নিকট বলি দিতে হইবে।"

আর একজন বলিল "যথার্থ ভাই আমারও মন কাঁদিতেছে, যদি চন্দ্রগুপ্তের মঙ্গলের জন্য না হইত, তাহা হইলে কখনই আমি একার্য্যে সম্মত হইতাম না।"

"চন্দ্রগুপ্তের কি এমন হিত,তাত বুঝিতে পারিনা।"

"শুনিয়াছত রাজধানীতে দেবসেনার বন্ধু চানক্য নন্দপুত্রদিগের উচ্ছেদসাধন করিয়াছেন। সেখানকার সকলেই নাকি চন্দ্রগুপ্তের পক্ষ; এখন পুরঃসর যদি

পুণ্ডরীকের সহায় না হন। তাহা হইলেই চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন নিষ্কণ্টক।"

আর একজন কহিল 'আমা কি অনুমান, পুণ্ডরীক এতক্ষণ দক্ষিণ বাটীতে চিত্রগুপ্তের পাশে বসিয়া আছেন। আর তাঁহার প্রধান সহযোগী ধ্যানসিংহও সেই সঙ্গে।'

চতুর্থ ব্যক্তি কহিল "নাহে এর কোন বিশেষ কারণ থাকিবে।"

মনোরমার সহচর কিছুই শুনিতেছেন না। তিনি নৌকার বাড়ে হেলানদিয়া ঊর্দ্ধ মুখে বসিয়া আছেন। ক্রমে ক্রমে মনের আবেগ কমিয়া আসিল একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল মস্তক তুলিয়া দেখিলেন নৌকায় বসিয়া আছেন।

সৈনিকেরাও কথাবার্ত্তায় বিরত হইল তরু। ইন্দুমালারদিকে দেখিলেন। অমনি চক্ষুদিয়া বড় বড় জলের ফোটা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ইন্দুমালা একটু একটু নড়িতেছেন মূর্চ্ছায় অবসান হইয়া আসিয়াছে। তিনি আস্তে আস্তে সহচরীর গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিলেন। ইন্দুমালা চাহিয়া দেখিলেন, কহিলেন "সই, বিন্দুমতি!"

তরুণ পুরুষ (এখন তরুণী) সভয়ে একবার চারিদিক চাহিলেন দেখিলেন সৈনিকগণ অন্যমনা আছে মৃদুস্বরে কহিলেন "বিন্দুমতী কি,—তুমি আমার নাম ধরিয়া ডাকিতে ভুলিবে না?"

ইন্দুমালা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিলেন 'নানা তুমি যে আমার ভাই।"

ইন্দুমালার চক্ষু নৌকারদিকে পড়িল সভয়ে বলিলেন "বিন্দু——"

"আবার বিন্দু।"

ইন্দুমালা অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন "আমরা কোথায় যাইতেছি?"

বিন্দু কহিল "বলিতে পারিনা; তুমি চুপ্ কর।"

ইন্দুমালা নীরব হইলেন; তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া আসিল পূর্ব্ব কথা সব মনে পড়িল। তাঁহার অগোচরে মুখ হইতে একটী কথা বাহির হইয়া গেল—বিন্দু শুনিলেন—সেটী "কুমার পুণ্ডরীক।"

ক্রমশঃ।

স্বভাব দর্শন কাব্য।

দ্বিতীয় দর্শন।

নদী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২৩

আবার খানিক পরে দেখি অন্যভাব
আগেকার ভাব যত হয়েছে বিনাশ,
মিলায়ে গিয়েছে সেই অতুল প্রভাব
নয়ন-রঞ্জন মূর্ত্তি হয়েছে প্রকাশ।

২৪

যাহার বিনাশে তুমি মেতেছিলে এই
তাহার সহিত আর সে ভাবত নেই;
তাহারি আজ্ঞায় তার সাধিছ সাধান
ক্ষণেকো ব্যাজার দেখি নহে তব মন।

২৫

বল বল বল নদি, এভাব তোমার
কোন জন হেন করি করিল সৃজন
দিবা নিশি আজ্ঞা শিরে বহিছ কাহার;
কার ভাবে সদা দেখি ভাবুক এমন?

২৬

তালে তালে দিয়া তালি হিল্লোলের ছলে
মৃদুল পবন সনে নাচিয়া বেড়াও,
উত্তাল তরঙ্গ বাহু তুলি কুতুহলে
কুলু কুলু কুলু কুলু কার গুণ গাও?

২৭

দিবসের শেষে যবে অরুণ তপন
ধীরে ধীরে ডোবে ক্রমে পশ্চিম আকাশে,
আরক্ত আলোকে তার তোমার তখন
বিশুদ্ধ বিমল স্রোত কেমন সে হাসে!

২৮

লহরী লীলায় তব আলোক তাহার
চঞ্চল চপলা হেন খেলে সে যখন
কিবা শোভা হয় নদি, তখন তোমার!
হেরিলে সে ভাব তব ভুলে যায় মন।

২৯

প্রকৃতির বিলাসের অপূর্ব্ব দর্পণ!
তোমার বিমল ভাব করিলে দর্শন
এমন কেজন যার ভোলেনাক মন
ভক্তি-ভয় রস নাহি হয় উদ্দীপন।

৩০

এমন সুন্দর রূপ উপরে তোমার
দেখিলে মোহিত হয় মানস নয়ন,
কেপারে বলিতে কিন্তু ভিতরে আবার
আধারে লুকান আছে কিভাব কেমন।

৩১

হয়ত উপর তব সুন্দর যেমন
তেমনি সুন্দর তব অন্তর আবার;
রাশি রাশি আছে তথা অতুল রতন
প্রভায় উজ্জ্বল করি গভীর আঁধার।

৩২

কিম্বা ক্রুর মানবের মানসের মত
হাসি খুসি হাব ভাব কেবল উপরে
ভয়ানক ভাব রাজি হৃদয়ে নিহিত,
অমৃত উপরে মাত্র, গরল ভিতরে।

৩৩

উপরেতে হাসি খুসি যেমন তাহার
অন্তর সতত ধায় পর অপকারে,
হয়ত অন্তরে নদি, তেমনি তোমার
ঠিক সেই মত ভাব আছে অন্ধকার।

৩৪

উপরে এমন হাস এমন বাহার
ভিতরেতে কণামাত্র নাহি কিছু তার,
বিষম ব্যাপার এবে সেই অন্ধকারে
লুকান রয়েছে তব হৃদয়-আধারে!

৩৫

প্রকাণ্ড ভীষণ-কাণ্ড হাঙ্গর কুমীর
হয়ত তোমার হৃদে করিতেছে বাশ,
আস্ফালি প্রচণ্ড বেগে আলোড়িছে নীর
মধুর শান্তিরে তব করিতেছে নাশ।

৩৬

লহ লহ লোল জিহ্বা বিকট দশন
রুধির করিতে পান ব্যাকুল জীবন
মকর রয়েছে করি বদন ব্যাদান
জীবন্ত জীবের রক্ত করিবারে পান।

ইতি স্বভাব দর্শন কাব্যে
দ্বিতীয় দর্শন সমাপ্ত।

তৃতীয় দর্শন।

শারদীয় পূর্ণিমা।

১

প্রেয়সিরে দেখ আসি গগণে কেমন
বিমল শরদ-শশী হয়েছে উদয়,
ক্ষরিছে সুধার ধার বিমল কিরণ
দেখিলে নয়ন ভোলে যুড়ায় হৃদয়;
এস এস দেখ দেখ দেখ একবার
বিমল তারকা মাঝে কেমন বাহার।

২

গোছাপোরা ছায়াপথ বেলফুল-হার
শোভিছে কেমন আজি প্রকৃতির গলে,
প্রকাশিছে মৃদু হাসি কেমন তাহার
উজল হীরক যেন তারকার দলে;
প্রকৃতি রমনী আজি সুনীল গগণ
মনোহর শোভাময় করেছে কেমন!!

৩

একেতে পূর্ণিমা শশী শরদ তাহায়,
অপরূপ শোভাময় বিমল আকাশ,
চটুল চকোরকুল ভ্রমিতেছে তায়,
অপরূপ ভাব তার হয়েছে প্রকাশ;
মধুময় ভাব কিবা, দিক শোভাময়,
দেখরে দেখরে আসি কিভাব উদয়।

৪

সুমধুর গন্ধ বহি মলয়-পবন
নাচায়ে কুসুমকলি ধীরে ধীরে ধায়,
শাদা শাদা মেঘরাজি সুন্দর কেমন
ক্রমে ক্রমে যায় চলে ভাসিয়া তাহায়;
চারিদিক স্থিরতর নয়ন-রঞ্জন,
দেখরে দেখরে আসি শোভিছে কেমন।

৫

বল দেখি বিধুমুখি, যদি শশধর
চির দিন পূর্ণকলা হইত উদয়
তাহ'লে কি এত তার হইত আদর
তাহ'লে কি এত তুষ্ট করিত হৃদয়?
হ'ত কি তাহা'লে প্রিয়ে এমত বাহার
তাহালে কি মধুরতা থাকিত তাহার?

৬

সুলভ হইলে বস্তু থাকেনা আদর,
করেনা করেনা তাহা নয়ন রঞ্জন,
দেখে দেখে সদা হয় বিভ্রান্ত অন্তর
উদয় হৃদয়ে হয় অরুচি তখন।
যতই সুমি কেনষ্ট হকনা সেথন
লাগেনা লাগেনা ভাল সমান কখন।

৭

সেইরূপ দুখ যদি নার'ত জগতে
সুখেকি হ'ত প্রিয়ে সুখময় বোধ,
এমন সুন্দর ভাব হত'না মনেতে
সুখের সুখত্ব প্রিয়ে হয়ে যেত রোধ;
সুখেতে অসুখ রাজি হইত উদয়
চির-সুখে হ'ত প্রিয়ে ব্যাকুল হৃদয়।

৮

বল দেখি নর যবে তাপিত সন্তাপে
কত সুখ হয় মনে ছায়ায় আসিলে,
বল দেখি ক্ষনকাল কত সুখে যাপে
তেমন হ'তকি চির ছায়ায় থাকিলে?
চির-উপভোগে প্রিয়ে সকলি এমন
শ্রমযুক্ত করে ফেলে মানবের মন।

ক্রমশঃ।

লীলা-কমল।

চতুর্থ স্তবক।

"———— ——The lover, all as frantic,
Sees Hilen's beauty in a brow of Egypt."

Shakespeare.

"He jests at scars, that never felt a wound."

Shakespeare.

১

হিমানী-জড়িত শীত গত হ'লে,
হাসি হাসি আসি মধুর মধু,
ভাবিয়া মলয়-মরুতেরি ছলে,
হরিবে পরশে প্রকৃতি বধূ।
রাখিতে আপন দয়িতের মন,
প্রকৃতি রমণী কি শোভে মরি,
মসৃণ চিকণ হরিত বরণ,
বসন মোহন ধারণ করি'!

গরবিণী যত সাধ ছিল মনে,
ভূষণ শোভন পরি সকলি,
গগণ মুকুর মুছিল যতনে,
সুষমা আপন হেরিবে বলি।

কেবলে বিহগে করে কল কল?
গায় সে প্রকৃতি গীত উল্লাসে;
রসভরে ধনী করে ঢল ঢল,
হয়ে কুসুমিতা পতি পরশে।

সেইরূপ হলে শৈশব বিগত,
আসিয়া ললিত যৌবন নব,
করে বিতরণ শোভা কত শত,
জড়তা-তুহিন হরয়ে সব।

মরি কি অধর ধরে ধরে-স্মিত,
নয়ন কেমন শোভেরে হায়!
হৃদয়-কুসুম হয় বিকশিত,
প্রেম-মধু-রস উথলে তায়।

প্রণয়-লালস মানস তখন,
ভাবে না কি দশা হইবে পরে,
তুষিবে কেমনে প্রণয়িনী মন,
তাতেই সতত যতন করে।

২

প্রেমিকের চ'কে নিজ প্রণয়িনী,
মনোরমা হতে পৌলোমী রমা;
নারী-শিরোমণি সেই সীমন্তিনী,
ত্রিভুবনে তার নাহিক সমা।

রসনায় তাঁরে সতত বাখানে,
মনে মনে করে তাহারি ধ্যান,
বাসনা সদাই শুনিবারে কানে,
মধু-মাখা তার যশের গান।

ছাড়িয়া স্বরূপ কত প্রেমীমন,
মজিছে কুরূপে বলিয়া তাই,
বুঝেছি প্রাচীন গ্রীক কবিগণ
বলে 'মদনের নয়ন নাই।'

আজিকে যাহায় তুলিয়া মাথায়,
বলে তুমি মোর জীবিত-ধন;
কালিকে তাহায় চেয়েও না চায়,
পদতলে তারে করে দলন।

পীরিতির রীতি হেরিয়া এমতি,
গ্রীক-কবি কুল বলেছে তা'ই,
যুগল-পক্ষতি-যুত রতি-পতি,
হইয়া অস্থির ভ্রমে সদাই।

আগে না বুঝিয়া পরে সঁপি মন,
কত যুবগণ কাঁদেরে শেষে;
সেই হেতু শিশু বলিয়া মদন
খ্যাত চিরকাল তাদের দেশে।

৩

ফুটিলে কুসুম চারু মনোরম,
পরিমলে যার যুড়ায় নাসা,
হের পুন একি জঞ্জাল বিষম,
তাহাতেও করে পোকায় বাসা;

সেইরূপ প্রেম-কুসুম-ভিতর,
ঈর্ষা-কীট আসি' কররে বাস,
কোমল পাপড়ি করি জর জর,
মূল হ'তে তায় কররে নাশ।

শত দল কিবা ধরি শতদল
সরোবর-জল শোভিত করে,
মুদি' সে কমল তুহিন-সকল
মনোরমা তার সুষমা হরে;

সেই সে প্রকার কলহ-নীহার
পড়িলে প্রণয়-কমল-দলে,
থাকে না তাহার সে রূপ আকার,
ভাব আগেকার যায়রে চলে।

এতও পীরিতি-কুরীতি হেরিয়া,
তা'র তরে কেন ব্যাকুল সবে?
মক্ষিকায় হুল ফুটাবে বলিয়া,
মধুর লোভ কে ছেড়েছে কবে?

৪

ঝটিকা-ভীষণ উঠিয়া যখন,
আকুলিত করে জলধি-জল,
তরণি যখন কাঁপে ঘন ঘন,
এই এই যেন মগন হ'ল;
দেখেছি কেমন যানারূঢ় জন,
পায় আহা মরি দারুণ-ত্রাস,
করেরে রোদন, দেবতা স্মরণ
জীবনের প্রতি হয় হতাশ!
দেখেছি যখন রিপু-সেনাগণ
আসিয়া লুণ্ঠন করেরে গ্রাম,
করিয়া দহন গৃহ অগণন,
হরি ধান্যধন পুরায় কাম;
কতই জননী তনয়-রতন
দিয়া বিসর্জ্জন জনম-মত,
কাঁদে মৃতকণ্ঠে; কাঁদেরে তখন
অভাগিনী পতি হারায়ে কত!
হৃদি-বিদারণ, দুর্ভিক্ষ যখন
আসি. ছারখার করেরে দেশ,
দেখেছি তখন মানুষে কেমন,
পায় পায় হায় দারুণ ক্লেশ!
দেখিনি তেমন প্রেমীর যেমন
হয়রে দুঃসহ বিরহ-ভার;
দেখিনি কখন, কেমন তখন
দুঃখ-শেলে বিঁধে হৃদয় তার।
পরিহাস করে অরসিকগণ
যাতনা তাহার নেহারে যত;
ক্ষতচিহ্ন হেরি হাঁসেরে সে জন,
ক্ষত-যন্ত্রণা যে জানেনা কত।
উপস্থিত হয় মিলন-সময়,
যখন সুদীর্ঘ বিরহ-পরে;
আনন্দে তখন প্রেমীর হৃদয়,
মরি মরি কিবা অধীর করে!

"বহুদিন পরে আজিকে আমার,
প্রিয়তমা-সহ হ'বেরে দেখা;
হ'বে দূর আজি হৃদয় আঁধার,
হেরিয়া প্রিয়ার নয়ন-রেখা;
দিন দিন আমি মনে মনে গিয়া,
আসিতাম দেখি' সে চিত-চোর;
আজি প্রাণেশ্বরী সাক্ষাত হেরিয়া,
তাপিত হৃদয় যুড়া'বে মোর;
'প্রিয়ে, প্রিয়ে, প্রিয়ে,' বলিয়া ডাকিয়া,
মনের হুতাশ ঘুচিয়া যাবে,
সুধাময় প্রিয়া-বচন শুনিয়া,
শ্রবণ আজিকে কি সুখ পা'বে।"

প্রেরিত পত্র।

বহুপরিণেতা কুলীন স্ত্রীর আক্ষেপ।

১

কি কুক্ষণে বঙ্গদেশে লভিনু জনমরে
কামের দোষে।
বিধির কঠিন প্রাণ করি হেন অনুমান,
নতুবা অবলাগণে কেন দয়াহীন?
হা বিধাতঃ কি উদ্দেশে পাঠাইলে হেন দেশে,
যে দেশে পুরুষ জাতি হৃদয় বিহীন।

২

পিতা কালসর্প সম জননী বাঘিনী রে
এ পোড়ার দেশে
ভ্রাতার পাষাণ মন মোহ মদে বিচেতন,
একবার চায়নাকো দুখিনীর পানে
পতি গতি অবলার উদ্দেশ কোথায় তার,
নাহিক স্মরণ হায় বুঝি অনুমানে।

৩

এযে নৃশংসের দেশ মানুষ তো নয়রে
হেন অনুমানি;
দেখি সে সুন্দর কায়া নাই কেন দয়ামায়া
অথবা বিধাতা বুঝি দেননাই ভুলে,
অবলার হাহা কারে গগণ ভেদিতে পারে
তথাপি এদের মন কেন নাহি গলে,

৪

ধিক্‌রে কুলীন স্বামী ধিক্ শতবার রে
পিশাচ নির্দ্দয়!
বধি শত অবলারে চলি যাও দেশান্তরে
নরাধম ফিরে না জিজ্ঞাস একবার,
ভাসায়েছ কত জনে দুখের স্রোতের সনে
কে গণিবে হায় হায় সংখ্যা নাই তার।

৫

কাঁদিছে অবলা আজি বসিয়ে বিরলে রে
কে মুছায় জল
নাই কেউ তিনকুলে কেহ না দুখিনী বলে,
জিজ্ঞাসে, অনাথা বালা ভাসিয়ে বেড়ায়
অন্নাভাবে শীর্ণকায় অশ্রুজলে ভেসে যায়
শতগ্রন্থি পরিধেয় কর্দ্দম ধরায়।

৬

শুনেছি অবলা নাকি এদেশের রাজা রে
বিলাতের দেশে;
কে করিবে এ প্রত্যয় একিরে সম্ভব হয়
অবলার রাজ্যে অবলার এদুর্গতি?
অথবা হতেও পারে সুখী কি বুঝিতে পারে
ব্যথিত বেদন? জগতেরি এই রীতি।

৭

ঐ শুন অবলার ক্রন্দনের রোল রে
ভেদিল হৃদয়
না পারি সহিতে আর প্রবল হৃদয় ভার
উচ্ছাসিত সাগরের বন্যার মতন
ডুবু ডুবু শোকভরে ধর ঐ অবলা রে
হায় যদি থাকে কারো তুলিতে যতন।

৮

হা ঈশ্বর চক্ষু তুলি দেখ একবার রে
মরিল অভাগী
কি বলিব তোমা আর হায় দোষ কি তোমার
কার সাধ্য কপালের লিখন ঘুচায়?
হা কেশব, কৃষ্ণদাস, কাট অবলার ফাঁস
দমফেটে অবলার প্রাণ বাহিরায়।

৯

লইয়া কুঠার করে বধিছ অবলা রে
বিদ্যার ভূষণ?
অবলা হিতৈষী ভানে ফিরিয়াছ এতদিনে,
প্রসবিলে এই বুঝি পরিণাম তার?
পাই যদি এই বেলা ঘরে বোসে মারি ঢেলা
বঙ্গঅবলার বল সাধ্য কিবা আর?

একান্ত বাধ্য শ্রীর——

গুপ্ত যন্ত্র।

কলিকাতা।

২৪ নং মির্জ্জাফর্শ লেন পটলডাঙ্গা। প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

উক্ত যন্ত্রালয়ে ছাপার কর্ম্ম (উভয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা) অতি উত্তমরূপে নিয়মিত সময়ের মধ্যে এবং অল্প মূল্যে নির্ব্বাহ হয়, যাহাতে সাধারণের সুবিধা হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নও করা যায় যথা—

১। পত্রের দ্বারা সমুদায় কর্ম্মই নির্ব্বাহ হইতে পারে, স্বস্থানে বসিয়া সকলে আপন ইচ্ছামত কার্য্য পাইতে পারেন।

২। ছাপার মূল্য অতি সুলভ, আবশ্যক মত মূল্যের তালিকা দেওয়া যাইবেক।

৩। প্রুফ সংশোধন-ভার লওয়া যাইতে পারে।

৪। কাগজ উচিতমূল্যে সরবরাহ করা যায়।

৫। পুস্তক বান্ধানর ভারও লওয়া যায়।

৬। পুস্তক কি পত্রিকা বিলি কি বিক্রয় করার ভার ও টাকা আদায়ের ভার গ্রহণ করা যায়, এবং বিবেচনামতে আমাদিগের খরচার টাকাও উক্ত আদায় হইতে লওয়া যাইতে পারে।

অপরাপর বিষয় সকল যন্ত্রাধ্যক্ষের নিকট জানিতে পারিবেন।

শ্রী দুর্গাচরণ গুপ্ত
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্শ লেন, গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ১২ই কার্ত্তিক ১৭৯৩ শক। [২৯শ সংখ্যা।

ভারতে গ্রীক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

পাঠক, আমার সেনিশা।

যুদ্ধবিগ্রহ সব শেষ হইয়ে গেল। মগধ-সৈন্য প্রয়াগক্ষেত্র পর্য্যন্ত আসিয়াছে, সেই খানেই শিবির সন্নিবেশ। সমরসিংহ এই তীর্থস্থানেই মহারাজ নন্দের জীবনান্ত করিয়াছে; শিবিরে বিষম গোলমাল। সৈন্যেরা আর অগ্রসর হইতেছে না। সেকেন্দার এসংবাদ পানেন নাই। তিনি মগধ রাজের সহিত বল পরীক্ষা করিতে অনিচ্ছুক। গ্রীকগণ প্রস্থানের উদ্যোগে শিবির ভঙ্গ করিয়াছে। কল্য প্রভাতে গ্রীকগণ চন্দ্রভাগা পরিত্যাগ করিবে।

সেলুকসের নির্দ্দিষ্ট ভবনে যে গৃহে চন্দ্রগুপ্ত অবস্থান করিতেন সেই গৃহে গ্রীকবালা সেনিশা বসিয়া আছেন। পাঠক, গ্রীকরা ত কা'ল প্রস্থান করিবে, আর সেনিশার দর্শন পাওয়া যায় কিনা স্থির নাই। এখন তিনি একাকিনী বসিয়া আছেন, এস তোমাকে একবার ভাল করে' সেনিশা-মূর্ত্তি দেখাইগে। পাঠক, একবার সপ্রণয় মনে আমার মোহিনী গ্রীকবালার মনোমহিনী মূর্ত্তি চাহিয়া দেখ। সেই কমনীয় কেশপাশ ঈষৎ বঙ্কুর সুচিক্কণ কৃষ্ণ প্রস্তর ফলকের ন্যায় মস্তকোপরি সুবিন্যস্ত, সেই কেশপাশ সেই রজতসূত্র সদৃশ সরল মনোহর সীমন্ত। সেই কুঞ্চিত অলকারাশি যে ভাবে কপোল প্রান্তদিয়া পীবর অংস দেশে আসিয়া পড়িয়াছে, আবার যে ভাবে সেই গৃহমধ্যে দক্ষিণ সমীরণে কম্পিত হইতেছে, ইতস্ততঃ বিচলিত হইতেছে—পাঠক মানস-চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ,—বলিয়া সে শোভা প্রকাশ করা

বড় সহজ ব্যাপার নহে। তবে যদি একবার মনে করিতে পার মোহিত হইবে সন্দেহ নাই।

লেনিশার বয়ঃক্রম শোড়ষ বৎসর হইবে। যৌবন-প্রারম্ভে রূপরাশি উথলিয়া পড়িতেছে। তিনি গৌরাঙ্গী; পাঠক,তাহা বলিয়া তোমার প্রণয়িনীর ন্যায় নয়। লেনিশা গ্রীসদেশ-সম্ভূতা, যে দেশে সকল দেশ ললামভূতা হেলেন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন লেনিশা সেই গ্রীসদেশে জন্মিয়াছেন। তাঁহার গৌরাঙ্গ আমাদের দেশীয় সুন্দরীদিগের মত নহে, আর আমাদের পাশ্চাত্য বিজেতাদিগের রমণীগণের ন্যায় শ্বিত্রধবলও নয়। গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত মেঘখণ্ডের মত, তুষার সংঘাতের মত শ্বেত মূর্ত্তির প্রসাধন নিমিত্ত তাঁহাকে কপোলদেশ লোহিত রাগে রঞ্জিত করিতে হয় না; পাঠক, গাঢ় শ্বেত আর লোহিত মিশ্রিত করিলে যেরূপ বর্ণ উৎপন্ন হয়, লেনিশার বর্ণ সেইরূপ। তাহা আবার যৌবনে পরিমার্জ্জিত হয়ে অপূর্ব্ব চক্‌চকে হয়ে উঠেছে। অতুল রূপের রাশি চক্ষে আর ধরে না। হীনতেজ নয়ন তাহার দিকে চাহিতে পারে না; প্রতিহত হইয়া যায়। সুচিক্কণ কপাল—পাঠক, সে কপাল, সেই অবঙ্কুর নিটোল লাবণ্যময় কপাল অষ্টমীচন্দ্রের বিপরীতদিকের ন্যায় বলিলে যদি কথঞ্চিৎ মনের পরিতৃপ্তি হয়। বস্তুতঃ লেনিশার রূপের তুলনা নাই। সে লজ্জামাখা বিশাল নয়ন,তাহার উপর সেই নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূযুগল, যদি আমার মনের ভিতর চাহিয়া দেখিতে পার, তাহা হইলেই তাহা জানিতে পারিবে। ভ্রূযুগ দুই পাশে সূক্ষ্ম আর মধ্যভাগে অপেক্ষাকৃত স্থূল; সুনিপুণ চিত্রকর তুলিকা দিয়া সে ভ্রূ আঁকিতে পারে না—তাহার এক এক গাছি রোম বঙ্কিমভাবে ভ্রূর সীমা ঈষৎ লঙ্ঘন করে উপরিভাগে যে ভাবে রহিয়াছে—আবার সেগুলির মধ্য দিয়া উজ্জ্বল গৌর বর্ণ যে ভাবে প্রকাশ পাইতেছে—তাহা আঁকিতে পারে না। তাহার নীচে কৃষ্ণ-তার নয়নের সেই মধুর ভঙ্গী—সেই মানস-মোহন দৃষ্টি—সে দৃষ্টি প্রখর নয়, কিন্তু হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া প্রবেশ করে—সেই দৃষ্টি; সেই আরক্ত নবনীত-নির্ম্মিতের ন্যায় কোমল, স্বভাব-অরুণিমা-রঞ্জিত কমনীয় কপোল অঙ্কিত করিতে পারে না। পাঠক তবে তুমি যদি বল, তাহা হইলে সর্ব্বসমর্থ মানস-তুলি দ্বারা লেনিশার সেই মনোমোহন কপোল যুগ—তাহার প্রান্ত ভাগে নীলমণি নির্ম্মিত কর্ণাভরণ দুলিতেছে—সেই অরুণ বর্ণ ওষ্ঠাধর একটু ফুলো ফুলো, উভয় প্রান্ত ঈষদাকুঞ্চিত, যেন সকল সময়েই হাসিটুকু মুখে লাগিয়া আছে। সেই রমণীয় অনতিদীর্ঘ অনতিস্থূল চিবুক; মুখমণ্ডলের সেই মোহিনী-শক্তি—যাহা দেখিবা মাত্র তরুণ পুরুষেরা বিহ্বল হইয়া উঠেন—সেই মোহিনী শক্তি সমুদায় তোমার মনে অঙ্কিত করিয়া দিতে পারি।

পাঠক, এই খানেই নিবৃত্ত হইলাম। মুখের বর্ণনাতেই লেনিশার সৌন্দর্য্য বুঝিয়া লউন। মানুষের মুখে স্বর্গীয় শ্রী, সেই খানেই যথার্থ সৌন্দর্য্য। অনেকানেক চিত্রকর মানুষের উলঙ্গমূর্ত্তি চিত্র করিয়া লোকের মনোরঞ্জনে যত্ন পান, কেহ কেহ বা আবার তাহা ভাল বাসেন বলে 'স্বাভাবিক চিত্র।' যাহাই হউক পাঠক,স্বাভাবিকি হউক আর অস্বাভাবিকি হউক এরূপ চিত্র

করিয়া লোকের মানস রঞ্জনের চেষ্টা পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

লেনিশা কি করিতেছেন? একাকিনী বালা গভীর নিশীথে নিদ্রাহীনা শয্যাতলে বসিয়া কি করিতেছেন? পাঠক, লেনিশা কি ভাবিতেছেন পার্শ্বে হস্তের নিকট একটী গাঁটরী—একটু অন্তরে একটা জটাভার আর বল্কল। তুমি একবার লেনিশাকে যোগিনী বেশে দেখিয়াছ সেই সাজ আবার আজ বাহির হইয়াছে। গৃহের মেজের উপর একটী তুম্বী পড়িয়া রহিয়াছে। কবাট দুখানি ভেজান আছে; লেনিশা বসিয়া ভাবিতেছেন। বাতাস জানালার ভিতর দিয়া এসে তাঁর অলকা দোলাইতেছে।

কবাট আস্তে আস্তে খুলিয়া গেল, নিঃশব্দে কবাট খুলিয়া গেল, গৃহে মনুষ্যের পদসঞ্চারের শব্দ। লেনিশার চিন্তা বড় গভীর নয়, চাহিয়া দেখিলেন—সম্মুখে পিরাক্লিস্।

পিরাক্লিস্ কহিল 'এখন আমি চলিলাম পত্র দিন।'

লেনিশা কহিলেন 'চল আমিও যাইব।'

পিরাক্লিস্ বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

লেনিশা কহিলেন 'পিরাক্লিস্ কি ভাবিতেছ আমার স্বামীও যেখানে, আমিও সেখানে, তুমি আমায় জীবিতেশ্বরকে ফেলিয়া গ্রীশে ফিরিয়া যাইতে বল।'

পিরাক্লিস্ কথা কহিলেন না।

'তবে কি আমাকে লইয়া যাইতে ভয় করিতেছ?'

'আপনি কিরূপে যাইবেন?'

লেনিশা জটা-বন্ধনের দিকে চাহিয়া কহিলেন 'এইরূপে আমার জীবন আমাকে যে বেশ দিয়াছেন আমি সেই বেশে তাঁর কাছে যাইব।'

'আপনাকে লইয়া গিয়া কোথায় বিপদে পড়িব।'

'পিরাক্লিস্, তুমি যথার্থই ভয় পাইয়াছ; আচ্ছা তুমি যাও; আমিও পথ ধরিলাম; আমি তোমার সঙ্গে যাইব না; তোমার কথায় কি আমি সেই লেনিশাগত-হৃদয় হৃদয়নাথকে বিসর্জ্জন দিব।'

পিরাক্লিস্ কহিল 'পথে আপনার ক্লেশ হবে। কখনত অভ্যাস নাই, তাই বলিতেছি; চিরকাল সুখে থাকা।'

লেনিশা কহিলেন 'পিরাক্লিস্, আমার কি সুখে দিবা রাত্রি যাইতেছে তাহা কি তোমার বোঝা সাধ্য। আমার অবস্থা আর মনের ভাব কেবল চন্দ্রগুপ্ত জানেন। আর তাঁর অবস্থাও আমি এই স্থানে বসিয়া স্পষ্ট দেখিতেছি। চন্দ্রগুপ্ত ভিন্ন লেনিশার দুঃখে দুঃখী আর কেহই নাই। এখন যাঁর কাছে গেলে হৃদয় যুড়াইবে তাঁহার কাছেই যাইব। তাহাতে কাহারও সাহায্য চাই না।'

পিরাক্লিস্ কহিল 'আপনি একাকী গেলে চন্দ্রগুপ্ত আমার উপর কুপিত হইবেন। চলুন—অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে।'

ক্রমশঃ।

সাহিত্য সভা
১০৬/১ ... স্ট্রীট, কলিকাতা

স্বভাব দর্শন কাব্য।

তৃতীয় দর্শন।

—

শারদীয় পূর্ণিমা।

—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৯

কিন্তু প্রিয়ে! প্রণয়ের প্রণয়ীর কাছে
নহেক সেভাব কভু, নহেক সেরূপ,
দেখ গিয়ে চির দিন সমভাবে আছে
শত বতসরে তার হয়নি বিরূপ।
বরং তাহার সেই বিমল বিকাশ
দিন দিন ভালরূপে হতেছে প্রকাশ।

১০

চির উপভোগে প্রিয়ে অমৃতেও মন
ক্লান্ত হয়ে প'ড়ে,তায় মিটে যায় আশ;
সুধাময় ছলহীন প্রণয় কখন
প্রণয়ীরচির কিন্তু করেনাক নাশ;
অমৃত হইতে শ্রেষ্ঠ প্রেমময় সুধা
যত খাও তত বাড়ে প্রণয়ের ক্ষুধা।

১১

দেখ দেখ দেখ ওই কুসুম কানন
নাচি নাচি মৃদু মৃদু পবনের সনে
মনোলোভা শোভা প্রিয়ে ধরেছে কেমন,
ধরিয়াছে পুষ্পডালি প্রকৃতি কারণে।
হেরিলে নয়ন ভোলে যুড়ায় হৃদয়
নব ভাবে হয় কত মানসে উদয়।

১২

তরু হতে অধোমুখী লতিকা কামিনী,
নিশার নিহার তায় ঝরিছে ধরায়;
প্রিয়-স্কন্ধ ধরি যেন দাঁড়ায়ে মানিনী,
প্রণয় প্রকোপ অশ্রু ঝরিছে তাহার।
দেখ দেখ দেখ প্রিয়ে কেমন তাহায়
নব ভাবে হইয়াছে নবীন বাহার।

১৩

মোহন কুসুম তার ভুষণের সার
বাসিয়া মলয়ানিলে মধুর সুবাসে
তুলি তুলি শোভা কিবা করিতেছে তার
মধুকর রত তার মধুপান আশে।
যদিও হয় গো অন্ধ ভ্রমর নিশায়
মধুলোভে তবু দেখ ছাড়েনি তাহায়।

১৪

কিন্তু যবে মধু ওর হইবে নিঃশেষ
শুকাইয়ে যাবে ওই বিমল বরণ
থাকিবেনা ওর আর যতনের লেশ
ফিরিবেনা ভুলে ওরে করিতে দর্শন।
মধু আশে অন্য ফুলে করিবে গমন
এইমত পুনরায় হইবে মগন।

১৫

দুরাচার স্বার্থপর অসত যে জন
চিরকাল তার প্রিয়ে! রীতিইত এই,
বন্ধুত্ব সরল সনে, স্বার্থ যতক্ষণ,
এই আছে একভাব, এই পুণ নেই;
গলাগলি ভাব তায়, স্নেহ ভালবাসা
থাকে প্রিয়ে যতক্ষণ থাকে স্বার্থ আশা।

১৬

আহা আহা দেখ দেখ কেমন বাহার,
ফুটেছে গোলাপ কলি উজলিয়া বন
মেতেছে পবন প্রিয়ে! সৌরভে তাহার;
হয়েছে কেমন দেখ বনের ভূষণ;
উজ্জল বরণ কিবা কোমল নিটোল
কোথা লাগে লজ্জাবতী রমণী কপোল।

ক্রমশঃ।

বৎস হারা গাভী।

আহা বৎস হারা গাভী দেখ কত মৃতমান
অন্তরে নাহিক সুখ খেদেতে ফাটিছে বুক,
চারিদিকে ঘুরিতেছে যেন কুলাল চক্রখান।
বারি তৃণ নাহি খায় ডাকিতেছে উভরায়,
নয়নে পড়িছে ধারা কাঁদিতেছে অনিবার।
স্তনতে ক্ষরিছে ক্ষীর কোন মতে নহে স্থীর,
মনেতে বুঝিয়া ওকে ছেড়ে দেহ একবার।
খুঁজে দেখুক চারিভিতে যদি মিলে কোনমতে,
তবে ওর তাপিত প্রাণ এখনই শীতল হয়।
আহা জননীর মন হারালে সন্তান ধন,
যেরূপ দহিয়া থাকে কে লবে তার পরিচয়।
মনেতে সদা বিষাদ কিছুতেই নাহি সাধ,
ইচ্ছা হয় তার ছুটেগিয়া করে প্রিয় অন্বেষণ।
ভোজনে নাহিক আশ সদা বহে ঘন শ্বাস,
করিতে আপন নাশ নহে সেত ভীতমন।
থাকে না আর কোন জ্ঞান সধু সেই গুণগান,
সেই নাম করি ধ্যান দেহ করে বিসর্জ্জন।
শয়ন সুখের তরে সবে করে চরাচরে,
তাহার দুখের হেতু হয়েছে তার সৃজন।
তাপেতে পুড়িয়া তনু নিদ্রা গেছে হয়ে উনু,
স্বপনেতে সুধু দেখে সেই হারা প্রিয় ধন।
যেন সে অমূল্য ধন করি মায়ে সম্বোধন,
চাহিছে খাইতে কিছু যাহা তার প্রিয়ভক্ষণ।
অমনি জননী আসি তাহারে সাদরে ভাষী,
লইয়া সুখাদ্য কিছু করিতেছে সমর্পণ।
অথবা প্রসারি কোল বলিয়া সুমিষ্ট বোল,
লইয়া করিছে সাধে প্রিয় নিধি আলিঙ্গন।
পরে নিদ্রা হলে ক্ষয় সকলি আঁধার ময়,
কোথায়রে সুখের দিন দেখালিকি এস্বপন।
কোথায়রে প্রাণের ধন করি মারে সম্বোধন,
আবার লুকালি কিরে করিবারে বিড়ম্বন।
এ যদি স্বপন হয় তবুওত সুখ ময়,
আনন্দে ভাসিতে ছিল অভাগী এদগ্ধ হৃদয়।
কেন বিধি বাদসাধিলি নিদ্রা আমার হরেনিলি,
হরিয়া প্রাণের ধনে তোর কি পোরেনি সাধ।
স্বপনেতে প্রিয়ধন করিলাম দরশন,
কেন তুই বিবাদী হয়ে তাহাতে সাধিলি বাদ।
কেন বা এসেছিলি আমারে ফাঁসায়ে গেলি,
বাড়ায়ে আশার বেগে করিলি কি ছারক্ষার।
কাঁদায়ে দেখাতে রঙ্গ হইল কি তুই ভঙ্গ,
খেদেতে কাঁপিছে অঙ্গ সঙ্গ কি তোর হবে আর।
দেখি বসে হারাধন জুড়াবে তাপিত মন,
স্বপনেও থাকি ভাল যদি পাই পরশন।
ধাইয়া ধরিতে যাই ধরিতে যে নাহি পাই,
সে দেখায় ফলকি কেবল মাত্র বিড়ম্বন।
দিইয়া বিবেক বারি যদিবা নিবাতে পারি,
পোড়া স্বপনের দায় নিত্য নূতন দেখিতায়।
হায় হায় জননীর এই মত বননীর,
শুনিয়া করুণা বাণী হৃদয় বিদরে যায়।
উৎসবে উৎসব নাই সদা প্রাণ আই ঢাই,
নিরানন্দে পুরিয়াছে দেখে সে অখিল ময়।
দেখিলে গগনে শশি হৃদয়েতে শেল পশি,
নিজ হারা শশি আসি অমনি উদয় হয়।
যবে অস্ত হয় তার দেখে বুক ফাটে মার,
আপনার সুখ অস্ত ভাবিয়া চঞ্চল হয়।
শশিওত আসে পুন কভু বৃদ্ধি কভু উন,
কিন্তু তার সুখ শশি কভু আর না হয় উদয়।

প্রেরিত পত্র।

গান্ধারী বিলাপ।

১

হায় হায়! দোষিকারে,কেন দোষি বিধাতারে?
আপনার দোষে আমি হারানু বাছারেরে!
স্মরিলে সে কাল কথা, মরমে জাগয়ে ব্যথা,
কি কুক্ষণে হেন বাক্য বলেছিনু-তারেরে!

২

যবে পুত্র দুর্য্যোধন, করিতে ভারত রণ,
আসিল আমার কাছে লইতে কুশলরে,
নাহি বুঝি পূর্ব্বাপর কহিনু "রে ধনুর্দ্ধর!
সেই পক্ষে জয়, যথা আছে ধর্ম্মবলরে"।

৩

এবে সেই ধনুর্দ্ধর, করিয়া ঘোর সমর,
সহিতে না পারি শত্রুশর খরতররে,
হেনকরি অনুমান, দেহ রাখি এই স্থান,
প্রাণলয়ে পলাইয়ে গেছে দেশান্তর রে

৪

বাছা মোর বীরবর, সমরে করিবে ডর,—
হেন বাক্য মন মধ্যে না হয় বিশ্বাস রে;
তার হৃদে নাহি ভয়, নাহি জানে পরাজয়,
এযে দেখি প্রাণ তার হইয়াছে নাশ রে!

৫

শেষ আশা নৃপতির ছিলা তুমি মহাবীর!
সেই আশালতা এবে হইল নিধন রে!
শুন ওরে বাছাধন! শুনিলে তব নিধন,
সেইক্ষণে মহারাজ ত্যজিবে জীবন রে।

৬

তুমি অন্ধের নয়ন, কাঙ্গালিনী প্রাণ ধন,
কেমনে বাঁচিবে প্রাণ তোমার বিহনে রে?
তবাশ্রিত প্রজাগণ, শত্রুভয়ে ভীত মন,
কাহার আশ্রয় তারা লইবে এক্ষণে রে?

৭

দেখে তোরে ভূশয্যায়, মমপ্রাণ ফেটে যায়,
এ শয্যায় তোর দেহ নাহি শোভা পায় রে;
দুগ্ধ ফেন শয্যাপরে সদা যে শয়ন করে,
এবে সে কপাল দোষে ভূতলে লুটায় রে!

৮

শুন ওরে প্রাণধন! যথায় আছ শয়ন,
এ শয্যায় বীরগণ বটে অভিলাষীরে;
দেখে তোরে এ শয়নে, আনন্দ উপজেমনে,
কিন্তু তোরে একা দেখি মনে দুখ বাসিরে!

৯

যেই রাজা মহারাজ, শাসিয়া রিপু সমাজ,
প্রাণ-পণে প্রজাগণে করিত পালন রে,
এবে সেই মহাবল, দেখিয়া শত্রুর বল,
দেহ রাখি রণস্থলে, করে পলায়ন রে!

১০

ওরে বাছা! দুর্য্যোধন! কোথা পারিষদগণ?
কিহেতু একেলা এবে ধুলায় শয়ন রে?
কেন হেরি স্পন্দহীন, কেনবা মুখ মলিন,
কিহেতু শীতল অঙ্গ, মুদিত নয়ন রে?

১১

চাঁদমুখে দেখে ম্লান, বাচেনা বাচেনা প্রাণ;
মনে হেন অভিমান কিহেতু উদয়রে?
ডাকে মাতা তবপাশ, শুনিয়া নাক্ষুর ভাষ?
দুখিনী মাতার প্রতি কিহেতু নিদয় রে?

১২

"অন্ধনৃপ হবে পতি," শুনিয়া হেন ভারতী,
করেছিনু নিজচক্ষু বস্ত্রেতে বন্ধন রে;
সে অবধি পুনর্ব্বার, খুলিনি আঁখি আমার;
খুলেছিসে আবরণ তোমারি কারণ রে!

১৩

কোথা বাছা দুর্য্যোধন? মমবাক্যে দেহমন,
একবার মা বলিয়া আয়, কোলে করিরে!
কন্দর্প জিনিয়ারূপ কেনরে হেরি বিরূপ?
সমরে বিরত হেরি মরি মরি মরি রে!

১৪

সুরম্য প্রাসাদোপরে যে সদা বিরাজ করে,
কিহেতু এখন তারে হেরি ধরাতলে রে?
বড় বড় রাজাগণ করিত যার সেবন,
সে কেন বিশ্রাম লভে পশুদের দলে রে?

১৫

উঠ বৎস পুনরায়; ইহা নাহি শোভা পায়;
সাজহ সমর মাঝে বীরচূড়ামণি রে!
লয়ে নিজ সেনাদলে, শীঘ্র যাও রণস্থলে;
তব শত্রু ভীমসেনে বধগে এখনি রে।

১৬

স্বর্গ-বিদ্যাধরী সমা রূপেগুণে অনুপমা
আছে নারী মনোরমা তোমার ভবনে রে;
কি দোষে তাজিয়া তারে, ফেলিদুখ পারাবারে,
রণভূমে বৃথাকাল হর শর সনেরে?

১৭

জীবিত ছিলে যখন, শুন ওরে প্রাণ ধন!
তব অঙ্গে রাজরাণী করিত ব্যজন রে;
এবে দেখি একি আর, দহিছে প্রাণ আমার,
স্বপক্ষ ব্যজন করে হিংস্র পক্ষিগণ রে!

১৮

বীর চূড়ামণি তনয় আমার,
পোশাক শরীরে বীরের মত,
কিছার পোশাক, কিছার বাহার,
জীবের ভূষণ জীবন হত!

১৯

সুবর্ণ জিনিয়া বাছার বরণ,
শোণিত আবৃত হইয়া হায়,
জলদে আবৃত শশীর মতন,
শোভিছে আমরি ক্ষীণ প্রভায়!

২০

বাছাকি হেথায় করেছে শয়ন
আপনার যত সুহৃদ সনে,
করিতে মন্ত্রণা মনের মতন,
যাহাতে বিজয় লভিবে রণে?

২১

নানানা, তা হোলে আমার বচনে
করিতে এখনি উত্তর দান;
এভাব দেখিয়া হেন লয় মনে,
এ শব দেহেতে নাহিক প্রাণ।

২২

বুঝেছি বুঝেছি বুঝেছি এখন,
বুঝেছি তোমার মনের কথা,
গোপনে ভীমেরে করিতে নিধন,
বুঝি দেহ রাখি গিয়াছ তথা।

২৩

তানয় যেরূপ মলিন শরীর,
মুখ সুকোমল যেরূপ ম্লান,
দেখিয়া মনেতে হেন হয় স্থির,
বল করি কেড়ে নেছে কে প্রাণ।

২৪

হে বসুধে! এতদিন যাঁর সুশাসনে
ছিলা ভাগ্যবতী, নাহিছিল শত্রু ভয়,
শত্রু ভয়ে সেই বীর, ওলো বরাননে!
প্রাণ লয়ে পলায়েছে মানি পরাজয়।

২৫

যার তেজে ম্লান ছিল যত রাজগণ,
বিধু যথা দিবসে হয় ভানু দরশনে,
স্পন্দহীন প্রভাহত হিমাঙ্গ এখন,
পড়িয়া ভূতলে, সেই, দেখ বরাননে।

২৬

কালের করাল করে রক্ষা করে কার ?
এভবে জনম নিলে অবশ্য মরণ ;
নাহি ইথে অনুরোধ, নাহি প্রতিকার,
নহিলে মরে কি কভু পুত্র শত জন ?

২৭

হে বসুধে তবগুণ বর্ণন না যায়,
কল্পমতে জীবগণে কর উপকার,
কিন্তু এবে তোমা প্রতি হয়েছে সংশয়,
ঘৃণা হয়, দেখে এবে তোর ব্যবহার।

২৮

ছি ছি ছি, এরীতি কভু তোমার কি সাজে ?
বাসুকি রমণী তুমি সবার পুজিত ;
তব কর্ম্মে পুত্র বুঝি অবনত লাজে,
তাই বুঝি ম্লানমুখে ভুতলে পতিত।

২৯

জাননা কি, অভাগিনী ! ললাট লিখন ?—
তোমার ললাটে যাহা লিখেছেন বিধি ;
নরপতি হয় ভবে যখন যেজন,
সেইজন তব পতি বিধির এবিধি।

৩০

এতদিন ছিলা তুমি অধিনী যাহার,
প্রাণপণে যেই তোমা করিত পালন,
সেই তেজরাশি আর নাহিক তাহার,
সে তেজ, সে পদ, হরি নেছে অন্য জন।

ক্রমশঃ।

একাধিক সহস্ররজনীক।

সটীক ও সচিত্র।

বাঙ্গালা আরেবিয়ান নাইট মূল্য প্রতি সংখ্যা দুই পয়সা ও প্রতি ভাগ একটাকা। গুপ্তযন্ত্র হইতে মফস্বলে বিক্রয় হয়। ইহার মুদ্রাঙ্কনের প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া দুর্লভ-সমাচার উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেকগুলি চিত্র প্রস্তুত হইতেছে।

শ্রী মন্মথনাথ সরকার।

গুপ্ত যন্ত্র।

কলিকাতা।

২৪ নং মির্জ্জাফর্ম্ম লেন পটলডাঙ্গা।
প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

উক্ত যন্ত্রালয়ে ছাপার কর্ম্ম (উভয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা) অতি উত্তমরূপে নিয়মিত সময়ের মধ্যে এবং অল্প মূল্যে নির্ব্বাহ হয়, যাহাতে সাধারণের সুবিধা হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নও করা যায় যথা—

১। পত্রের দ্বারা সমুদায় কর্ম্মই নির্ব্বাহ হইতে পারে, স্বস্থানে বসিয়া সকলে আপন ইচ্ছামত কার্য্য পাইতে পারেন।

২। ছাপার মূল্য অতি সুলভ, আবশ্যক মত মূল্যের তালিকা দেওয়া যাইবেক।

৩। প্রূফ সংশোধন-ভার লওয়া যাইতে পারে।

৪। কাগজ উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায়।

৫। পুস্তক বান্ধানর ভারও লওয়া যায়।

৬। পুস্তক কি পত্রিকা বিলি কি বিক্রয় করার ভার ও টাকা আদায়ের ভার গ্রহণ করা যায়, এবং বিবেচনামতে আমাদিগের খরচার টাকাও উক্ত আদায় হইতে লওয়া যাইতে পারে।

অপরাপর বিষয় সকল যন্ত্রাধ্যক্ষের নিকট জানিতে পারিবেন।

শ্রী দুর্গাচরণ গুপ্ত
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্ম্ম লেন, গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ১৯শে কার্ত্তিক ১৭৯৩ শক। [৩০শ সংখ্যা।

ভারতে গ্রীক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ইন্দুমালা বিসর্জ্জন।

সৈনিকেরা মনোরমাকে লইয়া বাহিয়া যাইতেছে। নক্ষত্র গতিতে যাইতেছে। বহিত্রক্ষেপ শব্দে রাত্রির গভীরতা ভঙ্গ করিয়া ভাগীরথীর হৃদয়ে লাফাইতে লাফাইতে চলিতেছে। প্রায় রাত্রি অবসান হইয়া আসিল। নদীর তীরস্থ ঝোপের ভিতর হইতে এক একটী পক্ষী মধুর স্বরে কলরব করিয়া উঠিল। ছোট ছোট তারাগুলি হাবু ডুবু খাইয়া নীল গগণ-সাগরে ডুবিয়াগেল। দূরবর্ত্তী গ্রামে বসন্ত দূত কুহু কুহু বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল সেই শব্দ বায়ুতে চড়িয়া অতি মধুর, অতি মৃদু ভাবে নদীতে, যেখানে নৌকা খানি মনোরমাকে বুকে লইয়া পালাইতে ছিল সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমে দিকসকল পরিষ্কৃত হইতে লাগিল। অরুণোদয়, প্রভাত, ক্রমে সূর্য্যোদয়। বিশখানি বহিত্র অনবরত সবলে সঞ্চালিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে নৌকা খানি মথুরা অতিক্রম করিল।

বাহকেরা অবিশ্রান্ত বহিতেছে, সমস্তদিন বহিল। দিবা অবসান হইয়া আসিল সন্ধ্যা, ক্রমে রাত্রি ছয় দণ্ড। নৌকাখানি প্রয়াগ তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইল। অতি বেগে জলাকর্ষণ শব্দ—নৌকা দৌড়িতেছে—সহসা নদীকূল হইতে গগণ-ভেদী ভেরীর শব্দ সৈনিকদিগের হৃদয় কম্পিত করিয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপিয়া পড়িল, অমনি ছয় সাত খানি নৌকা তীর ছাড়িয়া ছপ্ ছপ্ শব্দে দাঁড় টানিতে টানিতে গঙ্গার

মধ্যভাগে আসিতে লাগিল। তাহার উপরেই তট ভূমিতে মগধ-সৈন্যের শিবির। সৈনিকেরা দেখিল বিষম বিপদ। একজন কহিল "এই দুইজন বন্দীকে জলে ফেলিয়া দেওয়া যাউক।"

অপর ব্যক্তি কহিল "আহা নিরপরাধা বালার কি জীবনের এই পরিণাম হইল।"

আর একজন বলিল "বাঃ! তাই বলিয়া কি আমরা আপনারা বিপন্ন হইব?"

একজন ইন্দুমালার নিকট আসিল। ইন্দুমালা কি করিতেছেন— পাঠক, দেখ দুঃখ-পীড়িতা কোমলা ইন্দুমালা আনাহার বসনে শরীর ঢাকিয়া পড়িয়া আছেন। চক্ষের জলে বস্ত্রখানি ভিজিয়া গিয়াছে। বিন্দু তাঁহার কুঞ্চিত শরীরে শয়ানা। সৈনিক বলপূর্ব্বক বিন্দুর হস্ত ধরিয়া টানিল। বিন্দু ভয়ে কাতর হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ইন্দুমালা দেখিলেন,—বিন্দুর রোদনে তাঁহারও রোদন—বিন্দু একটু উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। তীরের নৌকা গুলি আসিয়া উপস্থিত, একেবারে এ ক্ষুদ্র তরণী খানি ঘেরিয়া ফেলিল। কোমল রোদন স্বর শুনিয়া একখানি নৌকা হইতে এক ব্যক্তি কহিল "স্ত্রীলোকের রোদন শুনা যাইতেছে, শীঘ্র আক্রমণ কর।"

একেবারে প্রায় পঞ্চাশটী বর্ষা বাহক দিগের উপর আসিয়া পড়িল। নয় জন সাংঘাতিক আহত হইয়া নদীর জলেপড়িয়া গেল—তাহাদের সদ্গতি হইল। মনোরমার নিকট হইতে সৈনিক দৌড়িয়া নৌকার রক্ষার্থে গেল। আক্রমণকারীদিগের মধ্য হইতে একজন গম্ভীর স্বরে আক্রন্তদিগকে ডাকিয়া কহিল 'অস্ত্র ত্যাগ কর্, না হইলে সকলেই বিনষ্ট হইবি।'

সৈনিকেরাও উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা অস্ত্র ত্যাগ করিয়া আত্মসমর্পণে স্বীকৃত হইল। আক্রমণকারীদিগের মধ্য হইতে একজন নৌকায় আসিল; ছাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া কহিল 'মা, আপনারা বাহিরে আসুন।'

স্বরটী ইন্দুমতীর পরিচিত। তিনি চিনিতে পারিলেন তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কহিলেন 'হেমরাজ কাকা।'

ইন্দুমালা হেমরাজকে কাকা বলিয়া ডাকিতেন।

হেমরাজ কহিলেন 'একি ইন্দুমালা

পাঠক, ইন্দুমালা এখন আশ্রয় পাইয়াছেন, চল কুমার পুণ্ডরীককে নরক তুল্য সেই শ্মশান ভূমি হইতে উদ্ধার করিগে।

পুণ্ডরীক নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন বেলা হইয়াছে। সহস্ররশ্মি পূর্ব্বাকাশে চাহিয়া রহিয়াছেন, তখনও তাঁহার হৃদয় বিহ্বল রহিয়াছে। কি স্বপ্ন দেখিতে ছিলেন—সম্মুখে চাহিয়া কহিলেন 'দুর্বৃত্তা ইন্দুমালা।'

চমক ভাঙ্গিল; চারিদিকে দৃষ্টি—কোথায়, আছেন মনে পড়িল; উঠিয়া বসিলেন। পার্শ্বে ধ্যানসিংহ বিদারিতবক্ষে পড়িয়া আছেন। নূতন শোক আসিয়া উপস্থিত—ধ্যানসিংহ যথার্থই অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। গাত্রে হাত দিলেন—'ভাই ধ্যান, তুমি যে চন্দ্রগুপ্তকে বিনাশ করিবে বলেছিলে সে প্রতিজ্ঞাপূর্ণ করিলে না—আর তুমি যে ইন্দুমালার সঙ্গে আমার ——' অমনি সে কথায় মুখ বন্ধ হইয়া আসিল; 'পাপিয়সী ইন্দুমালা, সুন্দরি,পিশাচি! উত্তম বিশ্বাসঘাতিনি! মৃত্যু আসিয়া আমার হৃদয় স্পর্শ করিতেছে, কিন্তু

আমি তোমায় ভাল বাসি। যখন আমি আর বাসিব না তখন জগত সংসার আমার পক্ষে শূন্যময় হইবে।'

পুণ্ডরীক চুপ করিলেন। বাল্যকালের অভ্যস্ত দুই একটী শ্লোক মনে পড়িল,—ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে পড়িতে লাগিলেন। দুই একটী শুনাগেল—

"যদুচ্যতে পার্ব্বতি, পাপবৃত্তয়ে
নরূপমিত্যব্যভিচারি তদ্বচঃ।
তথাহি শীলমুদারদর্শনে
তপস্বিনামপ্যুপদেশতাং গতম্॥"

আর একটু পরে আর একটী শ্লোকাংশ—

"যত্রাকৃতিস্তত্রগুণাঃ বসন্তি।"

"ইন্দুমালার গোলাপফুলের মত কোমল, সুন্দর সৌরভপূর্ণ শরীর কখনই ব্যভিচারের জন্য জন্মায় নাই। তরুণ পুরুষ লজ্জাশীলা ইন্দুমালাকে তাঁহার নিকট আনিতেছিল—কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিলনা"—অমনি মনের ভিতর হইতে বাজিয়া উঠিল 'ঠিক'। ভ্রূযুগ আকুঞ্চিত হইয়া একত্রিত হইল—যেন মস্তকের ভিতর কোন ভয়ানক সর্ব্বনাশকর অভিপ্রায় বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে কুমার তাহাকে রুদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

"দীর্ঘ-কৃষ্ণ-নয়না রাক্ষসী। সে ভক্ষণ করিবার পূর্ব্বে আপনার শীকারের সহিত খেলা করিতেছে। আমার মনের ভিতর প্রতিমূর্ত্তি রাখিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে। বিনাশকের সহিত প্রণয়, তাহার প্রতি স্নেহ আর মমতা!"

ইন্দুমালা পরম সুন্দরী; মূর্ত্তি মুনিমানসমোহন। তাঁহার কথা মধুর বংশীধ্বনীকেও হারাইয়া দেয়। তিনি পুণ্ডরীকের সহবাসাকাঙ্ক্ষিণী; না হইলে অলকনন্দা হইতে এতদূর আসিবেন কেন—সবগুলি একে একে পুণ্ডরীকের মনে আসিল কহিলেন "এসব গুণ সতীত্বের ভূষণ, ইন্দুমালা অসতী!—"

আবার ভাবিতে লাগিলেন; "উঃ! বিবাহ, এসকল মধুরভাষী কোমল জন্তুদিগকে আমাদের আপনার করিয়া দেয়, কিন্তু তাহাদের ভোগেচ্ছা আর প্রকৃতিকে আমাদের করিয়া দিতে পারেনা।" কুমার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আর তিনি ইন্দুমালাকে চাননা। ক্রোধ আর ঈর্ষা তরবারি লইয়া পুণ্ডরীকের হৃদয়গৃহে আসীন ইন্দুমালাকে কাটিতে যাইতেছে—আবার বিমুখ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল, সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন সামশ্রমী-বেশিনী দেবসেনার মুণ্ডহীন শরীর পড়িয়া রহিয়াছে। কি মনে করিয়া নিকটে গেলেন; যোগীর বস্ত্রের ভিতরে একখানি কাগজের অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে। পুণ্ডরীকের একটু কৌতুহল উপস্থিত হইল, তিনি কাগজখানি বাহির করিয়া লইলেন। একখানি পত্র। উপরে সদানন্দ সামশ্রমীর নাম লেখা আছে খুলিয়া পড়িলেন—

"জননি, আমি তারার মুখে সব শুনিয়াছি আপনার সামশ্রমী মূর্ত্তি কেবল আমর উপকারের নিমিত্ত। কিন্তু যে কামন্দকী মূর্ত্তিতে আপনি নিরপরাধিনী ইন্দুমালাকে ক্লেশ দিতেছেন সেমূর্ত্তি আমি ভালবাসি না। আপনি আর আমার নিমিত্ত বৃথা আকিঞ্চন করিবেন না। নন্দবংশধর থাকিতে শূদ্র-পুত্র কখনই সিংহাসন কলঙ্কিত করিবে না।

আপনার স্নেহস্পদ
চন্দ্রগুপ্ত।
অলকনন্দা।—"

কুমার মনে করিলেন "কাম্যন্দকীও কি দেবসেনা! পাপিয়সীই ইন্দুমালাকে হস্তিনা হইতে লইয়া গিয়াছিল। হয়ত তাহারই চক্রান্ত, ইন্দুমালা আমার নির্দ্দোষ—নির্দ্দোষ! তরুণ পুরুষের ভুজপাশ মধ্যে যুবতী রমণী! তবে এক শয্যায় বিবসন যুবক যুবতীও দোষস্পর্শ-শূন্য থাকিতে পারে।"

অতি কষ্টে কুমার মনোবেগ সম্বরণ করিলেন। অনেক ভাবিলেন। শেষে কহিলেন "এইজন্যই দেবসেনা নন্দবংশের উচ্ছেদ চেষ্টায় ছিল।" পুণ্ডরীকের মনে সাম্রাজ্যের কথা উদয় হইল। অনেক্ষণ ভাবিলেন সেনাবাস প্রয়াগে তিনিও সেখানে যাইবেন।

শ্মশান ত্যাগ করিলেন। প্রয়াগের দিকে মুখ ফিরিল দুই চারি পদ গমন—আবার পা থামিল। দাঁড়াইলেন—যেদিকে দগ্ধকুটীরের সম্মুখে ইন্দুমালাকে মুর্চ্ছিত দেখিয়া ছিলেন সেইদিকে ফিরিলেন। ইন্দুমালা প্রান্তরে তাঁহার জীবনদাত্রী মনে পড়িল—আপনি যে গানটী গড়িয়া ত্রিপুরার মুখে রাখিয়াছিলেন—যেটী সে ভবানী-মন্দিরে ইন্দুকে শুনাইয়াছিল—সেটী মনে পড়িল। চক্ষে একবিন্দু জল দেখাদিল সেই প্রেমভাব—সেই দৃষ্টি—সেই মুর্ত্তি—সেই স্থান—একে একে মনে আসিল। আবার মনে হইল তাঁহার ইন্দু অসহায় নন—তাঁহার সহচর তাঁহার রক্ষক। পাষাণে বুক বাঁধিয়া কুমার প্রয়াগের দিকে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমশঃ।

স্বভাব দর্শন কাব্য।

তৃতীয় দর্শন।

—

শারদীয় পূর্ণিমা।

—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৭

এমনি গো স্বার্থপর জগত সংসার,
এমনি মানব অন্ধ নিজ স্বার্থ-আশে;
সামান্য সুখের তরে এমন বাহার
প্রফুল্ল অন্তরে সদা অনায়াসে নাশে।
এমনি কঠিন প্রিয়ে তাদের হৃদয়
সামান্য সুখের আশে নাশে সমুদয়।

১৮

সামান্য ইন্দ্রিয় সুখ লাভের কারণ,
ক্ষণেক সন্তোষ প্রিয়ে, লভিবারে মনে
অনায়াসে কেড়েলয় বন-আভরণ,
কোমল কুসুম কলি নাশে অকারণে;
ভাবেনা ভাবেনা মনে কিহ'ল তাহার
অনায়াসে নাশ করে বিমল বাহার।

১৯

প্রবাল-আসন-চ্যুত হইয়া সেধন
তাপে তাপে শেষে প্রিয়ে শুকাইয়ে যায়,
নষ্ট হয়ে যায় তার বিমল বরণ,
মনোহর গন্ধ তার ক্রমে লোপ পায়।
ইন্দ্রিয়সুখের লাগি মানব দুর্জ্জন
নষ্ট করি ফেলে হায় অমূল্য রতন।

২০

প্রেয়সিরে, আজি এই নিশীথ সময়
কেমন মধুর ভাব ধরেছে জগত,
নব নব শোভা কিবা হয়েছে উদয়,
হেরিলে ভাবুক মনে ভাব উঠে কত,

নব রসে ভাসে প্রিয়ে, সেজন কেমন
কেমন স্বভাব-ভাবে পুরেযায় মন ।

২১

কত লোক কত-ভাবে এমন নিশায়
কাটাইছে মনোসুখে কল্পনার সনে ;
কত লোক কত রূপে কতেক আশায়
আপন আপন মনে বাঁধিতেছে মনে !
যার মন যেইরূপ, যেজন যেমন,
তার মনে সেই ভাব উঠিছে কথন ।

২২

স্থিরমন যোগীজন স্বভাবের ভাবে
ভাসিয়া নূতন রসে মজিয়াছে যোগে,
ভাবিছে, ভাবিলে যারে পরমার্থ পাবে,
রবে না রবে না মন সংসারের ভোগে ;
পরমার্থ রসে তার মলা হীন মন
ভক্তির তরঙ্গ সনে ভাসিছে কেমন।

২৩

স্বভাবের যত ভাব দেখিছে নয়নে,
যত যত শোভা রাশি হইছে উদয়,
ততই উদিছে সেই যোগরত মনে
জগত-ঈশ্বর নাম, ভাসিছে হৃদয়,
তৃপ্তমনে নামসুধা করিতেছে পান
আনন্দে নাচিছে তার নিষ্পাপ পরাণ ।

২৪

সুধাময় মন যার সরল সুজন
একান্তে বসিয়া প্রিয়ে, ভাবিতেছে মনে
সুকাজ দিবসে যত করেছে সাধন
যত কাজ করিয়াছে পরের কারণে;
কত সুখ মনে মনে পেতেছে তাহায়,
তুলিছে তাহার প্রাণ আনন্দ দোলায় ।

২৫

নিষ্ঠুর হিংসক খল আবার যে জন,
পরের উন্নতি যার নয়নের শূল,
তার মনে সুখ নাই ব্যাকুল জীবন,
তাহার সুখের প্রিয়ে হয়েছে নির্ম্মূল ;
এমন রজনী তার লাগেনা নয়নে,
বিষম আগুণ হায় লাগিয়াছে মনে।

২৬

ভাবিছে কিরূপে হবে আসার সুসার,
মনোসাধ তার প্রিয়ে, পুরিবে কেমনে,
কিরূপে করিবে সেই পর অপকার
সদাই বিষম ক্লেশ হইতেছে মনে ;
অপরের ভাল আর লাগেনাক ভাল
ঘটেছে বিষম হায় বিষম জঞ্জাল ।

২৭

একি দায় হায় হায় উপায় ত নাই,
বুজিলেও আঁখি তার বোজে না নয়ন ;
মানস-নয়নে হায় উঠিছে সদাই
পরের সুখের কথা, ব্যকুল জীবন,
বিষম বিপদ তার নাহি তায় ত্রাণ
পরের উন্নতি দেখে ফেটে যায় প্রাণ।

২৮

নরক সমান সেই বিকৃত মানসে
ঘৃণিত বিকট ভাব উঠিতেছে কত
ভাসিছে সেজন সদা ক্রূরতার রসে
শান্তি সুখ তার প্রিয়ে হইয়াছে হত
হায় হায় কিছুতে নাই তার হাত—
হিংসাবশে কড় কড় করিতেছে দাঁত ।

২৯

শশীর এশশী মুখ ভাল নাহি লাগে
বসেছে ঘরের কোনে ঘোর অন্ধকারে
ফুলিতেছে আপনিই আপনার রাগে
,ভাবিছে কিরূপে জব্দ করিবে কাহারে ;
কিরূপে অনিষ্ট প্রিয়ে, করিবে কাহার,
কিরূপে হইবে সুখ মানসে তাহার।

৩০

নষ্ট লোক দুষ্ট আশা পোরাবার তরে
পেয়েছে উত্তম কাল বেশ অবশর,
এতক্ষণ শান্তছিল যাহাদের তরে
নাহিক তাহারা আর, হয়েছে অন্তর ;

পেয়েছে সময় ভাল, আনন্দিত মন
চলেছে করিতে পর-রতন হরণ।

৩১

বিয়োগবিধুর মন শোকতাপে জ্বারা,
তার নেত্রে ভাব কিছু লাগেনাক আর;
দেখিবেকি হারায়েছে নয়নের তারা,
শোভা দেখে আরো ক্লেশ হতেছে তাহার;
দেখিলে শশীর মুখ হাসিতে আকাশে
বিগত স্বজন মুখ হৃদয়েতে আসে।

৩২

গোলমালে দিনমানে ছিল ত সে ভাল,
পাঁচ কাজে ভুলেছিল ব্যাকুল সে মন
রজনীতে হায় হায় ঘটেছে জঞ্জাল,
উঠেছে সে মুখ দেখি শশীর বদন।
পুতলির প্রায় আছে নির্জ্জনে বসিয়া
নয়নের জলে হৃদি যেতেছে ভাসিয়া।

৩৩

মানুষের ছাল পরা পশু যেই জন
লোক লাজে দিনমানে পায়নি সময়,
স্বার্থ সাধিবার বার পেয়েছে এখন,
আঁধার-ঘোমটা টানা নির্ভয় হৃদয়,
ঘৃণিত সুখের আশে হইয়া অধীর
পশিতে নরক মাঝে হয়েছে বাহির।

৩৪

প্রণয়ী যেজন প্রিয়ে, সরল-হৃদয়
কাঁটা খোঁচা মলামাটি হীন যার মন,
কুচুটে ভাবের যার হয় না উদয়,
তাহার মানস আজি পর্শিছে গগণ।
কত মত সুধাময় সুভাব তাহার
পূরিত করিছে তার হৃদয় আগার।

ক্রমশঃ।

প্রেরিত পত্র।

মুমুর্ষু ব্যক্তির উক্তি।

শুনেছি যমের নাকি ভীষণ মূরতী।
পরুষ ব্যাভার তার ভয়ঙ্কর অতি॥
এইত চরম কাল আসিয়াছে মম।
এইত রোয়েছে পাশে উপস্থিত যম॥
এইত আত্মজগণ সজল নয়নে।
বসিয়া রয়েছে পাশে বিষাদ বদনে॥
এইত বান্ধবচয় বিষন্ন অন্তরে।
আসীন আছেন সবে আমার শিয়রে॥
এইত জনক হোয়ে ম্রিয়মান মম।
ফেলিছেন দীর্ঘশ্বাস যথা ভুজঙ্গম॥
ওইত লুণ্ঠিতা মাতা পাগলিনী প্রায়।
কাঁদিছেন আহামরি করি 'হায় হায়!!'
ওইত প্রেয়সী মম পড়ি ধরাতলে।
ভাসিছে কপোলযুগ নয়নের জলে॥
এইত আগত মম চরম সময়।
কিন্তু শুনেছিনু যাহা সত্য তো তা নয়?
শুনেছিলাম একাল অতি ভয়ঙ্কর।
ক্লেশেতে বিদীর্ণ করে নরের অন্তর॥
যখন পাশেতে যম আসিয়া দাঁড়ায়।
শুনেছি বিষম তাপ উঠে গো হিয়ায়॥
তখন মনেতে নাকি বিবিধ ভাবনা।
উদিত হইয়া দেয় অসহ্য যন্ত্রণা॥
বৃথা কার্য্য এত কাল করিনু ক্ষেপণ।
ভুলেও স্মরিনি কভু ঈশ্বর-চরণ॥
কি হবে আমার গতি কি হবে কি হবে।
চিরকাল নরকেতে থাকিতে হইবে?
যমদণ্ডাঘাত হবে কতই সহিতে।
হইতে হইবে দগ্ধ চির-দুখাগ্নিতে॥
ঈদৃশ চিন্তায় হয় ছিন্ন ভিন্ন মন।
তথাপি সংসার মায়া ছাড়েনা তখন॥
এখনি ত্যজিতে হবে এ সুখ সংসার।
পিতা মাতা দারা সুতা বান্ধবনিকর॥
অট্টালিকা স্বর্ণ রৌপ্য অর্থাদি বিপুল।
এই ভাবনায় হয় অন্তর আকুল॥
দ্বিখণ্ডিত জীব যথা ছট্ ফট্ করে।
তদ্রূপ পতিত হয়ে চিন্তার সাগরে॥

ছট্ ফট্ করে মন হইয়া ব্যাকুল।
কোনদিকে নাহি দেখে পরিত্রাণ কুল॥
কিন্তু কৈ আমিতো কিছু নাহি দেখি তার।
উদিত হতেছে মম সন্তোষ অপার॥
এখনি দেখিব সেই ঈশ্বর চরণ।
যাঁর তরে এতকাল করিনু ক্ষেপণ॥
এখনি যাইব সেই নিত্য সুখালয়।
বিশ্বনাথ উপস্থিত নিত্যই যথায়॥
পিঞ্জরে থাকিতে বদ্ধ হইবে না আর।
এখনি পাইব আমি সন্তোষ অপার॥
এখনি ছাড়িয়া মর্ত্ত স্বর্গেতে যাইব।
চির লালসিত সুখ এখনি পাইব॥
উল্লাসিত হয়ে মন ঈদৃশ আশায়।
দিতেছে অপার সুখ দিতেছে আমায়॥
কোথা নাথ বিশ্বপতি ধন্য ধন্য তুমি।
তব অনুগ্রহে নাথ এত সুখী আমি॥
কৃপা করে ধর্ম্মে মতি দিয়াছিলে যাই।
পেলেম সংসার হতে পরিত্রাণ ভাই॥
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি ধন্য ধন্য নাথ।
ত-ব প-দ-ত-লে ক-রি শ-ত প্র-ণি-পা-ত॥

শ্রী কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
ছোট জাগুলিয়া।

গান্ধারী বিলাপ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৩১

জাননা কি অভাগিনি! এবে তুমি কার?
ছিলাবটে এতদিন মম পুত্রের অধীন,
দুর্য্যোধন ছিল বটে তব অধীশ্বর;
সে পুত্রগতাসু রণে অতি ঘোরতর!

৩২

তবে কেন বসুমতি! হেন আচরণ?
জানিয়া শুনিয়া কেন কর কর্ম্ম নীচ হেন?
শবদেহে কেন বৃথা দেহ আলিঙ্গন?
জাননাকি তোমারে ত্যজেছে দুর্য্যোধন?

৩৩

কুলটা রমণী তুমি জেনেছি দুর্ম্মতি!
নাহি তোর ধর্ম্মভয়, নাহি মান লাজভয়;
পুত্রশোকে তাপিত করিতে মোর হিয়া,
রেখেছ বাছার প্রাণ তুমি লুকাইয়া।

৩৪

লোকমাঝে খ্যাত তুমি "জগত জননী";
বাসুকি তোমার পতি, তুমি পতিব্রতা সতী
তব কৃপাবলে বাঁচে জগত জীবন,
বিধিমতে তোমারে গো পূজে নরগণ।

৩৫

কিন্তু এবে তোর আশা দেখি পাপিয়সি,
হেন করি অনুমান, ত্যজি নিজ কুল মান,
অভাগিনী প্রাণ নাশে হইয়াছে রত।
তাই মোর প্রাণধনে দিতে নাহি মত।

৩৬

রে দুর্ম্মতি! জেনে শুনে হেন আচরণ?
জানিনা তুমি কি মনে, ছাড়ি এবে দুর্য্যোধনে
পতিপদে যুধিষ্ঠিরে করিবে বরণ?
দুর্য্যোধনে ছাড়ি লবে তাঁহার শরণ?

৩৭

হায় হায় লাজ তবু নাহি বাস মনে?
হেন অনুচিত কাজ হেরে, আমি পাই লাজ,
কেন তব হেন আশা এবে বলবতী?
জাননা আমার পুত্র নহে তব পতি?

৩৮

বুঝিয়াছি সমুদয় কারণ এখন;
তুমি কভু নহ সতী, অতিশয় হীনমতি;
নিজপতি বাসুকিরে অবহেলা করি,
মম পুত্রে রেখেছিলে স্বামী পদে বরি;

৩৯

কিন্তু পুত্র সুচতুর, তোর কপটতা
জানিতে পারিয়া মনে, তব অঙ্গপরশনে
নিজ অঙ্গ কলুষিত হইয়াছে জ্ঞানে,
দেহ রাখি প্রাণ লয়ে গেছে অন্যস্থানে।

৪০

বিনাদোষে মিছামিছি পাড়িলাম গালি;
তব দোষ নাহি, সতি! নহ তুমি নীচমতি;
মম ভাগ্যদোষে বুঝি এত দিন পর,
পুত্রহীনা কৈল মোরে কাল বৃকোদর!

৪১

বুঝি এত দিনে বিধি হয়ে মোরে বাম,
দিয়া পুত্র শত জন, ক্রমশঃ করি হরণ,
পুত্র শোকে তাপিত করিল মোর হিয়া!
পাইব কি পুত্র আর তোমারে নিন্দিয়া?

৪২

হে বিধাতঃ! তবলীলা (আমি নারীজাতি)
বুঝিতে নাহিক পারি; বল ওহে বিশ্বধারি
কোন লীলা প্রকাশিলে করিয়া জননী!
কেন বা হরিলে পুনঃ দিয়া হেন মণি?

বিনয়াবনত
শ্রী চন্দ্রকুমার ঘোষ।
ভবানীপুর।

একাধিক সহস্ররজনীক।

সটীক ও সচিত্র।

বাঙ্গালা আরেবিয়ান নাইট মূল্য প্রতি সংখ্যা দুই পয়সা ও প্রতি ভাগ একটাকা। গুপ্তযন্ত্র হইতে মফস্বলে বিক্রয় হয়। ইহার মুদ্রাঙ্কনের প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া দুর্লভ-সমাচার উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেকগুলি চিত্র প্রস্তুত হইতেছে।

সম্পাদক।

গুপ্ত যন্ত্র।

কলিকাতা।

২৪ নং মির্জ্জাফর্শ লেন পটলডাঙ্গা।
প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

• উক্ত যন্ত্রালয়ে ছাপার কর্ম্ম (উভয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা) অতি উত্তমরূপে নিয়মিত সময়ের মধ্যে এবং অল্প মূল্যে নির্ব্বাহ হয়, যাহাতে সাধারণের সুবিধা হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নও করা যায় যথা—

১। পত্রের দ্বারা সমুদায় কর্ম্মই নির্ব্বাহ হইতে পারে, স্বস্থানে বসিয়া সকলে আপন ইচ্ছামত কার্য্য পাইতে পারেন।

২। ছাপার মুল্য অতি সুলভ, আবশ্যক মত মূল্যের তালিকা দেওয়া যাইবেক।

৩। প্রুফ সংশোধন-ভার লওয়া যাইতে পারে।

৪। কাগজ উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায়।

৫। পুস্তক বান্ধানর ভারও লওয়া যায়।

৬। পুস্তক কি পত্রিকা বিলি কি বিক্রয় করার ভার ও টাকা আদায়ের ভার গ্রহণ করা যায়, এবং বিবেচনামতে আমাদিগের খরচার টাকাও উক্ত আদায় হইতে লওয়া যাইতে পারে।

অপরাপর বিষয় সকল যন্ত্রাধ্যক্ষের নিকট জানিতে পারিবেন।

শ্রী দুর্গাচরণ গুপ্ত
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্শ লেন, গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ২৬শে কার্ত্তিক ১৭৯৩ শক। [৩২শ সংখ্যা।

ভারতে গ্রীক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্য ডুবিল।

"Our sweetest songs those that tell of sadest thought."
Shelly.

পাঠক, প্রস্তুত হও। ইন্দুমালার জীবন সূর্য্য অস্ত যাইবার সময় আসিতেছে। চিরদুঃখিনী রাজবালার জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে। এ দুঃখের, এই সকল দুর্ঘটনার কারণ কে?—প্রণয়। ভাই পাঠক, তুমি আর কাহারো প্রণয়ে পতিত হইও না।

ইন্দুমালা কোথায়—প্রয়াগে। সেখানে মগধবল ছাউনি করিয়া আছে; হেমরাজ তাহাদের আনিতে গিয়াছিলেন, তিনিও সেখানে। বিন্দুমতীও ছদ্মবেশে ইন্দুর পার্শ্বে। আজ তিন দিন হইল আবার কুমার পুণ্ডরীক আসিয়াছেন। পাঠক মনে করিতেছেন বুঝি সুখের দিন উপস্থিত।

পুণ্ডরীক আর হেমরাজ একটী নির্জ্জন গৃহে বসিয়া আছেন।

পুণ্ডরীক কহিলেন "আপনি কিছু দেখেন নাই।"

"শুনিও নাই, সন্দেহও করি নাই।"

"আচ্ছা কখন মোহন আর ইন্দুমালাকে একত্র দেখিয়াছেন?"

পাঠক, পুংবেশিনী বিন্দুমতী এনাম লইয়াছিলেন।

হেমরাজ কহিলেন 'কিন্তু দোষ দেখিতে পাই নাই। কুমার আমি ব্রাহ্মণ শপথ করিয়া বলিতেছি, ইন্দুমালা পবিত্র। তিনি যদি অপবিত্রা হন, তাহা হইলে পৃথিবীতে কেহই

সুখী নাই, সর্ব্বপ্রধান সতী পত্নীগণও তাহাহইলে জল অনল অপবাদের মত সদোষ।”

হেমরাজ গৃহ হইতে চলিয়াগেলেন। মনে করিলেন ইন্দুমালাকে পুণ্ডরীকের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহার পবিত্র মুখশ্রী, সরল দৃষ্টি রাজকুমারের সন্দেহবিকার নষ্ট করিবে। পুণ্ডরীক বসিয়া রহিলেন। ভাবিতে লাগিলেন। শেষে আপনাআপনি মৃদুস্বরে কথা বাহির হইতে লাগিল,—“ইন্দুমালা, আমি এখনও তোমায় ভাল বাসি, তুমি দুশ্চারিণী,—ইন্দু, আমিও অপবিত্র! তবেকি তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিবে!—”বলিতে বলিতে চক্ষু হইতে বাষ্প-জলধারা নাসিকা বহিয়া বক্ষঃস্থলে পড়িতে লাগিল। গৃহের মধ্যে পদশব্দ। পুণ্ডরীক চাহিয়া দেখিলেন ইন্দুমালা। একেবারে শোক উথলিয়া উঠিল—কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন “ইন্দু, বাহিরে যাও বাহিরে যাও।”

ইন্দুমালাও কাঁদিয়া উঠিলেন। তিনি একদিনের নিমিত্ত প্রণয়ভাজন তাঁহার জীবিতনাথাকে সম্মুখে রাখিয়া ভাল করিয়া দেখিতে পান নাই। তিনি বাহির হইলেন না। পূর্ব্বের অপমান সব ভুলিয়াগেলেন—কুমারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাজবালা কাঁদিতে লাগিলেন।

পুণ্ডরীক কহিলেন “প্রিয়তমে ইন্দু, বাহিরে যাও।”

কাঁদিতে কাঁদিতে কাতর দৃষ্টিতে ইন্দুমালা কহিলেন “কেন নাথ আপনি কাঁদিতেছেন, জীবিতেশ্বর, এ হতভাগিনী কি এখন আপনার শোকের কারণ?”

পুণ্ডরীক কহিলেন “ইন্দু, আমি এখনও তোমাকে ভালবাসি।”

‘এখনও ভালবসি’—কথাটী বজ্রের মত সরলা বালিকার হৃদয়ে বাজিল—মুখ শুকাইল—পুণ্ডরীক কহিলেন “কিন্তু তোমার ঐ সুধাময় আরক্ত অধরে আমি এখন কেবল ভয় আর মৃত্যু দেখিতেছি—ইন্দু, তুমি এখন যাও।”

ইন্দুমালা কম্পিতহৃদয়ে বাহির হইয়া গেলেন।

পুণ্ডরীক উঠিয়া গৃহ মধ্যে বেড়াইতে লাগিলেন।

কল্য পুণ্ডরীকের সাম্রাজ্যে অভিষেক হইবে। আজি যদি তিনি ইন্দুমালাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে প্রভাতে কুমারের সহিত তিনিও সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, হেমরাজও সেই অনুরোধ করিবার নিমিত্ত আসিয়া ছিলেন। আচারবিরুদ্ধ হইলেও অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্য ব্রাহ্মণদের আজ্ঞা লইয়া করা যায়। ব্রাহ্মণেরা সকলেই সম্মতি দিয়াছেন। এখন পুণ্ডরীক স্বীকৃত হইলেই হয়। পাঠক, তবে আজ ইন্দুর বিবাহের দিন।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া নিবেদন করিল “কুমার, পশ্চিমভারতেশ্বর পুরঃসরের দুহিতাকে তাঁহার আদেশে হেমরাজ অদ্য আপনার করে সমর্পণ করিবেন। আপনি নিমন্ত্রিত হইলেন। এখন একবার বাহিরে আসিতে অনুমতি হয়।”

পুণ্ডরীক কহিলেন “এখন বিশেষ প্রয়োজন আছে।”

ব্রাহ্মণ চলিয়াগেল।

ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল। চতুর্দ্দিক

আলোক ময়, সকলেই উৎসব করিতেছে। কেবল তিন জন অসুখী পুণ্ডরীক, হেমরাজ, আর ইন্দুমালা।

হেমরাজ আপন গৃহে একখানি বস্ত্রে আপাদ মস্তক ঢাকিয়া শুইয়া আছেন। চল পাঠক তাঁহার গৃহ হইতে যাওয়া যাক—তাঁহার সহিত সম্পর্ক ফুরাইয়াছে। রাত্রি ক্রমে চারিদণ্ড। পুণ্ডরীকের চমক ভাঙ্গিল, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস। একবার চারিদিকে দৃষ্টিক্ষেপ। কোষ হইতে অসিখানি নিষ্কাশিত করিয়া ইন্দুমালার গৃহের দিকে চলিলেন।

ইন্দুর গৃহের দ্বার ভেজান আছে; পুণ্ডরীক আসিয়া কবাট ঠেলিলেন, খুলিয়া গেল গৃহে আলো জ্বলিতেছে আর কেহই নাই—কেবল ইন্দুমালা শয্যাতলে বিপর্য্যস্ত পতিত,কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। অশ্রুতে শয্যা ভিজিয়া গিয়াছে।

পুণ্ডরীক দেখিলেন—কহিলেন "ইন্দু, আমার সকল সুখের আধার আর সকল দুঃখের কারণ। কিন্তু তোমাকে আজ মরিতে হইবে। পৃথিবীকে আজ তোমার ভার হইতে মুক্ত করিব। পাছে তোমার ঐ প্রণয়ময় মুখ অপরকে প্রতারিত করে। আগে দীপ নির্ব্বাণ করি পরে জীবনদীপ নির্ব্বাণ করিব।"

শয্যার প্রান্তে বসিলেন। কহিলেন "উঃ! ফুলটী তুলিয়া ফেলিলেই শুকাইয়া যাইবে, আর ইহাতে জীবন দান করিতে পারিব না, এই বেলা একবার বুকেতেই জন্মের মত আঘ্রাণ করিয়া লই।" পুণ্ডরীক অবনতমুখ হইয়া ইন্দুমালার মুখে চুম্বন করিলেন—আর একটী—আবার একটী। ইন্দুমালা চাহিয়া দেখিলেন। একবারে আহ্লাদে গলিয়াগেলেন। চক্ষুদিয়া প্রবলবেগে অশ্রুধারা গণ্ডদেশ-বাহিনী হইয়া পড়িতে লাগিল।

পুণ্ডরীক শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন। ইন্দুমালার কাতর দৃষ্টি তাঁহাতে মুখের উপর। কহিলেন "ইন্দু, যদি কোন পাপ করিয়া থাক দেবতাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। ব্যভিচারিণি! মৃত্যুকে আলিঙ্গন নিমিত্ত প্রস্তুত হও। আমি তোমার পরলোক নষ্ট করিব না।'

ইন্দুমালা শিহরিয়া উঠিলেন—"নাথ, তুমি আমাকে বধ করিবে?"

"হাঁ।"

"আমার প্রতি একটু সদয় হউন। আমি কোন্ অপরাধের অপরাধিনী?"

"আপনার দোষ সকল স্মরণ কর।"

"আমার দোষের মধ্যে আপনাকে ভালবাসি।"

"সেই জন্যই মারিতেছি।"

"নাথ, আপনি আমাকে উপহাস করিতেছেন। তবে দন্তে অধর কামড়াইতেছেন কেন; নাথ, যথার্থই আমার ভয় হইতেছে।"

'চুপ কর গোল করিও না।'

'চুপ করিলাম—একটী কথা বলুন,আমি কি করিয়াছি।'

'তোমার মোহন।'

'মোহন, সেত আমার প্রিয়সখী বিন্দুমতী।'

'এ সময়েও মিথ্যা কথা। আপনার দোষ স্বীকার কর; রক্ষা নাই।'

'নাথ, আমায় রক্ষা করুন; আমি আপনাকে ছাড়া আর কিছুই জানি না। কেবল

তোমার প্রেমভিখারী হয়ে আমি পথে পথে বেড়াইতেছি।'

'দুর্বৃত্তে, অসতীকে বিবাহ করিয়া রাজকুল কলঙ্কিত করিব। এস জীবনের শেষ করি।'

'আমি অসতী নই।'

'আবার মিথ্যা কথা।'

'জীবিত নাথ, দাসীকে রক্ষা করুন।'

'রক্ষা নাই।'

'তবে আমায় কা'ল বধ করিবেন। আমি এক রাত্রির জন্য পুণ্ডরীকের মহীষী হইয়া লই; আমার আশা সফল হউক।'

'সে আশায় জলাঞ্জলি—মৃত্যুর মহিষী হও।'

'তবে একটু বিলম্ব করুন, একবার ভগবান শঙ্করের স্তব করি।'

'আর এখন স্তবের সময় নাই।' বলিতে বলিতে পুণ্ডরীকের খড়্গ উত্তোলিত হইল। সবলে অসি বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। ক্ষত স্থান হইতে রক্তধারা ফোয়ারার মত উঠিয়া কুমারের মুখে আসিয়া লাগিল। তাঁহার হৃদয়স্থিত ঈর্ষারাক্ষসী মনের সাধে রক্ত পান করিতে লাগিল।

দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে। বাহিরে দাঁড়াইয়া বিন্দুমতী কপাটে কর তাড়ন করিতেছেন —আর 'দেব পুণ্ডরীক পুণ্ডরীক' বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। উৎসবের দিন, কেহই তাঁহার চীৎকারে কর্ণপাত করে না।

ক্রমাগত কর তাড়ন—সবলে—প্রাণপণে—কবাট খুলিয়া গেল। মোহন-বেশিনী গৃহে প্রবেশ করিয়াই দ্বার বন্ধ করিলেন। ইন্দুমালা রক্তাক্ত শরীরে পড়িয়া রহিয়াছেন তখনও চেতন আছে—চাহিয়া দেখিলেন—'সই, বিন্দু বিনা অপরাধে আমি মরিলাম

বিন্দু চীৎকার করিয়া উঠিল 'কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ, এ কি হইল।'

পুণ্ডরীক কহিলেন 'কি—সর্ব্বনাশ কি?'

ইন্দুমালা কহিলেন 'সই আমি অপবিত্রা নই; আমার মৃত্যু শোচনীয় নয়।'

বিন্দু কহিল 'হা! হা! কে সর্ব্বনাশ করিল।'

ইন্দুমালা কহিলেন 'কেহই নয়; আমি আপনিই। সই আমার দয়াবান জীবননাথের কাছে আমার পবিত্রতা প্রমাণ করিও। নাথ, জন্মের মত আমার বিদায় দিন।' ইন্দুমালার আর কথা বাহির হইল না। কণ্ঠরোধ। চক্ষু উত্তান হইয়া স্থিরভাব ধারণ করিল, হস্ত পদ বিস্তারিত, কঠিন হইয়া উঠিল। বিন্দু বুঝিলেন তাঁহার সই পরলোকে চলিয়া গেলেন।

ইন্দুমালা পৃথিবী হইতে চলিয়া গেলেন, বিন্দু স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দেখিল। পুণ্ডরীক তরবারি ফেলিয়া দিলেন। বিন্দু অমনি তাঁহার বাম হস্ত ধরিল। কুমার কহিলেন 'কি চাও।'

'আমার প্রিয়সখীকে যা দিয়াছেন।'

'দুর্বৃত্ত, নরাধম তুইত আমার ইন্দুমালাকে মারিলি, আয় তোর মস্তক ছেদন করি।' তরবারি তুলিয়া বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করিলেন, কপালে ভ্রূকুটী বদ্ধ হইল।

বিন্দুমতী কহিল 'আমিও তাই চাই স্ত্রীহত্যায় কুমার বিলক্ষণ পটু—বীরপুরুষ কিনা—আসুন আর একটা হইয়া যাক্।' বলিতে বলিতে বিন্দুমতী দৃঢ়মুষ্টিতে উত্তরীয় বসন ধরিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। ভিতর হইতে উন্নত কুচযুগলশালী বক্ষঃ প্রকাশ পাইল। পুণ্ডরীক দেখিলেন মস্তকে, বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। হৃদয় মনের মধ্যে মরিয়া

গেল—দৃষ্টি রোধ বাক্য রোধ—শরীর স্পন্দ-হীন।

বিন্দু কহিল 'পাপিষ্ঠ রাজবংশের কুলাঙ্গার; আমি তোর জন্য নয়—কেবল আমার দুঃখিনী সই ইন্দুমালা তোর জন্য মারা পড়েন বলিয়া আমি অলকনন্দা ত্যাগ করিয়াছিলাম। বাপ, মা, ভাই সব কেবল আমার সয়ের জন্য ভুলিয়া ছিলাম—তাঁকে তুই বধ করিয়াছিস্, আয় রক্তকাণ্ড সমাপ্ত হক্।'

পুণ্ডরীকের উত্তর নাই।

'নরাধম, আমি তোর কাছ হ'তে কি কোন উপকার প্রত্যাশায় আসিয়াছিলাম—না তোর উপকার? এখন দক্ষিণা দে। না দিস্ আমি আপনিই লইতেছি—সই এই আমি তোমার কাছে চলিলাম।' বলিতে বলিতে পুণ্ডরীকের হস্ত হইতে সহসা অসি টানিয়া লইলেন। কুমার অর্দ্ধ-বিহ্বল, নিবারণ না করিতে করিতেই তীক্ষ্ণধার অসি বিন্দুর হৃদয়ে নিখাত হইল। পাঠক, বিন্দুমতী পড়িলেন।

'মৃত্যু, মৃত্যু, অনন্তনরক, সখি, তোমার কথা সত্য। পুণ্ডরীক নন্দবংশের কুলাঙ্গার—তা একুলাঙ্গার গুরুদিগের সিংহাসন কলঙ্কিত করিবেনা। মহারাজ পুরঃসর, দুরাত্মা পুণ্ডরীক আপনার সর্ব্বনাশ করিল। এখন প্রায়শ্চিত্ত করি। ইন্দুমালা—ইন্দুমালা—আমার মনোরমা—তুমি আমার জীবনদাতা আমি তোমার জীবনহন্তা। মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাকে চুম্বন করিয়াছি; এস এখন আবার চিরকালের জন্য আলিঙ্গন করি।'

বিন্দুর বক্ষঃস্থল হইতে অসি উৎখাত হইল। দেখিতে দেখিতে সর্ব্বনাশী অসি কুমারের কণ্ঠে লাগিল; রুধির বমন করিতে করিতে পুণ্ডরীক ইন্দুমালার বক্ষঃস্থলে পতিত হইলেন।

ক্রমশঃ।

স্বভাব দর্শন কাব্য।

তৃতীয় দর্শন।

শারদীয় পূর্ণিমা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৩৫

সুধাময় স্রোত তার বহিছে হৃদয়ে,
ক্ষণেকে উঠিছে তায় প্রেমের লহরী,
মানস সুধার ধারে গেছে পূর্ণ হয়ে,
নিজ ভাবে ক্ষণে ক্ষণে উঠিছে শিহরি।
বাহ্যজ্ঞান শূন্য তার মানস এখন,
আপনার ভাবে প্রিয়ে,আপনি মগন।

৩৬

সামান্য বাহ্যিক শোভা লাগেনা নয়নে,
তার হতে শ্রেষ্ঠ ভাবে মজিয়াছে মন;
নাচিছে হৃদয় তার কল্পনার সনে,
বিমল অমৃতে তার ভেসেছে জীবন;
সুধাকর তার কাছে নহেক রসাল,
অপূর্ব্ব প্রণয় রসে মানস মাতাল।

৩৭

অপূর্ব্ব বিনোদ স্থান নন্দন কানন
গড়েছে কল্পনা তার পবিত্র মানসে,
তৃপ্ত সদা হেরি তাহা তাহার নয়ন,
পড়িয়াছে প্রতিবিম্ব হৃদয় সরসে।
প্রণয় সরস রস সুধাময় ধার
বিমুগ্ধ করেছে প্রিয়ে, মানস তাহার।

৩৮
বিমল মানস-পট সুধাময় স্থান
কল্পনা প্রেমের ছবি লিখেছে তাহায়,
তাই প্রিয়ে, সদা তার বিমল পরাণ
ভাসিছে বিমল-ধার সুধার ধারায়।
বিমল স্বর্গীয় ভাবে তাহার সে মন
প্রফুল্ল হয়েছে প্রিয়ে, আজিকে কেমন!

৩৯
হৃদয় বিণার তারে বাজিয়াছে তান
মধুর সে স্বরে তার পুরেছে হৃদয়
সুস্বর সে স্বরে প্রিয়ে,মজিয়াছে প্রাণ
কি এক অপূর্ব্ব ভাব হয়েছে উদয়।
ভাবনা মলয় বাতে উঠিয়া সে স্বর
পূরিয়াছে প্রিয়ে, তার সরল অন্তর।

৪০
নিশার নিহার হ'তে বিশুদ্ধ বিমল
সুন্দর কোমল প্রিয়ে প্রণয়ী হৃদয়,
প্রেমময় কত ভাব—কেমন সরল—
কেমন তাহায় প্রিয়ে, হতেছে উদয়;
মনে মনে কতভাব কত ভালবাসা—
প্রণয় সুধার ধার, কত প্রিয় আশা!

৪১
প্রেয়সীর প্রেমময় সুধামাখা মুখ
মানস আকাশে তার হয়েছে প্রকাশ
লভিছে হৃদয় তার প্রেমময় সুখ
উদিছে মানসে প্রিয়ে, কতরূপ আশ।
ভালবাসা মধুময় মধুর সে আঁখি
ভাসিছে বিমল সুখে হৃদয়েতে দেখি।

৪২
কতই কল্পনা তার উঠিছে মানসে
'আমি তারে প্রাণেপ্রাণে বাসিগো যেমন
তত ভালবাসা প্রিয়-হৃদয় সরসে
আছে কি সেভাব হায়, আছে কি তেমন,
অথবা আমার খালি বৃথা মনোআশা
নাহিক তাহার মনে তত ভালবাসা।'

৪৩
অমনি রোমঞ্চ হয়ে উঠিছে শরীর
"নানা নহেক নহেক, সরল সে মন,
বৃথা পাপ-আশা করি হতেছি অধীর,
সেজন আমার কভু নহেক তেমন।
আমারত ভালবাসা নহেক সরল
নতুবা অমৃতে কেন মিশায় গরল।

৪৪
মনেতে করেও হায় এপাপ-কল্পনা
করেছি করেছি হায় পাপের সঞ্চয়,
হায় হায় একিদায় একি এ যন্ত্রণা
সন্দেহ আমার মনে কেনগো উদয়!
আমার এপাপ মন সরলত নয়
নতুবা কলুষ কেন হইবে হৃদয়।

৪৫
আমার আমার প্রিয়ে আমার আমার,
সরল মানস তব আমাছাড়া নয়,
মিছা মিছি দোষ আমি দিয়েছি তোমার
সরল সরল চেয়ে তোমার হৃদয়;
আমার বলিয়া প্রিয়ে ডাকি উচ্চস্বরে
ধ্বনিত হউকগিয়া পর্ব্বত গহ্বরে।"

৪৬
এমন নিশায় প্রিয়ে ভ্রমিতে কাননে
মানসে বাসনা বল কাহার না হয়;
এমন মধুর কালে, এমন নির্জ্জনে
বল দেখি কাহার না যুড়ায় হৃদয়।
কিন্তু প্রিয়ে চিরবদ্ধ বঙ্গ-অবলার
যোটে কি কখন হায় এমন সুসার।

ইতি স্বভাব দর্শন কাব্যে
শারদীয় পুর্ণিমা
নামক তৃতীয় দর্শন।

প্রেরিত পত্র।

১

করিছ ভুবন-বনে সাধে বিচরণ,
দুর্লভ জনম তোমা মধুমাখা নাম।
জগতের জীব মাঝে অমূল জীবন,
উন্মুক্ত তোমার তরে সুখ শান্তি ধাম।

২

হেমকান্তি কলেবর, মোহন মাধুরি,
বিমল বৃত্তিতে পূর্ণ হৃদয় কন্দর।
নিবাস মন্দির মরি মণিময় পুরি,
দ্বারে শোভে হয় হস্তী পরম সুন্দর।

৩

উপাদেয় খাদ্য যত আহার তোমার,
অমর-ঈপ্সিত তাহা সুতার কেমন।
পরহ চিকন বাস অপূর্ব্ব বাহার,
পরিপাটি সুকোমল শয্যায় শয়ন।

৪

দাস দাসী তব পদ সেবে অবিরত,
সুবাস তৈলেতে তনু সিক্ত নিশি দিন।
ভুঞ্জহ অসীম সুখ পুলকেতে কত,
বর্ণনা তাহার নয় লেখনী-অধীন।

৫

সুখের সলীলে ভাস কৃপায় কাহার,
ভুলেও ভাবনা তায়, বিস্ময় ব্যাপার।
কেবা পাঠাইল তোমা জগত মাঝার,
তুমি কার, কে তোমার, ভাব একবার।

৬

জরায়ু-শয়ন দিন স্মর একবার,
প্রকৃতি জড়ের প্রায় তোমার যখন,
আঁখি হীন ছিলে যবে চৌদিকে আঁধার,
কে পালিত মাতৃ-স্নেহে তোমায় তখন।

৭

সুবৃত্তি কলিকাচয় প্রস্ফুটিত কর,
শুনো না রিপুর আর মোহিনী বচন।
রক্ষ ভাব ত্যজি দিব্য দেব ভাব ধর,
উৎকৃষ্ট জনম হ'ক সাফল্য সাধন।

৮

এমন মলিন বেশ সাজে না তোমার,
ধরম রতন হারে হও সুশোভন।
দেখিয়ে তোমার দশা ঝরে অশ্রুধার,
শান্তি নিরমল রস কর আস্বাদন।

৯

স্থাবর জঙ্গমগণ ধরি সমতান,
বিশ্বপাতা-গুণ গায় প্রফুল্ল বদনে
পদাম্বুজে করি তাঁর অঞ্জলি প্রদান,
তাই বলি দেখ তাই উন্মিলি নয়নে।

১০

প্রতিষ্ঠিত করি তাঁরে হৃদি-পদ্মাসনে,
সতৃষ্ণ চকোর হও সে চাঁদ-চরণে।
সাধহ সাধন তব অতি দৃঢ় পণে,
সুশীতল হবে প্রাণ সন্তাপ-নিধনে।

১১

দেবতাবাঞ্ছিত প্রেম-সুধার সাগরে;
মকর মীনের মত থাক অনুক্ষণ।
মস্তকমুকুট করি পর তাঁয় শিরে
আঁখির অঞ্জন কর কণ্ঠের ভূষণ।

১২

হেসে খেলে যাপ হায় দিবস যামিনী,
অনায়াসে পানাহার কর অন্ন জল।
ভুলেগেলে প্রিয়জন শুভদাতা যিনি,
এই কি হইল হায়! স্বাধীনতা ফল?

শ্রী কালীপ্রসন্ন দত্ত।
বিজুর।

বিদায়।

১

বিদ্যাবতী বঙ্গমাত বিদিত ভুবনে ;
বসুধা হয়েছে বস,
শুন তব মহাযশ,
কীর্ত্তির মেখলা তব শোভে শুভক্ষণে।

২

বীণাপাণি-বরপুত্র বিদ্যার আলকে,
তব চারু চন্দ্রানন,
উজ্বল রেখেছে ঘন।
কি কব তাদের কথা অতুল ভুলোকে !

৩

পণ্ডিত-প্রসবা মাতা আনন্দ-দায়িনী,—
সন্তানবৎসলা সদা,
নিরমল সুখপ্রদা ;
কি ক'রে ভুলিব তোমা গরভ-ধারিণি !

৪

অমল কমল মাগো ! তোমার চরণ ;—
তাহায় ছাড়িয়া আজ,
ভ্রমি পরদেশ মাঝ,
আমি অতি মূঢ়মতি সুত অকিঞ্চন।

৫

কি করি দৈবের বসে ছাড়িনু তোমায় ;—
দুখ সনে পর্য্যটন,
করি আমি অনুক্ষণ ;
ভুলনা জননী কিন্তু ভুলনা আমায়।

৬

আশীস করগো মাতা এই ভিক্ষা চাই,—
তোমার প্রসাদ হ'লে,
কিবা স্থলে কিবা জলে,
"বিপদ সম্পদ হবে" সদা ভাবি তাই।

৭

হেথায় কুগ্রহে যদি প্রাণ পক্ষীবর,
সুন্দর পিঞ্জর কায়,
ফেলি পিছে উড়ে যায়,
না হেরিব আর মাত ! তব কলেবর।

৮

ভাই বন্ধু আত্মজন সুখ-পরিবার,
তোমার কোমল কোলে,
গচ্ছায়ে এলাম চলে,
তাদের রেখগো মাতা সুখে অনিবার।

৯

তাদের বিচ্ছেদ কথা উদিলে অন্তরে,
নয়ন-কমল-দল,
করে সদা ছল্ ছল্,
অশ্রুবারি পড়ে খ'সে অবনী উপরে।

১০

কি কব ভাগ্যের দোষ বিধির লিখন,—
মানব যাহার দাস
আছে দেখিবার আস ;
কেমনে করিব বল তাহার লঙ্ঘন ?

১১

বিদায় দেহগো মাতা দেহগো আমারে,—
ওহে সব বন্ধুগণ,
হয়ে আজি একমন,
বিদায় বিষম বস্তু দেহ অভাগারে !!

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী।
শ্রী ভু, মো, ঘো।
আলাহাবাদ।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্ণ লেন, গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ৩রা অগ্রহায়ন ১৭৯৩ শক। [৩২শ সংখ্যা।

ভারতে গ্রীক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পরিশিষ্ট।

চন্দ্রগুপ্ত কোথায়?—তাঁহার অসাধারণ সহায় সামগ্রমী ত পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন। এখন নন্দবংশধর কোথায় কি করিতেছেন?

চন্দ্রগুপ্ত হস্তিনায়। পুণ্ডরীকের মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, এখন তিনিই মগধসিংহাসনের অধিকারী। পুরঃসরও তাঁহার পক্ষ। অভিষেকের উদ্যোগ হইতেছে—হস্তিনাতেই প্রয়াগ হইতে সেনানায়কগণ আসিয়াছেন। কুটিলচুড়ামণি চানক্যও হস্তিনায়। বিদেশস্থ রাজাগণ একে একে আসিয়া জমিতেছেন।

চন্দ্রগুপ্ত বিষম অসুখী। মাতৃবিয়োগের সংবাদ পাইয়াছেন,আর তাহার অপেক্ষাও অধিক ক্লেশের বিষয় আর একটী, তিনি লেনিশার সংবাদ পান নাই। গ্রীকেরা প্রত্যাগমন করিয়াছে। পিরাক্লিস আজিও আসিল না। প্রতি দিনই অলকনন্দায় লোক পাঠাইতেছেন—তাহার সংবাদ নাই। মনে করিলেন তবে বুঝি গ্রীক স্বদেশে চলিয়া গিয়াছে মন বিষম ব্যাকুল হইয়া উঠিল কিছুই ভাল লাগে না।

সন্ধ্যার পর একান্ত উৎকণ্ঠিত মনে বসিয়া আছেন তাঁহার এক জন অনুচর পিরাক্লিসকে সঙ্গে লইয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। চন্দ্রগুপ্ত দেখিলেন। যেন আকাশের চাঁদ হাতে আসিল। কহিলেন 'পিরাক্লিস, আসিয়াছ।'

গ্রীক নতভাবে নমস্কার করিল। অনুচর

চলিয়া গেল। গ্রীক উপবিষ্ট হইলে চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন 'পিরাক্লিস তুমি গ্রীকশিবিরে গিয়াছিলে লেনিশা ভাল আছেন ত?'

'আজ্ঞা হাঁ, তাঁহাকে শারীরিক সুস্থ দেখিয়া আসিয়াছি।'

'কি বলিলেন?'

গ্রীক কহিল "সমুদয় বলিতেছি। কুমার, যখন-শিবিরে গিয়া আপনার পত্রখানি তাহার হাতে দিলাম—না পড়িয়াই তাঁহার শরীর পুলকিত হইয়া উঠিল। লাবণ্য যেন দ্বিগুণ হইল। আমাকে কত আদর কত সম্মান করিলেন বলিতে পারি না। পত্রখানি কতবার মাথায়, কতবার বুকে আর কতবারই চুম্বন করিলেন। শেষে পত্রখানি খুলিয়া পড়িলেন, মুখ শুষ্ক হইয়া আসিল—ম্লানতা স্পষ্টরূপে দেখা দিল। কাতরস্বরে বলিলেন 'পিরাক্লিস আমার চন্দ্রগুপ্ত ভাল আছেন ত?' কুমার তখনকার সেই ভাব দেখিলে পাষাণও দ্রব হয়। কত কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন, আমিও তাহার উত্তর দিতে ত্রুটি করিলাম না।

আমি সেখানে দশদিন ছিলাম। সমস্ত দিন কেবল তোমার কথাতেই কাটিয়া যাইত। কুমার, জিজ্ঞাসা করিয়া লেনিশার আশ মিটিত না। ক্রমে আমার ফিরিয়া আসার দিন উপস্থিত। আমি তাঁহার নিকট গেলাম, তিনিও আসিবার নিমিত্ত প্রস্তুত; কত বারণ করিলাম শুনিলেন না। যোগিনী বেশে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।"

চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন "তবে কি আমার লেনিশা আসিয়াছেন।"

গ্রীক কহিল "আসেন নাই। শুনুন বলিতেছি শিবির হইতে আমরা দুই দিনের পথ আসিলাম, ধরা পড়িবার ভয়ে আমরা একটা অপথ অবলম্বন করিয়া ছিলাম। ক্রমে আসিয়া একটা দুস্তর মরুভূমিতে পড়িলাম। তাহার সর্ব্বত্রই বালি ধূধূ করিতেছে; কেবল মধ্যে মধ্যে এক একটা ঝোপ। আমি প্রথম দৃশ্যেই ভীত হইলাম। লেনিশাও ভয় পাইয়াছেন কিন্তু আমার ভয় দেখিয়া তাঁহার সাহস আসিল—কহিলেন 'পিরাক্লিস্ তুমি ভয় পাইতেছ কেন নিশ্চয়ই চন্দ্রগুপ্ত আমাদের রক্ষার জন্য এই মরুভূমিতে আছেন।'

চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন "উঃ! বিশ্বাস ঘাতক চন্দ্রগুপ্ত সেসময়ে লেনিশার সহায় হয় নাই।"

গ্রীক বলিতে লাগিল "আমরা কিয়দ্দূর আসিয়াছি পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি প্রায় একশত গ্রীক অশ্ব আমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছে—তখনই আমরা বুঝিতে পারিলাম। লেনিশা বিষম ভীত হইয়া আকাশে চাহিয়া কহিলেন "চন্দ্রগুপ্ত; আমি তোমার তুমি আমাকে লইয়া যাও।" লেনিশার আর কোন কথা আমি শুনিতে পাইলাম না। প্রাণভয়ে দৌড়িয়া একটা ঝোপের ভিতর আশ্রয় লইলাম। সৈন্যেরা লেনিশাকে লইয়া চলিয়া গেলে অনেকক্ষণের পর আমি বাহির হইলাম; তাহার পর এই আসিতেছি।"

চন্দ্রগুপ্ত বুঝিলেন তিনি লেনিশাকে হারাইলেন। কহিলেন "আঃ! এজন্মে আর লেনিশার মুখচন্দ্রিমা দেখিতে পাইব না। আহা প্রিয়তমা আমার নিরপরাধে কত গঞ্জনা কত ক্লেশই সহ্য করিতেছেন।"

ভারতেগ্রীক ১ম ভাগ সমাপ্ত।

ভাই পাঠক, এখন এখানে বিরত হই-লাম। আমার উপাখ্যানের প্রথম ভাগ শেষ হ'ল। তোমার যদি ইচ্ছা হয় আর একদিন সেলুকসের ভারতে যুদ্ধ, আর চন্দ্রগুপ্তের লেনিশা-পুনপ্রাপ্তির বৃত্তান্তটী গল্প করিব এখন বিদায় হই।

স্বভাবদর্শন কাব্য।

চতুর্থ দর্শন।

ভূধর।

১

অদূরে প্রান্তর পারে নবজলধর
মিলেছে কেমন দেখ গগণের সনে,
দিক যুড়ি নিজ বর্ণে করিয়া ধুষর,
দেখিলে নবীন ভাব উঠে কত মনে।

২

ওই দেখ সোজা হয়ে ভুমির উপর
ক্রমে ক্রমে স্তরে স্তরে উঠেছে কেমন,
কেমন শ্যামল ছটা রূপ মনোহর
হেরিলে বিমল কান্তি ভুলে যায় মন।

৩

ওই দেখ বারি ভরে হয়ে অবনত
ক্রমে ক্রমে ঝুঁকে ঝুঁকে পর্শিছে অবনী
গাঢ়তর গাঢ়বর্ণ ধূম রাশি মত;
এখনি বর্ষিবে বারি ভাসাবে ধরণী।

৪

একি দেখি মেঘখানি অটল এমন!
এমন প্রবলতর প্রখর পবনে
রহিল তেমতি, পুর্ব্বে আছিল যেমন
এখনো তেমতি তাহা রহিল সেখানে!!

৫

না না তানয় তানয় কিভ্রম আমার।
নহেক জলদ ওটা, তুঙ্গ গিরিবর
উজল শ্যামল রঙে করিয়া আঁধার
ভেদিতে উঠেছে বেগে গগণ অন্তর।

৬

হয়েছে আমার মন বিহ্বল এমন
চিনিতে পারিনা আর এখন উহায়;
যায় এত দিন হায় করেছি ক্ষেপণ
দেখিয়া নুতন বোধ হতেছে তাহায়।

৭

ঝালা পালা হলে প্রাণ সংসারের দায়
উঠিয়া উহার চূড়ে যুড়াত হৃদয়,
মধুময় ভাব হ'ত প্রকাশ তাহায়
পার্থিব ভাবনা আর হতনা উদয়

৮

বসিতাম গিয়া ওই উন্নত শিখরে
সুশীতল ছায়া ময় বটতরু তলে,
যুড়াত হৃদয় তাপ নির্ঝর সিকরে,
দেখিতাম শোভা কত তটিনীর জলে

৯

ঝুরি নেবে ধরিয়াছে গুঁড়ির আকার,
চারিদিকে থাম আঁটা প্রকৃতির ঘর
মন সুখে শুইতাম ভিতরে তাহার
পাড়িয়া স্বভাব-শয্যা শাদ্বল নিকর।

১০

ঝর্ঝর ঝরণা জল পড়িছে ঝরিয়া
সুখশ্রাব্য মধুময় মৃদুমন্দ-স্বরে,
এঁকে বেঁকে ধারা তার যেতেছে বহিয়া
দেখিলে নয়নে তার মন প্রাণ হরে।

১১

তর্ তর্ তক্ তকে বিমল সলিল;
কাচহতে স্বচ্ছতর সুধার সেধার,
মলা মাটি বালিকণা নাহি একতিল;
অমল পাষাণতলে বিমল বাহার।

১২

প্রকৃতির বিলাসের বিমল দর্পণ,
সাজিতে মোহন সাজে স্বভাব যাহায়
বার বার করিতেছে বদন দর্শন,
কাটাতাম সদাকাল দেখিয়া তাহায়;

১৩

স্বভাবের মকমল কোমল শৈবাল
মনোহর রূপে আছে পাতা তার ধারে
শ্রান্ত হলে বসি তায় যাপিতাম কাল
স্মরিতাম একমনে অখিলআধারে।

১৪

ঝর্ ঝর্ মনোহর নির্ঝর কল্লোল
তটীনীর কুলু কুলু মধুরসে গান,
মিশিয়া মিশিয়া তায় মলয় হিল্লোল
ভুষিত আমার এই তাপিত পরাণ।

১৫

আজিও স্মরিলে হায় বিগত সেদিন
কি এক নূতন ভাব হয়গো উদয়
আমোদেতে ভোলে মন, হয় চিন্তহীন
যুড়াইয়ে যায় হায় তাপিত হৃদয়।

১৬

আহা সেই বট তলে বসিয়া যখন
পাখী কলরব সনে মিলাইয়ে তান
মন সাধে করিতাম বাঁশরী বাদন
প্রাণখুলে গাহিতাম প্রেমময় গান,

১৭

গুহা মুখে গিয়া যবে লাগিত সে স্বর
প্রতিধ্বনি হয়ে হ'ত ধ্বনিত কানন
আনন্দে ফুলিয়া মম উঠিত অন্তর
হৃদয় অমোদ ভরে নাচিত কেমন।

১৮

প্রতিধ্বনি রবে হ'ত উৎসাহ অপার
আনন্দে ফুলিয়া হায় উঠিত পরাণ,
বাঁশরী তুলিয়া মুখে নিতাম আবার
উচ্চরবে গাহিতাম প্রেম-গুণ-গান।

ক্রমশঃ।

শান্তি।

১

হায়রে সেদিন, কোথা কোথায় সে সুখ,
কোথা সে বিমল ভাব, কোথা সেই আ
কোথা সে বিমল প্রেম, কোথা হাসি মুখ,
কোথা গেল সেই ভাব কেন হল নাশ।

২

কোথা সেই চিন্তা হীন মানস কমল
কোথা সেই দোষ হীন বিমল চরিত্ত
কোথা সে সরল ভাব অতি নিরমল
কোথা সে অমৃতময় ছলহীন চিত্ত।

৩

বিমল সে সুখ কেন আর আজি আসেনা,
কেন আর পোড়া মুখ আর কেন হাসেনা,
কেন এ স্বভাব ভাব মনে আর লাগেনা,
কেন আর মন প্রাণ অনুরাগে রাগেনা।

৪

বিষম আগুন আজি মনে কেন লাগিল,
আশা বায়ু কেন আজি অনুরাগে রাগিল,
একি এ গরল তাপে কেন মন জ্বলিল,
বিষময় হ্রদে প্রাণ কেন আজি ডুবিল।

৫

একি পাপ, মনস্তাপ কেন আজি ঘটেরে
পাপ হীন মনে পাপ কেন আজ যোটেরে?
কোথা সেই সুখময় সুখের সে দিনরে,
কেন মন আজি হেন এত শান্তি হীনরে।

৬

আজি কেন বিষহেন জগত সংসার,
তোষেনা স্বভাব কেন নয়ন আমার।

৭

আগেতে যে সব মম নয়নেরে তুষিত
হৃদয়ের দুখতাপ যারা সদা নাশিত
আজি তারা কেন আর মন প্রাণ তোষেনা
সেভাব এখন কেন মনে আর আসেনা।

৮

কে জ্বালিল বিষবাতি নয়নে আমার,
কে করিল মরু আজি জগত সংসার,
কেন আজি হল প্রাণ অধীর এমন,
কেন আজি হেনরূপ হল মম মন।

৯

কোথা তুমি শান্তিদেবী কোথায় কোথায়
তোমার সে সুখময় মধুর মুরতি,
যেই সদা শান্ত হায় করিত আমায়
পেতাম অতুল সুখ যাহার সঙ্গতি?

১০

কোথা তব সেই সুখ শান্তির আধার
কোথা সেই সুধাময় সুখের সময়
কোথায় সে শান্তিময় বচন তোমার
সদা যায় যুড়াইত তাপিত হৃদয়।

১১

ত্রিভুবন খুঁজে আর দেখিনা সে দিন
হয়েছে হয়েছে প্রাণ সে সুখ বিহীন।

১২

দিন দিন অনুদিন প্রাণ জ্বালাতন,
ডুবেছে ডুবেছে হায় সে সুখতপন;
বিষম তামসী নিশা ভীম দরশন
অধিকার করিয়াছে হৃদয় আসন,

১৩

দুরাশা পিশাচী প্রাণ করিছে চর্ব্বণ,
পরিতাপে মন প্রাণ হতেছে দহন;
ডুবেছে অকুলে আজি ব্যাকুল পরাণ,
অপার বিষাদ হৃদে নাহি আর ত্রাণ।

ক্রমশঃ।

মাতৃহীন বালা।

অতিশয় সুখময় শৈশব সময়,
অকালে জননী মম হইল বিলয়।
নাহি জানি কাকে বলে মরণ তখন,
গিয়াছে আবার মাতা আসিবে এখন।
দিবা নিশি ফিরি ঘুরি অলিক খেলায়,
এই মত ভাবে দিন ক্রমে কেটে যায়।

পরে জ্ঞান বর্দ্ধমান হইল যখন
বুঝিনু তখন মাতা হয়েছে নিধন।
কোথাগো স্নেহের রাশি সুখের আলয়!
অকালে কালেতে তোমা করিলেক ক্ষয়।
গিয়াছ যে পথে তুমি আসিবেনা আর।
নাকরিনু তোমা সহ সুখের ব্যাভার,
না বলিনু মা মা রব আনন্দ সহিত,
না হইনু তব মুখ দেখিয়া মোহিত।
হায় মাতা মনব্যথা কহিব কাহায়
কে আর তেমন স্নেহ করিবে আমায়,
মহীতে সহিতে ব্যথা কে আর তেমন,
করিবে আমার বলি সাদরে যতন।
হায় মাতা মনোব্যথা রহিল আমার
হইল না তোমা সহ সুখ ব্যবহার।
ধরিলে জননি, যবে জঠরে আমায়,
সহিলে কতেক জ্বালা বহিলেক দায়!
প্রসবের জ্বালা সহি আনিলে ধরায়,
কাঁদিনু স্বভাব বশে কত উভরায়।
ফিরিয়া দেখিলে মাতা আনন্দ বদন,
আপনার দুখরাশি হই বিস্মরণ।
হায় মাতা সে ধারত রহিল আমার,
নাকরিনু কোন কাজ যতনে তোমার।
শৈশবে কীটের সম অতি ক্ষীণ কায়,
কত জ্বালা সহিলে যে তুমি সে সময়।
ক্ষণে ক্ষণে স্তন্যদানে রাখিয়া জীবন
যতনে করিলে মম দেহের বর্দ্ধন।
এক দিন দুই দিন তিন দিন যায়
ক্রমেতে জড়িত হলে বিষম মায়ায়,
বাড়িল আশার বেগ অতি খরতর,
বাড়িল অশেষ রূপে আমার আদর,
এমন সময় কাল হরিল তোমায়
হায় হায় মনোব্যথা রাখিব কোথায়।
হামা গুড়ি গুড়ি গুড়ি চলিনু যখন,
কত যে আনন্দ তব হইল তখন।

সেদিনত সুখ ময় নহেক তোমার,
করিতাম কতমতে নানা অত্যাচার।
'ওই নিল ওই গেল ওইধর ধর,'
এই মত সদা মাগো হইতে কাতর।
হায় মাতা তায় তব আনন্দ অপার,
তেমন স্নেহের নিধি পাইব কি আর।
হইল না হইল না অবনীর সুখ,
না দেখিনু জননীর স্নেহময় মুখ।

ক্রমশঃ

প্রেরিত পত্র।

কামিনী-ফুল।

১

কামিনী-কুসুম কিবা কমনীয় কায়!—
কসিত রজত কোথা তার তুল ধরে?
কানন-কামিনী কামে কিবা শোভা পায়,
সুন্দরী কামিনী মণি দুলি বায়ু ভরে!

২

কামিনীকুলের কত আদরের ধন,
তুমিহে কামিনী-ফুল! কেশ পাশ তরে;
তবে কেন তোমা তারা না করে ধারণ,
(বুঝিতে না পারি কিছু) মাথার উপরে?

৩

মলয়-পবন ভরে ভুর্ ভুর্ ভরে,
ছড়ায়ে সৌরভ রাশি চারিদিক ভরি,
তোষহ পথিক মন তুমি অকাতরে;
মরি মরি কিবা গুণ মরি মরি মরি!—

৪

ঝুর্ ঝুর্ ঝুরে তুমি খসিয়া কেমন,
লূতাতন্তু পরে পড়ি শোভিছ হেথায়!
গাঁথিয়া মুক্তার মালা করিয়া যতন,
বনদেবী সুখে যেন পরিছে গলায়।

৫

মুক্তাধার রত্নাকর হেরিয়া তোমায়,
বাহিরিতে নিজ মুক্তা নাহি বুঝি পারে,
গোপনে রাখিল তাই গড়িয়া লজ্জায়;
গম্ভীর আনন হল ভাবনার ভারে।

৬

তাই বুঝি থাকি থাকি করি আস্ফালন,
সুধায় ভীষণ নাদে বিচারের তরে;—
"কোন মুক্তাভাল বল" নর বিচক্ষণ?—
আমি বলি তুমি ভাল সংসার ভিতরে।

৭

অনুপম গন্ধতব, সুঠাম সুন্দর,
ঈশ্বর মহিমা-তুমি মানবের মনে,
গরব-প্রভব তুমি নহ পুষ্পবর,
কি হেতু না বলি শ্রেষ্ঠ তোমায় ভুবনে?

৮

রত্নাকর মুক্তা তুমি নহ কদাচন,
বাড়াতে ধনীর ধন ঘোর অহঙ্কারে;
শুদ্ধ মাত্র জানি তোমা ঈশ্বর-রতন,
বাড়াতে ধার্ম্মিক মন তাঁরে পুজিবারে।

৯

কিম্বা বলি হে কামিনী! বৃক্ষ সে তোমার,
হীরক খচিত বস্ত্রে যেন শোভমান;
রতন-রাশির বল কিছার বাহার?
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি মহেশ প্রমাণ।

১০

পুলকে মধুপকুল বসিয়া তোমায়,
মনসাধে মধুপান করিয়া চরিবে,
গুণ গুণ তানে কিবা মিষ্টগান গায়,
সুধা খেয়ে সুধা যেন শ্রবণে বরিষে!

১১

উঠেছিল যেই সুধা সাগর-মথনে,
সে সুধা এসুধা উভে ভিন্ন ভাব ধরে;
বিবাদ সে সুধা তরে দৈত্য দেবগণে,
এ সুধা সকলে মিলি ভুঞ্জে সুখভরে।

১২

সরল এ সুধা সদা, গরল ত নয়,—
বিমুখ না করে কা'রে, সদয় সকলে,
কি মহিমা তব হেরি ওহে দয়াময়!
সাবাস্ কামিনী-ফুল এমহী মণ্ডলে।

ভবানীপুর
পাকুড়তলা। } শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

সিন্ধুতটে।

"If love be sweet then bitter death must be
If love be bitter sweet is death to me."
Tennyson.

এ হতেও প্রাণসই মরণে কি দুঃখ রে,
তবে কেন সহচরি, এখনো মরিতে ডরি,
এখনোকি আছে আশা দেখিতে সেমুখ রে।
ছিলেম তরুণী সই, যখন পরের হই,
হেরিয়ে মোহন রূপ মজেছিনু তখনি।
আমি ত দিলেম মন, কোথা গেল সেই জন,
সে অবধি এই দশা অনাথিনী রমণী।
কত লোকে কত করে, জীবন বিনাশ তরে,
আমি মাত্র আসা-আশে বেচে আছি স্বজনী।
এত ভালবাসি যায়, কেমনে ভুলিয়ে তায়,
জনমের মত হায় ত্যজিব এ অবনী।
হেন ভাবি মনে মনে, হাসি কাঁদি ক্ষণেক্ষণে,
যৌবন যাপিনু সখি তবু সে না আইল।
আশা সুখো হল হত, সখিরে জন্মের মত,

সুধুই সিন্দুর বিন্দু পোড়া ভালে রহিল।
অভাগীর দুখ যত, লিপিতে লিখিনু কত,
এখন কি বলে সখি আর তারে লিখিব।
ধন নাই দিব ধন, নাহি আর সে যৌবন,
ভালবাসি বলিলে কি সেজনারে পাইব।
যেই লৌহ হুতাশনে, গলিল না প্রাণপণে
অবলার আঁখিজলে সেকি কভু গলিবে।
কি হবে ভাবিলে আর প্রাণ সখি বার বার,
যার দুখ,যার জ্বালা, সে বিনে কে জ্বলিবে।
'এ যৌবন গত হয়, এস নাথ এসময়,
একবার দাও দেখা দয়া করে দাসীরে।'
বলে কত বারে বারে, সইরে সেধেছি তারে,
এখনো সে মনে হলে আঁখিজলে ভাসিরে।

এত দুঃখে আর কিলো থাকে আশা স্বজনী।
হয়ে হেন আশা হীন, তদবধি দিন, দিন,
দাঁড়ায়ে এ সিন্ধুকূলে কিবা দিবা রজনী।
ঝরে যত দুনয়ন, কেবা করে দরশন,
সে বারি লহরী সনে কোথা যায় চলিয়ে।
ছাড়ি যত দীর্ঘশ্বাস, যায় বল কার পাশ,
কেবলি অনিল সহ যায় দ্রুত মিশিয়ে।
এইরূপে একান্তরে, ভাবি সেই পরাৎপরে,
রহিনু তরণী আশে একাকিনী অকূলে।
কতবার তরী এল, আমারে না লয়ে গেল,
ভাবিলাম এ আশাও গেল সখি সমূলে।
বুঝি সখি এইবার, হবে দয়া বিধাতার,
এই বার এসে তরী লয়ে যাবে আমারে।
বহিতে না পারি আর,সখিরে এ দুঃখভার,
ওষ্ঠাগত পোড়া প্রাণ কি কহিব তোমারে।*

শ্রী গোপালকৃষ্ণ ঘোষ।

* তরুণ বয়সে বিবাহিত চিরবিরহিণী কোন সুশীলা ব্রাহ্মণ-কুলীন কন্যা সাংঘাতিক পীড়ার সময় তাঁহার বাল্য-সখীর নিকট এই প্রকার দুঃখ প্রকাশ করে।

গুপ্ত যন্ত্র।

কলিকাতা।

২৪ নং মির্জ্জাফর্শ লেন পটলডাঙ্গা।
প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

উক্ত যন্ত্রালয়ে ছাপার কর্ম্ম (উভয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা) অতি উত্তমরূপে নিয়মিত সময়ের মধ্যে এবং অল্প মূল্যে নির্ব্বাহ হয়, যাহাতে সাধারণের সুবিধা হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নও করা যায় যথা—

১। পত্রের দ্বারা সমুদায় কর্ম্মই নির্ব্বাহ হইতে পারে, স্বস্থানে বসিয়া সকলে আপন ইচ্ছামত কার্য্য পাইতে পারেন।

২। ছাপার মূল্য অতি সুলভ, আবশ্যক মত মূল্যের তালিকা দেওয়া যাইবেক।

৩। প্রুফ সংশোধন-ভার লওয়া যাইতে পারে।

৪। কাগজ উচিতমূল্যে সরবরাহ করা যায়।

৫। পুস্তক বান্ধানর ভারও লওয়া যায়।

৬। পুস্তক কি পত্রিকা বিলি কি বিক্রয় করার ভার ও টাকা আদায়ের ভার গ্রহণ করা যায়, এবং বিবেচনামতে আমাদিগের খরচার টাকাও উক্ত আদায় হইতে লওয়া যাইতে পারে।

অপরাপর বিষয় সকল যন্ত্রাধ্যক্ষের নিকট জানিতে পারিবেন।

শ্রী দুর্গাচরণ গুপ্ত
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্শ লেন, গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ১০ই অগ্রহায়ণ ১৭৯৩ শক। [৩৩শ সংখ্যা।

বিভাবতী।

—

দ্বিতীয় ভাগ।

—

পূর্ব্বপীঠিকা।

বিভাবতীর উত্তরভাগ আরব্ধ হইল। যিনি যে পর্য্যন্ত জানেন তাঁহার তদ্বারাই সাধারণের মনোরঞ্জন করা উচিত। পূর্ব্ব-রচয়িতা বিভাবতীর যে দশা পর্য্যন্ত দেখিয়াছেন তিনি তত দূরই বর্ণনা করিয়া লোক-রঞ্জনের চেস্টা করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তিনি ধন্যবাদার্হ। আমি পূর্ব্বে বিভাবতীকে চিনিতাম না বিজয়সিংহের নামও জানিতাম না,তিনিই আমাকে পরিচিত করেন তিনিই আমাকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত ঘটনা দেখান। তিনিই আমাকে প্রথমে রঙ্গস্থলে তাঁহার সহচররূপে আনয়ন করেন কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ নানাবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়াতে বিভাবতীর জীবনির সমাপ্তি পর্য্যন্ত না দেখিয়াই রঙ্গস্থল হইতে অপস্থিত হন; যাইবার কালে কোন বিশেষ কারণে আমাকে এইখানে রখিয়া জান। পাঠক মহাশয়দের বোধ হয় কারণটী জানিতে ঔৎসুক্য হইয়া থাকিবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি নিজেই তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ। তিনি রঙ্গস্থল হইতে অপসৃত হইলে আমাকে রাখিয়া যইবার কারণ আমি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না,পরে অনেক বিবেচনার পর এই বিবেচিত হইল যে আমি যখন তাঁহার সহকারী তখন তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার স্বরূপ। এইরূপ বিবেচনা-প্রেরিত হইয়া তাঁহার উচ্চ আসন গ্রহণ করিলাম। পাঠক, পূর্ব্বরচক যত দিন অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন আমি তাঁহার আসনের একমাত্র অধিকারী।

পূর্ব্বরচকের রচনাকুসুম-মালিকা শেষ

হইয়াছে তিনি তাহাতে গ্রন্থি দিয়াছেন, নতুবা আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার মালাকেই দীর্ঘ করি ; কিন্তু উপায় নাই সুতরাং তাঁহার মালার শোভা বৃদ্ধির নিমিত্ত অগত্যা দ্বিতীয় মালা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলাম। পাঠকগণ পূর্ব্বমালার সহিত এমালাটীও কণ্ঠে ধারণ করুন। আমি নিজে অন্ধ মালাটী কিসে গাঁথিলাম জানি না। এখন আপনারা দেখুন বেল-ফুলে গাথিয়াছি কি ঘেঁটুফুলে। সাধারণ নিয়মানুসারে গাঁথিবার কালে বেলফুল মনে করিয়াই গাঁথিলাম, কিন্তু সাধারণ-নয়নে কিসে পরিণত হইবে তাহা কে বলিতে পারে? তাহা অদৃষ্টের গর্ভগত।

পাঠক মহাশয়, বিরক্ত হইবে না, বার-ম্বার আপনাকে সম্বোধন করিয়া ভবদীয় শান্তির ব্যাঘাত করিতেছি। কি করি উপায় নাই; পাঠকই গ্রন্থকারের সর্ব্বস্ব ; পরীক্ষক বলুন, বিচারক বলুন, দণ্ডদাতা বা পারিতোষিকদাতাই বলুন সকলি পা-ঠক। গ্রন্থকার কি করিবেন সুখ-দুঃখের সমাংশী পাঠক ব্যতীত আর কাঁহার দোহাই দেন এবং তাঁহারা বিরক্ত হইলে কাহার নিকটেইবা দণ্ডায়মান হন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রভাত।

প্রভাত হইয়াছে। স্থির সমুদ্রের বারি মন্দ মন্দ পবনযোগে ঈষৎ দুলিতেছে সুখতর দ্বীপের রাজবাটীর কাননস্থ পক্ষী-কুলের সুমধুর গীতের সহিত মৃদু মধুর জ-লধি-কল্লোল মিলিত হইয়া লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। কুসুমিত বৃক্ষকুলের নব নব কিশলয় মলয়হিল্লোলে নাচি-তেছে। গড়ের কাচস্বচ্ছ জল ধীরে ধীরে কাঁপিতেছে। প্রকৃতি যেন হাসিতেছে। চতুর্দ্দিক আনন্দময়। কেবল রাজবাটীর সকলেই নিরানন্দ, সকলেরই মুখে শোক ও বিস্ময়ের চিহ্ন; রক্ষীগণ স্তব্ধ। প্রাতঃ-সৌন্দর্য্যের প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই। রাজপুর ভয়াবহ গম্ভীর ভাব ধারণ করি-য়াছে।

রাজপ্রাসাদের একটী দীর্ঘ গৃহে কয়েক জন পারিষদের সহিত খেলৎজী বসিয়া আছেন। খেলৎজী পরিমিত দীর্ঘ, শ্মশ্রুর প্রায় অর্দ্ধেক চুল শ্বেত, মস্তকের কেশ প্রায় অংস পর্য্যন্ত লম্বমান, কর্ণে মণিকুণ্ডল, মুখ ঈষৎ পলিত। এখন রাজবেশ নাই পরি-ধান পট্টবস্ত্র মস্তকে কৌশেয় শিরস্ত্রাণ— শিরস্ত্রাণের সম্মুখে রত্নজড়িত একখানি অর্দ্ধচন্দ্র। পশ্চাতে দুইজন পরিচারক চামর ব্যজন করিতেছে।

সহসা গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। একজন সুদীর্ঘ সুসজ্জিত সৈনিক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সকলেরই দৃষ্টি নবাগত ব্যক্তির উপর যুগপৎ পতিত হইল। সৈনিক ক্রমে খেলৎজীর সম্মুখে আসিয়া নতভাবে দাঁড়াইল। খেলৎজী একবার তাহার মুখেরদিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"বীরবল, অনুসন্ধান হইল?"

বীরবল ম্লানভাবে অনুচ্চস্বরে উত্তর করিলেন "আজ্ঞা না।"

"তবে এখানে আসিবার প্রয়োজন?"

"দাসের স্বয়ং অনুসন্ধানে যাইবার অনু-মতি প্রার্থনা।"

"আমার মন এখন স্থির নহে যাহাতে ভাল হয় কর।"

"আর, গত রাত্রির মৃত ফিরিঙ্গিদের শরীর সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবার অনুমতি প্রার্থনা।"

খেলৎজী কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে রহিলেন, মুখ গম্ভীর হইল, কিয়ৎপরে কহিলেন "আর মৃত শরীরে প্রয়োজন কি জীবিত থাকিলেওবা কোন গুপ্ত কথা প্রকাশিত হইতে পারিত—"নিস্তব্ধ,গৃহ নিঃশব্দ হইল। বীরবল কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। পুনরায় দ্বার রুদ্ধ হইল।

পারিষদ্বর্গ পরস্পরের দিকে পরস্পর বদ্ধদৃষ্টি, কাহারো বাঙ্‌নিষ্পত্তির ক্ষমতা নাই; খেলৎজী গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। প্রায় একদণ্ড কাল এইরূপে অতিবাহিত হইয়া গেল। খেলৎজী মুখ তুলিলেন একটী দীর্ঘনিশ্বাস সজোরে প্রবাহিত হইল। আসন ত্যাগ করিলেন। উঠিয়া গৃহমধ্যে পাদচারণে প্রবৃত্ত হইলেন; নানাবিধ চিন্তা হৃদয়ে উত্থিত হইতে লাগিল, মনের আবেগে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল নিকটস্থ বাতায়নের উপর ভরদিয়াদাঁড়াইলেন।

বাতায়নের নিম্নেই পুষ্পবাটিকা, তাহার ঠিক নিম্নে গড়খাত প্রবাহিত। অদূরে শ্যামল তৃণপূর্ণ মাঠ এবং মাঠের পরেই প্রশান্তমূর্ত্তি সাগর-বারি তালে তালে তৃণময় তটে লাগিতেছে। গৃহপালিত হরিণশিশুকুল মাঠের কোমল তৃণের উপর ক্রীড়া করিতেছে, প্রকৃতির গীতশালায় গায়কগণ স্বভাবের সৌন্দর্য্য ও বিশ্বকর্ত্তার গুণ গান করিতেছে। গড়খাতে হংসকুল সক্রোধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ আক্রমণ করিতেছে। খেলৎজীর দৃষ্টি শূন্য,—সেই কোমল কুসুম কুলের মৃদুল হাস্য, সেই শ্যামল আকাশের জলধী সহিত শোভাময় মিলন, সেই অরুণের ঈষৎরক্তিমা, লতাবলির মলয়পবন সহিত সেই নৃত্য কিছুতে তাঁহার দৃষ্টিনাই, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন কেবল মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাসে হৃদয় কম্পিত হইতেছে।

পারিষদ্বর্গের মধ্যে ক্রমে আস্তে আস্তে দুই একটী কথা চলিতে লাগিল।

একজন অপরকে জিজ্ঞাসা করিল "রামজী, এটা কি ফিরিঙ্গীদেরই কর্ম্ম বলিয়া ঠিক হইল?"

রামজী কহিল "তাহার আর সন্দেহ কি। তাহারাইত চিরশত্রু, আর যখন হত ফিরিঙ্গী সৈন্যের শরীর পাওয়াগিয়াছে তখন আর তাহাতে সন্দেহ নাই।"

"ফিরিঙ্গীদের বল আমাদের অপেক্ষা প্রায় দেড় গুণ অধিক ও সুশিক্ষিত, তবে এরূপ গুপ্তভাবে আসিবার প্রয়োজন কি?"

"অল্প রক্তপাতে কার্য্য সিদ্ধি।"

"প্রকাশ্যেওত যুদ্ধ সজ্জা হইতেছে তবে আর অল্প রক্তপাত কোথায়?"

"আহা বুঝিলেন না, উপস্থিত সমরে যে অর্থের প্রয়োজন ডাকাতি করিয়া তাহা সংগ্রহ করাই ফিরিঙ্গীদের প্রধান উদ্দেশ্য।"

"ভাল মহাশয়,একমাত্র কন্যা বিভাবতীকে এমন একাকী একটী বাটীতে রাখিবার প্রয়োজন?"

"ব্রতানুরোধে—আহা, দৈবজ্ঞ যাহা বলিয়াছিল ঠিক তাহাই ঘটিল। গ্রহ শান্তির নিমিত্ত কত দৈবকার্য্যই করা হইল; যোগাদ্যাদেবীর আরাধনার্থ বিভাবতীকে ভারতে পর্য্যন্ত পাঠান হইল, সেখানে পরিজন রহিত হইয়া নিশীথে দেবীমন্দিরেগিয়া

তিন দিবস আরাধনা করিলেন কৈ তাহারত কিছুই ফল হইল না—যোগাদ্যা দেবী কি রাজকুলের প্রতি এতই নির্দ্দয়।”

রামজী নিস্তব্ধ হইলে অল্পক্ষণ পরেই আবার গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; একজন প্রবীণ সম্ভ্রান্ত পুরুষ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন পারিষদবর্গ সকলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এতক্ষণ খেলৎজী গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন দ্বারোদঘাটন শব্দে সহসা চকিত হইয়া উঠিলেন। নবাগত ব্যক্তিরদিকে একবার দেখিয়া বলিলেন “অমাত্যবর আসিয়াছ,উত্তম হইয়াছে আমি একটী বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত অপেক্ষায় ছিলাম।”

আগন্তুক নম্রভাবে বলিল “দাসের প্রতি কি অনুমতি হয়?”

“শিবজীবংশধুরন্ধর বিজয়-সিংহকে যে আগামী সমরের সাহায্যার্থে পত্রলেখা হইয়াছিল তিনি তাহার উত্তরে সম্মতি প্রকাশ করেন; কৈ আসিবার সময় ত অতিক্রান্ত হইল আসিলেন না?”

“কৈ ত এখনও তাঁহার কোন নিদর্শন দেখিতেছি না—এমত বোধও হয় না যে তিনি আসিবেন না; বিশেষতঃ পরম্পরাগত শুনিয়াছি তিনি সমুদ্রযাত্রার উদ্যোগ করিয়াছেন।”

কিয়ৎপরে “বিশেষ কোন পরামর্শের প্রয়োজন আছে চল” বলিয়া খেলৎজী গৃহ হইতে নিঃসৃত হইলেন, মন্ত্রীবরও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন।

ক্রমশঃ।

স্বভাবদর্শন কাব্য।

—

চতুর্থ দর্শন।

—

ভূধর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১৯

মধুমাসে মধু যবে বাসিত কানন,
 মাতিত ভ্রমরকুল বিভুগুণগানে,
হাসিত যখন হায় স্বভাব আনন,
 মাতিত প্রকৃতি যবে নব রস পানে,

২০

অতুল কুসুম-রত্ন প্রকৃতির কানে
 মৃদু মন্দ বায়ুভরে দুলিত যখন,
পাখীকুল-কল কল মধুময় তানে
 গড়াত আনন্দ স্রোত, পুরে যেত বন;

২১

হাসিমুখী বিনোদিনী বনবিলাসিনী
 প্রকাশি কুসুমকলি দন্ত সুশোভন
সুবাসে পুরিয়া বন লতিকা কামিনী
 দেখিয়া স্বভাব শোভা হাসিত যখন,

২২

মানসমোহন সেই স্বভাবের ভাবে
 কি ভাব তখন হায় হইত উদয়,
নব রসময় কিবা নব নব ভাবে
 কেমন তখন হায় মজিত হৃদয়।

২৩

পাদপের স্কন্ধ হতে লতিকা সুন্দরী
 ধীরে ধীরে ঝুঁকে প'ড়ে সোহাগের ভরে
দোল্ দোল্ দোল্ দোল্ ভাবের লহরী,
 দুলিত মৃদুল মন্দ পবনের তরে;

২৪

তার সেই নব ভাবে নবীন কেমন
আনন্দ লহরী-লীলা হৃদয়ে উঠিত
নবরসপানে কিবা মত্ত হত মন
প্রকৃতির হাব ভাবে হইত মোহিত।

২৫

বহিয়া ঝরণাজল খর স্রোত ধারে
কঠিন পাষাণ-খণ্ডে লেগেছে আসিয়া,
বাধাপেয়ে স্রোত তার ফোয়ারা আকারে
ধবল চামর যেন উঠিছে ফুলিয়া।

২৬

কুলুকুলু রবে পুন বহিয়া সে ধার
বাধাপেয়ে বার বার, ঘুরিয়া ঘুরিয়া
ধরেছে কেমন আসি বিমল বাহার
বহিতেছে ক্রমে কিবা নাচিয়া নাচিয়া।

২৭

ফল ফুলে সুশোভিত নব তরুকুল
ঝুঁকে ঝুঁকে পড়িয়াছে স্রোতের উপরে;
কেমন তাহায় হায় ঝরিতেছে ফুল
ঝুর ঝুর ঝুর ঝুরে পবনের ভরে।

২৮

চপল হরিণশিশু সুন্দর কেমন
লাফে লাফে নেচে নেচে শাদ্বল উপর
অতুল আমোদ ভরে বেড়াত যখন
কেমন নবীন ভাবে ভাসিত অন্তর।

ক্রমশঃ।

পোষা পাখী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হায় সময়ে সকল গেল,
হল একি একাকার।
নাই ধর্ম্মাধর্ম্ম কারু মনে,
চারিদিকে অনাচার॥
ধর্ম্ম বলি ছুটে মরে,
মনের ভিতর কক্কিকার।
অন্তরেতে অঘোরপান্থি,
অমানিশার অন্ধকার;
যত ষণ্ডামার্ক ধর্ম্ম বলি,
নৃত্য করে অনিবার॥
নাহি জানে ধর্ম্ম কারে কয়,
মনে নাহি কিছু ভয়।
অনাচারে দেশ-ভরেছে,
মুখে ভেঙ্গে কবার নয়॥
এখন নিয়ম কিছু নাই,
দেখি যথাতথা ঠাঁই।
সব স্থানেতেই ধর্ম্ম আছে,
খালি কোথাও দেখি নাই॥
বেড়েছে কত ধর্ম্মবল,
কেবা গোণে তাদের দল।
আছে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে,
কত মত ফলাফল॥
হতে ধর্ম্ম পরায়ণ,
নাহি কোন আয়োজন।
কেবল মাত্র নাম লেখালি,
হয়ে যাবে সমাপণ॥
শুন ওহে পক্ষিবর, তুমি হয়োনা কাতার
চল সেই পথেতে আমার সাথে,
সুখে রবে অনুক্ষণ।
তোমার হইবে কুশল, বসি পাইবে সকল,
দরশনে পরশনে, মুক্তি পাবে বিলক্ষণ॥
যখন মুদিবে নয়ন,
হৃদে হবে দরশন।
রুনু ঝুনু রুনু রুনু,
স্বর্গপুরে সুবাদন॥
আহা কিবা সুমধুর, আসে সুগন্ধ ভুর ভুর,

ছবি ছটা ঘন ঘটা,
কি আছে তোর সমতুল।
এসো পাখি,এই পথেতে,
গেলে তুমি পাবে কুল॥
এতে নাহি কুলাকুল, সবে রহে সমতুল,
অকুল-কাণ্ডারী আছে,
সকলেতে অনুকূল।
যদি হওরে পতন করি যতন,
তোমায় পুনঃ দিবে কুল॥
ঘুচাইতে ভূমি ভার, বার বার অবতার
পাপ ভয় নাশের কারণ।
সত্যেতে নৃসিংহ বর, এক অঙ্গে সিংহনর
ধরি করি হিরণ্য শাসন॥
পরেতে বামন,হয়ে, বলিরে পাতালে লয়ে
দেবতার দুঃখের মোচন।
ত্রেতাতে রামের রূপ, বিখ্যাত অযোধ্যাভূপ
হয়ে করে রাবণ নিধন॥
দ্বাপারে হইয়ে হরি, কত মত লীলা করি
ভুলিছিলে ব্রজবধূমন।
কলিতে শচীর সুত, অতি রূপ গুণ যুত
অপরূপ সুবর্ণ বরণ॥
নবদ্বীপ সুখধাম, সেই স্থানে গুণধাম
লভেছিল পবিত্র জনম।
পাপিরে করিতে পার, করছ যে ব্যবহার
কে আর পারিবে তব সম॥
সংসারীর যত আশ, করি তার মূল নাশ
তেয়াগিয়া আপন স্বজন।
ছেদিয়া অপার মায়া,ছাড়ি প্রিয় মাতা জায়া
ধর্ম্ম লাগি শরীর পতন॥
পরণে কৌপিন ডোর, ভক্তিরসে হয়ে ভোর
করিয়াছ তীর্থ পর্য্যটন।
সঙ্গে চেলা অগণন, সবে আনন্দে মগন
ভক্তিভাবে ভোলাখোলা মন॥

ক্রমশঃ।

মাতৃ হীন বালা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

না শুনিনু সুমধুর স্নেহময় বোল।
না পাইনু সুশীতল সুধাময় কোল॥
হায় হায় মনোসাধ মনেতেই যায়।
হায়গো জননি মম লুকালে কোথায়॥
রোগেতে সরোগযুত অরোগে অরোগ।
সামান্য হেতুতে হয় বিপরীত শোক॥
সুখেতে বিপুল সুখ আনন্দ অপার।
এমন বান্ধব কিগো হবে কেহ আর॥
হায় আমি অভাগিনী এমন যে ধন।
তখন করিনি তায় কিছুই যতন॥
হয় নাই জ্ঞানলেশ নিষম নিকল।
সেই হেতু সব মোর হইল বিফল॥
জানিতাম যদি তুমি হইবে নিধন।
করিতাম একবার চরণ চুম্বন॥
দেখিতাম প্রাণ ভরি জনমের তরে।
ডাকিতাম প্রাণ ভরি 'মামা' রব করে॥
শুইতাম শান্তি কোলে সুখেতে তোমার।
নিকট না ছাড়িতাম কভু একবার॥
হায় মাতা হইল না আমার সে কাল।
অকালে তোমায় আসি হরিলেক কাল॥
হায় কাল তোর কাল মূরতী কেমন।
ইচ্ছা হয় একবার করি দরশন॥
কোথায় বসত তোর কেমন আকার।
কেমন কুটিল মতি কুৎসিত ব্যাভার॥
বসি থাকে বৃদ্ধ মাতা, কেড়েনিস্ সুত।
অদ্ভুত নিষ্ঠুর তুই অদ্ভুত অদ্ভুত॥
কিম্ভুৎ কিমাকার দেখিব তোমার।
বুঝিব তোমার এই ঘৃণিত ব্যভার॥
দেখিব কেমন পোড়া জঠর তোমার।
অখিল সংসার খেয়ে নাহিক নিস্তার॥

নাহি তার একধার পোরে কোন মতে।
দেখিব কেমন বীর তুই এ মহীতে ॥
সবার নাশক তুমি আছ চিরকাল।
তোমার নাশক নাই এইত জঞ্জাল ॥
যদি সেই মহাকাল জগত শাসন।
একবার কভু আসি দেন দরশন ॥
তাহলেই হতে পারে তোমার শাসন।
কাড়ি লন জোরকরি সুখের আসন ॥
বড়ই হয়েছে মজা তোমার এখন।
দুই হাতে হরিতেছ অপরের ধন ॥
ধর্ম্মরাজ বলি তোরে কে করে ঘোষণ।
অধার্ম্মিক অত্যাচারী পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন ॥
অতিশয় অত্যাচারী অধম পামর।
দুই হাতে শুষে নিলি এই চরাচর ॥
কতবংশ দিলি তল তুইরে অধম খল
তোর ভয়ে শশঙ্কিত সদা এই মহীতল।
স্মরণেতে হৃদকম্প কি কহিব তোর দম্ভ
তোর দম্ভ নিবারিতে কেবা প্রকাশিবে বল ॥
কেবা হেন বীর আছে পার পায়ে তোর কাছে
তোর হাত নিবারিয়ে রাখিবে আপণ ধন।
হেন সাধ্য কেবা ধরে তোরে লয়ে জব্দ করে
পাগল প্রলাপ মত বকে মরি অকারণ ॥

প্রেরিত পত্র।

১

জঠরে জরায়ু মাঝে ধরেন যে জন।
যতেক যাতনাযুক্ত জননী জীবন ॥
দশ মাস দশ দিন ক্লেশ এক শেষ।
যাঁর জন্য জন্মি জীব জগতে প্রবেশ ॥
যাঁহার যতনে রক্ষা শৈশব সময়।
যাঁহার দয়ায় দেহ কুশলেতে রয় ॥
এমন জননী সেবা করে যেই জন।
সফল জনম তার সফল জীবন ॥

২

যাঁহার ঔরসে জীব জনমি জগতে।
আনন্দে মানব লীলা করে বিধিমতে ॥
যাঁহার যতনে যোগ্য উপদেশ পায়।
সদভীষ্ট সিদ্ধ হয় যাঁহার কৃপায় ॥
যাঁহার শাসনে শুদ্ধ বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়।
যাঁহারে তুষিলে, তৃপ্ত বৃন্দারক চয় ॥
হেন জনকের আজ্ঞা যে করে পালন।
সফল জনম তার সফল জীবন ॥

৩

ব্রহ্মানন্দে দ্বন্দহীন সদানন্দ ময়।
জ্ঞানগুরু সুখদাতা নির্ম্মল হৃদয় ॥
নিতান্ত নিশ্চল বুদ্ধি আত্ম অনুরাগে।
শান্তি সাগরেতে মগ্ন বিষয় বিরাগে ॥
যাঁহার কৃপায় জীব ভব পারে যায়।
ভবভয়ভঞ্জনের দরশন পায় ॥
যে করে সতত সেই সদ্গুরু সেবন।
সফল জনম তার সফল জীবন ॥

৪

জীর্ণ শীর্ণ কলেবর পাড়িত যেজন।
অথবা বধীর কিম্বা নাহিক নয়ন ॥
কুব্জ, ন্যুব্জ, বক্র দেহ, খঞ্জ, মুক হয়।
নির্দ্ধন, স্থবির, মূঢ়, শোকার্ত্ত-হৃদয় ॥
বিদ্যাহীন বস্ত্রহীন অন্নহীন জনে।
কিম্বা পিতৃমাতৃহীন শিশু জীবগণে ॥
অনুকুল হোয়ে দয়া করে যেই জন।
সফল জনম তার সফল জীবন ॥

৫

যাঁহার মায়ায় মিথ্যা সংসার সুচনা।
অখণ্ড প্রকাণ্ড এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা ॥
কেবল প্রপঞ্চ পঞ্চ তঞ্চ মায়াময়।
যাঁহার আদেশ বশে হয় নাশোদয় ॥
যিনি বিশ্বমূলাধার নিত্য নিরঞ্জন।
মঙ্গল স্বরূপ, মুনী-মানস রঞ্জন ॥

সেই ব্রহ্ম পরাৎপরে মগ্ন যার মন।
সফল জনম তার সফল জীবন ॥

৬

ষোড়শী যুবতী রূপে দিক আলো করে।
মুক্তাহার গলে দোলে পীন পয়োধরে ॥
হাঁসি হাঁসি মুখশশী রূপরাশি তায়।
কিবা সে কটাক্ষ তায় নেত্রভঙ্গিমায় ॥
সিংহ কোটী নিতম্বেতে শোভে চন্দ্রহার।
যার তরে মুগ্ধ হয়ে মন সবাকার ॥
না হয় কাতর কামে সে রূপে যে জন।
সফল জনম তার সফল জীবন ॥

৭

কেহ যদি নিরবধি বিরোধী হইয়া।
সদা অনিষ্ট করে চেষ্টা যতন পাইয়া ॥
কটু কথা কহে কিম্বা ধন মান হরে।
অথবা অন্যায়রূপে নির্য্যাতন করে ॥
তাতেও বিরক্ত নহে যেই জ্ঞানীবর।
আপন অদৃষ্ট মানি সুখী অন্তঃপর ॥
কোপেতে না হয় যার অরুণ নয়ন।
সফল জনম তার সফল জীবন ॥

৮

হইয়া মলিনা মিথ্যা বাসনার বশ।
বিষম বিষাগ্নিবৎ বিষয়ের রস ॥
পান করিবারে যার নহে মগ্ন মন।
ধন, জন, মান, যশঃ চাহেনা যে জন ॥
নাচায় সৌষ্ঠবশালী অঙ্গ আভরণে।
দান করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি করে মনে ॥
লোভশূন্য সচৈতন্য তৃপ্ত যার মন।
সফল জনম তার সফল জীবন ॥

৯

নিশিতে নিদ্রায় যথা, করিয়া শয়ন।
কল্পনাসুনেত্রেতে নানা স্বপ্ন দরশন ॥
কিন্তু সে জাগ্রত কালে সব মিথ্যাময়।
জগৎ জীবের তথা মোহ উপজয় ॥
পিতা মাতা ভাই বন্ধু পুত্র পরিবার।
ঘোর মোহ নিদ্রাবশে ভাবে আপনার ॥
এ নিদ্রা তেজিয়া যেবা হয় সচেতন।
সফল জনম তার সফল জীবন ॥

১০

করিয়া প্রমোদময় মদ মদ্যপান।
চিন্তয়ে ত্রিলোক তুচ্ছ তৃণের সমান ॥
পাইয়া বিষয় রস উন্মত্ত সদাই।
সুখৈশ্বর্য্যে সৌর্য্য বীর্য্যে সুবিনয় নাই ॥
অনিত্য সম্পদ পদে মদে মত্ত হয়।
সুরারসপায়ী যথা মত্ত সদা রয় ॥
আনন্দে সে মদ হ্রদে নহে যে মগন।
সফল জনম তার সফল জীবন ॥

১১

যদি নিশি-শশী ঘেরে মেঘমালা আসি।
লুকায় লাবণ্যময় স্নিগ্ধ রশ্মি রাশি ॥
তেমতি মাৎসর্য্য মেঘ হইলে উদয়।
কোথায় বোধেন্দু বল বিকশিত হয় ॥
ধন, বিদ্যা অভিমানে স্ফীত সর্ব্বদাই।
আপনারে দেখে শ্রেষ্ঠ বিশিষ্ট সদাই ॥
কদর্য্য মাৎসর্য্য দোষ বর্জ্জিত যে জন।
সফল জনম তার সফল জীবন ॥

একান্ত বশম্বদ
শ্রী শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন গুপ্ত।
জামালপুর, অডিট্ আফিস।

———।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৭৯৩ শক। [৩০শে সংখ্যা।

বিভাবতী।

—

দ্বিতীয় ভাগ।

—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পর্টুগীজ।

সুখতর দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে একটি নিবিড় বন। বনের পর একটি অনুর্ব্বর পর্ব্বত ময় ভূমি। পর্ব্বতের নিম্নেই সাগর বারি উন্মত্ত ভাবে ক্রীড়া করিতেছে। পর্ব্বত গুলির উপর বড় একটা বৃক্ষ নাই মধ্যে মধ্যে কেবল দুই একটা ঝোপ মাত্র। পর্ব্বতের উচ্চশিখরে আরোহণ করিলে নির্ম্মল সমুদ্রের নীল বর্ণ বারি অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। ঐ সকল গিরি চূড়ার যেটী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ তাহার উপর ফিরিঙ্গী দিগের দুর্গ স্থাপিত এবং চতুস্পার্শস্থ পর্ব্বত সকল ফিরিঙ্গীদিগের বাসভূমি। দুর্গটী প্রস্তুত করায় এমন কিছুই নৈপুণ্য নাই কেবল স্বাভাবিক দুর্গম স্থান বলিয়া একপ্রকার দুর্ভেদ্য। দুর্গটী প্রস্তর নির্ম্মিত মধ্যে মধ্যে উচ্চ স্থানে ক্রুশ চিহ্ন যুক্ত রক্ত বর্ণ পতকা উড্ডীয় মান। দুর্গের মধ্যস্থলে একটী উচ্চ স্তম্ভ, তদুপরি দূরস্থ পদার্থ দেখিবার নিমিত্ত একটী দূরবীক্ষণ যন্ত্র সংলগ্ন এবং একটী সাঙ্কেতিক পতাকার ধ্বজদণ্ড। স্তম্ভটীর নিকটে একটী বৃহৎ অট্টালিকা। এই অট্টালিকাটীই ফিরিঙ্গীদিগের অধ্যক্ষের আলয়।

অধ্যক্ষের আবাসের একটী দীর্ঘ গৃহ কাষ্ঠাসনে সজ্জিত করা হইয়াছে। অদ্য ফিরিঙ্গীদিগের মহাসভার দিন। প্রধান প্রধান ফিরিঙ্গী মাত্রেই নিমন্ত্রিত হইয়াছে।

সভা আরম্ভ সূচক একটী ভেরী সজোরে বাদিত হইল, ভেরীর সেই ধ্বনি গিরিগুহা সমূহে প্রতিধ্বনিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত

হইয়া গেল। প্রায় অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে সভ্যগণ আসিয়া নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট হইল। পুনরায় একবার ভেরী বাজিল একজন সুদীর্ঘ ফিরিঙ্গী গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সভ্যগণ সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ হস্তে টুপী ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিল, নবাগতও শিরস্ত্রাণ খুলিয়া সকলকে প্রত্যভিবাদন করতঃ নির্দ্দিষ্ট একটী অপেক্ষাকৃত উচ্চ আসনে আসিয়া বসিল। সভ্যগণ পুনরায় আসন গ্রহণ করিল। ক্রমে জনতার গোল নিবৃত্ত হইলে ফিরিঙ্গীদিগের অধিনায়ক দাঁড়াইয়া সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল 'বীরগণ এবং সভ্যগণ তোমাদিগের মধ্যে বোধ হয় সকলেই জানেন অদ্যকার সভার কি উদ্দেশ্য—তিনটী বিষয়ে পরামর্শের নিমিত্ত আজ তোমাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে। প্রথম লাভের আশায় খেলৎজীর কন্যাপুর লুঠ করিয়া ফিরিবার কালে শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হয়ে যে সকল ক্ষতি হইয়াছে কিরূপে তাহা পূরণ করা যায়। দ্বিতীয়, খেলৎজীর সহিত শত্রুতা এইবার দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইল বিশেষতঃ খেলৎজী মহারাষ্ট্রীয় যেরূপ অপমান করা হইয়াছে তাহা কখনই সহ্য করিবে না অবশ্য শীঘ্রই আমাদিগকে আক্রমণ করিবে অতএব তাহাকে আক্রমণ করিতে না দিয়া অগ্রেই আমাদের আক্রমণ করা উচিত কি না। তৃতীয় দুর্গ সংস্কার করা যুক্তিযুক্ত কি না।' দলপতি এই তিনটী প্রস্তাব করিয়া আসন গ্রহণ করিলে কিয়ৎক্ষণ পরে একজন সভ্য উঠিয়া বলিল 'প্রথম প্রস্তাবের বিষয়ে আমার এই বিবেচনা ধন সংগ্রহ করার কোন উপায় দেখিতেছি না তবে যদি মাতা মেরী শিকার আনিয়া দেন, আরব সাগর যদি কর দেয় তাহা হইলে হইতে পারে। এ অবস্থায় খেলৎজীর সহর লুঠ করা যাইতে পারে না, খেলৎজী নিশ্চিন্ত নাই। সে রাত্রির ব্যাপার স্মরণ করিয়া দেখুন খেলৎজীর অন্তঃপুরচারিকারা পর্য্যন্ত অস্ত্রধারী বিশেষতঃ শুনিয়াছি খেলৎজী হিন্দুস্থানে দূত প্রেরণ করিয়াছে, হিন্দু রাজা স্বজাতীয় মান রক্ষা করিতে অবশ্য আসিবে, আসিবে কেন বোধ হয় তাহারা উপস্থিত প্রায়। আরও খেলৎজীর গড় বড় সহজ নহে ফিরিঙ্গীপরামর্শেই আমাদের দেশের গড়ের ন্যায় গঠিত। দ্বিতীয় বিষয় আমার বিবেচনা খেলৎজী সাহায্য পাইবার পূর্ব্বেই তাহাকে আক্রমণ করা উচিত বরং আপাততঃ গড় সংস্কার করা থাকুক; লোকে আমাদের সৈন্যকে যত দূর বলবান মনে করে, ততদূর নয়। আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই।' প্রথম সভ্যের কথা শেষ না হইতেই দ্বিতীয় অপর একজন বলিল 'ডিকস্টা উত্তম বিবেচনা করিলেন না বালকের ন্যায় সহসা কোন কার্য্য করা ফিরিঙ্গীদের উচিত হয় না। কল্য পূর্ব্বকূলে অনেক গুলি জাহাজের মাস্তুল দেখা গিয়াছে খেলৎজী এখন সহায় হীন নয় মেরী না করুন প্রবল শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে এমন দিনও হইতে পারে যে ফিরিঙ্গীদিগকে গড় আশ্রয় করিতে হয়, অতএব যত দিনই লাগুক না কেন অগ্রে গড় সংস্কারের প্রয়োজন; পাহাড়ে চারিধারে গড়ানিয়া স্থান সকলে বড় বড় পাথর রাখা উচিত, সমস্ত সে সকলে অনেক ফল দেখিবে, এক একখানা পাথর গড়াইলে অনেক শত্রু বিনাশ করা যাইবে।' তৃতীয় নিস্তব্ধ হইলে সভা স্তব্ধ হইল; সকলেই পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন

করিতে লাগিল—কে উঠে। প্রায় একদণ্ড কাল সকলেই নিস্তব্ধ, কেহই তৃতীয় সভ্যের প্রতিবাদ করিল না। দলপতি পুনরায় উঠিয়া বলিল 'যথার্থ, ডিকষ্টা সদ্বিবেচনা করেন নাই কিন্তু গড় সংস্কার করিতে গেলেও অভাবপক্ষে ছয় মাসের মধ্যে শেষ হইবে না যাহা হউক আমার বিবেচনায় শীঘ্রই গড় সংস্কার করা কর্ত্তব্য, পরে আক্রমণ; ইহাতে সভ্যগণের কোন অমত থাকে প্রকাশ করুন।' দলপতি আসন গ্রহণ করিবা মাত্র সভাগৃহের ভিত্তিতে সংলগ্ন একটী ঘন্টা বাজিয়া উঠিল দলপতি বাতায়ন দিয়া সঙ্কেত স্তম্ভেরদিকে দেখিয়া পুনরায় বলিল 'বীরগণ, অদ্য এ বিষয়ে আর কিছু বিচার হইতে পারে না সঙ্কেত স্তম্ভে নিশান উঠিয়াছে; মেরী মাতা শিকার দিয়াছেন অদ্য রহিল।' সকলেই উঠিয়া সত্বর চলিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে একটী ভেরী বাদিত হইল; সকলে একত্র হইয়া সাগর কূলের দিকে চলিল।

ক্রমশঃ।

শান্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১৩

কোথায় সে দিন হায় শৈশব সময়
ভাবনা জঞ্জাল যবে মানসে ছিল না
সদাই হৃদয়ে যবে আনন্দ উদয়
অসুখী মানস যবে তিলেকো হতনা।

১৪

সদানন্দময় মন স্বরগ সমান
ছিলনা তখন হায় এসব যন্ত্রণা
ছিলনা তখন মনে মান অপমান
দুরাশা বিষম ব্যাধি মানসে ছিল না।

১৫

দিবানিশি লীলাখেলা আমোদ প্রমোদ
সর্ব্বদাই হৃষ্ট মন হাসি হাসি মুখ,
ছিল না তখন হায় দুঃখময় বোধ
জানিতে হয়নি হায় সংসারের দুখ।

১৬

যেমন যখন মনে তেমনি তখন
দুষ্যভাব তায় কভু না হত কখন।

১৭

হায় শান্তি, সুখময় সুখের ভাণ্ডার
পাপ তাপ নিবারণ হৃদয় তোষণ,
কোথা গেলে পাই দেখা বলগো তোমার
কোথা বল তব বাস করি অন্বেষণ।

১৮

গিরিগুহান্তরে কিম্বা সাগরের ধারে
অথবা তোমার বাস দূর বনমাঝে?
বল দেবি, কোথা গেলে পাইব তোমারে?
তোমার বিমল ভাতি কোথা বল রাজে?

১৯

কোথা গেলে তোমার সে নব শোভাময়
বিমল সুধার ধার ললিত আকার
পাইব দেখিতে হায় যুড়াবে হৃদয়,
যুড়াইয়ে যাবে দেবি, হৃদয় আধার।

২০

এস এস এস দেবি, মন বিলাসিনী
পাতিয়া রেখেছি এই হৃদয় আসন,
অভাগা হৃদয় আজি তোষ বিনোদিনী
আবার উদিত হক্ সুখের তপন।

২১

সুখময় হক্ পুন জগত সংসার,
প্রকৃতির নবভাবে মাতুক হৃদয়
ভুষিত হউক পুন হৃদয় আগার
নষ্ট সুখ পুনরায় হউক উদয়।

২২

হোক হোক পুনরায় ভোলা খোলা মন
পার্থিব ভাবনা জাল হউক বিলয়
আবার সুখের হ'ক তাপিত জীবন
যুড়াক যুড়াক দেবি, যুড়াক হৃদয়।

২৩

আবার তেমনি করে' তরঙ্গিণী তীরে
মন সাধে বসিবগো কল্পনার সনে
স্বভাবের শোভা দেবি, দেখিবগো নীরে
নব নব ভাবরাজি উঠিবেগো মনে।

২৪

এস এস এস দেবি, পুরাও বাসনা
তাপিত জীবনে আর সহেনা যাতনা।

পোষা পাখী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

হইয়ে পবিত্রমন, বিভুনাম অগনন,
পাপীতাপী উদ্ধার কারণ।
সঙ্গে করতাল খোল, মুখে হরি হরি বোল,
অপরূপ সুখের ভ্রমণ॥
প্রেমভরে গদ গদ, চিন্তা মাত্র হরিপদ,
কে করিবে সে ভাব বর্ণন।
নাহি ভেদাভেদ ধর্ম্ম, কে বুঝিবে তার মর্ম্ম,
কে বলিবে নিগূঢ় কারণ॥
কি ভেবে চৈতন্যহারা, নয়নেতে শতধারা,
কি ভাবে সদাই ভোলা মন।
কে আছে এমন জ্ঞানী, বিশেষিয়া অনুমানি,
ক'রে দিবে তার নিরূপণ॥
সংসার অনিত্য স্থান, করি তিনি অনুমান,
একেবারে করেন বর্জ্জন।
সঙ্গে যে বাজিত খোল, বলিত তাহার বোল,
'মায়া ছেদি হও সচেতন॥
ছাড় মোহ দম্ভ কাম, লহ বিভু সুখ নাম,
বিষয়ে হইয়া বাম ভাব সুখ নিকেতন।
হরিওনা পর ধন, দৃঢ়রূপে বাঁধ মন,
পর পীড়নেতে মন কোরোনাক সমর্পণ॥
মজিওনা ব্যভিচারে, সদা র'য়ো সদাচারে,
কদাচার কণ্টকেরে সমূলে কর ছেদন॥'
ওহে পাখী এখন কালে গিয়াছে সে ভাব।
যত মত্তলোকে তত্ত্ব ভুলে
করেছে তার দূষ্যভাব॥
গৌর নয়ক কভু অনঙ্গে মগন।
দেখ তাহার নিদর্শন,
ছাড়ি পতিপ্রাণা সতী দারা
ভেক নিল কি অকারণ॥
যদি হইত তার অঙ্গ মাঝে
অনঙ্গের বাজার।
তা হলে কি হত কভু এরূপ ব্যাভার?
লয়ে সঙ্গে তারে যতন করে
লয়ে যেত আপনার॥
এখন ধর্ম্ম মাঝে যেসব রীতি কর দরশন
তাহা সবি অকারণ।
পাঁচমিশালি ভাবে দিচ্চে অপরূপ দরশন॥
এতে নাই কিছু খালি সবে গেঁথেছে হালি,
লয়ে গৌরাঙ্গের মৃদঙ্গ রঙ্গ
সংকীর্ত্তনে স্বরভঙ্গ
দেখাইয়া নানা রঙ্গ ঝুলি কাঁধে ধরেছে।
আছে নিত্যানন্দের মহানন্দ
রামারঙ্গে প্রেমানন্দ
ব্রহ্মানন্দে হয়ে অন্ধ
মহানন্দে মেতেছে॥

করে শক্তিসেবা নিশিদিবা
ভক্তি কিবা আছেকার।
গেলে দেশান্তরে সঙ্গে করে
ছবি দেখায় চমৎকার॥
যত আখাড়াধারী ধর্ম্মাচারী
ব্যভিচারের অবতার।
তাদের মূর্ত্তি দেখ্‌লে ভক্তি হয় বা কার
আছে খাবার তরে ফন্দিকরে
জাল পাতিয়ে চমৎকার।
ভিতরেতে সবি আছে, বৈরাগী নাম ধরেমিছে
রাগেতে গুম্‌রে মরে
বল্লে পরে কুব্যাভার॥
আছে মনের ভিতর পূর্ব্বকেলে
তুষনাড়া রোগ,
থেকে মট্‌কামেরে ভঙ্গি করে
বাইরে দেখায় যোগ।
শেষে যোগে যাগে কর্ম্ম ভোগে
বেরিয়ে যায়ত মনোযোগ॥
ভাক্ত হয়ে ভক্তাভিভাষ রহেকত ক্ষণ।
আছে সৃষ্টিপতি দেখতে গতি
মনের ভিতর যা গোপন॥
হয়ে নৃত্য গীতে অভিভূত
ভূতভাবনে দেখাও ভূত
সকলি ভূতের ব্যাপার
ভূতে হবে সমাপন।
বলিয়ে গৌরহরি অনায়াসে ভবে তরি
তুলিয়া নামের ধ্বজা যবে যাবে স্বভবন॥
দেখ পাখী, এখন দেখি সবি অনাচার।
এখন ধর্ম্মেতে ধরেছে পোকা
খাটি খুজে মেলা ভার॥
গোঁসায়ের ব্যবহারে দেশ মজালে একেবারে
হয়ে আপন শ্রীকৃষ্ণরূপী
দেশ করেছেন রাধিকার।
গিয়ে শিষ্যবাড়ী ধ'রে গিরি
ফিরে যাওয়া হয় যে ভার॥

কভুবা মুরলী ধরি বাঁকা রূপে ভঙ্গি করি
ননীথায় লাফে লাফে যত ব্রজ-অবলার।
বলে 'প্রেমভজনেই ভজন সার
উক্তি আছে রাধিকার
তেজিয়া মায়ামোহে ভজ বসি অনিবার॥
বৃন্দাবন দেখ সর্ব্বঠাঁই হরি ছাড়া কিছু নাই
ভাব আপনি রাধিকা দেবী
গুরু কৃষ্ণ-অবতার॥'

ক্রমশঃ।

স্বভাবদর্শন কাব্য।

চতুর্থ দর্শন।

ভূধর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

২০

উঠিয়া যখন ওই উন্নত চূড়ায়
দেখিতাম শোভমান নগর প্রান্তর
মনোহর নদ নদী বিমল ধারায়
আনন্দ সলিলে কিবা ডুবিত অন্তর।

৩০

স্বভাবের খেলাঘর! "গলিভর" হেন
দেখিতাম কত শোভা যাদুর মতন,
তরঙ্গিনী হৃদে তরি মোচা-খোলা যেন
মানব তাহায় কিবা, পুতলি যেমন।

৩১

ছোট ছোট ঝোপ ঝাপ্ কত শোভা তার
রাশি রাশি গুল্ম যেন আছে একত্রিত,
অপরূপ রূপতার কেমন বাহার
দেখিয়া নয়ন প্রাণ হইত মোহিত।

৩২

দূর দেশে বনভূমি কিবা শোভাময়
ছোট ছোট ঝোপে ধরা আবৃত যেমন
সতত নয়নে কিবা হইত উদয়
হৃদয়ে নূতন ভাব হইত কেমন।

৩৩

অদূরে শ্যামল কান্তি অসীম সাগর
নাচিছে তরঙ্গরঙ্গে আমোদের ভরে
দেখিয়া যুড়াত সদা তাপিত অন্তর
থাকিত না চিন্তা আর সংসারের তরে।

৩৪

উদিত শশাঙ্ক যবে উদয় অচলে,
পশ্চিম আকাশে আসি ডুবিত তপন
রঞ্জিয়া রক্তিম রাগে নব মেঘদলে,
দিনকর নিশাকরে হইত মিলন;

৩৫

ফুটিত দুধারে দুটী স্বভাবের ফুল
একদিকে শতদল অপরে কুমুদ
অপরূপ শোভা তার হইত অতুল
হেরিয়া হইত মনে অতুল সে মুদ।

ইতি স্বভাব দর্শন কাব্যে ভূধর নামক
চতুর্থ দর্শন।

প্রেরিত পত্র।

দুঃখের জীবন, করিতে বহন
করি আগমন হেথায় হায়
সম্পদ বিহীন, হয়ে যাপি দিন
পরের অধীন নাহি উপায়।

বাল্য করি জয়, কৈশোর উদয়,
তা'ও পূর্ণময়, যৌবন এই,
কোথা বাল্যকাল, সুখদ মৃণাল,
স্বভাব নির্ম্মল, সময় সেই।

মনের বেদন, নাছিল যখন,
এখন যেমন হয়েছে হায়
না ছিল বিশাল, সংসারের জাল,
গিছিল যে কাল অনিল প্রায়;

যবে চিন্তানল, হয়নি প্রবল,
করেনি বিকল, মনের দ্বার;
আহা, যেই কালে, ক্রীড়া কৌতুহলে,
পরেছিনু গলে সুখের হার;

সে সুখ সময়, স্মরিলে হৃদয়,
বিদারিত হয় দুঃখের জোরে।
কালের কবলে, গিয়েছে সে চলে,
যৌবন অনলে ফেলিয়ে মোরে।

যৌবন সময়, সুখপ্রদ কয়,
মম বিষময় হইল কেন;
সকলি আকাশ, হয়েছে প্রকাশ
মারীচিকা বাস পরেছি যেন।

যাতনা অশেষ, ধরি ভীমবেশ,
স্বদেশ বিদেশ, যেখানে যাই
সেইখানে হায়, ঘেরেরে আমায়
কি বিষম দায় উপায় নাই।

এত অভিমান, করেছি নির্ম্মাণ
রাখিবার স্থান নাহিকো আর;
হুতাশ-অনলে, সদা মন জ্বলে,
পরিয়াছি গলে লাজের হার।

ঘৃণা অপমান, যেন খরশাণ
করিছে নিশান হৃদয়োপরি;
ভাবিয়া না পাই, কাহারে সুধাই
কোন ধামে যাই; কিরূপ করি।

নাহি হেন জন, মনের বেদন
বলে' করি মন কতক খালি ;
হইয়াছে ভারি, বহিবারে নারি,
যাই বলিহারি দুঃখের ডালি।

অনর্থ আশায়, ধন পিপাসায়,
ভ্রমিতেছি হায় কতই স্থান ;
বিহীন সম্বল, নাহি অনুবল,
একাকী কেবল আছয়ে প্রাণ ;

পর অন্নোপর, করিয়া নির্ভর
আশা-বায়ু ভর করিয়ে হায়
সঙ্কুচিত মন, হায় অনুক্ষণ,
থাকিতে জীবন মরার প্রায়।

হায় কত জনে, পরুষ বচনে
ব্যথা দ্যায় মনে, সহিতে নারি ;
কেহ পরিহাস, করে পরকাশ,
যাই যাঁর পাশ, বদন ভারি।

মনেতে গুমরি, ফুটিবারে নারি,
নয়নের বারি, রাখি নয়নে ;
উথলে হৃদয়, নিরাশ উদয়
কভু ইচ্ছা হয় যাই গহনে।

ক্ষমতা বিহীন, যাপিতেছি দিন
আমারে বিপিন উচিত হয় ;
সংসারে আমার, কিবা অধিকার,
সদাই বিকার বাতাস বয়।

ওহে বৃথা ধন, তোমার কারণ
এত জ্বালাতন হইয়ে মরি ;
তোমারই তরে, সবে ঘৃণা করে
অভিমান ভরে রোদন করি।

তোমারই তরে, বচন না সরে
বিষণ্ণ অন্তরে, কাটাই দিন ;
তোমারই তরে, সদা চিন্তাজ্বরে,
দেহ দগ্ধ করে, মানস ক্ষীণ।

তোমারই তরে, সহাস্য অধরে
আলাপ না করে, আত্মীয় মোর।
তোমারই তরে, ভ্রমি দেশান্তরে
আপনার ঘরে আপনি চোর।

তোমার কারণ, এত জ্বালাতন
সব বিসর্জ্জন, দিলাম হায় ;
তোমার কারণ, সন্তোষ রতন,
গেছে, ক্ষুদ্র মন ভেকোর প্রায়

তোমার কারণ, মলিন বদন
হয়েছে হে ধন ! নিশ্চয় মম ;
তোমার কারণ, হায় দু' নয়ন
করে বরিষণ বরিষা সম।

তোমার কারণ, বিজন গহন,
চাহে মম মন বাসিতে ভাল।
তোমার কারণ, বহু বিলোকন
করিয়ে ভ্রমণ কাটাই কাল।

তোমার জ্বালায়, করি হায় হায়
সদাই অপায় ভাবিহে মনে,
তোমার জ্বালায়, সব শূন্য প্রায়,
সহবাস হায়, চিন্তার সনে।

হয় অনুমান, থাকিতে এপ্রাণ,
তোমার সন্ধান নাহি পাইব ;
অতএব ধন, শুনহে বচন,
করিলাম পণ নাহি সেবিব।

আর মম মন, তোমার শরণ,
লবেনা হে ধন, পণ করিল,
তব প্রিয়তম, নহে এ অধম
তব সনে মম না হবে মিল।

কিন্তু অয়ি আশে! তব প্রেম পাশে
কার সাধ্য নাশে জড়োয়া অতি
মধুর বচন, করি বরিষণ,
মজাও হে মন, লাবণ্যবতি!

মোহিনী মূরতী, জিনি রম্ভাবতী
অপূর্ব্ব শকতি তাহাতে আছে;
কত সাধুমন, করেছ হরণ
ভেকোর মতন রেখেছ কাছে।

যাই বলিহারি, কুহক তোমারি,
বুঝিবারে নারি, তোমার কল;
সকল বিপক্ষে, একই কটাক্ষে,
আসিয়ে সমক্ষে, করহে জল।

তোমার উপর, করিয়ে নির্ভর,
সংসার তরিতে ধরেছি হাল;
স্মরিলে সে দুখ, ফেটে যায় বুক,
চেয়ে তব মুখ, কাটিছে কাল।

কিন্তু কিহে আর, বিশ্বাস আমার
মনেতে, তোমার উপরে আছে;
তবু কিবা করি, গানি শত হারি,
শরণ তোমারি, লইনু কাছে।

যবে আগমন, করিবে শমন
করিতে হরণ জীবন, আশে;
তখন তোমায়, দিয়া হে বিদায়
লইব আশ্রয় তাঁহার পাশে।

সর্ব্বা নিবাসী
শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

গুপ্ত যন্ত্র।

কলিকাতা।

---

২৪ নং মির্জ্জাফর্শ লেন পটলডাঙ্গা।
প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

উক্ত যন্ত্রালয়ে ছাপার কর্ম্ম (উভয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা) অতি উত্তমরূপে নিয়মিত সময়ের মধ্যে এবং অল্প মূল্যে নির্ব্বাহ হয়, যাহাতে সাধারণের সুবিধা হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নও করা যায় যথা—

১। পত্রের দ্বারা সমুদায় কর্ম্মই নির্ব্বাহ হইতে পারে, স্বস্থানে বসিয়া সকলে আপন ইচ্ছামত কার্য্য পাইতে পারেন।

২। ছাপার মূল্য অতি সুলভ, আবশ্যক মত মূল্যের তালিকা দেওয়া যাইবেক।

৩। প্রুফ সংশোধন-ভার লওয়া যাইতে পারে।

৪। কাগজ উচিতমূল্যে সরবরাহ করা যায়।

৫। পুস্তক বান্ধানর ভারও লওয়া যায়।

৬। পুস্তক কি পত্রিকা বিলি কি বিক্রয় করার ভার ও টাকা আদায়ের ভার গ্রহণ করা যায়, এবং বিবেচনামতে আমাদিগের খরচার টাকাও উক্ত আদায় হইতে লওয়া যাইতে পারে।

অপরাপর বিষয় সকল যন্ত্রাধ্যক্ষের নিকট জানিতে পারিবেন।

শ্রী দুর্গাচরণ গুপ্ত
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৭৯৩ শক। [৩৫শ সংখ্যা।

বিভাবতী।

দ্বিতীয় ভাগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রোগ-শয্যা।

পাঠক মহাশয়, বহুদিবসাবধি বিজয়সিংহের সহিত আপনাদের সাক্ষাৎ হয় নাই আসুন সাক্ষাৎ করাইয়া দি। খেলৎজীর ভবনের একটী গৃহে অসুস্থ বিজয়সিংহ শয্যাশায়ী আছেন। সমরসিংহ পালঙ্কের পার্শ্বে একখানি কাষ্ঠাসনে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে বিজয়সিংহের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছেন।

পাঠক, এইস্থলে ছয় মাস পূর্ব্বের একটী ঘটনা সংক্ষেপে বলি শুনুন। আপনারা যখন পর্টুগীজ শিবিরে বস্ত্রাবাস মধ্যে আমাদিগের গ্রন্থের নায়ককে গলদেশে ছুরিকা বসাইতে দেখেন, ঠিক তাহার পরেই সমরসিংহ অপরাপর বস্ত্রাবাস খুঁজিয়া কুমারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। আসিয়াই দেখেন সর্ব্বনাশ উপস্থিত, মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল কি করেন একবার মনে করিলেন 'প্রিয়সখা ইহলোক হইতে অন্তরিত হইয়াছেন আর এ প্রাণে কি প্রয়োজন—' আবার তখনি বিবেকশক্তি আসিয়া মানসে উদিত হইল, সহসা বস্ত্রাবাসের বহির্দ্দেশে গেলেন, ক্ষণপরে কতকগুলি পরিজনও নিজ শিবিরের সঙ্গে আগত অস্ত্র চিকিৎসকগণের সহিত উপস্থিত হইলেন।

চিকিৎসকগণ আসিয়া মূর্চ্ছিতত্রয়ের নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রথমেই মনোরমা জীবিত স্থির হইল। পরে অতি

কষ্টে বিভাবতী ও বিজয়সিংহ উভয়কেই সজীব বলিয়া স্থির হইল। একজন চিকিৎসক ধীরে ধীরে বলিলেন 'মহাশয়, কি বিবেচনা করেন? এ অবস্থায়ত স্থানান্তরিত করা ভাল বোধ হয় না।' সকলেরই বিবেচনা তাই,পরিচারকগণ আজ্ঞানুসারে তিনটী কোমল শয্যা প্রস্তুত করিল, চিকিৎসকগণ নিজেই সাবধানতার সহিত তিন জনকে ধীরে ধীরে তাহাতে স্থাপন করিলেন।

মনোরমার অল্প অল্প নিশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে—অপর দুইজনের সজীবতার কোন লক্ষণই নাই, কেবল শরীর আড়ষ্ট হয় নাই মাত্র। চিকিৎসকগণ তিনজনকে ভিন্ন ভিন্ন শয্যায় স্থাপন করিয়াই কর্ত্তব্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। কতকগুলি মনোরমার শুশ্রুষায় প্রবৃত্ত হইলেন, আর কতকগুলি বিভাবতীর নিকট• নিযুক্ত হইলেন এবং অপরগুলি বিজয়সিংহের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। বিভাবতীর আঘাত যদিও মারাত্মক, তথাপি ততদূর দুঃসাধ্য হয় নাই; একে স্ত্রীলোক তাহায় ততদূর রক্তমোক্ষণে শরীর দুর্ব্বল হওয়াতে ছুরিকাখানি উচ্চ স্তনের উপরেই বিদ্ধ হইয়াছিল হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই। বিজয়সিংহের যদিও ছুরিখানি গলদেশে প্রবিষ্ট হয় নাই,কেবল মাত্র কতকটা মাংস ছিন্ন হইয়াছিল; তথাপি তাঁহার জীবনের প্রতি সকলেই হতাশ। যাহাহউক চিকিৎসকগণ নিজ নিজ নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে কেহই ত্রুটী করিলেন না। সকলেরই ক্ষত স্থানে ঔষধ দিয়া যথানিয়মে বান্ধিয়া দেওয়া হইল।

পাঠক, যিনি যা বলুন না কেন, আমি বলি ছুরিকার দ্বারা আত্মহত্যা করা সহজ নহে, গলায় বা হৃদয়ে ছুরিকা সম্পূর্ণরূপে বিদ্ধ করিতে না করিতে মনুষ্য বিহ্বল হইয়া পড়ে,সুতরাং সহজে হত্যা সাধন হয় না।

পরদিন প্রাতে, যেসময়ে খেলৎজীর সহিত পাঠক মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়, ঠিক তাহার দুই ঘন্টা পরে খেলৎজীর সৈনিকেরা বিভাবতীর অন্বেষণ করিতে করিতে বস্ত্রাবাসের নিকট উপস্থিত হয়। এই সময়ে বীরবলও খেলৎজীর নিকট বিদায় লইয়া স্বীয় দলে আসিয়া মিলিত হন। বীর বল সেনাপতি যদি আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতেন, তাহা হইলেই বিজয়সিংহের সৈন্যগণের সহিত একটী তুমুল যুদ্ধ হইয়া যাইত। বীরবল উপস্থিত হইয়াই বিপক্ষদলে মহারাষ্ট্রীয় পতাকা দেখিয়া তথ্যানুসন্ধানার্থ বস্ত্রাবাসে আসেন ও সেইখানে সমরসিংহের সহিত আলাপ হয় এবং তৎপ্রমুখাতই সমস্ত ঘটনা শ্রুত হন। তাহার পরেই খেলৎজী স্বয়ং তথায় আসিয়া সকলকে সাদরে গ্রহণ করেন ও নিজালয়ে আহত ত্রয়কে অতি সাবধানে আনয়ন করেন। এখন পাঠক বুঝিলেত আমাদের গ্রন্থের নায়ক কিরূপে সুখতর রাজভবনে আসিয়াছেন? এই সময় সুখতর রাজসরকারে একজন প্রসিদ্ধ ফিরিঙ্গী চিকিৎসক ছিল, এই ছয় মাস কাল তাহারই চিকিৎসানৈপুণ্যে কুমার বিজয়সিংহ ও বিভাবতী অনেক আরোগ্য হইয়াছেন। মনোরমা পূর্ব্বেই আরোগ্য হইয়াছেন, বিভাবতী দুই একটী কথা কহিতে পারেন মাত্র।

বিজয়সিংহের মধ্যে বাক্যস্ফূর্ত্তি ও হস্ত পদাদি সঞ্চালনের ক্ষমতা হইয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্বব্যাপার স্মৃতিপথে উদয় হওয়াতে মনের আবেগে পুনরায় দুর্ব্বল হইয়া পড়ি-

য়াছেন। চিকিৎসকের আজ্ঞায় গৃহে অধিক লোকের আগমন নিষিদ্ধ হইয়াছে, কেবল সমরসিংহ প্রিয়সুহৃদের নিকট নিযুক্ত আছেন।

সমরসিংহের দৃষ্টি পুস্তকেরদিকে আছে কিন্তু মন কোথায় কে বলিতে পারে। দৃষ্টি শূন্য, পুস্তকখানি খোলা আছে কিন্তু প্রায় অর্দ্ধ ঘটিকা কাল পর্য্যন্ত পাতা ওল্টান হয় নাই। কি ভাবিতেছেন, ক্রমে মুখ ম্লান হইয়া আসিল, আবার ক্ষণ পরে প্রফুল্ল হইল আবার তখনই গাঢ় চিন্তায় মন নিমগ্ন হইয়া আসিল। প্রায় দুই দণ্ড কালের পর সমরসিংহ মুখ তুলিলেন, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস সজোরে প্রবাহিত হইল; অতি মৃদুস্বরে আপনাআপনি বলিলেন "উঃ, আমি কি নৃশংস; হৃদয় পাষাণ হইতেও কঠিন।" বামকরতলে কপোল বিন্যাস করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। সহসা গাত্রোত্থান করিয়া গৃহমধ্যে পাদচারণ প্রবৃত্ত হইলেন, তথাপি মন প্রকৃতিস্থ হইল না। সমর বসিলেন পুনরায় পুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার মুখ তুলিলেন, বলিলেন 'যথার্থ, ঠিক কথাই বটে পুরুষ এমনি নিষ্ঠুরই হইয়া থাকে।' একবার কুমারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, দেখিলেন কুমারেরসজ্ঞা হইয়াছে ধীরে ধীরে অঙ্গুলিসঙ্কেতে ডাকিতেছেন। সমর নিকটে গেলেন কুমার বলিলেন 'সমর, সত্য বল আমার বিভাবতী জীবিত আছেন ত?'

সমর কহিলেন 'বিজয়, আমি কি তোমার সহিত প্রতারণা করিতেছি, প্রিয়তম, আমি কি তোমায় কখন প্রবঞ্চনা করিয়াছি।'

'না, সমর; আমি তাহা বলিতেছি না তবে -'

'বিজয় তুমি এখন অত্যন্ত ক্ষীণ, অধিক কথা কহা উচিত নয়, আমি তোমায় শপথ করিয়া বলিতেছি তোমার বিভাবতী জীবিতা আছেন, তিনি তোমার মতই অসুস্থ।'

'সমর এস আলিঙ্গন করি, শপথ করিতে হইবে না আমি জানি তুমি আমায় কখনই প্রবঞ্চনা কর না; আমিও ত তোমাকে ভাই বিশ্বাস করি।'

সমরসিংহ পালঙ্কের উপর অবনত হইয়া বিজয়সিংহকে আলিঙ্গন করিলেন।

ক্ষণকাল পরে কুমার বলিলেন 'সমর কি পাঠ করিতেছিলে?'

'উত্তরচরিত।'

'ভাল, পাঠ করিতে করিতে কি মনে পড়িল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছিল কেন আর ঐ নয়নের কোনে অশ্রু বিন্দুটীই বা কেন?'

'এখন তোমার অত কথা কহা অনুচিত চুপ কর সময়ে সমস্ত বলিব।'

'কিছু নুতন ঘটনা হইয়াছে না কি?'

'আঃ তুমি কি স্থির হইবে না; ওকিছু নয়, বিগত বিপদ সমস্ত ভাবিতে ছিলাম।'

'এই আমি চুপ করিলাম, কিন্তু তুমি আমায় প্রতারণা করিলে!'

'প্রতারণা কি?'

'যদি বিগত বিপদ ভাবনায় তোমার মন ব্যাকুল হইবে তাহা হইলে 'আমি কি নৃশংস' এ কথাটী বলিবার প্রয়োজন?'

'বিজয়, যথার্থ, আমি নৃশংস, যদি নৃশংসই না হইব তাহা হইলে তোমাকে প্রতারণা করিব কেন; বিজয় এইটীই আমার প্রথম প্রতারণা, প্রিয়তম, কিন্তু আমার

দোষ নাই তোমাকে ত চিরকালই বলিতেছি 'একটী ব্যতীত সকল মনের কথাই তোমায় বলিব।'

'সেটী কি একেবারেই বলিবে না?'

সমরসিংহ ক্ষণকাল বিবেনা করিয়া কহিলেন 'বলিব অবশ্য বলিব, যথাসময়ে বলিব; বিজয় তোমা ব্যতীত পৃথিবীতে মনের কথা বলিবার লোক আর কে আছে, তুমিত জান যখন আমি তোমার সহিত মিলিত হই তখন আমি বন্ধুহীন, ধনহীন, আশ্রয় হীন সন্ন্যাসী ছিলাম। এখন তুমিই আমার বন্ধু, তুমিই আমার ধন, তুমিই আমার আশ্রয়, যোগাদ্যা দেবী করুন তোমার শরীর সবল হউক সমস্ত বলিব। বিজয়, তোমার এমন অসুস্থতার সময় দুঃখের কথা বলিতে আমার সাহস হয় না; কিছু দিনের জন্য ক্ষমা কর।'

সমরসিংহ নিস্তব্ধ হইলেন, বিগত বৃত্তান্ত সকল বর্ত্তমানের ন্যায় মনে পড়িতে লাগিল। আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। স্থূল অশ্রুবিন্দু কপোল দেশ হইতে গড়াইয়া কুমারের হৃদয়ে আসিয়া পড়িতে লাগিল।

কুমার কহিলেন "সমর, স্থির হও, আমাকে ব্যাকুল করিও না।"

গৃহের দ্বার সহসা উদ্ঘাটিত হইল খেলৎজী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সমর সিংহ অতি কষ্টে মনের ভাব গোপন করিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

খেলৎজী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই সমর সিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন মহাশয়, অদ্য আপনার প্রিয় সুহৃদ কেমন আছেন?"

সমর উত্তর করিলেন "অনেক ভাল।"

"মঙ্গলের বিষয়" এই বলিয়া খেলৎজী কুমারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। কুমার অভ্যর্থনার্থ উঠিবার উপক্রম করিলেন। খেলৎজী সসম্ভ্রমে বলিলেন "না না, আপনি অসুস্থ অভ্যর্থনার প্রয়োজন নাই।—অদ্য শরীর কেমন?"

কুমার "অনেক সুস্থ আছি" এই উত্তর করিয়া একবার সমর সিংহেরদিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন। সমর কুমারের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া সুখতরাধিপকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজ বিভাবতী কেমন আছেন?"

খেলৎজী হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন "তিনি আজ উঠিয়া বসিতে পারিয়াছেন।—বোধহয় কুমারও দুই এক দিনের মধ্যে উঠিয়া বসিতে পারিবেন। অদ্য চলিলাম, চিকিৎসকের নিকট কুমারের শারীরিক অবস্থা শুনিয়া যাইব।"

খেলৎজী গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, গৃহের কবাট পুনরায় রুদ্ধ হইল।

ক্রমশঃ।

পোষা পাখী।

(পুর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আর কত বলবো খুলে
  পাখী তাদের কুব্যাভার।
করে কুঁড়াজালি কুল মজাতে
  জপে বসি অনিবার॥

নাকেতে তিলক কাটা পৈতা মোটা
তার উপরে তুলসী হার।
খেয়ে খেয়ে দুদের বাটী
পেটটী অতি পরিপাটী
উপরে দেখ্‌তে ভাল
ভিতর ফাঁকি সবাকার॥
গুরুতে গরুত্ব আছে
পাঁজি পুঁথি সব ছেড়েছে,
তারি সুদু পথে ঘাটে
পাকিয়ে কাছা ব্যবহার।
নিরামিষে অভিলাষী
সাজ ভিন্ন খান্‌না বাসি,
ঘরে বসি উইল্‌সনের
দোকান লোষেন অনিবার॥
বিড়াল তপস্বী মত
সবি তাঁদের কার্য্য যত
বামুটা লাভের ভাগে
হলো বিষ্ণু অবতার।
বনে সুদু বাস করিলে
তপস্বী নাম যদি মিলে,
তবে কেন বাঘ ভালুকে
সুদু সুদু যাবে ছাড়॥
কাণ্ডারী নাম মিছে ধরে
হাবু ডুবু খেয়ে মরে,
অপরে পার করিবে
সুদু মাত্র অহঙ্কার।
লোভী পাপী দুরাচার
গোঁসাই ভিন্ন কেবা আর,
মারিয়ে শিষ্য সুতে
কীর্ত্তি দেখায় আপনার॥
ধিক ধিক ধিক কৃষ্ণরূপী গুরু অবতার।
সবে হইয়াছে হত বুদ্ধি দেখিয়া ব্যাভার॥
যে তব চরণ লয়ে
তরে যাবে ভব ভয়ে
নাশি তারি বংশধরে
পোর নিজ মন সাধ।
জাননা ধর্ম্ম আছে
পার পাবেনা তাহার কাছে
সে তোমায় গুরু বলি দিবেনাক কভু বাদ॥
পাখী বলবো কি আর তোমার কাছে
মনের ভিতর যত আছে
বলিলে অনেক বাড়ে
সংক্ষেপেতে করি সার।
এখন মতরূপী তত্ত্ব ছাড়া
যত ধর্ম্ম অবতার॥
ধরেছেন সাঁইরূপী* ব্যবহার।
যথায় তথায় অন্ন খেয়ে
হিন্দু নামটি মান্যে লয়ে
ঘুচিছে অপরূপ ধর্ম্মনীতির সু আচার॥
সুদু অন্ন ভেদে কি ভেদ হবে
মনের ভেদটি কিসে যাবে,
সে ভেদে কি হইবে
মনে থাকলে অন্ধকার।
চলিয়ে বেড়ায় যথায় তথায়
ভক্তামি বোল ঝাড়ে কথায়,
হইয়ে বহুরূপী অপরূপ এক অবতার॥
লয়ে কৃষ্ণ খৃষ্ট একত্তরে
সঙ দেখায়ে ঘরে ঘরে
বেড়াচ্চে অপরূপ বলিহারি একেতার।
কোরাণ পুরাণ এক করেছে
বাইবলত তাহার কাছে,
দিতেছে উকি ঝুঁকি
কেহ এতে নয়ক ছাড়॥
দেখ হয়েছে দরবেশ পাখী এক নূতন।
ফিরিয়া যথা তথায়
মজালে এই হিন্দুদেশ॥

* সাঁই—সম্প্রদায় বিশেষ; ভারতবর্ষীয় উপাশক সম্প্রদায় ১৭৫ পৃঃ।

ছিল নিয়ম অতি পরিপাটী
সব বিষয়ে আঁটা সাটী,
খা টকেু কোল্লে মাটী
এরা করে অনাচার।
যত হিন্দু মেয়ে ধর্ম্ম খেয়ে
যেত আগে কশবি হয়ে,
রাজাতে করে দয়া
সে পথের করেছে গয়া
তারা এখন মিশ্‌চে এসে
এদের কাছে অনিবার।
হায় হায় হায় হিন্দুয়ানি
হলো ছার ক্ষার ॥
শূদ্রাণী ব্রাহ্মণী হ'ল
গুরুর আসন পেঁচো নিল,
দু ভায়ের একজন হিন্দু
একজন হল মুসলমান।
হায় হায় হায় সব নাশিল
যত ছিল হিন্দু মান ॥
নিকে ঠিকে ব্যবহার।
সাধুতে ছিল না আর ॥
তা ম্যানে চালিয়ে দিলে
এরা হয়ে বলবান।
বেস বেস বেস হয়েছে
খুব বাড়িল হিন্দু মান ॥
যত পাঁচী ভুতী সনী গণী
এ ধর্ম্মরে মান্য জানি,
লয়েছে তাইতে শরণ হবে বলি সুবিধান ॥
হায় হায় হায় মিসনরি ধন্য তোমারে,
তোমারে স্মরণ করি
মিস মিসেছে সারি সারি,
এমিসে কারি কুরি আছে অতি চমৎকার।
হায় হায় হায় হদ্দ হলাম দেখিয়া ব্যাভার।
বিপিনবিহারী হরি
যে রূপেতে লীলা করি,
বহে ছিলেন অপরূপ
মানের বোঝা শ্রীরাধার ॥
কাম রূপী কামিক্ষায়, বাঞ্ছা করি রাধিকায়,
যোগী এক করয়ে সাধন।
তেজি গুরুদত্ত ধন, অবোধ যোগির মন,
সেই পদই ভাবে অনুক্ষণ।
কৃষ্ণ প্রতি যার মন, তারে কি অধমজন,
পায় কভু করিলে যতন ॥
দেখ পরে কিবা রঙ্গ, যোগীন্দ্রের যোগ ভঙ্গ,
কামিক্ষায় বিপর্য্যয় গোল।
না মিলিল রাধিকা, আসি এক গোপিকা,
খাওয়াইল বিষময় ঘোল ॥
দেখ পাখী সকল ফাঁকী ধর্ম্ম ইহা নয়।
কেবল লোকের ভয়ে
দল বেঁধেছে মনে হেন লয় ॥

ক্রমশঃ।

প্রেরিত পত্র।

তুষারাবৃত ভূমি।

১

বিধবা ভামিনী যথা পরি শুভ্রবাস
পড়ে আছে পতিলাগি মলিন বদনে
তেয়াগিয়া ভোগ সুখ—জগতের আশ,
তেমতি তুমিও, ধনি, তুষার বসনে,
ত্যজিয়া অঙ্গের ভুষা, আভরণ চয়ে,
পড়ে আছ এক পাশে তাপিত হৃদয়ে।

২

কেনলো, হৃদয়ে তোর, তাপিত হৃদয়ে,
মুকুতার দাম সম কুসুম নিচয়
শোভেনা সৌরভে মুগ্ধি মধুপ নিচয়ে
মধুকালে;—কার বল নয় মধুময়?

মধুমাখা স্বর যবে পিক-কুহরণ
বরষে শ্রবণ যুগে মলয় পবন।

৩

কেন বল, আবরিয়া চারু চন্দ্রানন
এহেন তুষার-বাসে, অয়ি চন্দ্রাননে,
দিতেছ যাতনা, ধনি, কিসের কারণ,
মম তৃষাতুর দুটী নয়ন-খঞ্জনে;
বড় ভালবাসে যারা হেরিতে তোমায়
শ্যামল দুর্ব্বার বাসে আবরিত কায়।

৪

কেনলো, বসন্ত-সখা, গায়ক তোমার,
শাখীর শাখায় বসি কল-ঘোষগণ
কল কণ্ঠে গাইছেনা সঙ্গীত সুতার,
সুধার সুধার যথা বীণার নিস্বন।
কেন অলি, মধু-লোভে ভিখারীর ন্যায়,
ভ্রমিছেনা কি লাগিয়া বলনা হেথায়?

৫

কি লাগি বলনা, ধনি, নর্ত্তকী তোমার,
কুরঙ্গ-ললনা, মিশি কুরঙ্গের সনে,
নাচিছেনা ভাবভরে, অতি মনোহর!
বিতরি কৌতুক-সুধা আজি তোর মনে?
বুঝিতোর আঁখি-ব্যাধ ভয়েলো ললনে,
পলায়েছে দোঁহে তারা অতি দূরবনে।

৬

কেন হেন ভাবে, ধনি, আবরি বদন,
রাগভরে কেন তুমি আছলো বসিয়া?
জানিতে বাসনা কত করিতেছে মন,
বলিব কি তবলাগি দহিতেছে হিয়া।
যাচি তাই, গরবিণি, তোমার সদনে
তোষলো, তাপিত প্রাণে অমিয় বচনে।

শ্রীকুঞ্জ বিহারী সাহা।
শান্তিপুর।

অশ্রুজল।

"কিবা শোভা পায় মণি নৃপতি কুণ্ডলে;
কিবা শোভে মুক্তাহার কামিনীর গলে;
কিন্তু পরদুঃখ হেতু নয়নের জলে,
চারুতায় পরাজয় করে এ সকলে।"

১

বন্ধুতা প্রেমেতে স্নিগ্ধ হইলে অন্তর,
ভাতিলে সত্যের দীপ পরম উজ্জল,
মৃদু মধু স্মিত বটে, হয়ত অধর;
পবিত্র প্রণয় চিহ্ন কিন্তু অশ্রুজল।

২

স্মিতমুখে সদা শঠ চাতুরীর তরে,
কপটে করয়ে ঘৃণা-ভয় নিবারণ;
মৃদুল নিশ্বাস ভাল, পূর্ণ প্রেমভরে
নেত্র হতে বহে যাহে অশ্রু প্রস্রবণ।

৩

স্নিগ্ধময় দান-আশা, পরম সুন্দর,
আত্মারে সতত অতি করয়ে নির্ম্মল;
দয়ায় গলিলে কিন্তু মনুজ অন্তর,
নীহারের সম শোভে নয়নের জল।

৪

অপার জলধি-হৃদে বায়ুর সঞ্চারে
মৃত্যু ভয়ে কাঁপি যবে, হৃদয় বিকল,
পরমেশ পূজা করে গদগদ স্বরে,
কিবা শোভে অপরূপ নয়নের জল!

৫

সাহসী সৈনিক মৃত্যু করিয়া হেলন,
যশো-গরিমায় হয়ে দ্বিগুণ সবল,
রণস্থলে হতশত্রু করিলে ধারণ,
কিবা শোভে অপরূপ নয়নের জল!

৭

ভৈরব সংগ্রাম হতে ফিরি নরবর,
রক্তাক্ত শরীরে, যথা প্রিয়া মনোমত,
যায় ভেটিবারে যদি, কেমন সুন্দর
রাজে বিধুমুখী নীর-ভরে-অবনত!

৮

অতএব বন্ধুগণ! করি নিবেদন,
হৃদয়ের প্রিয় আশা করোগো সফল,
তোমাদের হতে যবে হইব বিজন,
ফেলো এ অভাগা তরে বিন্দু অশ্রুজল।

৯

অথবা, কভুবা যদি তোমাদের হতে,
ছাড়াইয়া যাই এবে কোন দূরস্থল,
ক্ষুণ্ণমনে শূন্যহিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে,
ফেলো ফেলো একবিন্দু নয়নের জল।

১০

বেঁচে যদি থাকি পুন হয় দরশন,
প্রেমপূর্ণ নেত্রবারি করিয়ে সম্বল,
তোমাদের প্রেমময় হেরিব বদন;
ফেলো ফেলো একবিন্দু নয়নের জল।

১১

প্রাণবায়ু দেহ হতে বাহিরি যখন,
চলি যাবে শূন্যপথে অবিদিত স্থল,
পড়ে রবে শুষ্ক তনু মলিন বদন,
ফেলো ফেলো একবিন্দু নয়নের জল।

১২

চাহিনা কীরতি স্তম্ভ জগজন-প্রিয়,
জীবহীন হবে যবে শরীর সমল,
যশোময় নাহি চাহি বচন অমিয়,
ফেলো ফেলো একবিন্দু নয়নের জল।

বরাহনগর
২২শে জ্যৈষ্ঠ
১২৭৮ সন

শ্রীসঃ—

গুপ্ত যন্ত্র।

কলিকাতা।

---

২৪ নং মির্জ্জাফর্শ লেন পটলডাঙ্গা।
প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

উক্ত যন্ত্রালয়ে ছাপার কর্ম্ম (উভয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা) অতি উত্তমরূপে নিয়মিত সময়ের মধ্যে এবং অল্প মূল্যে নির্ব্বাহ হয়, যাহাতে সাধারণের সুবিধা হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নও করা যায় যথা—

১। পত্রের দ্বারা সমুদায় কর্ম্মই নির্ব্বাহ হইতে পারে, স্বস্থানে বসিয়া সকলে আপন ইচ্ছামত কার্য্য পাইতে পারেন।

২। ছাপার মূল্য অতি সুলভ, আবশ্যক মত মূল্যের তালিকা দেওয়া যাইবেক।

৩। প্রুফ সংশোধন-ভার লওয়া যাইতে পারে।

৪। কাগজ উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায়।

৫। পুস্তক বান্ধানর ভারও লওয়া যায়।

৬। পুস্তক কি পত্রিকা বিলি কি বিক্রয় করার ভার ও টাকা আদায়ের ভার গ্রহণ করা যায়, এবং বিবেচনামতে আমাদিগের খরচার টাকাও উক্ত আদায় হইতে লওয়া যাইতে পারে।

অপরাপর বিষয় সকল যন্ত্রাধ্যক্ষের নিকট জানিতে পারিবেন।

শ্রী দুর্গাচরণ গুপ্ত
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্শ লেন, গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ২রা পৌষ ১৭৯৩ শক। [৩৬শ সংখ্যা।

বিভাবতী।

দ্বিতীয় ভাগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মনোরমা।

রজনী প্রায় দ্বিতীয় প্রহর, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ; পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র নির্ম্মল বাসন্তী আকাশের মধ্যস্থল হইতে বিমল কিরণ-মাল বিস্তার করিতেছেন। সমুজ্জ্বল তারকা-কুল শ্যামল গগণতলে বিচ্ছিন্ন ভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে। সমুদ্রবারি মনোহর শশী-করে মোহনরূপ ধারণ করিয়াছে। মৃদু মন্দ মলয় মারুত ছোট ছোট তরঙ্গের সহিত সাগর হৃদয়ে নাচিয়া নাচিয়া ক্রীড়া করিতেছে। চতুর্দ্দিক গম্ভীর, কেবল ঝিল্লিগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপের মধ্য হইতে প্রাণ পণে সুধাকরের গুণ গান করিতেছে, এবং নিশাচর পক্ষী-কুলের মৃদু মৃদু রব জলধীর তরঙ্গতালের সহিত মিলিত হইয়া অপরিস্ফুট স্বরে প্রকৃতিদেবীর যশো গান করিতেছে। প্রকৃতির গম্ভীর আননে কেমন একরূপ হৃদয়রঞ্জক নবীন ভাব বিরাজমান।

রক্ষীগণ ব্যতীত সুখতর রাজ-বাটীর অপর সকলেই সুশুপ্ত, কেবল বিভাবতীর ভবনের সেই পরিচিত গৃহে একখানি পা-লঙ্কের উপর মনোরমা নিদ্রা-শূন্য বসিয়া আছেন। মনে কি চিন্তার উদয় হইয়াছে, বাম করতলে কপোল বিন্যস্ত করত একটী উপাধানে ভরদিয়া অর্দ্ধ-শয়ানভাবে বসিয়া আছেন, দক্ষিণ করপল্লব নিশ্চেষ্ট ভাবে দক্ষিণ উরুর উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। নয়ন স্থির ভাবে বাতায়নের নিম্নস্থ পুষ্পবাটিকার

বিন্যস্ত। সুনীল অলক-কুন্তল দক্ষিণ অংস দেশ অতিক্রম করতঃ বঙ্কিম ভাবে বক্ষস্থলে আসিয়া বায়ুভরে বারম্বার উচ্চ কুচ-যুগল চুম্বন করিতেছে। গবাক্ষদ্বার দিয়া শশ-লাঞ্ছনের বিমল কর গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনোরমার উপর নিপতিত হইয়াছে; চন্দ্রের বিমল করে যুবতীর মুখকান্তি দ্বিগুণ-তর শোভিত হইয়াছে। বসনপ্রান্ত থাকিয়া থাকিয়া মলয় পবনে কম্পিত হইতেছে। সমুজ্জ্বল ললাটদেশে মুক্তা-মালার ন্যায় ঘর্ম্মবিন্দু আসিয়া দেখা দিয়াছে। মনোরমা নিশ্চল পুত্তলির ন্যায় বসিয়া আছেন।

পাঠক, একবার মনশ্চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, মনোরমার কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। বয়স প্রায় দ্বাবিংশ বৎসর—নিখুঁত শরীরে পূর্ণযৌবন কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে! পাঠক, এত দিনত মনোরমাকে দেখিয়া আসিতেছ, অদ্য একবার দেখ, কেমন নূতন শোভায় শোভমান; সেই সকলই আছে, তথাপি কেমন মধুর ভাব! সেই সুডৌল অষ্টমী চন্দ্রের ন্যায় কপাল, সেই আকর্ণ বিশ্রান্ত মনোহর নয়ন, সেই ঈষৎ ফুলো ফুলো টুকটুকে ওষ্ঠাধর, সেই নিটোল বুক, সকলি সেইরূপ আছে, তাহার কিছুরই ব্যত্যয় হয় নাই, তথাপি কেমন হৃদয়-রঞ্জক নবীন ভাব। উজ্জ্বল কপালে মুক্তামালার ন্যায় বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মজল শশধর-সুধার ন্যায় বিরাজমান, নয়নযুগলে অশ্রু বিন্দু নীলোৎপলস্থ নিশার নীহারের ন্যায় চল চল করিতেছে, অধর পল্লব দীর্ঘনিশ্বাসে ঘন ঘনকম্পিত ও বাষ্পসিক্ত হইয়া হিম-জড়িত সুপক্ব বিম্বের ন্যায় অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে, নিশ্বাস পবনে হৃদয় থাকিয়া থাকিয়া কম্পিত হইতেছে, উজ্জ্বল শ্যাম শরীর কাঞ্চিবর্ণ কৌমুদী-প্রভায় দ্বিগুণ সুন্দর রূপ ধারণ করিয়াছে।

ক্রমে চিন্তা গাঢ় হইয়া আসিল, মনোরমা সজ্ঞাহীন। স্বভাবের শোভা, প্রকৃতির মৃদু মৃদু হাসি, মলয় পবনের সেই বিলাস কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। নয়ন শোভাময় প্রকৃতির ক্রীড়া ভূমিরদিকে থাকিলে কি হইবে মন অন্যস্থানে। দুই একটী দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত দুই এক বিন্দু অশ্রুজল সুগোল কপোলদেশ বহিয়া উচ্চ স্তনের উপর পড়িয়া চূর্ণিত হইয়াগেল।

মনোরমার মনে কিভাবের উদয় হইয়াছে কে বলিতে পারে? মনোরমা কি প্রণয়ী, তিনিকি কোন যুবককে হৃদয়ের সহিত ভাল-বাসেন, তাঁহার প্রণয়ভাজন কি তাঁহার প্রতি অনুকূল নয়? তাহাই বা কিরূপে হইতে পারে এমন পুরুষস্বভাবা প্রগল্‌ভার কি কখন প্রণয়পরবশ হইয়া রোদন সম্ভব? তবে কি বিভাবতীর প্রণয় ভাবিতেছেন—তাহা হইলেইবা রোদন করিবেন কেন, খেলৎজীত বিজয়সিংহকেই কন্যাদানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন;—বিভাবতী অসুস্থ, না তাহাও নয় বিভাবতী এখন যদিও সম্পূর্ণ সুস্থ হন নাই তথাপি তাঁহার চলৎ-শক্তি হইয়াছে এবং চিকিৎসকও বলিয়া-ছেন আর ঔষধ সেবনের প্রয়োজন নাই। তবে কি? অপরের অন্তরের কথা কে বলিবে?

গৃহের দ্বার ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হইল একজন স্ত্রীলোক প্রবেশ করিলেন; অন্ধ-কারে কে দেখা গেলনা। স্ত্রীলোকটী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই আস্তে আস্তে কবাট বন্ধ করিয়া নিঃশব্দপদসঞ্চারে মনোরমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। মনোরমা

প্রগাঢ়চিন্তায় নিমগ্ন, আগন্তুককে দেখিতে পাইলেন না; যেমন ভাবে ছিলেন সেই ভাবেই রহিলেন, ক্রমে দুঃখাবেগ বৃদ্ধি হইল, অবিশ্রান্ত নয়নধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধ দণ্ডের পর করতল হইতে মস্তক তুলিলেন, একটী দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিলেন "উঃ, আমি ভিখারিণী!" পার্শস্থ স্ত্রীলোকটীর উপর নয়ন পতিত হইল, অতিকস্টে মনের ভাব গোপন করিয়া কহিলেন "একি, বিভাবতী, এতরাত্রে তুমি যে জাগ্রত রহিয়াছ? এমত অসুস্থ শরীরে তুমি এখান ওখান করিয়া বেড়ইতেছ কেন, পরিচারিকারা কি তোমাকে নিবারণ করে নাই?"

বিভাবতী কহিলেন "পরিচারিকারা সকলেই নিদ্রিত। একাকী থাকিয়া আমার মনটা বড় অসুস্থ হইয়াছে তাই তোমার নিকট এলাম।"

"ভাল কর নাই, ডাকিয়া পাঠাইলেই হইত। ভাল বস—"

বিভাবতী মনোরমার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'মনোরমে, আমি তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব সরল মনে উত্তর দিবে কি?"

মনোরমা বুঝিলেন বিভাবতী সমস্তই জানিতে পারিয়াছেন আর মনের ভাব গোপন থাকেনা ধীরে ধীরে বলিলেন "কেন বিভে, আজ এমন সঙ্কুচিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন; আমি কি তোমায় সকল বিষয়ে সরলভাবে উত্তর দি না?"

"না সখি, যে কথা জিজ্ঞাসা করিব তাহার সরল উত্তর না দেওয়ার সম্ভাবনা তাই বলিতেছি।"

"ভাল বল।"

"তুমিকি প্রতি রজনীই এইরূপ বসিয়া কাটাও?"

"না সখি, আজ নাকি পূর্ণিমা রজনী প্রকৃতির বড় শোভা হয়েচে তাই দেখিতেছি।" মনোরমা মনে করিলেন বিভাবতী এই কথাতেই সন্তুষ্ট হইবেন। বিভাবতী ছাড়িবার পাত্র নন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "মনোরমে, প্রতি রজনীই কি দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত কাটিয়া যায়।"

মনোরমা ধরা পড়িয়াছেন কি করেন; হৃদয় গোপন করিবার আর উপায় নাই, অধোমুখে অবাক হইয়া রহিলেন। বিভাবতী আবার বলিলেন "কৈ, উত্তর নাই যে, বলি এনয়নের জল কি নূতন?"

উত্তর নাই।

"বলি কিছু ঘটিয়াছে নাকি?"

মনোরমা আর চুপকরিয়া থাকিতে পারিলেন না বলিলেন "তাইত, বিভা বড় রসিকা হইয়াছ যে।"

'আমি ও কথা শুনিনা, বলিতে হইবে।'

মনোরমা দেখিলেন বিভাবতী যথার্থই ছাড়িবার পাত্র নহেন অগত্যা বলিলেন "না না ও কিছুনয়, মানুষের মনে কখন কিসের উদয় হয় সব কি সকলকে বলিতে আছে, আপনাপনি ভাই সকলেই পাগল।"

"তবে বলিলে না, বুঝিলাম তোমার ভালবাসা কেবল মুখের; ভাল আমি শুনিতে চাইনা—চলিলাম" বিভাবতী এই কথা বলিয়াই পর্য্যঙ্ক হইতে নামিলেন। মনোরমা বিভাবতীর হাত ধরিলেন, বলিলেন 'যাইবে কোথায়, মাথাখাও রাগ করিওনা আমি বলিতেছি।' বিভাবতী পুনরায় বসিলেন।

মনোরমা কহিলেন "নিতান্ত শুনিবে, শুন আমি যখন তোমাদের নিকট আসি,

তোমার পিতা যখন আমাকে তোমার সখী করিয়াদেন বোধ হয় তোমার মনে আছে, তখন তোমার বয়স দশ বৎসর, আমি এই তোমার কাছে ছয় বৎসর আছি। এই ছয় বৎসরই আমি এইরূপে রাত্রি যাপন করি। বিভে, তুমি আমার অবস্থা জাননা, আমার বড় শোচনীয় অবস্থা। এই ছয় বৎসরের পূর্ব্বের কথা যখন আমার মনে পড়ে তখনি আমি এইরূপ কাঁদি। কেমন এখন শুনিলে আর রাগ করিবেনাত ?"

বিভাবতীর আরও কৌতুহল বৃদ্ধি হইল কহিলেন "না আমি শুধু তোমার এ কথা শুনিতে চাইনা যার জন্য কাঁদিতেছিলে তাহার বিবরণ জানিতে চাই।"

"বিভাবতী, সে ঘটনা শুনিয়া তোমার কি ফল, তোমায় আমি দুঃখেরভাগী করিতে চাইনা।"

"তুমি চাও কি না চাও আমি তাহা শুনিতে চাইনা, আমি নিজে দুঃখের ভাগী হইতে চাই।"

মনোরমা দেখিলেন যত নিবারণ করেন বিভাবতীর ততই ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পায়, কি করেন অগত্যা বলিলেন 'বিভাবতি, নিতান্তই আমার পূর্ব্ব বিবরণ শুনিবে শুন, তোমরা আমায় পিতৃমাতৃহীন নিরূপায় শ্রেষ্ঠিকন্যা বলিয়া জান কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। আমি শ্রেষ্ঠীকন্যা বটে কিন্তু যখন এখানে আসি পিতৃ মাতৃহীন ছিলাম না, বলিতে পারি না এই ছয় বৎসরে কি হইয়াছে, আর সুখতরও আমার মাতৃভুমি নয়; ভারতবর্ষের মগধ-রাজ্য আমার জন্মস্থান। তুমি যেমন বিজয়সিংহকে ভাল বাস আমিও তেমনি একজনকে ভাল বাসিতাম, তবে তোমা হইতে এই বিশেষ, তোমার ভাল বাসার পর বিবাহের উদ্যোগ হইতেছে আমার সেরূপ না হইয়া বিবাহের পর ভাল বাসা হয়। আমার স্বামী আমায় ভালবাসিতেন কি না আমি তাহা জানি না কিন্তু আমি জানিতাম তিনি আমায় যথেষ্ট ভালবাসেন বস্তুতঃ তিনি কখন আমার সহিত সদ্ব্যবহার বই মন্দ ব্যবহার করেন নাই। সমুদ্রবাণিজ্য তাঁহার ব্যবসায় ছিল আমি তাঁহার সঙ্গের সাথী ছিলাম। এক বৎসর সুখে অতিবাহিত হইয়াগেল। পরে আমরা এই সুখতর দ্বীপে বাণিজ্যার্থে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সমুদ্রে আমাদের জাহাজ রহিল, আমরা পান্থশালায় আসিয়া বাসা লইলাম। সেইখানে দুইদিন কাটিয়াগেল তৃতীয় দিন প্রাতে শুনিলাম সুখতর দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তবাসী ফিরিঙ্গীরা জাহাজের সহিত সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্য রাত্রিতে লুঠ করিয়া লইয়াছে; কি হইবে নিরূপায়, সঙ্গে এরূপ কিছুই ছিলনা যাহাদ্বারা অপর সাগর পার হই। আমার অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করা হইল তাহাতেও জাহাজের ভাড়া কুলায়ন হইল না। মহা বিপদ, দুই দিন উপায় ভাবিতেই গেল, তৃতীয় দিবস কতক রাত্রে উঠিয়া দেখি স্বামী কোথা উঠিয়া গিয়াছেন একে সেই বিপদ তাহাতে আবার নানা ভাবনা, বড় ভয় হইতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি অপেক্ষা করিলাম স্বামী আসিলেন না দিবসের অর্দ্ধভাগ কাটিয়াগেল তথাপি আসিলেন না। পরে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম। পান্থশালার রক্ষক আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন আমি সমস্ত বলিলাম। কোথায় অনাথা বলিয়া সকলে দয়া করিবে, না কেহই সাহায্য করিল না বরং তামাসা দেখিতে লাগিল। ক্রমে

সন্ধ্যা হইল উঠিলাম, দেখিলাম স্বামী এক কপর্দ্দকও সঙ্গে লইয়া জান নাই। আবার তাঁহার পুনরাগমনের আশা বলবতী হইল। সমস্ত রাত্রি তাঁহার আশায় বসিয়া রহিলাম, কিন্তু তিনি আসিলেন না।

প্রাতঃকালে পান্থশালার রক্ষক ভাড়া আদায় করিতে আসিল, একাকিনী স্ত্রী-লোক, জোর করিয়া অর্থগুলি কাড়িয়া তাড়াইয়া দিল। কি করি মহা বিপদ—রাজ পথের পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতেছি। পথিক-দিগের যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া যাই-তেছে। তাহাদের দুর্ব্বাক্য নিবারণের কোন উপায়ই নাই। একে সেই বিপদ তাহাতে আবার অশ্লীল দুর্ব্বাক্য—একি বিভাবতী, তুমি কাঁদিতেছ?"

বিভাবতী চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন "না ওকিছুনয়—তার পর?"

"বিভে, তুমি যথার্থই দুঃখের দুঃখী তাই তোমায় এত ভালবাসি।

তারপর, একজন গম্ভীরমূর্ত্তি পুরুষ আসিয়া আমাকে শান্ত্বনা করিয়া রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন আমিও সমস্ত বিপদের কথা তাঁহাকে বলিলাম। বিভাবতী তুমি যেমন আমার দুঃখের কথা শুনিয়া কাঁদিলে তিনিও সেইরূপ কাঁদিয়া ছিলেন। সেই সদয় পুরুষই আমাকে তোমার পিতার কাছে আনিয়াদেন।" মনোরমা এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নিস্তব্ধ হইলেন। বিভাবতী চা-হিয়া দেখিলেন মনোরমা নিঃশব্দে রোদন করিতেছেন, বিভাবতী চক্ষের জল আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না। উভয়েই কাঁদিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ।

—

পোষা পাখী।

—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—

ধর্ম্ম কিসে বলি আর,
সবি দেখি স্বেচ্ছাচার।
কোঠার ভিতর চোর কুঠারী,
মনের ভিতর-কারিকুরি,
বাইরে ব্যাভার যেটা
ভিতরেতে অন্য তার।
ভিতরেতে সবি চলে
মিশ্‌তে আছে সকল দলে
তাহাতে নাইক ক্ষতি
সবি তাহার সুব্যাভার।
কখন বৈষ্ণবী লয়ে,
হরিনামটী মুখে কয়ে,
গায়েতে দিয়ে ছাপা,
ভুলিয়ে খেয়ে যত হাপা,
দেখাতেন আপনার যত ভক্তি সার॥
পাখী, বলব কি দুখের কথা
তোমায় খুলে আর।
এ পথের কাব্য কথা
শৃগালে খায় সিংহ মাথা
শুনিলে তাহার কথা
ভাবে তুমি চমৎকার।
ছিল সিংহ এক দুরন্ত অতি
উচ্চ পথে সদা গতি
শেষে তার কি দুর্গতি হইল প্রচার॥
সে যে একুল ওকুল দুকুল খেয়ে
অকুলে মিশেছে গিয়ে
যে কুলে মন মজিল আশু তার।
সে যে ধর্ম্ম বলে মত্ত হয়ে
অশ্রুজলে দেশ ভাসায়ে

খেয়েছিল পদরজ ভক্তি করে অনিবার ॥
শেষে কি এই গতি
সে পদে ঘুচিল মতি
ছি ছি ছি কি দুর্গতি হইল প্রচার।
বল দেখি পাখী এতে ভক্তি হয় বা কার।
তোরে কি বলব ওরে গোঁড়া
ভাক্ত ভণ্ড অবতার।
ছি ছি ছি ধর্ম্ম মাঝে করিলি কি অনাচার ॥
মথিয়া মন সাগরে
সুধা লয়ে যত্ন করে
তোরা না হয়েছিলি দেবরূপী অবতার?
ছিলনাক কোন রিপু সকলি গুনিত বাপু
তবে কেন কল্লি কাবু প্রেমতুফানে অবলার?
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে
দেশ হাসালি একেবারে
তোর বিধবা ভগিনী-দশা
কল্লি কিবা শুনি সার ॥
কোথা সে নেড়া দাসী
তার গলে কি দিলি ফাঁসী
সে তোরে তরেছিল দিয়ে নিজ তনুভার।
হায় হায় হায় কিবা দশা ঘটিল তাহায় ॥
সে যে ভেক ধরিল তোমার সাথে
তারে তুমি আন্‌লে পথে
শেষেকি তার দুর্দ্দশা ঘটাইলি দুরাচার!
তোদের ধর্ম্ম দেখ্‌লে ভক্তি হয় বা কার ॥
এই আমি হরিদাস
হরি ভিন্ন নাইক চাস
করেতে তুলসীমালা জপি বসে বারমাস।
এই নাও নাও শাক্ত হলাম
জপের মালা ফেলে দিলাম
এখন এই গঙ্গানেয়ে বসি খাব পাঁঠারমাস ॥

ক্রমশঃ।

নিশীথে বংশীরব।

'আহা প্রাণ জুড়াইল ছাতে এসে এসময়ে!'
সঙ্গীত শতক।

১

আহা কি মধুর ভাব ধরেছে রজনী
শোভিছে কেমন আজি তারকার দলে,
ধরেছে কেমন শোভা প্রকৃতি রমণী,
তারকা মুকুতাহার পরিয়াছে গলে।
ছাতেতে উঠিলে হায় এমন সময়
এমন কেজন যার ভুলে না হৃদয়।

২

প্রকৃতির মনোহর লাবণ্য নির্ম্মল,
জগতের সুধাময় সহাস বদন
হেরিলে, ফোটেনা কার হৃদয় কমল
নবীন আমোদে কার পোরেনাক মন।
এমন মধুর এই বিমল আকাশ
দেখিলে আনন্দ কার না হয় প্রকাশ।

৩

ভুর্‌ভুরে সুমধুর মলয় পবন
বাসিয়া মধুর বাসে এমন সুবাসে,
তাপিত সন্তাপে বল এমন কেজন
হরিতে পারেনা আজি যাহার মানসে।
এমন বিমল কান্তি, কুমুদ রঞ্জন
পারেনা কাহার বল হরিবারে মন।

৪

দুখ তাপে ক্লান্ত মন কে আছে এমন,
সংসারের তাপে যার জ্বরেছে হৃদয়,
এমন সৌন্দর্য্য আজি করি দরশন
মানসে হয় না বল সুখের উদয়।
প্রকৃতির মুখে এই হাসের সঞ্চার
দেখিয়া আনন্দ মনে হয় না কাহার।

৫

কৌমুদী মাখান এই বিমল গগণ,
ধবল কার্পাস হেন মেঘের বিলাস,

বায়ুভরে পাদপের ললিত নর্ত্তন
দেখিলে না হয় কার ভাবের প্রকাশ;
কল্পনা সুন্দরী সনে বল কার মন
হয় না আজিকে হায় আমোদে মগন?

ক্রমশঃ।

প্রেরিত পত্র।

মাতৃহীন বালকের খেদ।

(২য় ভাগ ১০ম সংখ্যা ৮০ পৃষ্ঠার পর।)

৫

প্রচণ্ড রবির তাপে হইয়া তাপিত,
'দে মা বারি' বলে কোথা হব উপনীত।
কপালের স্বেদ জল, কে আর মুছাবে বল,
'মরি মরি বড় কষ্ট পেয়েছ রে ধন'
কে আর বলিবে মোরে এ হেন বচন।

৬

আর কে জননী বিনে আমায় এমন,
ডাকিবেন বলে—'আয় আয় বাছাধন।'
আর কি তেমন করি, জননীর কণ্ঠ ধরি,
জুড়াব হৃদয় আমি, ভাবি তাই মনে,
দহিছে যে হিয়া এবে শোকের দহনে।

৭

হায় কিরে পোড়া বিধি, সেই দিন হবে,
নিরখি নিশিতে যবে কুমুদ বন্ধুবে
মা মোর তেমন করি, আমার চিবুক ধরি
বলিবেন, 'আয় চাঁদ, আয় আয় আ
চাঁদের কপালে মোর টি দিয়ে যা।'

শ্রী কুঞ্জবিহারী সাহা
শান্তিপুর পুরাতন স্কুল প্রথম শ্রেণী।

হ্রী।

১

পুরুষ নারীর লজ্জা উজ্জ্বল ভূষণ,
মানুষের মানসের সুখের কারণ।

২

আছয়ে বিবিধ সেতু বিধান ধাতার,
দুস্তর পাপের নীরে লভিতে নিস্তার,
লজ্জা-সেতু তার মাঝে সুন্দর দর্শন,
ঘুচায় মনের খেদ জুড়ায় নয়ন।
আহা অতি অপরূপ পরিপাটি রূপ,
পাপরূপ রজনীর প্রত্যূষ স্বরূপ।

৩

লজ্জা-কুসুমের হারে যদি নারীনর,
নাহি হোত সুশোভিত তবে নিরন্তর
পাপে তাপে পড়ি পুড়ে হোত ছারখার,
এ সুরম্য ধরাধাম আঁধারআধার।
পাপস্পৃহা বলবতী যবে হয় মনে,
সহসা ধর্ম্মের সেতু ইচ্ছা উল্লঙ্ঘনে,
সহজে লজ্জার সেতু লঙ্ঘিবারে নারে,
অন্তরে অদ্ভূত ভাব আসিয়া সঞ্চারে।

৪

লজ্জা আছে বলে কুল-পাবন কুমার,
উজ্জ্বল [illegible] রণী কুল পতিব্রতা আর
ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়,
সহসা তাঁদের মন নাহি তায় লয়।

৫

মনুজ মণ্ডলে যবে লজ্জা যতক্ষণ,
অধর্ম্মে বিদ্বেষ ভাব স্বভাবে তখন।
লজ্জার আশ্রয় কেহ ত্যজয়ে যখন,
প্রবলা কলুষ ঈর্ষা তাহার তখন।
পুরুষ প্রকৃতি কিবা উভয়েরি কুল,
অনুরক্ত পাপ কর্ম্মে, সাহস বিপুল।

৬

ইন্দ্রিয় জনন কিম্বা ধরম জনিন,
যাহা কিছু আছে সুখ অন্তর অধীন।
ইহার অভাবে তাহা নাহি স্থান পায়,
মন-পদ্ম রসহীন সমূলে শুকায়।
শ্রীমান মানব পুঞ্জ শ্রীহীন সমান,
অমল মধুর রূপ অতি প্রিয়মাণ।

৭

পাপে ইচ্ছা পাপালাপ নিবারণ তরে,
বিরাজেন লজ্জাদেবী ভুবন ভিতরে।
কহিতে কুকথা কিম্বা কুকার্য্য করিতে,
অভিলাষ হলে পরে অমনি ত্বরিতে
লজ্জার দোলায় দোলে মনুজের মন,
অনুষ্ঠিতে নারে আর পাপ আচরণ।

৮

প্রহরী স্বরূপ লজ্জা ধরম রাজ্যের,
সাধয়ে বিহিত হিত অবোধ নরের।
পাতক প্রবুদ্ধ নর নারীর হৃদয়ে,
লোক নিন্দা ধর্ম্ম ভয় উদ্দীপ্ত করয়ে।

৯

বিশেষ অবলা পক্ষে লজ্জাই কেবল,
কঠিন কবচ যেন হৃদয়ের বল।
মহিলা-মুখ মণ্ডলে মরি মনোহর,
ভাতয়ে লজ্জার ভাতি কেমন সুন্দর!
অবলা বালার দক্ষ বিষয় বন্ধনে
লজ্জা-অবনত মুখে বিকচ বদনে,
কিবা দৃশ্য হয় তবে সুশোভা অপার,
আঁখি ভুলে নিরখিলে সুষমা তাহার।
সুন্দর সিন্দুর কোঁটা কামিনী ভালে,
বিমল [illegible] কিবা লজ্জা অন্তরালে।

কমলের হায়্যছটা নহে তার তুল,
মলিন চম্পক কান্তি কুসুমিত ফুল।
কোথায় তাহার কাছে গোলাপগৌরব,
অতি তুচ্ছ হয় তায় চন্দন সৌরভ।
যদিও অঙ্গনা অঙ্গ ভূষিত ভূষণে,
তথাপিও প্রভা হীন লজ্জার বিহনে।

১০

ধরম বিদ্রোহী হয় বিনাশি লজ্জায়,
কুপথেতে সবাকার মন গজ ধায়;
দুর্লভ স্বর্গীয় ভাব নাহি আর রয়,
অনায়াসে শ্রেয়-পথ-পরিভ্রষ্ট হয়।
মরি! মরি! আহা! কিবা বিচিত্র রচনা,
নিবারিতে মানবের পাতক মন্ত্রণা।
ধন্য পিতা পরমেশ বলিহারি যাই,
অনন্ত করুণা তব ভাবি মনে তাই।

অনুগৃহীত
শ্রী কালীপ্রসন্ন দত্ত।
বিজুর।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আকৃতি-তত্ত্ব।—শ্রীযুক্ত বাবু বলাইচাঁদ সেন কর্ত্তৃক বিরচিত। আকৃতি দর্শনে মানসিক গুণ দোষের পরিচয় বিষয়ক প্রবন্ধ। এ পুস্তকখানি বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। এখানি পাঠ করিয়া আমরা গ্রন্থকর্ত্তার উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ৯ই পৌষ ১৭৯৩ শক। [৩৭শ সংখ্যা।

বিভাবতী।

দ্বিতীয় ভাগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

সুখতর রাজভবনের পূর্ব্বপরিচিত গৃহে, যে গৃহে পাঠক মহাশয়েরা খেলৎজীকে পারিষদবর্গের সহিত একবার উপবিষ্ট দেখিয়াছেন সেই গৃহের মধ্যে একখানি সিংহাসনে খেলৎজী উপবিষ্ট। বিজয়সিংহ দক্ষিণে, সমর বাম পার্শ্বে ও সম্মুখে তিনজন মন্ত্রী আসীন। সেনাপতি বারবল গৃহের দ্বারে একখানি কাষ্ঠাসনে বসিয়া দ্বার রক্ষা করিতেছেন।

মন্ত্রীগণ অতি মৃদুস্বরে কি বিষয় লইয়া এতক্ষণ বাদানুবাদ করিতেছিলেন এখন নিস্তব্ধ হইলেন। একজন মন্ত্রী বলিলেন 'মহারাজ আক্রমণের এই যথার্থ সময়, যুক্তিতে স্থির হইতেছে। আমরা অনেক বিবেচনা করিয়া দেখিলাম প্রবল শত্রুকে আর প্রস্তুত হইতে দেওয়া নীতিশাস্ত্রানুগত নহে।' মন্ত্রীর বাক্য শেষ হইল খেলৎজী ক্ষণকাল বিবেচনা করিয়া বলিলেন অবশ্য, সেত পূর্ব্বেই স্থির করা হইয়াছে কেবল কুমার বিজয়সিংহের অসুস্থতা বশত এত দিন আমরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারি নাই। এখন সে বাধা আর নাই কুমার সুস্থ হইয়াছেন। এখন প্রথমে তাহাদের ও আমাদের অবস্থা বিষয়ে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। দূতমুখে শুনিলাম তাহারা যেরূপ প্রস্তরের আড়ম্বর করিয়াছে তাহাতে তাহাদের পর্ব্বতে সৈন্য লইয়া যাওয়া সঙ্কট; বিশেষতঃ পর্ব্বত প্রদেশে

কামান ও হস্তিতে কোন ফলই দর্শিবে না।’

একজন মন্ত্রী বলিলেন ‘আক্রমণ কষ্ট-সাধ্য বটে; আমার বিবেচনায় পর্ব্বতের উপর উঠিতে চেষ্টা না করিয়া নিম্নে তাহাদিগকে ঘিরিয়া থাকিলে যখন আহারীয় নিঃশেষ হইবে তখন তাহারা নিজেই বশতাপন্ন হইবে।’

অপর একজন বলিলেন ‘না মহাশয় আপনি উত্তম বিবেচনা করেন নাই বহুকাল-সাধ্য আক্রমণ নীতিযুক্ত নহে। প্রথমতঃ বনভূমিতে সৈন্য নিবেশ করা আমাদের পক্ষে দুরূহ হইবে। দ্বিতীয়তঃ তাহারা সামান্য প্রস্তরের দ্বারা যুদ্ধ করিলেও অনায়াসে আমাদের অনেক সৈন্য নাশ করিতে পারে। তৃতীয়তঃ এরূপ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও যদি আমরা আক্রমণ করিয়া ঘিরিয়া রাখি তাহা হইলে তাহাদের খাদ্যের অভাব হওয়া শীঘ্র ঘটিয়া উঠিবে না। প্রথমে সঞ্চিত দ্রব্য আহার করিয়া গো মেষ ঘোটক প্রভৃতিরও মাংস আহার করিয়া থাকিতে পারিবে; তাহারা ফিরিঙ্গী, তাহাদের খাদ্যের অভাব কি। চতুর্থতঃ সমুদ্রের দিকের পর্ব্বতাংশ যেরূপ ঢালু তাহাতে আমাদের পদাতিকরাও সেদিকে যাইতে পারিবে না, সুতরাং সেদিকে জাহাজ দ্বারা আক্রমণ করিতে হইবে। কিন্তু জলযুদ্ধে ফিরিঙ্গীরা যেরূপ পটু তাহাতে তাহাদের নিকট পরাজয়ই সম্ভব। এ বিষয়ে আমার বিবেচনা এই যে কোন প্রকারে পর্ব্বতের উপর উঠিয়াই গড় আক্রমণ করা বিধেয়।’

অপর আর একজন বলিলেন ‘কোন প্রকারে পর্ব্বতে আরোহণই বা কিরূপে হইতে পারে; আমরা আরোহণ করিতে গেলে তাহারাও ত আক্রমণ করিয়া বাধা দিতে ছাড়িবে না।’

বিজয়সিংহ কহিলেন ‘যথার্থ কথা বটে, তাহারাত নিদ্রিত নাই; তবে ছদ্মবেশে পাহাড়ে উঠিয়া গড় আক্রমণ করা যাইতে পারে।’

খেলৎজী কুমারের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ কহিলেন ‘কুমার, সেটী কি ধর্ম্মসঙ্গত হইল।’

কুমার ‘ধর্ম্মযুদ্ধ কোথায়? যখন তাহারা ধর্ম্ম যুদ্ধ কখনই করে না, যখন পরদ্রব্য হরণ করাই তাহাদের ধর্ম্ম, তখন ধর্ম্ম কোথায়? বিশেষতঃ তাহারা দস্যু, রাজার উচিত যেমন করিয়া পারেন, কলে বলে কৌশলে দস্যু দমন করা উচিত।’

মন্ত্রীগণ সকলেই একবাক্য হইয়া কহিলেন ‘কুমার যথার্থ কথা বলিয়াছেন।’

গৃহের দ্বার সহসা উদ্ঘাটিত হইল সেনাপতি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একজন সুদীর্ঘ পুরুষ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার পুনরায় রুদ্ধ করিয়া দিল। বীরবল অগন্তুককে সঙ্গে লইয়া খেলৎজীর সম্মুখে আসিয়া বিনীত ভাবে ‘অধিরাজ রাঘবসিংহ উপস্থিত’ এই কথা বলিয়া পুনরায় স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। সুখতরাধিপের দৃষ্টি রাঘবের প্রতি পতিত হইল, কহিলেন ‘রাঘবজী কি করিলে?’

রাঘবসিংহ নিষ্কোশিত অসি ভূমিতে রাখিয়া প্রণতভাবে বলিল “দাস কর্ত্তৃক পরিমাণে সিদ্ধ করিয়াছে”। এই বলিয়া বস্ত্র মধ্য হইতে একখানি মানচিত্র বাহির করিয়া খেলৎজীর হস্তে দিল।

খেলৎজী মানচিত্রখানি একবার দেখিয়া বিজয়সিংহকে প্রদান করিয়া বলিলেন ‘এই লউন, ফিরিঙ্গীদের গড়ের মানচিত্র—ভাল

রাঘব বস।' রাঘব একখানি আসনে উপবেশন করিল। কুমার একমনে মানচিত্র দেখিতে লাগিলেন।

খেলৎজী কহিলেন 'রাঘবজী কিরূপে ফিরিঙ্গীদের গড়ে প্রবেশ করিলে কিরূপে ইহা কার্য্য সিদ্ধ করিলে এবং কিরূপ অবস্থা বল দেখি ?'

রাঘবসিংহ কহিল 'মহারাজ ফিরিঙ্গী-গড় প্রায় সমস্তই সংস্কৃত হইয়াছে কেবল চতুষ্পার্শ্বের প্রাচীরের একাংশ পুনর্নির্ম্মাণ মাত্র অবশিষ্ট আছে। ফিরিঙ্গীরা সেই টুকু ফুরাণ করিয়া দিতে চায়। আমি ভারতীয় স্থপতি বেশে ফিরিঙ্গী গড়ে প্রবেশ করিয়া সেইটুকু ফুরাণ করিয়া লইয়াছি। ফিরিঙ্গীরা সেস্থানটী কিরূপ করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে দেখিবার নিমিত্ত আমাকে একখানি গড়ের মানচিত্র দেয় আমি সেই খানি অবিকল অঙ্কিত করিয়া লইয়া আসিয়াছি।'

'ভাল, গড়টী কিরূপ নির্ম্মিত দেখিলে?'

'গড়ের পশ্চিমাংশে ফিরিঙ্গী-রাজার বাটী সেই বাটীর উত্তর পার্শ্বেই সৈন্যাবাস। সময় বিশেষে সৈন্যাবাসে আশ্রয় লইবার নিমিত্ত রাজবাটী হইতে একটী গুপ্ত পথ আছে। সৈন্যাবাসের পরেই পাষাণ-নির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র সোপান। সেই সোপান দিয়া একেবারে সমুদ্র তটে যাওয়া যায় যে স্থলে সোপান শেষ হইয়াছে সেই স্থানটী নিবিড় বনে পরিপূর্ণ এবং সেদিকের সমুদ্র তট এত নিবিড় বনে পূর্ণ যে নৌকা থাকিলে কোন মতে দেখা যায় না। প্রাচীর ও অট্টালিকা সমুহের উপর চারিহস্ত অন্তর কামান রাখিবার স্থান। এখন গড় সংস্কার করা হইতেছে বলিয়া চতুর্দ্দিকের প্রাচীরে কামান নাই কেবল রাজবাটীর ও সৈন্যাবাসের উপর কামান সজ্জিত আছে। গড়ের প্রাচীরের পরেই পর্ব্বতের ঢালু স্থান সকলে বড় বড় প্রস্তর সাজান আছে। রাত্রিতে গড়ের বহির্দ্দেশে প্রায় কেহই থাকে না কেবল কতকগুলি ফিরিঙ্গী প্রহরী নিযুক্ত থাকে। এখন সেই স্থানেই পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া কতকগুলি মজুর বাস করে।'

'পর্ব্বতে উঠিবার পথ কিরূপ ?'

'পথ অতি দীর্ঘ নয়, অর্দ্ধ দণ্ড কালের মধ্যে উপরে আরোহণ করা যাইতে পারে, শকট সকলও সহজে উঠিতে পারে, তবে পথের উর্দ্ধ প্রান্তে কতকগুলি প্রস্তর এরূপে সাজান আছে যে সময় বিশেষে সেই সুগম পথকেই দুর্গম করা যায়।'

'গড় আক্রমণে কি কি সুবিধা হইতে পারে ?'

'সহজে আক্রমণ করা দুরূহ, তবে কৌশলে।'

'কি কৌশল হইতে পারে ?'

'আপাতত আমি এক সহজ উপায় করিয়াছি; প্রাচীর সংস্কারার্থ কল্য আমার এক সহস্র মজুরের প্রয়োজন,—'

'বুঝিয়াছি, ভাল বিশ্রাম করগে।'

রাঘব সিংহ চলিয়াগেল; খেলৎজী সকলেরদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন 'অবস্থাত জ্ঞাত হওয়াগেল এখন কি সদ্বিবেচনা হয় ?'

মন্ত্রীগণ মানচিত্রখানি গ্রহণ করিয়া একমনে দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল বিবেচনার পর একজন বলিলেন 'গুপ্তভাবে পর্ব্বতে আরোহণ ভিন্ন আর উপায় নাই।'

খেলৎজী বীরবলকে নিকটে ডাকিলেন। বীরবল নিকটে আসিলেন। খেলৎজী কহি-

লেন 'বীরবল, ফিরিঙ্গী গড়ের বিবরণও একপ্রকার জ্ঞাত হওয়া গেল। গুপ্তভাবে পর্ব্বতে আরোহণ ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। ঐ দেখ গড়ের মানচিত্র।' সকলে একদৃষ্টে মানচিত্রের প্রতি চিত্রার্পিতের ন্যায় নিহিত দৃষ্টি হইয়া রহিলেন।

কুমার বলিলেন 'ফিরিঙ্গীদের গড় ত অত্যন্ত দৃঢ় বোধ হয় না যদিও সহসা ভেদ করা কঠিন তথাপি দুঃসাধ্য নয় আর পলাইবারত একমাত্র পথ গড়ের উত্তরাংশ; পর্ব্বতভুমি, সুড়ঙ্গ সম্ভবেনা। পুর্ব্ব পার্শ্বে যে ভুমি আছে তাহাতে সৈন্যদিগের যথেষ্ট স্থান না হউক কথঞ্চিতরূপে হইবে। এবং পুর্ব্ব হইতে ক্রমে সৈন্য চাপনা করিয়া উত্তর দিক আক্রমণ করিলেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে।'

বীরবল বলিলেন 'হাঁ।' পর্ব্বতে আরোহণ করিতে পারিলে অনেক সুবিধা আছে বটে কিন্তু আরোহণের উপায় ত সহজ নয়।'

খেলৎজী বলিলেন 'না আরোহণের উপায় আরো সহজ। রাঘবসিংহ ফিরিঙ্গীদিগের নিকট নিযুক্ত হইয়াছে কল্য এক সহস্র মজুর লইয়া তাহাদের গড়ে যাইব। এখন এক সহস্র সাহসিক যোদ্ধার প্রয়োজন, পরে সন্ধ্যার পুর্ব্বে অবশিষ্ট সেনাগণ বনমধ্যে উপস্থিত থাকিবে।'

'তবে আমাকেই কল্য প্রাতে সকলের সহিত যাইতে হইবে?'

'না তুমি গেলে উত্তর পার্শ্বের সমুদ্রতীরের গুপ্তপথ রক্ষা করিবে কে—আমিই যাইব, তুমি কোন্ কোন্ যোদ্ধা যাইবে ঠিক কর।'

কুমার বলিলেন 'না মহাশয় আপনার ফিরিঙ্গীগড়ে যাওয়া উচিত হয় না; আপনি গড় রক্ষা করুন আমি আমার সৈন্যমধ্য হইতেই এক সহস্র দক্ষ যোদ্ধা লইয়া যাই। আমি সকল সেনাপতি গুলিকেই লইয়া যাইব; আপনি বীরবলকে আমার ও আপনার সৈন্যগণের সহিত সাহায্যার্থে পরে পাঠাইবেন।'

খেলৎজী বলিলেন 'না না সেকি আপনার সৈন্যেরাই অগ্রে যাইবে, আমার সৈন্য বসিয়া থাকিবে সে কি ভাল হয়।'

'তাহাতে ক্ষতি কি আমার সৈন্যেরা অধিকাংশ বিন্ধপর্ব্বতীয় তাহারা পর্ব্বত প্রদেশে যুদ্ধ করিতে বিশেষ শিক্ষিত।'

ক্ষণকাল বাদানুবাদের পর খেলৎজী তাহাতেই সম্মতি প্রদান করিলেন। বিজয় সিংহেরই অগ্রে ছদ্ম বেশে গমন স্থিরীকৃত হইল।

ক্রমশঃ।

পোষা পাখী।

(পুর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভো জোনা কৃষ্ণ ত্যেজি শক্তি তুমি আর।
শক্তিতে মুক্তি নাইক শুধুমাত্র কষ্ট সার॥
দেখ শব সাধনে কি বাদ সাধে
গুরু কোঁপা বলি কাঁদে
দেখিয়া নানা ভঙ্গিং নানামত অবতার।
ছেড় না জপের মালা
তুলে নাও ভাই এইবেলা
পোষেতে পাবে জ্বালা
হবে কেবল কষ্ট সার॥
কৃষ্ণেতে থাকলে মতি অবশ্য হইবে গতি,

অগতির তিনি গতি
ভক্তজনের মুক্তি দ্বার।
তুমি করনাক শক্তি সেবা
কৃষ্ণ পদই কর সার॥
দেখ কৃষ্ণ নাম তরি সুখে আরোহণ করি,
অবহেলে হইতেছে সদা যত পাপী পার।
দেখনা নামের গুণে তরে গেল কত জনে,
ছিল মুচি হলো শুচি দেখে লাগে চমৎকার॥
রুহিদাস ছিল মুচি কৃষ্ণ নামে হলো শুচি,
আবার বলা হাড়ী ঐ পদেতে
হয়ে ছিল অবতার।
কেন ছাড়ী জপের মালা
মাথায় নিবে দুখের ভার॥
যাতে পাপাচারে পুণ্য হয়
কোন কাজি দুষ্য নয়,
সে পথে দিয়ে কাঁটা কেন হবে দুখে ক্ষয়।
যাতে উপাস্য দেবতা নিজে
সদা ছিলেন পাপে মজে,
সে পথে ভক্তজনের কিসে ভয়॥
ব্যভিচার সুখের তরে
ধর্ম্ম বলি ব্যাখ্যা করে
চুরী করে ননী খেয়ে
যাতে নিজে অবতার।
জুয়াচুরী ছল চাতুরী সদা যাহার আজ্ঞাকারী
কেন বল তারে ছাড়ি
এতে তুমি মজবে আর॥
দেখ মামীর সাথে পিরীত করে
দাঁড়িয়ে আছে ভক্তি ভরে
তাতে দোষ কেবা ধরে
সবি শোভা পায়ত তার।
মানুষের কিবা সাধ্য হেন কাজে হতে বাদা,
দেবতার সবিখাটে সবি তাঁদের ব্যবহার॥
কেন ছাড়ি এমন পথে হবে শক্তিদাস।
গিয়া বৃন্দাবনে গুরুসনে সুখে কর বাস॥

দেখ সুপ্রসন্ন কপাল ধন্য গণ্য সবাকার।
গিয়া গুরুরসনে সযতনে
নাম কিনিল চমৎকার॥
যার ভাগ্য বলবান তার সকলদিক সমান।
সে কে ছোট হয়ে বড় পদে
আপনি হয় আগুয়ান॥
দেখ পাপী বোলব কি তার
যার বড়তে বাসনা তার সদা সদাচার।
সেত হয়ে শুদ্র অতি ক্ষুদ্র ব্রহ্মণ্য ক'রেছে সার॥
কি বোলব তার সুখের কথা
আমি খুলে আর।
যার ঘরে লক্ষ্মী সুবিস্তীর্ণ
সকল তাতেই সুসম্পূর্ণ,
কণ্ঠেতে স্বরস্বতী সদা বিরাজমান।
কে আছে ভারত ভূমে তাহার সমান॥

ক্রমশঃ।

নিশীথে বংশীরব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৬

স্থির চারি দিক কিবা নিস্তব্ধ নিথর,
ললিত গম্ভীর কিবা স্বভাব বদন,
রজনী ধরেছে কিবা রূপ মনোহর,
হেরিলে আমোদে হয় হৃদয় মগন
চটুল চকোর কুল প্রফুল্ল অন্তর
প্রকৃতি ধরেছে বেশ কেমন সুন্দর।

৭

অঘোর ঘুমের ঘোরে হয়ে অচেতন
নিদ্রা যায় চরাচর জগত সংসার
শব্দহীন স্পন্দহীন মৃতের মতন;
জন হীন যেন আজি মেদিনী-আধার;

অথবা রজনী আজি যোগীর মতন
স্থিরভাবে হয়ে আছে যোগ-নিমগন।

৮

কেবল মলয় বাত থাকি ক্ষণে ক্ষণে
যুড়ায়ে তাপিত মন তাপিত পরাণ
কাঁপায়ে কাঁপায়ে ক্ষণে কুসুম কাননে
প্রকৃতির গুণরাশি করিতেছে গান।
কেবল মধুর রবে পল্লব নিস্বন
ক্ষণে ক্ষণে হরিতেছে ভাবুকের মন।

৯

দূরদেশে বংশীরব গড়ায়ে পবনে
খেলিয়া মধুর স্বরে সুধার লহরী
হিল্লোল হেলায় ক্রমে আসিছে শ্রবণে
মনোহর ভাবে মন লইতেছে হরি,
অমৃতের শ্রোত যেন লহরী লীলায়
তুষিছে জগত জন, তাপিত হিয়ায়।

১০

ক্ষণে মৃদু ক্ষণে উচ্চ মধুর নিস্বন
কেঁপে কেঁপে ক্ষণে ক্ষণে মন্দ বায়ুভরে
প্রতিধ্বনি রবে কিবা পুরিছে গগণ
তুষিতে মানবকুল তাপিত অন্তরে।
কল্পনা সুন্দরী সনে ভাবের উদয়,
মজিল মজিল প্রাণ, মজিল হৃদয়।

ক্রমশঃ।

প্রেরিত পত্র।

"একি ঘোর অন্ধকার,
মৃতপ্রায় ত্রিসংসার,
সকলেই অঘোরে ঘুমায়;
ঘুম শুধু চিনেনা আমায়!"

১

টিক্ টিক্ টিক্ করি,
ক্রমে ঘড়ী কাঁটা ফিরি,
দুইটার ঘরে দাঁড়াইল;
দেখ পুন চলিতে লাগিল।

২

হায়রে সময় চোর,
কে বুঝিবে মায়া তোর,
বল তব কিবা আচরণ?
হরেলয়ে যাইছ জীবন!

৩

হয়ে নিদ্রা মায়াবিনী,—
ত্রিভুবন-বিমোহিনী,—
মৃতপ্রায় করেছো সকলে;
কাল কাজ সাধি যায় চলে।

৪

এঘোর নিশীথে হায়,
সুখে সবে নিদ্রা যায়,
ভুলে সবে দিবসের জ্বালা;
আমিমাত্র হই ঝালা পালা!

৫

যেদিকে ফিরাই আঁখি,
সকলিত শূন্য দেখি,
পশুপক্ষী সবে মৃতপ্রায়
হইয়াছে নিদ্রার প্রভায়।

৬

মন মাঝে নাহি সুখ,
উথলে অনন্ত দুখ,
মনে হয় সদানন্দ ময়,
আহা! সেই শৈশব সময়।

৭

না ছিল পাপের লেশ,
নাহি ছিল কোন ক্লেশ,
সুখে সদা করেছি যাপণ;
হায় সুখ কোথায় এখন!

৮

প্রথম যৌবন কালে,
সখাগণ সহ মিলে,
আনন্দেতে কাটাতেছি কাল,
তখনও ঘটেনি জঞ্জাল।

৯

প্রেমপূর্ণ বন্ধুগণ,
প্রেমময় প্রিয়ামন,
প্রেমভরা আছিল সংসার;
হায় প্রিয়া কোথায় আমার।

১০

হায়রে বিদায় দিনে,
প্রিয়া সজল নয়নে,
কি কথাটি বলিবার তরে,
দাঁড়াইল বাতায়ন ধরে।

১১

নৃশংস আমার প্রায়,
আর না দেখি ধরায়,
না শুনিনু প্রিয়ার বচন,
নীরবে সে করিল রোদন,

১২

পরেতে প্রাণের সখা,
সহ করিলাম দেখা,
দুখ ভরে চাহিনু বিদায়;
প্রাণসখা কাঁদিল তাহায়।

১৩

হরেছি তাদের সুখ,
সে কারণে পাই দুখ,
অনুতাপ তায় সে বিফল;
পাপের তো এই প্রতিফল!

শ্রীউমাচরণ উপাধ্যায়।
ভাণ্ডপুর ষ্টেসন।

নিদ্রা।

১

পরিশ্রম ভারে, দিনে, ক্লান্ত জীবগণ,
আসিয়া তোমার পাশে লভয়ে বিরাম;
তরুর শাখায় কিম্বা কোটরে যেমন
দিবসের অবসানে বিহঙ্গম গ্রাম;
কিম্বা যত শিশুগণ, সুকুমার মতি,
মায়ের কোমল কোলে ক্রীড়ান্তে যেমতি।

২

বহু ক্লেশে জর জর অন্তর যাহার,
আঁধার সুন্দর বিশ্ব যাহার নয়নে,
ক্ষণকাল তাহাকেও যন্ত্রণার ভার
ভুলাও, চেতনা হীন করি সেইজনে;
কখন বা মায়া পাতি স্বপ্ন যোগে তায়
বিমল স্বর্গীয় সুখ, ভুঞ্জাও ধরায়।

৩

দীনের কুটীর কিম্বা ধনীর সদন
দুখের আগার কিম্বা সুখের আলয়,
জল স্থল কিম্বা বন, গহন, বিজন,
রাজার প্রাসাদ, কারাগার তমোময়,
অবনী মণ্ডলে যত স্থান আছে আর,
সর্ব্বত্রই অধিকার আছয়ে তোমার।

৪

সুবর্ণ পালঙ্কোপরি কোমল শয্যায়,
শুইয়া, যেমন সুখ পায় ধনীগণ;
তৃণের শয়নে শায়ী তরুর তলায়,
দরিদ্রে সেরূপ সুখ করি বিতরণ,
দেখাও জগতী তলে সকলি সমান,
নির্দ্ধন কুটীরবাসী কিম্বা ধনবান।

৫

উন্মত্ত বর্দ্ধন নর নিজ গরিমায়
অমর দেবের তুল্য ভাবে আপনারে,
হরিয়া চেতনা তার শিখাও তাহায়
'সে মানব, সেও আছে তব অধিকারে।
তারো হবে মৃত্যুপথে করিতে গমন,
যে মৃত্যু প্রতিকৃতি তুমি সর্ব্ব ক্ষণ।'

৬

হে নিদ্রে, প্রভূত-সুখ-বল-প্রদায়িনী,
তুমিই সকল জীবে কর বলীয়ান্,
দুর্ব্বল হইয়া যবে, শ্রান্তিবিনাশিনী,
শ্রান্তভাবে তব কাছে লয় আসি স্থান।
তুমি সদা পরিশ্রান্ত প্রকৃতির বল
পুনরুদ্দীপনে কর সর্ব্বত্র মঙ্গল।

৭

যেমতি নদীর জল হরয়ে সাগর,
পুনরায় দিতে ফিরি করিয়া নির্ম্মল,
বৃষ্টিপথে কিম্বা যথা অদৃশ্য নির্ঝর।
সেইরূপ হর তুমি শ্রান্ত-জীব-বল,
অচেতন করি তায়,—দিতে পুনর্ব্বার
চেতনার সখা—বল—বিহীন বিকার।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্য-মুকুর।

দ্বিতীয়ভাগের

প্রথম ষাণ্মাসিক-খণ্ড,

২৭ সংখ্যায় একত্রে বান্ধাই হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মূল্য।৴৫ সাত আনা এক পয়সা মাত্র।

গুপ্ত যন্ত্র।

কলিকাতা।

---

২৪ নং মির্জ্জাফর্ণ লেন পটলডাঙ্গা।

প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

উক্ত যন্ত্রালয়ে ছাপার কর্ম্ম (উভয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা) অতি উত্তমরূপে নিয়মিত সময়ের মধ্যে এবং অল্প মূল্যে নির্ব্বাহ হয়, যাহাতে সাধারণের সুবিধা হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নও করা যায় যথা—

১। পত্রের দ্বারা সমুদায় কর্ম্মই নির্ব্বাহ হইতে পারে, স্বস্থানে বসিয়া সকলে আপন ইচ্ছামত কার্য্য পাইতে পারেন।

২। ছাপার মূল্য অতি সুলভ, আবশ্যক মত মূল্যের তালিকা দেওয়া যাইবেক।

৩। প্রুফ সংশোধন ভার লওয়া যাইতে পারে।

৪। কাগজ উচিতমূল্যে সরবরাহ করা যায়।

৫। পুস্তক বান্ধানের ভারও লওয়া যায়।

৬। পুস্তক কি পত্রিকা বিলি কি বিক্রয় করার ভার ও টাকা আদায়ের ভার গ্রহণ করা যায়, এবং বিবেচনামতে আমাদিগের খরচার টাকাও উক্ত আদায় হইতে লওয়া যাইতে পারে।

অপরাপর বিষয় সকল যন্ত্রাধ্যক্ষের নিকট জানিতে পারিবেন।

শ্রী দুর্গাচরণ গুপ্ত
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্ণ লেন, গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ১৬ই পৌষ ১৭৯৩ শক। [৩৮শ সংখ্যা।

বিভাবতী।

দ্বিতীয় ভাগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সমরসিংহ।

ফিরিঙ্গীগড়-বেষ্টীত প্রাচীরের একটী অংশ ভাঙ্গিয়া পুনরায় নির্ম্মাণ করা হইতেছে। রাজমিস্ত্রিরা একমনে কার্য্য করিতেছে; তাহাদের সর্দ্দারেরা বেত্রহস্তে সকলের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। সকলেই ব্যস্তসমস্ত, হুলুস্থুল ব্যাপার; চতুর্দ্দিক হইতেই মজুরদিগের বিষম গোল উঠিতেছে। রাঘবসিংহ দুই জন ফিরিঙ্গীর সহিত আস্তে আস্তে কি পরামর্শ করিতেছে ও মজুরদিগের দিকে এক একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছে।

অর্দ্ধদণ্ড এইরূপ পরাপমর্শের পর রাঘব ফিরিঙ্গীদের বিদায় করিয়া মজুরদিগের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকাল পরে রাঘবসিংহ পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল ফিরিঙ্গীরা পুনরায় আসিতেছে, কিয়ৎ পদ অগ্রসর হইল। একজন ফিরিঙ্গী বলিল 'এখন গেলেই বা দোষ কি? চলনা কেন।'

রাঘব বলিল 'আচ্ছা আপনারা যান, আমি আমার সহকারীদের লইয়া যাইতেছি।' ফিরিঙ্গীরা চলিয়াগেল রাঘব একজন মজুরকে জিজ্ঞাসা কবিল 'হোসেন সর্দ্দার কোথায়' মজুর অঙ্গুলী সঙ্কেতে দেখাইয়া দিল। রাঘব দ্রুতপদে একজন যুবক সর্দ্দারের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। উভয়ের পরস্পর কি কথাবার্ত্তা হইল।

সর্দ্দার ও অপর একজন যুবক কর্ম্মস্থান ছাড়িয়া দুর্গের উত্তরপার্শ্ব উদ্দেশে চলিল। কিছুদূর গিয়া প্রথম দ্বিতীয়কে জিজ্ঞাসা করিল 'সমর, তুমি সেদিন যে প্রতিজ্ঞাটী করিয়াছিলে কৈ সেটীত ভাই পুরণ করিলেনা ?'

সমরসিংহ সঙ্গীর মুখের দিগে চাহিয়া কহিলেন 'কোনটী বিজয় !'

'কেন সেই সেদিন, তোমার পুর্ব্ব বিবরণ বিষয়ে।'

'ওঃ সেইকথা, তাত ভাই এখন ও ত বলিবার সময় হয় নাই।'

'সেকি, আমি সুস্থ হইলেই তুমি বলিবে বলিয়া ছিলে!'

'কৈ তুমি এখন ও ত সুস্থ হও নাই!'

'সুস্থ হই নাই! তবে আজিকার এই কঠিন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি কিরূপে ?'

সমরসিংহ হাসিতে হাসিতে বলিলেন 'মানসিক ?'

বিজয়সিংহ কহিলেন 'নাও, তোমার সকল বিষয়েই তামাসা। আজ তোমায় বলিতেই হইবে, আর ছাড়িব না।'

'ছাড় আর না ছাড় আমিত আর বলিতে অস্বীকৃত হইনাই।'

এইরূপ কথোপকথনে প্রায় দণ্ডকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। ক্রমে গড়ের জনপুর্ণস্থান সকল অতিক্রম করিয়া উভয়ে উত্তর পার্শ্বের নির্জ্জন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমরসিংহ কুমারের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া বলিলেন 'বিজয়, নিতান্ত যদি আজিই শুনিবে তবে এইস্থানটী বেশ নির্জ্জন দেখিতেছি, এইখানেই এস বসা যাক্।'

উভয়ে একটী অনতি উচ্চ তরুমূলে ছায়াময় স্থানে উপবেশন করিলেন। সমরসিংহ একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক দেখিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন 'বিজয়, আমার পুর্ব্বকথা বড় শোচনীয়, তুমি আমায় বিশ্বাসী ও সরলান্তর বলিয়া আদর কর; বস্তুতঃ আমার মত বিশ্বাসঘাতক কুটীল আর পৃথিবীতে দুইটী পাওয়া ভার। পৃথিবীতে যত পাপ আছে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ সকল আমাদ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। আমি মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক বিশ্বাসঘাতক। বিজয়, সমস্ত বলিতে সাহস হয় না, ভয় হয় পাছে সে সকল বিষয় শুনিয়া তুমি আমায় ঘৃণা কর।'

'সমর, জগতে এমন কি কোন পাপ আছে, অনুতাপ করিলেও যাহার প্রায়শ্চিত্ত হয় না ?'

'বিজয়, আমি যেরূপ গুরুতর পাপ করিয়াছি তাহার মত অনুতাপ করিনাই। এইত তোমার সহিত দিব্য রাজভোগে রহিয়াছি।'

'কেন যখন একাকী থাক তখনিত তোমায় কাঁদিতে দেখি ?'

'পাপের অনুরূপ দণ্ড চাই।'

'এত কি বড় পাপ যে, চিরকাল অনুতাপ করিয়াও প্রায়শ্চিত্ত হয় না ?'

'সমস্ত না শুনিলে বুঝিতে পারিবে না——'

'বল।'

"আমি তোমাদের কাছে সমর সিংহ কিন্তু আমার প্রকৃত নাম ধনাধিপ। আমরা বণিক। মগধ দেশে আমার পিতা মাতা বাস করিতেন। সমুদ্রবাণিজ্য তাঁহার ব্যবসায় ছিল; আমি সর্ব্বদাই সমুদ্রে সমুদ্রে

তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিতাম। ক্রমে আমার সমুদ্র যাত্রায় ও ক্রয় বিক্রয়ে এক প্রকার শিক্ষাধিকার জন্মিল। আমার বয়স যখন কুড়ি বৎসর পিতা তাঁহার সহব্যবসায়ী এক জন সুহৃদের কন্যার সহিত আমার বিবাহ দেন। আমার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াই পিতা আমার প্রতি সমস্ত ভার দিয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সেই অবধি আমি সংসারী ও ব্যবসায়ী হইলাম। আমার প্রথম সমুদ্র যাত্রাতেই প্রণয়িনী অনুগমন করিলেন। এক বৎসর কাল সাগরে সাগরে বিদেশে বিদেশে সস্ত্রীক ভ্রমণ করিলাম। বিজয়, বলিতে কি ঐ বৎসরটী যে কিরূপে কাটিয়া গেল কিছুই জানিতে পারি নাই। অনুগত প্রণয়িনীর প্রণয় সম্ভাষণ যে কত মধুর, প্রেমময় ব্যবহার যে কি পদার্থ তাহা সেই সময়েই বুঝিয়াছি।

আমি প্রণয়িনীকে ভালবাসিতাম বটে, কিন্তু সে ভালবাসা কেবল স্বার্থ আশয়ে তিনি আমায় যথেষ্ট ভালবাসিতেন সুতরাং আমাকেও ভালবাসিতে হইত, বস্তুতঃ আমার ভালবাসায় ততদূর স্বর্গীয় ভাব ছিল না।

একদিন প্রাতঃকালে আমার জাহাজ এই সুখতর দ্বীপে আসিয়া লাগিল আমরা উভয়ে জাহাজ হইতে নামিয়া পান্থশালার একটি গৃহ ভাড়া করিয়া রহিলাম। সুখতর দ্বীপে আসিয়া প্রথম দিন একপ্রকার কাজ কর্ম্মেই কাটিয়া গেল দ্বিতীয় দিবস প্রাতে পান্থশালার গৃহে বসিয়া আছি, শুনিলাম রাত্রে সমুদ্র তটে জাহাজগুলি লুঠ হইয়াছে মন বড় চঞ্চল হইল স্বয়ংই দ্রুত পদে সমুদ্র কুলের দিকে গেলাম, দেখিলাম রাজসরকারের লোকেরা আসিয়া তদারক করিতেছে। সমুদ্রতটে লুণ্ঠিতাবশিষ্ট দুই এক খানি মাত্র জলযান আছে। আমার জাহাজের বা নাবিকগণের কোন নিদর্শনই পাইলাম না। ক্ষণকাল হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। কি করি নিরুপায় দাঁড়াইয়া থাকিলেই বা কি হইবে. পান্থশালায় ফিরিয়া আসিয়া প্রণয়িনীকে সমস্ত বিবরণ বলিলাম প্রণয়িনী আমার চিত্তচাঞ্চল্য দেখিয়া আর নিজে কিছু দুঃখ প্রকাশ করিলেন না আমাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। বিজয়, বলিতে কি সে সময় যদি আমার গুণবতী রমণী সঙ্গে না থাকিতেন বোধ হয় ধনের শোকে আমার প্রাণ বিয়োগ হইত।

বিদেশ, এমন কিছুই সঙ্গে নাই যাহা-দ্বারা পাথেয় সংগ্রহ করি। প্রণয়িনী অলঙ্কারগুলি সমস্ত আমাকে অর্পণ করিয়া বিক্রয় করিতে বলিলেন; আমিও পাথেয়ের অন্য উপায় না দেখিয়া তাহা সমস্ত বিক্রয় করিলাম, তথাপি উভয়ের পাথেয়ের কুলান হইলনা। নানাবিধ ভাবনায় জড়ীভূত হইয়া দুইদিন কাটিয়া গেল তৃতীয় দিবস রজনীতে শয্যায় শয়ন করিয়া আছি ভাবনায় নিদ্রা হইতেছে না, সহসা মনে উদয় হইল 'পাথেয় নাই, যে কিছু ধন সঙ্গে আছে তাহা আর কিছুদিন বসিয়া আহার করিলেই নিঃশেষ হইবে। পরে কিরূপে জীবন ধারণ করিব কিরূপেই বা ভারতে প্রতিগমন করিব।' চিন্তায় মন বড় ব্যাকুল হইল নানা প্রকার ভাবী বিপদ ভাবনা মনে উদয় হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলাম, দেখিলাম প্রণয়িনী অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছেন। বিপদভাবনায় আমি এক প্রকার ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছি কে যেন আমাকে বারম্বার

বিভীষিকা দেখাইতেছে। আস্তে আস্তে উঠিয়া গৃহ হইতে প্রস্থান করিলাম। কোথায় যাইতেছি, কেন যাইতেছি কিছুই জানিনা।

প্রাতঃকালে সমুদ্রতীরে আসিয়া দেখিলাম একখানি মুষলমান বণিকের জাহাজ ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে আমি তাহাতে সামান্য নাবিকের পদ স্বীকার করিয়া ভারতবর্ষের কুমারিকায় গিয়া নামিলাম। সেইখান হইতে সন্ন্যাসীবেশে ক্ষিপ্তের ন্যায় তিন বৎসর ভ্রমণ করিয়া বিন্ধ্যাচলে আসিয়া উপস্থিত হই।'

বিজয় মুখ তুলিলেন; বলিলেন 'সমর তুমি যথার্থ নৃসংশের ন্যায় কার্য্য করিলেও দোষী নও ——জ্ঞানে কর নাই।'

সমরসিংহ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন 'আমি কি এখনও তোমার নিকট সমরসিংহ আছি।'

'তুমি যথার্থতঃ সমরসিংহ হও বা না হও আমার নিকট চিরকালই সমরসিংহ—ভাল সমর, এই কারণেই কি তুমি নিশীথে নির্জ্জনে ভ্রমণ কর; যে দিন আমরা বিন্ধ্য পর্ব্বতে ছাউনি করি সেদিন যে তুমি একাকী ভ্রমণ করিতেছিলে সেও কি এই কারণে।'

'কবে?'

সেইযে, যে দিন বিন্ধ্যপর্ব্বতের গুপ্তপথ সকলে চর নিযুক্ত করাগেল।'

'ওঃ, বল না কেন যেদিন তুমি বিভাবতী দর্শনে গিয়াছিলে।'

বিজয়সিংহ একটু লজ্জিত ভাবে হাসিয়া উত্তর করিলেন 'ভাল তাই বেন হইল ক্ষতি কি!'

'সে দিন রাত্রে সহসা তোমার শিবিরে গিয়া দেখি তুমি তথায় নাই পরিচারকদের জিজ্ঞাসা করিলাম তাহারাও বলিতে পারিলনা তাই তোমার অনুসন্ধানে গিয়াছিলাম।'

দূরে পদ শব্দ বোধ হইল; উভয়ে ফিরিয়া দেখিলেন রাঘবসিংহ ত্বরিত পদে সেই দিকে আসিতেছে, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাঘবসিংহ আসিয়া বলিল 'কুমার গড়ের মধ্যদেশ দেখিবেন ত আসুন।'

তিনজনে গড়ে মধ্যস্থল উদ্দেশে চলিয়া গেলেন।

ক্রমশঃ।

লীলা-কমল।

পঞ্চম স্তবক।

'We look before and after,
And pine for what is not.'

Shelly.

১

হারায়ে সকলি যাতে মধুর জীবন,
জীবনে অসুখী হয়ে ভ্রমি রে যখন,
বাসিতাম ভাল যাহা কিশোর বয়সে,
সে ধ্বনি তখন যদি শ্রবণ পরশে;

লাগে কি মধুর মরি সে ধ্বনি তখন!
চির-সুপ্ত ভাব যাতে হয় প্রবোধিত;
অজস্র ঝরিয়া বাষ্প শুষ্ক যে নয়ন,
তাহারেও করে হায় স্মিত-বিকসিত।

সুরভি কুসুম-দল করিয়া চুম্বন
মৃদুল হিল্লোলে বহে যে ধীর মারুত,
তা'র ন্যায় হরে চিত সেই গীত-স্বন,
সুখের সময়ে যাহা হয়েছিল শ্রুত;

শুকায় নিরস হয়ে কুসুম শোভন,
বহে সমীরণ কিন্তু পরিমল-ভরে;
সেরূপ অতীত হ'লে সুখের স্বপন,
স্মরণ তাহার রয় সঙ্গীত-সুস্বরে।

শ্রবণে সখার বাণি সুধার সমান,
থাকিলে থাকিতে পারে অলীকতা তায়;
হে সঙ্গীত! তোমার সে সুমধুর তান
না করি বঞ্চনা আহা হৃদয় জুড়ায়!

হে সঙ্গীত! তব ধ্বনি প্রবেশি শ্রবণে
এককালে স্মৃতিদ্বারে করে অবারিত;
যেখানে শুনিয়াছিনু যাহাদের সনে
মানস-নয়নে সবি হয় সমুদিত;

মানসের গতি দ্রুত মরিরে এমন,
নয়ন-নিমিষে করে অতিক্রম হায়
সেই সে কুটিল পথ! করিতে ভ্রমণ
কতই বৎসর মোর লাগিয়াছে যায়।

যেরূপ পথিক বহু পর্য্যটন পরে,
মানচিত্রে ক্ষণমাত্রে নিরীক্ষণ-করে,
ভ্রমেছিল দেশ যত কতই বৎসরে।

২

মানব-স্বভাব হায় মরিরে কেমন,
বর্ত্তমানে তুষ্ট তারা নহে কদাচন!
হয়ত আরোহি' ক্ষিপ্র মানস-বিমানে,
ধাইতেছে পুনরায় অতীতের পানে,
পাইছে কতই সুখ সখার কথায়,
খুঁজিলে যাহারে আর না মিলে ধরায়;
অথবা করিয়া ভর কল্পনা-পাখায়;
উড়িয়া যাইছে থাকে অপ্সরা যথায়,
আনন্দ-লহরি আর হৃদয়ে না ধরে,
আনন্দের ভরে হায় আপনা পাশরে!

৩

মানব জীবন-পথে করিয়া ভ্রমণ,
প্রান্তভাগে উপনীত হয় রে যখন,
সম্মুখে নয়ন তার হেরিবে কি আর?
কাঁটা-বন জল' দেখা সাধ বল কার?
কাজেই পশ্চাতে ফিরে সতৃষ্ণ নয়ন,
অতিক্রান্ত-পথ-সুখ করে সে স্মরণ।

"প্রথম কিশোর কাল, ছিলনা কোন জঞ্জাল,
জানি নাই ভাবনা কেমন;
যতেক বালক-মেলা, করিতাম কত খেলা,
সদা মন আনন্দে মগন।

দ্বিতীয়ে যৌবন-কাল, মরি মরি কি রসাল,
প্রেম-কুসুম-কলি ফুটিল;
হৃদয়-দয়িতা-সনে, সুধাময় আলাপনে,
মন-পিপাসা মম টুটিল।

মম এ জনম মত, সে সুখ হয়েছে হত,
শুকায়েছে হৃদে প্রেমসর,
এখন আসিয়া জরা, জীয়ন্তে করেছে মরা,
শোকানলে দহিছে অন্তর!

আগে ভাবিতাম ধরা পুষ্পোদ্যান মনোহরা,
কাচ-স্বচ্ছ-সর-বিরাজিত;
যেদিকে ফিরাব আঁখি নিরখি শ্যামল শাখী,
হবে মম চিত হরষিত।

এবে দেখি তাহা নয়, জগত কণ্টক ময়,
চারিদিকে জ্বলে দাবানল;
গরজিছে অবিরত, ভীষণ ভুজঙ্গ কত,
হইতেছি আতঙ্কে বিকল!"

৪

সুখময়ি স্মৃতি! লভি তব সমীরণ
সময়-প্রবাহে করি তরি প্রবাহিত,
হেরিতে অতীত-দৃশ্য, পরী-নিকেতন,
শ্যাম-মঞ্জু-কুঞ্জ-চারু-কুসুম-শোভিত।

সুদূরস্থ দেশ, কাল সুচির অতীত,
সেই উপহার করে তোমারে অর্পণ,
করে তাহে জগতের হৃদয় মোহিত,
নিপুণতা-বলে দেবি ! কবি শিল্পীগণ।

তুমিই বিমল-শাস্ত্র-মন্দির-রক্ষিকা,
কেবল তোমারি, দেবি ! বিনিদ্র নয়ন
চির-প্রজ্বলিত তথা রাখে দীপশিখা,
নিবাইতে নারে তারে বিস্মৃতি-পবন।

জগত-আদর্শ যাঁদের চরিত্র,
দেখালেন যাঁরা জ্ঞানের পথ,
আজিও যে তাঁরা ভুবন-বিদিত,
আরোহিয়া যশ-বিমল-রথ,

সে যে দেবি ! খালি তব মহিমা,
আজিও তাঁদের আছে গরিমা।

৫

স্মৃতির সেবনে, উপজে রে মনে
যে সুখ-লহরি হায়
বিমল সে সুখ, ধরমে বিমুখ
জনমে কখনো পায় ?

সুখেরি তপন, যবে রে গগণ
পরিহরি চ'ল' যায়,
হয়ে প্রভা-হারা, যবে আশা-তারা
শোভা নভে নাহি পায় ;

স্মৃতি-পূর্ণ-শশী আকাশে বিকাশি,
প্রকাশি কিরণ-ছটা,
করি আশাচয়, সিত-জোৎস্না-ময়,
সংহারে তিমির-ঘটা।

৬

হে স্মৃতি ! তোমারি কিবা অক্ষয় আকরে,
সদাই অনন্ত রত্ন কিরণ বিতরে !
চিন্তা ছায়াময় নিজ সুতচয় সহ,
সতত হে স্মৃতি দেবি ! তব আজ্ঞাবহ।

যখন একাকী থাকি বসিয়া বিরলে,
আনন্দ-হিল্লোলে হৃদি মরি কি উথলে,
কেবল তোমারি দেবি ! আরাধন-ফলে !
সেই সে সন্তোষে পারি বলিতে আপন,
তোমার সেবায় খালি পায় যাহা মন।
নিদাঘ-সুষমা-সম দৃশ্য মনোহর,
যাহা দেখাইয়া আশা ভুলায় অন্তর,
ক্ষণেক গগণ হ'লে বারিদে আঁধার,
শোভা মনোলোভা আর থাকে কি তাহার?
দিনমণি-কর-যোগে হিমানী যেমন,
মুহূর্ত্তেক দ্রব হয় সলিল-মতন ;
সেরূপ মানসাকাশে উঠি জ্ঞানরবি
প্রকাশ-করিলে নিজ নির্ম্মল ছবি,
কল্পনা-বিলাস মরি হিমানীর প্রায়,
সকলি একই কালে দ্রব হয়ে যায় !

৭

উপস্থিত হয় যবে অন্তিম সময়,
শঙ্কায় কম্পিত যবে হয় রে হৃদয়,
ঐহিক সুখের হেরি চিত্র সুমোহন,
নিরাশ,—নিশ্বাস ছাড়ে,—যবে মুগ্ধ মন !
ভকতবৎসল দেবি ! কিবা তুমি মরি,
নয়নে তখন তার জ্ঞানদীপ ধরি,
দেখাইয়া সুরলোক সুখের সদন,
বিষয়-পিপাসা তার কর নিবারণ ;
করি জাগরূক হৃদে সুকৃত অতীত,
দারুণ হৃৎকম্প তার কর অপনীত !

পোষা পাখী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

হায়রে জনক তব হয়েছিল যে পাগল,
জানিস না ধর্ম্ম আছে
তুইও পাবি তেম্‌নি ফল।

পালিয়া যত্ন করে, কতবড় কল্লে তোরে,
তুই কি তার হাতে হাতে
দিলিরে তার প্রতিফল॥
সে যে তার কুপিতী ভাবি মনে
তুচ্ছ করি নিজ প্রাণে,
অকালে হলো পতন
জানিস না কি কুলাঙ্গার।
জননী আজও তোর
কেঁদে কাল কর্‌ছে ভোর,
ভায়েতে মুখ ভেঙ্গায়ে
হাঁটে বলি দুরাচার॥
তুই ভাই ভগিনী সকল
ত্যেজি মৈত্রী কল্লি সার।
এতে তোর কি মিত্রতা হলো
বল্‌তো শুনি তার॥
সে যে সাহেব ভজা মস্ত গোরা
তুমি কি তায় পাবে পার।
ধরে দিবে চাবুক পাবেরে সুখ
আমি কি তার বলোব আর॥
নতুবা পাদুকা বয়ে
সেয়োরে ভাই পেছু হয়ে
করোনা উচু নজর
তবেই তোমার চিরবে বুক।
থাকোরে ভাই সারে মাতে
উঠ নাক শুন্যেতে
মাতালে কোন মতে নাই রে সুক।
যাতে একুল ওকুল দুকুল রয়
দিনান্তরে অন্ন হয়।
করো ভাই এমন কাজরে
শুদু ধর্ম্মে কিবা হয়।
ছিলে কি হলে কিবা
ভাতার বলে গত দিবা,
পূর্ব্ববল সবি গেছে একেবারে হয়ে ক্ষয়॥
দেখ পাখী, আবার এক উদিল সংশয়।
কার কাছে জিজ্ঞাসি বল
কেবা ইহার যুক্তি কয়॥
এই যে নানা জাতি ধর্ম্ম
এখন হয়েছে প্রচার।
ইহাতে জাতি ভেদ, নাই দেখি কাহার॥
দুইতে হচ্চে বিভা
সুত সুতাও হচ্চে তার।
কিবা জাতি হবে তারা
দোহাই দিয়ে কোন রাজার॥
আগে ব্রাহ্মণীর গর্ভেতে শূদ্র
উৎপাদিত যদি পুত্র
তবে সে অতি ক্ষুদ্র
হইত রে যে চণ্ডাল।
এখন যদি হয়রে তেমন
তবে হবে কি জঞ্জাল?
তবে সকল দিকত হবে কানা,
কারু নাহি ঠৌর ঠিকানা,
বিবাহেতে ঘটবে বিপদ
জল পাবেনা কোন জন।
চাঁড়ালের জল কেবা খাবে
কেবা নরক কুণ্ডে যাবে
বাপ পিতোম' খাবি খাবে
জল পাবেনা কোন জন॥
ক্রমশঃ।

প্রেরিত পত্র

সন্ধ্যা।

১

নাহিক প্রখর কর পথিক পীড়ন,
প্রকৃতি প্রকৃতি কিবা প্রশান্ত এখন।
সারাদিন দিনমণি পদ্মের মিলনে,
মকরন্দ পানে মত্ত ছিল হৃষ্ট মনে।
অবসন্ন হয়ে এবে হয়েছে বিলয়,
পান দোষ ফল হয় কালকুট ময়।

২

হৃদয় বল্লভ ধনে দেখি অস্তমিত,
সোহাগিনী সরোজিনী হলো সঙ্কুচিত।
পরপুরুষের মুখ হেরিবনা বলে,
ঢাকিল বদন ধনী পল্লব আঁচলে।
হেট মাথে প্রিয়নাথে ভাবিছে সতত,
পতিরতা রমণীর এই পতি-ব্রত।

৩

নিশা জাগি পত্নীপ্রেম ভুঞ্জিবার তরে,
নিশাকর ছিল গুপ্ত দিবাকর করে।
গুপ্তোত্থিত হয়ে ঐ চাঁরুষ অন্তরে,
রূপসী প্রেয়সী রামা আলিঙ্গন করে।
পদ্মিনীর দুখে সুখে হাসে কুমুদিনী,
পরসুখ নাহি বাসে কুটিল কামিনী।

৪

চটুল চকোরগণ পাখা বিস্তারিয়ে,
চান্দ্রমসি সুধা খায় সুধীর হইয়ে।
আমরি কি গগণের কমনীয় শোভা,
হরে লয় মন প্রাণ অতি মনোলোভা।
ভাবরসে ভাবুকের ভিজায় অন্তর,
নব ভাবে পুরে যায় মানস কন্দর।

৫

ভুলাতে জগতা মন প্রকৃতি সুন্দরী,
যামিনী কন্যারদেয় বেশ ভূষা করি।
একে একে বাছি বাছি তারা রূপ মতি,
চিকন চিকুরচয় সাজাইছে সতি!
উচু নিচু করে সব রাখে থরে থরে,
শিথায় মাতায় প্রেম তনয়া উপরে।

৬

ধর্ম্মপরায়ণ জন বসিয়ে বিজনে,
চিন্তেন উপাস্য দেবে প্রফুল্ল বদনে।
অভিষ্ট সিদ্ধির হেতু করেন পার্থনা,
"পুরাও পুরাও নাথ দীনের কামনা।"
পরমার্থ রস তাঁর মনোমাঝে জাগে,
এমন সুরমা কালে এই ভাব লাগে।

শ্রী কালীপ্রসন্ন দত্ত।

গুপ্ত যন্ত্র।

কলিকাতা।

---

২৪ নং মির্জ্জাফর্শ লেন পটলডাঙ্গা।
প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

উক্ত যন্ত্রালয়ে ছাপার কর্ম্ম (উভয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা) অতি উত্তমরূপে নিয়মিত সময়ের মধ্যে এবং অল্প মূল্যে নির্ব্বাহ হয়, যাহাতে সাধারণের সুবিধা হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নও করা যায় যথা—

১। পত্রের দ্বারা সমুদায় কর্ম্মই নির্ব্বাহ হইতে পারে, স্বস্থানে বসিয়া সকলে আপন ইচ্ছামত কার্য্য পাইতে পারেন।

২। ছাপার মূল্য অতি সুলভ, আবশ্যক মত মূল্যের তালিকা দেওয়া যাইবেক।

৩। প্রুফ সংশোধন-ভার লওয়া যাইতে পারে।

৪। কাগজ উচিতমূল্যে সরবরাহ করা যায়।

৫। পুস্তক বান্ধানর ভারও লওয়া যায়।

৬। পুস্তক কি পত্রিকা বিলি কি বিক্রয় করার ভার ও টাকা আদায়ের ভার গ্রহণ করা যায়, এবং বিবেচনামতে আমাদিগের খরচার টাকাও উক্ত আদায় হইতে লওয়া যাইতে পারে।

অপরাপর বিষয় সকল যন্ত্রাধ্যক্ষের নিকট জানিতে পারিবেন।

শ্রী দুর্গাচরণ গুপ্ত
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্শ লেন, গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ২৩শে পৌষ ১৭৯৩ শক। [৩৭শ সংখ্যা।

পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপাবলে এবং সাধুদিগের অনুগ্রহে আমাদিগের এই অসচ্ছ সামান্য মুকুরখানি দ্বাদশ রাশি-বিশিষ্ট সমস্ত বর্ষটীকে অতিক্রম করিয়া অতি হর্ষের সহিত অদ্য এই দ্বিতীয় বৎসরে পরিণত হইল।

আমরা যখন ইহার সৃষ্টি করি তখন মনে করিয়াছিলাম যে ইহাতে কত শত বিকৃত ভঙ্গিই প্রতিবিম্বিত হইবে। কিন্তু ভগবানের কৃপায় আমাদিগের সেরূপ বিভৎস দর্শন ভোগ করিতে হয় নাই, বরং তদ্বিপরীতে শুভ দর্শনই উপভোগ হইয়াছে। আমরা এই সামান্য মুকুর-খানিতে অনেকেরই প্রসন্ন বদন দর্শন করিয়াছি, অনেকেই ইহাকে অতি সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন।

আমরা প্রথমত ইহাকে ক্রীড়াচ্ছলেই সৃজন করি, পরে যখন দেখিলাম লোকে ইহাতে বিশেষমতে অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন তখন ইহার স্থায়িত্বের বিষয়ে যত্নবান হইয়া কার্য্য ব্যাপারে পরিগণিত করিয়া লই।

হে পাঠক পাঠিকাবর্গ, তোমরা আমাদি-গের এই মলিন মুকুরখানিকে এতদিন যেরূপ মার্জ্জিত করিয়া ব্যবহার করিয়াছ এখনও সেইরূপ নিজগুণে মার্জ্জিত করিয়া দর্শন কর।

হে সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বেশ্বর তুমি আমা-দিগের প্রতি কৃপাকর হইয়া এই ক্ষণভঙ্গুর মুকুরখানিকে বর প্রদান কর, এখানি যেন সর্ব্বতোভাবে প্রকারে দৃঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সামান্য আঘাতে চুর্ণীত হইয়া জনসমাজে যেন কোনমতে ঘৃণীত না হয়। আমরা যেন বর্ষে বর্ষে পরম হর্ষে তোমার অনন্ত-নামের স্মরণ করিয়া ইহার বর্ষ বৃদ্ধির উৎসব সংসাধন করি।

মলিন মুকুরখানি করিয়ে মার্জ্জন।
দেখ দেখ দেখ সাধু আপন বদন॥
যদি মনোমত নাহি হয় দরশন।
অবশ্য করিবে তুমি দূরেতে ক্ষেপণ॥

সাধুর সুযশ গাণ গুণের কীর্ত্তণ।
খলের কুটিল ভাব অযশ রটন॥
বিদ্যার গরিমা এতে মিত্রের বাখান।
চতুরের চতুরতা বিপুল সন্ধান॥
লইবে আপনা হতে ওহে সাধুগণ।
যে ভাবে যে ভাব গাঁথা করি নির্ব্বাচন॥

আয়রে মুকুর আয় যতনের ধন।
জনম তিথীর করি সাধেতে পূজন॥
হইল বৎসর গত জনম তোমার।
করি নাই কোনমতে স্নেহ ব্যবহার॥
বাঁচিবে কি না বাঁচিবে ভাবিয়া তখন।
করি নাই কোনমত কিছু আয়োজন॥
জনমি তোমার পরে কত শত জন।
হইল কালের বশে অমনি পতন॥
কেহবা সুতিকাগারে কেহ তার পর।
এইমত ভাবে তারা হইল অন্তর॥
তাইরে মনেতে ভয় পাইয়ে সদায়।
ভাবিয়াছি কিসে বাছা রহিবে বজায়॥
কত অরি ছল করি পাতিয়াছে ফাঁদ।
করিবে তোমায় বলি সমূলে নিপাত॥
মৃদু মৃদু ভাব তব ক্ষীণ কলেবর।
রহেছিলে এত দিন হইয়ে কাতর॥
ঘটিল সকল ঘরে মড়ঞ্চের ভাব।
তাই ভাবি ভাবি তব ঘটিল সে ভাব॥
মরিল মর্ম্মার যাহা বাঁচিল কতক।
তুমিও তাদের সহ নহেরে পৃ ক॥
কত "গুয়ে বাব্‌লা" দিনু তোমার গলায়।
কত মাথা কুটিলাম ঠাকুর তলায়॥
কত কাচ কাচাইয়ে পরাই কাজল।
বালসার ভয়ে গায় নাহি দিই জল॥
এইমত ভয়ে ভয়ে দিন করে গত।
হইলেরে বাছাধন বর্ষে পরিণত॥
এসোরে সাধের ধন এখন সাজাই।
উত্তরিল বর্ষ তব আর ভয় নাই॥
বেঁচেথাক থাক বাছা হউক বর্দ্ধণ।
সন্তোষ সহিত কর সদা বিচরণ॥

বিভাবতী।

দ্বিতীয় ভাগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ফিরিঙ্গী বিজয়।

রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড হইয়াছে; ফিরিঙ্গী গড়ের দ্বার রুদ্ধ আছে সকল দিকই নিস্তব্ধ, পর্ব্বত যেন জনহীন। গগণের পশ্চিম প্রান্তে বাল শশী নিজ ক্ষমতানুযায়ী অল্প অল্প কিরণ বিতরণ করিতেছেন। বিমল আকাশ মণ্ডলে উজ্জল তারকা রাজি হাসিতেছে। ত্রিলোচনের বীরত্বের চিহ্ন স্বরূপ পৃথু ছায়াপথ শূন্যমার্গের অবলম্বন খিলানের ন্যায় শোভা পাইতেছে। মলয় মারুতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপগুলি দুলিতেছে। গড়ের মধ্য হইতে অল্প অল্প অপরিস্ফুট লোক-কোলাহল শোনা যাইতেছে। গড়ের বহির্ভাগের কুটীর গুলির মধ্য হইতে অনুজ্জ্বল দীপালক বহিস্থ বৃক্ষ সকলের নবীন পল্লবে আসিয়া লাগিয়াছে। ফিরিঙ্গী প্রহরী গণ গড়ের প্রাচীরের পার্শ্বে পাদ চারণ করিতেছে।

ক্রমে শশধর অস্তমিত হইলেন, চতুর্দ্দিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। একটী ক্ষুদ্র ঝোপের অন্তরালে সহসা অস্ত্র ঝঞ্ঝণার শব্দ হইল; একজন প্রহরী সন্দিহান হইয়া যেমন দেখিতে যাইবে অমনি পশ্চাতে বৃক্ষান্তরাল হইতে একটী সুদীর্ঘ বর্শা আসিয়া তাহার পৃষ্ঠ দেশ হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত গ্রথিত হইয়া গেল। প্রহরী চিৎকার করিয়া ভূতলে পতিত হইল। ক্ষণকাল মধ্যেই প্রহরীদিগের মধ্যে বিষম গোল উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিক হইতে অস্ত্র বর্ষণ হইতেছে, কে করিতেছে কোথা হইতে হইতেছে নিরূপণ নাই। প্রহরীরা ভয়ে পালাইতে লাগিল, কেহ কেহবা পথেই অস্ত্রাঘাতে পতিত হইতে লাগিল।

গড়ের দ্বারের নিকট একজন সুসজ্জিত পুরুষ আসিয়া দাঁড়াইলেন। যোদ্ধৃ পুরুষ একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রচণ্ড বেগে একটী তুরী ধ্বনি করিলেন। তুরিরব গড়ের মধ্যে প্রতিঘাত হইয়া দ্বিগুণিত বেগে আকাশ মণ্ডলে উঠিয়া গেল; চতুর্দ্দিক হইতে সশস্ত্র সৈনিকগণ "হর হর" শব্দে আসিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। পর্ব্বতের নিম্নদেশে একটী ভেরীরবের সহিত একটী তোপ হইয়া গেল। তোপের শব্দ গুহা মুখে প্রতি ধ্বনিত হইয়া দক্ষিণ মারুতের সহিত গড়াইতে গড়াইতে ফিরিঙ্গী গড়ে প্রবেশ করিল। গড়ের মধ্যে মহা গোল হইতে লাগিল; বারম্বার তুরী ধ্বনি, রণবাদ্য, কামানের শব্দে গড় কাঁপিতে লাগিল। গড়ের উচ্চ স্থান সকলে ঘোর রবে তোপধ্বনি হইতে লাগিল।

গড়ের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান সৈনিক ঘোর রবে পুনরায় একবার ভেরীরব করিলেন। সহসা দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে এক দল ফিরিঙ্গী সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্ধকারের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অর্দ্ধ দণ্ড কাল এইরূপ যুদ্ধের পর গড়াক্রমণকারীরা একটু পশ্চাতে হটিয়া আসিল। নিম্নস্থ সৈন্যগণ কোলাহলের সহিত পর্ব্বত শিখরে উঠিয়া ঝটিতি শ্রেণীবদ্ধ হইয়াগেল। নবাগত সৈন্যরা পর্ব্বতে উঠিয়াই ফিরিঙ্গীদেরদিকে কামান চালাইতে লাগিল। ফিরিঙ্গীরা গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল। আক্রমণকারী সেনাপতি বাম হস্তে ভেরী লইয়া পুনরায় বাজাইলেন সৈন্যগণ "কুমার বিজয়সিংহের জয়" বলিয়া দুই দলে মিশিয়া গেল। একজন সম্ভ্রান্ত সৈনিক আসিয়া সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করিল "কুমার আর বিলম্ব কেন!"

"কিছুই বিলম্ব নাই, তোমাদের সকলেই উপস্থিত ত?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"তবে কুটীর গুলি জ্বালাইয়া দাও।"

অবিলম্বে চতুর্দ্দিকের কুটীরগুলিতে অগ্নি সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইল। অগ্নি শিখা গগণ স্পর্শ করিতে লাগিল। এই প্রজ্জ্বলিত আলোকে গড়ের সকল দিক দেখা যাইতে লাগিল। কুমার বিজয় সিংহ গড়ের দ্বারদেশ, সমরসিংহ দক্ষিণ পার্শ্ব এবং রাঘব সিংহ বাম পার্শ্ব যুগপৎ আক্রমণ করিলেন, নবাগত সেনাপতি শিখরে উঠিবার পথ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে গড়ের ভিতর ফিরিঙ্গীরা খেলৎজীর অতর্কিত আক্রমণে সকলেই শশব্যস্ত! যাহারা গুপ্তদ্বার দিয়া যুদ্ধার্থে বাহিরে আসিয়াছিল তাহারা অধিক সৈন্য দেখিয়া পুনরায় গড়ের মধ্যে ফিরিয়া

আসিয়াছে। সঙ্কেত স্তম্ভের উপর হইতে পর্টুগীজ অধ্যক্ষ বিপক্ষ বল অবলোকন করিতেছেন ও বারম্বার ভেরীরবে নিজ সৈন্যদিগকে সঙ্কেত করিতেছেন। সৈন্যগণ প্রাচীরের উপরে শূন্য স্থান সকলে কামান বসাইতেছে। ক্ষণ কালের মধ্যে সমস্ত কামান রীতিমত বসান হইল সৈন্যগণ ক্রমাগত গোলা চালাইতে লাগিল। ফিরিঙ্গী সেনাপতি স্থানে স্থানে গোলন্দাজ সৈন্য নিযুক্ত করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

দণ্ডকালের মধ্যে রণস্থল ভীষণরূপ ধারণ করিল। অনবরত অগ্নিবর্ণ কামানের গোলা চতুর্দ্দিকে ছুটিতে লাগিল। একেবারে সহস্র সহস্র গোলার পতনে সৈন্যকুল বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল। বিজয় দেখিলেন এরূপ আক্রমণ দ্বারা কোন ফলই হইতেছে-না, সমরসিংহকে দ্বারদেশে নিযুক্ত করিয়া কিঞ্চিৎ ছুটিয়াগেলেন ও পুনরায় দ্বিগুণ বেগে দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বের প্রাচীর আক্রমণ করিলেন। কুমার নিজ গোলন্দাজকে দুইভাগ করিয়াদিলেন ও পর্য্যায়-ক্রমে গোলা নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন। প্রথম দল গোলা মারিয়া ছুটিয়াগেল, অমনি সেই অবকাশে দ্বিতীয় দল অগ্রসর হইয়া গোলাবৃষ্টি করিয়া পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। এই উপায়ে পূর্ব্বে কামানে গোলা ও বারুদ দিতে যে সময় বৃথা নষ্ট হইতেছিল তাহা রক্ষিত হইল। দক্ষিণ পার্শ্বের প্রাচীরস্থ ফিরিঙ্গী সৈন্য এইরূপ উপর্য্যুপরি গোলার আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিল। এই অবকাশে বিজয়সিংহ সসৈন্যে প্রাচীরে সিঁড়ি লাগাইয়া উঠিতে লাগিলেন। এতক্ষণ ফিরিঙ্গী সেনাপতি এস্থানে ছিল না, সহসা আসিয়া এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া নিজ সৈন্যগণকে পুনরায় উত্তেজিত করিয়া দিল। ফিরিঙ্গীরা পুনরায় একত্রিত হইয়া অস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিল; কেহ কেহ বা সিঁড়িগুলি ঠেলিয়া নিম্নে ফিলিয়া দিতে লাগিল। বিজয়সিংহের চেষ্টা বিফল হইল; সৈন্যগণ হতাহত হইয়া নিম্নে আসিয়া পড়িতে লাগিল। কুমার প্রাচীরে উঠিতে নিবৃত্ত হইয়া নিম্ন হইতেই পুনরায় আক্রমণ করিলেন।

ফিরিঙ্গী অধিপতি দেখিল আর অধিক কাল গড়ের মধ্যে থাকা শ্রেয় নয়; একজন সেনাপতিকে গড়ের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া আক্রমণ করিতে আজ্ঞা করিল। পর্টুগীজ সেনাপতি দ্বার উদ্ঘাটিত করিবা মাত্র সমর সিংহের সহিত ফিরিঙ্গীদের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সমর সিংহের প্রবল আক্রমণে ফিরিঙ্গীরা আর দ্বারদেশ অতিক্রম করিতে পারিল না। হিন্দু সেনাগণ প্রচণ্ড বেগে গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।

এ দিকে পর্ব্বতে উঠিবার পথে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত। পর্ব্বতের অপরাপর শৃঙ্গবাসী পর্টুগীজেরা সঙ্কেত স্তম্ভে গড়ের বিপদসূচক চিহ্ন দেখিয়া সশস্ত্রে আসিতেছিল, গড়ের পথরক্ষক হিন্দু সেনাপতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। নিষ্কোষিত অসি ও চন্দ্রহাস বারম্বার উত্থিত হইয়াছে ও সবলে সৈন্য শিরে নিপতিত হইতেছে। দূরস্থিত প্রজ্জ্বলীত কুটীর সকলের অল্প অল্প আলোকে শাণিত অস্ত্র সকল হইতে বিদ্যুদ্দাম প্রকাশিত হইতেছে। বজ্রনিনাদের ন্যায় হুহু-

ঙ্কার রব পর্ব্বত গহ্বর সকল প'র পূরিত করিতেছে।

ক্রমশঃ

লীলা-কমল।

ষষ্ঠ স্তবক।

"O hateful error, melancholy's child,
Why dost thou show to the apt thoughts of men
The things that are not?"
Julius Caesar.

"Frailty, thy name is woman!"
Hamlet,

১

কতবার লয়ে তরি সংসার-সাগরে,
বাণিজ্য-আশয়ে হায় হইনু বাহির,
নাজানি এমনি দোষ অদৃষ্ট কি ধরে,
একবারো তরি নাহি পরশিল তীর!
ক্ষণেক বিলম্বে তরি লাগিবেক ঘাটে,
করিব কতই লাভ গিয়া ভব-হাটে,

২

ভাবি' হরষিত চিত হয় রে যখন,
কোথা থেকে আসি' হায় ঝটিকা ভীষণ,
আবর্ত্ত মাঝারে মোর ক্ষিপ্রিয়া তরণি,
বিফল সকল শ্রম করেরে অমনি!
ভাগ্য-চক্র-অধস্তলে পড়েছি যখন,
আর কি বিপদে মোর ভয় পায় মন?
জানা আছে সেই চক্র ঘোরে অনুক্ষণ,
কাজেই ক্রমিক আমি উঠিব এখন;
কিন্তু করিয়াছি যেই তিক্ত আস্বাদন,
ভুলিব না,—ভুলিব না থাকিতে জীবন।

৩

অশুভদায়িনি ভ্রান্তি! তোমার সমান
পিশাচি! জগতে আর কে আছে ঘৃণিত?
তুমিই অসত্যে করি' দাও সত্য জ্ঞান,
মায়াবিনি! মায়াপাশে করিয়া জড়িত;
ভ্রান্তি! সুপ্রসব তব ঘটে না কখন
কর তুমি জননীর জীবিতে সংশয়;
কুলীরক-গর্ভ যথা মরণ কারণ,
তেমনি জনম তব জেনেছি নিশ্চয়;
অথবা যেরূপ "গণ্ডে" প্রসূত সন্তান,
সংহারে জনক কিম্বা জননীর প্রাণ।

৪

হিমময় দুঃখবাতে শীতার্ত্ত হইয়া,
মিত্রতার উষ্ণ তাপে লইনু আশ্রয়,
কোথা হতে কপটত'-পয়োদ আসিয়া,
ক্ষণিকের সুখ মোর করিলেক ক্ষয়
বরষিল ধারা, কেপে তনু সারা,
ঘটিল কি দায় হায়!
শুনিয়া শ্রবণ, অশনি গর্জ্জন,
বধির হইল তায়!

৫

পদে পদে হায় আমি হয়েছি বঞ্চিত,
জেনেছি ভাগ্যের আমি গোলা খেলিবার
কেহই আমার নাই করিবারে হিত,
তামাসা সবাই দেখে বিপদে আমার!

সন্তাপ তাপিত হৃদি যুড়া'বার তরে,
প্রণয়-তরুর তলে করিনু শয়ন;
জানি না ভুজঙ্গ থাকে তাহার কোটরে,
মর্ম্মস্থানে করিবেক আসিয়া দংশন।

জানি নাই,—জানিব বা কেমনে তখন?
কৃত্রিম বিহঙ্গ-সম মহিলা হৃদয়,
কোন্‌দিকে কোন্ কালে বহে সমীরণ
জানিতে টাঙ্গায় যাহা নাবিক নিচয়।

৬

ধীরে ধীরে মৃদুস্বনে বহে যে তটিনী,
পথ মাঝে গতিরোধ হইলে তাহার,
ছাড়িয়া সুধীর ভাব হয়ে কল্লোলিনী,
ধরে সে যেমন তদা ভীষণ আকার,
সেরূপ প্রণয়ভঙ্গ হইলে হৃদয়,
নিতান্ত একই কালে আকুলিত হয়।

ক্রমশঃ।

পোষা পাখী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কেন ভাই খৃষ্ট ভজে মিছে কিনবে অপযশ,
থাক থাক সারে মাতে বসে পাবে নানা রস।
দেখ পৌষমাসেতে নূতন গুড়ে।
পিঠে খাবে উদর পূরে॥
মাঘেতে পাবে ভুজা
স্বরসতীর হবে পূজা
আবার কলায়ে বেগুণ দিয়ে
সুখে খাবে পান্তাভাত।
তাইতে বলি হিন্দুয়ানি
কোরো না নিপাত॥
ফাগুনে দোলের খেলা
ফুট কলায়ের হবে মেলা
আবার আবিরে রাঙ্গায়ে অঙ্গ
শোভা হবে মনোহর।
তাইতে বলি হিন্দুয়ানি
কোরো না অন্তর॥
চৈত্রেও নয়ক ফাঁক
চড়কে বাজিবে ঢাক।
খাবে সুখে জবের ছাতু
সবে দেখে হবে তাক॥
বৈশাখের কব কিবা
নানা মতে সুখের সেবা
জ্যৈষ্ঠেতে ষষ্টিবাটা
শশুর বাড়ীর সমাদর।
তাই বলি ভাই হিন্দুয়ানি
কোরো না অন্তর॥
আবার স্নান দেখিতে মাহেশে গিয়ে।
আসবে কত দ্রব্য নিয়ে॥
আষাঢ়ে রথের ঘটা
কিবা কব তাহার ছটা
আবার শ্রাবণে ঝুলান হবে
কত মত সুখ ভোগ।
কেন হিন্দুয়ানি ছাড়ি মিছে
ভুগবে গিয়ে কর্ম্মভোগ॥
যাতে নাইক কোন সুখ
দিবা নিশি পাবে দুখ
কেন তায় ব্যস্ত হয়ে
আপনি হও আগুয়ান।
হয়োনা হয়োনা ভাই
তুমিরে খৃস্টান॥
তাতে এখন নাইক সুখ
ফেটে যাবে দুখে বুক
কেঁদে কেঁদে দিবা নিশি
মর্ম্মে হয়ে জ্বালাতন।
তাই বলিরে হিন্দুয়ানি
কোরো না ছেদন॥
ভাদ্রেতে নন্দোৎসবে
কত সুখ যে মনে হবে
আবার অরন্ধনে কচুর শাকে
তৃপ্ত হবে তোমার মন।
থাক থাক এই পথেরে দিয়া দৃঢ়মন॥
আবার আশ্বিনেতে দশভুজা
পূজা কালে কত মজা
কিবা রাজা কিবা প্রজা
সবে সুখী হয় সমান।

কেন বল হিন্দুয়ানির
নাশিছ সম্মান॥
বার মাসে তের পর্ব্ব
কেন নাশ তার গর্ব্ব
দেখ কত ভালি গাথা
পূজা হবে ইহার পর।
বল দেখি ভাইরে তাতে
কত সুখ হয় নানা মতে
তাইতে বলি হিঁদুয়ানি করনা অন্তর॥
বাজনার শব্দে পুরি
কত হয়রে শোভাময়।
কেন তারে সমূলে তুমি করিবেরে ক্ষয়!
কত মত উপভোগ
নানা মতে সুখযোগ
কেন ছাড়ি অকারণে
দুখে গিয়ে হবে লয়।
রাখ রাখ হিন্দুয়ানির যত ধর্ম্মচয়॥
খৃষ্টানেতে কি সুখ আছে
জিজ্ঞাসহ তাদের কাছে
যারা এখন মচ্চে কেঁদে
ভাবি আপন পূর্ব্ব ভাব।
কেন বল হিন্দুয়ানির
করিবে অভাব॥
যদি বিবি লতে ইচ্ছা হয়
শুন তাহার গুণচয়
সেচ্ছাচারী নারী লয়ে
হবে তব প্রাণটী শেষ।
কেন কেন হিন্দু প্রতি
করিছ বিদ্বেষ॥
ওরে ডাইবর্স যাদের আছে
সুখ পাবে কি তাদের কাছে
সে তোমার মরণেতে
নাহি কর্ব্বে অশ্রুপাত।
তাই বলিরে হিন্দুয়ানি
কোরো না নিপাত॥
দেখ যত হিন্দু নারী
পতিব্রতা ধর্ম্মাচারী
থাকে হয়ে আজ্ঞাকারী
করে কত সত্যাচার।
তাইতে বলি হিন্দুয়ানি
ছেড় নাক আর॥
দেখহ সাবিত্রী সতী
বাঁচাইতে নিজ পতি
গিয়াছিল যমের বাড়ী
সঙ্গ সাথী হয়ে তার।
কেন বল হিন্দুয়ানি
ছাড়িবেরে আর॥
ভাব দেখ গুণমণি
ওদের জেতে কোনরমণী
হয়েছিল মরণ কালে
স্বামী সহ আগুসার।
দেখ আগে হিন্দু মেয়ে
স্বামী সহ আগুণ খেয়ে
যেতো কত হৃষ্ট হয়ে
তেমন কি কেউ হবে আর।
দেখ বিষ্ণুপদতলে
লক্ষ্মী সতী ব'স জলে
করিছে প্রফুল্ল মনে
পদ সেবা অনিবার॥
দেবতা ভাবিয়া মনে
পতি পোজে সযতনে
মনেতে নাইক কিছু অন্য ভাব।
সেই কারণে মৃত্যু গতি ইহাদের স্বভাব॥
তাইতে বলি কোন মতে ছেড়না এপথ।
এপথে মত থাকিলে
পূর্ব্বে তোমার মনোরথ॥
ঘোড়া চড়া রাঙা মেয়ে কল্লে পরিণয়।
ভাবচ এখন মনে,হবে অতি সুখোদয়॥

জাননা উপর ভাল ভিতরে তার সবি কাল
পেয়ে তারা জ্ঞানের আলো
হইয়াছে চমৎকার।
তাই বলিরে সে মন তুমি করোনাক আর॥
বাপ পিতম' যে পথ ধরে,
গেছে জনম কাবার করে,
কেন তারে ঘৃণা করে,
অন্য পথ ধরিবে আর॥

ক্রমশঃ।

প্রেরিত পত্র।

প্রশ্নোত্তর।

সুখময় মহীতলে বল কোন জন
সদাই দুঃখিত, সুখী নহেক কখন?

যাহার হৃদয়ে নাহি সুখদ সন্তোষ
পরিতুষ্ট নহে কভু যাহার মানস
যশ, মান, পদ কিম্বা ধন উপচয়
কদাপি তুষিতে নারে যাহার হৃদয়।

সুখময় মহীতলে বল কোনজন
সদাই দুঃখিত সুখী নহেক কখন?

ঈর্ষাকষায়িত সদা যাহার নয়ন
পরদ্বেষ, পরগ্লানি করয়ে যে জন
পর সমুন্নতি যার শূল সম বাজে
পরক্ষয় জপে যার মন সর্ব্ব কাজে।

সুখময় মহীতলে বল কোন জন
সদাই দুঃখিত সুখী নহেক কখন?

ক্রোধ অনুক্ষণ দহে যাহার হৃদয়
ভাল মন্দ সর্ব্ব কাজে যার ক্রোধোদয়
প্রিয় বা অপ্রিয় বাক্যে ক্রোধ উদ্দীপন
ক্ষণকাল শান্ত নাহি থাকে যার মন।

সুখময় মহীতলে বল কোন জন
সদাই দুঃখিত, সুখী নহেক কখন?

পর ভাগ্য এক মাত্র জীবিকা যাহার
পর গৃহ সদা যার শয়ন আগার
সামান্য কি গুরুতর কার্য্যে অনুক্ষণ
পরমুখ নিরখিয়ে থাকে যেইজন।

সুখময় মহীতলে বল কোন জন
সদাই দুঃখিত সুখী নহেক কখন?

সর্ব্বদা সন্দিগ্ধ হেরি যার ভ্রান্ত মন
সন্দেহ সর্ব্ব বিষয়ে ঘুচে না কখন
কদাপি বিশ্বাস যে না করে বিশ্বজনে
পদে পদে অপকার ভাবয়ে যে মনে।

শ্রী অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাপ্তি স্বীকার।

রসতরঙ্গিনী।—এখানি মাসে দুইবার রয়েল চারপেজী আড়ায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকাখানি সাহিত্য বিষয়ক। মূল্য প্রতি সংখ্যা এক পয়সা মাত্র। সাময়িক পত্রিকার দুই এক সংখ্যা পাঠ করিয়া সমালোচনা করা দুরূহ, সময়ে ইহার সমালোচনা করিতে বাসনা রহিল। কাগজখানি আপাতত অক্রূরদত্তের লেনের মিনার্ভা প্রেশ হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্শ লেন, গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা

২য় ভাগ।] শনিবার। ৩০শে পৌষ ১৭৯৩ শক। [৪০শ সংখ্যা।

বিভাবতী।

—

দ্বিতীয় ভাগ।

—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রজনী প্রায় প্রভাতা পূর্ব্বদিক ঈষৎ রক্তিমা বর্ণ ধারণ করিয়াছে। মন্দ মন্দ দক্ষিণমারুত বনভূমি কম্পিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। দুই একটী পক্ষী সুমিষ্ট স্বরে গান করিতে করিতে কুলায় ত্যাগ করিতেছে। ক্রমে ক্রমে প্রকৃতির উজ্জ্বল হীরকরাজি মলিন ভাব ধারণকরিয়া বিমান তলে লুক্কাইত হইয়াগেল; ফিরিঙ্গী গড়ের উপরস্থ মহারাষ্ট্রীয় জয় পতাকা অল্প অল্প অরুণালোকে দেখা যাইতে লাগিল। সমরাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে, চতুর্দ্দিকস্থ মৃত বীর দিগের বিভৎসদর্শন মৃত শরীর সকল কেবল নির্ব্বাপিত অগ্নির ধূমের ন্যায় বিরাজ মান রহিয়াছে।

সঙ্কেত স্তম্ভের নিম্নে বিস্তীর্ণ প্রদেশে একটী তাঁবুর মধ্যে বিজয়সিংহ, সমরসিংহ, বীর বল ও আর কতিপয় সেনাপতি বসিয়া আছেন; গড়ের চতুর্দ্দিকে গুপ্ত স্থান সকল অন্বেষণে সৈন্যগণ নিযুক্ত হইয়াছে। ফিরিঙ্গীগণ যে কোন্ দিক দিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে তাহার নিরূপণ হইতেছে না।

সমরসিংহ বীরবলকে জিজ্ঞাসা করিলেন. "মহাশয় কি কোন প্রকার চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না! কি আশ্চর্য্য!"।

বীরবল কহিলেন 'না মহাশয়, কোন চিহ্নই দেখিলামনা এত লোক একত্রে পলায়ন করিল কিন্তু তাহার চিহ্নমাত্রও

দেখিনাই, বোধহয় তাহারা অন্য কোন পথ অবলম্বন করিয়াছিল।”

“কৈ পলায়নের ত আর কোন পথ দেখিতেছিনা; আপনি সে স্থানে কখন গিয়াছিলেন?”

“আমি সন্ধ্যার পরেই তথায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। প্রথমে মসালের আলোকে বড় সুবিধা হয় নাই বটে, কিন্তু পরে যখন আপনারা কুটীর গুলি জ্বালাইয়াদেন তখন তাহার আলোকে দিব্য সুবিধা হইয়াছিল”।

“এখানকার আলোক এতদূর গিয়াছিল! ভাল আপনি তথায় গিয়া কিছু দেখিতে পাইয়াছিলেন কি?”

“হাঁ, সমুদ্রের জলে ঝোপের নিচে চারিখানি জনহীন সজ্জিত সড়কী ছিল।”

একজন সৈনিক আসিয়া বলিল “কুমার বিজয় সিংহের জয় হউক, কুমার! স্তম্ভের উপর হইতে দেখিলাম পশ্চিম দিকে বহু দূরে তিন খানি জাহাজ দক্ষিণ মুখে যাইতেছে, তিন খানিতেই পর্টুগীজ পতাকা।”

কুমার কহিলেন “সেনাপতি মহাশয় শুনুন তাহারা নিতান্ত চুপি চুপি পালায় নাই।”

বীরবল “তাইত তিন তিন খান জাহাজ! এত লোক কোন্ দিক দিয়া গেল! অবশ্য অপর কোন গুপ্ত পথ থাকিবে।”

সমর কহিলেন “তাহারা চিরকালের নিমিত্ত পালাইয়াছেত, তবে আর সেবিষয়ে চিন্তা করিলে কি হইবে।”

বীরবল“না চিন্তা কিছু নয় তবে পাপিষ্ঠরা অনেক কষ্ট দিয়াছে, একবার ধরিতে পারিলে বুঝিতাম।”

পটমণ্ডপের বহির্দ্দেশে কোলাহল হইয়া উঠিল জনতার মধ্য হইতে জয় ধ্বনি ও আনন্দ ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। সমর সিংহ কহিলেন “বিজয় মুক্ত বন্দীগণ ধন্যবাদ দিতে আসিয়াছে।”

“কাহাকে ধন্যবাদ দিতে?”

“বিগত সমরের সেনাপতিকে।”

বিজয়সিংহ কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন “না না মহরাজ খেলৎজীকে ধন্যবাদ দিতে।”

সকলে আসন ত্যাগ করিয়া পটমণ্ডপের বহির্দ্দেশে আসিলেন। বিজয় একটী উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া মুক্ত বন্দীদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বিদায় করিতে লাগিলেন। বন্দীগণ আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়াগেল। একজন বৃদ্ধ কুমারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন ‘মহাশয় কি এখানে কারারুদ্ধ ছিলেন?’

‘আজ্ঞা, ছিলাম আরো থাকিতে ইচ্ছা করি।’

কুমার কিঞ্চিৎ বিস্মিতহইয়া কহিলে “সে কিরূপ?”

পৃথিবীতে বাস করিতে আমার আর বাসনা নাই; আর মৃত্যুও লোকের পরমায়ুর অধীন, আমি জীবনের প্রায় সমুদায় অংশই একপ্রকার কাটাইয়াছি যে কয়েক দিন আরো বাকি আছে তাহা যেন জীবন্মৃতাবস্থায় ছিলাম সেই অবস্থায়ই থাকিতে বাসনাকরি।”

“তাহার কারণ?”

“মানুষে যাহার আশায় বাঁচিয়াথাকে তাহাতে আমি বঞ্চিত। পরলোক আমার সম্বন্ধে পৃথিবী হইতে সুখের।”

"আপনার কথায় কিছু নিগূঢ় ভাব আছে, আসুন ভিতরে আসুন।"

সকলে তাঁবুর মধ্য গিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। কারামুক্ত বৃদ্ধটিকেও একখানি আসন দেওয়া হইল।

কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন বাধা যদি না থাকে তাহা হইলে মহাশয়ের কথার নিগূঢ় অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

"কোন বাধাই নাই; আর জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কি আমি নিজেই আমার বিবরণ বলিতেছি।"

সকলে অবহিত হইলেন, বৃদ্ধ বলিলেন "কুমার, যাহার ভবিষ্যতের আশা থাকে সে পৃথিবীর সমস্ত বিপদ সহ্য করিয়াও জীবিত থাকিতে বাসনা করে। আমার সে রূপ কোন আশাই নাই; বর্ত্তমানপেক্ষা ভবিষ্যত আমার আরও ভীষণ বোধ হইতেছে। কুমার! আমার নিবাস ভারত ভূমি, আমরা বণিকজাতীয়, স্ব উপার্জ্জনে অনেক সুখ ভোগ করিয়াছি ও অদ্যাবধিও আমার দেশে যত সম্পত্তি আছে তাহাতে তিন চারি পুরুষ অনায়াসে সুখে কাটাইয়া যাইতে পারে। ছয়মাস পূর্ব্বে নানা দেশে পর্য্যটন করিয়া এই স্থানদিয়া ভারতে ফিরিতেছিলাম সহসা ফিরিঙ্গী বোম্বেটিয়ারা আমার জাহাজ আক্রমণ করিয়া আমাকে কারারুদ্ধ ও সমস্ত সম্পত্তি লুঠ করে। কুমার, আমার পর্য্যাপ্ত-সম্পত্তি থাকিতেও সমুদ্রযাত্রার কারণই আমার সমস্ত আশা ভরসার বিনাশের কারণ।"

সকলেই পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন বৃদ্ধের অসম্বদ্ধ কথা কেহই বুঝিতে পারিলেন না।

বৃদ্ধ কহিল "আমার ভবিষ্যতের আশা ভরষা একটীমাত্র কন্যা, সমস্ত আত্মীয় বন্ধুবান্ধবহীন হইয়া একমাত্র স্নেহময়ী তনয়ার মুখাবলোকন করিয়া জীবিত ছিলাম অদ্য এই প্রায় ছয়বৎসর হইল কন্যা ও জামাতা নিরুদ্দেশ—" এই বলিয়াই রোদন করিতে লাগিল।

সমর সিংহ এতক্ষণ স্থির ভাবে এক পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। বৃদ্ধের কথা শুনিয়াই তাঁহার উজ্জ্বল মুখকান্তি ম্লান হইয়া আসিল মন চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গেল দুই একটী দীর্ঘ বিশ্বাস সজোরে প্রবাহিত হইয়া গেল। ক্ষণ পরে পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বৃদ্ধের নিকট আসিয়া পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন "পিতঃ মার্জ্জনা করুণ আমিই আপনার এত দূর ক্লেশের কারণ আমিই আপনার এই জীর্ণবস্থার এতদূর মনস্তাপের কারণ। এই বণিক কুলাঙ্গারই আপনার মনে এতদূর পরিতাপ প্রদান করিয়াছে——"

স্থবির এতক্ষণ নিঃশব্দে রোদন করিতেছিলেন বড় বড় মুক্তাফলের ন্যায় অশ্রুজল পলিত কপোলদেশ বহিয়া ভূতলে পতিত হইতে ছিল, সহসা চকিত হইয়া কহিলেন "কেও ধনাধিপ!——আমার মনোরমা? আমার মনোরমা?"

ক্রমশঃ।

অকাল মৃত্যু।

আজি কেন এই বিষম ব্যাপার
ঘটিল হঠাৎ গৃহির ঘরে
বিপরিত গোল ঘোর হাহাকার
কেন বা হইল কিসের তরে।

কে বুঝি উহার লুঠি ঘর দ্বার
লইছে সকল রতন ধন,
চল চল যাই ভিতরে উহার
প্রকাশিয়ে বল করি বারণ।

না না তাহা নয়, মনে হেন লয়
কালরূপী চোর হরেছে ধন
তাই এ আলয় আজি বিষময়
কাহার নাহিক কিছুতে মন।

আহা হায় হায় ওইযে ধরায়
পড়িয়া উহার প্রাণের ধন
প্রাণহীন হয়ে জড়ময় কায়
জ্ঞান মন হীন নাহি চেতন।

হায় রে জীবন একি তোর মন
একেবারে নাই কিছুই হায়া
এত দিন যার ছিলি সহকার
তারে কি হলনা কিছুই মায়া?

ছাড়িলি তাহার একেবারে হায়
আসিবেনা আর তিলেক তরে
অশেষ যতনে যে তোয় সদায়
পেলেছিল অতি যতন করে।

হায় নিরদয় পাষাণ হৃদয়
হেন মায়াহীন কেনই হলি
ছাড়িয়া উহায় করি জড়ময়
একেবারে কেন চলিয়া গেলি।

ওইযে উহার স্নেহের আধার
জননী কাঁদিছে কাতর রায়,
শোক পারাবার উথলি অপার,
অবনী ভাষায়ে যানের প্রায়।

জনক স্থবির শোকেতে অধীর
পড়িয়া রয়েছে মৃতের ন্যায়
অরে প্রাণ তুই এমন অস্থির
একেবারে যাস দিনের ন্যায়।

গেলে এই দিন আসেনাক পুন
আবার নূতন উদয় হয়
তেমনি জীবন তোমার ধরণ
একেবারেতেই হও হে লয়।

হায় রে জীবন তুইত এখন
হইচিস্ এই অখিল সার
দেহের রক্ষণ কর অনুক্ষণ
সকল হিতের তুমিত দ্বার।

ধন উপার্জ্জন শাস্ত্র অধ্যয়ণ
মিত্রসনে সদা মধুর ভাষ
গৃহের রক্ষণ সুমিষ্ট ভক্ষণ
হাস পরিহাস আমোদ আশ।

অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ কত মত রঙ্গ
যত দিন জীব তোমার কাছে
ছাড়ি তব সঙ্গ কিবা হবে রঙ্গ
কিছুতে কি তার ছাড়ান আছে।

এই চরাচরে কত নরবরে
লভিল জনম কে ধরে তায়
যবে কলেবরে কালে গ্রাস করে
তখনি ভাবেত এ কোন দায়।

যখন জনম তখনি মরণ
স্মরণই মাত্র মুকতি সার
মরিবনা মন কোরোনা মনন
মরণের কাছে নাহিক পার।

জীবন নহেক কভু চির দিন তরে।
অবশ্য জানয়ে সবে এই চরাচরে ॥
তবে লোক হাহাকার করে এই বলি।
অকাল মরণে ধরা গ্রাসিলেক কলি ॥
সত্যেতে যথার্থভাব আছয়ে প্রকাশ।
অকালে কাহার কভু না হইত নাশ ॥
ত্রেতায় তাহার এক অংশ কমিযায়।
দ্বাপরে দ্বিগুন কমি অর্দ্ধ হল তায় ॥
কালের কলিতে একি বিপরীত ভয়।
অকাল মরণে হল চারি দিক ক্ষয় ॥
চারিদিকে হাহাকার বিষম ব্যাপার।
কাহার মনেতে কিছু তুষ্টি নাই আর ॥
মহামারি মার মার করি অনিবার।
মারিল সকল প্রাণী নাহিক নিস্তার ॥
বিকট বিশাল হস্ত করি প্রসারণ।
নিলরে নিলরে যত অবনির ধন ॥
কোথায় পলায়ে জীব রাখিবেক প্রাণ।
কোথা হে অখিলপতি আসি কর ত্রাণ ॥
জ্বরে জ্বরে জেরে দিলে সকল সংসার।
নিস্তার করহ ওহে জগতের সার ॥
ওলাউঠা উঠাইল তোমার প্রজায়।
কেহ আর নাহি হেথা রাখিতে বজায় ॥
বসন্ত ভীষণ দন্ত দিয়া করে নাশ।
কিসে বা প্রজার রবে জীবনের আশ ॥
সাপে খায় বাঘে খায় বাজে হয় ক্ষয়।
ঝড় বান আসি কভু সব লুটি লয় ॥
ওহে নাথ এসবার দর্প করি চুর।
আপনি আসিয়া রাখ আপনার পুর ॥

পোষা পাখী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যদি ধর্ম্ম হেতু শৃষ্ট সেতু ধর গুণালয়
তবে ক্ষতি তত নয়,
যেহেতুক ধর্ম্ম তরে
কত লোক ক : করে
কত লোক অনাহারে
করিয়াছে তনু ক্ষয়।
ধর্ম্ম রাগে যে মন রাগে
কি কর্ম্মে তার বিষয় রাগে
তার মনেতে সদাই জাগে
গুরুদত্ত গুণময় ॥
সে ত কভু নারী তরে
জ্ঞান গুরু নাহি ধরে
তুমি যে গুরু ধরিয়াছিলে
তাতে কি ছিলনা সার।
এখন আমার যুক্তি ধর
এধর্ম্মেরে ত্যেজ্য কর
পুন গিয়ে তাঁরে ধর
দুখেতে হইবে পার ॥
এখন আর সে কাল নাইরে ভাই
ঘুচে গিয়াছে বালাই।
একবার কাছা খুলে কল্‌মা পড়েই
আবার পুন জাতি পাই ॥
দেখ সেকালেতে কি কাল ছিলো
কত লোক যে ভুগে ম'লো
তাদের সময়ে ক্রমান্বয়ে
কত অর্থ হলো নাশ।
এখন সে জ্বালা আর নাইরে ভাই
অনায়াসে পাবে ঠাঁই
এক কথাতেই পূর্ণ হবে যত মন আশ ॥
দেখ আগে যে দোষ ক'রে
ঠাকুর হলো অনাচেরে
এখন দেখ ঘরে ঘরে
কত জনে মজা করে
কেবা তাদের দোষটি ধরে
শূন্যেতে বাজিছে ঢাক।
এখনরে সে বোবা হয়ে

বসে আছে হয়ে তাক ॥
আগেরে ভাই তোমার মতন
ভজলে যীশু পদ, বড় হইত বিপদ
আত্ম লোকে মোক্তো কেঁদে
ছুঁলে হবে জাতি ক্ষয়।
এখনরে ভাই কালের বশে
নাইক সে সব ভয় ॥
এখন যে দিকে রহিবে রুচি
সেই দিকেতেই হবে শুচি
এখন হাড়ী মুচি সবাই শুচি
জ্ঞান হয়েছে যে জনার।
তাই বলি ভাই হিন্দুয়ানি
ছেড়োনারে আর ॥
দেখ এখন হিন্দুয়ানির বাড়িয়াছে মান।
কোন মতের কোনদিকে নাহি অপমান ॥
এখন নাই পিরিলি ছল চাতুরী
জাত মারে বা সাধ্য কার।
একের হাতে সবার রচন
শুধু ভিন্ন হয় আকার ॥
এখন নদীর জলে হিন্দু দলে
বাঁধলে কিবা হবে কার।
কামিক্কাতে মন্ত্র পড়ে
রাখেত রে মন ভেড়া করে
তখন যীশু মন্ত্রে বদ্ধ হতো
তেম্নি হিন্দু কুলঙ্গার ॥
এখন সবই ফাকি শোন পাখী
মিসনরি গেল তল।
যত যাদুগিরি ফস্‌কে গেল
সেয়না হলো হিন্দু দল ॥
ছলেবলে জলেরে ভাই
ফল্‌বে কি আর তাঁদের ফল।
কলমা পড়ে লাফ মারিলেই
সকল যাবে রসাতল ॥
ধন্য ধন্য ধন্য ওরে হিন্দুমণ্ডলী।
খুব দিয়াছ মিসনরীর গুড়েতে বালী ॥
মরুক তারা মাতা কুটে
ধর্ম্ম জারি গেল উঠে
এখন দেশেগিয়ে লাঙ্গল ধরে
করুক গিয়ে আলুর চাস।
এখানে থাকলে কি আর
পুর্ব্বে তাদের আশ ॥
এখন হিন্দুর পোলা সেয়না বড়
ধরে রাখা হবে ভার।
এসে ভজিয়া স্বদেশী যীশু
অনায়াসে পাবে পার ॥
শোন ওরে পুর্ব্বকেলে যীশুভজা দল
মোছ সবে চখের জল,
তোমাদের দুঃখ হবে দূর
পাবে আবার নিজপুর
গিয়া জননী কোলেতে শুয়ে
আবার খাবে মিস্ট রস।
তোল তোল মলিন বদন
সুখে গাওরে যশ ॥
যে মহাপুরুষ তরে
আবার ফিরে যাবে ঘরে
যার গুণেতে আবার গিয়ে
শুক্ত দিয়া খাবে ভাত।
কর কর সেই চরণে সুখে প্রণিপাত ॥
ক্রমশঃ

লীলা-কমল।

ষষ্ঠ স্তবক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৭

জেনেছি ভাগ্যের আমি সতিনী তনয়,
বিধিমতে করিয়াছে মোরে জ্বালাতন;
দিয়া জলাঞ্জলি এবে জনম-মতন
সুখ-অভিলাষে, লব শান্তির আশ্রয়।

আর না ভ্রমিব আমি সুখ-অন্বেষণে,
আয়ু-দীপ-শিখা বৃথা করিব না ক্ষয়,
কৃপণ যেমন দেখে আপন রতনে,
তেমতি করিব ব্যয় শেষ দিন-চয়।

জীবন-মর্য্যাদা আমি বুঝেছি এখন,
জীবন স্বপন-প্রায় কখনই নয়;
আবাদ-করিলে এতে ফলেরে রতন,
নতুবা পতিত থেকে হয় কাঁটাময়।

৮

আত্মার আঁধার আবাস-কুটীর
জীর্ণ কাল-ক্রমে যতই হয়,
প্রবেশে ততই তাহার ভিতর
দিন দিন নব আলোক-চয়;

অগ্রসর হয় মনুজ-নিচয়
যতই সে নিত্য আলয় প্রতি,
ততই রে হয় দেহ-বল-ক্ষয়,
জ্ঞান-বলে মন সবল অতি।

নিরখে একই কালে ভুবন দ্বিতীয়,
ত্রিদিব-শোভায় ক্রমে হইয়া মোহিত,
পরিহরি অধস্তন বিলাস-নিচয়,
সেই নিত্য-ধাম-প্রতি সঁপে শেষে চিত।

৯

হেরি' জলবিম্ব আর বালক-মতন,
ধরিবার তরে নাহি প্রসারিব কর;
ডুবিয়া অগাধ আর জলধি-ভিতর,
মুক্তা ত্যজি শুক্তি নাহি করিব গ্রহণ।

বৃথা যশ-বাসনায় হয়ে উত্তেজিত,
সুধাময় শান্তিধনে দিয়া বিসর্জ্জন,
আর না করিব আমি হৃদয় দহন;
দিবস রজনী হয়ে বিশ্রাম-রহিত।

ধরণী এমন বস্তু কতই না ধরে
দূর হতে যার শোভা নয়ন-রঞ্জন,
করেরে অস্থির মুগ্ধ মানব-নিকরে,
নিকটে পাইলে তৃপ্ত নাহি হয় মন।

তেমনি জানিহ যশ-কুসুম সুষম
হেরিলে লভিতে হয় হৃদয় চঞ্চল,
না জানি সৌরভ ওর কিবা মনোরম,
পেলে ভাবি, একেই কি বলে পরিমল?

হায়রে দুর্লভ যশ যদি নষ্ট হয়,
অনুতাপে মন কিবা দহে অবিরত!
গৌরব তখন তা'র করে কি হৃদয়!
পালায় যে মীন খ্যাত সেইটী বৃহত।

১০

বৃথা অর্থ-লালসায় ব্যাকুল হইয়া,
আর না হইব আমি চিন্তা-শত-দাস;
প্রাণ হ'তে প্রিয় যা'রা তা'দের ছাড়িয়া,
আর না ভুঞ্জিব দীর্ঘ প্রবাস আয়াস।

বিষয়-সুখের আমি করি না প্রয়াস,
নহেত সুখের তরে পার্থিব জীবন,
মরণ জীবন শেষ নহেত কখন,
সুখময় আছে নর-অপর-আবাস।

দেহ মাটী হ'বে, আত্মা কিন্তু র'বে,
হ'বে না সংহার তা'র;
উপনীত হয়ে, সেই সে আলয়ে,
ভুঞ্জিবে সুখ অপার।

অবনী।

১

দূর হতে অবনীরে কর নিরীক্ষণ
মনোরম উপবন হেরিবে তাহায়;
দেখিয়া তাহার শোভা যুড়াবে নয়ন
উঠিবে নবীন ভাব ভাবুক হিয়ায়।

২

ফুটেছে বিমল ফুল অতুল সুবাস
গেথেছে নবীন মালা প্রকৃতির তরে
প্রকাশিছে কিবা তায় স্বভাবের হাস
অতুল সে শোভা হায় নয়নে না ধরে।

৩

নবীন পল্লব দল মলয়হিল্লোলে
হেলিয়া প্রমোদভরে ব্রততীর কোলে
যুড়াতে তাপিত তাপে পথিকের মন
ধীরে ধীরে করিতেছে যেন আবাহন।

৪

শ্যামল লতিকাচয় সোহাগের ভরে
পাদপের স্কন্ধোপরি করিয়া নির্ভর
ধরেছে প্রসুনচয় পল্লবের করে,
সুবাসে তাহার এবে যুড়ায় অন্তর।

৫

ঝর ঝর সর তায় বিমল সুন্দর
(বারি ভেদি দেখা যায় যাহার অন্তর)
দেখিলে যাহার সেই বিমল ধরণ
আপনা আপনি হয় তৃষ্ণা নিবারণ।

৬

সুন্দর কমল দল সরসীর নীরে
মলয় পবন ভরে দুলিতেছে ধীরে
ভুলে যায় মন তায় দেখিলে কেমন
নব হাবভাবময় নর্ত্তকী যেমন।

৭

অভ্রভেদী ছায়াময় বিটপী নিচয়
পথ শ্রান্ত পথিকের বিশ্রাম-আবাস
বাড়ায়ে বাড়ায়ে শাখা বাহু সমুদয়
কেমন নধর ভাব করেছে প্রকাশ।

৮

দূরে থাক বন হতে বাঁশরীর স্বর
ধীরে ধীরে মৃদু ভাবে পশিবে শ্রবণে
মধুর সে রবে হবে মোহিত অন্তর
ব্যাকুল হইবে মন পশিতে সে বনে।

৯

কিন্তু তায় প্রবেশিলে হবে অন্য রূপ,
উপরে যা দেখিয়াছ কিছু নাই তার
ভিতরে বিষম ভাব, বিষম বিরূপ,
ভয়ঙ্কর ভাব সব বিকট ব্যাপার।

১০

উপর কুসুম ময় দেখেছ যাহায়
দেখিবে তাহার তলে ভীম বিষধর,
বিকট-দর্শন ভীম করিয়া তাহায়,
গর্জ্জিছে প্রচণ্ড বেগে ক্রোধিত অন্তর।

১১

দূর হতে কুঞ্জবন মানস-মোহন
দেখিয়া বাসনা যায় করিবারে বাস
নিকটতে দেখ তায় নিবীড় কানন
তিলমাত্র সূর্য্যকর নাহিক প্রকাশ।

১২

দুরহতে দেখি এবে যেই সরোবর
ভুলেছিল তব ওই তৃষিত নয়ন
দেখিবে তখন তারে বালুকা প্রান্তর,
বায়ুভরে বালি উড়ে ঢাকিছে গগণ।

১৩

মোহন এ বাঁশীরব, বাঁশীরব নয়
বধিতে মৃগের প্রাণ শীকারীর ফাঁদ
নহে ও অমৃতরাশী, খালি বিষময়,
উপরে মোহন রূপ ভিতরে প্রমাদ।

এই দুইখানি গুপ্তযন্ত্রে প্রাপ্য।

কথার মানে ও মন্তব্য সমেত প্যারী-বাবুর ফার্ষ্টবুক অফ রিডিঙ্গের ব্যখ্যা আবা অনুবাদ, মূল্য ৶০। ইহা ব্যবহার করিলে স্বয়ং ইংরাজী শিখা যায়, কাহারও নিকট পাঠ জানিতে হয় না।

সটীক ও সচিত্র একাধিক সহস্র রজনীক মূল্য প্রতি ফর্ম্মা দুই পয়সা ও খণ্ড আট আনা। প্রথম খণ্ড বাঁধাই হইয়াছে।

শ্রী মঃ——।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা

২য় ভাগ।] শনিবার। ৭ই মাঘ ১৭৯৩ শক। [৪১শ সংখ্যা।

বিভাবতী।

দ্বিতীয় ভাগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

নবম পরিচ্ছেদ।

রাজ উপবনে।

নিস্তব্ধ নিশীথকাল, দ্বাদশীর শশধর গগণের মধ্যভাগে শোভা পাইতেছেন, পবনদেব যোগ-সাধন-নিরত হইয়াই যেন নিস্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছেন। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, ফল-ফুল-ভারাবনত তরু লতা কুল চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির। নিশার নীহার রাজি পত্র হইতে পত্রান্তরে পতিত হওয়াতে পত্রকুল মধ্যে মধ্যে বিচলিত হইতেছে, কীটগণ প্রাণপণে নিশাকরের গুণ গান করিতেছে। সমুদ্র স্থির ভাব ধারণ করতঃ বেলাভূমিতে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া যেন নিদ্রাভিভূত রহিয়াছেন। তারকাকুল যেন পৃথিবীর নিস্তব্ধ ভাব দেখিয়া মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প হাস্য করিতেছে। কল্য বিভাবতীর বিবাহ, সুখতর রাজবাটীর পরিচারকেরা এত ক্ষণ উৎসবে মত্ত ছিল, সকলেই সুশুপ্ত হইয়াছে। উপবনের কৃত্রিম সরিৎ সর্ সর্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে নদীর পার্শ্বস্থ অবনতাগ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপগুলি স্রোতোবলে মধ্যে মধ্যে কম্পিত হইতেছে। উপবনের প্রহরী দুই এক জন সরিতের কূলে কোমল তৃণের উপর উপবিষ্ট হইয়া তন্দ্রাবশে থাকিয়া থাকিয়া ঢুলিতেছে।

একটী কুসুমিত ঝোপ সহসা কম্পিত হইয়া উঠিল অন্তরাল হইতে শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর ধ্বনি ও পদশব্দ শ্রবণগোচর হইল,

ক্ষণকাল পরেই এক জন রমণী মৃদু পাদবিক্ষেপে আসিয়া একটি বৃক্ষমূলে বসিলেন। রমণীর মুখ ম্লান; হৃদয় নিশ্বাস পবনে ঘন ঘন কম্পিত। পাঠক রমণীটী কে, এই নিশীথ কালে এমন নির্জ্জনস্থানেইবা কেন? রমণী নিশ্চয়ই রাজপরিচারিকা, অপরের এস্থানে, আগমন সম্ভবেনা; এমন উৎসবের সময় এত দূর ম্লান কেন, অবশ্য ইহার কোন নিগূঢ় কারণ আছে।

রমণী তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া অনন্যমনে প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। প্রায় অর্দ্ধ দণ্ডকাল এইভাবে অতিবাহিত হইয়াগেল রমণী মস্তক তুলিলেন, দুঃখাবেগ আরও বৃদ্ধি হইল অধোমুখে রোদন করিতে লাগিলেন। আবার মুখ তুলিলেন আপনা আপনি কি বলিতে লাগিলেন। দুই একটী কথা শোনা গেল; বলিলেন "এত দিন যার আশ্রয়ে, যাহার স্নেহে কতক অংশে ভুলিয়া ছিলাম তাহার কাছে আর কত দিন, সে আশ্রয় ত নষ্ট হয় কার কাছে যাইব" কিয়ৎ পরে আবার "উঃ আমি কি স্বার্থপর, নিজের সামান্য সুখের জন্য অপরের চিরসুখ-নাশও আমার প্রার্থনীয়——না না আমি চিরদুঃখিনী, যার সমুদ্রে শয্যা তার শিশিরে কি করিতে পারে আমার প্রিয়সখীত সুখে থাক্‌বেন।" আবার নিস্তব্ধ দুঃখাবেগ ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। একজন প্রহরী চকিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল, রমণী কষ্টে নিজভাব গোপন করিলেন। প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল "কে এখানে?" উত্তর নাই। নিকটে আসিয়া দেখিল; চিনিল; প্রহরী রোদনধ্বনী শুনিয়াছে কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না; কহিল "ঠাকুরাণী এ নিশীথ কালে এখানে ভ্রমণ করিতেছেন? রাত্রি অধিক হইয়াছে পুরমধ্যে যান্‌"

"আজ অত্যন্ত গ্রীষ্ম নিদ্রা হইল না হবেও না তুমি স্বকার্য্যে যাও আমি এই শীতল স্থানটীতে একটু বিশ্রাম করি।"

প্রহরী মস্তক নত করিয়া চলিয়াগেল, রমণী মনে করিলেন তাঁহার মনের ভাব প্রহরীর নিকট প্রকাশিত হইয়া গেল, মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন ক্ষণকালের জন্য পূর্ব্বভাবের তিরোভাব হইল, এক মনে কি ভাবিতে লাগিলেন। দুঃখের চিন্তা অপেক্ষা অপর চিন্তা কখনই প্রগাঢ় হয় না, আবার পূর্ব্ব দুঃখরাশি মানস অধিকার করিল, রমণী আবার নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।

প্রায় একদণ্ড কাল পরে রমণী বিহ্বলের ন্যায় পুনরায় দুঃখাবেগে আপনাপনি কি বলিতে লাগিলেন; ক্রমে কথাগুলি একটু স্পষ্ট হইয়া আসিল—দুই একটী শ্রুতিগোচর হইল। "হা নাথ, হৃদয়বল্লভ তোমার আশা কি আমার—এত দিন—এই কি অধিনীর—হবে" ক্ষণ পরে "আশা ত্যাগ করিতে পারি না——ত্যাগ করিতে পারিলে অনায়াসে ক্লেশ হইতে মুক্ত হইতে পারিতাম।" আবার স্তব্ধ হইলেন, জড়ের ন্যায় স্তব্ধ হইলেন, "ধ-না-ধি-প" এই কয়টী অক্ষর স্পষ্ট মুখ হইতে নিঃসৃত হইল। পার্শ্বস্থ নিবিড় লতাচ্ছন্ন কতকগুলি বৃক্ষ কম্পিত হইয়া উঠিল, এক জন পুরুষ উপস্থিত হইলেন; রমণী সংজ্ঞাহীন আগন্তুককে দেখিতে পাইলেন না। আগন্তুক রমণীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। আগন্তুক কে? পাঠক, ইনিই বিজয়সিংহের একহৃদয় সুহৃদ সমরসিংহ। সমরসিংহ নিদ্রা-

শূন্য হইয়া উপবনের দূরপ্রান্তে ভ্রমণ করিতেছিলেন, রাত্রিতে উপবনে রমণী-কণ্ঠস্বর শ্রবণ করতঃ অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছিলেন, সহসা গুল্মান্তরাল হইতে "ধনাধিপের" নাম শ্রবণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

সমর সিংহ আসিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইলেন, "ধনাধিপের" নাম স্পষ্ট শ্রবণ করিয়াছেন কিন্তু রমণীর নিকট হইতে শ্রবণ করিলেন কিনা তাহায় সন্দেহ হইতেছে। মনোমধ্যে কত প্রকার ভাবনারই উদয় হইতে লাগিল, পার্শ্বস্থ একটী বৃক্ষের কাণ্ডে শরীরের ভর দিয়া দাঁড়াইয়া অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে চিন্তাবিহ্বল রমণীর মুখ হইতে পুনরায় দুই একটী কথা নির্গত হইল, "বাণিজ্যই কাল, সুখতর দ্বীপই সমস্ত দুঃখের কারণ।" সমর শুনিলেন, সন্দেহ দূর হইল, নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেও মনোরমা! আমার মনোরমা?" রমণী চকিত হইয়া উঠিলেন। "এ কি কাহাকে মনোরমা বলিলাম" এই মনে করিয়া সমর সিংহ লজ্জায় জড়সড় হইয়া দাঁড়াইলেন। রমণী যথার্থই তাঁহার মনোরমা, সমরসিংহকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছেন, "নাথ? জীবিতেশ্বর" এই কথা বলিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় মনোরমার দুঃখ প্রবল হইয়া উঠিল, গণ্ডদ্বয়ে অশ্রুধারা অনবরত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমর সজ্ঞাহীন, চিন্তাবিহ্বল হইয়া বৃক্ষ অবলম্বনে দণ্ডায়মান আছেন কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাইলেন না। মনোরমা পুনরায় বলিলেন "নাথ, প্রিয়তম, জীবিতেশ্বর———ধনাধিপ" বলিতে বলিতে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। সমরসিংহ চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন "আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি, আমি কোথায় আমি কোথায়——না এই যে আমি জাগ্রত রহিয়াছি; প্রিয়তমে, মনোরমা! ধনাধিপ অতি পাপিষ্ঠ তাহার নাম মুখে আনিয়া আর পবিত্র জিহ্বাকে কলঙ্কিত করিও না——" আর বাক্য নিঃসরণ হইল না উভয়েই রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ধনাধিপ প্রকৃতিস্থ হইয়া একটু স্থির হইলেন; মনোমধ্যে অতুল আনন্দও দুঃখ একত্রে মিশ্রিত হইয়া কি এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিল; বলিলেন "মনোরমে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত থাকেত বলিয়া দেও—— যদি ক্ষমা থাকে ত ক্ষমা কর"। মনোরমা যেমন নিরুত্তরে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন সেইরূপেই রহিলেন পূর্ব্ব ক্লেশ সকল মনে পড়িতে লাগিল অভিমানে নয়নাসার অনবরত বিগলিত হইতে লাগিল।

নদীর স্রোত বরং বাধাপ্রাপ্ত হইলে ক্ষণকালের জন্য স্থিরভাব ধারণ করে, সময় অনবরতই প্রবাহিত, কাহারও নিমিত্তই অপেক্ষা করে না। বিশেষতঃ সুখের সময় যে কোন দিক দিয়া যায় স্থির করা যায় না। ক্রমে প্রভাত হইয়া আসিল, এতক্ষণ বায়ু স্তব্ধভাবে ছিল দক্ষিণমুখ হইতে অল্পে অল্পে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তারকাকুল এক একটী করিয়া বিমানমার্গে লুক্কায়িত হইতে লাগিল। নিশ্চল বৃক্ষকুল সহসা দম্পতির আনন্দে আনন্দিত হইয়াই যেন দুলিতে লাগিল। কুসুমিত পাদপগণ বায়ুভরে কম্পিত হইয়া দম্পতির উপর কুসুম বৃষ্টি করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে দুই একটী পক্ষী সুমধুর কলরব করতঃ নীড় ত্যাগ

করিয়া গগণমণ্ডলে উৎপতিত হইল। বহু কালের পর মিলিত দম্পতি এতক্ষণ এক প্রকার আনন্দে বিহ্বল ছিলেন চকিত হইয়া উঠিলেন। এতদিনের বিচ্ছেদ সহ্য হইয়াছে কিন্তু আর ভাবী ক্ষণকালের নিমিত্ত বিরহও অসহ্য। মনোরমা বলিলেন ‘নাথ, প্রভাত হইয়াছে আর এস্থানে এভাবে থাকা যুক্তি নয়’ ধনপতি চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন ‘প্রিয়তমে, মনোরমে কুমারের নিকট কতবার তোমার কথা শুনিয়াছি কিন্তু কে জানিত যে তুমি আমার মনোরমা—আমিও ত তোমায় দেখিয়া চিনিতে পারিনাই’ মনোরমা প্রিয়তমের মুখেরদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, যেন কি বলিবেন মুখে আসিতেছেনা। ধনাধিপ কহিলেন‘প্রিয়তমে আসি—বিদায় দাও—’ একবার রমণীর মুখেরদিকে চাহিয়া দেখিলেন, মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন বলিলেন ‘আমিই কুমার বিজয় সিংহের প্রিয়সখা সমরসিংহ।’ সমর এই কথা বলিয়াই পুষ্পবাটিকার মধ্যদিয়া প্রস্থান করিলেন। মনোরমাও চকিতের ন্যায় ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া গুল্মান্তরালে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

ক্রমশঃ।

বিচিত্র বিশ্বচিত্র।

প্রথম চিত্র।

১

আহা কি সুন্দর অতি মনোহর
ফুটেছে ওই যে গোলাপ ফুল
যাহার সুবাসে পরম উল্লাসে
মাতিয়াছে যত মধুপ-কুল।

২

কিরূপমাধুরী আহা মরি মরি
দেখিলে নয়ন তৃপতি হয়.
উহারি সুবাস করিয়ে প্রয়াস
মানবে সদাই যতনে লয়।

৩

কিন্তু এ কি দুখ বিধাতা বিমুখ
দিনেক তরেও স্থায়ী সে নয়
রবির তাপেতে আপন পাপেতে
ঝরি ঝরি হয় তখনি ক্ষয়।

৪

মানব জীবন তেমতি ধরণ
চির দিন তরে নাহিক হয়
রহি কিছুক্ষণ করি বিচরণ
আপনা আপনি হয় সে লয়।

৫

দেখ বাল্যকাল সকাল সকাল
কেমন আপনি চলিয়া যায়
যৌবন আবার আসি দিয়া বার
ক্ষণপরেতেই বিদায় চায়।

৬

বার্দ্ধক্য তখন বুঝি নিজ ক্ষণ
অমনি আসিয়া উদয় হয়
লয়ে প্রাণ ধর্ন করে সে গমন,
চির দিন তরে কিছুই নয়।

৭

থাকিতে যৌবন ধন উপার্জ্জন,
মধুময় বাস তাহারি হয়
যত বন্ধু সব হইয়ে মধুপ
তারি আসে সদা কাছেতে রয়।

৮

পরে যবে জরা হইয়ে প্রখরা
সকল ভূষণ হরিয়া লয়
তখন রে আর কেবা হয় কার
সকলি তাহার আঁধার ময়।

৯

দেহ কাঁটাবনে ফুলরূপ ধনে
তখনত আর নাহিক ভাতি
কিগুণে তাহার আসিবেক আর
বান্ধব ভ্রমর আমোদে মাতি।

১০

কন্টকের বনে কেদেখে নয়নে
যবে ফুল তার শুকায়ে যায়
তেমনি মানব ধনে পরাভব
হলে পরে আর কেতায় চায়।

১১

গভীর তমসা নিশা অঘোর নিদ্রায়
কোন জন জাগরিত নাহিক ধরায়,
এমন সময় শুয়ে কোমল শয্যায়
দুলামান পাখা তায় দুলিছে সদায়
ছট ফট করে হয়ে মৃতসম কায়
সদত হৃদয় দগ্ধ বিষম চিন্তায়;
এমন অভাগা হয় যেই কোন জন
অবনি মাঝারে তার বৃথা যে জীবন।

১২

নির্ম্মল আকাশ তলে শশির উদয়
হেরিলে কাহার মন হরবিত নয়?
বাল বৃদ্ধ সবে মেলি করি দরশন
অখিল পতির কীর্ত্তি করয়ে কীর্ত্তন;
এমন অমৃতনিধি করি দরশন
বিষম অনল সম দগ্ধ হয় মন
এমন অভাগা হয় যেই কোন জন
তাহার অবনি মাঝে বৃথায় জীবন।

১৩

অপরূপ উপবন মানস মোহন
দরশনে তৃপ্ত হয় তাপিতের মন,
নানা জাতি তরুরাজি ফলে নত শির,
অপূর্ব্ব প্রস্তরে বাঁধা সরসীর তীর,
মলয় মারুত মিশি সৌরভি সহিত:
করিতেছে সকলের মানস মোহিত,
এমন সুখের স্থানে ক্ষুন্ন যার মন
অবনি মাঝেতে তার বৃথায় জীবন।

১৪

প্রভাতি প্রকাশ হেতু বিহঙ্গ যখন
করিছে আপন মনে গুণের কীর্ত্তন,
কি মধুর অনুপম স্বর মনোহর
শ্রবণে কাহার নাহি জুড়ায় অন্তর,
স্বরে স্বরে সুধা ক্ষরে কি মধুর তান,
সেরব শ্রবণে যার নাহি থাকে কান
আপনার ভাবে থাকে চিন্তায় মগন
অবনি মাঝেতে তার বৃথায় জীবন।

১৫

শিশু শশি মুখস্ফুট আধ স্ফুট ভাষ
শুনিতে কাহার বল নাহয় প্রয়াস।
মিস্ট রসে চিত্ত কোষে কি হয় সন্তোষ
নির্ম্মল নিখুঁত ভাব স্বভাব নির্দ্দোষ।
শ্রবণে অমৃতসম সুবিমল রস
জগতের সকলেই যে রসের বশ।
সে রস শ্রবণে যার মুগ্ধ নয় মন
অবনি মাঝেতে তার বৃথায় জীবন।

পোষা পাখী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আগে যাদের ভয়ে শঙ্কা পেয়ে
দাঁতে লাগ্‌তো দাঁত,
এখন মোনে তাদের হলো
সমূলে নিপাত।
দেবীর সূতে ভজবে পুতে
ভেবে ভীত কেবা নয়,
দেখ দেখি কেমন তাহার
হইয়াছে ক্ষয়।

সেকি কার্য্য সাধারণ
ভাব দেখি দিয়া মন,
যাতে একেবারে হিন্দুদলে
করেছিল জ্বালাতন।
যেমন বাদা বনে বাস করিলে
বাঘের ভয়ে ভীতমন,
তেমনিধরা ভীত হতো
সদা হিন্দুগণ।
মিসনরী দস্ত করি ধল্লে শিশু দল,
প্রকাশিবে কেবা বল তাদের কাছে বল।
রাজার জাতি সহায় রাজা
প্রজা তাতে কিবা ছার,
বাঘের কোলে গেলে অজা
বল সাধ্য আসে কার।
হতো সকল ঘরে কান্নাকাটী
জননী শোকেতে মাটী,
জনকের লোকালয়ে
মুখ দেখান হত ভার॥
এখন নাইরে সে ভয় সকলি জয়
ঘুচে গেছে সকল পাপ,
হাড়ে হাড়ে লেগেগেছে
তাদের হিন্দু শাপ।
যত ব্রাহ্মণেতে পৈতা ছিঁড়ে
সূর্য্য অর্ঘ্য করে ধরে,
গঙ্গানেয়ে ঊর্দ্ধ মুখে
শাপ দিয়াছে অনিবার।
মাতার কোল শূন্য করি
যেমন নিত শিশু হরি,
তেমনি তাদের খুব হয়েছে
এতে দুঃখ কয়বা কার॥
যেমন এসেছিল দেশ মজাতে
হরি যত হিন্দু ধন।
তেমনি তাদের জাতে
দাগা হয়েছে এখন।
এখন ক্ষুণ্ন মনে ভাবছে সদা
এবা হলো কি জঞ্জাল,
এমন দিশী যীশু কে হইয়া
আমাদের হইল কাল।
ঘুচাইল তাদের যাহা ছিলরে অভাব,
সেই কারণে তাদের এখন
বেড়েছে প্রতাপ।
ফাকি ফুকি ভেল্‌কী বাজী থাকে কতক্ষণ,
হিন্দুরা ত জানিয়াছে ধর্ম্ম নিরূপণ।
মরে আবার ফিরে আশে
এ আবাররে কোন কথা,
বাইবেলেতে যাহা লেখে
যীশুর বারতা।
টুকরা পিঠায় খেলে ফৌজ
হাত বুলায়ে চক্ষু দান
লাঠির ভিতর ভেকের বাসা
এবা কি বিধান।
বাপ না হতে হলো শিশু
সতীর সুত সে নামরে তাই
এমন কারি কুরি কি
আর কোন দেশে নাই।
দেখ হিন্দুর কাছেও এমত আছে
খুঁজলে পরে পাবে সার,
বাপ না হতে হলো জনম
কর্ণ বলি খ্যাতি যার।
আবার এক স্থলীতে লক্ষজনার
জন্ম হতো দ্রৌপদীর,
তবে কেন হিন্দুর পুরাণ
নাহি হবে স্থির।
বাণের ভিতর সাপের রাশি
কেন হবে কল্পনা,
যীশুর বেলা সকল খাঁটি
হিন্দুর বেলাই জল্পনা।
যদি হিন্দুর পুরাণ ধর্ম্ম নহে

কাব্য বলে সবেকয়,
তবে কেন বাইবলেতে
সে সব কথা রয়।
হিন্দুর ধর্ম্ম নয় পুরাণ
ইহা আছে সপ্রমাণ
যত অজ্ঞজনে এইটী জানে
পুরানেরে ধর্ম্ম কয়,
কালী কৃষ্ণ দুর্গা কি এই
হিন্দুর দেবতা হয়।
তাঁরাই যদি দেবতা হলো
এই কথাটী খুলে বলো
তবে কি হেতু শ্মশানবাসী
পরম যোগি দিগম্বর,
কেবলে পুরাণে আছে
হিন্দুদের ঈশ্বর।
দেবতার দেবতা যাঁরে
পুরাণেতেই ব্যাখ্যা করে
হলে তাঁহারি ভজনা মাত্র
ভবার্ণবে পায় যে পার,
কে বলে হিন্দুর ধর্ম্মে
নাহি কিছু সার।
সকলেই আপন মতে
আপনি হয় সুপ্রধান,
কেবা কবে রেখে থাকে
অপরের সম্মান।"
দেখ মহম্মদীশিশ্যগণে
কাফের বলে অন্য জনে
আবার য়ীশুর চেলা সবারবেলা
দেখে সুধু অন্ধকার,
ধর্ম্ম লয়ে ঐক্য বল
কবে হয় কাহার।

ক্রমশঃ।

প্রেরিত পত্র।

১

মনোরথ জল, তৃষ্ণা তরঙ্গে আকুল।
বিষয়ানুরাগ নক্র কুম্ভির সঙ্কুল॥
প্রোত্তুঙ্গ প্রকাণ্ড পার দুদিকে ভীষণ।
মোহ রূপাবর্ত্ত তথা দুস্তর গহন॥
মায়ার প্রবাহ বেগে বহিছে সদাই।
প্রবৃত্তি কল্লোল রব, বিনিবৃত্তি নাই॥
হেন আশা-নদী পারে যে করে গমন।
সফল জনম তার সফল জীবন॥

২

যখন কৃতান্ত কাল কালরূপী হয়ে।
ভীম বেশে এসে শেষে যাইবে সে লয়ে॥
কারো সাধ্য নাহি, বাধ্য করিবারে তায়।
কালবশে যত জীব যমালয়ে যায়॥
কালের কবল সদা করাল বিস্তার।
ভাবিয়া মোহান্ধ জীব করে হাহাকার॥
ভগবৎ ভাবি ভয় যে করে ভঞ্জন।
সফল জনম তার সফল জীবন॥

৩

পরশ্রী দর্শনে যেবা কাতর না হয়।
পরের মঙ্গল দেখে আনন্দ হৃদয়॥
পরপ্রশংসায় দ্বেষ লেশ শূন্য মন।
পরস্পর পরানন্দে মনের মিলন॥
পরপরিবাদে সুখী না হয় অন্তরে।
পরলোক পরমার্থ পরিচিন্তা করে॥
পরাৎপর পরব্রহ্ম যেবা পরায়ণ।
সফল জনম তার সফল জীবন॥

৪

অনর্থক বহু বাক্য কথন বিফল।
বাচালতা বৃত্তিবশে নাহিক মঙ্গল॥
সদা সর্ব্বপ্রিয় সত্য ধর্ম্ম কথা কয়।
সচ্চিদানন্দের সত্য ভাবে মগ্ন রয়॥

ইহাতে চিত্তের বৃত্তি নাহি লয় যদি।
সংযম করিবে বাক্য সুধী নিরবধি ॥
সাধনে যে করে মৌন ব্রতাবলম্বন।
সফল জনম তার সফল জীবন ॥

৫

আমি কে? আমার কিবা? নাম রূপ কার।
কস্মিদং বিশ্ব দৃশ্য ত্রিলোক সংসার? ॥
কোথা হইতে আসিয়াছি যাইব কোথায়।
কিবা এ ভৌতিক জন্ম মরণ মায়ায় ॥
কিজন্য জনমে জীব জগৎ ভিতরে।
যাতনা জড়িত মিথ্যা মায়া ক্রীড়া করে ॥
এ ভাবে বিবেক যার হয় উদ্দীপন।
সফল জনম তার সফল জীবন ॥

৬

ভ্রমেতে শুক্তিকা শোভা রজত সমান।
মৃগে মরুভূমে যথা মরিচিকা ভাণ ॥
মিথ্যা এ মায়ার সৃষ্টি দৃষ্টি সত্য হয়।
এই পর, সে আপন, ভ্রম জ্ঞান ময় ॥
একাকী আসিছে জীব একাচলে যাবে।
শেষের দিনের সঙ্গী কেবা কোথা পাবে
বিচারে, বৈরাগ্য যুক্ত হয় যার মন!
সফল জনম তার সফল জীবন ॥

৭

মেঘে সৌদামিনী যথা সদাই অস্থির।
যেমন পঙ্কজ দলে টল টল নীর ॥
তোয়ের তরঙ্গ যথা ক্ষণে ক্ষয়োদয়।
জীবের জীবন তথা অস্থির নিশ্চয় ॥
এরূপ জানিয়া যেবা সাধু সঙ্গে রয়।
ভব-পয়োধির পার পারগ সে হয় ॥
ব্রহ্মজ্ঞান তরীতে যে করে আরোহণ।
সফল জনম তার সফল জীবন ॥

৮

জঘন্য পৈশুন্য শূন্য বিজন কানন।
তথা তরুতলে বাস, ফলাদি ভোজন ॥
সদাই কৌতুকে সুখে আনন্দে তথায়।
একান্তে ত্রিলোককান্তে ধ্যান ধারণায় ॥
ধরিয়া ধরণী ধামে ধীর ভাবে রয়।
মায়ার মোহিনী মূর্ত্তি করে পরাজয় ॥
মূর্দ্ধিগতি পেয়ে করে যোগের সাধন।
সফল জনম তার সফল জীবন ॥

৯

সনাতন সত্য শাস্ত্রে সদা সন্নিবেশ।
সত্য ধর্ম্মে সমারাধ্য সতত সর্ব্বেশ ॥
সদা সুখে স ধাময় সত্যসম্ভাষণ।
সত্যের সহিত সদা স ধী সচেতন ॥
সত্যের সমান সখা নাহি দেখি আর।
সত্যেতে সুধীর সাধু সাধে সদাচার ॥
শমন শাসন সত্য যে করে সাধন।
সফল জনম তার সফল জীবন ॥

১০

কুটিলা কামিনী, কুল-কলঙ্ককারিণী।
গোপনেতে হয় পর পুরুষ মোহিনী
গৃহ কর্ম্ম সদা করে লোকে জানে সতী।
কিন্তু মনে রসময়ী যেমন যুবতী ॥
পুরুষ সংসর্গ রস করে আস্বাদন।
হইবে সংসার কর্ম্মী মানব তেমন ॥
গৃহকর্ম্ম করিয়াও ব্রহ্মে যার মন।
সফল জনম তার সফল জীবন ॥

১১

মকরাদি আস্ফালনে সমুদ্রে যেমন।
নিপুণনাবিক বিনা নৌকা নিমগন ॥
এ দেহ তরণী তথা মাংসপিণ্ডাকার।
বিবেকী না হয় যদি জীব কর্ণধার ॥
সংসার সাগরে তবে ইন্দ্রিয় পীড়নে।
নিশ্চয় ডুবিবে তরী নাবিকের সনে ॥
জন্ম মৃত্যু জলে যেবা না হয় মগন।
সফল জনম তার সফল জীবন ॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্ণ লেন, গোলদিঘীর উত্তর।

//

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ১৫ই মাঘ ১৭৯৩ শক। [৪২শ সংখ্যা।

বিভাবতী।

দ্বিতীয় ভাগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দশম পরিচ্ছেদ।

অদ্য খেলৎজীর একমাত্র অপত্য বিভাবতীর বিবাহ, রাজপুর একেবারে আনন্দসলিলে নিমগ্ন হইয়াছে। রাজ-পরিচারকগণ নব পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ ব্যস্তভাবে বিচরণ করিতেছে। সকলেরই সহাস্যবদন। রাজভবন মাঙ্গল্য পদার্থসমূহে শোভিত হইয়া স্বর্গপুরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইয়াছে। নৃত্য গীত বাদ্য শঙ্খধ্বনি আনন্দকোলাহল রাজ ভবনের কি এক অভুতপূর্ব্ব শোভাই সম্পাদন করিতেছে। গড়ের প্রতি মুরচায় পতাকা কুসুমদাম ও নানাবিধ চিত্রের দ্বারা শোভিত করা হইয়াছে। প্রতি তোরণমস্তকেই "নহবত" বাজিতেছে। গড়ের বহির্ভাগে সমাগত দরিদ্রদিগকে পুরস্কারের সহিত বিদায় করা হইতেছে। বন্দীগণ চতুর্দ্দিক হইতে একতানে ভাবী দম্পতির মঙ্গল গান করিতেছে।

খেলৎজীর আর আনন্দের সীমা নাই সদ্বংশীয় ও কন্যার মনোনীত পাত্রে আজ বিভাবতী সমর্পণ করিবেন। সুখতরাধীশ চিরশত্রু-ফিরিঙ্গী-বিজয়ী পরমোপকারী বন্ধুকে আর কি পারিতোষিক দিবেন; কি পারিতোষিকইবা মনোনীত হইবে—নিজ কন্যারত্নকে পারিতোষিক রূপে কুমারের করে সমর্পণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন অদ্য সেই আশা পুরণ করিবেন। বিভাবতী যে কুমার বিজয়সিংহের মনোহরণ করিয়াছেন, তাহা আর সুখ-তরাধিপতির অগোচর নাই। কুমার যে

বিভাবতীর নিমিত্তই প্রাণত্যাগ করিতেছিলেন তাহা রাজবাটীর প্রাণী মাত্রেই জ্ঞাত হইয়াছে। সুখতররাজভবনের সকলদিকই সুখসলিলে প্লাবমান। আনন্দ, সুখ, হর্ষঘোষণা ব্যতীত আর কিছুই নাই। সুখতর দ্বীপের যেন ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। রাজপরিবারের অনন্দ যেন প্রজাপুঞ্জে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে,প্রাজাদেরও মহোৎসব প্রজারা ও মঙ্গল কার্য্যে ব্যাপৃত।

চল পাঠক, দেখাযাক এসময়ে বিজয় সিংহ কি করিতেছেন সমর সিংহইবা কোথায়? কুমারের আজ মনের ভাব কিরূপ? বহু দিবসের পর নিরুদ্দেশ প্রিয়তমার উদ্দেশ পাইয়া সমর-সিংহইবা কি করিতেছেন।

খেলৎজীর গড়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী একটী নির্দ্দিষ্ট ভবনের একটী গৃহাভ্যন্তরে বিজয় সিংহ সমর সিংহ ও কারামুক্ত বৃদ্ধটি বসিয়া আছেন। বিজয় সিংহ ও সমর এক আসনে উপবিষ্ট। তিন জনের মনের ভাব তিন প্রকার। তিনজনেই চিন্তানিমগ্ন। স্থবির প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই চেতনার লক্ষণ স্বরূপ নিশ্বাস-পবন কেবল প্রবাহিত হইতেছে ও মধ্যে মধ্যে জীবনের পূর্ব্ববিবরণ সকল মনে উদয় হওয়াতে মুখের ভাব বারম্বার পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যুবকদ্বয়ের চিন্তা সেরূপ নয়, ততদূর প্রগাঢ় নয়, মুখের ভাব দেখিলেই বোধ হয় কোন সুখকর চিন্তায় নিমগ্ন।

গৃহেরদ্বার উদ্ঘাটিত হইল, একজন রক্ষী গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কুমারের সম্মুখে বিনীত ভাবে আসিয়া দাঁড়াইল, কুমার মুখ তুলিলেন জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি সমাচার?'

রক্ষী বলিল "কুমার! ভারত বর্ষ হইতে একজন দূত আসিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছে।"

'আসিতে বল।'

রক্ষী চলিয়া গেল, পরক্ষণেই একজন সুসজ্জিত পুরুষ আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। দূত প্রবিষ্ট হইয়া কুমরকে বিনত ভাবে প্রণাম করত একখানি লিপি বিজয় সিংহের হস্তে অর্পণ করিল। কুমার বিজয় সিংহ পত্রখানি গ্রহণ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন 'সমাচার কি?'

দূত করযোড়ে বলিল 'মহারাজ! পত্র মধ্যেই সমস্ত লিখিত আছে। বৃদ্ধরাজ আপনার খুল্লতাতের মৃত্যু হইয়াছে, মহারাষ্ট্রীয় সিংহাসন এখন শূন্য; সকলের অনুরোধ, আপনি সেই স্থান অধিকার করেন।'

'কি, খুল্লতাত গত হইয়াছেন!'

সমর সিংহ কহিলেন 'কি, তিনি পরলোক গত হইয়াছেন? আমাদের আর তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হইল না'—

কুমার বলিলেন 'সমর, আজ তুমি এরূপ কথা বলিলে যে।'

'কি মন্দ কথাই বলিয়াছি।'

'তোমাকে কি আজ ভূতে পাইয়াছে? গুরু লোকের অশুভ সম্বাদে ত তুমি কখনই এরূপ ভাব প্রকাশ কর নাই।'

'গুরুলোক? না শত্রু।'

'শত্রু হইলেও খুল্লতাত গুরুলোক।'

'তোমার বটে তোমার পিতার নয়—তুমি পিতার মিত্র না শত্রু হইতে চাও? যদি মিত্র হও ত তোমার পিতার শত্রুও তোমার শত্রু। যে তোমার পিতার প্রাণবধ করিতে

পারিয়াছিল তাহার প্রাণদণ্ড করিলে কি তোমার পাপ হইত ?'

কুমার স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, নয়নদ্বয়ে ক্রোধ ও শোকের জ্যোতি একত্রে প্রকাশিত হইল।

সমর সিংহ আবার বলিলেন 'বিজয়, তুমি কি মনে কর তোমার সেই দুষ্ট খুল্লতাত তোমাকে আয়ত্তের মধ্যে লইতে পারিলে সহজে ছাড়িত ? সহজে ছাড়া দূরে থাকুক তুমি কি প্রাণেপ্রাণে ফিরিয়া আসিতে পারিতে ?—বড় অধিক দিনের কথা নয়, ছয় সাত মাস পুর্ব্বের কথা মনে করিয়া দেখ দেখি, বিন্ধ্য পর্ব্বতের বনমধ্যে কত ক্লেশই ভোগ করিতে হইয়াছে; মনে কর দেখি,কতবার তোমার খুল্লতাতের নিযুক্ত লোকের সম্মুখে পড়িয়া রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে, মনে কর দেখি, বিন্ধ্য পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে চার নিযুক্ত করিয়া ছদ্মবেশে কত সন্তর্পণে থাকিতে হইত——'

কুমার ব্যস্ত ভাবে বলিলেন 'সমর থাক্ আর পাপ কথায় প্রয়োজন নাই ; যাহা গত হইয়াছে তাহার আর আলোচনা করিলে কি হইবে, কেবল মনকে কষ্ট দেওয়া মাত্র।'

সমর সিংহ স্থির হইলেন কুমার একদৃষ্টে পত্রখানি পাঠ করিয়া সমর সিংহের হস্তে অর্পণ করিলেন সমর পাঠ করিতে লাগিলেন।

কুমার দূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'প্রজাদের মনোগত অভিপ্রায় কি ?'

'তাহাদের অভিপ্রায় আপনার পৈত্রিক রাজ্য আপনি অধিকার করেন।'

'মন্ত্রিবর্গ কি ইহাতে সম্মত হইবে ? বোধহয় না। যদি তাহারা সম্মত না হয় তাহা হইলে ত অকারণে অনেক রক্তপাত হইবার সম্ভাবনা। আমার বিবেচনায় স্বজাতির রক্ত দর্শন করা ধর্ম্মসঙ্গত নয়।'

'না মহারাজ ! মন্ত্রিরা কেহই বিপক্ষ হইবেন না ; আর বিপক্ষ হইলেও দুষ্টলোকদের শাসন করিয়া রাজ্য পালন করা রাজধর্ম্ম, —বিশেষতঃ আপনার পৈত্রিক রাজ্য।

'ভাল তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিতেছি তুমি বিশ্রাম করগে।'

দূত নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। কুমার কহিলেন 'সমর। পত্রখানি দেখিলে? কি বিবেচনা কর ?'

পুনরায় গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল দ্বারদেশে শিবিকা হইতে একজন রমণী নামিলেন। অবগুণ্ঠনবতী রমণী উপঢৌকন ও পরিজনের সহিত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। উপঢৌকন সামগ্রী গুলি কুমারের সম্মুখে স্থাপিত হইল। রমণী অবগুণ্ঠন উত্তোলন করিলেন, কহিলেন 'কুমার, আমি বর-পুজনের নিমিত্ত অন্তঃপুর হইতে আসিতেছি উপায়নগুলি গ্রহণ করিয়া দ্রব্যগুলির সার্থকতা সম্পাদন করুন।'

স্থবির এতক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে ছিলেন পরিচিত কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া রমণীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন ; অমনি নয়ন দ্বয় দিয়া আনন্দাশ্রু পতিত হইতে লাগিল, বাষ্পজড়িত গদ গদ স্বরে কহিলেন 'বৎসে মনোরমা।'

মনোরমা পিতাকে চিনিতে পারিয়া একেবারে তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাজপরিচারকগণ স্তব্ধ হইয়া পরস্পর মৃদু স্বরে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কুমার বুঝিলেন এই মনোরমাই সমর সিংহের মনোরমা।

মনোরমা ক্ষণ কাল পরে অতি কষ্টে মনের আবেগ সম্বরণ করিয়া বলিলেন 'আজ আমার কি শুভ দিন পিতা ও পতি উভয়েরই চরণ-দর্শন পাইলাম।'

বহির্দ্দেশে বাদ্যোদ্যম শ্রুত হইল খেলৎজী ও দুইজন মন্ত্রী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। খেলৎজী বলিলেন 'কুমার! অভ্যাগত নিমন্ত্রিতগণের সকলেই বিবাহ সভায় আপনাদের অপেক্ষা করিতেছেন।'

সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া গৃহের বহির্দ্দেশে গেলেন।

বিভাবতী সমাপ্ত।

সুধাকর।

প্রথম সর্গ।

(২৪ সংখ্যা ১৮৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতের পর।)

৮

কুসুমিত লতাদাম নবীন নশ্বর,
শাখার আশ্রয়ে ক্ষুদ্র বিটপী উপর
উঠিয়া, ক্রমশঃ পুন হয়ে অবনত
ধরেছিল রূপ কিবা লতাগৃহ মত;
সহসা বিষম বেগে হইল চঞ্চল
ছিঁড়িল সহসা তার ব্রততী সকল।

৯

সহসা তাহার তলে কাতর নয়ন,
ভয়েতে বিহ্বল মন চপল গমন,
ভয়াকুল মৃগশিশু শ্রান্ত শ্রমভরে
প্রবেশিল দ্রুত আসি লতার অন্তরে,
লতাজালে দেহ তার হইল জড়িত
পালাতে অক্ষম মৃগ হইল পতিত।

১০

পশ্চাতে পশ্চাতে তার বীর-দর্পভরে
ধরি পৃষ্ঠে তূণভার শরাসন করে;
বধিতে মৃগের প্রাণ ভীম শরাসনে—
যুড়িয়া প্রখর শর আকর্ণ সন্ধানে
দ্রুততর পদে বীর যুবক সুন্দর
প্রবেশিল আসি সেই কুঞ্জের ভিতর।

১১

নিরুপায় মৃগশিশু জড়িত লতায়
নড়িতে ক্ষমতা নাই কেমনে পলায়
চাহিল বীরের দিকে, বিহ্বল-নয়ন
প্রাণভয়ে আঁখিনীরে ভাসিল বদন।
দেখিলেন বীরবর সে ভাব তাহার,
মানস-আকাশে হল দয়ার সঞ্চার।

১২

ফেলেদিয়া দূরে বীর শর-শরাসন
দাঁড়ালেন স্থিরভাবে অচল মতন।
গলে, গেল বীরভাব অতুল দয়ায়;
অপরূপ রূপ কিবা হইল তাহায়।
সেই সে অতুল কান্তি বিশাল নয়ন,
যাহাতে বীরত্ব ভাব ছিল এতক্ষণ
দয়ায় সেভাব তার হয়ে গেল নাশ
মধুর সলিল বিন্দু হইল প্রকাশ;
কুটীল ভ্রূকুটীভঙ্গ ক্রমেতে মিশিল,
শান্তিময় নবশোভা আননে শোভিল।

১৩

বলিলেন ধীরভাবে আপনার মনে
আপনা আপনি মৃদু মধুর নিস্বনে,
"নির্দ্দোষ জীবের প্রাণ বধিবার তরে
ব্যথাদিতে সরল এ হৃদয় অন্তরে
নহে এই শরজাল নহে শরাসন;
দণ্ডিতে নির্দ্দোষে নহে ক্ষত্রিয়-জীবন।
আমি অতি জ্ঞানহীন নির্দ্দয় পামর
করুণা-বিহীন মম নিষ্ঠুর অন্তর,

নতুবা জগতশান্তি করিতে রক্ষণ
যেই অস্ত্রগণে হায় হয়েছে সৃজন
কেন তারি দ্বারা করি শান্তির বিনাশ
বলহীনে কেন বল করি বা প্রকাশ।

১৪

"আহা এ মৃগের শিশু সরল সুন্দর
মনুজের হতে এর বিশুদ্ধ অন্তর;
পরদ্বেষ পরহিংসা মান অপমান
কভু এর মনোমাঝে পায় নাই স্থান।
পার্থিব জঞ্জাল পাপ হীন-ব্যবহার
কলুষিত করে নাই হৃদয় ইহার।
মানব দুর্ম্মতি যথা স্বসুখ-সাধনে
অনায়াসে দেয় ক্লেশ অপরের মনে,
অনায়াসে করে থাকে পর সুখ নাশ,
স্বার্থআশে অপরের করে সর্ব্বনাশ;
সদাই অশুচি মন নরক হৃদয়,
দুষ্ট অভিসন্ধি হৃদে সদাই উদয়,
সর্ব্বদাই খুঁৎ খুঁৎ ঘুঁৎ ঘুঁৎ মন,
পাপ আশা, পাপ চিন্তা, পাপ অনুক্ষণ,
মানস আঁধার ময় নিবিড় জঙ্গল
সদাই ফলিছে তায় বিষময় ফল,
নিজ সুখ তরে আজি লুঠিব কাহার
অতুল রতন রাজি, ধনের ভাণ্ডার;
এরূপ নারকী ভাব মানসে ইহার
হয় নাই, হবেনাক কখন সঞ্চার।
এমন সরল সাধু মানস যাহার
অনাদর কভুনহে উচিত তাহার,
এস এস মৃগশিশু লতার বন্ধন
খুলে দিই, যথা সুখে কর বিচরণ।"

১৫

ধীরে ধীরে করে তায় করিয়া ধারণ
যতনে দিলেন খুলে লতার বন্ধন;
ঘুচিল বন্ধন পাপ জাল লতাময়
স্বাধীনতা আসি তার হইল উদয়;
হৃষ্ট-মন মৃগ-শিশু আনন্দের ভরে
নাচি নাচি প্রবেশিল কানন অন্তরে।

ক্রমশঃ।

নিশীথে বংশীরব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১১

এই সেই বাঁশীরব, যাহার নিস্বনে
ব্রজবধূ কুলমান করিয়া হরণ
লয়ে যেত নিশাকালে গহন কাননে
আকুল করিত হায় কোমল জীবন।
সেই এ বাঁশরী রব, শ্রুতি-সুখ আশে
যার গুণে ব্রজবালা পড়িত কুপাশে।

১২

এই সেই রব, যায় রাধা বিনোদিনী
বহিয়া নিন্দার ডালি গঞ্জনার ভার
ধরেছিল নাম কুল-কলঙ্ককারিণী
সহেছিল কত হায় গুরুতিরস্কার,
কালিয়া কপট প্রেমে মজি যার গুণে
পুড়েছিল দিবানিশি বিরহ আগুণে।

১৩

এই সেই বাঁশীরব যেই রব বশে
স্নেহেতে আকুল হ'ত যশোদার মনে
পথ পানে নিরখিয়ে গোপালের আশে,
থাকিত সন্ধ্যার কালে নিশ্চল-নয়ন
গৃহকাজ [illegible]ল যেত ভুলিত সকল
স্নেহময়ী পুত্রতরে হইত চঞ্চল।

১৪

এই সেই বাঁশীরব দুষ্ট ব্যাধগণ
পাতিয়া সুদৃঢ় ফাঁদ বিজন কাননে

যার বলে ভুলাইয়ে পশুগণ মন
অনায়াসে ধরে বন-বিলাসিনী গণে
ছলহীন মৃগকুল জানেনাক হায়
অমূল্য জীবন ধন হারাবে তাহায়।

১৫

এতদূর মায়াময় যাদু আছে যায়
কেন না সহজে তাহা হরিবে মানস,
কেন জীবকুল বল মজিবেনা তায়,
কেন না চঞ্চল হবে হৃদয় সরস,
একি কোন ছারকথা চরাচর যায়
মজেছে, মানস কেন মজিবেনা তায় ?

অধীনতা।

১

ওই যে রেখেছ ধরে বিহঙ্গমবর
আদর করিয়া কত সোণার খাঁচায়
করিছ যতন এত তুষিতে অন্তর
উপাদেয় কত আনি দিতেছ তাহায়,

২

কিসেতে থাকিবে সুখে পাখীটী তোমার
দিবানিশি যত্ন তুমি করিছ তাহায়,
তবু কেন শান্ত মন নহেক উহার
"বটবৃক্ষ কোটরেতে সদা মন ধায়।"

৩

সাপ ব্যাধ শ্যেন ভয় কানন ভিতরে
সে ভয়ের লেশ কভু নাহিত এথায়
তথাপি আনন্দ কেন নাহিক অন্তরে
তথাপি বনের তরে কেন মন ধায় ?

৪

নিরাপদ ভয়হীন মনুজ আলয়,
অভাব পুরিতে আছে দাস নিয়োজিত
তথাপি ইহার কেন ব্যাকুল হৃদয়
কেন এর মন বল নহে আমোদিত ?

৫

সবি ত রয়েছে ওই সুখ-সেব্য ধন,
দেবতারো লোভ হয় লভিতে যাহায়,
তথাপি সন্তুষ্ট কেন নহে ওর মন
সুখলেশ মাত্র কেন নাহিক তাহায় ?

৬

বল দেখি, বল দেখি কারণ ইহার
কেন সদা হয় ওর ব্যাকুল হৃদয়,
থাকিতে উদিত সূর্য্য জগত আঁধার,
মানসে হতাশ বায়ু সদাই উদয়।

৭

আছে আছে আছে তার নিগূঢ় কারণ
যার তরে দিবা নিশি কাঁদে ওর মন
থাকিতে অতুল সুখ সুখলেশ নাই,
যার তরে মন প্রাণ কাঁদিছে সদাই।

৮

বল দেখি কি কারণে কাফ্রী দাসগণ
হারায়ে ক্ষমতা-বল যবে দূরদেশে
যায় দাস-ভাব ধরি, করে সে রোদন
কেন শোকরাজি আসে তাহার মানসে ?

৯

বল দেখি রাজ্যে যবে ভিন্ন জাতি আসি
মহাবেগ-বলে এবে করে আক্রমণ
অসীম প্রচণ্ড বল প্রতাপ প্রকাশি
হরিবারে যায় তার স্বাধীনতা ধন,

১০

কেন বল দেখি তার প্রজাদের দল
বাল বৃদ্ধ রমণীরা ধরিয়া কৃপাণ
সমর সাগরে কেন ঝাঁপ দেয় বল
কেন তারা অনায়াসে তুচ্ছ করে প্রাণ

১১

কেন বল দেখি মাতা সমরে সন্তান
সাজায়ে পাঠায়ে দেয় করি বীরবেশ
উপদেশ দেয় তুচ্ছ করি নিজ প্রাণ
অরিমাঝে রণাঙ্গনে করিতে প্রবেশ ?

১২

দৈববলে যদি তায় হয় পরাজয়
বিপক্ষ আসিয়া দেশ করে অধিকার
একেবারে কেন প্রজা আশাহীন হয়,
কেন তারা তায় এবে করে হাহাকার ?

১৩

সুবর্ণ-শৃঙ্খলদামে বাঁধিয়া বারণ
কত যত্নে রাখে তারে ব্রহ্মদেশীগণ
স্বর্ণথালে আনি দেয় অমৃত-ভোজন
তথাপি ব্যাকুল কেন করিরাজ মন ?

১৪

পেতেদেয় দিব্য শয্যা শয়নের তরে
কোমল কুসুমকলি সাজায়ে তাহায়,
তাহে কেন বল তার মন নাহি সরে
কাঁটাময় বনপানে প্রাণ কেন ধায় ?

১৫

স্বা-ধী-ন-তা কথাটুকু বড় কথা নয়
সকল সুখের এক মূলীভূত ধন
তাই এত কাঁদে সদা অধীন হৃদয়
তাই এত সুখহীন অধীনের মন।

১৬

ত্যজিতে জীবন ধন তত ক্লেশ নয়
ক্ষণকাল মাত্র হয় যাতনা তাহার,
স্বাধীনতা গেলে কিন্তু অধীন-হৃদয়
চারি দিকে দেখে হায় জগত আঁধার।

১৭

স্বাধীনতা এক বার গিয়াছে যাহার
সে পারে বুঝিতে তবে সে ধন কি ধন;
পারে কি বুঝিতে বল মর্য্যাদা তাহার
থাকিতে সবল দাঁত দাঁত সে কেমন ?

১৮

এমন অমূল্য ধন মানব-জীবন,
জগতে তুলনা কভু মিলেনা যাহার,
চির স্বাধীনতা হীন হয়েছে যে জেন
তৃণ হতে তুচ্ছ তাহা তখন তাহার।

১৯

মহাবীর কেটো যবে গড়ের ভিতর
আক্রান্ত হইয়াছিল ভীম শত্রুগণে
কেন বল দেখি মন হয়নি কাতর
শত্রু হতে পেতে পার ত্যজিয়া জীবনে।

২০

বল দেখি বীরাঙ্গনা দেবী দুর্গাবতী
সমরে যখন আসি ঘিরিল যবন,
পৃথিবীর আশা ত্যজি বুদ্ধিমতী সতী
অনায়াসে কেন নিজ বধিল জীবন।

২১

উচ্চ মানধন যার জ্ঞানগরীয়ান
স্বাধীনতা-মূল্য কত জানে সেই জন,
জানে সেই তুচ্ছ কত অধীন-পরাণ,
সর্ব্বস্ব হারায়ে রাখে স্বাধীনতা ধন।

২২

থাকিতে সবল জিহ্বা সরেনা বচন,
হস্তপদ থাকিতেও অক্ষম অচল,
ভাবে যাহা হয় তাহা বোবার স্বপন,
আপনা আপনি পোড়ে হৃদয় কমল,

২৩

এমন যে জন তার কি ফল জীবনে,
জীবনের কাজ যেই নারিল সাধিতে ;
নাহি তার স্থান আর এ ত্রিভুবনে
কি সুখে থাকিবে সাধ তাহার বাঁচিতে।

২৪

জগতের সার সুখ অপরূপ ধন
স্বাধীনতা-স্বাদ-হীন যাহার হৃদয়
কভু যার হয় নাই সুখ আস্বাদন
নিতান্ত তাহারে বিধি নিতান্ত নিদয়।

২৫

স্বাধীন হবার তরে মানস মন্দিরে
স্বভাবের সহ যাহা লভয়ে জনন,
উর্জ্জিত স্বভাব যাহা থাকে এশরীরে
সকলি তাহার হায় হয় অকারণ।

২৬

জ্ঞানপথ আলোময় স্বরগের দ্বার
চিরকাল বন্ধথাকে নয়নে তাহার
জীবন থাকিতে সেত বিহীন জীবন
অন্ধ হায় সেইজন থাকিতে নয়ন !

এই বইখানি গুপ্তযন্ত্রে প্রাপ্য।

কথার মানে ও মন্তব্য সমেত প্যারী-বাবুর ফাস্টবুক অফ রিডিঙ্গের ব্যাখ্যা অথবা অনুবাদ, মূল্য ১০। ইহা ব্যবহার করিলে স্বয়ং ইংরাজী শিখা যায়, কাহারও নিকট পাঠ জানিতে হয় না।

সটীক ও সচিত্র একাধিক সহস্র রজনীক মূল্য প্রতি ফর্ম্মা দুই পয়সা ও খণ্ড আট আনা। প্রথম খণ্ড বাঁধাই হইয়াছে।

শ্রী মঃ ——

গুপ্ত যন্ত্র।

কলিকাতা।

২৪ নং মির্জ্জাফর্শ লেন পটলডাঙ্গা।
প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

উক্ত যন্ত্রালয়ে ছাপার কর্ম্ম (উভয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা) অতি উত্তমরূপে নিয়মিত সময়ের মধ্যে এবং অল্প মূল্যে নির্ব্বাহ হয়, যাহাতে সাধারণের সুবিধা হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নও করা যায় যথা—

১। পত্রের দ্বারা সমুদায় কর্ম্মই নির্ব্বাহ হইতে পারে, স্বস্থানে বসিয়া সকলে আপন ইচ্ছামত কার্য্য পাইতে পারেন।

২। ছাপার মূল্য অতি সুলভ, আবশ্যক মত মূল্যের তালিকা দেওয়া যাইবেক।

৩। প্রুফ সংশোধন-ভার লওয়া যাইতে পারে।

৪। কাগজ উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায়।

৫। পুস্তক বান্ধানর ভারও লওয়া যায়।

৬। পুস্তক কি পত্রিকা বিলি কি বিক্রয় করার ভার ও টাকা আদায়ের ভার গ্রহণ করা যায়, এবং বিবেচনামতে আমাদিগের খরচার টাকাও উক্ত আদায় হইতে লওয়া যাইতে পারে

অপরাপর বিষয় সকল যন্ত্রাধ্যক্ষের নিকট জানিতে পারিবেন।

শ্রী দুর্গাচরণ গুপ্ত
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্শ লেন, গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা

২য় ভাগ] শনিবার। ২১শে মাঘ ১৭৯৩ শক। [৪৩শ সংখ্যা।

ইন্দুবালা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গিরিগুহা।

ঘোর অন্ধকার, রাত্রিপ্রায় আড়াইপ্রহর অল্প অল্প বৃষ্টিপড়িতেছে, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ কেবল মধ্যে মধ্যে পবনের সোঁসোঁ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। প্রচণ্ড শীত, বরফে পর্ব্বতশিখর সকল আচ্ছন্ন হইয়াছে। জগত সুষুপ্ত,—অনাবৃত স্থানে প্রাণীমাত্রও নাই। এই সময় কাশ্মিরে, হিমালয় পর্ব্বতের একটি গুহায় জনদুই লোক পরস্পর নানা প্রকার কথাবার্ত্তা কহিতেছে ও মধ্যে মধ্যে এক একবার ধূমপান করিতেছে। মধ্যস্থলে শীতনাশের জন্য প্রজ্জ্বলিত অগ্নি উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করিতেছে। গুহার আস্‌বাবের মধ্যে এককোণে একটি বাঁট্‌লাই (পিত্তলের রন্ধন পাত্র) একখানি চাটু এবং কতকগুলি জ্বালানি কাষ্ঠ, অপর কোণে বর্ষা, লাঠি প্রভৃতি অস্ত্র ও তদুপরে ভিত্তিমূলে খানকতক তরবারি ও ঢাল ঝুলিতেছে। গুহাটী দেখিলেই সহসা মনে ভয় ও সন্দেহ উপস্থিত হয়, লোকদুইটিকে দেখিলে ত আর কথাই নাই। উভয়েই অপরিমিত দীর্ঘাকার, মুখ রক্তবর্ণ তাহাতে আবার দুই একটি অস্ত্রচিহ্ন, কেশ অর্দ্ধহস্ত হইতেও দীর্ঘ, মস্তকে পাকড়ী, পরিধানে পাজামা একেবারে পায়ের সহিত আঁটা, একের গাত্রে একটি তুলাপোরা জানু পর্য্যন্ত লম্বমান লাল চাপ্‌কান ও অপরের গাত্রে রোম সহিত মেষচর্ম্মের জামা তাহার আবার মধ্যে মধ্যে কাল কাল তৈলের দাগ। দুইজনেই সশস্ত্র।

উভয়ের মধ্যে যাহার গাত্রে লাল চাপকান ছিল সে ধূমপান করিয়া অপরের হস্তে

কলিকাটী প্রদান পূর্ব্বক কহিল "রহিম, এরা এত বিলম্ব করিতেছে কেন? ইহাদেরত কোন বিপদ পড়ে নাই?"

রহিম কহিল "আজ তাহারা যেরূপ দুঃসাহসিক কাজ করিতে গিয়াছে তাহাতে অসম্ভব নয়।"

"ভাল এপরামর্শ তাহাদের দিলে কে?"

"আমীর নুরুদ্দীন করিমকে একার্য্যে নিযুক্ত করেছেন" রহিম এই কথা বলিয়াই একবার উঠিয়া বাহিরে গেল। অপরটি কলিকা হইতে অগ্নি ঢালিয়া উভয় হস্তে গাঁজার জটার সহিত তামাকু মর্দ্দন করত কলিকা পুনরায় নূতন করিয়া প্রস্তুত করিল। রহিম পুনরায় গুহা মধ্যে প্রবেশ করিল। অপরটি জিজ্ঞাসা করিল 'কি দেখিলে?'

'ঠিক কিছুই দেখিতে পাইলাম না—দেও সিং, তুমি আমাদের বহুকালের দোস্ত কিন্তু ভাই একদিনও আমাদের সঙ্গে খানাপিনা করলে না। এস রুটী ও মাংস প্রস্তুত আছে, দুজনে আহার করি।'

দেবসিংহ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিল 'রহিম, আমাদের বন্ধুত্ব অনেক দিনকার বলিয়াই বলি যে পরস্পর বিরোধ করা অনুচিত।'

রহিম বক্স আর দ্বিরুক্তি করিল না; পাছে স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে আর কিছুই বলিল না। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া দেবসিংহ বলিল 'রহিম, তোমাদের দলের যে নূতন লোকটীকে কয়দিবস দেখিতেছি সেটী কিরূপ লোক?'

'লোকটী বীরবটে কিন্তু আমার কিঞ্চিৎ সন্দেহ হয়—' রহিমের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই বহির্দ্দেশে পদশব্দ শ্রুত হইল। একজন অস্ত্রধারী পুরুষ গুহা মধ্যে প্রবেশ করিল। রহিম অমনি বলিয়া উঠিল 'বড় মিয়া কি খবর?'

'খবর আচ্ছা।'

'অপর সকলে?'

'তাহারা বন্দির সহিত পশ্চাতে।'

রহিম কলিকাটী নবাগত ব্যক্তির হস্তে প্রদান করিল; সে ধূমপান করিতে করিতে রহিমকে জিজ্ঞাসা করিল 'তোমরা এতক্ষণ কি কথাবার্ত্তা কহিতেছিলে?'

রহিম কহিল 'আমরা এতক্ষণ ওসমানের কথা কহিতে ছিলাম।'

'ওস্‌মান? ঐ নূতন লোকটী? সে কোথায়?'

"কেন, সে ত তোমাদের সঙ্গেই গিয়াছে।"

"না তাহাকেত ঠিক দেখি নাই।—আমার তাহার প্রতি কিছু সন্দেহ হয়।"

দেবসিংহ এতক্ষণ নিস্তব্ধ ছিল অগ্নিতে কাষ্ঠদিয়া উজ্জ্বল করিয়া দিয়া বলিল "হাঁ আমরাও সেই কথা বলিতে ছিলাম।" দেবসিংহের কথা শেষ হইতে নাহইতেই পশ্চাৎবর্ত্তী লোকেরা আসিয়া উপস্থিত হইল। একটী বালিকা তাহাদের বন্দিনী। বালিকাটী যথার্থ রূপবতী কবিগণ যে যে অঙ্গকে যেরূপ উপমার দ্বারা সুন্দর বলিয়া বর্ণনা করেন, ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সেই সেই উপমা দ্রব্যের মত। লোকে কথায় বলে রূপে আলো করা, যথার্থই রূপে আলো করা দেখিবা মাত্রেই দর্শকের মন আলোকময় হয়।

কন্যাটী অর্দ্ধমূর্চ্ছিত, ভয়ে জড়ীভূত এমনকি ক্রন্দন করিবারও ক্ষমতানাই, কেবল রক্তবর্ণ কপোলদেশ বহিয়া অনবরত

বারিধারা পড়িতেছে। মুখ এতদূর শুষ্ক হইয়াছে যে আর্ত্তনাদ করিবারও ক্ষমতা নাই।

গুহামধ্যে বালিকাটীকে আনিবামাত্রই রহিম বলিয়া উঠিল "বাঃ করিম আজ এককাজে দুকাজকরা হইল! এ শীকারটীতে দুতরফা লাভ।"

অপর একজন অমনি বলিয়া উঠিল "আমার বিবেচনায় তাহাই ভাল ইহাকে মারা অপেক্ষা তাহাতে লাভ আছে।"

তৃতীয় একজন কহিল "সে কথা আর করিমকে শিখাইতে হবেনা, একজন নির্ব্বোধ আমিরকে ঠকান বৈত নয়, মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ দিতে কতক্ষণ।"

অপর সকলে অমনি সাধুবাদ দিয়া বলিয়া উঠিল "করিম বুদ্ধিমান লোক, ঠিক কথাবলিয়াছে।"

রহিম বকস বলিল "তবে করিম, তুমিই এইখানে থাক, তোমাকে একবার সুন্দরীনের সঙ্গে সাক্ষাত করিতে হইবে। আর মৃত্যুসংবাদ দেওয়া ও রক্ত দেখাইয়া টাকা লওয়া তুমি না থাকিলে হইবেনা। আমরা এই অবসরে অন্যদিকের কার্য্যের নিমিত্ত প্রস্থান করি।"

দেবসিংহ এতক্ষণ কন্যাটীর মুখের দিকে একদৃষ্টি চাহিয়াছিল, রহিমের দিকে মুখ ফিরাইয়া গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় যাবে?"

'দিল্লীতে।'

দেওসিং একটু মুখ-বিকৃতি করিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে কহিল 'দিল্লীতে! তোমাদের মত নির্ব্বোধ আর কোথাও নাই।"

"কেন?"

"দিল্লীতে বিপদ ঘটিবে।"

এতক্ষণ সকলে পরস্পর কথাবার্ত্তা অন্যমনস্ক ছিল দেবসিংহের মুখহইতে 'বিপদ' এই কথাটী উচ্চারিত হইতে শুনিয়া দেবসিংহের মুখের দিকে চাহিল।

দেওসিং বলিল 'তোমরা কি জাননা কন্যার পিতা একজন দিল্লীর বাদশাহার প্রিয়পাত্র, সেখানে তাহাকে এবং এ কন্যাকে সকলেই চেনে' সকলে একবার পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল, কাহারো মুখে কথা নাই। ক্ষণকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে পরামর্শ দ্বারা স্থিরীকৃত হইল, দিল্লী ও গৌড় দুইটিই সমৃদ্ধিতে প্রায় তুল্য মূল্য; অতএব দিল্লীতে না গিয়া গৌড় দেশেই যাওয়া উচিত। আর সেখানে অনেক আমীর উমরাও আছেন, ক্রেতারও অভাব নাই।

ক্রমশঃ।

বঙ্গকবিকুল ও বাঙ্গালা কবিতা।

চণ্ডিদাস।

আমরা এই প্রবন্ধটীর কতক অংশ মুকুরের দ্বিতীয় ভাগের নবম সংখ্যায় প্রকাশিত করিয়া এতকাল চণ্ডিদাসের রচনাবলি ও অপরাপর প্রামাণিক বিষয় সকলের সংগ্রহ অভাবে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিনাই, অদ্য পুনরায় তাহার শেষটুকু লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

চণ্ডিদাস যে বিদ্যাপতির সমকালবর্ত্তি লোক তাহা আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, কিন্তু তাহার বিশেষ প্রমাণ দর্শাইতে পারি নাই। অনেক অনুসন্ধানের পর কতক

গুলি কবিতা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তৎপাঠে জানা গেল, বিদ্যাপতি চণ্ডিদাসের কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে নান্নুর গ্রামে যাইতে ছিলেন। চণ্ডিদাসও বিদ্যাপতির আগমন বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার্থ অগ্রগামী হইলেন। পথিমধ্যে জাহ্নবীর সন্নিকটে উভয়ে পরস্পর সাক্ষাত হইল। ঐ সময় রূপনারায়ণও বিদ্যাপতির সঙ্গে ছিলেন। তিন জনে গঙ্গাতীরস্থ একটী বটতরু তলে বসিয়া পরস্পরে ধর্ম্মবিষয় কথোপকথন হয়। চণ্ডিদাস স্বীয় রচনায় পরস্পর মিলন ও কথোপকথন যেরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, বিদ্যাপতিও ঠিক তাহাই নিজ রচনায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে নিম্নে কবিতাদ্বয় উদ্ধৃত হইল,—

"চণ্ডিদাস কবি শেখরে বসি
প্রেমানন্দ নীরে দোঁহেতে ভাসি
চণ্ডিদাস কহে স্বরূপকে ?
বিদ্যাপতি কহে সেখানে যে।
চণ্ডিদাস কহে সেখানে কে ?
বিদ্যাপতি কহে আশ্রয় যে।
চণ্ডিদাস কহে সাধিব কি ?
বিদ্যাপতি কহে রজকবী।
বীরসিংহ রূপনারায়ণ যে,
বিদ্যাপতি কবি লছিমা সে,
চণ্ডিদাস রামী স্বরূপ সার
আমার সাধন সাধিতে নাহিক আর।
চণ্ডিদাস কবিশেখরে বলে
সুরধুনী তীরে বটের মূলে।"

চণ্ডিদাস।

"সময় বসন্ত যাম দিন মাঝ হি
বটতরু সুরধুনী তীর।
চণ্ডিদাস কবিরঞ্জনে মিলল
পুলক কলেবর গির দুহু জনে
ধৈরজ ধরই না পার॥
সঙ্গ হি রূপনারায়ণ
বৈটত অবশ পুতিকায়
দুহুজন বৈঠই বহুত আলাপই
পুছত সহজ রস কি,
রসিক হইতে কিয়ে রস হোয়ত
রস হইতে রসিক হি কি
রসিকা হইতে কিয়ে রস উপজত
রসিক হইতে রসিকা
রতি হইতে কাম কাম হইতে রতি
কহে বা নব অসিকা।
কহত চণ্ডিদাস কবিরঞ্জনে
পুছত শুনতহি রূপনারায়ণে।
কহত বিদ্যাপতি ইহ রস কারণ
লছিমা পাদ কবি ধ্যান॥"

বিদ্যাপতি।

এই দুইটী কবিতায় কবিদ্বয় যেরূপ নিজে নিজেই আপনাদের সমকাল বর্ত্তীত্ব প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে আর কোনপ্রকার সন্দেহ হইবার সম্ভাবনা নাই। এ স্থলে এই একটী প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে, যে যদি চণ্ডিদাস বিদ্যাপতির সমকালবর্ত্তী হইলেন তবে তাঁহার রচনা এতদূর পৃথক হইল কেন? এবিষয়ের প্রকৃত উত্তর প্রদান করা বড় সহজ নহে। এসময় কবিদ্বয়ের মাতৃভূমির ভাষাই এইরূপ বিভিন্ন ছিল কি ইচ্ছা করিয়া প্রাচীনেরা কবিতাতে ব্রজবুলি মিশাইতেন তাহা নিরূপ করা অতীব দুরূহ। দুই এক স্থানে আমরা কবি বিদ্যাপতির ভণিতা যুক্ত দুই একটী অপেক্ষাকৃত অনেক বিশুদ্ধ

বাঙ্গালা কবিতা দেখিয়াছি* কিন্তু সে গুলি যে বিদ্যাপতিরই রচিত তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্তগণ বলেন প্রসিদ্ধ কবিগণের মৃত্যুর বহু দিবস পরে অপরাপর লোকেরা রচনার গৌরবাভিলাষে নিজ কবিতায় তাঁহাদের ভণিতা সন্নিবিষ্ট করিয়াছে। বৈষ্ণবদিগের একথা নিতান্ত অযৌক্তিক নয়, কারণ বঙ্গদেশে যখন বাঙ্গালা প্রহেলিকা মধ্যেও কবি কালিদাস প্রভৃতি পাশ্চাত্য পুরাতন কবিদিগের ভণিতা দেখা যায়, তখন এরূপ ঘটনা হওয়ার আর অসম্ভব কি।) কিন্তু বৈষ্ণবগণ যে এই প্রমাণ দ্বারাই গোবিন্দ কবিরাজ প্রভৃতির গৌরাঙ্গ বন্দনাদি অপর লোকের রচিত সপ্রমাণ করিয়া, গোবিন্দদাস চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতিকে গৌরাঙ্গের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া পরিচয় দেন, তাহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। কারণ তাঁহারা যেরূপ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন সে ধর্ম্মের সৃষ্টি ও প্রচার গৌরাঙ্গ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়। বৈষ্ণবেরা নরহরিদাসের লিখিত "শ্রীনন্দনন্দন নবদ্বীপ পতি শ্রীগৌর আনন্দ হৈয়া। যার গীতামৃত আস্বাদে স্বরূপরায় রামানন্দ লইয়া॥" এই কবিতাটীর 'যাহার রচিত গীতামৃত' এইরূপ অর্থ করিয়া চণ্ডিদাসকে গৌরাঙ্গের পূর্ব্ববর্ত্তী বলেন, কিন্তু বিশেষ মনোযোগ করিয়া বিবেচনা করিলে বেস প্রতীত হইবে যে রচয়িতা নরহরি দাসের মনোগত ভাব সেরূপ নহে।

চণ্ডিদাসের উপাধি বড়ু"; বোধ হয় এ উপাধিটী যথার্থ উপাধি নয়, ব্রাহ্মণতনয় বলিয়া প্রতিবেশীগণ "বটু" বা "বড়ু" বলিয়া উপাধি দিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত কবিতায় "চণ্ডিদাস কবিশেখরে বলে। সুরধুনীতীরে বটের মূলে।" এই অংশ দ্বারা বেস প্রতীত হইতেছে যে চণ্ডিদাসের প্রকৃত উপাধি কবিশেখর।

(চণ্ডিদাসের অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনা আছে, তাহার অধিকাংশই প্রায় তাঁহার উপপত্নী রামী সম্বন্ধীয় ও বাশুলীর সহিত কথোপকথন। ঐ সকল কবিতায় উঁহার অপবিত্র প্রণয়কে এরূপ পবিত্র করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, যে সহসা অপবিত্র বলিয়া বোধ হয় না। কবিতা গুলির এক স্থানে লিখিত আছে যে বাশুলী স্বয়ং রামীর সহিত সহবাস করিতে আজ্ঞা করেন।

চণ্ডিদাসের রচনা যদিও বিদ্যাপতি প্রভৃতির ন্যায় সুমিষ্ট নয়, তথাপি তাহাতে অনেক অনেক স্থল নানাবিধ নূতন ভাব, অনুপ্রাস প্রভৃতি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত দেখায়।)

(৮)

স্বভাব দর্শন কাব্য।

পঞ্চম দর্শন।

জলধর।

১

একি দেখি ভাব তব আজি জলধর!
কি ভাবে হয়েছে বল এভাব তোমার?

---

* যথা "বিদ্যাপতি কহে পিরীতি হইলে।
তারে না ছাড়য়ে পরাণে মলে॥"

কার তরে বেশভূষা ধরেছ সুন্দর
কারতরে বল আজি এ ভাব আবার ?
কার তরে নানা রঙ্গে রাঙ্গিয়া শরীর
বিমল বিমান তলে হয়েছে বাহির ?

২

সুধার আধার দেব দেব সুধাকর
রাজা হয়ে বসিবেন আকাশের তলে
তাই কি ধরেছ বেশ এমত সুন্দর
রেঙ্গেছ শরীর আজি তাই কুতুহলে
বার দিয়া বসিবারে রাজার সভায়,
সাজিয়াছ নব রঙ্গে নবীন ভুষায়।

৩

কোথায় তোমার আজি সে ভাব সকল
যেই ভাবে মত্ত হয়ে গভীর গর্জ্জনে
অবিশ্রান্ত ধরাধর ! ঢাল ধারা জল
অবিরল খরস্রোতে ভাষাও ভুবনে ;
জগত আঁধার কর ঢাকিয়া গগণ
ভীষণ করিয়া তোল স্বভাব বদন।

৪

বল বল জলধর কোথায় তোমার
বিষম সেভাব আজি হয়েছে বিলয়,
কি ভাবে আজিকে বল এভাব আবার
হৃদয় আকাশে তব হইল উদয়,
কো। বল আজি তব সেই বীরভাব,
ভূধরো সহিতে নারে যাহার প্রভাব।

৫

দাঁতে দাঁত কড় কড় করিয়া ঘর্ষণ
ভীষণ গর্জ্জন করি অমর্শের ভরে
দামিনী আলোকে যবে রাঙ্গাও নয়ন
কে বল তোমার ভয়ে কাঁপেনা অন্তরে?
এমন কাহার আছে নির্ভয় হৃদয়
যাহার না হয় তাহে ভয়ের উদয়।

৬

প্রচণ্ড অশনি যবে ভীষণ নিস্বনে
ত্যাগ কর ক্রোধভরে অবনী উপরে
এমন কে আছে বীর, সে ঘোষ শ্রবণে
প্রাণভয় উঠেনাক যাহার অন্তরে ?
এমন সাহসী বল হৃদয় কাহার
সেরবে ব্যাকুল প্রাণ নহেক যাহার।

৭

ভীষণ ক্রোধের ভরে পর্ব্বত উপরে
বেগবলে করি মেঘ অশনি প্রহার
চূর্ণ করি ফেল যবে সুদৃঢ় শিখরে
ভীম কার্য্য দেখি কাঁপে জগত সংসার।
জীব কুলে দেখি তব ভয়েতে বিহ্বল
আনন্দের ভরে তুমি হাস খল খল।

৮

প্রখর কিরণময় প্রচণ্ড তপন,
যার বেগে সহিবারে পারেনা অমর
অনায়াসে ঢেকে ফেল তাহার আনন
অনায়াসে কর তার তেজের অন্তর ;
সুরাসুরে পারেনাক রুধিতে যাহায়
অনায়াসে তুমি মেঘ হারাও তাহায়।

৯

দিগন্ত ব্যাপিয়া মহা প্রলয় যখন
ভাঙ্গিবে ভবের পাট খেলার আগার,
ভাসিবে তোমার জলে এতিন ভুবন
ঘোর রবে ঘুষিবেক অশনি তোমার,
বধীর সে রবে হবে জগত সংসার
স্বরূপ বীরত্ব তব হইবে প্রচার।

১০

কখন কি ভাবে তুমি থাক জলধর !
কেপারে করিতে বল তাহার নির্ণয় ;
এই আছ স্থিরভাবে এই ভয়ঙ্কর,
করিতে উঠিলে এই জগত প্রলয় ;

এই আছ স্থিরভাবে জীবগণ হিতে
এইপুন মত্ত হয়ে উঠিলে নাশিতে।

১১

জলধীহৃদয় হতে অবিশুদ্ধ জল
ধীরে ধীরে তুলি লও করিয়া শোধন
সাধিতে জীবের হিত জগত কুশল
পুনরায় ধারারূপে কর বরিষণ।
অমৃতের ধাররূপ সেই ধারা জলে
পালন করিছ সদা যেই প্রাণীদলে—

১২

নাশিবারে জলধর! তাদেরি জীবন,
তাদেরই সুখশান্তি করিবারে নাশ
দেখি পুন করিতেছ খর বরিষণ,
করিতেছ ক্রোধভরে চপলা প্রকাশ,
ভীষণ ঘন গরবে কাঁপয়ে সংসার
ভীমবেগে করিতেছ অশনি প্রহার।

১৩

এই দেখিভীম রূপে ঘেরিয়া গগণ
আচ্ছাদি রয়েছ করি ঘোর অন্ধকার,
অখিল ভুবনতল করিতে মগন
ঘোরবেগে বর্ষিতেছ খর বারিধার;
আবার তখনি দেখি সেভাব বিনাশ
হইয়া নূতনভাব হয়েছে প্রকাশ;—

১৪

ধরেছ নবীনভাব নয়ন রঞ্জন
নানরঙ্গে রাঙ্গিয়াছ আপনশরীর
ধরিয়াছ শোভাময় শক্রশরাশন
ত্যজি সেই বীরভাব হয়েছ সুধীর,
যেইবেশে ভয়াকুল করছ সংসার
এই তুমি সেই তুমি নহ যেন আর।

১৫

একি একি একি রঙ্গ দেখি হে তোমার
এই ছিলে নব বেশে অরুণ বরণ,
এখনি অভাব দেখি তাহার আবার;
একি একি বল দেখি কিরূপণ ধরণ?
বল বল বল মেঘ এ কোন কৌশলে
পুর্ব্ব পরিচ্ছদ রাজি কোথায় লুকালে।

১৬

ত্যেজিয়া সে বেশ রাজি এখনি আবার
বিমল ধবল কান্তি করিলে ধারণ,
বিশুদ্ধ তুষার সম ধরিয়া আকার
আচ্ছাদিছ ক্রমে ক্রমে অখিল গগণ;
হিমকর হিমকরে যেন তুলারাশ
নব শোভাময় হয়ে পেতেছ প্রকাশ।

১৭

আকাশ জলধী-জলে যেন ফেন রাজি
খেলিছে লহরী খেলা তরঙ্গের ভরে,
অথবা কুমুদ যেন ফুটিয়াছে আজ
বিমল সুন্দর নীল আকাশ অম্বরে;
অথবা প্রকৃতি মুখে যেন নব হাস
আমোদের ভরে আজি হয়েছে প্রকাশ।

ইতি স্বভাব দর্শন কাব্যে পঞ্চম দর্শন
সমাপ্ত।

সুধাকর।

প্রথম সর্গ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১৬

দেখিলেন বীরবর তুলিয়া নয়ন
সহসা চকিত ভয়ে হল তাঁর মন;

দেখিলেন শাখী শিরে তপন কিরণ
শোভিছে প্রবালোপরে অরুণ বরণ,
কল কল পাখীকুলে দিগন্ত ব্যাপিয়া
নীড়োপরে ক্রমে ক্রমে আসিছে ফিরিয়া,
বুঝিলেন প্রভাকর পরিশ্রম ভরে
পশিতেছে ক্রমে অস্ত-অচল অন্তরে।

১৭

চারিদিকে বন রাজি বিষাদ লইয়া ?
কোন দিকে কোন রূপ পথমাত্র নাই,
মৃগ-শিশু বধিবারে ব্যস্ত ছিল মন
আসিবার কালে করা হয়নি দর্শন
কোন পথে আসি হেথা হয়েছে প্রবেশ ;
মনো মাঝে ক্রমে হল চিন্তার আবেশ।

১৮

'কি করি হইব পার এঘোর কাননে,
কি করি মিশিব গিয়া বন্ধুগণ সনে,
কি করি বা বন মাঝে কাটাব রজনী,
ভাবিবেন পিতা কত ভাবিবে জননী,
বন্ধুগণ মম তরে খুঁজি বনে বনে
পাবেনা সন্ধান হায়, ক্লেশ পাবে মনে।'

১৯

বিষম ভাবনা মেঘ মানস গগণ
আঁধারি করিল তায় ক্রমে আচ্ছাদন ;
মুখ ক্রমে ম্লান হল,ব্যাকুল হৃদয়,
দাঁড়ালেন বৃক্ষ কাণ্ডে করিয়া আশ্রয়।

২০

অদূরে পর্ব্বতচূড়ে নবউপবনে
বাজিল মধুর বাঁশী ললিত নিস্বনে।
মধুর সে রব ক্রমে মিশিয়া পবনে
মৃদু প্রতিধ্বনি সনে পশিল কাননে,
মলয় পবন সনে লহরী লীলায়
ললিত মধুর স্বর পুরিল ধরায়।
ক্ষণেউচ্চ ক্ষণে মৃদু কভু নিস্বনে
পুরিল মধুর স্রোতে অখিল ভুবনে।

২১

কেঁপে কেঁপে ধীরে ধীরে পবনের সনে
প্রবেশিল আসি স্বর যুবক শ্রবণে।
তুলিলেন বীরবর মলিন বদন,
শুনিলেন একমনে বাঁশরী নিস্বন
প্রস্ফুটিত হল ক্রমে কমল নয়ন
কতক সুস্থির হল চিন্তাকুল মন।

২২

"অবশ্য মনুজ আছে এ ঘোর কাননে
নতুবা বাঁশরী রব আসিবে কেমনে ?
মানব অবশ্য বটে—নাহিক সংশয়
কিন্তু কেবা জানে বল তাহার হৃদয় ;
যাব আমি তার কাছে লইতে আশ্রয়
সে যদি আমার প্রতি নাহয় সদয় ?—
অবশ্য হইবে তার কোমল হৃদয়।"

২৩

যেইদিক হতে সেই বাঁশরী নিস্বন,
সুরবে পুরিতে ছিল মলয় পবন,
চলিলেন সেই দিকে উৎসুক অন্তরে
উঠিলেন ক্রমে গিয়া পর্ব্বত উপরে।

ক্রমশঃ।

কথার মানে ও মন্তব্য সমেত প্যারি-বাবুর ফার্ষ্ট বুকের ব্যাখ্যা মূল্য ৵০ আনা গুপ্তযন্ত্রে পাওয়া যায় ; ব্যবহার করিলে কাহার নিকট পাঠ জানিতে হয় না। স্বয়ং ইংরাজী শিখা যায়।

শ্রীমন্মথনাথ সরকার।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্শ লেন, গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা

২য় ভাগ] শনিবার। ২৭শে মাঘ ১৭৯৩ শক। [৪৪শ সংখ্যা।

বঙ্গ কবিকুল ও বাঙ্গালা কবিতা।

চণ্ডিদাস।

(চণ্ডিদাস কবিশেখরের রচনায় রূপকালঙ্কার প্রচুররূপে ব্যবহৃত দেখাযায়। গুণাকর ভারতচন্দ্ররায়ের রসমঞ্জরীতে যেরূপ রচনা আছে চণ্ডিদাসের ও তদ্রূপ কতকগুলি নায়ক-নয়িকা-ভেদ বিষয়ক কবিতা দেখা যায়। ঐ কবিতাগুলির দ্বারা প্রতীত হয় চণ্ডিদাস সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। রূপকালঙ্কার ও অনুপ্রাস যে চণ্ডিদাসের প্রিয় ছিল, রচনাপাঠ করিলে তাহাতে আর সন্দেহ থাকেনা।) উদাহরণস্বরূপ একটী কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

"বেলি অসকালে দেখিনু ভালে
পথেতে যাইতে সে।
জুড়ায় কেবল নয়ন যুগল
চিনিতে নারিনু কে॥
সেই রূপ কে চাহিতে পারে।
অঙ্গের আভা বসন শোভা
পাশরিতে নারি তারে॥
বাম অঙ্গুলিতে মুকুর সহিতে
কনক কটোরি হাতে।
সিথায় সিন্দুর নয়নে কাজর
মুকুতা শোভিত মাথে॥
নীল সাড়ী মোহনকারি
উছলিতে দেখি পাশ।
কি আর পরাণে সোপিনু চরণে
দাস করি মনে আশ॥
কুচগিরি কনক কটোরি
শোভিত হিয়ার মাঝে।
ধীরে ধীরে যায় চমকিয়া যায়
ঘন না চাহে লোকলাজে॥
কিবা সে ভঙ্গিমা কিদিব উপমা
চলন মন্থরগতি।
কোন ভাগ্যবানে পাঞাছে কি দানে
ভজিয়া সে উমাপতি॥

চণ্ডিদাসে কয় মুরতি এ নয়
বধিতে নাগর জনে।
অমিয়া ছানিয়া যতন করিয়া
গড়িল সে অনুমানে॥"

এবং 'পিরীতি বালিসে আলিস রাখিব॥'
ইত্যাদি।

কবিবর চণ্ডিদাসের উপস্থিত রচনা-শক্তির দুইএকটী প্রমাণও দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে একদিবস কবিবর তাঁহার উপনায়িকা রামীর সঙ্কেত মতে সঙ্কেতস্থানে তাহার অপেক্ষায় ছিলেন দশ দণ্ডরাত্রি সময় নিরূপিত হয়, দুর্য্যোগ ও বৃষ্টি নিবন্ধন রজক রমণির আসিবার সময় অতীত হইয়াগেল। চণ্ডিদাস এই বিলম্বে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন ও রামীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। চণ্ডিদাস গুপ্তভাবে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া রামীর সহিত সাক্ষাৎ লালসায় প্রাচীরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই রামীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। রামী চণ্ডিদাসকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া নিজ গৃহমধ্যে লইয়া যায়, চণ্ডিদাস সেই স্থানে বসিয়া তখনি এই কবিতাটী রচনা করেন ঃ——

"এঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে অইলে বাটে।
আঙ্গিনার কোনে বন্ধুয়া তিতিছে
দেখি পরাণ ফাটে॥
সখিহে! বিষম বন্ধুর স্নেহ।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
ছাড়িব আপন গেহ॥
নহে সতন্তর গুরুজনার ডর
বিলম্বে বাহির হইনু।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
এতেক যন্ত্রণা দিনু॥
আজিকার দুখ সুখ করি মান
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডিদাস কহে বঁধুর পিরীতি
শুনিতে জগত সুখী॥

(৯)

ইন্দুবালা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দূত।

পরিপূর্ণ এক বৎসর অতীত হইল সলিমানের মৃত্যু হইয়াছে; দাউদখাঁ এই এক বৎসর রাজত্ব করিতেছেন। অদ্য দাউদের সিংহাসনাধিরোহনের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব। গৌড় রাজধানিতে মহা সমারোহ, চতুর্দ্দিকে উৎসবার্থ রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে। আজ সকলেই আপনার ইচ্ছামত রাজদর্শন পাইবে। রাজধানির বহির্দ্দেশে একটী বিস্তৃত প্রান্তরে বস্ত্রাবাশ সকল বিস্তৃত করা হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে ধ্বজপতাকা ও পুষ্প দামে সজ্জিত করা হইয়াছে। ভুমাধিকারী জাইগীরদারগণ উপযুক্ত উপায়ণ দ্রব্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। প্রজাগণ দূরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নবাবের দর্শনপ্রাপ্তি লালসায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মধ্যস্থলে চারিটী উচ্চ সুবর্ণ খচিত ধ্বজদণ্ডের উপর জরির কাজ করা রক্তবর্ণ পতাকা বায়ুভরে বারম্বার কম্পিত হইতেছে। ঐ চারিটী দণ্ডের মধ্যস্থলে সুবর্ণখচিত রজ্জুর দ্বারা সংবদ্ধ রক্তবর্ণ

চন্দ্রাতপ, চন্দ্রাতপের চতুষ্পার্শ্বে মুক্তাময় ঝালর দোদুল্যমান। মধ্যে মধ্যে সেই ঝালরের মধ্যস্থিত হীরকখণ্ডে অস্তোন্মুখ সূর্য্যকরে চকমক্ করিতেছে, মধ্যস্থিত রত্নময় শতদল পদ্ম চন্দ্রাতপের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। চন্দ্রাতপের দুই পার্শ্বে রক্ষীগণ সশস্ত্র দণ্ডায়মান; তৎপরেই দুইদল অশ্বারূঢ় আমীরগণ সশস্ত্র হইয়া শ্রেণীবদ্ধ রহিয়াছে, সম্মুখে দুইটী বৃন্দাকার হস্তির উপর নহবত বাজিতেছে। পশ্চাতে চন্দ্রাতপ হইতে একখানি রক্তবর্ণ বস্ত্র ভূমি-পর্য্যন্ত ঝোলান রহিয়াছে। চন্দ্রাতপের নিম্নে একখানি সুবর্ণমণ্ডিত সিংহাসনোপরে দাউদখাঁ বসিয়া আছেন, একজন আমীর পশ্চাত হইতে মুক্তামালায় শোভিত একটী রক্তবর্ণ ছত্র নবাবের মস্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, দুইপার্শ্বে দুইজন অলঙ্কার ভূষিত বালক শ্বেত চামর ব্যজন করিতেছে এবং সম্মুখে পাদপিঠের নিকট দুইটী ক্ষুদ্র আসনে দুইজন বালক আতরদান ও পানদান ধারণ করিয়া বসিয়া আছে। মন্ত্রী ও আমীরগণ দুই পার্শ্বে বসিয়া আছেন। সেনাপতি কালাপাহাড় দূরে নিজ সেনাগণের রণকৌশল দেখাইতেছেন বারম্বার তোপের শব্দে পৃথিবী কম্পমান হইতেছে।

কামানের প্রগাঢ় ধূমে বারম্বার রঙ্গস্থল অন্ধকার ময় হইয়া যাইতেছে, সৈন্যগণ সেই ধূমান্তরিত হইয়া যেন বারম্বার মেঘমধ্যে অন্তর্হিত সহস্র সহস্র ইন্দ্রজিতের ন্যায় শোভা ধারণ করিতেছে। অস্তোন্মুখ দিবাকরের অরুণ বর্ণ কিরণে শানিত অস্ত্র সকল প্রতিফলিত হইয়া উৎক্ষেপ প্রক্ষেপের বেগেই যেন অগ্ন্যুদ্গার করিতেছে। দাউদখাঁ অপরিমিত সৈন্য ও অসংখ্য কামান দেখিয়া এবং নিজ সেনাপতি কালাপাহাড়ের বলবিক্রম স্মরণ করিয়া বারম্বার পুলকিতকায় হইতেছেন ও মন্ত্রীর কর্ণে বারম্বার কি বলিতেছেন।

বহির্দ্দেশে সহসা গোল উঠিল, ক্ষণকাল পরেই দুইজন অশ্বারূঢ় নকীব আসিয়া বলিল' "ভারত সম্রাট একছত্রী আকবর বাদসাহের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ প্রবল প্রতাপান্বিত উজির ফায়জাখাঁ সমগ্র ভারতেশ্বরের দূতরূপে আসিতেছেন।" নকীবদ্বয় বলিয়া নিস্তব্ধ হইল, দুই জন মোগল পতাকাধারী অশ্বারোহী আসিয়া দাঁড়াইল, তৎপরেই ফায়জাখাঁ চন্দ্রাতপের নিকটে আসিয়া ঘোটক হইতে অবতীর্ণ হইলেন। রক্ষীগণ তটস্থ হইয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল। ফায়জাখাঁ সিংহাসনের নিকট আসিয়া নবাবকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন; দাউদখাঁ একবার ফায়জাখাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রতিনমস্কার করতঃ পুনরায় সৈন্যগণের রণকৌশল দেখিতে লাগিলেন। একজন রক্ষী একখানি আসন আনিয়া দিল, ফায়জাখাঁ ধীরে ধীরে তাহাতে উপবেশন করিলেন।

ফায়জাখাঁ দীর্ঘকায়, সুন্দর, পিঙ্গলবর্ণ শ্মশ্রুজাল নাভি পর্য্যন্ত লম্বমান, শরীরটি দিব্য হৃষ্ট পুষ্ট দেখিলে বেস সবল বোধ হয়; পরিধানে বহুমূল্য রত্ন খচিত পোসাক, কটিদেশ সুবর্ণের কটিবন্ধে নদ্ধ, সেই কটিবন্ধে সুবর্ণ কোষযুক্ত একখানি খঞ্জর সম্মুখ ভাগে সংলগ্ন ও রত্ন খচিত তরবারি বামপার্শ্বে দোদুল্যমান; মস্তকে একটী বৃহৎ পাকড়ী পাকড়ীর, সম্মুখ ভাগে একখানি বৃহৎ হীরকখণ্ড উজ্জ্বল আভা প্রকাশ

করিতেছে, একগাছি মুক্তামালা শিরস্ত্রাণে বক্র ভাবে বেষ্টিত; কণ্ঠে একগাছি হীরক-কণ্ঠী ও এক ছড়া মুক্তা-মালা; পরিধেয় ইজের ও আলখেল্লা ভূমি পর্য্যন্ত লম্বমান হওয়াতে পদদ্বয় ও পাদুকা আচ্ছাদিত রহিয়াছে।

ফায়জাখাঁ দাউদের উপাক্ষাদৃষ্টিতে ও অনাদরে যথেষ্ট বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন, গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হইল, ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হইল মুখ ও চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া আসিল, ভূমি-নিহিত দৃষ্টি হইয়া বাম হস্তের অঙ্গুলি দংশন করিতে লাগিলেন।

দূরস্থ সৈন্যগণ ক্রমে দক্ষিণ দিকদিয়া ঘুরিয়া শিবিরের পার্শ্বদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। একটী ভেরী নিনাদ রঙ্গস্থল কাঁপাইয়া শূন্যমার্গে উঠিয়া গেল। ভেরীর প্রতিধ্বনি বিলীন হইতে না হইতেই একটী তোপ হইল, তোপের সহিত রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল, পুনরায় এককালে পাঁচটী তোপ হইল, অমনি পার্শ্বদেশ হইতে অসংখ্য কামান শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চন্দ্রাতপের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল; তৎপরেই রণ-বাদ্য বাদকগণ আসিয়া উপস্থিত হইল, বদকদিগের সকলেরই কটিদেশে তরবারি সংনদ্ধ, পরিচ্ছদ রক্তবর্ণ মস্তকে রক্তবর্ণ উষ্ণীষের উপর একটী একটী হুমের পর। বাদকগণের পর অশ্বসেনা বাদ্যের তালে তালে দুলিতে দুলিতে চলিয়া গেল, অশ্ব-গুলির সকলি একরূপ, আরোহীরা কষ্টে রশ্মিসংযত করিয়া বেগ সম্বরণ করিতেছে, অশ্বারোহীদের বাম পার্শ্বে তরবারি, দক্ষিণ পার্শ্বে বন্দুক ও দক্ষিণ হস্তে নিশানযুক্ত এক একটী সুতীক্ষ্ণবর্শা। ক্রমে পদাতি গোলন্দাজ সেনাকুল সসজ্জ বন্দুক ও অপরা-পর উপকরণের সহিত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিয়া গেলে ঢালীগণ আসিয়া উপস্থিত হইল; ঢালীদিগের বেশ ধূম্রবর্ণ, পরি-ধানে পাজামা ও কোর্ত্তা একেবারে শরীরের সহিত দৃঢ় সংলগ্ন এবং মস্তকে রক্তবর্ণ শিরস্ত্রাণ, অস্ত্রের মধ্যে বাম হস্তে একখানি করিয়া ঢাল দক্ষিণ হস্তে তরবারি ও পৃষ্ঠ-দেশে সুতীক্ষ্ণ কুঠার, ইহারাও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিয়া গেল। তৎপরে লাঠিয়াল ও কুস্তিবাজ পাইকগণ বিশৃঙ্খল ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল, ইহাদের হস্তে এক এক গাছি চারিহস্ত পরিমিত সুদৃঢ় রক্তবর্ণ বাঁশের লাঠি ও রায়বাঁশ; তাহারা চলিয়াগেলে ক্রমে শড়কীদার ও হাস্তি সৈন্য তালে তালে চলিয়া গেল। এইরূপে ক্রমে একলক্ষ অশীতি সহস্র সৈন্য নবাবের সম্মুখ দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে ও ক্রমে পূর্ব্ব-দিকে, চন্দ্রাতপের দিকে ফিরিয়া, অস্ত্র শস্ত্র সকল নত করিয়া দাঁড়াইল। সৈন্য-গণের অপূর্ব্ব শোভা হইল, অস্ত গমনোন্মুখ সূর্য্যরশ্মি শানিত অস্ত্র সকলে পতিত হইয়া প্রতিফলিত হওয়াতে দুর্লক্ষ হইয়া উঠিল। শ্রেণীবদ্ধ অসংখ্য সৈন্য দর্শন করিয়া দাউদখাঁর আর মুখে হাস্য ধরেনা ঈষৎ হাস্যমুখে পার্শ্বস্থ উজিরকে অতি মৃদু-স্বরে কি বলিলেন, সেও একটু হাসিল।

দূরে একটী ভেরী-রব হইল, সৈন্যগণ যুগপৎ 'প্রবল প্রতাপান্বিত বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার একছত্র স্বাধীন সম্রাট দাউদখাঁর জয়' বলিয়া দূরে চলিয়া গেল। সেনাপতি কালাপাহাড় নবাবের সম্মুখে আসিয়া হস্ত-স্থিত লগ্নতরবারি অবনত করিয়া সৈন্যগণের ন্যায় জয়োচ্চারণ করিয়া দাঁড়াইল।

ফায়জাখাঁ এতক্ষণ গম্ভীর ভাবে বসিয়া-

ছিলেন, নবাবের অবজ্ঞায় জলন্ত পাবকের ন্যায় হইয়া বসিয়াছিলেন, সৈন্যগণের ও সেনাপতির জয় শব্দ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, গর্ব্বিতভাবে কহিলেন, 'বঙ্গ-সুবাদারের এরূপ স্বাধীন সম্রাট বলিয়া নাম ঘোষণা ও রক্তছত্র ব্যবহার করিয়া সম্রাট আকবর শাহের অবমান করা অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে।'

দাউদখাঁ কহিলেন, 'আকবর শাহ নিজের অধিকারে সম্রাট, আমিও আমার অধিকারের অধিকারী, ইহাতে তাঁহার অপমান জ্ঞান করা মূঢ়তার কার্য্য, আমি তাঁহার অধীন নহি।'

ফায়জাখাঁ দাউদের এই অসঙ্গত বাক্যে আরও দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, কহিলেন 'আমি বাদসাহের দূত স্বরূপ এখানে প্রেরিত হইয়াছি; বঙ্গসুবাদার দাউদখাঁর উপর এই আজ্ঞা যে, তিনি তাঁহার পরলোকগত পিতা সলিমানের ন্যায় নিয়মিত কর ও উপঢৌকন না পাঠাইয়া মোগল সিংহাসনের যে অপমান করিয়াছেন, ক্ষমা প্রার্থনা ও বশ্যতা স্বীকার করিয়া যদি তাহার প্রতিকার না করেন, তাহা হইলে শীঘ্রই প্রতিফল প্রাপ্ত হইবেন।'

গৌড়ের রাজকোষ ধনে পরিপূর্ণ, সৈন্যও যথেষ্ট আছে; উদ্ধত দাউদখাঁ এই কথায় একটু হাসিয়া বলিলেন 'দাউদখাঁ তাহাতে বড় ভীত নহে, আপনাদের সম্রাটের ক্ষমতায় হয় বল পরীক্ষা করিয়া লউন।'

ফায়জাখাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া আসিল, ক্রোধে শরীর কাঁপিতে লাগিল, কহিলেন 'দাউদ! তোমার অত্যন্ত অহংকার বৃদ্ধি হইয়াছে, তুমি আপন ইচ্ছায় আপনার মন্দ করিতেছ, সম্রাট অত্যন্ত ক্ষমাশীল তাই তোমারই হিতার্থে আমাকে দূতরূপে পাঠাইয়াছেন; তুমি তাহা ভাগ্যে না মানিয়া আমার অপমান করিলে ও সম্রাটের বিপক্ষে যা মুখে আসিতেছে তাই বলিতেছ।'

'সমকক্ষ রাজার নিকট হইতে আগত দূতের আবার মান অপমান কি!'

'তোমার অত্যন্ত দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছে, ভাল প্রতিফল শীঘ্রই পাইবে।'

দাউদখাঁ উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'আপনি কি মনে করেন, দাউদ মুখের কথাতেই কি ভয় করে?' পারিষদবর্গ উচ্চস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। ফায়জাখাঁ আসন হইতে সহসা গাত্রোত্থান করিয়া ক্রোধভরে চন্দ্রাতপের বহির্দ্দেশে গিয়া অশ্বারোহণ করতঃ প্রস্থান করিলেন।

(ক্রমশঃ)

গোলাপফুল।

১

অদূরে কুসুমবনে বনকমলিনী
কেমন নবীন শোভা করেছে ধারণ;
কেমন ললিত ভাবে যেমন রমণী
হাব ভাবে শোভাময় করিয়াছে বন।

২

দুলি দুলি মৃদু মৃদু পবনের ভরে
নাচি নাচি আহা কিবা ললিত সুন্দর,
নন্দন-নর্ত্তকী যথা কানন ভিতরে,
যুড়ায়ে রয়েছে যেন প্রকৃতি অন্তর।

৩

পবন লহরী সনে মিশায়ে সুবাস
যুড়ায়ে নয়ন মন বনবিলাসিনী
প্রকাশিছে মরি কিবা মধুময় হাস
আলো করে আছে যেন ত্রিদিবকামিনী।

৪

দেখ দেখ দেখ কিবা মধুময় ভাব
কেমন বিমল হাসি কেমন সুন্দর
দেখ দেখ দেখ কিবা নব নব হাব
কেমন কোমল রূপ যুড়ায় অন্তর।

৫

দেখিলে ওরূপ মরি ওরূপ সুন্দর
মধুময় বাস ওর করিতে আঘ্রাণ
ব্যাকুল না হয় বল কাহার অন্তর,
কাহার না হয় বল আকুল পরাণ?

৬

কিন্তু হায় ওর ওই বিমল অন্তরে
ললিত সুন্দর ওই হৃদয় কন্দরে
বিষময় কীট হায় করেছে প্রবেশ,
বিষম বিষের এবে হয়েছে আবেশ।

৭

মধুময় ভাবরাজি করিয়া দর্শন
করিলে আঘ্রাণ ওতে, লোভে অন্ধ হয়ে,
নাসিকায় প্রবেশিবে বিষের জ্বলন
বিষম বিষের তাপ পশিবে হৃদয়ে।

৮

সুখ শান্তি লভিবারে তুষিতে হৃদয়
লবে ওরে করে বটে যুড়াতে অন্তরে,
কিন্তু হৃদে পশিবেক কীট বিষময়
জ্বলিবে বিষম অগ্নি হৃদয়কন্দরে।

৯

বিমল আননে ওর মধুময় হাস,
দেখিলে সহসা যায় যুড়ায় হৃদয়,
কত লোকে ভুলাইয়ে করিয়াছে নাশ
অমৃত করেছে হায় তার বিষময়।

১০

বিষম মরুর মাঝে পথিক যেমন,
পিপাসায় শুষ্ক তালু, জীবনের তরে
মরীচিকা ভ্রমে বৃথা করিয়া ভ্রমণ
ব্যাকুল হইয়া হায় প্রাণত্যাগ করে—

১১

তেমনি মানবকুল অবোধ হৃদয়
ওরূপমাধুরী ওর করিয়া দর্শন,
লোভে হৃদে ধরিয়াছে কীট বিষময়
হইয়াছে অবশেষে কত জ্বালাতন।

১২

উপরে অমৃত ঢালা সহাস বদন
অন্তরেতে আছে সুপ্ত কীট বিষধর,
উপরে অমিয় বিষ-কলস যেমন,
ভিতরে গরল ঢালা উপর সুন্দর।

১৩

বটে বটে বটে ওটী অতুল রতন
প্রকৃতির মধুময় অপরূপ শোভা,
বটে বটে ওর হয় উচিত যতন
বজায় রাখিতে ওই সুধাময় আভা।

১৪

ছিল বটে আগে ওটী সুধার আধার
দারুণ বিষের কীট পশেনি যখন,
নিবায়ে অন্তর দীপ করেনি আঁধার
পবিত্র কোমল দল হয়নি ছেদন—

১৫

দুষ্ট লোকে নষ্ট ওরে করেনি যখন
দেয় নাই এনে হৃদে কীট বিষধরে
কেশর অন্তর-শোভা, করেনি হরণ
গরল ঢালেনি ওর হৃদয় অন্তরে।

১৬

ছিল বটে আগে ওটী দেবের ভূষণ
পূজিবারে ঈশ-পদ অতুল রতন,
কিন্তু হায় সেই ভাব নাহি ওর আর
হয়েছে তাহার হায় হয়েছে সংহার।

১৭

আগে যেই শির-শোভা অতুল রতন
ছিল আগে, তুষিবারে মানবের মন
একমাত্র শোভাময় স্বভাবের ধন,
এখন আবার সেই বিষ-নিকেতন।

১৮

আগে যার সুধাময় সুবাসে হৃদয়
তুষিত, তুষিত হায় জগত জীবন
এখন তাহায় খালি দুখের উদয়
পরশে তাহার প্রাণ পুড়িবে এখন।

সুধাকর।

প্রথম সর্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

২৪

কুসুমিত লতাময় নিকুঞ্জ সুন্দর
অপূর্ব্ব ললিত শোভা স্বভাবের ঘর,
নবীন বসন্তকাল নব শোভাময়
কোমল প্রবাল রাজি হয়েছে উদয়,
মধুর সুবাসময় মলয় পবন
যুড়ায়ে তাপিত প্রাণ তুষিছে জীবন,
পবন লহরী সনে সর্ সর্ স্বরে
প্রকৃতি হাসিছে যেন আমোদের ভরে।
লতার সুন্দর ঘর নিকুঞ্জ অন্তরে
বসিয়া যুবক এক, ধরিয়া অধরে
সুন্দর মোহন বাঁশী, একতান মনে
বাজায় ললিত কিবা মধুর নিস্বনে।
পাখীকুল তানলয় লহরীর সনে
কাঁপিয়া কাঁপিয়া স্বর উঠিছে গগনে।

২৫

প্রবেশিলেন বীরবর নিকুঞ্জ অন্তরে,
দাঁড়াইলেন স্থিরভাবে তাহার ভিতরে।
তুলিলেন মুখ, যুবা রাখিয়া বাঁশরী,
দেখিলেন বীরবর বদন মাধুরী,
বলিলেন নম্রভাবে মধুর নিস্বনে
"কে তুমি যুবক, আজি এখানে কেমনে
আসিলে এঘোর বনে, এঘোর বিজনে।"

২৬

"অতিথী ; আসিয়া আজি মৃগয়ার তরে
পশেছি ভ্রমের বশে কানন অন্তরে,
হইয়াছি দিশাহারা হারায়েছি পথ
সম্মুখে রজনী এল বিষম বিপদ ;
জানিনাক পথঘাট, এঘোর কাননে—
মিলিব কিরূপে আজি বন্ধুগণ সনে।
জানিনা কিরূপে বল হব সখে পার,
দয়া করি যদি পথ দেখাও তাহার
চিরদিন তব দাস থাকে সুধাকর——"

২৭

"বলিতে হবেনা আর এস সুধাকর,
অতিথী দেবের পূজ্য ; সুখে ভোগ কর
সহজ বনজ ফল ঝরণার জল
কানন অন্তরে মম যা আছে সম্বল।"

২৮

উঠিলেন যুবাবর ত্যজিয়া আসন
বলিলেন "মম সহ কর আগমন
রজনী এখনি আসি স্বভাব বদন
ঢাকিবেক, বিস্তারিয়া তম আচ্ছাদন ;

কালি প্রাতঃকালে সখে, প্রত্যুষ সময়ে,
দেখাইব পথ, যেয়ো আপন আলয়ে,
তাস্তিকার মত এস আবাসে আমার
অনায়াসে লবে অংশ তৃণের শয্যার।”

২৯

চলিলেন ধীরে ধীরে যুবক উভয়,
পরস্পর আলাপনে আনন্দ হৃদয়,
উভয়ের পরিচয়ে উভয়ে মগন;
বনান্তরে হইলেন ক্রমে অদর্শন।

ইতি সুধাকর কাব্যে প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

ক্রমশঃ।

প্রাপ্ত।

বঙ্গভাষা।

১

‘সংস্কৃত দেবভাষা’ অবনী মাঝার,
তাঁর গর্ভসমুদ্ভূতা বঙ্গভাষা পরিপূতা,
দিব্য অংশে জনম তাঁহার।
উৎকল, মগধ, ভোটজনপদ,
কামরূপ, ব্রহ্মদেশ, অপার অর্ণব
বেষ্ঠিত সে রাজ্য তার বিপুল বিভব;
পবিত্র উর্ব্বর করি সেই অধিকার
পূততোয়া বেগবতী ভাগীরথী শ্রোতস্বতী
শতমুখ করেন বিস্তার।
সবে কহে বুদ্ধিজীবী তাতে প্রজাসব ॥

২

চল এবে তার রাজ্য-অধিকারে যাই,
তাঁহার সেবক যত আছে কোন্ কাজে রত,
একবার দেখে আসি তাই;
পূজ্যা দেবী প্রতি কে করে ভকতি
দেখিব সম্প্রতি চল পুণ্য-ভুমি-মাঝ
চল ভাই চল আর বিলম্বে কি কাজ?
শুনেছি সুশীল তাঁর প্রজা সদ্দাই;
ভারতের জাতি যত শুনেছি তাদের মত
বুদ্ধিবলে সমতুল নাই।
দেখি কিবা বুদ্ধি ধরে সে প্রজা সমাজ ॥

৩

আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গভাষা আর্য্যা এসময়;
শুনিয়াছি সুসেবক আছে তাঁর অসংখ্যক,
কিন্তু তাহে কিবা ফলোদয়?—
পাতিয়া শ্রবণ করহে শ্রবণ
করেন রোদন বঙ্গভাষা নিরবধি,
প্রবোধি নিবারে হেন কেহ নাহি যদি,
আর্ত্তনাদে যদি কারো না ভেদে হৃদয়,
জননী-নয়ন-জল মুছাইতে অবিরল
যদি বাস না ভুলে তনয়,—
মাতৃ ভাষা বহাইলা বনে অশ্রু-নদী ॥

৪

জঠরে ধরিলা যিনি সহিয়া যাতনা,
তাঁরে করি হেয়-জ্ঞান বিমাতায় মাতৃ-মান
প্রদানিলে কি ফল বল না?
হইয়া বিমুখ, জননীরে দুখ,
বিমাতায় সুখ দান উচিত কি হয়?
মাতৃ হত্যা পাপ আর বল কারে কয়?
আপন জনকে করি অবজ্ঞা ছলনা
অপর ধনিক-জনে, বল পিতৃ-সম্বোধনে
কার বর্ত্তে ভাগ্য-বিড়ম্বনা?
মাতৃ ভাষা ছাড়ি কেন চাহ পরাশ্রয়?

ক্রমশঃ।

বিভাবতী,

পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত,

ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ১১০ পৃষ্ঠা মূল্য ছয় আনা।৶০ মাত্র। পটলডাঙ্গা কালেজষ্ট্রীট-সেখব্রাদার দিগের পুস্তকালয়ে ও সংস্কৃতযন্ত্রালয়ের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

কলিকাতা ⊙যন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্ণ লেন, গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা।

মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ]   শনিবার। ৬ই ফাল্গুন ১৭৯৩ শক।   [৫৫শ সংখ্যা।

হায় হায় কি হল কি হল !!!

১

বিশাল ভারত গৃহে সুখে প্রজাগণ,
হাসে গায় সুখে করে জীবন যাপন।
জ্বলিছে উজ্বল দীপ মাঝেতে তাহার,
শোভাময় করিতেছে ভারত আগার।
সেই সে আলোকে বসি সুখে প্রজাগণ,
পরস্পর করে সবে সুখ-আলাপন।
অকস্মাত ভীমবাত দুরন্ত যবন,
থাকিতে তইল দীপে হরিল জীবন।
আঁধার হইল ঘর নিবিল আলোক
বিষম ব্যাকুল তায় হল যত লোক।

২

কিহল কিহল হায়! কিহল কিহল !!
কাঁদিল বিষম শোকে প্রজাদের দল,
আঁধারে পুরিল হায় সুখের সে ঘর
বাল বৃদ্ধ যুবা নারী হইল কাতর।
হাসি খুসি সুখময় সুখ আলাপন
একেবারে হল নাশ উঠিল রোদন।

৩

কোথায় আরবার ভারত-উজ্জ্বল——
আলোক প্রকাশকারী প্রদীপ বিমল!
জীবন-শিখা কি হায় নিবিল তোমার
জ্বলিবেনা পুনরায় জ্বলিবেনা আর?
হতভাগা প্রজাকুল, ভারতের লোক
পাবেনাকি আর তব বিমল আলোক?
সুদীর্ঘ গম্ভীর সেই সুন্দর আকার।
ভারতের জন কিগো দেখিবে না আর।

৪

না না না সুখের দীপ হয়েছে নির্ব্বাণ
দুরন্ত যবনে তব বধেছে পরাণ,
একেবারে নিবেগেছে পরাণ তোমার;
জ্বলিবেনা হায় হায় সে দীপ আবার;
যত কেন চেষ্টা হায় করনা তাহায়
জ্বলিবেনা আর দীপ হায় হায় হায়!

৫

দশ প্রাণ দিলে যদি জীবন তোমার
পুনর্বায় দেহে আসে ফিরিয়া আবার,
শোকাকুল প্রজাকুল আছে রাজি তায়
দশের পরাণে জ্বাল প্রদীপ শিখায়;
ঘোরতর তমোময় ভারত-আগার
কর দেব, আলোময় কর গো আবার।

৬

আরেরে দুরন্ত দুষ্ট কুলীন যবন
ভারত কি তোর কিছু করেছে কখন!
চিরদিন তার হায় সাধিবারে বাদ
কেন তোর বল্ বল্ কেন এত সাধ?
স্বাধীন হিন্দুর দল ছিলরে যখন
অনায়াসে হরে নিলি স্বাধীনতা ধন।
ধরিলি কৃপাণ করে অপরে কোরাণ
ধর্ম্মনাশ করি কত বধিলি পরাণ।
দেববাণি আর্য্য ভাষা নাশিবার তরে
প্রচারিতে পাপ ধর্ম্ম ভারত ভিতরে
করিলি পাষণ্ড কেন করিলিরে পণ
ভারত কি তোর কিছু করেছে কখন?
হরিতে ভারত সুখ সাধিবারে বাদ
কেন তোর বল্ বল্ কেন এত সাধ?

৭

নিষ্ঠুর তোদের মত নিষ্ঠুর জীবন
দেখিনা জগতে আর দেখিনা কখন;
লভিতে আমোদ মনে সামান্য-সন্তোষ
বধিতিস শত শত জীবন নির্দ্দোষ,
ডুবাতিস নদীস্রোতে জনপূর্ণ তরী,
করিতিস অন্ধ আঁখি উৎপাটন করি,
গর্ব্ভবতী দোষশূন্যা নারীর উদর
চিরিতে কখন তোরা হস্ নি কাতর।

৮

কপাল প্রসন্ন হল গেল তোর বল
বৃটিশ আসিয়া দেশ করিল দখল
পাপ আচরণ যত হয়ে গেল নাশ
ভারতে জ্ঞানের শশী হইল প্রকাশ,
নানা সুখে পরিপূর্ণ হইল মানব,
তোদের নয়নে কেন সহিবে সেসব?
নবসুখে সুখী দেখি ভারত অন্তর
তাহাতেও দাগাদিতে লাগিলি পামর।

৯

'কাফের' বলিস কিরে কাফের পামর
তোদের ত এই ধর্ম্ম, সুশীল অন্তর?
'বধিলে মহতপ্রাণ পুণ্য বড় হয়।
যাম্মদের ধর্ম্ম গ্রন্থে এই কথা রয়
তারা বলে ধর্ম্মহীন হিন্দুজাতিগণ!!!
আরেরে বিধর্ম্মী দুষ্ট পাপিষ্ঠ যবন।
হীন কাজে সদা যার রয়েছে অন্তর
নরকেও স্থান তার নাহিরে পামর।

১০

পঞ্জাবের দোষহীন জজের জীবন
অকারণে পশু হেন করিলি নিধন।
নর্ম্মান প্রধান জজ গুণের আধার,
যারগুণে বশ ছিল জগত সংসার;
গুণের আধার সেই সরল সুজনে
অকারণে হায় হায় বধিলি জীবনে।
আবার একিরে হায় একি সর্ব্বনাশ
গবর্ণরজেনেরলে করিলি বিনাশ।
কাঁদালি ভারত জনে কাঁদালি ধরায়
করিলি কি সর্ব্বনাশ হায় হায় হায়।

১১

হায় হায় হায় হায় প্রাণের নর্ম্মান
আজিও তোমার শোকে কাঁদিছে পরাণ;
বিষম শোকের কীট প্রকাশি দশন
আজিও প্রজার হৃদে করিছে দংশন।
শোকের উপর শোক প্রাণ জরজর
কেটে কেটে শোক কীটে খেতেছে অন্তর,

এখনো নর্ম্মান তোঁহে ভোলেনি হৃদয়
চিরকাল তব শোক হইবে উদয়।

১২

এস এস ভ্রাতাগণ হোয়ে একমন,
সকলে মিলিয়া এস করিগো রোদন।
কৃতজ্ঞতা চিহ্ন তার কিবা আছে আর
এস এস সবে ফেলি নয়ন আসার।
ডুবিছে শোকের স্রোতে যত প্রজাদল
অবিশ্রান্ত ফেলিতেছে নয়নের জল।
এস এস এস ভাই নয়ন আসারে
ভাসাই ভাসাই আজি ভারত মাতারে।

হায় হায় কি হইল কি বিষম ভয়।
শুনিলে হৃদয় কাঁপে রোমাঞ্চিত হয়।
বিশ কোটী নরেশ্বর যিনি গুণী বর,
পশু সম কে বিঁধিল তাঁহার অন্তর।
হাঁরে বিধি এ কি তোর কেমন বিধান.
সে পামরে ধরা মাঝে কেন দিলি স্থান।
কেন তায় নাশিলি না জরায়ু শয্যায়,
কেন বা তাহায় নিলি তাঁহার রাজ্যায়।
কেন বা তাহায় দিলি এইরূপ মন,
যে মনে হরিল সেই প্রজাদের ধন।
হায়রে কাঁদিছে যত ভারতীয় জন,
কেমনে তাঁহায় হায় করিলি নিধন।
কি হইল কি হইল ভারতে এবার,
শুনি নাই শুনিবনা এমন ব্যাভার।
নাশিল প্রধান জজে সহরের মাজ,
যেখানে বসতি করে বীরের সমাজ।
দিবসে আঁধার হলো টাউনের হাল,
এইকি হইল হায় ভারতের হাল।
বাপ বাপ শুনি নাই এমন ব্যাপার,
ভাসিল শোকের নীরে যত পরিবার।
কে করিবে সুবিচার হায় হায় হায়,
স্মরণে পাষাণ হৃদ দ্রব হয়ে যায়।
কাঁদিল যতেক প্রজা করিল আক্ষেপ,
কত দিন শোক বারি করিল নিক্ষেপ।
আবাররে একি ভাব শুনিবারে পাই,
শুনিয়া মনেতে আর মন মোর নাই।
যিনি ধরাপতি হন ভারতের নাথ,
তাঁহার হইল একি তেমনি নিপাত।
হায় হায় শোকে বুক বিদরিয়ে যায়,
নাশিলে জীবন প্রভু প্রজাদের দায়।
অভাগা অনাথ প্রজা আমরা তোমার,
আমাদের দুঃখে দুঃখি কে হইবে আর।
না না নাথ মোরা বুঝি করি অলক্ষণ,
কুশলে শিমলায় আছে তোমার জীবন।
তুমি কেন আণ্ডামান যাবে গুণিবর,
অতি পাপময় সে যে নরক সোসর।
প্রজা জন বুঝি কেউ দেখিয়া স্বপন,
করিতেছে জনে জনে একপ রটন।
না না প্রভু তাহা নয় মনে হেন লয়,
প্রজা মন বুঝিবারে এই মত হয়।
অনুরাগী প্রজা মোরা ওহে গুণিবর,
হইছি তোমার হেতু অতীব কাতর।
ছলনা ছাড়িয়া দেহ শুভ দরশন,
অকারণে মোরা সব করিছি রোদন।
অমঙ্গল এতে হবে ওহে দয়াময়,
করুণা আকর তুমি সরল হৃদয়।
প্রজার কুশলে হবে তোমার কুশল,
মুছুক মুছুক তারা নয়নের জল।
ঐ যে লাগিল ঘাটে তরণী তোমার,
কেন তবে প্রজাগণে করে হাহাকার।
এখনি হইবে আলো কলিকাতাময়,
ঘুচে যাবে পাপ কথা হবে সুখোদয়।
হইবে মঙ্গলপূর্ণ তোপের নিস্বন,
আনন্দে পুরিয়া যাবে সকলের মন।
হায় হায় একি ভাব কেনবা এমন,
কেন শোকপূর্ণ দেখি সকলের মন।

তবে কি যথার্থ তব হয়েছে নিধন,
হায় হায় হায় প্রভু প্রজার জীবন।
এইযে তোমার তনু দেখেছি অসাড়,
কেনবা এমন হলো একোন ব্যাপার।
ভারতে কি দশা হায় ঘটিল এবার,
নাশিল এমন ধনে কোন দুরাচার।
না না ঐ দেহে বুঝি আছয়ে চেতন,
হয়েছে শান্তির হেতু নিদ্রা আকর্ষণ।
অহরহ প্রজাহিত ভাবিয়া অপার,
হয়েছে নিদ্রার বেগ বুঝি একবার।
জাগ জাগ একবার ওহে গুণময়,
দেখিয়া প্রজার শোক শীতল হৃদয়।
না না হায় মহানিদ্রা হয়েছে তোমার,
ঘুমালে জনম তরে জাগিবেনা আর।
আহা এদুঃখের বেগ সহনে না যায়,
পড়িলে অধম হাতে ছুরিকার ঘায়।
যে তনু অসংখ্য জনে করিয়া বেষ্টন,
সশাণ অস্ত্রেতে করে শতত রক্ষণ।
সে তনু সাগর তটে অনাথের প্রায়,
রাঙ্গিয়া রুধির ধারে রক্তিম আভায়।
হায় হায় দুঃখ বেগ রাখিব কোথায়,
পড়িল সুমেরু খসি শকুনি পাখায়।
শৃগালে লঙ্ঘিল হায় করি মহাবল,
হায় হায় একি হলো বিষময় ফল।
হায়রে অধম খল পাষণ্ড যবন,
পাষাণে গঠিত কিরে তো সবার মন।
নাশিলি যে তিন বীরে তোরাই কেবল,
বলিবে বলিবে যত প্রজা মহাবল।
করিবে দুর্জ্জয় ঘৃণা তোদের উপর,
নরক সমান দেখি তোদের অন্তর।
আরেরে নরক রূপী নরকের চর,
পাষাণে গঠিত কিরে তোদের অন্তর।
নির্দ্দোষ নির্ম্মল এই গুণের হৃদয়,
বিঁধিতে কি হইল না দয়ার উদয়।
কোন্ বিধি হাতে হলো তোদের গড়ন,
মানবের মত নহে কোন আচরণ।
অস্ত্রের সহিত হয় ধর্ম্মের প্রচার,
কে শুনেছে কোন জেতে এমন ব্যাভার।
অর্থ আশে পিতৃনাশে নাহি হয় পাপ,
পর লাগি তো সবার কিসে হবে তাপ।
ভ্রাতৃ বধে পিতৃবধে অসীম সন্তোষ,
কে দেবে তোদের বল এপাপেতে দোষ।
দেখছ জাতির ধর্ম্ম যেমন আচার,
ফাঁসি কাঠে কুলাচার দেখ এইবার।
ধর ধর ধর যত যবনের দল,
নাশ নাশ নাশ শুধু তাহাদের বল।
হায় হায় কি কহিব কথা বিষময়,
পশুভাবে বিদ্ধ করে রাজার হৃদয়।
যাঁহার প্রতাপে কাঁপে ভারত মণ্ডল,
যাঁহার অসংখ্য সেনা হয় পিঠ বল,
যাঁহার শাসনে তুষ্ট মহীলতা প্রায়,
তাহার জীবন গেল সামান্যের ঘায়।
কীটানু স্বরূপ যেই তাঁহার নিকট,
এক কটাক্ষেতে ঘটে যাহার সঙ্কট।
বিশাল আকাশে যেন এক ক্ষুদ্র তারা,
তেমনি তাঁহার কাছে ক্ষুদ্র হয় যারা।
তাদের হইতে তাঁর হইল নিধন,
ইহা হতে আছে কি আর অশিব ঘটন।
হায় মাতা ভারতী সে তোমার এপাপ,
নতুবা কেনই পাবে এমত সন্তাপ।
গিয়াছে আপন সুত বহু দিন তল,
সতিনী সুতেতে তবু হয়েছিল বল।
তাদের এমন হলে কষ্টের কারণ,
কে আর তোমার দুঃখ করে নিবারণ।
আসিবেনা ভারতে গো আর গুণী জন,
এমতে যদিগো ঘটে অকালে নিধন।
বলিবে রাক্ষসী তোরে ঘুষিবে অযশ,
থাকিবে থাকিবে হয়ে চির দুঃখ বশ।

যবনে বাঁধিয়া পুন করিবে প্রহার,
তোমার দুঃখের রাশি কে ঘুচাবে আর।
ছিলে তুমি অভিভূত যবন বন্ধনে,
জাননাকি, সে দিন কি পড়েনাহি মনে?
লুণ্ঠিত সকল ধন নাশিত নন্দন,
চরণে পরায়ে ছিল নিগড়-বন্ধন।
যাই রে সতিনী-সুতে হয়ে বলবান,
রেখে ছিল যতনেতে তোমার সম্মান।
তাইগো জননী তব এত সমাদর,
নতুবা কে করিতরে তোমার আদর।
হায় মাতা স্বপনেও ভাবিনি এমন,
তোমার উপরে হবে এত বিড়ম্বন;
সাধিবে অপার বাদ নিষ্ঠুর যবন,
নাশিবে তোমার প্রিয় সখের নন্দন।
কি বলিবে মাগো তোর সতিনি সে জন,
রাখিলি না যতনেতে তাহার নন্দন।
দিবেনা দিবেনা মা গো সে যে প্রিয় ধন,
তবে তোর কি রূপেতে হইবে বর্দ্ধন।
কে তোর দুঃখের তরে হইবে কাতর?
ঘুচিবে ঘুচিবে তোর যত সমাদর।
হায় মা গো ইঙ্গলণ্ড বীর প্রসবিনী,
পাঠালে যতনে সুতে ভারতে আপনি।
পাইলেনা ফিরে আর পুন সেই ধন,
নাশিল তাঁহায় হায় অধম যবন।
কর কর কর মাতা তার সুবিধান,
অধম পামর যায় পায় ভাল জ্ঞান।
নাশিল যুগল সুতে একই প্রকার,
ভাব ভাব ভাব মা গো তাদের ব্যাভার।
দোরদণ্ড প্রতাপেতে ধরা কম্পমান,
সাগর পাহাড়ে ঘোষে বৃটিষের মান।
শতাধিক বর্ষ গত তব অধিকার,
কখনই হয়নাই এরূপ ব্যাপার।
নিরাপদ বৃটিষের অতুল সম্পদ,
আবার কি হইল একি বিষম বিপদ।

থরথরি কম্পমান সবার হৃদয়,
এই ভাবে হবে বুঝি সকলের ক্ষয়।
শতাধিক লোক মাঝে এতেক প্রতাপ,
দেখিনি শুনিনি কভু বাপ বাপ বাপ্।
যুক্তি কি করিয়াছিল এরা দুইজন,
এক মতে এক ভাবে করিবে নিধন।
নাশিল দিবসে আসি জষ্টিস প্রবর,
এ আবার তাহা হতে অতি ভয়ঙ্কর!
মহাবীর শত শত ধরিয়া কৃপাণ
রাখিতেছে সযতনে সদা যাঁর প্রাণ,
তাঁহার জীবন নাশা সামান্য ত নয়,
হায় হায় কি হইল একি ঘোর ভয়!!
ক্ষেপিল যখন সব সিপাই দুর্জ্জন,
তখন না হয়েছিল এমন ঘটন।
সুখেতে ছিলাম মোরা বঙ্গের ভিতর,
হয় নাই আমাদের হৃদয় কাতর।
কলিকাতা ধাম ছিল শান্তির আলয়,
কি হইল কি হইল একি ঘোর ভয়!!
যেমন সিপাহিদলে হইল পতন,
তেমনি হউক ওরে এদের জীবন।
পড়ুক পড়ুক বাজ এদের মাথায়।
যাউক যাউক এরা যাউক ত্বরায়।
যে করিল নিয়োজিত পামর দুর্জ্জন,
হউক হউক তার সমূলে পতন।
কার মনে হেন ভাব হইল উদয়,
এইবারে হবে তার সমূলেতে ক্ষয়।
কে করিল পদাঘাত কেশরী মাথায়,
জানে না জানে না মর্ম্ম হায় হায় হায়।
মূষিক হইয়া করে কেশরী ছেদন,
এখনি সমূলে তার হইবে পতন।
জানেনা অধম হায় বৃটিষের বল,
জানেনা কুপিত ফণী কতেক প্রবল।
নাশিবে বিষের ঘায় অখিল মণ্ডল,
যাইবে যাইবে হায় যবনের দল।

বিষধর দোষে যেন ভুজঙ্গ সংহার
তেমনি এদের দশা হবে এইবার
হায় হায় একদোষে সবার সংহার
বাঁচিবেনা বাঁচিবেনা যবন ত আর।

বঙ্গ কবিকুল ও বাঙ্গালা কবিতা।

বিদ্যাপতি।

পূর্ব্বাপর ইতিহাস প্রভৃতি লিখনে রীতি না থাকায় বঙ্গীয় পুরাতন বিবরণের কিঞ্চিৎ মাত্রও জ্ঞাত হওয়া দুরূহ। বিশেষতঃ পুরাতন কবিকুলের জীবনী প্রাপ্তহওয়া এক প্রকার অসম্ভব বলিলে ক্ষতি হয়না। যখন পূর্ব্বতন বঙ্গীয় কবিদিগের রচনাই সংগ্রহ করা কঠিন, তখন তাঁহাদের জীবন বৃত্তান্ত যে দুষ্প্রাপ্য ও বিলুপ্ত হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

পূর্ব্বতন বঙ্গীয় প্রথম কবিত্রয়ের দুই-জনের প্রামাণিক যাহা কিছু প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা প্রকাশিত করা গিয়াছে। অদ্য বিদ্যা-পতির রচনা সমালোচন ও তাঁহার জীবনীর বিবরণের সামান্যরূপ যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়াগিয়াছে তাহা অদ্য পাঠক মহাশয়-দিগের সমক্ষে প্রকাশকরাগেল।

বিদ্যাপতিকে সকলেই প্রথম কবি বলিয়া পরিচয় দেন; আমরাও প্রথম কবি বলিয়া স্বীকার করি, কিন্তু তাঁহার সময়ে যে আর কেহই ছিলেননা আর কোন কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই তাহা বিশ্বাস করিতে পারিনা, কারণ বিদ্যাপতির সময় গোবিন্দদাস কবিরাজ ও চণ্ডিদাস কবিশেখর এই উভয় কবির কবিত্ব প্রকাশিত ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়াযায়, এবং কতিপয় প্রমাণও পাঠকদিগের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত হইয়াছে। কবি বিদ্যাপতির রচনা পূর্ব্বোক্ত কবিদ্বয় হইতে শ্রেষ্ঠ ও সুললিত ভাবসম্পন্ন বলিয়াই শ্রেষ্ঠত্ব প্রযুক্ত "আদিকবি" পদ প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত।

বাঙ্গালার আদিকবিত্রয়ের বিবরণ এ প্রকার জটিল যে তাঁহারা যে কোন সময়ের লোক তাহা নিরূপণ করা যায়না। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত বিজ্ঞদিগের প্রমুখাৎ ইঁহাদের বিষয়ে যাহা কিছু শোনাযায় তাহার প্রতি তত বিশ্বাস করাযাইতে পারেনা; তাহার সমগ্রই কল্পিত অদ্ভুত গল্পের ন্যায়, বিশেষতঃ ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট তাহাও আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। তাঁহারা সকলেই বলেন যে উক্ত কবিত্রয় গৌরাঙ্গের জন্মের বহু দিবস পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। "বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস" রচয়িতারও এই মত। কিন্তু তাহার পক্ষে প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক বিপরীতে প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। তিনি বলেন "বিদ্যাপতি রাজা শিবসিংহ নারায়ণের সমকালে আবি-র্ভূত হন, রাজা শিবসিংহ নারায়ণ চৈতন্য দেবের প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি পঞ্চ গৌড় নামক স্থানে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।" কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ দর্শান নাই এবং আমরাও তাহার কোনরূপ প্রমাণ পাইনা। বঙ্গভাষার ইতি-হাসকার বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস ও গোবিন্দ-দাস এই তিন জনকে একসময়ের বলিয়াও বিদ্যাপতিকে কিপ্রকারে চৈতন্য দেবের এক শত বৎসর পূর্ব্বের লোক বলিয়া লিখিয়া-ছেনতাহা আমরা বলিতে পারিনা। "ভণয়ে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস তথিপুরল ইহরস ওর" এই ভণিতাদ্বারাই উক্ত মহাশয়

গোবিন্দদাসকে বিদ্যাপতির সমকালবর্ত্তী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং আমরাও ঐ প্রমাণানুসারে বিদ্যাপতিকে গোবিন্দ দাসের সমকালস্থ বলিয়া পরিচয় দিলাম। বিদ্যাপতি যদি যথার্থই গোবিন্দ দাসের সমকালবর্ত্তী হন তাহাহইলে তিনি কখনই চৈতন্য দেবের পূর্ব্বের লোক নহেন, কারণ গোবিন্দ দাসের রচিত

"চম্পক সোণ কুসুম কনকাচল
জীতল গৌর তনু লাবণীরে।
উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব
জগমনোমোহন ভাঙণীরে॥
জয় জয় সচীনন্দন ত্রিভুবন বন্দন
কলিযুগ-কাল-ভুজগভয়-খণ্ডন॥
বিপুল পুলক কুল আকুল কলেবর
গর গর অন্তর প্রেমভরে।
লহু লহু হাসনি গদ গদ ভাষণি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে॥
নিজ রসেনাচত নয়ন ঢুলায়ত
গায়ত কত কত ভকতহি মেলি।
যোরসে ভাসি অবশ মহীমণ্ডল
গোবিন্দদাস তঁহি পরশ না ভেলি॥"
(পূর্ব্ব মহাত্মাদিগের চরণ স্মরণ,)

এই পদটীর দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে তিনি চৈতন্য দেবের পরবর্ত্তী বা সমকালের লোক।

বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণ, রাজা শিবসিংহের যেস্থানে বাস ছিল ইঁহারও বাস সেই স্থনে; কিন্তু সে স্থান যে কোন স্থানে তাহা নিরূপণ করা দুরূহ। বিদ্যাপতি উক্ত রাজার সভাপণ্ডিত বা সহচর ছিলেন। রাজা শিবসিংহের রমণী "লছিমা" বা লক্ষ্মীর সহিত গুপ্তপ্রেম ছিল, কথিত আছে কবিবর লছিমার সহিত নিজের যে সকল ঘটনা হইত ও নিজমনে যে প্রকার ভাবের উদয় হইত সেই ভাবে কৃষ্ণরাধিকার ভাব বর্ণন করিতেন। লছিমার সহিত কবিবরের এত দূর প্রণয় ছিল যে কবিবরের মৃত্যু হইলে লছিমাও তাঁহার অনুগামিনী হয়েন। ১২০৭ সালের হস্ত লিখিত একখানি পুথিতে কবিবরের বিষয় আমরা যাহা কিছু প্রাপ্ত হইয়াছি নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম ;—

"বিদ্যাপতিঠাকুরের শুন বিবরণ।
লছিমা সহিত তার যেরূপ মিলন॥
শিশুকালে পাঠ পড়ে ছাওয়ালের সঙ্গে।
এইরূপে গোঙায় কত দিন রঙ্গে॥
দৈবে এক দিন সব ছাত্রগণ লয়্যা।
নগর বাহিরে ফিরে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া॥
হেন কালে ঝড় বৃষ্টি অকস্মাৎ হৈল।
নিজ নিজ আলয়ে কেহ যাইতে নারিল॥
গ্রামের বাহিরে আছে এক শিবালয়।
শিশুগণ লয়ে তথা রজনী বঞ্চয়॥
শিবসিংহ নরপতি রাজ্যের ঈশ্বর।
সেই গ্রামে বিদ্যাপতি ঠাকুরের ঘর॥
গ্রামের বাহিরে আছে এক সরোবর
তাহে অগ্নি দেই গ্রামের যত নর॥
দৈব যোগে সেই দিন চোরেরে ধরিয়া।
শূলে দিয়াছিল সেই সরোবরে লয়্যা॥
শিশু সঙ্গে নানা রঙ্গে রসিক থাকয়।
তার মধ্যে এক শিশু বুদ্ধিমন্ত হয়॥
চাতুরী করিয়া কহে শুন ছাত্রগণ।
মন দিয়া শুন সবে আমার বচন॥
চোরেরে ধরিয়া রাজা মেরেছে যেখানে।
রাত্রে যদি যাইতে পার সেই স্থানে॥
তবে তারে বলবান করি বাখানিব।
ধন্য পুরুষ বলি তাহারে কহিব॥

শুনিয়া শিশুর কথা কবি বিদ্যাপতি।
যাইব বলিয়া বলে বিপ্র উগ্রমতি॥
শিশুগণ বলে কবি যদি তথা যাবে
শূল কাষ্ঠে চিহ্ন কিছু রাখিয়া আসিবে॥
দৈব বিপাক তোমার যদি কিছু হয়।
আমা সভার দায় নাহি কহিল নিশ্চয়॥
অস্ত্র এক হাতেতে করিয়া দ্বিজবর।
গমন করিল রাত্রে তৃতীয় প্রহর॥
উপনীত হৈল দ্বিজ চোরের নিকট।
অস্ত্র ধরি ঘাতক করিল শূল কাষ্ঠে॥
অস্ত্রাঘাত করিয়া ফিরিয়া চলিল।
হেনকালে চৈত্ররূপে গুরুস্ফুর্ত্তি হইল॥
ঘোর রাত্র কালেতে আসিয়া দ্বিজবর।
মড়া দেখে ভয় তার হয়েছে অন্তর॥
সেই ভয়ে দ্বিজবর অন্তরে কম্পিত।
প্রকৃতি স্বরূপ সেই দেখে আচম্বিত॥
গলিত কাঞ্চন জিনি অঙ্গের বরণ।
নীল পদ্ম অঙ্গে শোভে নানা আভরণ॥
পয়োধর উন্নত তায় পাইয়াছে শোভা।
বিচিত্র কাঁচলি মদনের মনলোভা॥
নাসায় বেশর সাজে গজমতি তায়।
বঙ্কিম নয়ান কোনে ঘন ঘন চায়॥
ভালেতে সিন্দুর বিন্দু অরুণ জিনিয়া।
চাঁচর চিকুর বেণী স্বর্ণ ঝাঁপা দিয়া॥
মণিময় চুড়ি হাতে কঙ্কণের সাথে।
বাহুমূলে তাড় সাজে স্বর্ণ ঝাঁপা তাতে॥
সিংহ জিনি কটিদেশ তাহাতে কিঙ্কিনি।
চরণে নূপুর বাজে সুমধুর ধ্বনি॥
অঙ্গনে পাশুলি সাজে পরম উজ্জ্বল।
জাবকের চিত্র দুই চরণকমল॥
এইরূপে হৃদয়েতে বসিলা তাহার।
মূর্চ্ছিত হইয়া দেখে সাক্ষাৎ আকার॥
চেতন করিল তারে মধুর বচনে।
চেতন পাইয়া দ্বিজ ভাবে মনে মনে॥
শুন শুন দ্বিজ তুমি আমার বচন।
মোর রূপ গুণ তুমি করহ বর্ণন॥
দ্বিজ বলে ভাল মন্দ নাহি মোর জ্ঞানে।
মূর্খ বালক আমি বর্ণিব কেমনে॥
এত শুনি তাহারে কহিল উপদেশ।
অষ্টাক্ষর মন্ত্র দিল্যা বস্তুবিশেষ॥
মন্ত্র দিয়া পুনর্ব্বার কহিল তাহারে।
লছিমারে সেবগিয়া কহিনু তোমারে॥
তার দরশনে তোমার আমার স্ফুর্ত্তি হইবে
বর্ণন করিলে তুমি আমারে জানিবে॥
এতেক কহিয়া চিত্তে বসিয়া রহিল।
দেখিতে না পায়্যা বিপ্র আকুল হইল॥
লছিমার সঙ্গে সদা স্বভাব উদয়।
স্বভাবিক প্রেম দোঁহে দোঁহারে মিলয়॥
গোপত পিরীতি যবে বেকত হইল।
বিচ্ছেদের ভয়ে দেহ অপ্রকট হইল॥
লছিমা দেখিল উপপতির বিচ্ছেদ।
প্রাণ দিব বলি তার মনে হইল খেদ॥
সেই খেদে মহা প্রেমানন্দ উপজিল।
বিদ্যাপতি সহ সেই গমন করিল॥"

(লোচনদাস কৃত বস্তুতত্ত্বসার)

(১০)

বিজ্ঞাপন।

মহাত্মা লর্ড মেওর হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনার আদ্যোপান্ত বিস্তারিত বিবরণ গুপ্ত যন্ত্রে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতেছে মূল্য এক আনা মাত্র।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্শ লেন, গোলাদিঘার উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা।　　　　মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ]　　শনিবার। ১৩ই ফাল্গুন ১৭৯৩ শক।　　[৪৬শ সংখ্যা।

বঙ্গকবিকুল ও বাঙ্গালা কবিতা।

বিদ্যাপতি।

কথিত আছে একদিবস শিবসিংহ বিদ্যাপতি কবিরঞ্জনকে 'রাধাকে দেখিয়া সখাগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি' বিষয়ক একটী পদ রচনা করিতে অনুজ্ঞা করেন। বিদ্যাপতি রচনা করিতে বসিলেন, কিন্তু প্রিয়তমা লছিমাকে না দেখিয়া রচনা করিতে পারিলেননা। সমস্ত দিবস ভাবিতে ভাবিতে কাটিয়া গেল, সন্ধ্যার সময় কবিবর কৌশলে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় লছিমাসুন্দরী বেশ ভূষা করিয়া দর্পণে বদন দর্শন করিতে ছিলেন, উভয়ের চারিচক্ষে মিলন হইল; লছিমা ঈষৎ হাসিয়া গৃহ-মধ্যে চলিয়া গেলেন। বিদ্যাপতি সেই সময়ের আপনার মনোগত ভাবে পদ রচনা করিয়া বহির্দ্দেশে আগমন করত রাজাকে শুনাইলেন। পদটী এই ঃ—

'গোধূলি পেখলু বালা
　　যব মন্দির বাহির ভেলা।
খুরি দরশনে আশ না পুরিল।
　　বাঢ়ল মদন জ্বালা॥
অনল্প বয়স বালা
　　যেন গাঁথনি পহুঁক মালা।
নবজলধরে বিজুরি রেহা
　　ধন্দ বাড়ায়ই গেলা॥
গুরি কলেবর কোণা।
কাজরে উজর সোণা॥
কেশরী জিনিয়া মাঝা ক্ষীণা।
দুল্লভ লোচন কোণা॥
রসিক সহজ জনে
　　হানিল মদনবানে।
চিরঞ্জীবী রাজা শিবসিংহ
　　কবিবিদ্যাপতি ভণে॥

কবিবিদ্যাপতির উপস্থিত রচনার ক্ষমতা বিষয়ে আমরা কোন বিশেষ প্রমাণ দেখিতে পাই না। তবে শিবসিংহ প্রায়ই মধ্যে মধ্যে উক্ত প্রকার রচনা করিতে বলিতেন ইহাতেই কেবল বোধ হয়, কবিবরের উপস্থিত রচনার ক্ষমতাও ন্যূন ছিল না। তাঁহার রচনার অনেক স্থানে এরূপ ভাব পাওয়া যায় যে তাহা পাঠ করিলে বিলাতীয় শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনার সমকক্ষ বলিয়া বোধ হয়। যে প্রকার ভাব পাঠ করিয়া পাঠকগণ ইংরাজ কবিদের বারম্বার সুখ্যাতি করেন ও আহ্লাদে পুলকিত হন, সেরূপ ভাবও বিদ্যাপতির রচনামধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিদ্যাপতি যে স্বভাবকবি ছিলেন, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। কবিবরের, যত সুললিত রচনা তত সুমিষ্ট রচনা প্রায় দেখা যায় না। বিদ্যাপতির রচনার অধিকাংশ ব্রজবুলির ন্যায়,কিন্তু তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐরূপ করিয়া রচনা করিয়াছেন কি সেই সময় তাঁহার দেশের ভাষাই ঐ প্রকার হিন্দিমিশ্রিত ছিল, তাহা নিরূপণ করা দুরূহ, কারণ অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ বাঙ্গালা পদ সকলে বিদ্যাপতির ভণিতা দেখা যায়। সেগুলিকে অন্যের রচিত বলিয়া অনেকে সন্দেহ করিয়া থাকেন।

পাঠক মহাশয়দের জ্ঞাতার্থে নিম্নে কবিবরের রচিত পদ উদ্ধৃত হইল ঃ——

'আধ আঁচরে খসি আধ বদনে
হাসি আধহি নয়নতরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
তবধরি দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা কনক কটোরা
তনু কাচলা উদাম।
হরি হরি বলমন জনু বুঝ ঐসন
ফাঁস পসারল কাম॥
দশন মুকুতাপাঁতি অধর মিলায়ত
মৃদু মৃদু কহিতহি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ অতয়ে সে দুখ রহ হেরি
হেরিনা পূরল আশা॥'

"* * * *
দুই করে সিঞ্চ যদি সিন্ধুবারি॥
অচল চলয়ে যদি চিত্তেকহে বাত।
কমল ফুটয়ে যদি গিরিবন মাঝে,
* * * * *।
* * * * *।
চান্দে যদি বিষধরে সুধাধরে সাপ॥
পূর্ব্বে ভানু যদি পশ্চিমে উদিত।
তবু বিচলিত নহে সুজন পিরীত॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শিবসিংহ রায়।
ইত্যাদি।

(১১)

ইন্দুবালা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মন্দিরে।

যে রাত্রে কাশ্মীরের গিরিগুহায় ডাকাইতগণ বলিকাটীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, সেই রজনীতেই কাশ্মীরের প্রান্তরস্থিত একটী পুরাতন দেব মন্দিরের মধ্যে একজন যুবক চিন্তানিমগ্ন হইয়া উপবিষ্ট আছেন। মন্দির মধ্যে একটী প্রদীপ অনুজ্জ্বল ভাবে আলোক বিতরণ করিতেছে।

মন্দিরটী অতি প্রাচীন, যবননষ্ট হিন্দু-কীর্ত্তির অবশিষ্ট স্বরূপ কেবল দণ্ডায়মান আছে মাত্র; সমস্ত অলঙ্কার বিনষ্ট হইয়াছে। প্রস্তর সকলের সংযোগস্থল হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ উদ্ভূত হইয়াছে। বহুকাল পূর্ব্বে যে, মন্দির মধ্যে দেব মূর্ত্তি ছিল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ দুই একটী উপকরণের চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

যুবক একখানি উপলখণ্ডে স্থিরভাবে বসিয়া আছেন, চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন। অনুজ্জ্বল দীপালোকে কান্তিময় সুন্দর মুখখানি যেন ঢল ঢল করিতেছে। পরিধানে মলিন সামান্য পরিচ্ছদ, মস্তকে সামান্য ছিন্ন উষ্ণীষ, বামপার্শ্বে একখানি তরবারি লম্বমান রহিয়াছে। যুবক পরিমিত দীর্ঘ ও সবলশরীর, কপালদেশ উচ্চ হস্তদ্বয় বীরত্ব-ব্যঞ্জক মুখে বীরত্ব মিশ্রিত কেমন একটী ভাব প্রকাশিত হইতেছে। বয়স সপ্তদশ বৎসরের অধিক নয় মুখে মুখলোমের রেখা অদ্যাপি উদ্ভূত হয় নাই, কিন্তু যুবকের সবল শরীর দেখিলে সহসা বয়স বিংশতি বৎসরের ন্যূন বলিয়া বোধ হয় না। যুবক চিন্তানিমগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন, একেবারে জ্ঞান হীন হইয়া বসিয়া আছেন। মন্দিরের কবাট বহির্দ্দেশ হইতে করতাড়িত হইল, যুবক একেবারে চিন্তানিমগ্ন, শুনিতে পাইলেন না; আবার পুনরায় দ্বার করাহত হইল, গম্ভীর স্বরের বহির্দ্দেশ হইতে একজন বলিল 'মাধোসিং মাধোসিং দ্বার খুলিয়া দাও।' যুবক সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন। একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দ্বার খুলিয়া দিলেন, একজন প্রবীণ পুরুষ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবীণের গম্ভীর মুখ শ্বেত শ্মশ্রু-জালে শোভিত, পরিধানে একখানি ধুতি ও একটী তুলাপোরা জামা; শরীরটী দেখিলেই সম্ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয়। বৃষ্টি হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত প্রবীণ একখানি মৃগচর্ম্মে শরীর আচ্ছাদিত করিয়া আসিয়াছিলেন, মৃগচর্ম্মখানি রাখিয়া বলিলেন 'আঃ তুমি কি নিদ্রিত ছিলে? দেখিতেছ ক্রমে বৃষ্টি বৃদ্ধি হইতেছে, শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দাওনা কেন?'

মাধব সিংহ পুনরায় দ্বাররুদ্ধ করিয়া বলিলেন 'গুরুজী ক্ষমা করুন, আমি অন্যমনা ছিলাম শুনিতে পাইনাই।'

'বৎস! এত চিন্তার প্রয়োজন কি, যখন আমি তোমার হিতের জন্য কৃতপ্রতিজ্ঞ হয়েছি তখন তোমার ভাবনা কি?'

'মহাশয়, বিরক্ত হইবেন না আপনি বই পৃথিবীতে আমার সহায় আর কেহই নাই, আপনি আমার জন্য অকর্ত্তব্য কার্য্যও করিতে প্রস্তুত আছেন —'

'কি বলিতে ছিলে বল বল।'

মাধব সিংহ বলিলেন 'বলিতে সাহস হয় না, আমি যখনি আপনাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করি তখনই আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।'

প্রবীণ একটু হাসিয়া বলিলেন 'মাধব তোমার কথার অর্থ বুঝিয়াছি, আর বলিতে হইবে না, আমি সময় আসিলে তোমাকে সে কথা বলিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আর যাহাতে সে সময় শীঘ্র আসে তাহারি নিমিত্ত তোমাকে এদেশে আনিয়াছি। সে কথাটী তোমাকে বলাই আমার প্রকৃত অভিপ্রায়, সেই জন্যই এত কষ্ট স্বীকার করিতেছি। তবে আমার প্রতিজ্ঞা, সুতরাং

এতদিন বলি নাই, এবং জিজ্ঞাসা করিলেও বিরক্ত হই। মাধব আমি তোমার প্রতি কি কখন আন্তরিক বিরক্ত হইয়াছি? তোমার প্রতি আমি বিরক্ত হই, ক্রোধ প্রকাশ করি, সে সকল আমার আন্তরিক নয়, কেবল তোমারই হিতের জন্য।'

মাধব সিংহ ধীর ভাবে বলিলেন 'না না গুরুদেব আমি জানি আপনিই আমার একমাত্র বন্ধু, আপনি আমার শিক্ষাদাতা আপনিই আমার উপদেশদাতা; আমার আর কেহ নাই, বালককাল অবধি আমি পিতার মুখ দেখি নাই, একমাত্র সহায় মা, তিনিও আমার মায়া ত্যাগ করে পরলোকে গেছেন; আমি কার পুত্র, কে আমার জন্মদাতা, আমি এমনি দুর্ভাগা তাও জানি না, আপনি আমার পিতা আপনিই আমার——" বলিতে বলিতে যুবকের স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, আর কথা কহিতে পারিলেন না, নয়ন ধারা অনবরত গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িতে লাগিল। প্রবীণবর দেখিলেন, স্নেহ বশতঃ তাঁহারও অশ্রু বিগলিত হইল; অস্পষ্ট ভাবে বলিলেন 'মাধব, আমি জীবিত থাকিতে তোমার ভাবনা কি, আমি তোমার জন্য প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিব।' প্রবীণ মাধবসিংহকে ক্রোড়ে করিয়া উপবেশন করিলেন; যুবক বৃদ্ধের বক্ষস্থলে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রবীণ একটু স্থির হইয়া বলিলেন 'মাধব, স্থির হও গঙ্গাধর মিশ্রের দেহে প্রাণ থাকিতে তোমার কিছুরই অভাব নাই।'

যুবক পূর্ব্ববৎ রোদন করিতে লাগিল গুরুদেব গঙ্গাধর মিশ্রের সস্নেহ ব্যবহারে আরো রোদন বৃদ্ধি হইল। অ . দণ্ড কাল একই রূপে কাটিয়া গেল, মাধব একটু স্থির হইলেন।

গঙ্গাধর মিশ্র বলিলেন 'মাধব আজ তোমায় আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তুমি আপনাকে গোপবংশীয় বলিয়া জান বস্তুতঃ তাহা নও, তোমার জন্ম বর্দ্ধিষ্ণু ক্ষত্রিয় বংশে, সেই নিমিত্তই আমি যত্নপূর্ব্বক তোমাকে বিদ্যাশিক্ষার সহিত অস্ত্রশিক্ষা দিয়াছি। তুমি কুমার।'

মাধব সিংহ বিস্ময় মিশ্রিত নয়নে মিশ্র মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, গুরুজীর বাক্যের সমস্ত অর্থ বঝুতে পারিলেন না। ক্ষণকালের পর জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরুজী আমাকে নরক সদৃশ তস্করদলে নিযুক্ত হইতে আজ্ঞা করিলেন কেন? তাহার কি কিছু বিশেষ উদ্দেশ্য আছে? দাসকি তাহা শুনিবার পাত্র?'

'বলিব, সময় আসুক, সকলি বলিব।'

দ্বারের কবাট পুনরায় সবলে করতাড়িত হইল। গঙ্গাধর মিশ্র বলিলেন 'কে দ্বারে আঘাত করিতেছে, খুলিয়া দাও, দেখিও যেমন সর্ব্বত্র করিয়া আসিতেছ সেইরূপ করিও, তোমার সহিত যেন আমার পরিচয় নাই—মনোবেগ সম্বরণ কর।'

কুমার মাধবসিংহ উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন; সশস্ত্র পুরুষ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল, কুমার দ্বাররুদ্ধ করিলেন। মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল, আগন্তুক আসিয়াই বস্ত্র সকল সবলে নিষ্পীড়িত করিয়া জলবিমুক্ত করিল। কুমার একখানি উপলখণ্ডে বসিলেন আগন্তুকও উপবিষ্ট হইল। পাঠক এই আগন্তুক সশস্ত্র ব্যক্তিটীকে কি চিনিতে, পারিয়াছেন? ঐ অস্ত্র চিহ্নযুক্ত মুখখানি

বোধ হয়, আপনার পরিচিত, আগন্তুক দেবসিংহ।

দেবসিংহ উপবিষ্ট হইয়া কুমারের দিকে একবার নেত্রপাত করিয়া কহিল, 'আপনাকে বোধ হয় চিনি, আপনার নাম না ওস্‌মান?'

'আজ্ঞা হাঁ আপনি এমন বৃষ্টির সময় কোথা যাচ্ছিলেন?'

'আমি তোমাদের ওখানে গিয়াছিলাম, আস্‌চি—,

কুমার নয়নসঙ্কেতে মিশ্রেরদিকে একবার দেখাইয়া দিলেন, দেবসিংহ বুঝিল, বৃদ্ধ অপরিচিত, কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া মিশ্রকে জিজ্ঞাসা করিল 'মহাশয় কি হিন্দু?'

মিশ্র গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন 'হাঁ।'

দেবসিংহ পূর্ব্বের কথা গোপন করিবার অভিপ্রায়ে হাসিয়া বলিল 'তবে ওস্‌মান আম্‌রা দলে পুরু, আম্‌রা দুজন হিন্দু, তুমি একা।'

কুমার একটু হাসিলেন।

দেবসিংহ বলিল 'ওহে, তোমায় যে খুঁজিতে ছিল।'

'কে?'

'বাসায়।'

'একস্থানে নিমন্ত্রণ ছিল, সুতরাং বাসায় যাই নাই।'

গঙ্গাধর মিশ্র উঠিয়া দ্বার খুলিয়া বহির্দ্দেশে গেলেন, পুনরায় ত্বরিত ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন 'কিগো তোম্‌রা যাবে? এস না বৃষ্টি নিবৃত্ত হয়েচে।'

দেবসিংহ বলিল 'যান্ আপনি, সকলেত এক দিকে যাবনা।'

'তোমরা কোন্ দিকে যাবে?'

'পূর্ব্ব দিকে।'

'আমিও সেই দিকে যাব।'

দেবসিংহ মনে মনে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া মাধব সিংহকে চুপি চুপি বলিল 'এ কেহে, বুড়টাত বড় বেজায় দেখি, দুটো আপনার আপনি কথা কব তা দেবেনা।'

কুমার মিশ্রমহাশয়কে বলিলেন 'না মহাশয় আমরা পূর্ব্ব দিকে যাব বটে, কিন্তু কিছুদূর গিয়াই উত্তরে ফিরিতে হইবে।'

গঙ্গাধর বলিলেন 'ঠিক ঠিক আমারও সেই দিকে।'

দেবসিংহ বলিল 'আঃ—চল একসঙ্গেই যাই।'

তিনজনে মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন

ক্রমশঃ।

সুধাকর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দ্বিতীয় সর্গ।

১

প্রখর প্রস্তর ভেদি ক্ষুদ্র নদীধার
খরস্রোতে খরতর বেগ ভরে ধায়;
বারম্বার বাধা পেয়ে সে স্রোত তাহার
এঁকে বেঁকে বহি ক্রমে বনান্তরে যায়।

২

'কুলু কুলু কুলু কুলু' সুমধুর স্বরে
ভাঁজিয়া ললিত কিবা অপরূপ তান
নাচি নাচি বায়ুভরে কানন অন্তরে
গাইছে উল্লাসে যেন স্বভাবের গান

৩

স্রোতস্বতী তট হতে ক্ষুদ্র তরু দলে
ঝুঁকে ঝুঁকে ক্রমে তার লহরী লীলায়
পড়িয়া তাহার সেই খরস্রোতো জলে
আলস্যের ভরে যেন অঘোরে ঘুমায়।

৪

তটিনীর নীল নীরে সুধাকর-কর
থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে তরঙ্গ খেলায়
মেঘান্তরে শোভে যথা চপলা সুন্দর,
লহরী লীলায় কিবা এঁকে বেঁকে যায়।

৫

তীরে তার তৃণময় ভূমি শোভাময়
স্বভাবের মধুময় সুন্দর কানন,
ফুটেছে তাহায় কিবা কুসুমনিচয়
হাসিতেছে নব ভাবে প্রকৃতি আনন।

৬

অদূরে ভূধরমূলে গুল্ম মনোহর
সাজান ললিত ভাবে স্বভাবের সাজে,
দ্বারের সুমুখে তার লতিকা সুন্দর,
শোভিয়া কুসুমদলে, কেমন সে রাজে।

৭

কুসুমিত বনলতা দ্বারের উপরে
নাচি নাচি মৃদু মৃদু পবনের সনে
নব নব শাখারূপ বাহুভঙ্গি ভরে
ডাকে যেন ধীরে ধীরে শ্রান্ত পান্থগণে।

৮

কোমল শাদ্বলপূর্ণ ভূমি শোভাময়
মাঝে মাঝে কুসুমিত গুল্ম মনোহর,
নানা রঙ্গে সুশোভিত কি শোভা উদয়,
প্রকৃতির বসিবার গালিচা সুন্দর।

ক্রমশঃ।

প্রাপ্ত।

বঙ্গভাষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৫

তোমরা হে নব্য বঙ্গ যুবক রতন,
বঙ্গ ভাষা অবহেলি করহ বান্ধব মেলি
ইংরাজিতে নিয়ত জল্পন;
নিবারিতে নাহি কদাচন চাহি
তোমাদের সেই ম্লেচ্ছ ভাষার ব্যাভার;
কিন্তু কহি, মাতৃদিকে চাহ একবার,
ভক্তিরসে কর তাঁর তৃষা-নিবারণ,
করি এই অনুরোধ, সদা দেহ সুপ্রবোধ
জননীর মুছায়ে নয়ন।
তোমরা ত্যজিলে গতি কি হবে তাঁহার।

৬

শোনো নিকি বৈদেহী বিলাপ বনবাসে?
নিদয় হৃদয় অতি কে হেন পাষাণ মতি
সে খেদে যার না অক্ষি ভাসে?
জান যদিস্যাত, ভারত আখ্যাত
সুন্দর বিদ্যার গাথা মানস-রঞ্জন,
তবে কেন কর বঙ্গ ভাষার নিন্দন?
ঈশ্বরের প্রভাকরে যে তেজ প্রকাশে,
করনিকি দরশন? করনাই কি শ্রবণ
যেই তেজে মেঘনাদে নাশে
রামানুজ, রসপূর্ণ মধুর কথন?

৭

দেখনিকি, চারুস্বপ্নে বিদ্যার কল্পনা?
আকুলিতা কেঁদে কেঁদে বিধুরা অধরা খেদে
ব্রজাঙ্গনা মধুর বর্ণনা?
তবে শিশু কেন অবিরত হেন
মাতৃস্তনা ছাড়ি কর গোরসে প্রয়াস?

হয়না কি স্বভাষায় মনন প্রকাশ?
সদা তুচ্ছ করি কুচ্ছ করহে ঘোষণা
নিন্দি বঙ্গভাষা দেবী কেন পর ভাষাসেবি,
ধরাজলে কিবা সম্ভাবনা
ধারা বিনা চাতকের পুরে কিগো আশ?

৮

তুমি কেন বঙ্গ কথা কহিতে কহিতে
নিরর্থক ইংরাজি অপভ্রংশ কথা রাজি
মিশাইছ তাহার সহিতে?
লোচন ভূষণ অসিত অঞ্জন
মাখিলে বদনে কোথা শোভা সম্পাদন?
ছিন্ন চর্ম্ম বনামায় কেন অকারণ
দাও বঙ্গভাষা দেবী-পদ-প্রসাধিতে?
বঙ্গীয়া অঙ্গনা সেই, তাঁহারেকি সাজে এই?
অলক্তের সজ্জা চাহি দিতে;
ইথে হয় কোকনদ পদ আচ্ছাদন॥

বিমল তুষ্টি।

সবার আরাধ্যা দেবি! সর্ব্ব মনোরমা,
পুলকদায়িনী-দেবী! তুমি অনুপমা;
কি দিয়া করিব বল তুলনা তোমার,
তুলনা-বিহীনা তুমি শ্রেষ্ঠ সবাকার।
প্রকৃতির শোভা সার প্রফুল্লিত ফুল,
সৌরভ-গৌরবান্বিত রূপেতে অতুল;
তাহার হৃদয়ে কীট রহে সংগোপনে,
বিমলা তুমি গো বল তুলিব কেমনে;
দূষিত সে ভুবনের ভূষণ সহিত?
তাই বলি তুমি দেবি! উপমা রহিত॥

নিশাকাল-নিপতিত নীহারের কণা
অতি নিরমল, কিন্তু না হয় তুলনা
তোমার সহিত তা'র, দিবার আলোক
সংযোগে করয়ে যেই শোভিত ভুলোক
স্বয়ং উজ্জ্বলা তুমি, জ্যোতিঃস্বরূপিনী,
জীবের মানস গত তামস নাশিনী;
তাই বলি তব সম না হয় নীহার
দিবা বিভা বিনা নাই যাহার বাহার॥

ক্রমশঃ।

প্রেরিত পত্র।

প্রিয়।

১

কত আর সই বল মানসের যাতনা,
নিরন্তর জ্বলে মরে প্রিয়ে ফিরে পাবনা।
অকলঙ্ক শশধর, সুখ সুবিমল কর,
পিয়িব কবে রে সুখে চকোর মতন,
ঢালিব প্রণয় সুধা করিয়া যতন।
কবে আর হাসি হাসি, সে মোর নিকটে আসি,
গাইবে মধুর স্বর, যুড়াবে শ্রবণ।
করে কর দিয়া দোঁহে করিব ভ্রমণ॥

২

খুলিব হৃদয়দ্বার দেখাব অন্তর,
দুঃখের বারতা যত কব নিরন্তর।
উথলি সুখের সিন্ধু প্রণয়ীর মন
দেখিবে প্রফুল্ল বেগে নাচিবে তখন।
কহিব যতন করি, করে গলদেশ ধরি,
কোথা আর যাবে বল ধরেছি এখন,
ছাড়িব না আর আমি জনমে কখন;
যথা ইচ্ছা করি বাস, পুরাব মনের আশ,
প্রেমের বিমল ভাবে ত্যজিব জীবন,
সখাহে সে ভাবে কিগো হবেনা মগন।

৩

যাঁহারে আমার বলি প্রণয় সাধন।
অকপটে যাঁর কাছে আছে প্রাণপণ॥
নয়নের ছবি যেই চিন্তার আধার।
ভুবনের সার গণি যাঁহার আকার॥

কখন প্রেমের ভরে, সেজন আমার তরে,
চিন্তার আগারে কভু করে কি প্রবেশ।
স্মরিয়া এ দশা মোর, দুঃখেতে হইয়া ভোর,
কভু কি নয়ন কোণে ঝরে বারিলেশ॥

৪

চাহিনা জানিতে আর জানিয়া কিকায,
কেন হেন মনোভাব নাহি কিরে লাজ্।
যাঁহারে সঁপেছি মন, দিয়াছি হৃদয়াসন,
রাখিয়াছি যতনেতে প্রেমউপহারে
সন্দিগ্ধ তাঁহার প্রতি, কেন হেন মূঢ়মতি,
কেনবা ভ্রমেতে ভ্রমি হেন বারে বারে।
দিন মাস বর্ষ আদি হউক বিগত,
হউক চঞ্চল মন নব স্থান রত;
পীড়াতে হউক দেখি শরীরের ক্ষয়,
আশার অদ্ভুত জ্যোতি পাউক বিলয়।
যখন পুড়িবে কায়া, মাত, সুত, পুত্র, জায়া,
ভাসাবে আঁখির জলে ধরণী মণ্ডল,
তখনও দেখিতে পাবে, বহ্নিসনে জ্বলে যাবে,
অনুরাগ এই রূপ হইয়া উজ্জ্বল॥

৫

রমণী প্রণয় ভাব বলরে কোথায়
যেভাবে মানস মোর প্রিয় জনে চায়।
ত্যাজিয়া সংসার যদি ভ্রমি বনে বনে
নিঃসর্গ শোভায় তুমি সস্থাপিত মনে,
আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে প্রিয় গুণ গান
করিয়া করিব স্থির অস্থির পরাণ।
দেখিব চিন্তার নেত্রে দিব্য মুখ কান্তি
বিরাজিবে হৃদয়েতে সুরপুর শান্তি,
ঝরিবে নয়নে জল, প্রেম বিন্দু অনর্গল,
ধরিবে উজ্জ্বল শোভা কিবা মনোহর,
ঝর ঝর ঝরে যেন মুকুতা নিকর।

শ্রীঅমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
চোরবাগান।

গুপ্তযন্ত্র।

কলিকাতা।

---

২৪ নং মির্জ্জাফর্শ লেন পটলডাঙ্গা।
প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

উক্ত যন্ত্রালয়ে ছাপার কর্ম্ম (উভয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা) অতি উত্তমরূপে নিয়মিত সময়ের মধ্যে এবং অল্প মূল্যে নির্ব্বাহ হয়, যাহাতে সাধারণের সুবিধা হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নও করা যায়; যথা—

১। পত্রের দ্বারা সমুদয় কর্ম্মই নির্ব্বাহ হইতে পারে, স্বস্থানে বসিয়া সকলে আপন ইচ্ছামত কার্য্য পাইতে পারেন।

২। ছাপার মূল্য অতি সুলভ, আবশ্যক-মত মূল্যের তালিকা দেওয়া যাইবেক।

৩। প্রুফ সংশোধন ভার লওয়া যাইতে পারে।

৪। কাগজ উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায়।

৫। পুস্তক বান্ধানর ভারও লওয়া যায়।

৬। পুস্তক কি পত্রিকা বিলি কি বিক্রয় করার ভার ও টাকা আদায়ের ভার গ্রহণ করা যায়, এবং বিবেচনামতে আমাদিগের খরচার টাকাও উক্ত আদায় হইতে লওয়া যাইতে পারে।

অপরাপর বিষয় সকল যন্ত্রাধ্যক্ষের নিকট জানিতে পারিবেন।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্শ লেন, গোলদিঘীর উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা।

মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ] শনিবার। ২০শে ফাল্গুন ১৭৯৩ শক। [৪৭শ সংখ্যা।

ইন্দুবালা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গৌড়, বাজার।

রমজানের শেষ দিবস। ইঁদ, মহম্মদীদের একটী গণ্য পর্ব্ব। গৌড় নগরের চতুর্দ্দিক আমোদ ময়; মুসলমানদিগের আবাল বৃদ্ধ বনিতা উৎসবে মত্ত। প্রকাশ্য প্রকাশ্য মসজিদে আর স্থান নাই ভজনার্থ রাজপথে পর্য্যন্ত লোক বসিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে মেলা বসিয়াছে নানা দেশীয় মুসলমানধর্ম্মাবলম্বীরা মেলায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। লাভের প্রত্যাশায় দূরদূরান্ত হইতে নানাবিধ দ্রব্য লইয়া মুসলমান বণিকেরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। রাজমার্গের উভয় পার্শ্বস্থ অট্টালিকায় রজ্জু বিস্তৃত করিয়া তাহাতে পারশী অক্ষর চিহ্নিত পতাকা সকল সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে রাজমার্গের স্থানে স্থানে চন্দ্রাতপ দ্বারা ছায়াসম্পাদন করা হইয়াছে। জলশেচনে রাজপথ সকল শিক্ত করা হইয়াছে চতুর্দ্দিক আনন্দকোলাহলে পরিপূর্ণ। রক্তশ্মশ্রু দুই এক জন মোগল বৃদ্ধ মুণ্ডিতমস্তক অঞ্জননয়ন শিশু সঙ্গে করিয়া উৎসব দর্শনার্থ বহির্গত হইয়াছে। পথের দুই পার্শ্বেই পিষ্টক ও মাংস বিক্রেতারা বসিয়া গিয়াছে।

হিন্দুদের শশগত প্রাণ। আজ মুসলমানদের পরব কাহার সাধ্য বাটীর দ্বার খুলিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। হিন্দুদের বাটী গুলি সকলই অর্গলবদ্ধ; রাজপথে একজন হিন্দুরও দেখা পাওয়া ভার। গৌড় প্রকৃত একটী পারস্যদেশীয় মুসলমান রাজ-

ধানির ন্যায় খাঁটি মুসলমানে পরিপূরিত হইয়াছে।

বাজারে নানাবিধ মহামূল্য দ্রব্য সকল বিক্রয় হইতেছে। উষ্ট্র হস্তি ঘোটক প্রভৃতির ব্যবসায়ীরা ঠিক মধ্য স্থলে বৃহৎ বৃহৎ তাম্বুর মধ্যে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে। পূর্ব্বদিকে মণিমুক্তা প্রবাল প্রভৃতি ও স্বর্ণময় অলঙ্কারের দোকান ঠিক তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে একটী চকের ভিতর কতকগুলি ক্রীতদাসীবিক্রেতা নিজ নিজ বিক্রেয় দাসী সকল বিক্রয় করিতেছে। নগরের প্রধান প্রধান ধনীরা প্রায় সকলেই উপস্থিত অপরাপর লোকেরাও তামাসা দেখিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়াছে। মধ্য স্থলে কতকগুলি পাঠান একটী বালিকা বিক্রয়ার্থ দর হাঁকিতেছে বালিকাটীর বয়স প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইবে, কপোল দুইটী রক্তবর্ণ; নয়ন যুগল হইতে অবিরল বারিধারা বিগলিত হইতেছে পরিধানে একখানি মলীন চীর বসন মাত্র। পাঠক,এই কন্যাটীই সেই অপহৃত বালিকা। কন্যাটীর এইরূপ হীনবেশ ও অল্পবয়স হইলেও রূপমাধুরী দেখিয়া সকলেই ক্রয়করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র, অপরাপর ব্যবসায়ীরা পর্য্যন্ত নিজ নিজ কার্য্য ত্যাগ করিয়া কন্যাটীকে দেখিবার নিমিত্ত আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ক্রমে লোকের গোল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। একজন অশ্বারূঢ় দুইজন সহচরের সহিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মুসলমান অশ্বারূঢ় পরিমিত দীর্ঘাকার মুখ রক্তবর্ণ লম্বমান শ্মশ্রুর মধ্যে মধ্যে দুইএক গাছি পাকা সহচর দুইজন প্রায় তাঁহারই মত, কেবল বেশভূষা সামান্য ও শরীরে মণিময় অলঙ্কার ছিল না। নবাগত অশ্বারূঢ় ঘোটক হইতে নামিবা মাত্র লোকের ভিড় সরিয়া গেল। বালিকা ক্রয়ার্থীদিগের মধ্যে অসন্তোষের চিহ্ন সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল। অনেকেই মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল 'এপাপ ফাদ্‌লদীন আবার কোথা হইতে আসিল ?'

ফাদ্‌লাদীন ক্ষণকাল বালিকাটীকে দেখিয়া দক্ষিণ ও বাম উভয় পার্শ্বর্থ সহচরের দিকে এক একবার চাহিয়া বলিলেন 'কেমন কি মনে কর ? বালিকাটী লইবার উপযুক্ত কি না ?'

সহচরদ্বয় কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া বলিল 'কন্যাটী অতি শিশু ইহাতে আপনার কি হইবে।'

'কেন একি চিরকালই শিশু থাকিবে।' এই কথা বলিয়া পশ্চাৎ দিকে একবার চাহিলেন,একজন আর্দ্দালী নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ফাদ্‌লাদীন তাহাকে বলিল 'দেখ আমি একন্যাটী ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। সকলকে বল সকলের অপেক্ষা আমার ডাক এক টাকা অধিক' আর্দ্দালী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল 'নবাব দায়ুদের প্রধান সহচর আমীর উমরাও প্রবল প্রতাপান্বিত ফাদলাদীন সাহেব কন্যাটী ক্রয় করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছেন, যে যত দর বলিবে তাহার উপর এক মুদ্রা আমীর সাহেব নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।'

উপস্থিত ক্রেতাগণ সকলেই একবার পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। বিশিষ্ট লোক মাত্রেই বিরক্ত হইয়া প্রস্থান করিতে লাগিল। ফাদ্‌লাদীন এখনি অধিক দর বলিবে, যে যাহা বলুক না কেন ফাদ্‌লাদীনের সর্ব্বাপেক্ষা এক মুদ্রা অধিক, বৃথা দর বাড়ানর আবশ্যক কি

ক্রমে ক্রমে স্থানটী ক্রেতাশূন্য হইয়া গেল। বিক্রেতা পাঠানদিগের মধ্যে বিষম অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। একজন পাঠান অপর একজনকে মৃদুস্বরে বলিল 'রহিম, বড় লক্ষণ ভাল নয় এ হতভাগাটা আমাদের সব ভণ্ডুল করে দিলে।'

'তাইত কি করা যায়, আরত দাম ওঠেনা দেখি।'

'উপায় ?'

'উপায় এখন আর কিছুই দেখিনে, দাও ছেড়ে, যাহয় তাই তবে।'

'কিন্তু এর শোধ লইতে হইবে।'

আচ্ছা 'দেখা যাবে, এইবা কেমন আর আমরাইবা কেমন। যমের সঙ্গে বাদ—' রহিম এই কথা বলিয়াই উচ্চৈঃস্বরে বলিল 'একশত তিন মুদ্রায় যায়' ক্রয়ার্থীদিগের মধ্য হইতে আর উত্তর নাই। ফাদ্‌লাদীনের আর্দ্দালী তখনি পাঠানদিগকে মুদ্রা দিয়া বালিকাটীকে লইল। আমীর অশ্বারোহণে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। আর্দ্দালী কন্যাটীকে লইয়া চলিয়াগেল।

রহিম অপর একজন পাঠানকে বলিল 'দেখ হুস্‌রুল আমরা এমন কারে কখন পড়িনি, এব্যাটা অনায়াসে মূল্যের চতুর্থাংশ দিয়াই কন্যাটী লইয়া গেল এর প্রতিশোধ দিতে হইতেছে।'

'অবশ্য কাশ্মীরে ত যাই—'

'না তুমি যাও খবর দাওগে আমরা এখানে থাকি, উচিত সাজা দিয়ে ফিরিয়া যাব।'

'ভাল চল একটা পরামর্শ করা যাক' পাঠানগণ এইরূপ পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে মেলার স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ।

পূর্ব্ব কবিদিগের প্রসংশা।

১

কি সুন্দর সবাকার, পদরাজী মনোহর,
পদের লালিত্য কিবা, কতবা কহিব রে।
পদ সর্ব্ব মধুমাখা, মধুকালে মধুসখা,
ধ্বনি যথা মধুস্বরে, শ্রবণ জুড়ায় রে॥

২

জ্ঞানের প্রভাব কিবা, কিবা বর্ণনার শোভা,
অলঙ্কার নানাবিধ কিবা শোভা করেরে।
ফল পত্র পুষ্প সহ, নানা বর্ণে মহিরুহ,
যথা শোভি বিপিনেতে, জনমন হরেরে॥

৩

কি সুন্দর পদ ভাব ভাবিলে সেভাব ভাব
কত উঠে ভাব জনার মন মধ্যে রে,
ভাবেতে বিভোর হয়ে অন্যভাবে মনেলয়ে
পদভাব সিন্ধু জলে সদাভাষে ভাবে রে।

৪

মানবের জ্ঞান রেখা নহে সমসূত্রে রাখা
ভিন্ন প্রদেশীয় মহাকবিগণ সঙ্গে রে,
নীতি গর্ভে প্রপুরিত শ্রবণেতে সুললিত
অধর্ম্ম বিরত হেতু মহৌষধ সমরে।

৫

পুরাবৃত্ত শ্রীভারত বেদব্যাস বিরচিত
কি সুন্দর সুপদ্ধতি প্রকাশ ইহায় রে,
নহে অন্য দেশমত সুধু ফলে সুশোভিত
ফলপত্র পুষ্পনানা শোভিত ইহায় রে।

৬

দেখ কাব্য রামায়ণ কিসুন্দর বিরচন,
গ্রথিত যেরূপ মালা, পদরাজি মিলরে,
তুলি কাব্যোদ্যান ফুল কাব্যদেবী অনুকুল
হয়ে যেন নিজ হাতে আপনি গাথিলরে।

৭

দেখ নব্য কবিদলে কালিদাস শতদলে
শতদল পদ্ম যথা পদ্মমাঝে শোভেরে,
কিম্বা যথা সুধাকর বর্ষি সুধাময় কর
শোভে যথা তারাদলে কিসুন্দর শোভারে।

কল্যকার ভাবনা।

দেখ কিবা পুষ্পচয়, কি সুন্দর শোভাময়,
নিরমল চিন্তাহীন প্রফুল্লিত স্বভাবে।
হেরে নরে চিন্তাকীর্ণ, সদা ক্লেশে পরিপূর্ণ,
মৃদু মৃদু হাঁসি যেন উপহাসে মানবে॥

দেখ বিহঙ্গম সব, সদা করে কলরব,
সদা হৃষ্ট চিত্ত বুঝি চিন্তা কভু নাজানে।
রাখিতে নাহিক ধন, নাহি উপার্জ্জনে মন,
সদা ভ্রমে নানা স্থানে প্রফুল্লিত মনে॥

তুমি নর জ্ঞানবান, কেন সদা ম্রিয়মান,
বৃথা কল্যকার কেন ভাব মনে ভাবনা।
নিজে তুমি অনিশ্চিত, কল্য তব অনিশ্চিত,
তবে কেন তার হেতু বলএত কামনা॥

বিমল তুষ্টি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

হীরক কাঞ্চন আদি বিবিধ রতন
কেহ নয় উপমায় তোমার মতন ;
তাদের আদর নয় তোমার সমান,—
তোমারি কারণে করে তা'দের সন্ধান ;
অপিচ সে সবে কভু করি' পরিহার
অকিঞ্চন নরগণ করেগো তোমার।
তোমারি আশয়ে রয় জীবের জীবন,
জীবন ত্যজয়ে কেহ তোমারি কারণ ;
শারীরিক মানসিক ক্লেশ তাপ কত
তোমারি আশয়ে সবে সহে অবিরত।
স্বর্গলোক শোভাকরী শুভকরী তুমি,
শুনেছি তোমার যোগে দীপ্ত স্বর্গ ভুমি ;
তুমি না থাকিলে তথা হইত আঁধার,
মহিমা গরিমা যত না থাকিত তা'র।
কহ দেবি ! এভূলোকে আছ কোন খানে ?
বিরাজিছ সর্ব্বস্থলে শুনিয়াছি কাণে,
কিন্তু তবু কভু নাহি তব শ্রীচরণ
দুরদৃষ্ট মূঢ় দাসে দিল দরশন।
তোমায় অন্বেষি সদা ভ্রমিয়া বেড়াই,
ভবতরে ভ্রমিয়াছি কত মত ঠাঁই।
শুনিলাম জনরবে,—'তুমি অহরহ
আমোদ প্রমোদ যথা সেই স্থলে রহ।'
হরষিত চিত তথা চলিনু ত্বরিত,
আমোদ মন্দির মাঝে হই উপনীত।
নয়ন রঞ্জন সেই মন্দির সুন্দর,
বিরাজিত বেদি পরে দেবী মনোহর,
প্রমোদ দেবীর নাম করিনু শ্রবণ
ব্যঙ্গ রঙ্গ রঙ্গে তাহা চিত্রিত চিকণ ;
বিলাস কৌতুক তম, মস্করা রহস্য
ভণ্ড আদি নামধারী কয়েক বয়স্য,
পূজিতে প্রমোদ দেবী তাহাদের মতি,
যাজিকা সঙ্গেতে এক সুন্দরী যুবতী,
যজ্ঞপশু জ্ঞানে গুণে বাঁধিয়াছে কসি,
বলি দিতে আনিয়াছে মোহময় অসি ;
মাদক ধূপের ধূমে পূরিল মন্দির,
পূজিল দেবীরে সবে লয়ে সুরানীর,
হস্যগীত রহস্যাদি মন্ত্র উচ্চারিয়া
বাহুতুলি' নাচে সবে প্রমত্ত হইয়া।
দেখিতে দেখিতে দেবী হইল মলিন,
রঙ্গপ্রভা শোভা সব ক্রমে হ'ল ক্ষীণ,

ভ্রান্তি মিথ্যা খড়মাটী হইল বাহির,
একেবারে প্রকাশিল কপট শরীর।
বিমলে! তথায় তব না হ'ল সন্ধান,
হতাশ হইয়া আমি করিনু প্রস্থান।
শুনিলাম লোক মুখে 'ধনীর আলয়
বিমল সন্তুষ্টি দেবী দরশন হয়।'
চলিলাম ইহা শুনি' রাজার ভবনে,
ধনে মানে গণে যাঁ'রে দেশে দশজনে।
দেখিলাম তাঁ'রবাস সুচারু শোভন,
দেখিলাম তাঁর দাস আছে অগণন,
দেখিলালাম তাঁর বেশ অতিশোভাময়
দেখিলাম সুখ সেব্য ভোগ্য সমুদয়;
ভাবিলাম তুমি দেবি! আছ সেই খানে
এমন আশ্রয় ছাড়ি যাবে কোন স্থানে;
যাহা চাই তাহা পাই অভাব ত নাই?
বুঝিলাম এই হবে বিমলার ঠাঁই;
পুরবাসী দাস দাসী নর নারী চয়,
হৃষ্টপুষ্ট কমনীয় কান্তি শোভাময়;
সুধালাম সকলেরে সবিনয় করি,——
বলভাই কোথা পাই সন্তুষ্টি ঈশ্বরী?
একে একে সকলেই করিল উত্তর,—
'বিরাজ করেন তিনি রাজার অন্তর।'
কল্পনা দেবীরে করি সাধনা বিশেষ
করিলাম ভূপতির অন্তরে প্রবেশ;
দেখিলাম তাঁর মন অন্ধকার স্থল.
অবিরাম চিন্তা ধুম উঠিছে কেবল,
কখন বা আশানল হইয়া প্রবল
করিতেছে তাঁহার মন ক্ষণেক উজ্জ্বল,
কখন বা লোভবারি হইছে প্রবাহ
কখনবা ক্ষোভ বহ্নি করিতেছে দাহ,
কখন বা ক্রোধ রবি হতেছে উদয়
কখন বা মেঘ-প্রায় ঢাকে তায় ভয়;
আমারি মনের মত তাঁর অন্তর্দ্দেশ,
তাঁহার অধিক ভোগ এইত বিশেষ।

বিমলে! তথায় তব না হল দর্শন,
ফিরিলাম নিরাশায় চিন্তাযুত মন।
মনে মনে হেন মত করিলাম স্থির,
কখন না রবে তুমি দরিদ্র মন্দির
সতত অভাব যার ভাবনা অন্তরে
কি রূপে কাটাবে কাল দিনেকের তরে,
অন্নবিনা ক্ষুণ্ণ মন শীর্ণ কৃশোদর,
জঠর অনলে যাহে দহে নিরন্তর,
'কি খাব? কি খাব?' বলি যার শিশুগণ
সকরুণে মুখপানে করে নিরীক্ষণ,
ক্ষিণ্ণমুখ কান্তি যার জীর্ণ সে বসন,
বিমলা তাহার বাসে কখন না রন॥
বহুদর্শী একজনে করিনু জিজ্ঞাসা,—
কহগো যদাপি জ্ঞান সন্তোষের বাসা।
তিনি কহিলেন,—'শুন আমার বচন,
অবশ্যই পাবে তুমি তাঁর দরশন;
দেখিবে উত্তর পূব যার জ্ঞান নাই;
জানিও তাহার ঠাঁই সন্তোষ সদাই।'
কেবা আছে হেন? পশু শিশু আর ক্ষিপ্ত,
তাদের অন্তর কিগো সন্তোষ সংলিপ্ত?
কভুনয় কভুনয় ভ্রম এই সার,—
সদসৎ কর্ম্মাকর্ম্ম জ্ঞান নাই যার,
বিমল সন্তোষ তার কেমনে সম্ভবে?
তথায় বিমলা তুমি কিরূপে গো রবে?
তোমার সন্ধানে করি এতেক প্রয়াস,
তথাপি পূরিল নাহি মনো অভিলাষ॥
ভ্রমেতে বৃথাই কত করিনু ভ্রমণ;
অবশেষে পথমাঝে মিলে একজন,—
উন্নত তাহার শির ঘূর্ণিত লোচন,
ফুল্ল গণ্ডদেশ তার প্রফুল্ল বদন,
স্ফীত তার বক্ষতল সবল শরীর,
আকার তাহার যেন অতি মহাবীর,
গম্ভীর প্রকৃতি অতি হেরি জ্ঞান হয়,
গর্ব্ব তার নাম কভু গম্ভীর সে নয়;

আড়ম্বর করি কহে সদম্ভ বচন,
'কেবা আছে ধরাধামে আমার মতন ?
ভ্রমিয়াছি কতদেশ দেখিয়াছি কত,
করিয়াছে কত কাজ কেবা মম মত ?
জিনিয়াছি কত দেশ এই বাহু বলে
হারায়েছি বুদ্ধি বলে বিজ্ঞবর দলে
আমার সমান কার আছেরে সম্মান ?
কেবা আছে ধরাধামে আমার সমান ?'
শুনি সে বচন সব হল মম জ্ঞান,—
বুঝিবা ইহার মন সন্তোষের স্থান,
পুলকিত চিত যুত বাক্যে জ্ঞান হয়,
বিমলা বিরাজ এথা করেন নিশ্চয়।
কল্পনা বাহনে শেষে আরোহণ করে
উত্তরিনু গরবের অন্তর অন্তরে,
দেখিলাম তার মন বিমল ত নয়,
লোক ঘৃণা নিন্দায় মলিন সমুদয় ;
মায়াবী রাক্ষসী এক তাহার অন্তরে
ঈর্ষা হিংসা দুই সখী সহ বাস করে ;
জানিলাম কদাচারা মিথ্যা তার নাম,
আড়ম্বর করি কথা কহে অবিরাম।
দুরন্ত রক্ষাদি বাস করেগো যথায়,
বিমলে ! কি বলে রক্ষা পাইবে তথায় ?
কোন মতে নাহি হল তোমার সন্ধান
ভাবিতে ভাবিতে দেবি ! করিনু প্রয়াণ।
বৃথাই ভ্রমিনু দেবি ! সব মম ভ্রম,
বৃথাই ঘুরিনু কত সার পরিশ্রম;
শুনেছি যতনে লাভ হয়গো রতন,
অকিঞ্চনে ওপদ না পেলে আকিঞ্চন ;
যাহা হোক না ত্যজিব আশয় তোমার
যতদিন রবে প্রাণ এদেহে আমার।
তোমায় অন্বেষি আর্য্যে ! ভ্রমিয়া বেড়াই,
অবশেষে পথ-মাঝে সঙ্গী এক পাই ;
আমারি মতন সেই ভ্রমিয়াছে কত,
আমারি মতন তব সন্ধানে নিরত,
নীচ-বৃত্তি দুর-আশা দুই দারা তার,
লোভ-নাম-ধেয় সেই জানিলাম সার।
মিলিলাম তাঁর সহ তোমারি আশায়,
শুভ-যাত্রা করি উভে চলি উভরায় ;
উতরিনু অবশেষে এক নদী তীরে,
আশা-নদী সেই, শোভে মনোরথ-নীরে,
ক্রোধ-দ্বেষে-আদি তাহে গ্রহে বাস করে,
বিতর্ক বিহঙ্গ তাহে সতত বিহরে,
চিন্তাই উত্তুঙ্গ-তট, তৃষ্ণাই লহরী,
বিস্তার-পাথার ধর্ম্ম-তরু-নাশ-করী ;
মোহ-নাম-তরী দোঁহে করি আরোহণ,
অজ্ঞানতা-কর্ণ-ধার তাহে এক জন ;
সুখের আশয়ে যাত্রা করিলাম সুখে,
ভাষায়ে তরণী প্রবাহিণী-স্রোতোমুখে ;
তৃষ্ণা-তরঙ্গেতে তরী হেলিতে দুলিতে
চলিল লহরী সনে নাচিতে নাচিতে ;
যত যাই বাড়িতেছে পাথার কেবল
দুস্তর-বিস্তার তার তরঙ্গ প্রবল ;
মাঝে মাঝে ধন-রত্ন-বসনাদি কত
পূরিলাম তরণীতে পণ্য নানা মত ;
অপমান ধ্বংশ নামে আবর্ত্ত তাহায়,
এড়াইয়া সে সকল গতি উভরায় ?
বিমলে ! তথাপি তব না হল দর্শন,
ক্ষোভ-সাগরেতে ক্রমে হইল পতন,—
গভীর-গর্জ্জন তার উত্তাল-তুফান,
টলিল তরণী খানি, উড়িল পরাণ,
উত্তুঙ্গ-তরঙ্গ শেষে পর্ব্বত-প্রমাণ,
ডুবাইল মোহ-ডিঙ্গী করি খান খান ;
অগাধ-জলধি-নীরে ভাসিনু এখন,
বিমলে ! তোমার তরে যায় বা জীবন !
বৃথাই প্রকাশি বল কর-পদ নাড়ি ;—
ঊর্ম্মি পালখের প্রায় আমারে আছাড়ি
নাড়া চাড়া দিয়া কভু দেয় রসাতল,
কভু তুলে তুঙ্গ-শৃঙ্গে তরঙ্গ প্রবল,

হাঁস ফাঁস করি, শ্বাস বহিছে সঘনে,
বুঝিবা জীবন যায় জলধি-জীবনে।
অবশেষে জ্ঞান-বায়ু হয়ে বহমান
দুস্তর-বারিধিতটে দিল কুল-দান।
বিমলে! হইল ভাল তন্ত্বগো তোমার,
বড় ভাগ্য-ফল তাই বেঁচেছি সেবার॥

ক্রমশঃ।

প্রেরিত পত্র।

বিকৃত।

১

দেখ নেত্র মেলি দেখ এক বার,
চলেছে মলিন বিষন্ন আকার,
ধরিয়াছে অঙ্গে বিচিত্র ভুষণ,
ক্ষণে ক্ষণে ঘোরে যুগল নয়ন,
হাসি আসে মুখে ক্ষণেক কাদে,
ক্ষণেক অন্তরে পাষাণ বাঁধে,
ক্ষণেক চলিছে নাচিয়া নাচিয়া,
ধু ধু ধু করিছে হৃদয় গগন।
মরি মরি হায় কিরূপে কোথায়,
কিভাবে কেজানে ধীরে ধীরে যায়,
থাকি থাকি কিবা সুললিত গায়,
যখন যেমন মনের মতন॥

২

ওইত রয়েছে সুনীল আকাশ,
গ্রহগণ ভাতি পাইছে বিকাশ,
বসন্তে ওইত পরে' চারুবাস,
হাসিছে প্রকৃতি সুমধুর হাস,
গাইছে বিহঙ্গ মিলায়ে সুতান,
যুড়ায়ে তাপীর তাপিত পরাণ,
তবে কেন তায় শূন্য অবনী।
নাহি দেখে চেয়ে স্বভাবের পানে,
উষায় নিশায় আকুল পরাণে,
কখন কখন অতি উচ্চতানে,
কিবলে কে জানে গাইছে আপনি॥

৩

অবনী লোটায় ধুসরিত কায়,
স্থির চক্ষু করি চারি দিকে চায়,
বিভুর বিভব অতুল ভুবন,
চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, বেষ্টিত গগন,
চারু নদ, নদী, সাগর, গহন,
বিচিত্র উদ্যান কুসুম কানন,
জলকণ বাহী চারু সমীরণ,
কিছুই না দেয় মনের সুখ।
সেদিন গিয়াছে করিত যখন,
সুচারু আলাপে সুশীতল মন,
জ্ঞান-গর্ভ বাক্যে দিত উপদেশ,
বিতান বিহিত কহিত অশেষ,
আমোদ প্রমোদে হয়ে বিমোহিত,
নানা রসে রসি তুষিবারে চিত,
পাইত প্রয়াস নহে বিচলিত,
এখন যে সব স্মরণে দুখ॥

৪

কত প্রাণে সয় বিদরে হৃদয়,
নয়ন প্লাবিয়া অশ্রু ধারা বয়,
ছিঁড়িয়া মানস প্রফুল্ল কমল
ছড়ায়ে ফেলেছে রয়েছে কোল,
শুখায়ে মৃণাল মণি হারা ফণি।
গিয়াছে কোথায় দেহের সেভাব,
স্বভাবে কিভাবে হয়েছে অভাব,
ছাড়িয়া সমাজ মানব মণ্ডল,
বেড়ায় খুঁজিয়া নিপাত অশনি।
এই অবশেষ হায় হায় হায়,
এইত জীবন চলিয়া যায়,
যেমন মানস রহিল তেমন,

বিভুর বিধান হইল সাধন,
হায়রে বিকার বলিহারি যাই,
প্রকৃতি বিনাশ করু অমনি ॥

শ্রীঅমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
চোর বাগান।

১

হায় কি কালের গতি বলা নাহি যায়,
বলিতে দুঃখের কথা হৃদি বিদারয়,
কি ছিল কি হল রাজ্য, বিপরীত সব কার্য্য,
ভারতের সুখ-সূর্য্য ক্রমে অস্ত গিল,
ভীষণ বিপদ জাল-ক্রমে দেখা দিল।

২

কোথায় সে সত্য তার আদর রহিল,
অনাচারে দেশ পুন আচ্ছন্ন হইল,
কোথায় সে সদাচার, তপ জপ অনিবার,
সকলি কালের কোলে বিলুপ্ত হইল।

৩

কেবল শক্তির প্রতি আসক্তি সবার,
দ্বেষে দ্বেষে দেশ ক্রমে হল ছার খার,
মিলে যত দুরাচার, করিতেছে অনিবার,
একাকার করিবারে নিয়ত যতন।
কি ফল করিয়া বল অরণ্যে রোদন?

৪

বিপ্রদল লোভী হয়ে জাতি কুল খায়।
আপনারা মজে আগে শাশিবে কাহায়
গোকুল করিয়া শূন্য, যত হিন্দু করে পুণ্য,
ধন্য ধন্য বিলাতের সভ্যতার গুণ
ভারত জননী দেখ কেঁদে কেঁদে ক্ষুণ।

৫

পূর্ব্বের লোকেরা সব গিয়া সুরালয়ে,
করিত শক্তির সেবা মুক্তির আশয়ে,
দেশের কি হল দশা, সম হইল হাতী মসা,
শৃগাল সিংহের মাংস সগর্ব্বেতে খায়,
চন্দ্র বিনা অন্ধকার হায় হায় হায়

৬

এখনত লোক কত সুরালয়ে যায়,
শক্তি প্রেম ভক্ত হয়ে নিত্য সুধা খায়,
ভারত ভূষণ যারা, কোথায় কোথায় তারা,
কোথায় রহিল সব হিন্দুবীর গণ
দেখ মা বঙ্গের আজি দুর্দ্দশা এখন।

৭

ক্রমে প্রেমানন্দে তারা হয়ে চল চল।
হাতে হাতে পাইতেছে চতুর্ব্বর্গ ফল ॥
অতুল বিভব কিবা, সেই সব রত্ন বিভা,
কেথায় সে সব আজি রহিল এখন ॥
অনুপম সেই শোভা নয়ন রঞ্জন।

বশম্বদ
শ্রীতুলসীদাস দে,

গুপ্ত যন্ত্র।

কলিকাতা।

২৪ নং মির্জ্জাফর্শ লেন পটলডাঙ্গা।
প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

উক্ত যন্ত্রালয়ে ছাপার কর্ম্ম (উভয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা) অতি উত্তমরূপে নিয়মিত সময়ের মধ্যে এবং অল্প মূল্যে নির্ব্বাহ হয়, যাহাতে সাধারণের সুবিধা হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নও করা যায়; যথা—

১। পত্রের দ্বারা সমুদয় কর্ম্মই নির্ব্বাহ হইতে পারে, স্বস্থানে বসিয়া সকলে আপন ইচ্ছামত কার্য্য পাইতে পারেন।

২। ছাপার মূল্য অতি সুলভ, আবশ্যক-মত মূল্যের তালিকা দেওয়া যাইবেক।

৩। প্রুফ সংশোধন ভার লওয়া যাইতে পারে।

৪। কাগজ উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায়।

৫। পুস্তক বান্ধানর ভারও লওয়া যায়।

অপরাপর বিষয় সকল যন্ত্রাধ্যক্ষের নিকট জানিতে পারিবেন।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ২৭শে ফাল্গুন ১৭৯৩ শক। [৪৮শ সংখ্যা।

ইন্দুবালা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

১০ ত্রিদিবপুর।

কাশ্মীরের অন্তর্গত ইস্‌লামাবাদ যে স্থানে অবস্থিত, তাহার ঠিক বিংশতি ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। ত্রিদিবপুর ঐ রাজ্যের রাজধানী। এক জন হিন্দু রাজা ত্রিদিবপুরের অধীশ্বর ছিলেন। যে সময় আকবর সাহ কাশ্মীর রাজ্য অধিকার করেন সেই সময়েই উক্ত রাজ্যটী মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়। এরূপ কথিত আছে যে কাশ্মীরের পূর্ব্বতন আর্য্য রাজাদের বংশীয় রাজারাই ত্রিদিবপুরের অধিকারী ছিলেন; তাতার বংশীয়েরা যখন হিন্দুদের পরাস্ত করিয়া কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করে, সেই সময় কাশ্মীররাজ তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিরূপিত কর প্রদান করতঃ ঐ স্থানের অধিকার প্রাপ্ত হন। পরে কালক্রমে তাতারবংশীয়দের ক্ষমতার হ্রাস হইলে ত্রিদিবপুর স্বাধীন রাজ্য হইয়া দাঁড়ায়। সোম সিংহ ত্রিদিবের শেষ মহীপতি।

ত্রিদিবপুরের রাজভবন, একটী বিস্তৃত গৃহ মধ্যে সোমসিংহ বসিয়া আছেন; সম্মুখে একখানি আসনে এক জন সম্ভ্রান্ত পুরুষ উপবিষ্ট। উভয়ে কি পরামর্শ হইতেছে; গৃহমধ্যে অপর লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। ক্ষণকাল পরামর্শের পর সোম সিংহ কিঞ্চিৎ উচ্চতর স্বরে বলিলেন সেনাপতি তাহাই ভাল, সেই স্থির হইল; যাহা হউক যেরূপ গতিক, ভায় বড় ভাল নয়; আক্‌বরের সঙ্গে বিরোধটী পাকিয়া উঠিল। যদিও বাদশাহর সহিত আমার কোন

সংশ্রব নাই, যদিও আমার এই পর্ব্বতময় রাজ্যে তাঁহার কোন লাভ হইবে না তথাপি তিনি যেরূপ বার বার লোভ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে আমি যদি তাঁহার নিতান্ত অনুগত হইয়া নিয়মিত কর না দি, তাহা হইলে বোধ হয় সমরাগ্নি নির্ব্বাপিত থাকা দুরূহ হইবে, বিশেষতঃ আর্য্যরাজসন্তান হয়ে আমিও বিধর্ম্মী যবনের পদাতন হইতে পারিব না।'

'তুদর মল্ল কি সেই জন্য এসেছিলেন—তিনি কি বলেন ?'

'আঃ আর্য্য কুলাঙ্গার সে পাপিষ্ঠের কথা বল কেন, অনায়াসে পিতৃপিতামহের নাম কলঙ্কিত করিয়া যবন পদ সেবা করে। কিসের জন্য এসেচে সেই জানে—বল্লেত শরীরের অসুস্থতার জন্য সপরিবারে এসেচে।'

'কিছু কথাবার্ত্তায় বুঝিতে পারিলেন ?

'কথাবার্ত্তায় কিছুই বুঝিলাম না, তবে বল্লে আমার রাজত্বে এসেচে আমার সহিত বন্ধুতা করা তার উচিত—কথার গতিক ভাল নয়, সকল কথাতেই বাদসাহর সহিত বন্ধুতা করিতে বলে, গুপ্তচর বলেই বোধ হল।'

'হবার আটক নাই।'

'তাইবল্‌চি সমস্ত প্রস্তুত রেখ গতিক বড় ভাল নয়।

'দাসের শরীরে প্রাণ থাকিতে আপনার কিছুরই চিন্তা নাই, অনুমতি করেন অদ্যই সমস্ত প্রস্তুত করিয়া বাদশাহর বিপক্ষে বহির্গত হইতে পারি।'

'না তাহাতে বড় প্রয়োজন নাই। স্বরাজ্য রক্ষা করিতে পারিলেই যথেষ্ট। আজ কাল যে প্রকার, তাহাতে যে কোন হিন্দু রাজা আমার সাহায্য করিতে আসিয়া বাদশাহের কোপে পড়িতে ইচ্ছা করিবে এরূপ বোধ হয় না।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন' সেনাপতি এই কথা কহিয়া অভিবাদন করত প্রস্থান করিলেন। মহারাজ যেরূপ স্থিরাভাবে বসিয়াছিলেন সেই রূপেই বসিয়া রহিলেন।

প্রায় এক দণ্ডকালের পর এক জন প্রহারী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করতঃ অধিপতিকে অভিবাদন করতঃ বলিল 'মহারাজ, গঙ্গাধর মিশ্র আপনার দর্শন প্রাপ্তি আশয়ে বহির্দ্দেশে দণ্ডায় মান আছে।' ত্রিদিবপুরাধিপ মিশ্র মহাশয়কে আনিতে ইঙ্গিত করিলেন, প্রহরী চলিয়া গেল। ক্ষণকাল পরেই গঙ্গাধর মিশ্র গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, ভূপতি অভিবাদন পূর্ব্বক আসন প্রদান করিলেন। মিশ্র আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। সোম সিংহ সে কথার কোন উত্তর না দিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন 'গুরুজী, বহুকাল কোন সমাচার পাই নাই সমস্ত কুশলত ?'

গুরুজী একটু বিষণ্ণ ভাবে বলিলেন 'সমাচার অত্যন্ত মন্দ।'

'আমার প্রিয়তমা, আমার প্রিয়তমা ভাল আছেন ত ?'

গুরুজী কি বলিবেন বুঝিতে পারিলেন না, স্থির ভাবেই রহিলেন। সোম সিংহ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার স্ত্রীপুত্রের সংবাদ—'

'আপনার পুত্র ভাল আছেন আমার সহিত কাশ্মীর পর্য্যন্ত আসিয়াছেন——'

'প্রিয়মতা ?'

গুরুজী বিষন্ন ভাবে বলিলেন 'স্বর্গলাভ করিয়াছেন।'

মহারাজ সোম সিংহের মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, আর বাক্‌শক্তি নাই, নয়নদ্বয় দিয়া অনবরত অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।

প্রায় দুই দণ্ডকাল এই রূপে অতিবাহিত হইয়া গেল, সোম সিংহ একটু স্থির হইলেন, অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন 'প্রিয়তমে, চিরকাল তুমি আমার দুঃখের ভাগী, তোমাকে সুখের ভাগী কখন করিতে পারিলাম না, চিরকাল আমার নিমিত্ত ক্লেশ ভোগ করিলে আমার নিমিত্ত সমস্ত ত্যাগ করিলে আমি তোমার জন্য কিছুই ত্যাগ করিলাম না; তুমি তোমার পতিভক্তিগুণে স্বর্গ লাভ করিয়াছ, আমি পাপিষ্ঠ অজ্ঞাত কুলশীল বলে, আমি তোমায় সিংহাসনের অংশী করিতে পারিলাম না, তাহাতে আমার অপমান হইবে, অকিঞ্চিৎকর অভিমান ত্যাগ করিতে পারিলাম না, আমার নরকেও স্থান নাই।'

গুরুজী এতক্ষণ অধোবদনে বসিয়াছিলেন মুখ তুলিলেন, সজোরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস প্রবাহিত হইল। বলিলেন 'উপায় হীন বিষয়ের শোচনায় আর কি হইবে, স্থির হউন, সকলই দৈবাধীন।'

'গুরুজী, সেরূপ স্নেহ, সেরূপ অকৃত্রিম প্রণয় ত জগত খুঁজিলেও পায় না।'

'মহারাজ, আমার নিকট কিছুই অপ্রকাশ নাই, আপনাদের উভয়েরই মনোগত সমস্ত আমি জানি। আপনি যে কি প্রকার স্নেহ করিতেন তাহাও জানি। আপনি যে ধর্ম্মপত্নীর নিমিত্ত বিবাহ বিষয়ক গুরুআজ্ঞা পর্য্যন্ত অবহেলা করিয়াছিলেন, তাহাও আমি জানি। যদি কিছু উপায় থাকিত তাহা হইলে শোকে অধীর হইলে ক্ষতি ছিল না কিন্তু———'

'গুরুজী কোন উপায় নাই সেই নিমিত্তই আরো অধিক মনস্তাপ হয়।'

'এখন আর উপায় নাই; আর যাহা করা যাইতে পারে তাহা করা উচিত।'

'কি করিব, আজ্ঞা করুন।'

'পুত্রকে গ্রহণ করুন; তাহাতে আর কুলশীলের অভিমান করিবেন না।'

'অবশ্য অবশ্য আমার পুত্র—যুবরাজ, আমি তাহাকে লইয়াই মনস্তাপ শান্ত করিতে চেষ্টা করিব—উঃ বিপদের উপর বিপদ'—সোমসিংহ এই কথা বলিয়াই নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।

গঙ্গাধর মিশ্র বিপদের নাম শুনিয়া চকিত হইয়া বলিলেন 'বিপদ! আরো কিছু ঘটিয়াছে নাকি?'

'আকবরের সহিত বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছে।'

'আকবরের সহিত বিবাদ?—না না সন্ধি করিবার চেষ্টা করুন এসময় বাদশাহার সহিত বিবাদ করিবেন না। তাহার অসীম প্রতাপ।'

'বিবাদ আমি নিজে করিতেছিনা, আমার রাজ্যে তাঁহার লোভ পড়িয়াছে।'

উভয়েই ক্ষণকাল স্থির ভাবে বসিয়া রহিলেন। গুরুজী বলিলেন 'আমি আর বিলম্ব করিবনা চলিলাম—পরশ্ব আপনার নিকট আপনার স্নেহভাজন সন্তানটীকে লইয়া আসিব।'

'অদ্য অপরাহ্লে যাইবার আর প্রয়োজন নাই। চলুন বিশ্রামান্তে কল্য

যাইবেন।' উভয়েই গৃহ হইতে নিঃসৃত হইলেন।

ক্রমশঃ।

সুধাকর।

দ্বিতীয় সর্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৯

গম্ভীর প্রবীণ এক সম্ভ্রান্ত আকার
তৃণময় সুখাসনে আছেন বসিয়া,
বিমল উপল খণ্ডে রাখি দেহ ভার,
বিগত ভাবনাজালে ভাবিত হইয়া।

১০

চিন্তাম্লান মুখ তাঁর যদিও মলিন
তথাপি দেখিলে হয় উদয় হিয়ায়
কোন কালে প্রবীণের ছিল হেন দিন
ধনীমানীগণে যবে পূজিত তাঁহায়।

১১

নিকটে রমণী তাঁর যেন শান্তিসতী
আছেন বসিয়া স্থির চিন্তামগ্ন মনে,
বিবেকী বিবেক সনে যেন সতী মতি
ছাড়িয়া মানব মন আসিয়াছে বনে।

১২

শান্তিমাখা মুখখানি বিমল সুন্দর
দেখিলে হৃদয়ে হয় ভক্তির উদয়
কেমন নবীন ভাবে বিমোহে অন্তর
কি এক অপূর্ব্ব ভাব মানসেতে হয়।

১৩

যদিও সে মুখকান্তি বিমল কমল
ভাবনা শিশিরে তিতি হয়েছে বিনাশ
তথাপি তাহায় ভাব কেমন সরল,
কেমন স্বর্গীয় ভাব হতেছে প্রকাশ।

১৪

যদিও আরাম-শোভা লতিকা সুন্দর
আনিয়া পর্ব্বতময় গহন কাননে
শোভাময় কুসুমের হয়েছে অন্তর,
তথাপি অপূর্ব্ব ভাব রহেছে আননে।

১৫

অদূরে পাদপ-মূলে দাস এক জন
চটুল চপল এক শিশুর সহিত
আছে বসি স্থির ভাবে চিন্তানিমগন
খেলিছে বালক নিজে হরষিতচিত।

১৬

প্রবীণের ছিল যবে প্রসন্ন কপাল
স্বগণ স্বজন যবে সেবিত নিয়ত
ক্ষমতা প্রতাপ যবে হরেনিক কাল
ছিল ওই ভক্তদাস সেবায় নিরত।

১৭

যার অন্নে এতকাল ধরেছে জীবন
এত দিন যাপিয়াছে যাহার কৃপায়
এত দিন পূজিয়াছে যাহার চরণ
এখন পারেনি দাস ছাড়িতে তাহায়।

১৮

পশুভাব শূন্য মন মানব যে জন
যথার্থ মানব সম মানস যাহার,
স্বর্গ হতে গরীয়ান মলাহীন মন
কৃতজ্ঞতাহীন কভু হয় না তাহার।

১৯

প্রভু তরে যেই জন দিতে পারে প্রাণ
যে জন ত্যজিতে পারে সংসারের আশ
প্রভু তরে যেই পারে ছাড়িবারে মান,
কিছার তাহার বল হেন বনবাস।

২০

সকলেই ম্লান ভাবে চিন্তায় মগন,
কাঁপিছে হৃদয়, শ্বাস বহিছে সঘনে,
স্বভাবের শোভাপানে নাহিক নয়ন;
কেজানে কিভাব আজ উঠিয়াছে মনে।

২১

তরুণ যুবকবর সুধাকর সনে
ধীরে ধীরে আসি তথা হলেন উদয়,
দেখিল সকলে ফিরে সতৃষ্ণ নয়নে,
কতক সুস্থির হল সবার হৃদয়।

২২

বলিলেন ধীরে ধীরে প্রবীণ তাঁহায়
'সুবোধ! তোমার মত দিখিনি কখন
কি কারণ বনময় পর্ব্বত শিখায়,
বিপদসঙ্কুল স্থানে, ছিলে এতক্ষণ!

২৩

আমরা ভাবিত সবে, বিকল হৃদয়;
নিশ্চিন্ত ভ্রমিছ তুমি বিজন গহনে
হৃদয়ে কি বিবেচনা হলনা উদয়
কি ভাব উদিছে তব পিতা মাতা মনে?'

২৪

বলিলেন ধীরে ধীরে যুবক তখন
'ক্ষম দোষ,ক্ষম তাত! দোষ আজিকার
অতিথির তরে আজি হয়েছে এমন
এমন এদোষ কভু হবে নাক আর।

২৫

'বনপ্রান্তবাসী ইনি, নাম সুধাকর,
মৃগয়ার তরে আসি গহন অন্তরে
দিশা হারা হয়ে, বৃথা ভ্রমিয়া কাতর;
হেন স্থান নাই রাত্রি বঞ্চিবার তরে,—

২৬

'কাঁটা ঝোপ বনময় গহন কানন,
ছাড়ায়ে পর্ব্বত স্থান, আনিতে ইঁহায়
বিলম্ব আজিকে পিতা হয়েছে এমন,
এমন হবে না পিতা! আর পুনরায়।'

২৭

'পরিশ্রান্ত হইয়াছ বস দুইজন;—
কৌমুদিকে! আসিয়াছে সুবোধ আমার'
বলিলেন, উচ্চ স্বরে রমণী তখন
'লয়ে এস ফলমূল পাণীয় আহার।'

২৮

ছুটিয়া আসিল শিশু আনন্দে মগন
বলিল 'এসেছ দাদা! ছিলেগো কোথায়
মাতা আজি তব তরে করেছে রোদন
বাবা কত বনে বনে খুঁজেছে তোমায়।

২৯

'জুজুবুড়ী ধরেছিল বুঝিগো তোমায়?
মাধব আমায় আজ করেছে বারণ,
দূরে গেলে ফের সেটা ধরিবে আমায়।
কিরূপে আসিলে দাদা,পালায়ে এখন?'

৩০

ক্রোড়ে করি লইলেন যুবক তাহায়;
সাদরে বদন শশী করিয়া চুম্বন
বলিলেন 'না না ভাই, ধরেনি আমায়,
বিলম্ব হয়েছে আজি ভ্রমিতে কানন।'

ক্রমশঃ।

বিমল তুষ্টি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

সংসারে অসার আখ্যা দিয়া কত কবি
করেন আময়-ময় সংসারের ছবি,
শোক তাপ পাপ বর্ণে করি তার চিত্র
ভবে ক'ন বিষময় বিষম-বিচিত্র।
তবে কিগো এসংসারে স্থান নাই তব ?
কেমনে বিশ্বাসি বল, এযে অসম্ভব ;——
বিমল সন্তোষ যদি নাহি গৃহী গেহে,
তবে কিবা ফল পশু সংসারের স্নেহে ?
তবে কেন অকারণ গৃহীজন যত
বহিতে বিশ্বের ভার অবিরত রত ?
করিব কি তবে এই গৃহ পরিহার ?
ধরিব কি শিরে লম্বমান জটাভার ?
পরিব কি বল্কলের কঠিন বসন ?
করিব কি সর্ব্ব অঙ্গে বিভূতি লেপন ?
ঘুরিব কি যষ্টি করে করি দেশ দেশ
প্রবঞ্চিয়া মূঢ়গণে ধরি ভিক্ষু-বেশ ?

অথবা বিরাগী হয়ে ত্যজিয়া ভবন,
ছেদি ধন-মায়াপাশ ছাড়ি পরিজন
পশিয়া বিবেক সহ বিজন বিপিন
নিরাহারে থাকিব কি যোগ-সমাসীন ?
শারীরিক সুখ দুখে করি সমজ্ঞান
ঊর্দ্ধপদে বহ্নি মধ্যে করি বিভুধ্যান
ত্যজিব কি বৃথা দেহ শেষে যোগ বলে ?
বৈরাগ্য আশ্রমে বাস কর কি বিমলে ?—
শুনেছি কবির মুখে,—সর্ব্ব ভয় ময়,
এভবে কেবল মাত্র বৈরাগ্য অভয়।
কেবল বৈরাগ্যে তুমি,—প্রত্যয় না হয়,
গৃহীগেহে নাহি তুমি তা'ও গ্রাহ্য নয়।

শুনিয়াছি পুরাবৃত্তে সুন্দর ভারতী,
ছিলেন ক্রীশস-নামা লিদীয়া-ভূপতি,
গ্রীক-খ্যাত জিতেন্দ্রিয় সোলন পণ্ডিত
তাঁহার সম্রাজ্যে যদা হইলা উপনীত,
নৃপতি ঐশ্বর্য্য নিজ তাঁহে প্রদর্শিলা,
'সর্ব্বাপেক্ষা সুখী কেবা' প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলা,
উত্তরে কহিলা প্রাজ্ঞ বিহিত বচন,—
'সদাচারে চিরকাল করিয়া যাপন,
সুখী সেই, ত্যজিয়াছে যে নিজ জীবন,
সুখী তারে নাহি বলি জীবিত যে জন।'
তবে কি জীবনসত্ত্বে তুষ্টি সুখ নাই ?
তবে কি নরের দেহ ধারণ বৃথাই ?
তবে কিগো অনিশ্চিত আশার কারণ
ত্যজিব এ বৃথা-ভার অসার জীবন ?
কে পারে বলিতে তাহা করিয়া নিশ্চয়,
বিমল সন্তুষ্টি দেহ-অন্তে লব্ধ হয়।
শুনেছি পুরাণে আর সুধীর বচনে,——
পারত্রিক কর্ম্ম ফল ভুঞ্জে নরগণে।
বল গো বিমলে ! তবে কি রূপে সম্ভবে,
পরলোকে পরমার্থ পরিতুষ্টি হবে ?
স্বীয় কর্ম্মে যদি সত্য সুখের নির্ভর,
তবে কি ঐহিকে তুষ্টি পায়না গো নর ?

লভিব তোমারে আমি করিছি মনন,
তোমারি কারণে মম প্রাণে প্রয়োজন।
সুধাই বিদ্বান প্রতি হইয়া হতাশ
'কহ ভাই জান যদি বিমলার বাস।'
তিনি কহিলেন, 'ভ্রাতঃ! শুনদিয়া মন,
সংসার রাজ্যের মাঝে বসি সর্ব্বক্ষণ
সন্তোষ সন্ধান হেতু মানস আমার,
বিদ্যাপথে চলিলাম লয়ে শ্রম ভার ;
প্রশস্ত সরণি সেই শোভা সাতিশয়

সীমাশূন্য সন্দর্শনে হেন জ্ঞান হয় ;
গিয়াছে দক্ষিণে এক পথ তাহা হতে,
সূক্ষ্ম পথ বলি নাহি গেলাম সে পথে,
সজ্‌জ্ঞান সমাখ্যান শুনেছি তাহার ;
তাহা ছাড়ি পূর্ব্বমুখে চলি অনিবার ;
শ্রবণে পশিল ক্রমে সুগভীর স্বর,
যত যাই তত রব বাড়ে ঘোরতর ;
অবশেষে দেখিলাম স্থান চমৎকার
পথ জালে পূর্ণ, পথ স্থির করা ভার ;
চিত্ত চঞ্চলতা সেই ব্যূহটির নাম,
তথায় প্রবেশি ভাই দিশা হারালাম ;
এই মাত্র জানি আমি সন্তোষ নির্দ্দেশ,
ভাল যদি বুঝ তবে করগে উদ্দেশ ।'

বিজ্ঞবলি যাঁহাদের মানে নর সব,
করেন যাঁহারা সদা জ্ঞানের গৌরব ;
তাঁহাদের পাশে গিয়া করিনু জিজ্ঞাসা,
বৃথাই সুধাই সবে হইনু নিরাশা,
কেহ কহিলেন, 'যাও এই পথ দিয়া,
পাইবে সন্তোষ দেখা, হবে তৃপ্ত হিয়া।'
অপরে বলিলা ' যাও ওই পথ ধরি,
অবশ্য মিলিবে তাহে সন্তুষ্টি ঈশ্বরী।'
ভ্রমে ভ্রমিলাম করি তব আকিঞ্চন,
না পেলাম তবু কোথা তব দরশন।

ক্রমশঃ।

স্ত্রীলোক হইতে প্রাপ্ত।

নিবৃত্তির প্রতি প্রবৃত্তির উক্তি।

কেন লো নিবৃত্তি তোর এত অহঙ্কার,
বাঁচিবার আশা বুঝি করনাক আর।
ভুজঙ্গ মস্তক হতে নিতে চাহ মণি,
জান না কি দশনে গরল ধরে ফণী ?।
কালামুখি ! কিছু না বুঝিয়া হিতাহিত ;
করিতে চাহ লো দ্বন্দ্ব আমার সহিত।
তাই বলি শুন ওলো দুর্ভাগিনি নারি,
কার বল পেয়ে বল করিতেছ জারি ?
সকলের কাছে গাও মম অপযশ,
ভেবেছ করিবে সবে আপনার বশ।
পাপিয়সি ! মনে বুঝি কর এই সাধ,
সাধিতে এসেছ তুমি মম সঙ্গে বাদ ?
নিবৃত্তি লো! শাপে বর হইল আমার,
পড়েছ আপন ফাঁদে কোথা যাবে আর।
নিরবধি ভ্রমি তোর অন্বেষণ করি,
যাইতাম যথা তথা জাতি পরিহরি।
এবার পেয়েছি দেখা নাহিক নিস্তার ;
বাঁধিব লো বাক্‌জাল করিয়া বিস্তার।
কত ছলে জীব গণে বাধ্য করে আনি,
রসনা সুরসে রসে বর্ণিতে সে বাণী।
ক্রোধ অশ্ব লোভ চক্র যুড়ি মনোরথে,
তাতে উঠে জীব গণ ভ্রমে কর্ম্ম পথে।
সদা পায় মনস্তাপ মদে মত্ত হয়ে,
কত রূপ দেখি রঙ্গ জীব সঙ্গে লয়ে,
কোথা হতে কালামুখি, এসময়ে এলি,
সর্ব্বনাশি ! সুখ নাশি প্রমাদ ঘটালি।
বারম্বার যত তুমি বাড়াতেছ ক্রোধ,
এই বার আমি তার দিব পরিশোধ।

কোন কুলকামিনী
গুপ্তিপাড়া।

প্রেরিত পত্র।

১

কোথা সে সঙ্গীত-বিদ্যা, যাহার শ্রবণে,
ভূধর-কন্দরে কিম্বা নিবিড় গহনে,
অগাধ জলধি জলে, কিম্বা উচ্চ নভস্থলে,
জীবচয় মুগ্ধ হয় পুলকিত মনে ?
হায় তাহা নাহি আজ ভারত সদনে !

২

কোথা সেই উমাপতি দেব ত্রিলোচন,
যাঁর রসনায় হল সঙ্গীত স্বজন,
যাঁর পঞ্চমুখস্বরে, বিষ্ণু, গঙ্গা কলেবরে,
ভাসিলেন দ্রবময়ী, প্রেমানন্দ মন ?
সে রূপ হবে কি আর ভারতে এখন ?

৩

কোথা সে সঙ্গীত দীপ, হয়েছে নির্ব্বাণ
যাহাতে ভারত মরি ছিল দিপ্তিমান ?
কোথা বা সে ব্রজেশ্বর, মধুর মুরলীধর,
গাইয়া না করে আর আমোদ প্রদান ?
ছাড়ি কালা ব্রজবালা করেছে পয়াণ।

৪

কোথা সে সঙ্গীত হায় চিত-বিনোদন,
যাহাতে ভারত ছিল হরষে মগন ?
কোথা সে নারদ মুনি, যাঁর বীণাধ্বনি শুনি,
রোমাঞ্চিত কলেবর হইত তখন ?
কাঁদেরে ভারত,তিনি কোথায় এখন ?

৫

কোথা সে দীপক-রাগ সদা মুর্ত্তিমান,
নিদাঘ বর্ণনে যার নামের সম্মান ?
করি যার আলাপন, জীবন সর্ব্বস্ব ধন,
হারালেন তানসেন পুরুষ প্রধান,
ভারত-পঙ্কজ-রবি হায় অবসান !

৬

কোথা বা সে মেঘরাগ যার আলাপনে,
দ্রুত এল কন্যাগণ জনক রক্ষণে,
মুষল ধারায় যায়, ভিজালে ধরার কায়,
বিচিত্র মানিল সবে হেরিয়া নয়নে ?
আর কি সে ভাব হবে ভারত ভবনে ?

৭

কোথা সেই সোমেশ্বর বুদ্ধি বিচক্ষণ,
শব্দতত্ব স্বর-দেশ করিল খনন,
উদ্ধারি অমূল্য রত্ন করি কায়মনোযত্ন
গাঁথিল সঙ্গীত-হার সুখের কারণ ?
আর কি সে হার পাবে ভারত এখন ?

৮

কোথা সে সারঙ্গ দেব যাঁহার কৌশলে
জনমিল সারেংরাগ মনুজ মণ্ডলে ?
কোথা বা সে রসচয়, সকলি লভিল লয়,
হয় কিম্বা নয় তাহা দেখিছ সকলে ;
ভারতের দগ্ধ দশা বশ্যতা অনলে !

৯

ভারত কাননে আগে কত মধুকর
রচেছিল মধুচক্র সর্ব্ব সুখকর !
কোথায় এখন তারা, হয়ে হায় জীব হারা
কালের কবলে থাকি ধূলায় ধূসর
আর কি সে দিন আছে ভারত ভিতর ?

১০

কোথা সে সঙ্গীত তরী, সময় পাথারে
ডুবিয়াছে চির তরে আঁধার মাঝারে
স্বাধীনতা ধন হায়, জাতির ভূষণ যায়,
যাইল যখন তাঁরে কে রাখিতে পরে ?
কি ভাব ভারত আর আছ কারাগারে !

ভবানীপুর } একান্ত
পাকুড়তলা } শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

কালকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্শ লেন, গোলাদিঘার উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ৬ঠা চৈত্র ১৭৯৩ শক। [৪৯শ সংখ্যা।

ইন্দুবালা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অন্বেষণ।

গভীর নিশীথ সময় চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, পৃথিবী নিবীড় তমোজালে আচ্ছন্ন কেবল নক্ষত্রের আলোকে অল্প অল্প পথঘাট দেখা যাইতেছে। কাশ্মীরের দুস্তর প্রান্তর মধ্যে একটী পুরাতন বটবৃক্ষ বিশাল শাখা বাহু বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান আছে; শাখা সকল হইতে ঝুরী নামিয়া ভূমির সহিত সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে। অন্ধকারময় বৃক্ষের উপর অসংখ্য খদ্যোত মণিমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ কেবল বায়ুর সোঁ সোঁ শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে। মধ্যে মধ্যে বায়ুবশে বৃক্ষটী কম্পিত হওয়াতে উজ্জ্বল খদ্যোতগণ নক্ষত্রের ন্যায় ঝরিয়া পড়িতেছে।

বৃক্ষের নিম্নে একজন পুরুষ বসিয়া আছে, অন্ধকারের মধ্য দিয়া উপবিষ্টব্যক্তির শ্বেত বসন মাত্র দেখা যাইতেছে। একজন সুদীর্ঘ পুরুষ প্রান্তর পার হইয়া দ্রুতপদে বৃক্ষের নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইল; আগন্তুকের মুখের কতক অংশপর্য্যন্ত বস্ত্রে আবৃত, দক্ষিণ হস্তে একটী সুদীর্ঘ বাঁশের লাঠি ও বাম হস্তে একটী গাঁটরি। আগন্তুক বৃক্ষের নিম্নে আসিয়াই বলিল 'নুরুন্নদ্দীন আলীর বাহাদুর সেলাম।'

উপবিষ্ট পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল 'কেও করিমবক্স?'

'জী, হাঁ।'

'হল?'

'হাঁঃ ভারি শক্ত কাজ দিয়ে ছিলেন, বলেন ত রাজা ভুদ্দরমল্ কেই ওপারে দিতে

পারি ; তার আবার সামান্য বালিকা কন্যা।'

আমীর নুরুদ্দীন সন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়া দাড়াইল, বলিল 'তবে সব ঠিক হয়েছে—কিপ্রকার হইল বল দেখি ?'

'কি আর হবে,আপ্‌নি যেমন বলেছিলেন ঠিক সেই মত আমরা পথের ধারে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিলাম, রাত্রি দেড় প্রহরের পর তুদরমলের দলবল এলো ; তুদরমল বেশ সুন্দর পুরুষ—'.

'না না আমি তা চাইনা, শেষটা কি রকম দাঁড়াল ?'

'শেষটা আর কি, দলবল গুলোর কতক চলে গেলে মাঝখানে খানতুচ্চার ঢাকা ঢাকা বয়েলের গাড়ি চলে গেল ; তার পরেই একখান গাড়ি, আপ্‌নি যেমন বলেছিলেন ঠিক সেই রকম, খোলা, তারি মধ্যে কতক গুলো জানানা লোক। আম্‌রাও অম্নি গিয়ে পড়লাম। বাজ যেমন কবুতর তুলে-নিয়ে যায় ঠিক সেই রকম মেয়েটীকে তুলে নিয়ে গেলাম। চারধার থেকে লোকজন তেড়ে এল—আমাদেরও দৌড় বাতাসের আগে।'

'তারপর ?'

তারপর আর কি হবে যা বলেছিলেন, বনের ভেতরে গিয়ে মুর্‌গীর মত কুচ্ করে গলাটীতে ছোরা লাগিয়ে দিলাম।—এই দেখুন এই সব' এই বলিয়া করিম বক্স বাম হস্তের গাঁটরীটী আমীরকে প্রদান করিল। নুরুদ্দীন গাঁটরীর রজ্জু উন্মুক্ত করিয়া দেখিতে লাগিল।

আমীর এক দণ্ড এই প্রকার বসনভূষণ-গুলি পরীক্ষা করিয়া বলিল 'তুমি তার গর্দ্দান এনে দেবে বলেছিলে—'

'ধরা পড়িবার ভয়ে গর্দ্দান লইতে পারি নাই ; তাহারা যেরূপ পশ্চাতে আসিতেছিল গর্দ্দান লইলে ধরা পড়িতাম।'

'তা কৈ বসন ভূষণেও ত একবিন্দুও রক্ত দেখি না।'

'সেকি খোদাবন্দ, আপনারিত সেই পর্য্যন্ত দেখা নাই,এতদিন কি কখন রক্তের দাগ থাকে. অভাব পক্ষে দুমাসের কথা—আর অন্ধকারে রক্ত দেখবেন ?'

'তাই যেন হল, তুমি কাকে মারতে কারে খুন করলে জানব কি করে ?'

করিমবক্স বিরক্ত হইয়া কহিল 'তাই বলুন না কেন টাকা দেবেন না,কেন আমার কি চিহ্ন মনে ছিল না—পায়ের দুইটী অঙ্গুলি একত্রে যোড়া তুদরমলের আর কে আছে ?'

'হাঁ হাঁ তবে হয়েছে' আমীর এই কথা বলিয়া বস্ত্র মধ্য হইতে একটী ক্ষুদ্র তোড়া বাহির করিয়া বলিল 'সেই কাফের হারামজাদার মাথাটা এনে দিতে যদি পার তাহলে এর দশগুণ বক্‌সীস দিতে পারি।'

করিম তোড়াটী লইয়া স্কন্ধের উপর রাখিয়া বলিল "খোদাবন্দ, গোলামকে ভুল্‌বেন না হজুরের দুই একটা এইরকম ছোট মোট কাজ পড়লে গোলামকে যেন স্মরণ হয়। আমার বাসা এই মাঠের বরাবর উত্তর দিকে যে একটা মন্দির আছে তারির ঠিক পশ্চিম, পর্ব্বতের গহ্বরে।" করিম এই কথা বলিয়া চলিয়াগেল আমীর গাঁটরীটী লইয়া অপরদিকে প্রস্থান করিল।

সহসা বৃক্ষের একটী শাখা আন্দোলিত হইয়া উঠিল,শাখাশ্রয়ী পক্ষীকুল ভয়ে বিষম কলরব করিয়া উঠিল। ক্ষণকাল মধ্যেই একজন সশস্ত্র পুরুষ বৃক্ষ হইতে নামিয়া

আসিল। পুরুষ নামিয়াই ত্রস্ত একবার চতুর্দ্দিক দর্শন করিল, অন্ধকার ভেদ করিয়া কিছুই দেখাগেলনা; আপনা আপনি মুখ হইতে দুই একটী কথা নিসৃত হইল, বলিল 'উঃ এত দিনের পর সমস্ত প্রকাশিত হইল! পাপিষ্ঠ নুরুদ্দীনের এই কাজ! মুখে মধু অন্তরে বিষ—বাদশাহ তুদরমল্‌কে ভালবাসেন, পাপিষ্ঠের তাহা আর সহ্য হইল না। আঃ নরাধম, তুদরমলের কিছু করিতে না পারিয়া তাহার বালিকা কন্যার প্রাণ বিনাশ করিল। যাহা হউক যার জন্য এত ভ্রমণ এত ক্লেশ স্বীকার করিতে ছিলাম তাহা সিদ্ধ হইল।' সশস্ত্র সৈনিক একবার চতুর্দ্দিকে খুজিয়া দেখিল, যদি গাঁটরী বাঁধিতে কোন বস্তু ভুলিয়া গিয়া থাকে। খুঁজিতে খুঁজিতে একখানি ওড়না মিলিল। সৈনিক ওড়নাখানি নক্ষত্রের অস্পষ্ট আলোকে দেখিতে লাগিল।

দূরে ঘোটকের পদশব্দ শ্রুত হইল, ক্ষণকাল মধ্যেই অপর একজন সশস্ত্র অশ্বারোহী পুরুষ অপর একটী আরোহীবিহীনসজ্জিত অশ্বের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথম সৈনিক জিজ্ঞাসা করিল 'সুবাদার এত বিলম্ব যে?'

'আমাদের শিবিরের পথওত কম নয়।' এই কথা বলিয়া নবাগত ব্যক্তি অশ্ব হইতে নামিয়া সৈনিক পুরুষের নিকটে আসিয়া দাড়াইল। সৈনিক পুরুষ বলিল 'সুবাদার ইন্দ্রবালার এক প্রকার সমাচার পাইলাম।'

সুবাদার ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল 'সমাচার পাইয়াছেন? কোথায় আছেন?'

'পাপিষ্ঠ নুরুদ্দীন ইন্দ্রবালাকে হরণ করিবার নিমিত্ত লোক নিযুক্ত করিয়াছিল; তাহারাই তাহাকে অপহরণ করিয়াছে।'

'কিরূপে জানিলেন?'

'নুরুদ্দীন এখানে আসিয়াছিল।'

'আপনাকে দেখিয়া কিছু বলিল?'

'না, আমি তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া গাছের উপর উঠিয়াছিলাম।'

'তারপর?'

'ক্ষণকাল পরেই গুণ্ডারমত একজন আসিয়া উপস্থিত হইল। উভয়ে নানা রকম সেই বিষয়ক কথাবার্ত্তার পর, নুরুদ্দীন তাহার কার্য্যের পুরস্কার দিল। নুরুদ্দীনেরই যে, এ কাজ আর তার লোকেই যে করিয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই।'

'ইন্দ্রবালাকে আপাতত কোথায় রখিয়াছে জানিতে পারিলেন কি?'

'ইন্দ্রবালাকে পাপিষ্ঠেরা বিনাশ করিয়াছে।'

সুবাদার যেন বজ্রাহতের ন্যায় একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল, আর মুখে বাক্য নাই, ক্ষণকাল স্থির ভাবে সশস্ত্র পুরুষের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল 'সেকি মহাশয়,—সেনাপতি মহাশয়ের প্রাণপুত্তলি নয়নের তারার স্বরূপ এক মাত্র কন্যা ইন্দ্রবালা কি নাই। পাপিষ্ঠেরা নিহত করিয়াছে—'

'বিশ্বাস হয় না? এই দেখ' এইকথা বলিয়া সশস্ত্র পুরুষ ওড়নাখানি বস্ত্র মধ্য হইতে বাহির করিয়া সুবাদারের হস্তে দিল, সুবাদার গ্রহণ করিয়া দেখিতে লাগিল। সশস্ত্র পুরুষ কহিল 'আরও কতকগুলি নিদর্শন লইয়া আসিয়াছিল কেবল এইখানি ভ্রমক্রমে ফেলিয়াগিয়াছে।'

'ভাল চলুন, শিবিরে সেনাপতি মহাশয়কে সমস্ত বলা যাক।' এই কথা বলিয়া সুবাদার নিজের ঘোটকে আরোহণ করিল।

সশস্ত্র পুরুষটীও ধীরে ধীরে অশ্বে আরোহণ করিয়া বলগার রশ্মি হস্তে লইল, এবং উভয়ে দ্রুতগমনে নিবিড় অন্ধকার মধ্যে বিলীন হইয়া গেল।

ক্রমশঃ।

স্বভাব দর্শন কাব্য।

ষষ্ঠ দর্শন।

রজনী।

"Swiftly walk over the western wave,
Spirit of night!
Out of the misty eastern cave,
Where all the long and lone day light,
Thou wooest dreams of joy and fear,
Which make thee terrible and dear,
Swift be thy flight!

Shelly.

১

ওই দেখ, ধীরে ধীরে সন্ধ্যা বিনোদিনী
আবরি আঁধার জালে পূর্ব্বদিকভাগে,
সাজায়ে নবীন ভাবে প্রকৃতি কামিনী
উদিছে কেমন দেখ নব অনুরাগে।
নয়ন রঞ্জন শোভা পশ্চিম গগণ
নব রাগে দেখ দেখ; ধরেছে কেমন।

২

নব রাগে অনুরাগী প্রশান্ত তপন
ধীরে ধীরে শান্তভাবে অনুরাগ ভরে
চলিল কেমন দেখ ছাড়িয়া গগণ,
কর্ত্তব্য সাধিতে নিজ, ডুবিতে সাগরে।
দেখ দেখ মনোহর অরুণ কিরণ
হরিত পাদপশিরে শোভিছে কেমন।

৩

ওই দেখ ক্রমে ক্রমে শ্রান্ত দিবাকর
ডুবিল সাগর জলে, ত্যজিল গগণ
অরুণ কিরণ তার হইল অন্তর;
কেমন কোমল ভাবে শোভিল ভুবন!
যুড়াইয়া শ্রান্ত-জীব-তাপিত-জীবন
বহিতেছে সুধামাখা শীতল পবন।

৪

দিবসের পরিশ্রমে শ্রান্ত মনঃ প্রাণ
অলস অবশ শ্রমে হৃদয় যাহার
ক্লেশ হতে করিবারে তারে পরিত্রাণ
পুরিতে উৎসাহে তার হৃদয় আগার
ধরেছে প্রকৃতি ভাব সুন্দর কেমন,
প্রশান্ত ললিত ভাব হৃদয়-মোহন।

৫

সুধীর প্রশান্ত দিক, বিমল আকাশ,
সুধার আসার রাজি বহিছে পবন,
শান্তি ময় ভাব কিবা হতেছে প্রকাশ,
মনোহর চরাচর শান্তি-নিকেতন।
যদি থাকে অবনীতে শান্তি সুধাময়
তুমিই সে শান্তি দেবী, প্রদোষ সময়!

৬

দেখ দেখ মলাহীন সুনীল গগণে
উজ্জল তারকাকুল বিমল-প্রকাশ
অতুল রতন যথা জলধি জীবনে,
একে একে ক্রমে কিবা হতেছে প্রকাশ
প্রকৃতির শোভাকর মুকুতার হার
কেমন দিতেছে দেখ, কেমন বাহার।

৭

দেখ দেখ একবার, কুসুম কাননে,
পরিয়া পাদপকুল জোনাকীর হার
ছুলি ছুলি মৃদু মৃদু মলয় পবনে
ধরেছে কেমন দেখ নবীন বাহার;
ক্লান্ত জীব-কুল-মন তোষের কারণ
বিকচ কুসুম ভার ধরেছে কেমন।

৮

দোল দোল দুলি-দুলি পবন হেলায়
থোবা থোবা ফুল রাজি নবীন লতার
নাচি নাচি, মৃদু মৃদু লহরী লীলায়,
ধরেছে কেমন মরি, কেমন বাহার!
মিশিয়া সুবাস তার পবনের সনে
তুষিছে কেমন দেখ, শ্রান্ত জীবগণে।

৯

এই যে, অবনী তল ঘন অন্ধকারে
ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে হ'ল নিমগন,
দিকচয় অন্তরিত হইল আঁধারে,
চরাচর ক্রমে ক্রমে হ'ল অদর্শন।
নব ভূষা পরিধিয়া রজনী রমণী
ব্যাপিল আকাশ তল-ব্যাপিল অবনী।

১০

গোছাপোরা ছায়াপথ হীরকের হার
ধরিল উজল শোভা, শোভিল ভুবন,
নভস্তল হ'ল ক্রমে শোভার আধার,
পরিল প্রকৃতি সতী অপূর্ব্ব ভূষণ;
প্রকৃতির মনোহর সুনীল কুন্তলে
শোভিল অতুলকান্তি রতন সকলে।

১১

এস এস এস নিশে, শ্রমতাপ হারা
বিলাও জগত ভরি শান্তি সুধাময়,
যুড়াক তোমার কোলে সন্তাপিত ধরা,
জগতের সুখ শান্তি হউক উদয়।
দিবসের শ্রম হেতু পরিশ্রান্ত প্রাণে
সুখময় কর দেবি! শান্তি সুধাদানে।

১২

শ্রান্ত যবে পরিশ্রমে, প্রাণ জ্বালাতন;
শরীর অবশ হয়, দুর্ব্বল হৃদয়
জীবের হৃদয়ে দেবি, তুমিই তখন
করে দেও পুনরায় বলের উদয়।
শান্তি সুখে বলবান করিবারে মন
তোমা বই আর দেবি? নাহি কোন জন।

১৩

খেটে খেটে দিবাভাগে সংসারের তরে
হৃদয় দুর্ব্বল যবে, শরীর অবশ
ঢুলে আসে আঁখি যুগ যবে নিদ্রাভরে,
মন প্রাণ হয়ে যায় যখন অলস,
যতন করিয়া দেও আশ্রয় তখন,
তব ক্রোড়ে সুখে গিয়া করিগো শয়ন,—

১৪

হৃদয়ের বল ফিরে আসে পুনরায়
অবশ শরীর হয় সবশ সবল
ভাবনা যতনা যত সব ঘুচে যায়,
পুনরায় ফুটে ওঠে হৃদয় কমল
নবীন উৎসাহ হয় হৃদয়ে উদয়
সমুদয় হয় দেবি! সুখশান্তিময়।

ক্রমশঃ।

আমার সেদিন।

'ওহে নাথ দয়াময়, প্রাণে যদি এত সয়,
তবে কেন সৃজিলে স্মরণ।'

১

সেই নিশাকর সেই এ তপন
সেইএ অবনী, সকলি সেই
সকলি তেমনি ছিলরে যেমন,
হায়রে, কেবল সে দিন নেই।

২

সেই ঋতু কাল দিবস রজনী
সেই এ পবন গগণ সেই,
সেই এ সুকৃতি প্রকৃতি রমণী,
হায়রে, কেবল সে দিন নেই।

৩

সেই এ গগণে মেঘ দল বল
প্রকাশি উজল বিজলি সেই
তেমনি জগতে ঢালে ধারাজল,
হায়রে, কেবল সে দিন নেই।

৪

সেই নদীকুল রয়েছে তেমন
খর বেগ তার রয়েছে সেই,
সকলি রয়েছে ছিলরে যেমন,
হায় রে, কেবল সে দিন নেই।

৫

সেই আমি আছি তেমনি ধরণ,
সেই সে আমার জীবন এই,
এখনো তেমতি আমার সে মন,
হায়রে, কেবল সে দিন নেই।

৬

জগতের ভাব চির সমভাব
যেই মত ছিল তেমতি রবে,
চির সমরূপ রহিবে স্বভাব
অণু ক্ষয় তার নাহিক হবে,

৭

ঋতু মাস কাল রবে চিরকাল
সময়ে তেমনি উদয় হবে,
গগণ পবন সেই মেঘজাল
সকলি তেমনি সমান রবে,

৮

তেমনি হৃদয়, তেমনি স্মরণ,
অণুমাত্র নাশ হবেনা তার,
কিন্তু হায় হায় জগতে তেমন
হবেনা হবেনা সেদিন আর।

৯

চিত্রপটে তুলি তুলিকা যেমন
আঁকিয়া রাখিলে শরীর ছায়া
বহু দিন থাকে করিলে যতন,
কিন্তু নাশ হয় মানব কায়া,

১০

তেমতি হৃদয় সব চিত্রপটে
যতনে অঙ্কিত ঘটনা তার
চিরদিন রবে সমভাবে বটে,
হায়রে সেদিন হবেনা আর।

১১

বহুকাল বটে গিয়েছে সে কাল
শান্তি-সুধাময় সুখের দিন
তবু আছে আজো হৃদয়েতে ভাল
বিগত সে সব সুখের চিন্।

১২

যদিও সে সব বহুকাল গত
কত কত দিন হয়েছে পার
তথাপি যেমন কালিকের মত
রয়েছে হৃদয়ে স্মরণ তার।

ক্রমশঃ।

বিমল তুষ্টি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কহ দেবি! কোন খানে পাইব তোমায়?
এহেন বঞ্চনা আর সহা নাহি যায়।
ইঙ্গিতে একটীবার দাওগো সন্ধান,
যুড়াক এ প্রাণ লয়ে শ্রীচরণে স্থান।

কোমল দম্পতি দোঁহে বিমল প্রণয়ে
রহে যথা মিলাইয়া হৃদয়ে হৃদয়ে,
হাসি মাখা যাহাদের অমীয় বচন,
ভাবে গদ গদ চিত্ত দোঁহে অনুক্ষণ,
ভাবী বিচ্ছেদের ভয় যাহাদের নাই,

আপাত-আমোদ মত্ত আছে সর্ব্বদাই,
যুবক যুবতী উভে নবীন বয়েস,
প্রণয় পয়োধি নীরে করিয়া প্রবেশ
করিতেছে সন্তরণ, মনের কৌতুকে,
তথায় কি আর্য্যে! তুমি আছ মনোসুখে?

অথবা যথায় এক যুবক রতন,
বর্ম্মেতে আবৃত কায় ঘূর্ণিত নয়ন;
করে উত্তোলিত তার উলঙ্গ কৃপাণ
ঝলিছে রবির করে, অতি খরশাণ;
রুধির কর্দ্দম ভাঙ্গি করি আস্ফালন
চলিতেছে তেজ করি যশের কারণ,
যাহার অন্তরে নাই তিল মাত্র শঙ্কা,
জাগরিত আশা যার মারে ঘোর ডঙ্কা;
বিমলে! আছ কি তুমি সে শূর অন্তরে?
কৃপা করি কহ এই অভাগা পামরে।

কিম্বা যথা স্তূপাকার ধনরাশি' পরে
শয়নে কৃপণ নিজ মনে কাল হরে,
কভু সাজাইছে মুদ্রা গণিছে কখন,
কখন চিন্তিছে কিসে বৃদ্ধি হবে ধন;
তুমিগো সন্তুষ্টি দেবি! আছ কি সে স্থলে?
তথা কি তোমার দেখা পাইব বিমলে?

ভূমির ভিতর, যথা কভু দিবাকর
একবার দেন নাই তেজোময় কর,
যেইখানে জ্যোতির্ম্ময় হীরক মাণিক
অন্ধকারে করি আছে শোভা সমধিক,
যথা নরচয় তব দরশন আশে
করি অতি পরিশ্রম নিত্য যায় আসে,
সেইখানে আমি কিগো তব দরশন
পাইব? প্রকাশি দেবি! কহ বিবরণ।

অথবা অগাধ ওই অর্ণব অন্তরে
জলতলে গ্রাহদলে হরিষ অন্তরে
বিহরিছে নিরন্তর যথা তেজ করি,
যথায় মুকুতা রাজে শুকুতি ভিতরি,
রত্নাকর গর্ভ্ভ সেই রত্নময় স্থান;
তথায় পাইব কিগো তোমার সন্ধান?

গহন বিজন বন যথা তরুকুল
শাখা-পত্র-ফল-ফুলে শোভিত অতুল,
সেই তরুগণতল অতি সুশীতল,
কবিদল মনোমত হয় যেই স্থল,
সেইখানে পাইব কি তব দরশন?
সেবিব কি সেথা গিয়া তোমার চরণ?

অথবা উন্নত-শির গিরি শিলাময়,
দরশিলে যারে মনে জনমে বিস্ময়,
অভ্রবেদী শুভ্রচূড়া পরশে গগনে,
স্বর্গের সোপান যারে জ্ঞান হয় মনে,
যাহে তরুলতা-রাজি লোম-সম রাজে,
শোভিত হরীত বর্ণে মনোহর সাজে,
মাঝে মাঝে নদীকুল ঝর ঝর স্বরে
কুশল ঘুষিয়া ঝরে যার অঙ্গোপরে,
যথায় কিন্নরগণ হয়ে একতান,
শুনেছি প্রবাদে, করে বিভুগুণগান;—
বলগো বিমলে! সে কি তব প্রিয় স্থল?
করিব কি তথা গিয়া অন্তর শীতল?

'ওরে মূঢ় দুরাশয়! বৃথা কত আর
ভ্রম অন্ধকারে তত্ত্ব করিবে আমার?
নদীকূলে সিন্ধুজলে গিরির শিখরে,
ধনবান ঘরে আর অরণ্য ভিতরে,
ভূমির বিবরে আর মুনির মন্দিরে,
গৃহস্থের গৃহে কিবা অধনী কুঠীরে;
যথা যাবে নাহি পাবে কোথাও সন্ধান,
কিন্তু আমি যথা তথা আছি বর্ত্তমান;
দেহেতে থাকিতে শির শিরের উদ্দেশে
যেই জন ঘুরে মূঢ়! এদেশ ওদেশে,
অন্বেষণ ফল তার কভু কি রে মিলে?
তাই বলি, কিবা ফল হইবে ভ্রমিলে!

ক্রমশঃ।

প্রেরিত পত্র।

সখার প্রতি।

১

বল সখে! পৃথিবী কি সুখের ভবন?
অথবা দুখেতে পূর্ণ এপাপ ভুবন?
যত দিন হেথা বাসি, সদা কিহে সুখে ভাসি,
মহানু আনন্দে, কাল করিহে যাপন?
অথবা দুখের বোঝা করিয়া বহন,
আপন কপাল দোষ, বিধি'পরে করি রোষ,
সতত সন্তাপ নীরে থাকিহে মগন?
এপাপে জীবন নাশে করিহে যতন!

২

বল সখে! পৃথিবী কি সুখের আকর—
সন্তোষ রতনে পেতে পারে যথা নর?
সেই ধন লাভ তরে, কখন কি কোন নরে,
দেখিয়াছ সযতনে প্রসারিতে কর?
কিম্বা অসন্তোষ পূর্ণ মানব-অন্তর?
যার আশীবিষ মত, করে নরে অবিরত,
দংশনের অনিবার আঘাতে কাতর;
যার বিষে তনু তার হয় জর জর!

৩

[illegible] হে! একথা শুনি; অন্তর তোমার
[illegible] সুখেছি, নহ দুখে অধিকার।
[illegible], মলিনতা কেন হেন,
[illegible] অধিকার যাহার?
[illegible]
[illegible] কভু না হয়, [illegible],
[illegible]
অবশ্য ইহার কোন, থাকিবে গূঢ় কারণ,
উপজিল এই ব্যথা, স্মরণে যাহার।
তাঁহাকে সন্দেহ বল কি আছে হে আর?

৪

যা'ক সখে! যাহ'ক সে নিগূঢ় কারণ;
জানিতে উৎসুক তাহা নহে হে এ জন।
ভাল সখে বল দেখি, উচিত তোমার সে কি,
অনায়াসে সেই ভাব করিতে ধারণ,
হয় যাহে উচাটন সখা-জন-মন?
কেন বা ভাবনা আর, ভাবিলে কি হ'বে আর
যে দোষে অশেষ ক্লেশ পায় নর গণ,
অশেষ সুখ-দায়িনী, যার ভয়ে এ মেদিনী,
মরু-সম নর কাছে হয়রে গণন,
কার দোষ আর বিনা তাহার আপন?

৫

এস সখে! এস এস আর নাহি সয়?
মেঘাবৃত হেরে শশী কার সুখ হয়?
রাখ দূরে আবরণ, দাও পূর্ণ দরশন,
নয়ন-চকোর মোর, যেবা মনে লয়,
পিয়ুক আনন্দে সুধা যত সাধ হয়।
দেখ ও মুখ-কমল, না ধরে শোভা বিমল,
হেরিয়া বিকাশ যার, এ মম হৃদয়
জানুক্ হয়েছে মোর সুখ-সূর্য্যোদয়।

৬

বলুক্ সকলে ধরা মরু সম হয়,
কিন্তু সখে! আমার তা অভিমত নয়।
অনুমত সবাকার, কিন্তু নহেক আমার,
শুনিলে বিচিত্র বোধ হইবে নিশ্চয়,
বিচিত্র বস্তুতঃ কিন্তু ইহা কভু নয়।
এ ধরা-সুখ-কাননে, সখা-কমল আননে
হেরিয়া কাহার মন আহ্লাদিত নয়?
অন্তরে না হয় কার সন্তোষ উদয়?

[illegible]

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ১১ই চৈত্র ১৭৯৩ শক। [৫০শ সংখ্যা।

ইন্দুবালা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বন্দী।

নিশা অবসান প্রায়, উজ্জ্বল তারকাকুল ক্রমে ক্রমে মলিন ভাব ধারণ করিতেছে। দিকচয় যদিও গম্ভীর রূপ ধারণ করিয়াছে তথাপি কেমন একপ্রকার মনোহর ভাব প্রকাশ পাইতেছে। জগজ্জীবন পবনদেব ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছেন। বৃক্ষকুল যেন নবসুপ্তোত্থিত হইয়াই বায়ুভরে অল্প অল্প দুলিতেছে। বৃক্ষের পত্রকুল যেন ভাবী নিশার বিরহ ভাবনায় কাতর হইয়া নিশির শিশিরচ্ছলে রোদন করিতেছে। প্রকৃতি সুন্দরী শুকতারা স্বরূপ উজ্জ্বল হীরক ধারণ করিয়াছেন। দুইএকটী পক্ষী ধীরে ধীরে কুলায় ত্যাগ করিতেছে। কীট-কুল সমস্ত রজনী প্রাণপণে চিৎকার করতঃ শ্রান্ত হইয়াই যেন ক্রমে ক্রমে নিস্তব্ধ হইতেছে। পৃথিবী কি এক প্রকার নূতন রূপ ধারণ করিয়াছেন। প্রকৃতিসতী যেন ঊষাদেবীর ভাবী আগমনের গান করিতে-ছেন। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ কেবল কাশ্মীরের পূর্ব্বপরিচিত গিরিগুহামধ্যে কতকগুলি লোকে আমোদ করিতেছে ও বিকট শব্দে এক একবার হাসিতেছে। পাঠক, ইহাদের অনেকেই বোধ হয় আপনকার পরিচিত, ইহাদিগকে পূর্ব্বে একবার এই গুহা মধ্যেই দেখিয়া ছিলেন, তবে যে কয়েক জনকে একে বারে নূতন দেখিতেছেন উহারা অদ্যকার নিমন্ত্রিত। অসভ্যদের আমোদ প্রমোদ যত সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইতে পারে এখানেও তদ্রূপ হইতেছে। কেহ উচ্চৈঃস্বরে অশ্লীল গীত গাহিতেছে কেহ পরস্পর গল্প

করিতেছে কেহবা ঘোর রবে হাস্য করিতেছে। তুমুল কাণ্ড উপস্থিত গিরিগুহা যেন থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। অনবরত গাঁজা চলিতেছে, সকলেই এক প্রকার বিহ্বল।

গুহার একপার্শ্বে একটী দীপ জ্বলিতেছে, দীপের তেজ নিশার প্রগাঢ় অন্ধকারের সহিত ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। প্রদীপটীর নিজ নিকটে মাধব সিংহ বসিয়া আছেন। সকলেই আমোদ প্রমোদ করিতেছে, সকলেই বিহ্বল কিন্তু মাধব সিংহ তাহাদিগের নিকট হইতে দূরে স্থিরভাবে বসিয়া আছেন, মুখখানি ম্লান, দেখিলেই প্রগাঢ় চিন্তায় অভিভূত বলিয়া বোধ হয়; ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে। সঙ্গীদিগের আমোদের প্রতি দৃক্পাতও নাই। এমত আমোদ প্রমোদের সময় ওসমান এমত দুঃখিত ভাবে বসিয়া আছেন কেন? সঙ্গীদের পশুবৎ আমোদ প্রমোদ কি ইঁহার ভাল লাগিতেছে না? সহচরদের পশুবৎ ব্যবসায় যদি ওসমানের মনোনীত হইল, তবে সেই ব্যবসায়ের উপযুক্ত আমোদ প্রমোদ হৃদয়গ্রাহী না হয় কেন? মাধব সিংহ স্বেচ্ছায় ইহাদের সহিত মিলিত হন নাই কেবল গুরুজীর আজ্ঞা পালনার্থ কথঞ্চিত রূপে দলে মিলিত হইয়াছেন মাত্র। মন অন্য প্রকার, সঙ্গীদের কার্য্য উপস্থিত হইলে ছলে কৌশলে দল পরিত্যাগ করিয়া যান, সুতরাং এরূপ পশু আচার তাঁহার ভাল লাগিবে কেন? নিজের অবস্থার চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন। যদি কতকগুলি হিংস্র পশুদের মধ্যে একজন মনুষ্যকে নির্ব্বাসিত করা যায় তাহা হইলে পশুদিগের ক্রীড়াকৌতুক দেখিয়া তাহার আমোদ না হইয়া যেরূপ অসীম দুঃখের স্রোত প্রবাহিত হয়, মাধব সিংহেরও অদ্যকার মনের ভাব সেইরূপ। পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা মনে পড়িতেছে হৃদয় যেন, ছিঁড়িয়া যাইতেছে। কি করেন ছদ্মবেশী, অতি কষ্টে মনোবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক বসিয়া আছেন।

গুহাবাসীদের আজ আর আমোদের সীমা নাই, করিমবক্স নুরুদ্দীনের নিকট হইতে পারিতোষিক আনিয়াছে। করিমবক্স মধ্যস্থলে বসিয়া আছে ও মধ্যে মধ্যে বিকট হাস্য করিতেছে। এক জন দীর্ঘকায় পাঠান গুহামধ্যে প্রবেশ করিল, করিম বলিয়া উঠিল "একি হস্রুল এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিলে যে, কার্য্য সফল হইয়াছে ত?" সকলেরই নয়ন একবার নবাগতের দিকে আকৃষ্ট হইল। হস্রুল বলিল ' হাঁ যাহার জন্য যাওয়া তাহা শেষ হইয়াছে, এখন আর একটা।'

সকলে এককালে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল "আবার কি?"

'এমন কিছু নয় কেবল এক জন আমীরকে জব্দ করা মাত্র,—আজ তোমাদের একি!' হস্রুল এই কথা বলিয়া দলের মধ্যে উপবেশন করিল। ক্ষণকালের জন্য গুহা কতক স্তব্ধ হইল, ও অপহৃত-কন্যা-বিক্রয়-সম্বন্ধীয় নানা প্রকার কথা বার্ত্তা চলিতে লাগিল। দেওসিং দলের একপার্শ্বে বসিয়াছিল, ধীরে ধীরে মাধব সিংহের নিকট আসিয়া বলিল 'কি সাহেব, তুমি এমন একলা এখানে বসিয়া কি করিতেছ? আজকার মজলিস কি তোমার মনোমত হয় নাই?—আজকার মজলিস ভাল জম্‌কায়

নাই; স্ত্রীলোক না থাকিলে মজলিস আচ্ছা হয় না।'

মাধব সিংহ ধীরে ধীরে বলিলেন 'না সাহেব, আজ শরীরটা কেমন অসুস্থ বোধ হইতেছে কিছুই ভাল লাগিতেছে না।'

গুহার বহির্দ্দেশে সহসা কতকগুলি অশ্বের খুর শব্দ হইল। সকলেই একবার চমকিত হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরেই বহির্দ্দেশে কে এক জন বলিল 'এই যে, এইখানেই বটে।'

এক জন গুহার বহির্ভাগে কি হইতেছে দেখিবার নিমিত্ত উঠিল, উঠিতে উঠিতেই কতকগুলি সশস্ত্র সৈনিক গুহামধ্যে প্রবেশ করিল। সকলেই তটস্থ। যে যেমন পাইল অস্ত্র শস্ত্র লইয়া আত্মরক্ষার্থ সাবধান হইল। মাধব সিংহ এতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিলেন হঠাৎ কতকগুলি সশস্ত্র সৈনিককে গুহামধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া একেবারে চমকিত হইয়া উঠিলেন, বুঝিলেন অসৎ-সহবাসের ফলই এই। কন্যা-অপহরণ কার্য্যের পরিণাম উপস্থিত। ভিত্তিমূলে তরবারিখানি রাখিয়াছিলেন, লইতে গেলেন; দেখিলেন পূর্ব্বেই সেখানি সে স্থান হইতে কে লইয়াছে ঝটিতি একবার চতুর্দ্দিক খুঁজিয়া আসিলেন। মনের উদ্বেগ বশতঃ কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না, একপার্শ্বে আসিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইলেন।

সৈনিকদিগের মধ্য হইতে এক জন গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল 'তোমারা এখানে কি করিতেছ, এমন সময় এস্থলে এরূপ গোলের কারণ কি?।

গুহাবাসীদের মধ্যে এক জন বলিল 'আমরা এখানে আজ নূতন আসিয়াছি। প্রান্তর মধ্যে আশ্রয় না পাইয়া এই গুহায় রাত্রিযাপন করিতেছি, প্রাতে কাশ্মীর নগরে যাইব।'

'হুঁ,'—'সেখানে প্রয়োজন?'

'বাণিজ্য।'

সৈনিক ঈষৎ হাস্য করিয়া গুহার চতুর্দ্দিক দর্শন করতঃ বলিল "অবশ্য, গুহাটী নূতন আবাসের মতই দেখাইতেছে, আর বাণিজ্য দ্রব্যও অনেক দেখিতেছি,—তোমাদের মধ্যে করিমবক্স বলিয়া কাহার নাম আছে কি?'

করিমবক্স ব্যগ্র ভাবে বলিল 'না আদের মধ্যেত করিমবক্স কাহার নাম নাই?'

সৈনিক নিজ বস্ত্রমধ্য হইতে একখানি ওড়না বাহির করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল 'কেমন এ ওড়না খানি কি চিনিতে পার?'

সকলেই একবাক্যে উত্তর করিল 'না।'

সৈনিক পুরুষ পশ্চাৎবর্ত্তী সৈনিকদিগের দিকে ফিরিয়া বলিল 'না, এ পাপিষ্ঠেরা সহজে স্বীকার করিবে না ইহাদিগকে গ্রেপ্তার কর।'

আত্মরক্ষার আর উপায় নাই ছল, কৌশল, মিথ্যাবাক্য কিছুই কার্য্যকর হইবে না দেখিয়া গুহাবাসীরা এককালে সৈনিকদিগের উপর হঠাৎ আক্রমণ করিল। গুহামধ্যে একটী তরবারি যুদ্ধ হইয়া গেল। সৈনিকগণ গুহামধ্যে যুদ্ধের অসুবিধা দেখিয়া গুহার বাহিরে গিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। গুহামধ্যে মহাগোল সকলেই শত্রুদিগকে দূরীভূত করিবার নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত। সকলেই মাদক সেবনে এতদূর মত্ত যে এপ্রার বৃথা চেষ্টায় যে কেবল অনিষ্টবৃদ্ধিই হইতেছে তাহার জ্ঞান নাই। গুহা মধ্য হইতে ডাকাইতেরা সড়কী চালাইতে লাগিল।

ক্রমে নিশার তমোরাশি অপসৃত হইয়া গেল অরুণের কিরণে চতুর্দ্দিক প্রকাশিত হইল ; দেখাগেল গুহার দ্বারের নিজ সম্মুখেই তিন চারিটী কামান সাজান রহিয়াছে। প্রধান সৈনিক সম্মুখে আসিয়া বলিল যদি বাঁচিবার বাসনা থাকে ত অস্ত্র ত্যাগ কর্ নতুবা এই কামানে তোদের সকলকেই উড়াইয়া দিব। অরুণ কিরণে প্রতিফলিত কামানের উজ্জ্বল মুখ দেখিলে কাহার মনে ভয় না হয়, নিরুপায় ডাকাইতগণ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিল, আক্রমী সৈনিকগণ গুহা মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলকে বান্ধিতে লাগিল। মাধব সিংহ যেমত দাঁড়াইয়া ছিলেন সেই রূপেই চিন্তানিমগ্ন ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, এক জন সৈনিক আসিয়া তাঁহাকেও বান্ধিতেছে ; কোন বিরুক্তি করিলেন না, কেবল একটী দীর্ঘনিশ্বাস প্রবাহিত হইল। সৈনিকগণ ক্রমে ক্রমে সকলকেই এইরূপে বান্ধিয়া গুহার বহির্দ্দেশে লইয়া গেল।

ক্রমশঃ।

বিমল তুষ্টি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

৫

" ধনী ভোগী [illegible] আদি সবেবের মনে
মম দরশন তুমি পাইবে কেমনে ?
—প্রশান্ত [illegible] অনন্ত ভক্তি
মানব [illegible] যার রহে অবিরত।

তথায় কি সুখ-ভৃঙ্গ করে বিচরণ ?
কেমনে পাইবে তথা মম দরশন ?
সুখ-সহচরী আমা সকলেই বলে,
সুখ না থাকিলে কিসে রহিব সেস্থলে ?
যাহার ইন্দ্রিয়চয় বশীভূত নয়,
যার মনোপরে তা'রা প্রভুতা করয়,
কেমনে করিব তা'র মনে অধিকার ?
কোরোনা কোরোনা তথা সন্ধান আমার।

" শরীরের স্বাস্থ্য আর অভাব-অভাব,
মনের কুশল যা'র সদা প্রাদুর্ভাব,
বশ্যতা-অনলে যা'র মন নাহি দহে
বিচ্ছিন্ন হৃদয় যার শোকে ক্ষোভে নহে,
আরাধনা বিনা আমি তার মনোপরি
অবহেলে সদা সুখ-সহ কাল হরি ;
কিন্তু এক কথা মম জানিহ নিশ্চয়,—
সদাচার বিনা মন কুশল ত নয়।
অবস্থা-ব্যবস্থা-মত সুকাজ যে করে
না সাধিতে আমি থাকি তাহার অন্তরে।

"কিবা নর কিবা নারী, কিবা গৃহী মুনি,
মূঢ় কিবা তীক্ষ্ণবুদ্ধি, গুণী কি অগুণী,
কিবা মূর্খ কিবা জ্ঞানী, কিবা ধনী দীন,
কিবা পুষ্ট কিবা কৃশ, কিবা বলী হীন,
কিবা বাল কিবা যুবা, প্রৌঢ় কিবা জরা,
বিবেক বিশিষ্ট-জীব যত ধরে ধরা,
কাহারো অধীন নই, শুন তাই কই,—
যে করে ধর্ম্মের সেবা তারি কাছে রই।
'ধর্ম্মে দুঃখ কষ্ট ঘটে' বলে কত জনা,—
তাহা শুদ্ধ সাধকের কর্ম্ম-বিড়ম্বনা,
—প্রকৃতি-বিরুদ্ধে যেবা ধর্ম্ম-কর্ম্ম চায়,
স্থির জেনো সেই জন ধর্ম্মে দুঃখ পায় ;
বিহিত আচার যে সদা আচরে,
আত্ম-প্রসাদের সুধা সেই পান করে।

ধর্ম্মে ছাড়ি করে যেবা আমার সাধনা,
বিফল সকল ওরে তার আরাধনা;
—ধর্ম্ম হন প্রভু মম, দাসী তাঁর আমি,
যথা ধর্ম্ম বান তথা হই অনুগামী;
তাই বলি ভ্রমে কেন ভ্রম অনিবার,
যথা ধর্ম্ম তথা তুষ্টি,—শুন কথা সার॥

স্বভাব দর্শন কাব্য।

ষষ্ঠ দর্শন।

রজনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১৫

শান্তি-সুধাময় কোলে রজনি তোমার
সুখে যবে শুয়ে থাকি, শিশুর তমন,
ভুলাতে হৃদয় ক্লেশ-সংসারের ভার
কর দেবি! মম তরে কতই যতন;
শিশু সুতে করে থাকে জননী যেমন
হৃদয় তুষিতে, তুমি করগো তেমন।

১৬

স্বপ্নবেশ ধরি দেবি! বিকট বদনে
বিভীষিকা ভয়ানক দেখাও কখন,
বিষম ভয়ের ভাব উঠে দেবি! মনে,
ব্যাকুল হইয়া করি সহসা রোদন;
শান্তভাব ধরি দেবি! আবার তখনি
নরভাবে ভীত মনে ভুলাও অমনি।

১৭

কখন হাসাও দেবি! কখন কাঁদাও,
কভু লয়ে যাও তুলে বিমল গগনে;
অতল পাতাল তলে কভু ফেলে দাও,
কভু বা লইয়া যাও ত্রিদিব সদনে;
এইরূপ কত খেলা খেল কত মতে
কতভাব কতরূপ তুলে দাও মনে।

১৮

কত লোভ, কত ক্ষোভ কতমত আশ,
উৎসাহ, সাহস, আর অতুল রতন,
মনোমাঝে আনি দেবি! করগো প্রকাশ;
কভু সুখে কভু শোকে কর নিমগন;—
এই যে এলাম স্বর্গে, এইযে গগণ,
একিএ! হলেম পুন সাগরে মগন।

১৯

শিশু কোলে করি বসি জননী যেমন
কোমল সন্তান মন-তুষিবার তরে
রঙ্গিন খেলেনা লয়ে, সুন্দর গঠন,
তুলিয়া সম্মুখে তার ধরে উঁচু করে;
লোভবশে শিশু যবে লইবারে যায়
আরো উঁচু করি ধরে যেমন তাহায়,

২০

তুমিও তেমতি যবে সুখ-নিদ্রাবশে
নরগণ তব কোলে অঘোরে ঘুমায়,
ভাসাও তাহার মন কত নব রসে,
কত প্রলোভন দেবি! দেখাও তাহায়,
লোভবশে লইবারে তাহায় যখন
ব্যস্ত ভাবে করযুগ করে প্রসারণ,

২১

অমনি তখনি দেবি! সেই প্রলোভন
দূরে লয়ে যাও, কর অন্তর তাহায়,
বিফলে ফিরিয়া লয় কর সে তখন,
আশা চেষ্টা হয় তার সকলি বৃথায়;
মরিচিকা-প্রতারিত পথিক যেমন,
আশাহীন হয়ে যায় তেমতি সেজন।

২২

কখন বা চির-শোক-সন্তাপিত জনে
এনে দেও হারা নিধি হৃদয়ের ধন,—
ধরিয়া রাখিতে তার বড় আশা মনে,—
অনায়াসে পুন তারে কর অদর্শন

চমকিয়া উঠে হায় হৃদয় তাহার,
অমনি উথলি উঠে শোকপারাবার।

২৩

দিবসে রাজত্ব করে, সম্রাট যেজন
স্বপ্নযোগে যারে ভিক্ষা দিয়াছে তাহায়,
নিশীথে সেজন হয় ভিক্ষুক, তখন
তেজ মান আশা তার সব ঘুচে যায়;
তেমতি আবার তুমি ভিক্ষা জীবী জনে
স্বপনে বসাও হায় রাজ-সিংহাসনে।

২৪

রাজা প্রজা মানী জ্ঞানী সধন নির্ধন
তব কাছে বড় ছোট কেহ কিছু নয়,
সকলে সমান তুমি কর দরশন
পক্ষপাত পাপে তব মজেনা হৃদয়;
সমভাবে চিরকাল দেখ গো সবায়,
তিলেক বিরূপ দেবি! হয়না তাহায়।

ক্রমশঃ।

আমার সেদিন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১৩

যে সব চিন্তায় হইত উদয়
মানস সরসে বিমল সুখ,
ব্যাকুল হৃদয় তাহে আজি হয়
কেবল উদয় অতুল দুখ।

১৪

সেই আছে আজি, সেইসে সকল,
তেমতি সুন্দর সকলি আছে;
তোরেনাক কিন্তু আমার বিকল,
রহে মনোহর আমার কাছে।

১৫

সেই শশধর আজিও তেমন
তুষিছে জগত বিমল করে,
সেই স্রোতস্বতী আজিও তেমন
বহিতেছে সদা বেগের ভরে,

১৬

আজিও তেমনি মলয় পবন
বহিতেছে সদা মধুর বাস,
আজিও তেমতি বিমল গগণ
পরিয়া মেঘের বিমল বাস,

১৭

আজিও তেমতি তারকা নিকর
বিমল আভায় গগণ মাঝে
প্রকাশি, লোকের তুষিছে অন্তর,
এখনো প্রকৃতি তেমনি আছে,

১৮

কিন্তু তাহে আর তোষেনা হৃদয়,
ভোলেনাক আর তাহায় মন,
দুখ রাশি তায় এখন উদয়,
অখিল সংসার গহন বন।

১৯

যেই নদীকূলে সন্ধ্যার সময়
আসিয়া যুড়াত তাপিত প্রাণ,
অতুল আমোদ হইত উদয়
গাহিতাম কত সুখের গান;

২০

এখন আবার দেখিলে তাহায়
উদয় কেবল দুখের ভার
চিরদিন প্রাণ তুষেছে যাহায়
এখন তাহায় তোষেনা আর।

২১

লোকে বলে ভাল আছি বড় সুখে
সব তার মনে হয়েছে কত;
পুড়িছে হৃদয় কিন্তু সদা দুখে
বিমল সন্তোষ হয়েছে হত।

২২

সামান্য রতন কিম্বা মান ধন
বৃথায় সে সব, কি হবে তায়;
সুখশান্তি হীন যদি হয় মন,
সন্তোষ সরসী শুকায়ে যায়।

২৩

চাইনা তেমন অতুল রতন
চাইনা চাইনা তেমন ধন,
যাহে হয় হায় সন্তোষ নিধন,
সদা দহে যায় হৃদয় মন।

প্রেরিত পত্র।

পঙ্কজ।

সুবিমল আভা ধরে,
চারুরূপে আলো করে,
রজত বসন পরি,
লাজ ভয় পরিহরি,
কে তুমি, বল রে মোরে বসিয়া হেথায়।
চিকনিয়া বিনোদিয়া,
মকরন্দ মদ পিয়া,
ঢুলু ঢুলু ঢোলে আঁখি,
কটাক্ষে মোহিয়া রাখি,
সলিলে অনিলে দোল, রূপ ভেসে যায়

প্রফুল্লিত শতখান,
নেহারি যুড়ায় প্রাণ,
পুলকে পলক ছাড়ি,
ঘন ঘন আঁখি পাড়ি,
অনুরাগে তনুখানি নিরখি কেবল।
একবার সতাবল,
কোরোণাক তাহে ছল,
কেমনে মিশিল আসি,
সুকোমল রূপরাশি,
সুরস সুবাস সনে হইল প্রবল।

বনিতা বদন কত,
হেরিয়াছি অবিরত,
ভুঞ্জিয়াছি মনে মনে,
সুষমা প্রেমের সনে.
প্রশংসিয়া বিধাতার চাতুরী অপার।
তুচ্ছ বোধ হ'ল তায়,
আর না মানস চায়,
হেরিতে রমণীরূপ,
দেখে এই অপরূপ,
লাবণ্য সুগন্ধ যার একই আধার।

কেনা তোরে ভালবাসে,
রাখিত হৃদয় পাশে,
তুষিতে তাপিত প্রাণ,
ঘন ঘন লয় ঘ্রাণ,
সাদরে সন্তাসে তোরে কতশত নামে।
পুলকে পূজক দল,
ভক্তিভাবে অবিরল,
তুষিবারে দেবগণে,
বিমল প্রশান্ত মনে,
ঢালিয়াছে লয়ে তোরে ইষ্টদেব ধামে।

মনোরম সরাকার,
দিনমণি প্রেমাধার,
খঞ্জন খঞ্জনী লয়ে,
কভু থাক মত্ত হয়ে,
উঠায়ে কেলির ছলে প্রণয় লহরী।
গররেঙ্গে মত্ত হয়ে,
বিকশিত স্নেহ লয়ে,
সৌরভ গৌরব করি,
মনোলোভা বেশ ধরি,
মৃণাল আসনে বসি খেলিছ চাতুরী।

রজনীতে কেন বল,
মুখখানি নাহি গোর,
আঁধার অপ্রিয় যদি
তবে কেন নিরবধি,
অলিকুল সমাকুল ওচারু আননে।
যবে পৌর্ণমাসী নিশি,
শশাঙ্ক আকাশে মিশি,
শান্ত সুবিমল করে,
ভুবন মণ্ডল ভরে
তখনো কেমনে থাক বিরস-বদনে।

এমড় বিষম দায়,
এক ভাবে নাহি যায়,
কভু দেখি বিকশিত,
কখন দুঃখিত চিত,
দিবারাতি সকাতি সে ভাব কেমন।
সদাই প্রেমের ভরে,
সুখে উচ্ছাসিত হবে,
ওমুখ-বিরহ ভার,
সহিতে হতনা আর,
অবিরত দেখিতাম করিয়া যতন।

গাইতাম উচ্চতানে,
আনন্দে আকুল প্রাণে,
এখনো গাইব যায়
—কেমনে গাইব হায়,
অমিয়াংশু সেই বিধি করিল সৃজন।
অরবিন্দ শতদল,
পঙ্কজ সরোজ দল,
থাকিরে একই গুণ,
না হবে বিভিন্ন পুনঃ
একবারে মর্ম্মামাঝে করেছি অঙ্কন।

শ্রীঅমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
চোরবাগান।

গুপ্ত যন্ত্র।

কলিকাতা।

২৪ নং মির্জ্জাফর্স লেন পটলডাঙ্গা।
প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

উক্ত যন্ত্রালয়ে ছাপার কর্ম্ম (উভয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা) অতি উত্তমরূপে নিয়মিত সময়ের মধ্যে এবং অল্প মূল্যে নির্ব্বাহ হয়, যাহাতে সাধারণের সুবিধা হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নও করা যায়; যথা—

১। পত্রের দ্বারা সমুদয় কর্ম্মই নির্ব্বাহ হইতে পারে, স্বস্থানে বসিয়া সকলে আপন ইচ্ছামত কার্য্য পাইতে পারেন।

২। ছাপার মূল্য অতি সুলভ, আবশ্যক-মত মূল্যের তালিকা দেওয়া যাইবেক।

৩। প্রুফ সংশোধন-ভার লওয়া যাইতে পারে।

৪। কাগজ উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায়।

৫। পুস্তক বান্ধানর ভারও লওয়া যায়।

৬। পুস্তক কি পত্রিকা বিলি কি বিক্রয় করার ভার ও টাকা আদায়ের ভার গ্রহণ করা যায়, এবং বিবেচনামতে আমাদিগের খরচার টাকাও উক্ত আদায় হইতে লওয়া যাইতে পারে।

অপরাপর বিষয় সকল যন্ত্রাধ্যক্ষের নিকট জানিতে পারিবেন।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ১৮ই চৈত্র ১৭৯৩ শক। [৫১শ সংখ্যা।

বঙ্গ কবিকুল ও বাঙ্গালা কবিতা।

বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস ও গোবিন্দদাস এই তিনজন ব্যতীত বৈষ্ণবদাস, গদাধর, বৃন্দাবনদাস, মনোহরদাস, নরহরিদাস, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, বলরামদাস প্রভৃতি অনেকগুলি বৈষ্ণব পদগ্রন্থক ও কবিতা-রচকের রচনা ও নাম দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির পূর্ব্বের কোনরূপ রচনা আমরা অদ্যাবধি দেখিতে পাই নাই। পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণব রচয়িতাদের রচনা তত সুমিষ্ট বা কবিত্বব্যঞ্জক নহে অধিকাংশই অসার। তাঁহারা প্রায় সকলেই আধুনিক। রচনা পাঠে বেশ প্রতীত হয় যে তাঁহারা বিদ্যাপতি প্রভৃতির বহু কালের পর জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যাপতি প্রভৃতির নাম যেমন প্রায় সকল বৈষ্ণব রচয়িতাদেরই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, তেমন ইঁহাদের কাহারও নাম তাদৃশ রচনায় দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বোক্ত কবিদিগের মধ্যে কাহার কাহার রচনা পাঠ করিলে রচয়িতাকে বিদ্যাপতি প্রভৃতির সমকালবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহারা উক্ত কবির বহু কাল পরে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহরা ভাষা ও ভাবের অনুকরণ মাত্র করিয়া গিয়াছেন।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ীদিগের মধ্যে যত পদ্য গ্রন্থ ও কবিতামালা প্রাপ্ত হওয়া যায় তত আর কিছুতেই দেখা যায় না। ইহাতেই প্রতীত হয় যে গৌরাঙ্গদেবের পর তাঁহার সম্প্রদায়-ভুক্তলোকদের দ্বারাই বঙ্গ ভাষার প্রথম উন্নতি-বীজ রোপিত হয়। অপর সম্প্রদায় ভুক্ত কবিগণের অধিকাংশই রাজা বা ধনী জমীদারদিগের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া নিজ নিজ নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু ইঁহাদের প্রায় সকলেই অপর কাহার সাহায্য বা উৎসাহ ব্যতীত নিজ

নিজ ক্ষমতা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি কবিতা প্রাচীন স্ত্রীলোকদিগের মুখে শ্রুত হওয়া যায়। ঐ সকল কবিতার অধিকাংশ বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ঘটনার বর্ণনা। ঐগুলি কোন পুস্তকে বা অন্য কিছুতে দেখা যায় না, যে সকল কবিতা চিরকাল মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং সেগুলি যে কবে রচিত হইয়াছে তাহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অনেকে বিবেচনা করেন সেগুলি মধ্য সময়ের রচিত, বস্তুতঃ তাহার রচনা-প্রণালী বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে তদ্ব্যতীত আর কিছুই প্রতীত হয় না। ঐ সকল কবিতার মাত্রার ঐক্য বা মিলন বড় বিশুদ্ধ নহে অধিকাংশ শব্দের উচ্চারণের একতায় ছড়ার ন্যায় গ্রথিত। কেহ কেহ বিবেচনা করেন "ঘুম পাড়ানীয়া মাসী-পিষী" প্রভৃতি কতিপয় প্রচলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাই আমাদিগের দেশের প্রথম রচনা কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সে অনুমান অভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয় না কারণ ঐ সকল কবিতার ভাষা পুরাতন বাঙ্গালা ভাষার অপেক্ষা অনেক বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন স্ত্রীলোকদিগের মুখ শ্রুত একটী কবিতার কীয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

"সকালে আগোড় দাও খেয়ে শাক ভাত।
বড়ই প্রমাদ হল ঘরে ঘরে বাঘ।
বাঘ বেড়ায় যেন চোরের নাকাতি।
সন্ধানে বন্ধানে ঘাড় ভাঙ্গে আচম্বিতি॥"
ইত্যাদি

অপর আর একটীর যথা—

ঘরে ঘরে সকলেতে শুয়ে আছে রেতে।
ছুড় ছুড়ে দুদ্দুড়ে বান জল আচম্বিতে॥
সরা ভাসে মালসা ভাসে ভেসে যায় হাঁড়ী।
চর্কা বুকে দিয়া যত ভেসে যায় রাঁড়ী॥
ইত্যাদি।

গৌরাঙ্গের সম্প্রদায়-বহির্ভূত কবিদিগের মধ্যে কৃত্তিবাস পণ্ডিতই প্রথম কবি বলিয়া প্রথিত, কিন্তু তিনিই যথার্থতঃ প্রথম কি না তদ্বিষয়ে কোন দৃঢ় প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন মত, কেহ কেহ বলেন কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবি কঙ্কণের পরবর্ত্তী, কেহবা তাহার প্রতিবাদ করেন, কিন্তু কোন দলেরই কোন সঙ্গত দৃঢ় প্রমাণ নাই, সুতরাং সে বিষয় নিরূপণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রচনা প্রণালী ও চণ্ডীর রচনা এই উভয় পর্য্যালোচনা করিলে কৃত্তিবাসকে পরবর্ত্তী বলিয়া কখনই প্রতীয়মান হয় না। মুকুন্দরামের ন্যায় কৃত্তিবাস পণ্ডিত এমন কিছুই লিখিয়া যান নাই যদ্দ্বারা তাঁহার পরিচয়ের, সম্পূর্ণ না হউক, কত অংশেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃত্তিবাসের রচনা পাঠ করেন নাই এমত বঙ্গবাসী প্রায় নাই সুতরাং তাঁহার রচনা উদ্ধৃত করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। কেবল এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে রামায়ণের রচনার অনেক স্থল অক্ষর গণনানুযায়ী নহে, অনেক স্থলে মাত্রার একতা দেখা যায় না। যথা লঙ্কাকাণ্ডে :—

"বানরের ভয় করনা সেগুলা বনের পশু।
মুহূর্ত্তেকে মেরে দিব ঘরপোড়া না আসু।"

অন্যত্র—

"কোন্ বাপ্ তোর চেড়ীর অন্ন খাইল পাতালে॥
কোন্ বাপ্ তোর বাঁধাছিল অর্জ্জুনের অশ্বশালে।" (৩২)

ইন্দুবালা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কারাগার।

লাহোর নগরের কারাগার, একটী ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে শৃঙ্খলবদ্ধ মাধব সিংহ বসিয়া আছেন। গৃহটী ঘোর অন্ধকারে আবৃত, ভিত্তির প্রায় আট দশ হস্ত ঊর্দ্ধে একটী মাত্র ক্ষুদ্র বাতায়ন; সেই বাতায়নের মধ্যদিয়া একটু একটু আলোক প্রবেশ করিতেছে। মাধব সিংহ সেই বাতায়নের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, শরীর চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্পন্দ; সেই অন্ধকার মধ্যে তদবস্থাপন্ন মাধব সিংহকে দেখিলে কে বলিবে যে এটী গঠিত প্রতিমূর্ত্তী নয়। একটী নিশ্বাস প্রবাহিত হইল হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল নয়ন দ্বয় হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রুজল স্খলিত হইল, মাধব সিংহ বস্ত্রদ্বারা অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন। একবার সর্ব্ব-শরীর বিচলিত হইল, আবার পূর্ব্বের ন্যায় নিস্তব্ধ। বাতায়নের আলোক টুকু ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া গেল। মাধব সিংহ বুঝিলেন সন্ধ্যা উপস্থিত অনবরত দীর্ঘ নিশ্বাস প্রবাহিত হইতে লাগিল; স্বাধীন অবস্থায় এই সন্ধ্যার সময় কেমন প্রকৃত-শোভা দেখিতেন, কেমন সুখদ বায়ু সেবন করিতেন, সুহৃদদিগের সহিত কিরূপ অতুল প্রণয়-সুখ-ভোগ করিতেন একে একে সকলগুলি হৃদয়ে উদিত হইল হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়াগেল। আপনা আপনি মৃদুস্বরে বলিলেন "অসৎ সহবাসের ফলই এই।"

কারাগৃহের দ্বারের বহির্দ্দেশে পদশব্দ হইল; একজন মুসলমান দ্বার উন্মুক্ত করিয়া গৃহমধ্যে একটী দীপ ও কিছু খাদ্য দ্রব্য রাখিয়া পুনরায় ধীরে ধীরে দ্বারের তালক বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। মাধব সিংহ যেমত বসিয়াছিলেন ঠিক সেইরূপেই স্থির ভাবে বসিয়া রহিলেন। প্রদীপের আলোকে গৃহের চতুর্দ্দিক প্রকাশিত হইল—কারাগৃহের ভীষণতা আরও বৃদ্ধি হইল। গৃহটী জঞ্জাল ও ময়লায় পরিপূর্ণ; যমালয়ের ন্যায় ভীষণ; ভিত্তি গুলি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত, যেন মূর্ত্তিমান অন্ধকার, দেখিলেই হৃদয় কাঁপিয়া উঠে।

মাধব সিংহ একেবারে চিন্তানিমগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন, স্পন্দ মাত্র নাই কেবল মুখের ভাব থাকিয়া থাকিয়া পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ঘন ঘন নিশ্বাস প্রবাহিত হইতে লাগিল, নয়নদ্বয় হইতে অবিরল অশ্রুধারা গণ্ডদেশ বহিয়া পড়িতে লাগিল, ক্রমে মস্তক ঢুলিয়া স্কন্ধের উপর আসিয়া পড়িল, মাধব আর স্থির ভাবে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, ভিত্তিমূলে দেহভার বিন্যস্ত করিলেন। হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল একটী দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত মুখ হইতে একটী অপরিস্ফুট শব্দ বিনির্গত হইল; নয়ন নিমীলিত করিয়া পুনরায় কি ভাবিতে লাগিলেন। অন্যূন দুই দণ্ড কাল এই ভাবে কাটিয়া গেল মাধব সিংহ নয়ন উন্মিলিত করিলেন একবার প্রদীপের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কারারক্ষী কর্ত্তৃক প্রদত্ত আহারীয় দ্রব্যের উপর দৃষ্টি পতিত হইল, ম্লানমুখে ঈষৎ হাসি আসিল। মাধব সিংহ এমত দুঃখের অবস্থায় কেন হাসিলেন? আহারীয় প্রাপ্ত হইলে ক্ষুধার্ত্ত

মাত্রেরই আনন্দ হইয়া থাকে। যদি তাহাই হইবে তবে আহার করিতেছে না কেন?—মাধব সিংহ হিন্দু যবন অন্ন কেন আহার করিবেন, যবন-অন্ন যদি অখাদ্য হইল তবে তাহা দেখিয়া আনন্দানুভব হইবার কারণ কি? মাধব পরিপূর্ণ দুই দিন কারাগারে আছেন, এক বিন্দু জলও স্পর্শ করেন নাই তথাপি কারারক্ষক নিয়মিত সময়ে খাদ্য আনিয়া দিতে ছাড়ে না এইটী তাঁহার হাসিবার একমাত্র কারণ। প্রদীপটীর শিখা সহসা উজ্জ্বলতররূপে জ্বলিয়া উঠিল মাধব সিংহের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল, দেখিলেন প্রদীপটী তৈলশূন্য হইয়াছে। দীপশিখাটী নিবিয়া গেল কারাগৃহ পুনরায় ঘোর অন্ধকারে আবৃত হইল। সমস্ত পদার্থ অন্ধকারে তিরোহিত হইয়া গেল, কেবল মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল।

সময় অনবরতই স্রোতের ন্যায় বহিয়া যাইতেছে, এক দণ্ড দুই দণ্ড করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রায় প্রহরার্দ্ধ অতীত হইয়া গেল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, মাধব ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার ঘন ঘন নিশ্বাস মাত্র শ্রুতিগোচর হইতেছে। পুনরায় কারাগৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, এক জন স্ত্রীলোক ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। রমণীর হস্তস্থিত দীপের আলোকে পুনরায় চতুর্দ্দিক আলোকিত হইল, পুনরায় ভীষণ দৃশ্য সকল নয়ন গোচর হইল। রমণী অপরিমিত দীর্ঘ ও ঘোর মসীবর্ণ, মস্তকটী শরীরের পরিমাণের অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র, গ্রীবাদেশ অপরিমিত দীর্ঘ, চক্ষু নিতান্ত ক্ষীণ নয় কিন্তু অপরিমিত ছোট, কর্ণদ্বয় লম্বমান, নাশিকার অগ্রভাগ বেশ উন্নত কিন্তু মূলদেশ এতদূর নিম্ন যে নয়নদ্বয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান বা তাহার চিহ্নমাত্রও নাই, মুখের গহ্বর অপরিমিত প্রশস্ত, অধর লম্বমান হইয়া ক্রমে চিবুকে আসিয়া লাগিয়াছে, উচ্চ দন্ত পংক্তি সেই অধরের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, কেশগুলি অনতিদীর্ঘ; বস্তুতঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সমস্তই আছে কেবল পরিমাণে কোনটী দীর্ঘ ও কোনটী হ্রস্ব। পূর্ণযৌবনাবস্থায় সকলেই কিছু না কিছু সুন্দর রূপ ধারণ করে, কিন্তু রমণীর বিপরীত, যৌবনাবস্থায় যুবতীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি না হইয়া তাহার বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রমণী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই দ্বাররুদ্ধ করিয়া মাধব সিংহের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। মাধব সিংহ নিদ্রাভিভূত রমণী তাঁহাকে জাগ্রত করিল। মাধব রমণী-করস্পর্শে চমকিয়া উঠিলেন, নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, কহিলেন 'তুমি কে?'

রমণী উত্তর করিল 'আমি কারাধ্যক্ষের কন্যা।'

'এখানে—'

'আমি তোমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছি।'

মাধব সিংহ কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন 'আমাকে উদ্ধার করিতে—'

রমণী বলিল 'হাঁ, তোমাকে উদ্ধার করিতে—ইহারা তোমায় কি করিবে জান? তুদর মল লাহোরে আসিলেই তোমাদিগকে শূলে দেওয়া হইবে—আমি তোমায় বাঁচাইতে আসিয়াছি।'

মাধব সিংহ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্বরে 'ঠাকুরাণী আপনি আমার কর্ত্রী আপনি আমার জীবনদাতা; পৃথিবীতে এমন কিছুই নাই, যদ্দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি' এই কথা বলিতে বলিতে রমণীর পদতলে পড়িবার উপক্রম করিলেন। রমণী হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া নিবারণ করিল, কহিল 'না না, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই— আমি তোমায় ভালবাসি।'

মাধব সিংহ রমণীর অভিপ্রায় বুঝিলেন এতক্ষণের পর নিষ্ঠুর যবন কারাধ্যক্ষের কন্যার দয়ার কারণ বুঝিলেন, কি উত্তর দিবেন স্থির করিতে না পারিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। মুখখানি পুনরায় ম্লান হইয়া আসিল, মনে যে আশাটুকু সঞ্জীবিত হইয়াছিল রমণীর অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া সেটুকু একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

রমণী মাধব সিংহকে মৌন ভাবে থাকিতে দেখিয়া বলিল 'তার লজ্জা কি?— আমি যখন তোমাকে নিজেই বরণ করিতেছি তখন আর তাহার চিন্তা কি?'

মাধব সিংহ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, মনে করিলেন এ আবার কি বিপদ উপস্থিত।

রমণী আবার কহিল 'আমি তোমায় ভালবাসি যথার্থ ভালবাসি, তোমার সহিত কৌতুক করিতেছি না, কল্য প্রাতঃকালে তোমাকে যখন এখানে লইয়া আসে সেই সময়েই আমি তোমায় মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। কল্যই তোমার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিতাম কেবল সুযোগ পাই নাই বলিয়া পারি নাই, আজ কত কষ্টে পিতার নিকট হইতে চাবিগুলি চুরি করিয়া তোমার দুঃখ দূর করিতে আসিয়াছি। তোমার জন্য আমি প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিলাম।'

মাধব সিংহ নিরুত্তর হইয়া ম্লানভাবে বসিয়া রহিলেন। রমণী প্রত্যুত্তর বাসনায় ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল 'চুপ করিয়া রহিলে যে? আমাকে কি পছন্দ হয় না, আমি কি এত কুশ্রী? আমার বর্ণ উজ্জ্বল না হউক আমার রূপ কি মনোহর নয়? আমার চক্ষুদ্বয় আকর্ণ বিশ্রান্ত না হউক বেশ টানাল ও মনোহর কি নয়? কেন আমার নাশিকা কি সুদীর্ঘ টিকল নয়? তবে একটু দোষ কেশগুলি দীর্ঘ নয়, সে গুলি দীর্ঘ হইতে কতক্ষণ?—

রমণী এইরূপ নির্জ্জ রূপগরিমা করিতেছে, এদিকে মাধব সিংহের মনোমধ্যে মহাগোল উপস্থিত, এই বিষম নরক হইতে জীবন রক্ষার্থ মিথ্যা বাক্য দ্বারা কার্য্য উদ্ধার করিবেন, কি সত্য কথা দ্বারা রমণীকে হতাশ করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। ভাবিয়া দেখিলেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, অনেকক্ষণ মন দোলায়মান হইতে লাগিল। আত্মরক্ষার্থ মিথ্যা বাক্য পাপজনক নয়—অনেক চিন্তার পর তাহাই স্থিরীকৃত হইল, বলিলেন 'বিবি সাহেব, আমি সে কথা বলিতেছি না; আমার কি এমন ভাগ্য, আমি সামান্য কয়েদী আমি আপনার উপযুক্ত নহি।'

রমণী মাধব সিংহের মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া একেবারে আমোদ সাগরে ঝাঁপ দিল, বলিল 'না না এখন হইতে তুমি আর বন্দী নও, এস বন্ধন মুক্ত করিয়াদি!' এই কথা বলিয়া একটী ক্ষুদ্র চাবিদ্বারা মাধবের পদবন্ধ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বলিল 'এস, আমার সঙ্গে নিঃশব্দে আইস।'

মাধব সিংহ মুক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও রমণীর অনুসরণক্রমে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

ক্রমশঃ।

স্বভাব দর্শন কাব্য।

ষষ্ঠ দর্শন।

রজনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

২৫

সুখসেব্য ফুর ফুরে সেবিয়া পবন
শান্তিময় তব কোলে নিদ্রা যাই যবে
দেখি কত মনোরম সুখের স্বপন;
সহসা চমকি উঠি বিহগের রবে
নয়ন মেলিয়া দেখি প্রভাত যখন
তবতরে কত করি আক্ষেপ তখন।

২৬

এপাশ ওপাশ করি কত বার বার
দেখিবারে পুনরায় সেসুখ স্বপন
কিন্তু হায় সে দুরাশা পোরেনাক আর,—
কেনবা পুরিবে বলসে আশা তখন,
তোমার সে লীলা খেলা, মধুর স্বপন
তোমারি সহিত দেবি! করেছে গমন।

২৭

ক্লিষ্টমনে ছাড়ি দেবি! সুখের শয়ন
ধীরে ধীরে উঠিক্রমে ব্যাকুল অন্তর
শান্তিহীন চিন্তাহ্রদে হইগো মগন
পশি গিয়া দুখময় সংসার ভিতর;
তোমার সে শান্তিময় হারায়ে সেসুখ
পুনরায় ভুগি গিয়া সংসারের দুখ।

২৮

পরলোক অনুরূপ তোমার ওরূপ,
মরিলে কি হবে তুমি দেখাইয়া দাও,
ক্ষণেকে করিয়া ফেল জগত বিরূপ,
নিমিষে শতেক ক্রোশ বহি লয়ে যাও,
পলকে কেমন দেবি! কৌশল করিয়া
বিগত বৎসর শত আন ফিরাইয়া।

২৯

যার মন যেইরূপ সেজন যেমন।
সুখশান্তি ময় দেবি, তব আগমনে
হৃদয়ে উদয় হয় তাহার তেমন,
সেইমত ভাব রাজি উঠে তার মনে।
সেবিলে তোমার ওই শান্তি সুধাময়
অতুল উৎসাহ কার না হয় উদয়?

ইতি স্বভাবদর্শন কাব্যে রজনী নামক ষষ্ঠ দর্শন সমাপ্ত।

লজ্জাবতী লতা।

১

কেন ওলো লজ্জাবতী লজ্জাবতী লতা।
এত কি তোমার বল লজ্জা অকারণ,
এত কি শীলতাকুব এত কি নম্রতা
নরকর স্পর্শে হও বিনম্র আনন?

২

পতিব্রতা লজ্জশীলা রমণী যেমন
পর-নর-কর স্পর্শ হঠাত ঘটিলে
সসম্ভ্রমে করে থাকে বিনত আনন
ডুবেযায় একেবারে লজ্জার সলিলে,

৩

তুমিও তেমনি দেখি পর্শিলে অপরে,
হঠাত শরীরে হস্ত করিলে অর্পণ
সঙ্কুচিত সর্ব্বঅঙ্গ কর লাজ ভরে
ধীরে ধীরে নত কর বিমল আনন।

৪

যথার্থকি লজ্জাবশে বনবিলাসিনি!
নর-কর-স্পর্শে কর বিমত্র আনন?
বল বল প্রকাশিয়া বল বিনোদিনি!
সঙ্কুচিত হয়ে যাও তাইকি এমন?

৫

তাইবা কেমন করে? যদি তাই হয়
বাড়ায়ে কোমল কর পর্শিলে রমণী
কেন নাহি পত্র তব সম ভাবে রয়?
কেন সঙ্কুচিত হয়ে যায় সে অমনি?

৬

সে ত তব সম জাতি তোমারি মতন
তবে কেন বল বল বল লজ্জাবতি!
তার কাছে এত লাজ কেন অকারণ?
সঙ্কোচ তাহার কাছে কেন বল সতি!

৭

বুঝেছি, হবেনা আর বলিতে তোমার,
লজ্জা তব সঙ্কোচের নহেক কারণ
ভ্রমবশে লোকে বলে লাজুক তোমায়
জানেনাক কেন তুমি বিনত্র এমন।

৮

পাপী-কর স্পর্শে তব যদি ঘটে পাপ
চির উপার্জ্জিত পুণ্য যদি হয় ক্ষয়,
মানবের পাপে যদি ঘটে কিছু তাপ
সেই চিন্তাবশে তব মুখ মান হয়।

৯

অথবা তা নয়, নহে সে ভয় তোমার,
মানব নৃশংস অতি দুর্দ্দান্ত পামর
তিলেক গুণের লেশ নাহিক তাহার
ঘৃণাবশে তাই তুমি মুখ নত কর।

ক্রমশঃ।

প্রেরিত পত্র।

নিদ্রাহারা সন্তাপিত।

১

অনুমানি, দিনমণি অস্তাচলে চলিল,
গরবিণী কমলিনী মুখখানি মুদিল;
আয় আয় ওরে চাঁদ, পাতরে মোহন ফাঁদ,
হৃদয় নিদয় হয়ে আজি মোরে দহিল,
নাজানি কি দায় হায় পোড়া ভাগ্যে ঘটিল।
ছড়াওনা বিষ আর, জ্বলিতেছি অনিবার
দেখ দেখ চেয়ে ওই প্রাণ মন জ্বলিল,
হাসি হাসি কাছে আসি কে যে জ্ঞান হরিল।

২

চলিনু আবাস ত্যজি থাকিব না আর,
সহসা তাপিত মনে বিরাগ সঞ্চার;
ভবন সন্তাপ ভরা, মানসিক সুখহরা,
প্রতিকুল বিধি তাহে হয়েছে আমার,
যায় যাক প্রাণ ছার করিয়াছি সার।
এইত রজনী কাল, ছিঁড়িয়া শ্রমের জাল,
মানব মণ্ডলী ভুঞ্জে আনন্দ অপার,
নিদ্রার কোমল কোলে দিয়ে ক্লেশভার।
এইত প্রকৃতি সতী, অতি হরষিতমতি,
সুখের সুন্দর শয্যা করিছে বিস্তার,
ছড়ায়ে জগত মাঝে স্নিগ্ধ তার ধার।
অভাগা আমায় হায়, কেন নিদ্রা নাহি চায়
না জানি কি দোষে রোষে পড়িলাম কার;
অথবা তাপিত প্রাণ এতই অসার।

৩

হেরিব্যরে স্বভাবের নিরুপম শোভারে,
ফিরিলে হইবে কিরে মম মনোলোভারে;
যথা মন্দ বেগভরে, কল্লোলিনী কল স্বরে,
ছুলেছে রজত স্রোতে বিমল আকারে,

তথা কি বিরাজে শান্তি পবিত্র আগারে।
ভূধরে প্রান্তরে কিবা, ফিরি যদি রাত্রি দিবা,
বেড়াই চঞ্চল চিত্তে বিজন কান্তারে,
তথা কি আসিবে শান্তি হৃদয় আধারে।
বিভু প্রেমে বিকশিত, ফুলফলে সুশোভিত,
প্রকৃতি সোহাগ, চারু কানন মাঝারে,
হৃদয় সন্তাপ মোর গেলে যেতে পারে।

৪

কে হেন বিরোধী ছিল জগতে আমার
এহেন পাষাণ সম অন্তর যাহার;
নাহিক দয়ার লেশ, না ভাবিল তাপ ক্লেশ,
অনায়াসে প্রাণে মোর এযাতনা দিল,
কুসুম কোরক হৃদি সদর্পে দলিল।
আছে যে করালকাল, সমভাবে সমকাল,
স্থিরতর চিরদিন, কভুত সে যায় না,
এভাব সেজন হায় ভাবিয়া কি পায় না।
যেমন কর্ম্মের বল, সেইরূপ প্রতিফল,
এবিধি এজগতেতে স্থান কিরে পায় না,
অথবা ভবের ভাব কিছু বোঝা যায় না।

৫

এ নিশা প্রভাত হবে যাবে অন্ধকার,
উঠিবেক প্রভাকর অনল আকার;
হইবে দিবস কাল; সুবিমল করজাল,
আচ্ছাদিবে পুনরায় জগত সংসার,
বিভুর বিমল কীর্ত্তি করিয়া প্রচার।
বহিবেক সমীরণ, তুষিয়া সবার মন,
বহিয়া সকল স্থলে সৌরভের ভার,
ঘুষিয়া জগতপতি মহিমা অপার।
পুনরপি জীবগণ, নিজ কর্ম্মে দিবে মন
আনন্দে বিহঙ্গগণ গাইবে আবার,
এসন্তাপ দূরে তবু যাবেনা আমার।

শ্রীঅমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
চোরবাগান।

গুপ্ত যন্ত্র।

কলিকাতা।

২৪ নং মির্জ্জাফর্শ লেন পটলডাঙ্গা।
প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

উক্ত যন্ত্রালয়ে ছাপার কর্ম্ম (উভয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা) অতি উত্তমরূপে নিয়মিত সময়ের মধ্যে এবং অল্প মূল্যে নির্ব্বাহ হয়, যাহাতে সাধারণের সুবিধা হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নও করা যায়; যথা—

১। পত্রের দ্বারা সমুদয় কর্ম্মই নির্ব্বাহ হইতে পারে, স্বস্থানে বসিয়া সকলে আপন ইচ্ছামত কার্য্য পাইতে পারেন।

২। ছাপার মূল্য অতি সুলভ, আবশ্যকমত মূল্যের তালিকা দেওয়া যাইবেক।

৩। প্রুফ সংশোধন-ভার লওয়া যাইতে পারে।

৪। কাগজ উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায়।

৫। পুস্তক বান্ধানর ভারও লওয়া যায়।

৬। পুস্তক কি পত্রিকা বিলি কি বিক্রয় করার ভার ও টাকা আদায়ের ভার গ্রহণ করা যায়, এবং বিবেচনামতে আমাদিগের খরচার টাকাও উক্ত আদায় হইতে লওয়া যাইতে পারে।

অপরাপর বিষয় সকল যন্ত্রাধ্যক্ষের নিকট জানিতে পারিবেন।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্শ লেন, গোলদিঘার উত্তর।

সাহিত্য-মুকুর।

সাপ্তাহিক পত্র।

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

মূল্য নগদ এক পয়সা। মূল্য নগদ এক পয়সা।

২য় ভাগ।] শনিবার। ২৫শে চৈত্র ১৭৯৩ শক। [৫২শ সংখ্যা।

বঙ্গ কবিকুল ও বাঙ্গালা কবিতা।

কবিকঙ্কনের পর ও ভারতের পূর্ব্বে যে কয়েকজন কবি জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন তাঁহাদিগের জীবনচরিত প্রভৃতি অদ্যাপি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সংগৃহিত হইলে প্রকাশিত হইবে।

ভারতচন্দ্র রায়।

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অনেক ক্লেশ ও যত্ন সহকারে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের যে জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সমগ্র বিরণই আছে, এমন কি উক্ত কবির জীবনের জানিবার উপযুক্ত ঘটনা একটীও তন্মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিতে ছাড়েন নাই, সুতরাং ভারতের বিস্তৃত জীবনী পুনরায় প্রকাশ করার বিশেষ প্রয়োজন বোধ হয় না। কেবলমাত্র তাঁহার জীবনের দুই একটী প্রয়োজনীয় বিবরণ এবং গ্রন্থ-সমালোচনা প্রকাশ করা গেল। গুপ্ত মহাশয় ভারতচন্দ্র রায়ের বংশোদ্ভূত মহাশয়দিগের নিকট হইতেই তাঁহার জীবনী সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। ভারতের বংশীয়রা যতদূর তাঁহার জীবনী জানেন, অপরে কখনই ততদূর জ্ঞাত নহেন। সুতরাং আরও অনুসন্ধান করিলে যে, কেহ গুপ্ত মহাশয়ের আপক্ষা অধিক সংগ্রহ করিতে পারিবেন এরূপ বোধ হয় না।

ভারতচন্দ্র রায়ের পৈত্রিক বাসস্থান পাণ্ডুয়া, ঐ স্থানে তাঁহাদের একটী গড় ছিল। এখনও পাণ্ডুয়ায় ভারতচন্দ্রের পৈত্রিক গড়ের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে, ঐ স্থানকে পেঁড়োর গড় বলে। বর্দ্ধমানাধিপের সহিত বিবাদ ঘটায় ঐ স্থান হইতে রায়পরিবার দূরীকৃত হন। রায়গুণাকর ১৬৩৪ শকে জন্ম গ্রহণ করেন, চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় দারপরিগ্রহ করেন

ও অষ্টচত্বারিংশ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ভারতচন্দ্র রায় কিছু দিন বৈরাগ্যাশ্রম আশ্রয় করিয়াছিলেন, পরে স্বজনবর্গের উপরোধে পুনরায় সংসারাশ্রমে প্রবেশ করেন। সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণনগরাধিপ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। উক্ত রাজা মুলাযোড়ে কতকগুলি ভূমি-সম্পত্তি প্রদান করিয়া রায়গুণাকরের বাসস্থান করিয়া দেন; ঐ মুলাযোড়েই ভারতচন্দ্র জীবনের অবশিষ্টাংশ ক্ষেপণ করেন। গুণাকর মৃত্যুর আট বৎসর পূর্ব্বে অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি রচনা করেন ও সেই রচনা দ্বারাই 'গুণাকর' উপাধি প্রাপ্ত হন। ভারত অন্নদামঙ্গল,বিদ্যাসুন্দর,মানসিংহ,রসমঞ্জরী ও অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক কবিতা রচনা করেন, তন্মধ্যে বিদ্যাসুন্দর ও মানসিংহ অন্নদামঙ্গলের অন্তর্ভুত। অন্নদামঙ্গল কবিকঙ্কন চণ্ডীর আদর্শ গ্রহণে রচিত, কেহ কেহ বলেন অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর এই উভয়ই তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিরচিত কালিকামঙ্গলের অনুকরণ। যাহাই হউক ঐ দুইখানির বিষয় বা উপাখ্যান ভাগ প্রস্তুত করিতে গুণাকরের ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় নাই। রসমঞ্জরী সংস্কৃত অলঙ্কারের কিয়দংশের অবিকল অনুবাদ। গুণাকরের গ্রন্থগুলি পাঠকরিলে বেশ প্রতীত হয় যে তিনি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর অনেকগুলি ছন্দের নূতন আবিষ্কার করেন। তিনি সংস্কৃত হইতে অনেক ছন্দের অনুবাদ করিয়া নিজ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের ছন্দগুলি যত দূর সুললিত তেমন প্রায় আর কাহারও দেখা যায় না।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে আমরা যতদূর কবিহিতৈষী বলিয়া জানি বস্তুতঃ তিনি তত দূর ছিলেন না। বড় বড় লোক মাত্রেই একটা না একটা সক দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষ্ণচন্দ্রেরও সেইরূপ ছিল। তিনি সুখ্যাতি ও আমোদ প্রাপ্তির আশায় গুণীগণকে আশ্রয় প্রদান করিতেন, কবিদিগের স্বাধীন রচনায় ততদূর মন ছিলনা; নিজ মনে যখন যেরূপ ইচ্ছা হইত,কবিদিগকে তদ্বিষয়ক রচনাতেই অনুমতি করিতেন এবং কবিগণও নিজের অভিমত হউক বা না হউক রাজার মনোমত করিয়া রচনা করিতেন। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর রচনাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ, অপর প্রমাণ দর্শাইবার প্রয়োজন নাই। কবি স্বাধীন ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করিতে না পারিলে রচনার উন্নতি করিতে পারেন না। কোন ব্যক্তিবিশেষের স্বভাবানুযায়ী রচনা করিয়া তাহারই চিত্তবিনোদ করিব, ও অমুক এইটী ভালবাসেন এইটী লিখিলে সন্তুষ্ট হইবেন এটী ভালবাসেন না লিখিব না এরূপ বিবেচনা করিতে গেলে মনের স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধকরিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং কবি সেরূপ অবস্থায় নিজ ক্ষমতানুযায়ী কৌশল দেখাইতে পারেন না। ভারতচন্দ্রাদির অবস্থাও সেইরূপ ছিল যদিও তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের অপেক্ষা অনেক উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন তথাপি রীতিমত স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন নাই। তবে পূর্ব্ব কবিদিগের অপেক্ষা যে পরিমাণে উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই পরিমাণেই রচনার উন্নতি করিয়া গিয়াছেন, আরও উৎসাহ ও স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলে বোধ হয় রচনার আরও উন্নতি করিতে পারিতেন।